সিগমা ফোর্স
দ্য
জুডাস
স্ট্রেইন
জেমস রলিন্স
রূপান্তর: ওয়াসি আহমেদ

ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ক্রিসমাস আইল্যান্ডসহ সংশ্লিষ্ট সাগরে ছড়িয়ে পড়ছে এক অদ্ভুত রোগ। জলজ প্রাণির পাশাপাশি আক্রান্ত হচ্ছে দ্বীপবাসীরাও। তদন্ত করতে পাঠানো হলো ছায়ার আড়ালে থেকে কাজ করা সিগমা ফোর্সের সদস্য ড. লিসা কামিংস আর মঙ্ক কক্কালিসকে। ভয়াবহ পেন্টাগনকে সামলানোর জন্য হাসপাতালে পরিণত করা বিলাসী এক জাহাজকে আস্তানা বানাল ওরা। কিন্তু জলদস্যুদের আচমকা আক্রমণে প্রাণ বাঁচানো হাসপাতাল রূপ নিল প্রাণঘাতি জৈব-রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির ল্যাবে! গবেষণা করতে এসে নিজেদের জীবন নিয়েই টানাটানি লেগে গেল, অপহরণ করা হলো তাদের। এদিকে এক আকস্মিক মোটর সাইকেল দুর্ঘটনার শিকার হয়ে সিগমা কমান্ডার গ্রেসন পিয়ার্সের ঘাড়ে চেপে বসল দুর্ধর্ষ গিল্ড এজেন্ট শেইচান। আকস্মিক উপস্থিতির চেয়েও বেশী অদ্ভুত তার আকুতি। সে চায় গ্রে-কে সাথে নিয়ে আসন্ন দুর্যোগের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে। এদিকে গ্রে-র কাঁধে চেপে বসছে বাবা-মার নিরাপত্তার ভয়, সেই সাথে মাথায় ঝুলে আছে গ্রেফতারি পরোয়ানা। গোটা দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে চলেছে বিধ্বংসী এক ভাইরাস *'দ্য জুডাস স্ট্রেইন'!* এই জীবনঘাতী ভাইরাসকে হাতের মুঠোয় আনতে আস্তে আস্তে জাল গুটিয়ে আনছে সিগমার চিরশত্রু, রহস্যময় গুপ্তসংগঠন- *দ্য গিল্ড*।

এসব কিছুর সাথে ভাইরাসে আক্রান্ত মেরিন বায়োলজিস্ট সুজান টিউনিসের কি সম্পর্ক?

সত্যিই কি আছে চির রহস্যময় ফেরেশতাদের ভাষা, দ্য অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের অস্তিত্ব?

আসন্ন মহাপ্রলয় থেকে কে রক্ষা করবে পৃথিবীকে?

সব রহস্যের জড় লুকিয়ে আছে কম্বোডিয়ায় এক ভাঙা মন্দিরের গুহায়। তবে সেই রহস্য উন্মোচন করতে হলে ফিরে যেতে হবে সুদূর অতীতে, ১২৯৫ সালে বিখ্যাত অভিযাত্রী মার্কো পোলোর সাথে তার ভেনিসে প্রত্যাবর্তনের অভিযানে।

ISBN 9 78984 91918 3 4
9 789849 191834

সিগমা ফোর্স সিরিজের চতুর্থ বই

দ্য জুডাস স্ট্রেইন

Σ

জেমস রলিন্স

রূপান্তরঃ ওয়াসি আহমেদ

লেখকের উৎসর্গ

ক্যারোলিন ম্যাক রে'কে

যে আমার পূর্ববর্তী লেখাগুলো পড়েও, খুব একটা উপহাস করেনি

ভূমিকা

জেমস রলিন্সের কথা নতুন করে কিছু বলার নেই। সিগমা ফোর্স সিরিজের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে পাঠকদের মন জয় করে নিয়েছেন তিনি। সিরিজের চার নম্বর বই হিসেবে দ্য জুডাস স্ট্রেইন – ইতিহাস, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পুরাণ, বৈজ্ঞানিক তথ্য, ভৌগোলিক বিবরণের মিশেলে অনবদ্য এক উপাখ্যান। টানটান উত্তেজনা আর শ্বাসরুদ্ধকর গতি পাঠককে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে বাধ্য।

ঢাউস আকৃতির বইটা অনুবাদ করতে গিয়ে চেষ্টা করেছি, যথাসম্ভব বাহুল্য বর্জন করে নিজের মতো গুছিয়ে নেয়ার। বিষয়গত দিক থেকে বইটা তুলনামূলক কঠিন বলা যায়। পাঠকের সুবিধার্থে শেষে নির্ঘণ্ট সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই, ফুয়াদ ভাইকে। সাজিদ ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া থেকে শুরু করে বইয়ের শেষ অক্ষর পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখায় তার অবদান রয়েছে। অনুবাদের পুরো সময়ই তাকে নানাভাবে যন্ত্রনা দিয়েছি। নিজের হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও, তিনি কখনও না বলেননি। হাসিমুখে সব কাজে সাহায্য করেছেন।

আবিদ ফয়সালের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিশাল কলেবরের বইটায় হাত দিয়ে শুরু থেকেই কিছুটা ভয়ে ছিলাম। আমি অলস প্রকৃতির মানুষ, কাজ শেষ হবে তো? প্রথম থেকেই আমাকে সাহস জুগিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে আবিদ। ওর কারণেই নির্ধারিত সময়ের ভেতর কাজটা শেষ করতে পেরেছিলাম।

সাজিদ ভাইকে ধন্যবাদ বইটি প্রকাশের জন্য। হাসিখুশি এই মানুষটি তরুণ লেখক/অনুবাদকদের জায়গা করে দিচ্ছেন। বাস্তবায়ন করছেন অনেকের স্বপ্ন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

প্রথম বই হিসেবে ভুলত্রুটি কিছুটা থাকতে পারে, সেজন্যে আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। পাঠক বইটি পড়ে আনন্দ পেলে, তাতেই আমার আনন্দ, স্বার্থকতা।

ওয়াসি আহমেদ
ঢাকা।

কৃষ্ণসাগর পেরিয়ে কাফফা শহরে ছড়িয়ে পড়ল মহামারী। ইতালির জেনোয়াবাসী নাগরিক, বণিক ও ব্যবসায়ীদের মাঝে রোগের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল মঙ্গোলীয় টারটারেরা। মঙ্গোল সৈন্যদের শরীরে বিষফোঁড়া আর রক্তাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি করে জাঁকিয়ে বসেছিল প্লেগ। বিদ্বেষের তাড়নায় মঙ্গোলিয় প্রভুরা, রোগাক্রান্ত মৃতদের যন্ত্রের সাহায্যে জেনোয়াদের প্রাচীরের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে মারত। এভাবেই মৃতদেহ আর জঞ্জালের ঘাড়ে চেপে অসুখটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৩৪৭ সালে, বারোটা নৌকায় করে জেনোয়ার অধিবাসীরা ইতালি ফিরে যেতে সক্ষম হয়। মেসিনা বন্দরে গিয়ে পৌঁছায় তারা। আর সেই সঙ্গে আমাদের উপকূলে বয়ে আনে ব্ল্যাক ডেথ।

- ডিউক এম. জিওভান্নি (১৩৫৬), রেইনহোল্ড সেবাস্তিয়ান অনুদিত,
গ্রন্থ-ইল অ্যাপোক্যালিপ্স (মিলান: এ. মোনদাদুরি, ১৯২৪), ৩৪-৩৫

মধ্যযুগে চীনের গোবি মরুভূমি থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল বিউবোনিক প্লেগ, বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল নির্মমভাবে। রোগটা কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা এখনও অজানা। এমনকি গত শতাব্দীতে এশিয়া জুড়ে কেন এতরকম প্লেগ আর ইনফ্লুয়েঞ্জা–SARS, এভিয়ান ফ্লু–এর প্রকোপ দেখা দিয়েছিল, সেটাও কারো জানা নেই। তবে একটা বিষয় সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়:

বিশ্বব্যাপী আবার কোনও মহামারী ছড়াতে শুরু করলে, তার উৎপত্তি হবে এই প্রাচ্যেই!

- ইউনাইটেড স্টেটস সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশান,
কম্পেন্ডিয়াম ফর ইনফেকশাস ডিজিজেস, মে ২০০৬।

Return Journey of Marco Polo (1292–1295)
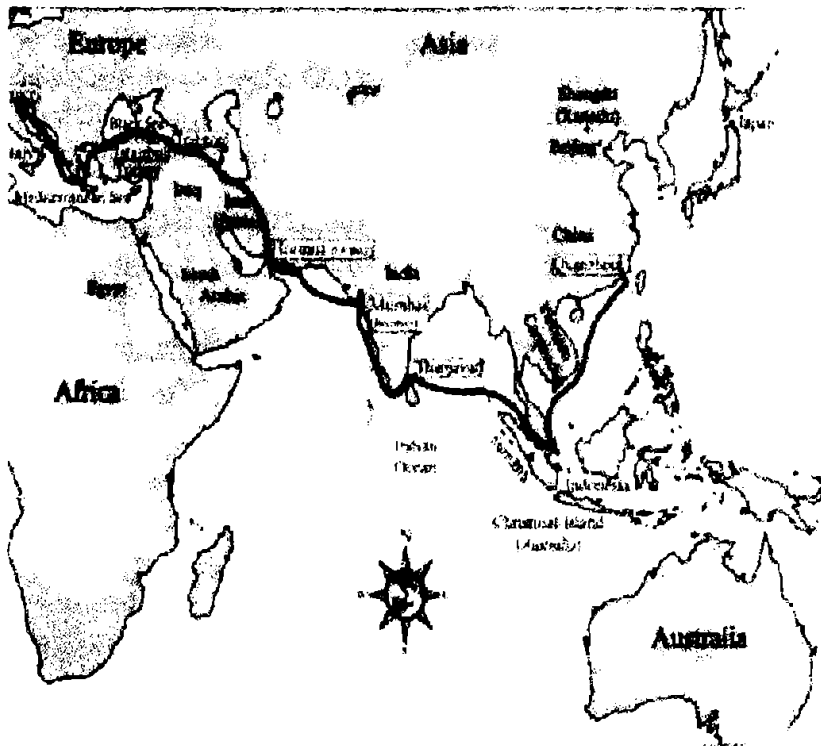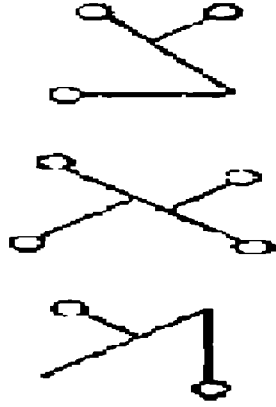
ঐতিহাসিক রেকর্ড থেকে পাওয়া তথ্য

একটি রহস্য দিয়ে শুরু করা যাক। ১২৭১ সাল, সতেরো বছর বয়স্ক ইতালীয় তরুণ মার্কো পোলো, তার বাবা আর চাচাকে সঙ্গে নিয়ে চীনের অভিমুখে যাত্রা করলেন। চীনদেশের তৎকালীন সম্রাট কুবলাই খানের প্রাসাদ তাদের লক্ষ্য। চব্বিশ বছর মেয়াদী এ যাত্রার মাধ্যমে উন্মোচিত হবে পরিচিত বিশ্বের পূর্বদিকে অবস্থিত বহিরাগত ভূমির গল্প, অবিরাম মরুদ্যান আর জেড,সমৃদ্ধ নদীর বিস্ময়কর কাহিনী। এ গল্প পরিপূর্ণ শহর ও সুবিশাল পালতোলা নৌবহরের, পুড়ে যাওয়া কালো পাথর আর কাগজের তৈরি টাকার। এ গল্প পৌরাণিক পশু আর কিম্ভূতকিমাকার উদ্ভিদের, নরখাদক আর রহস্যময় ওঝাদের।

সতেরো বছর কুবলাই খানের দরবারে কাজ করার পর মার্কো ১২৯৫ সালে ভেনিস ফিরে আসেন। তার মুখে শোনা তথ্য নিয়ে ফ্রেঞ্চ রোমান্টিসিস্ট রাস্টিচেলো আদি ফ্রেঞ্চ ভাষায় একটি বই লিখেন যার নাম *Le Divisament dou Monde,*। পরবর্তীতে সমগ্র ইউরোপেই তা ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি কলম্বাস পর্যন্ত নতুন বিশ্বের অভিযানে বেরুনোর সময় মার্কোর বইটি সাথে রাখেন।

একটি গল্প বিশদভাবে কখনোই বলতে চাননি মার্কো, বইতেও ভাসা ভাসাভাবে উল্লেখ করেছেন। চীন থেকে চলে আসার সময় কুবলাই খান মার্কো পোলোর সাথে চৌদ্দটি সুবিশাল জাহাজ আর ছয়শতাধিক মানুষ দিয়েছিলেন। কিন্তু দু'বছর পর যখন মার্কো সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছান, তখন তার সাথে ছিল মাত্র দুইটি জাহাজ আর আঠারো জন মানুষ।

বাকি জাহাজ আর মানুষগুলোর ভাগ্যে কী ঘটেছিল, তা আজও এক রহস্য। কিসের কবলে পড়েছিল তারা–জাহাজডুবি,ঝড় নাকি জলদস্যু? কখনোই এ ব্যাপারে মুখ খোলেননি তিনি। এমনকি মৃত্যুশয্যায় যখন তার এ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিশদ জানতে চাওয়া হয়, তখন মার্কো হেঁয়ালিপূর্ণ স্বরে বলে ওঠেন, "যা দেখেছি, তার অর্ধেকও আমি বলিনি।"

১২৯৩
মধ্যরাত
সুমাত্রা দ্বীপ
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

অবশেষে চিৎকার থেমে গেল।

মাঝরাতে বারোবার আগুনের শিখা জ্বলে উঠল জাহাজঘাটে।

"ইল ডিও, লি পারডোনা।" পাশ থেকে ফিসফিসিয়ে উঠলেন বাবা। কিন্তু মার্কো জানতেন, সৃষ্টিকর্তা এ অপরাধ কখনোই ক্ষমা করবেন না।

লংবোটের পাশে অপেক্ষারত ছিলেন গুটিকয়েক লোক। অন্ধকারাচ্ছন্ন উপহ্রদে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে চিতা। চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একে একে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল বারোটি জাহাজ, মৃত আর অভিশপ্ত জীবিত ব্যক্তিসহ। জাহাজের জ্বলন্ত মাস্তুলগুলো আকাশের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছিল সেসময়। সমুদ্রসৈকত আর সাক্ষীদের উপর বৃষ্টির ধারার মতো জ্বলন্ত ছাই বর্ষিত হয়েছিল। পোড়া মাংসের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছিল রাতের আকাশ।

"বারোটা জাহাজ," অস্ফুট স্বরে বললেন ম্যাসিও। তার হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা রূপার ক্রসিফিক্স। "এপোস্টলদের (যিশু খ্রিস্টের বারোজন প্রধান শিষ্য) সমান সংখ্যক।"

অবশেষে থেমে গেল নির্যাতিতের আর্তনাদ। বালুময় সৈকতে শুধু অগ্নিশিখার মৃদু গর্জন ভেসে বেড়াচ্ছে। সেদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন মার্কো। কিন্তু বাকিদের হৃদয় এত কঠোর নয়, তারা পানির উল্টোদিকে হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন। কঙ্কালের মতো ফ্যাকাসে বর্ণ ধারণ করেছিল তাদের মুখ।

সবাইকে বিবস্ত্র করা হয়েছিল। নিকটস্থের শরীরে নির্দিষ্ট কোনও চিহ্নের ছাপ পাওয়া যায় কিনা, প্রত্যেকে সেটাই খুঁজছিল। এমনকি মহান কুবলাই খানের কন্যাকেও বাদ দেয়া হয়নি–একমাত্র পরিধেয় বলতে শুধু রত্নখচিত সোনার মুকুট। আব্রু রক্ষার্থে তিনি পালতোলা কাপড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর এদিকে বিবসনা দাসীরা রাজকুমারীর দেহে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিল। কোকেজিন নাম তার, সতেরো বছরের নীল রাজকুমারী। ঠিক এই বয়সেই ভেনিস ছেড়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন মার্কো রাজকন্যাকে তার বাগদত্তা পার্সিয়ার রাজকুমারের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্ব বর্তেছিল পোলোদের ওপর। স্বয়ং কুবলাই খান তাদেরকে এ কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।

সে যেন এক জীবন আগের কথা।

মাত্র চারমাস আগে প্রথমবারের মতো একজন নাবিক অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার কুঁচকি আর বাহুর নিচে চাবুকের দাগের মতো ঘা ফুটে উঠেছিল। ধীরে ধীরে ফুটন্ত

তেলের প্রবাহের মতো ছড়িয়ে পড়ল অসুখটা। অসুস্থদের ভয়াল দ্বীপে ফেলে আসায়, নাবিকভরা জাহাজ একদম লোকশূন্য হয়ে পড়ল।

অবশেষে সর্বগ্রাসী আগুনের উত্তাপে পরাস্ত হতে হলো ব্যধিকে। বেঁচে রইল অল্প কয়েকজন, ক্ষতচিহ্ন যাদের ছুঁতে পারেনি।

সেটা সাত রাত আগের কথা। পরিত্যক্ত নৌকায় শিকলে বেঁধে রেখে আসা হলো অসুস্থদের। সামান্য কিছু খাবার আর পানি রাখা হয়েছিল সঙ্গে। সমুদ্র সৈকতে বসে থাকা নাবিকেরা নিজেদের মধ্যে নতুন কোনও ক্ষতচিহ্নের আলামত খুঁজে বেড়াত। ওদিকের জাহাজগুলো থেকে পানির স্রোতের সাথে ভেসে আসত নির্বাসিতদের প্রতিবাদী কান্না, প্রার্থনা, অভিশাপ আর হাহাকার। তবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শোনাত তাদের উন্মাদনাপূর্ণ হাসি।

ওভাবে ফেলে আসার চাইতে ধারালো ক্ষিপ্রগতির ফলার আঘাতে তাদের কণ্ঠনালী চিরে ফেলাই ভালো ছিল। কিন্তু ওই দূষিত রক্ত স্পর্শের কথা চিন্তা করাও আতঙ্কের ব্যাপার। তাই অসুস্থ আর মৃতদের স্থান হলো পরিত্যক্ত জাহাজে।

সাগরের পানিতে অদ্ভুত এক আভা ছড়িয়ে সূর্য রাতের আঁধারে হারাল। জাহাজের তলায় ঠিকরে পড়ছিল সে আলো। ঠিক যেন থমকে যাওয়া কৃষ্ণবর্ণের জলধারায় ছড়িয়ে পড়া দুধের আস্তরণ। পালিয়ে আসা এক অভিশপ্ত শহরের পাথরনির্মিত প্রাসাদের কথা মনে পড়ছিল তাদের। সেখানকার জলাশয়ের পানিতে এই উজ্জ্বল আভা তারা আগেও দেখেছিল।

কাঠের কারাগার ভেঙ্গে পালিয়ে আসতে চাইছিল ব্যধি। পোলোদের আর কিছুই করার ছিল না। প্রস্থানের জন্য শুধুমাত্র একটি জাহাজ রেখে জ্বালিয়ে দেয়া হলো বাকি সবকয়টি। মার্কোর চাচা, ম্যাসিও অবশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। লজ্জাস্থান ঢেকে ফেলার জন্য তাদের দিকে ইশারা করলেন তিনি। কিন্তু হাতে বোনা উলের সামান্য কাপড় তাদের আত্মার লজ্জা আড়ালে অক্ষম।

"আমরা যা করেছি..." মার্কো বলে উঠলেন।

"এ ব্যাপারে কোনও কথা হবে না", মার্কোর দিকে একটি পোশাক বাড়িয়ে দিয়ে বললেন তার বাবা। "মহামারী শব্দটা উচ্চারণ করা মাত্র অন্য সব দেশ আমাদের পরিত্যাগ করবে। কোনও বন্দরেই আমরা জাহাজ ভিড়াতে পারব না। রোগের শেষবিন্দু পর্যন্ত আমরা আগুনে পুড়িয়েছি। বাড়ি ফেরার জন্যই এতকিছু।"

মার্কো পোশাকটা পরতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বালির বুকে আঁকা চিহ্নের দিকে নজর পড়ল বাবার। চিহ্নটাকে পায়ের তলায় লুকিয়ে ফেললেন তিনি। অনুনয়মিশ্রিত চাহনীতে মার্কোর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "না মার্কো... কখনোই না...."

কিন্তু সে স্মৃতি তো এত সহজে ভোলা সম্ভব নয়।

একজন পণ্ডিত, একজন দূত, একজন মানচিত্রাঙ্কনবিদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। বহু বিচিত্র রাজ্যের ম্যাপ তৈরি করেছেন নিজের হাতে।

বাবা আবারও বললেন, "আমরা যা খুঁজে পেয়েছি, তা কাউকে জানানো যাবে না। অভিশপ্ত এই আবিষ্কার।"

চুপচাপ মাথা নাড়লেন মার্কো। তার অঙ্কিত চিহ্ন সম্পর্কে কোনও মন্তব্য না করে ফিসফিসিয়ে বললেন, "সিটা দেই মরতি.।"

বাবার ফ্যাকাসে মুখটা আরও পান্ডুর বর্ণ ধারণ করল। মার্কো জানতেন, তিনি শুধুমাত্র প্লেগ নিয়েই ভীত নন।

"শপথ করো মার্কো," জোর গলায় বললেন তিনি।

বাবার বলিরেখাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকালেন মার্কো। সম্রাট খানের সাথে অতিবাহিত এক দশকে তার বয়স যত বেড়েছে, গত চার মাসে যেন তার চেয়েও বুড়িয়ে গিয়েছেন।

"তোমার মায়ের মৃত আত্মার নামে শপথ করে বলো। আমরা যা পেয়েছি, যা করেছি—তা কোনওদিন মুখে আনবে না।"

মার্কো ইতস্তত করছিলেন। তার কাঁধে একটি শক্ত হাত চেপে বসল, "শপথ কর বাবা। তোমার নিজের ভালোর জন্যই..।"

বাবার উদ্দীপ্ত চোখে আতঙ্কের ছায়া দেখতে পেলেন মার্কো। এ দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

"আমি চুপ থাকব," অবশেষে প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি। "মৃত্যুশয্যায়, এমনকি তারপরেও.. শপথ করছি বাবা।"

ইতোমধ্যে মার্কোর চাচা উপস্থিত হলেন, "ওখানে অনধিকার প্রবেশ করা উচিত হয়নি আমাদের, নিকোলো।" ভাইকে তিরস্কারের স্বরে বললেন তিনি। যদিও কথাটা মার্কোর উদ্দেশ্যেই বলা।

রহস্য ভরা নীরবতা নেমে এলো সহসাই। তার চাচা ভুল বলেননি।

মার্কোর মানসপটে চার মাস আগে দেখা নদীর পার্শ্ববর্তী উপদ্বীপের ছবি ভেসে উঠল। জাহাজ মেরামতের সময় তারা সেখান থেকে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন। দ্বীপে দেখতে পাওয়া নিচুপাহাড়ের ওপারে অবস্থিত শহরের গল্প শুনেছিলেন মার্কো। জাহাজ মেরামতের জন্য দশদিন সময় নির্ধারিত হয়েছিল। এরই মাঝে একদিন দুই সঙ্গীকে নিয়ে পর্বতারোহণ করতে চাইলেন তিনি। চূড়ায় ওঠার পর গভীর জঙ্গলের ভেতর থেকে একটি সুউচ্চ পাথরের দুর্গ দেখা গেল। ভোরের উজ্জ্বল আলোয় তার মধ্যে এক দুর্নিবার আকর্ষণ জেগে উঠেছিল।

দুর্গের উদ্দেশ্যে এগোনোর পুরোটা সময় চারপাশ জুড়ে কেমন যেন একটা নীরবতা বজায় ছিল। তারপরেও তাদের মনে কোনও সংশয় এল না। কোনও পাখির কলরব নেই, বানরের চিৎকার নেই। মৃতদের শহরটি যেন তাদের জন্যই অপেক্ষা করে ছিল এতদিন।

ভয়ঙ্কর এক ভুল ছিল এই অনধিকার প্রবেশ, রক্ত দিয়েও যার মাশুল দেয়া যায়নি।

মার্কো আর তার দুই সঙ্গী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন ধূমায়িত জাহাজগুলোর দিকে। হঠাৎ একটা মাস্তুল, কাটা গাছের মতো করে লুটিয়ে পড়ল।

আজ থেকে দুই দশক আগে পোপ দশম গ্রেগরির অনুমতিক্রমে পিতা, পুত্র আর চাচা মিলে ইতালি ত্যাগ করেছিলেন। মঙ্গোলদের ভূমিকে লক্ষ্য করেই শুরু হয়েছিল এ যাত্রা। তাদের লক্ষ্য ছিল কুবলাই খানের প্রাসাদ আর শাংডুর বাগান। আর সেখানে সম্রাটের প্রিয়পাত্র হিসেবে তারা বহুকাল কাটিয়ে দিলেন, ঠিক যেন বন্দী তিতির পাখির মতো। এ বন্ধন অবশ্য শিকলের নয়, বরং সম্রাটের অপরিমেয় বন্ধুত্বের বন্ধন। মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। এরপর একদিন রাজকুমারী কোকেজিনকে তার পার্সিয়ান বাগদত্তার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব পোলোদের উপর বর্তাল। এটাকে ভেনিস ফিরে যাবার সুযোগ হিসেবে ধরে নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন তারা।

কিন্তু হায়! তাদের বহর যদি কখনোই শাংডু ছেড়ে রওনা না দিত

"কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য উঠবে," বাবা বললেন। "বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে।"

"উপকূলে পৌঁছানোর পর আমরা থিওবাল্ডোকে কী বলব?", ম্যাসিও জানতে চাইলেন। পোলো পরিবারের এই পুরনো বন্ধুকে আসল নামেই সম্বোধন করলেন তিনি। যদিও থিওবাল্ডো এখন পোপ দশম গ্রেগরি হিসেবে পরিচিত।

"তিনি এখনও আছেন কিনা, সেটাই তো আমরা জানি না," বাবার সদুত্তর। "দেশের বাইরে দীর্ঘসময় কাটিয়েছি আমরা।"

"কিন্তু যদি তিনি থাকেন, নিকোলো?", উদ্বেগ ঝরে পড়ছিল চাচার কণ্ঠে।

"মঙ্গোলদের রীতিনীতি আর শক্তি সম্পর্কে যা জানি, তাকে বলব। তাঁর নির্দেশিত অনুশাসনই তো আমরা মেনে চলেছি। কিন্তু এখানকার এই প্লেগের ব্যাপারে.... বলার মতো কিছু আর অবশিষ্ট নেই। এর অবসান ঘটেছে।"

ম্যাসিও দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কিছুটা হলেও পরিত্রাণের আভাস পাওয়া গেল। মার্কো কিছু একটা বলতে চাইছিলেন।

তার বাবা আরও দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "অ-ব-সা-ন ঘ-টে-ছে।"

মার্কো দুই বয়োজ্যেষ্ঠের দিকে তাকালেন। অগ্নিসদৃশ ছাই আর ধোঁয়ার আচ্ছাদনে ঢেকে ছিল রাতের আকাশ। অবসান? এ ঘটনার কোনও অবসান নেই, তাদের স্মৃতিতেই জীবন্ত হয়ে থাকবে চিরকাল।

পায়ের আঙুলের দিকে তাকালেন মার্কো। বালি থেকে চিহ্ন মুছে ফেলা হলেও মার্কোর চোখে জ্বলজ্বল করছিল সেটা। গাছের বাকলের উপর রক্তে আঁকা একটি মানচিত্র চুরি করার কথা মনে পড়ে গেল।

জঙ্গলের ভেতর কয়েকটা মন্দির দেখতে পেয়েছিলেন তারা।

কেউ ছিল না সেখানে।

চারিদিকে শুধু মৃতদের উপস্থিতি।

মাটির ওপর অসংখ্য পাখি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল, যেন হঠাৎ করে খেই হারিয়ে আকাশ থেকে ঝরে পড়েছে। নর-নারী, শিশু, ষাঁড়, হিংস্র জন্তু—কেউ নিষ্কৃতি পায়নি। গাছের ডালে ডালে ঝুলে ছিল বিশালাকৃতির সাপের নিস্তেজ দেহ, খোলস থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

হরেক রঙের আর আকৃতির পিঁপড়ারাই সেখানকার একমাত্র জীবিত বাসিন্দা।

পাথর আর মৃতদেহের ফাঁকে ফাঁকে তারা ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছিল।

কিন্তু তিনি ভুল জানতেন... তখনো সূর্য ডোবার অপেক্ষায় ছিল কিছু একটা।

মার্কো এই স্মৃতিগুলো মুছে ফেলতে চান।

পুরানো এক মন্দির থেকে পাওয়া ম্যাপের কথা জানামাত্র, সেটা পুড়িয়ে ফেলেছিলেন মার্কোর বাবা। সাগরের পানিতে পোড়া ছাই ভেসে গিয়েছিল। তখনও কিন্তু তাদের জাহাজে কেউ অসুস্থ হয়নি।

"ভুলে যাও ওসব," বাবা সতর্ক করে দিলেন। "আমাদের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যেতে দাও একে।"

মার্কো তার প্রতিশ্রুতির সম্মান রাখতে চাইছিলেন। এই একটি ব্যাপারে তিনি কোনওদিন মুখ খুলবেন না। তারপরেও বালির বুকে ফুটে থাকা চিহ্নটা একবার স্পর্শ না করে পারলেন না তিনি। এত দীর্ঘকালের জ্ঞানকে একেবারে মুছে ফেলা কি ঠিক?

নিরাপদ কোনও উপায়ে যদি এই জ্ঞান সংরক্ষণ করা যেত...

ঠিক যেন মার্কোর চিন্তাধারা উপলব্ধি পেরে, চাচা ভীতকণ্ঠে বলে উঠলেন,

"আবার যদি কোনওদিন এই আতঙ্কের উত্থান ঘটে, নিকোলো? যদি কখনো আমাদের উপকূলে এসে পৌঁছায় ওরা?"

"তখন ধরে নিতে হবে পৃথিবীর বুকে মানুষের শাসনের দিন শেষ", তিক্ত স্বরে বললেন মার্কোর বাবা। ম্যাসিওর অনাবৃত বুকে ঝুলানো ক্রুসিফিক্সে টোকা দিয়ে তিনি বললেন, "ফ্রায়ার, সবই জানতেন। তাঁর আত্মত্যাগ...."

একসময় এই ক্রশটা ছিল ফ্রায়ার অ্যাগ্রিয়ারের। অভিশপ্ত সেই শহরে তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য নিজেকেই উৎসর্গ করেন তিনি। ফ্রায়ারের কথামতো সেখানেই তাঁকে রেখে আসা হয়।

পোপ দশম গ্রেগরির ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন অ্যাগ্রিয়ার।

অগ্নিকণার শেষ শিখাটি যখন কালো পানিতে নিভে যাচ্ছিল, সেই সময়ে মার্কো নিজের অজান্তেই ফিসফিস করে উঠলেন,"পরের বার কোন ঈশ্বর রক্ষা করবেন আমাদের?"

২২ মে, সন্ধ্যা ৬: ৩২
ভারত মহাসাগর
১০°৪৪'০৭.৮৭'' দক্ষিণ/১০৫৹১১'৫৬.৫২'' পূর্ব

"আরেক বোতল ফস্টার চলবে নাকি?" ডেকের নিচ থেকে গ্রেগ টিউনিসের গলা শোনা গেল।

উন্মুক্ত স্টার্ন ডেক এর দিকে ডাইভ ল্যাডারটা নিয়ে যাচ্ছিল ড. সুজান টিউনিস। স্বামীর গলা শুনে ওর মুখে হাসি ফুটে উঠল। পরনের বিসি ভেস্ট খুলে ফেলে স্কুবা

গিয়ারটা রিসার্চ ইয়াটের পেছন দিকে টেনে নিয়ে গেল সে। অন্যগুলোর পাশে রাখার সময় ওর ট্যাঙ্কগুলো ঝনঝন করে উঠল।

ভারমুক্ত হবার পর কাঁধ থেকে তোয়ালেটা নামিয়ে নিল সুজান। সূর্যের তাপ আর নোনা পানিতে সাদাটে হয়ে যাওয়া সোনালি চুলগুলো শুকাতে হবে। এরপর হ্যাঁচকা টানে পরনের ভেজা স্যুট থেকে মুক্ত করল নিজেকে।

"বুম-বাডাবুম... বাডাবুম..." পেছনের লাউঞ্জ চেয়ার থেকে ভেসে আসল শব্দগুলো।

পেছন ফিরে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করল না ও। কেউ একজন সিডনির স্ট্রিপ ক্লাবগুলোতে একটু বেশিই সময় কাটিয়েছে। "প্রফেসর অ্যাপলগেট, প্রতিবারই কি এমন করতে হবে নাকি আপনার?"

মাথাভরা ধূসর চুলবিশিষ্ট ভূগোলবিদ তখন নাকের উপর রিডিং গ্লাসের ভারসাম্য রক্ষা করে নিচ্ছিলেন। তার কোলের উপর ম্যারিটাইম হিস্ট্রির একটা বই খোলা। "এরকম খোলামেলা, ভরাযৌবনা নারীর উপস্থিতি অস্বীকার করাটা একদম অভদ্র আচরণ হবে যে।"

ভেজা স্যুটটা কোমর পর্যন্ত নামাল সুজান, নিচে একটা ওয়ান পিস সুইমস্যুট পরেছিল। পেছনে বসে থাকা ত্রিশ বছরের বড় প্রফেসর সাহেবকে এত কিছু দেখার সুযোগ দিতে চায় না ও।

সুজানকে দেখতে পেয়ে ওর স্বামী দাঁত বের করে হাসল। নিচ থেকে নিয়ে আসা তিন বোতল লেগার আঁকড়ে ধরে আছে।

ওপরে উঠে এল গ্রেগ। পরনে সাদা কুইকসিলভার ট্রাঙ্ক আর ঢিলেঢালা বোতাম খোলা শার্ট। ডারউইন হারবারে একজন বোট মেকানিক হিসেবে নিযুক্ত সে। সিডনি ইউনিভার্সিটির একটা বোট মেরামতের সময় তাদের পরিচয় হয়, তাও প্রায় আটবছর হতে চলল। মাত্র তিনদিন আগে ইয়াটে বসে সম্পর্কের পঞ্চম বার্ষিকী পালন করল তারা। কিরিটিমাটি এটল থেকে একশ নটিক্যাল মাইল দূরে।

বোতল এগিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করল গ্রেগ, "কিছু পেলে নাকি?"

বিয়ারের বোতলে একটা লম্বা চুমুক দিল সুজান। "নাহ। বিচিং-এর কোনও উৎসই খুঁজে পেলাম না এখনও।"

দশদিন আগের কথা। জাভার উপকূলে ভারতীয় প্রজাতির আশিটি ডলফিন মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সিটেসিয়ান প্রজাতির উপর সোনার ইন্টারফেয়ারেন্স-এর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই সুজানের গবেষণা। এসব কাজে সাধারণত একটা গবেষক দল থাকে ওর সাথে। তবে এবারের ভ্রমণের উদ্দেশ্যটা ভিন্ন। বিজ্ঞ একজন পরামর্শদাতাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটি কাটাতে এসেছে ওরা। এই অঞ্চলে এত বড় বিচিং আসলেই একটি বিচিত্র ঘটনা।

"মানবসৃষ্ট ছাড়া আর কোনও কারণ কী হতে পারে?" আঙুলের ডগা দিয়ে বিয়ারের বোতলে বৃত্ত আঁকতে আঁকতে চিন্তা করছিলেন অ্যাপলগেট। "বারবার মাইক্রোকোয়েকে কেঁপে উঠছে এই অঞ্চল।"

"মাস কয়েক আগেই একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল", গ্রেগ বলল। প্রফেসরের পাশে একটা লাউঞ্জ পেতে স্ত্রীকে পাশে বসতে ইশারা করল। "হয়তো কোনও আফটার শক।"

সুজান তাদের যুক্তি ফেলতে পারল না। গত দুই বছরে ঘটে যাওয়া একাধিক প্রলয়ঙ্কর ভূকম্পন আর সুনামীর প্রকোপে, এমনিতেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সমুদ্রের তলদেশ। যুক্তিসঙ্গত হলেও কেন যেন তা মেনে নিতে পারছিল না ও। অন্য কোনও ব্যাখ্যা আছে নিশ্চয়। নিচের প্রবালপ্রাচীর একদম পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে। এখানকার প্রাণিগুলো যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে বিপর্যয়ের।

কপালে বিরক্তির রেখা নিয়ে স্বামীর পাশে বসল সুজান। কোনও অস্বাভাবিক সিসেমিক অ্যাক্টিভিটি পাওয়া গেল কিনা, তা জানতে ক্রিসমাস আইল্যান্ডে যোগাযোগ করতে হবে। ওর কাছে যেসব তথ্য আছে, তাতে গ্রেগ-কে পানিতে নামতেই হবে।

"আমি যা পেয়েছি, তা দেখে পুরনো কোনও জাহাজের অংশ মনে হয়।"

"অসম্ভব," সোজা হয়ে বসল গ্রেগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সমুদ্রে ডুবে যাওয়া কিছু জাহাজ পাওয়া গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলের আশেপাশে। ডারউইন হারবারে থাকার সময় নিমজ্জিত জাহাজগুলো ঘুরে দেখার প্রস্তাব পেয়েছিল সে। এ ধরণের আবিষ্কারের প্রতি ওর বরাবরই ঝোঁক আছে।

"কোথায়?"

সুজান অনির্দিষ্ট ভাবে পেছনের দিকে হাত তুলে দেখাল। ইয়াট থেকে অনেকটা দূরে। "আমাদের থেকে ১০০ মিটার দূরে। বালির ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে কয়েকটা কালো বীম। শেষবারের ভূমিকম্পেও কিছু হয়নি ওগুলোর। সম্ভবত সুনামির সময় উপরের আস্তরণ সরে গিয়েছিল। পরীক্ষা করে দেখার জন্য খুব বেশি সময় পাইনি। ভেবেছিলাম কোনও বিশেষজ্ঞের হাতে ছেড়ে দেব এ কাজ।" গ্রেগের বুকে চিমটি কেটে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ও।

সমুদ্রের বুকে লালচে আভা ছড়িয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তিনজন। সমুদ্রে অবস্থানরত সময়ে, সূর্যোদয় দেখা থেকে কখনোই নিজেদের বঞ্চিত করে না ওরা। কোনও ঝড়ঝঞ্ঝা থাকলে অবশ্য ভিন্ন কথা। জাহাজটা মৃদু ভাবে দুলে উঠল হঠাৎ। দূর থেকে ঝলকে উঠল একটা চলন্ত ট্যাঙ্কারের বাতি। সেটা বাদ দিলে তাদেরকে একাকীই বলা যায়।

ঘেউঘেউ শব্দ শুনে চমকে উঠল সুজান। লাফিয়ে উঠার পর বুঝতে পারল, মাথা থেকে দুশ্চিন্তা যায়নি এখনও।

"এই! অস্কার!" প্রফেসর ডাকলেন।

সেই মুহূর্তেই সুজান উপলব্ধি করল যে, ইয়াটের চতুর্থ সদস্যটি ওদের মাঝে নেই। কুকুরটা ঘেউঘেউ করে উঠল আবার। প্রফেসরের পোষা কুইন্সল্যান্ড হিলার ওটা। বয়স হবার পর কিছুটা বাতগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, একটু সূর্যের আলো দেখলেই সেখানে হামাগুড়ি দিতে শুরু করে।

"আমি ওকে দেখে রাখছি", অ্যাপলগেট বললেন। "তোমরা দুই টোনাটুনি বিশ্রাম নাও। একটু সামনে থেকে ঘুরে আসি। বিছানায় যাবার আগে আরেক বোতল ফস্টার গেলার জায়গা করে নিতে হবে পেটে।"

প্রফেসর সামনের দিকে পা বাড়ালেন। একটু দূর থেকে ঘুরে আসতে চাইছিলেন। কিন্তু পূর্ব দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন তিনি। ওদিকের আকাশটা কেমন যেন কালচে ভাব ধারণ করেছে।

আবার ঘেউ করে উঠল অস্কার।

এবার আর ওদিকে কান দিলেন না অ্যাপলগেট। নিচু অথচ গম্ভীর স্বরে সুজান আর গ্রেগকে ডাকলেন তিনি, "এদিকে এসো। তোমাদের এটা দেখা উচিত।"

দ্রুতবেগে উঠে দাড়াল সুজান। গ্রেগ অনুসরণ করল ওকে। প্রফেসরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

গ্রেগ অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, "কী সর্বনাশ।"

"ডলফিনগুলোকে সমুদ্র থেকে কে তাড়াল, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ।" অ্যাপলগেট বললেন।

সমুদ্রের পূর্বদিকে একটা বিস্তৃত অংশ কেমন যেন এক ভূতুড়ে আলোতে জ্বলজ্বল করছিল। ঢেউয়ের সাথে সাথে উঠানামা করছিল সে আলোকছটা। জাহাজের ডানদিকটায় দাঁড়িয়ে বুড়ো কুকুরটা ঘেউঘেউ করতে লাগল। এই দৃশ্যের দিকে তাকিয়েই গোঁগোঁ করছিল ও।

"এ আবার কোন মুসিবত?" গ্রেগ জিজ্ঞাসা করলেন।

একটু সামনে এগিয়ে এসে সুজান বলল, "আমি এরকম ঘটনার কথা শুনেছি। একে মিল্কি সী বলা হয়। জুল ভার্নের গল্পের কথা মনে করে দেখো, ভারত মহাসাগরে অনেক জাহাজ এরকম আভা দেখেছে। কয়েক বর্গমাইল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এরকম দীপ্তি কিন্তু একবার স্যাটেলাইটেও ধরা পড়েছিল। এটা একটা ছোট্ট নমুনা।"

"ছোট না ছাই।" ঘোঁত করে একটা শব্দ করল গ্রেগ। "কিন্তু এটা আসলে কী? কোনও ধরণের রেড টাইড নাকি?"

সুজান মাথা ঝাঁকাল, "তা না। রেড টাইড আসলে অ্যালগাল ব্লুমের" কারণে হয়ে থাকে। কিন্তু এধরনের দ্যুতির উৎস হচ্ছে বায়োলুমিনিসেন্ট ব্যাকটেরিয়া। এ ব্যাকটেরিয়া সাধারণত শৈবাল অথবা অন্য কোনও পদার্থ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে। এর থেকে কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমি...."

জাহাজের নিচ থেকে ঠক করে শব্দ শোনা গেল হঠাৎ, যেন খুব বড়সড় কিছু একটার সাথে আটকে গিয়েছে। অস্কারের ঘেউঘেউ আরও জোরালো আকার ধারণ করল। রেলের পাশ দিয়ে কুকুরটা শুধু এদিক সেদিক হেটে যাচ্ছিল কুকুরটা।

মিল্কি সী এর দ্যুতিময় প্রান্ত ইয়াটের তলদেশে আছড়ে পড়ল। পানির গভীর থেকে বিরাটাকৃতির কী যেন একটা দৃশ্যমান হলো সেই সাথে। পেটটা উপরের দিকে, কিন্তু ধারালো দাঁতগুলো পরস্পরের সাথে শক্ত হয়ে আটকে আছে। ছয় মিটারের চেয়েও

বেশি দৈর্ঘ্যের একটা হাঙ্গর। সাগরের ওই অংশের পানিতে ফেনাযুক্ত বুদবুদ সৃষ্টি হচ্ছে। দুধশুভ্র পানি ক্রমশ রেড ওয়াইনের মতো রক্তিম বর্ণ ধারণ করে যাচ্ছিল।

সুজান বুঝতে পারছিল যে বুদবুদ আসলে পানি থেকে সৃষ্টি হচ্ছে না, হচ্ছে হাঙ্গরের পচে যাওয়া মাংস থেকে। হঠাৎ ডুবে যাওয়ায় অপ্রীতিকর দৃশ্যটার অবসান ঘটল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল সাগরের অন্যান্য অংশে ভেসে উঠছে অসংখ্য শুশুক, সামুদ্রিক কচ্ছপ আর মাছ–মৃতপ্রায় অথবা মৃত।

রেলের সামনে থেকে সরে আসলেন অ্যাপলগেট। "দেখা যাচ্ছে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো শৈবাল বাদেও খাদ্যের অন্য উৎস খুঁজে নিচ্ছে।"

স্ত্রীর দিকে ঘুরে তাকাল গ্রেগ, "সুজান..."

সেই মারাত্মক দৃশ্য থেকে চোখ সরাতে পারছিলনা সুজান। আতঙ্কের পাশাপাশি ওর মনে জন্ম নিচ্ছিল বৈজ্ঞানিক কৌতূহল।

"সুজান....."

অবশেষে স্বামীর দিকে ঘুরে তাকাল ও। কিছুটা বিরক্তিভরে অবশ্য।

"তুমি কিন্তু আজ সারাদিন এই পানিতেই ডাইভ করছিলে," গ্রেগ বললেন।

"তো? আমাদের প্রত্যেকেই কিছু সময়ের জন্য হলেও এই পানিতে নেমেছি। এমনকি অস্কারও..."

গ্রেগের দৃষ্টি তখন অন্যদিকে নিবদ্ধ। সুজান ওর হাতের যেখানটায় চুলকিয়ে যাচ্ছিল, সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে। ভেজা স্যুটের ঘর্ষণে মাঝে মাঝে ওর শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু গ্রেগের উদ্বিগ্ন মুখ দেখে নিজের হাতের দিকে মনোযোগ গেল ওর। চামড়ায় বড়সড় কিছু ফুসকুড়ির মতো দেখতে পেল, চুলকানোর কারণে আরও বাজে অবস্থা হয়েছে।

কিছুক্ষণের মাঝেই নিজের চামড়ায় রক্ত জমাট বাঁধা লালচে দাগ ফুটে উঠতে দেখল ও।

"সুজান....."

অবাক বিস্ময়ে হা হয়ে গেল সুজান। "হায় ঈশ্বর...."

কিন্তু ভয়াবহ সত্যটা সে ঠিকই বুঝতে পেরেছিল।

"আমি... আমার ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে এই রোগ।"

০১
ডার্ক ম্যাডোনা
জুলাই ১, সকাল ১০:৩৪ , ভেনিস, ইতালি

স্টেফানো গ্যালো জানত যে ওকে খোঁজা হচ্ছে।

উন্মুক্ত প্লাজা স্কয়ারটা দ্রুত পেরিয়ে যায় সে। সকালের সূর্যের তাপে পিয়াজার পাথরের দেয়াল যেন আগুন গরম হয়ে উঠেছে। সেইন্ট মার্ক'স ব্যাসিলিকার ছায়াঘেরা আইসক্রিমের দোকানগুলোতে পর্যটকদের ভিড় জমেছে। ভেনিসের ল্যান্ডমার্কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আড়ম্বরপূর্ণ স্থান বলা যায় একে। কিন্তু এই টাওয়ারিং বাইজেন্টাইন ফ্যাকেড, ব্রঞ্জের ঘোড়া আর ডোমড কুপলাস বিশিষ্ট অট্টালিকা ওর লক্ষ্য ছিল না।

এই পবিত্র আশ্রয়স্থলও ওকে রক্ষা করতে পারবেনা।

শুধু একটা পথই খোলা।

ব্যাসিলিকা পার হবার সময় ওর পদক্ষেপ আরও দ্রুত হয়ে উঠল। ডানা ঝাঁপটানো পায়রাদের ভিড়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় হোঁচট খেতে হচ্ছিল বারবার। লুকানো সম্ভব নয় আর, ধরা পড়ে গিয়েছে। দাড়িওয়ালা মিশরীয় লোকটাকে আগেই দেখতে পেয়েছিল স্টেফানো। মিশমিশে কালো স্যুটে ওর চওড়া কাঁধগুলো আরও সুঠাম দেখাচ্ছিল। প্রথম পরিচয়ের সময় লোকটা নিজেকে বুদাপেস্টের একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে দাবী করেছিল। ইউনিভার্সিটি অফ এথেন্সের এক পুরনো বন্ধু আর সহকর্মীর প্রতিনিধি হয়ে এসেছিল সে।

প্রাচীন পুরাতত্ত্বের একটি নিদর্শন খুঁজতে এসেছিল মিশরীয় লোকটা। নিজের দেশের একটা স্মৃতিস্তম্ভ ফিরিয়ে নেয়ার জন্য সরকারী অনুদান পেয়েছে। স্টেফানোকে বিরাট অঙ্কের ঘুষ দিয়েছিল সেখান থেকে। যাদুঘরের একজন সাধারণ কিউরেটর স্টেফানো। এতগুলো টাকা কি ফিরিয়ে দেয়া যায়? স্ত্রীর চিকিৎসার খরচ যে হারে বেড়ে চলেছিল, তাতে করে ভয় হয় ওর। কখন যে নিজেদের এপার্টমেন্টটা ছাড়তে হয়! মিশরের বহু সম্পত্তি বিভিন্ন দেশের যাদুঘর আর ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে। প্রায় দুই দশক ধরে, চড়া দামে নিজেদের জাতীয় সম্পত্তি ফিরিয়ে নেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে মিশর সরকার।

পাথরের স্মারকস্তম্ভটা দ্রুত ডেলিভারি দিতে চেয়েছিল স্টেফানো। একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাক্সবন্দি হয়ে ছিল ওটা। আর থাকবে নাইবা কেন? মার্বেল পাথরের ওই ছোট্ট বাহুল্যবর্জিত বস্তু দেখে বোঝার কোনও উপায়ই নেই যে সেটা আসলে কী! প্রয়াত রাজবংশীয় (২৬ তম রাজবংশ, খ্রিস্টপূর্ব ৬১৫ সন) আমলের এই স্মারকটা ট্যানিসে নামক প্রাচীন মিশরের একটি শহরে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। খুব ভালোভাবে খুঁটিয়ে না দেখলে, বিচিত্র অথবা কৌতূহল জাগানোর মতো কোনও কিছু পাওয়ার কথা না। মিউজেই ভ্যাটিকানি„-এর সংগ্রহশালায় পড়ে ছিল ওটা, গ্রেগরী ইজিপ্সিয়ান মিউজিয়াম।

জিনিসটা যে ভেনিসের এই ভল্টে এসে কীভাবে পৌছাল, তা কেউ জানেনা।

গতকাল সকালে স্টেফানো খামেভরা একটা পেপার কাটিং পায়। মোমের সীলে আবদ্ধ, নির্দিষ্ট একটি চিহ্ন অঙ্কিত।

$$\Sigma$$

"সিগমা"

সীলটার মাহাত্ম্য বুঝতে পারছিল না স্টেফানো। তবে খামের ভেতরের জিনিসটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। তিন দিন আগের তারিখ দেয়া খবরের কাগজের একটি অনুচ্ছেদ। জানা গেল, এজিয়ান বীচে একটা গলাকাটা লাশ পাওয়া গিয়েছে সেদিন। পেটফোলা লাশটা ইল মাছের খাদ্যে পরিণত হয়েছিল। স্টর্ম সার্জের ফলে সলিল সমাধি থেকে ডাঙ্গায় উঠে এসেছিল মৃতদেহটা। ডেন্টাল রেকর্ডে পাওয়া তথ্য থেকে লোকটাকে স্টেফানোর সেই ইউনিভার্সিটির সহকর্মী হিসেবে সনাক্ত করা গিয়েছিল। মিশরীয় লোকটার ভাষ্যমতে এই মৃত লোকটাই নাকি পাঠিয়েছিল ওকে।

কম করে হলেও সপ্তাহখানেক আগে মারা গিয়েছে সে!

বড়সড় একটা ধাক্কা খেল স্টেফানো। চটের কাপড়ে মোড়ানো ভারী জিনিসটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল নিজের অজান্তেই।

স্টেফানো জানত যে ব্যাপারটা জানাজানি হলে ও, ওর স্ত্রী আর পরিবার-সবাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তারপরও ঝুঁকি নিয়েই ভল্ট থেকে স্মারকস্তম্ভটা চুরি করেছিল সে।

আর কোনও উপায়ও ছিল না। খবরের পাশাপাশি হাতে লেখা একটা সতর্কবার্তা ছিল খামের ভেতর। মেয়েলী হাতের লেখা, তাতে তাড়াহুড়ার ছাপ রয়ে গিয়েছে। বিষয়বস্তু অস্পষ্ট আর অবিশ্বাস্য। কিন্তু ভালোভাবে চিন্তা করার পর, নিমিষেই ব্যাপারটার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারে স্টেফানো।

দৌড়ানোর সময় চোখের পানি আটকে রাখতে পারছিল না। আতঙ্কে দম আটকে যাচ্ছিল।

কোনও উপায় নেই।

মিশরীয় লোকটার হাতে কোনভাবেই দেয়া যাবে না এই স্মৃতিস্তম্ভ। সহকর্মীর ফুলে ওঠা শরীরটার কথা ভেবে শিউরে উঠল। ওর স্ত্রী, কন্যাকেও কি এই পরিণতি বরণ করে নিতে হবে?

ওহ, মারিয়া! এ আমি কী করলাম?

শুধুমাত্র এই খামের প্রেরকই ওকে বোঝামুক্ত করতে পারে। চিরকুটের শেষে একটা জায়গা আর সময়ের কথা উল্লেখ করা আছে।

তবে দেরি হয়ে গিয়েছে।

চুরির ব্যাপারটা কীভাবে যেন বুঝে ফেলেছিল মিশরীয় লোকটা। হয়তো আগেভাগে টের পেয়েছিল যে স্টেফানো ওকে ধোঁকা দেবে। আর তাই সকাল সকাল চলে এসেছিল সে। স্টেফানো তখনও অফিস থেকেই পালাতে পারেনি। দৌড়ে পালানো ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

কিন্তু অতটা দ্রুতগামী নয় স্টেফানো!

পেছন ফিরে তাকাল একবার। হাজারো পর্যটকের ভিড়ে যেন মিশরীয় লোকটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

সামনে ঘুরবার সময় স্কয়ারের বেল টাওয়ারের ছায়ায় হোঁচট খেল হঠাৎ। এক সময় শহরের ওয়াচটাওয়ার হিসেবে ভূমিকা পালন করত এই ইটের দুর্গ। আজ যদি তা স্টেফানোকে রক্ষা করতে পারত!

ওর লক্ষ্য ছিল ছোট্ট পিয়াজেটা। একটু এগোলেই পালাজ্জো ডুকাল, চতুর্দশ শতাব্দীর ডিউকদের প্রাসাদ। চিঠির প্রেরক কি এখনও আছে ওখানে? এই বোঝা কি আসলেই ওর কাঁধ থেকে নামবে?

সূর্যের আলোকচ্ছটা আর সমুদ্রের গর্জনকে তুচ্ছ করে, ছায়াকে আশ্রয়দাতা মেনে ছুটতে লাগল স্টেফানো। প্রাসাদের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যেতে হবে। এই পালাজ্জো ডুকাল শুধু ডিউকদের ব্যক্তিগত বাসভবনই নয়–সরকারী অফিস ভবন, বিচারালয়, মন্ত্রণালয় এমনকি একটি পুরনো কারাগার হিসেবেও ভূমিকা পালন করেছে। প্রাসাদের পেছনের খাল পেরিয়ে গড়ে উঠেছিল আরেকটি নতুন কারাগার। ব্রিজ অফ সাই-এর সাহায্যে প্রাসাদের সাথে যুক্ত ছিল সেটি। এই ব্রিজের ওপর দিয়ে একসময় পালিয়েছিলেন ক্যাসানোভা। একমাত্র তিনিই পালাতে পেরেছিলেন এ কারাগার থেকে।

ঝুলন্ত লদজা,.-এর নিচ দিয়ে যাবার সময় মনে মনে ক্যাসানোভার আত্মার কাছে নিজের সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করে চলেছিল স্টেফানো। ছায়ার ভেতর চলে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল তারপর। প্রাসাদটা ভালোই চেনা আছে ওর। করিডোরের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাওয়া খুবই সহজ। গোপন সাক্ষাতের জন্যেও এর জুড়ি মেলা ভার।

সেই বিশ্বাসটাই মনের ভেতর টিকিয়ে রেখেছিল তখনও।

পশ্চিমের বাঁকানো পথ ধরে গুটিকয়েক পর্যটকের সাথে প্রাসাদে ঢুকে পড়ল স্টেফানো। ওর সামনে এখন প্রাসাদের দুই দেয়ালবিশিষ্ট চত্বর আর বিস্তীর্ণ মার্বেলের সিঁড়ি। স্ক্যালা জিগান্তি, দৈত্যের সিঁড়ি বলেই লোকে চেনে। সূর্যকে আড়াল করে চত্বরের কিনারা ধরে হেঁটে গেল সে। এরপর একটি বিশেষ দরজা দিয়ে ঢুকে পেরিয়ে গেল প্রশাসনিক কক্ষগুলো। এই কামরাগুলোর শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তার অফিসের

অবস্থান। তদন্তের খাতিরে এককালে কত অভাগাকেই না অমানবিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে এখানে! কোথাও না থেমে পাশের স্টোন টর্চার চেম্বারের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল সে।

পেছনে কোথাও দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। লাফিয়ে উঠল স্টেফানো।

হাতের জিনিসটাকে আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল।

স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেয়া ছিল চিরকুটটায়।

পেছনের সরু সিঁড়িপথ ধরে প্রাসাদের সবচেয়ে গভীর অন্ধকূপের দিকে যেতে হবে এখন। পজি নামক এই অন্ধকূপে আটকে রাখা হতো কুখ্যাত সব অপরাধীদের।

আর এখানেই মিলিত হবার কথা ওর শুভাকাঙ্ক্ষীর সাথে।

স্টেফানোর চোখে আবার সেই গ্রীক অক্ষরটা ভেসে উঠল

$$\Sigma$$

মানে কী এর?

স্যাঁতস্যাঁতে হলটায় ঢুকে পড়ল সে। কালো পাথরের কারাপ্রকোষ্ঠের চাপে ভেঙ্গে পড়েছিল জায়গাটা। কোনও বন্দির পক্ষে এর ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকাই দায়। কনকনে শীতের সময় ঠাণ্ডায় জমে যেত কয়েদীরা। আবার ভেনিসের সুদীর্ঘ গ্রীষ্মের সময় মারা যেত তৃষ্ণায়। কেউ মনে রাখত না ওদের কথা। শুধু ইঁদুরগুলো কখনোই ভুলত না।

ছোট্ট একটা পেনলাইটে ক্লিক করল স্টেফানো।

পজির সবচেয়ে নিচের এই স্তরটা একেবারেই নির্জন। আরও গভীরে ঢুকতেই পাথরের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল ওর পদক্ষেপ। শুনে মনে হচ্ছিল কেউ যেন অনুসরণ করছে। ভয়ের চোটে বুক কাঁপছিল ওর। কমিয়ে দিল হাঁটার গতি। বেশি দেরি হয়ে গেল নাকি? শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর,একটু আগে পেছনে ফেলে আসা সূর্যের আলোর অভাব বোধ করছে এখন।

স্টেফানো থেমে গেল। মনে হচ্ছিল ওর দিকে একটা মৃদু কম্পন ধেয়ে আসছে।

আরেকটু হলেই ভ্রম হিসেবে ধরে নিত ব্যাপারটাকে। এমন সময় শেষের কারাপ্রকোষ্ঠের দিকে থেকে আলো জ্বলে উঠল।

"কে ওখানে? চি..য়ে...লা?"

পাথরের ওপর জুতোর ঘষা খাওয়ার শব্দ শোনা গেল। ইতালীয় উচ্চারণে বিনম্র স্বরে কথা বলে উঠল কেউ একজন, "চিঠিটা আমিই পাঠিয়েছি, সিনর গ্যালো।"

ফ্ল্যাশলাইট হাতে আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ছোটখাট গড়নের একজন। চোখ ধাঁধানো আলোতে কিছুই ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল না। ফ্ল্যাশলাইট নামিয়ে ধরার পর কিছুটা স্পষ্ট হলো মেয়েটার দেহাকার। আগাগোড়া কালো চামড়ার পোশাকে মোড়ানো নিখুঁত শরীর। মাথায় বেদুইনদের মতো করে স্কার্ফ জড়ানোর কারণে মুখটা অস্পষ্ট। স্কার্ফের আড়াল থেকে চোখগুলো বেরিয়ে আছে, আর তাতে খেলা করছে আলোর প্রতিফলন। মেয়েটার শান্ত পদক্ষেপ দেখে স্টেফানোর বুক ধড়ফড় থেমে গেল।

ঠিক যেন ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা ডার্ক ম্যাডোনা,,।

"তোমার কাছেই তো আছে জিনিসটা?"

"ইয়ে..মানে...আমার কাছে.." তোতলাতে তোতলাতে ওর দিকে এক ধাপ এগিয়ে গেল স্টেফানো। চটের আবরণ সরিয়ে স্মারকস্তম্ভটাকে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল। "আমার কোনও কাজে আসবে না এই জিনিস। আপনি বলেছিলেন নিরাপদ কোথাও রাখতে পারবেন একে।"

"হ্যাঁ, পারব", জিনিসটা মাটিতে নামিয়ে রাখার ইঙ্গিত করল সে।

মিশরীয় পাথরটা মাটিতে নামিয়ে রেখে স্টেফানো যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কালো মার্বেল পাথরের তৈরি স্মারকস্তম্ভ। গোড়ার অংশ চতুর্ভুজাকৃতি, প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য দশ সেন্টিমিটার। উপরের দিকে পিরামিডের মতো ক্রমশ সরুভাবে উঠে গিয়েছে প্রায় ৪০ সেন্টিমিটার ধরে।

নিচের দিকে ঝুঁকে স্মারকস্তম্ভটা হাতে তুলে নিল সেই রহস্যময়ী। একহারা গড়নের জিনিসটার ওপর আলো ফেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল কিছুক্ষণ। মার্বেল পাথরগুলো যেমন অযত্নে গড়া, ঠিক তেমনই অযত্নে সংরক্ষিত। সারা গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ফাটল। এমন জিনিসের কথা ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক।

অথচ কত রক্ত ঝরেছে জিনিসটাকে কেন্দ্র করে!

কাছে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। আলতো ছোঁয়ায় ওর হাত থেকে পেনলাইটটা নামিয়ে নিজের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালাল। সাদা আলো হারিয়ে বেগুনি বর্ণ ধারণ করল চারপাশ। ধূলিকণাগুলো দৃশ্যমান হয়ে উঠল সহসাই। স্টেফানোর শার্টের সাদা ডোরাকাটা দাগগুলো জ্বলজ্বল করছে।

অতিবেগুনি রশ্মি!

আলো আছড়ে পড়ছে স্মারকস্তম্ভের গায়ে।

স্টেফানো নিজেও একইভাবে পরীক্ষা করেছিল জিনিসটা। চিঠির বিষয়বস্তুর সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে সাক্ষী হয়েছিল এক অলৌকিক ঘটনার। আরেকটু সামনে ঝুঁকল সে। পাথরের চারটা দেয়ালই দেখা যাচ্ছে এখন।

দেয়ালগুলো আর ফাঁকা নেই। নীলচে আলোতে চারপাশে ফুটে উঠেছে কয়েকটা লাইন-

হায়ারোগ্লিফিক নয় এগুলো। আদি মিশরীয় ভাষারও আগে জন্ম এই ভাষার। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল স্টেফানো। অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, "সত্যিই কি এই লেখাগুলো..."

ওপরের তলায় ফিসফিসিয়ে কথা বলে উঠল কেউ একজন। পেছন থেকে প্রতিধ্বনিত হলো সে কণ্ঠস্বর। সিঁড়ি বেয়ে কয়েক টুকরো ছোট পাথর গড়িয়ে পড়ল।

এক মুহূর্তে যেন রক্ত জমে গেল ওর। ভয়ে-আতঙ্কে ঘুরে দাঁড়াল সাথে সাথে।

অন্ধকারের এই আগন্তুককে চিনতে ভুল হয় না।

সেই মিশরীয় লোকটা।

ধরা পড়ে গেছে ওরা।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই হয়তো মেয়েটাও আলো নিভিয়ে ফেলেছে। বেগুনি রং উবে গিয়ে নিকষ আঁধারে ডুবে গিয়েছে চারপাশ।

পেনলাইটটা তুলে ধরল স্টেফানো। হয়তো ডার্ক ম্যাডোনার মুখে আশার আলো দেখা যাবে। কিন্তু নিজের মুখের দিকে তাক করা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দেখতে পেয়ে ভুল ধারণা ভাঙল ওর। আবারও বোকা বানানো হয়েছে ওকে।

"গ্রাসিয়ে,স্টেফানো।"

বজ্রপাতের মতো কাশির শব্দ... আর পিস্তলের মুখে ঝলসে উঠা আলোর আভাস। এই দুইয়ের মাঝে একটা চিন্তাই মাথায় এসেছিল ওর।

আমায় ক্ষমা করো, মারিয়া।

০৩ জুলাই, দুপুর ১:১৬
ভ্যাটিকান সিটি

অনীহার সাথে সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলেন মনসিনর ভিগর ভেরোনা। আগুনের শিখা আর ধোঁয়াশার দুঃসহ স্মৃতি তাকে তাড়া করে ফিরছিল। এতগুলো সিঁড়ি বেয়ে উঠে হাঁপিয়ে গিয়েছেন। ষাট বছর বয়স্ক নিজেকে আরও বেশি বুড়ো মনে হচ্ছিল তার কাছে। মাঝপথে থেমে গিয়ে ওপরের দিকে তাকালেন তিনি। এক হাত দিয়ে কোমরটা ধরে রেখেছিলেন।

ওপরের সিঁড়ির সাথে আড়াআড়িভাবে চলে গিয়েছে অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম। শিল্পীর মইয়ের নিচ দিয়ে যাওয়াটাকে দুর্ভাগ্য মনে করা হয়, কিন্তু বাধ্য হয়েই সেটা করতে হলো। অন্ধকারে ঢেকে থাকা সিঁড়িপথ ধরে ওপরে উঠতে শুরু করলেন তিনি। সিঁড়িটা শেষ হয়েছে টোরে ডেই ভেন্টিতে, যা কিনা টাওয়ার অফ উইন্ড হিসেবে পরিচিত।

নতুন রঙের ঝাঁঝালো গন্ধে প্রায় চোখের পানি বেরিয়ে আসার উপক্রম। এরইমাঝে অন্য একটা স্মৃতি ভাবিয়ে তুলছিল তাকে। অতীতের সেই আতঙ্ক কে ভুলে যেতে চান তিনি।

ঝলসানো চামড়া, অম্লময় ধূম্রজাল আর জ্বলন্ত ছাই...

বছর দুয়েক আগে, এক ভয়াবহ বিস্ফোরণে জ্বলে উঠেছিল ভ্যাটিকানের কেন্দ্রে অবস্থিত এই গোটা ভবন। অনেক পরিশ্রমের পর ভবনটি তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে যাচ্ছে। ভিগরের প্রত্যাশা অনুযায়ী সামনের মাসে নতুন করে চালু হচ্ছে আবার। লালফিতা কেটে তিনি নিজেই উদ্বোধন করবেন।

তবে অতীতকে ভুলে যেতে হবে, এটাই আসল প্রত্যাশা।

ভবনের সবচেয়ে উপরের অংশের বিখ্যাত মেরিডিয়ান রুমের পুনরুদ্ধারের কাজও একদম শেষের দিকে। এখানে বসেই গ্যালিলিও প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। একদল কারিগর আর শিল্প ইতিহাসবিদদের তত্ত্বাবধায়নে দীর্ঘ আঠারো মাস যত্নশীলভাবে কাজ করার পর এই ঘরের মূল্যবান বস্তুগুলো ঝুল আর ছাই থেকে মুক্তি পেয়েছে।

অবশ্য তুলি আর রঙের আঁচড়ে তো আর সবকিছু পুনরুদ্ধার করা সম্ভব না!

আরকাইভো সেগ্রেত্তোর নতুন প্রিফেক্ট হিসেবে ভিগোর জানেন, ভ্যাটিকানের গোপন আর্কাইভের কতটা অংশ চিরতরে হারিয়ে গেছে আগুন,ধোঁয়া আর পানির সাথে মিশে। হাজারো প্রাচীন বই, উদ্ভাসিত নিবন্ধ আর আর্কাইভাল রেজিস্ট্রা-চামড়ার প্যাকেটে মোড়ানো পার্চমেন্ট আর কাগজাদি।

"প্রিফেত্তো ভেরোনা!"

আরেকটা কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়ে আচমকাই বর্তমানে ফিরে এলেন তিনি। সিঁড়ির উপর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠটা তাঁর সহকারী ক্লডিওর। একজন সেমিনারি ছাত্র সে। আগে থেকেই মেরিডিয়ান রুমে ভিগোরের অপেক্ষায় ছিল ক্লডিও। সিঁড়ি থেকে ওপরের ঘরকে আলাদা করে রাখা প্লাস্টিকের তারপুলিনটা হাতে ধরে রেখেছিল।

ঘন্টাখানেক আগে ভিগরকে পুনরুদ্ধারকারী দলের প্রধান কর্মকর্তা ডেকে পাঠিয়েছেন। জরুরি ভিত্তিতে তলব করা হয়েছে তাঁকে। "তাড়াতাড়ি আসুন। একই সাথে ভয়ঙ্কর এবং চমৎকার জিনিস আবিষ্কার করেছি আমরা।"

তাই নিজের অফিস ছেড়ে নতুন রঙে রাঙানো ভবনটার দিকে পা বাড়ালেন তিনি। ভ্যাটিকানের রাষ্ট্রীয় সম্পাদকের সাথে মিটিং এর জন্য কালো আলখেল্লাটা পরেছিলেন–সেটা না বদলেই রওয়ানা হলেন। ভারী পোশাকে এত দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে উঠার সময় মনে মনে আফসোসই করছিলেন ভিগর। অবশেষে সহকারীর কাছে পৌঁছে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন।

"এদিকে প্রিফেক্টো।" তেরপলটাকে একপাশে সরিয়ে নিল ক্লডিও।

ওপরের ঘরটা একদম চুলার মতো গরম হয়ে আছে। দু'বছর আগের আগুনের তাপ যেন এখনও ধরে রেখেছে দেয়ালগুলো। মধ্যাহ্নের সূর্যে ভ্যাটিকানের সবচেয়ে লম্বা এই ভবনটা একেবারে পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। পুরো রোমের তাপমাত্রা অনেক চড়া হয়ে আছে ইদানীং। ভিগর শীতল বাতাসের জন্য প্রার্থনা করলেন। একমাত্র বাতাসের ঝাঁপটাই পারে টোরে ডে ভেন্টির নামের স্বার্থকতা প্রমাণ করতে।

তার ঘর্মাক্ত কপালের কারণ শুধু এই উষ্ণ আবহাওয়া আর সিঁড়ি বেয়ে ওঠাই নয়। সেই ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের পর এই ভবনের উপরতলায় পা রাখেননি তিনি।

ক্লডিওর আগে আরেকজন সহকারী ছিল তার–জ্যাকব।

আগুন শুধু এখানকার বইগুলো কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি।

"চলে এসেছেন তাহলে", গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন কেউ।

ডঃ ব্যালথেজার পিনোসো, মেরিডিয়ান রুমের পুনরুদ্ধারকার্যের পরিদর্শক। বৃত্তাকার চেম্বারে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। লম্বা সাদা পোশাকে, সাত ফুট লম্বা দৈত্যাকৃতির লোকটাকে সার্জনদের মতো দেখাচ্ছে। ভিগরের পূর্ব পরিচিত তিনি। একসময় গ্রেগরীয়ান ইউনিভার্সিটির আর্ট হিস্ট্রি বিভাগের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আর ভিগর সেখানেই পন্টিফিসিয়াল ইন্সটিটিউট অফ ক্রিশ্চান আর্কিওলজি এর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

"এত তাড়াতাড়ি চলে আসার জন্য ধন্যবাদ প্রিফেক্ট ভেরোনা!" হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রিফেক্টের ধীরগতির জন্য তাঁকে ব্যঙ্গ করলেন ব্যালথেজার।

এই মৃদু ভর্ৎসনাকে সহজভাবেই গ্রহণ করলেন ভিগর–যদিও আর্কাইভের গুরুদায়িত্ব গ্রহণের পর সবাই তার সাথে শ্রদ্ধাভরেই কথা বলে। "আপনার মতো লম্বা পা যদি থাকত আমার! তাহলে একবার পা ফেলে দুই ধাপ এগোতাম আর ক্লডিওর আগেই এসে পৌঁছাতাম।"

"তাহলে তো খুব দ্রুত কথা শেষ করতে হয়। আপনার বিকালের ঘুম নষ্ট করতে চাই না আমি।"

এই উৎফুল্লতার আড়ালে কিছুটা দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পেলেন ভিগর। পুনরুদ্ধার কাজে নিয়োজিত দলের কেউই সেখানে নেই। আগেই তাদের সরিয়ে দিয়েছেন ব্যালথেজার। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ভিগর ক্লডিওর দিকে ইশারা করলেন।

"আমাদের কিছু জরুরি কথা আছে, ক্লডিও।"

"অবশ্যই প্রিফেক্টো।"

ক্লডিও চলে যাবার পর ভিগর তার প্রাক্তন সহকর্মীর দিকে মনোযোগী হলেন, "কেন এত জরুরি তলব, ব্যালথেজার?"

"আসুন, আমি দেখাচ্ছি।"

ব্যালথেজার চেম্বারের দূরবর্তী কোণ বরাবর হাঁটতে শুরু করলেন। ভিগর লক্ষ্য করলেন যে ঘরটার পুনরুদ্ধার কাজ প্রায় শেষের দিকে। গোলাকার দেয়াল আর ছাদ জুড়ে নিক্কোলো চার্চিগনানি-এর বিখ্যাত সব চিত্রকর্ম সাজানো। দেবদূত আর মেঘমালার উপস্থিতিতে বাইবেলের নানা দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটা জায়গায় এখনও সিল্ক গ্রিডের উপস্থিতি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আরও কিছু কাজ বাকি। তবে বেশির ভাগ সংস্কারই শেষ। এমনকি মেঝেতে খোদাই করা রাশিচক্রও ঝকঝক করছে।

ঘরের কোণার দিকের কাপড়ে মোড়ানো একটা অংশ সরালেন ব্যালথেজার। ছোট একটা কুঠুরির মতো দেখা যাচ্ছে সেখানে। মজবুত দরজার ভেতরের অংশটা এখনও প্রায় অক্ষত। ওপরের কাঠের অনেকটা অংশ আগুনে পুড়েছে অবশ্য।

দরজার ওপরের একটা ব্রোঞ্জের খিলে টোকা দিলেন তিনি। "এই দরজার ভেতরের মূল অংশ ব্রোঞ্জ নির্মিত। এর কারণেই ভেতরের জিনিসগুলো আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। সৌভাগ্যই বলতে হয়।"

ভিগরের কৌতূহল চরম মাত্রায় পৌছাল, "কী আছে ভেতরে?"

দরজাটা টেনে খুললেন ব্যালথেজার। একটা সংকীর্ণ, জানালাবিহীন পাথরের ঘর। ভেতরে পাশাপাশি দুইজন দাঁড়ানোও কষ্টসাধ্য। ঘরের দুই পাশে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত দুইটি তাক উঠে গিয়েছে। নতুন রঙের ঝাঁঝালো গন্ধকে হার মানিয়ে প্রকটভাবে ছড়িয়ে আছে স্যাঁতস্যাঁতে ভাব। আধুনিকতার আবেশে প্রাচীনত্বকে মুছে ফেলা যায় না, তারই জানান দিচ্ছিল ঘরটা।

"ঘরটা পরিষ্কার করতে গিয়ে এই জিনিসগুলো পাওয়া যায়," ব্যালথেজার ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। "তেমন তাৎপর্যপূর্ণ কিছু পাওয়া যায়নি অবশ্য। বেশিরভাগই জ্যোতির্বিদ্যা আর নৌসম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক কাগজপত্র," ভেতরে পা দিতে দিতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, "এখানকার শ্রমিকদের ব্যাপারে আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল আমার। মেরিডিয়ান রুম নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিলাম। তবে রাতে পাহারা দেবার জন্য একজন সুইস গার্ডকে রাখা হয়েছিল। ভেবেছিলাম সবকিছু নিরাপদ থাকবে।"

লম্বা লোকটাকে অনুসরণ করে ছোট্ট ঘরটায় ঢুকলেন ভিগর।

"যন্ত্রপাতি রাখার কাজেও এই ঘরটাই ব্যবহার করেছি আমরা।" একটা তাকের নিচের দিকে নির্দেশ করলেন ব্যালথেজার।

মাথা ঝাঁকালেন ভিগর, গরমে অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি। "বুঝলাম না। তাহলে আমাকে ডাকা হলো কেন?"

"এক সপ্তাহ আগে..." বিড়বিড় করে উঠলেন ব্যালথেজার। "একজনকে এই ঘর থেকে বেরোতে দেখে ধাওয়া করে দারোয়ান।"

"আমাকে জানানো হয়নি কেন? কিছু চুরি হয়েছে?" ভিগর জিজ্ঞাসা করলেন।

"নাহ। শুধু এইটুকুই। আপনি মিলানে ছিলেন তখন। আমি ভেবেছিলাম ছিঁচকে চোর হবে হয়তো, কর্মীদের আসা যাওয়ার ফাঁকে ঢুকে পড়েছে। ওই ঘটনার পর এখানে আরেকজন পাহারাদার নিয়োগ করেছিলাম।"

কথা চালিয়ে যাবার জন্য ইশারা করলেন ভিগর।

"আজ সকালে, একজন আর্ট রিস্টোরার এসেছিলেন ঘরটায়। তিনি ঢোকার সময় বাতি জ্বালানো ছিল।"

পাশের ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে ভিগরের পেছনে এসে দাঁড়ালেন ব্যালথেজার। দরজা বন্ধ করে একটা ছোট্ট হ্যান্ড ল্যাম্প জ্বালালেন। বেগুনি আলোয় ছেঁয়ে গেল পুরো ঘর। "পুনরুদ্ধার কাজের সময় আমরা অতিবেগুনী রশ্মি ব্যবহার করে থাকি। খালি চোখে দেখা যায় না, এমন অনেক কিছুই ধরা পড়ে এই আলোতে।"

মার্বেলের মেঝের দিকে নির্দেশ করলেন ব্যালথেজার।

ল্যাম্পের আলোতে ফুটে ওঠা ছবিটা আগেই লক্ষ্য করেছিলেন ভিগর। মেঝের ঠিক মাঝ বরাবর অপরিপক্ব হাতে আঁকা একটি নকশা।

কুঁকড়ে থাকা একটা ড্রাগনের প্রতীক, লেজটা শরীরের ওপর পেঁচিয়ে রাখা।

ছবিটা দেখে ভিগরের দম আটকে যাচ্ছিল। আতঙ্ক আর অবিশ্বাস ভরা মনে এক পা পিছিয়ে গেলেন তিনি। রক্তমাখা চিৎকার এর কথা মনে পড়ে গেল সবসাই।

কাঁধে হাতে রেখে ব্যালথেজার তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। "আপনি ঠিক আছেন তো?"

কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিলেন ভিগর। "আমি...আমি ঠিকই আছি।"

নিজের কথার সত্যতা প্রমাণ করতেই হয়তো তিনি উজ্জ্বল নকশাটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসলেন। এই প্রতীক তার বেশ পরিচিত, দ্য সিজিল অফ অর্ডিনিস ড্রাকোনিস–সার্বভৌম রাজকীয় ড্রাগন কোর্ট।

ব্যালথেজার তার চোখের দিকে তাকালেন। বেগুনি আলোতেও ধবধবে সাদা চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে। দু'বছর আগে এই ড্রাগন কোর্টের কারণেই ঘটেছিল সেই ভয়াবহ অগ্নিকান্ড। গোপন আর্কাইভের প্রাক্তন বিশ্বাসঘাতক প্রিফেক্ট, পিফেট্রো আলবেরো জড়িত ছিলেন সে ঘটনার সাথে। মারা গেছেন তিনি। ভিগর ভেবেছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে এ গল্পেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আগুন আর ছাইয়ের ভেতর থেকে ফিনিক্স পাখির মতো জেগে ওঠা এই ভবন ভুলিয়ে দিয়েছে সবকিছু।

কিন্তু এই চিহ্নটা এখানে কী করছে?

নতজানু হয়ে বসতে গিয়ে বাম হাটুতে সামান্য ব্যথা অনুভব করলেন ভিগর। চিহ্নটা বেশ তাড়াহুড়া করে আঁকা। ঠিকঠাক মতো আঁকার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

ব্যালথেজার তার কাধের কাছে ঝুঁকলেন। "ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। সম্প্রতিই আঁকা হয়েছে চিহ্নটা। আমার মনে হয় এই সপ্তাহেই।"

"সেই চোর..." ঘটনার শুরুর দিকের কথা স্মরণ করে অস্ফুট স্বরে বললেন ভিগোর।

"কোনও সাধারণ চোর বলে মনে হচ্ছে না।"

নিজের হাঁটু মালিশ করতে করতে ভাবলেন তিনি। এই চিহ্নের নিগূঢ় কোনও অর্থ রয়েছে। কোনও হুমকি অথবা সতর্কবার্তা, হয়তোবা ভ্যাটিকানের অন্য কোনও ড্রাগন কোর্টের প্রতি প্রেরিত বার্তা। ব্যলথেজারের ম্যাসেজের কথা মনে পড়ল তার ভয়ঙ্কর আর চমৎকার জিনিস আবিষ্কার করেছি আমরা। ড্রাগনের দিকে তাকিয়ে ভিগর ভয়াবহতার ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন।

ব্যলথেজারের দিকে ঘুরে তিনি বললেন, "আপনি কিন্তু চমৎকার কিছু একটার কথাও বলেছিলেন।

মাথা নাড়লেন ব্যালথেজার। পেছনে গিয়ে ঘরের দরজা খুলে দিলেন। ছোট্ট ঘরটা বাইরের ঘর থেকে আসা আলোতে এক মুহূর্তের মাঝে আলোকিত হয়ে উঠল। উজ্জ্বল আলোকছটায় জ্বলন্ত ড্রাগনটা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল।

একই সাথে ভিগর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"এদিকে দেখুন।" ভিগরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন ব্যালথেজার। "ড্রাগনের ছবিটা না থাকলে এটার কথা জানতাম না আমরা।"

এক হাতের ওপর ভর দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন ভিগর। পাথরের মেঝের উপর হাত বুলিয়ে কিছু একটা অনুভব করলেন।

"ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখার পর এটা খুঁজে পেয়েছি। ফ্লুরোসেন্ট পেইন্টটা পরীক্ষা করছিলাম তখন। আপনার জন্য অপেক্ষা করার সময় খোদাই করা জায়গাটার ধুলা ময়লা পরিষ্কার করেছি।

পাথরের মেঝের দিকে তাকিয়ে ভিগর বললেন, "কী ধরনের খোদাই?"

"আরেকটু কাছে আসুন। হাত দিয়ে অনুভব করুন এখানটায়।"

সেদিকে মনোযোগ দিলেন ভিগর। চোখে যা দেখেছিলেন,হাতের ছোঁয়ায় তার চেয়ে বেশি অনুভব করলেন–অন্ধ লোকেরা যেভাবে ব্রেইল পড়ে থাকে। পাথরের উপর অস্পষ্টভাবে একটা লিপি উল্লেখিত-

খোদাইকৃত এই অংশটা যে অনেক পুরনো কিছু নির্দেশ করছে, সেটা বোঝার জন্য ব্যালথেজারের মতামত জানার প্রয়োজন নেই। চিহ্নগুলোকে বৈজ্ঞানিক কিছু বলেই মনে হয়। তবে পদার্থবিদ্যার সাথে সম্পর্কিত কিছু নয়। পন্টিফিসিয়াল ইন্সটিটিউট

অফ খ্রিষ্টিয়ান আরকিওলজি এর প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান হিসেবে এককালে দায়িত্ব পালন করেছেন ভিগর। চিহ্নগুলোর মাহাত্ম্য ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন।

ব্যালথেজার তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলেন। গলা নিচু স্বরে নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি যা ভাবছি, এটা কি সত্যিই তাই?"

হাতের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে বসলেন ভিগর। "হিব্রু ভাষার চেয়েও পুরনো এই লিপি।"

"কিন্তু এই লিপি এখানে এলো কীভাবে? এর মানেই বা কী?

মাথা নাড়লেন ভিগর। মেঝের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার সময় মনে আরেকটা প্রশ্ন জাগল। ড্রাগন সিজিলটা আবারও ভেসে উঠল-এবার অবশ্য তার মনের চোখে। অতিবেগুনি রশ্মি নয়, দ্বিধাই আলোকিত করেছিল সেই চিহ্নকে। পাথরের ওপর ড্রাগনটা এই প্রাচীন লিপিকে রক্ষাকর্তার মতো করে ঘিরে রেখেছে।

বন্ধুর কথাগুলো আবারও মনে পড়ল-"ড্রাগনের ছবিটা না থাকলে এটা খুঁজে পেতাম না আমরা।" হয়তো এই প্রাচীন লিপিকে রক্ষা করা, ড্রাগনের উদ্দেশ্য নয়। লেখাটাকে আলোকিত করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করাই মুখ্য।

কিন্তু কার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়?

ড্রাগনের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবারও নিজের হাতের উপর জ্যাকবের দেহের ভার অনুভব করলেন তিনি। ঝলসে যাওয়া ধূমায়মান মৃতদেহ!

সেই মুহূর্তে হঠাৎ করেই সত্যটা উপলব্ধি করলেন ভিগর। এই বার্তা বিশ্বাসঘাতক প্রিফেক্ট আলবার্তোর মতো অন্য কোনও ড্রাগন কোর্টের কর্তাব্যক্তির উদ্দেশে নয়। এই বার্তা এমন কারো জন্য, যিনি ড্রাগন কোর্টের ইতিহাসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আর তিনিই বুঝবেন এর মাহাত্ম্য।

ভিগরের জন্য এই বার্তা।

কিন্তু কেন? মানে কী এর?

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন ভিগর। তিনি জানতেন, এ ব্যাপারে একজনই তাকে সাহায্য করতে পারবে। এক বছর যাবত অবশ্য লোকটার সাথে কোনও যোগাযোগ নেই। বিশেষ করে তার ভাতিজির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর, যোগাযোগ রাখার আর কোনও প্রয়োজনও ছিল না। তবে ভিগর জানতেন যে, শুধু ভগ্ন হৃদয়ের কারণে এই মৌনতার সৃষ্টি নয়। এই ভবনের মতো করেই তাকে রক্তাক্ত অতীতের কথা মনে করিয়ে দেয় সেই লোকটা। যে অতীতকে তিনি ভুলে যেতে চান।

কিন্তু এখন আর কোনও উপায় নেই।

ড্রাগন সিজিলটা সতর্ক বার্তা জানাচ্ছে।

তাঁর এখন সাহায্য প্রয়োজন।

জুলাই ৪, রাত ১১:৪৪
টাকোমা পার্ক, মেরিল্যান্ড

"গ্রে, রান্নাঘরের আবর্জনাগুলো ফেলে আসতে পারবে?"

"এখনই আসছি, মা।"

লিভিং রুম থেকে বিয়ারের আরেকটা খালি বোতল কুড়ালো কমান্ডার গ্রে পিয়ার্স। ওর বাবা মায়ের বাড়িতে চৌঠা জুলাই উদযাপন চলছে আজ। হাতে ধরে রাখা প্লাস্টিক বিনে বোতলটাকে চালান করে দিল সে। অবশেষে পার্টি ঝিমিয়ে পড়েছে।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল একবার। প্রায় মাঝরাত হতে চলল।

প্রবেশপথের টেবিল থেকে আরও দুটো বোতল পাওয়া গেল। খোলা দরজার সামনে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য থামল গ্রে। ফুরফুরে বাতাস বইছে বাইরে। জেসমিন ফুলের গন্ধে ভরা আজকের রাতটা। উৎসব উপলক্ষে আতশবাজি হয়েছিল সন্ধ্যার পর। ফুলের গন্ধের পাশাপাশি সে ধোঁয়ার গন্ধও ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। একটু দূর থেকে শিস বাজানোর শব্দ আর আনন্দধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সে আওয়াজে ক্ষিপ্ত হয়েই বাড়ির আঙিনায় একটা কুকুর ডেকে উঠল।

গ্রে'র বাবা মায়ের এই বাড়িটা ক্র্যাফটম্যানস বাংলো ধাঁচের। মেরিল্যান্ডের অগ্নিঝরা গ্রীষ্মের দাবদাহের পর শীতের আগমন ঘটেছে। অল্প ক'জন অতিথি বারান্দার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে শীতল রাতটাকে উপভোগ করছিলেন। ঘণ্টাখানেক আগে এখানে দাঁড়িয়েই আতশবাজি দেখছিলেন তারা। রাত বাড়ার সাথে সাথে অতিথিরা আস্তে আস্তে চলে যেতে শুরু করলেন। শক্তপোক্ত ধাঁচের কয়েকজন তখনও বহাল তবিয়তে ছিলেন অবশ্য।

এমনই একজন হচ্ছেন গ্রে'র বস।

ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো একটা থামের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পাশে অবস্থানরত লোকটা গ্রে'র মায়ের অধীনস্থ একজন টিচিং এসিস্ট্যান্ট। দেশের যুদ্ধবিগ্রহ সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করছিলেন মিস্টার ক্রো। উৎসবের দিনেও যেন সিগমা ফোর্সের পরিচালক সাহেব, সুনিপুণ চিকিৎসকের মতো আঙুল দিয়ে নাড়ি পরীক্ষা করছিলেন গোটা বিশ্বের।

আর সেকারণেই একজন সুযোগ্য পরিচালক হতে পেরেছেন তিনি।

সিগমা ফোর্স মূলত ডারপা-এর গবেষণা এবং উন্নয়ন বিভাগের গোপন পরিচালনাক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে থাকে। সদস্যগণ আমেরিকার নিরাপত্তার সাথে জড়িত প্রযুক্তিগত বিষয়গুলোর সুরক্ষা প্রদান এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য নিযুক্ত। দলটি গঠিত হয়েছে প্রাক্তন স্পেশাল ফোর্স সোলজারদের সমন্বয়ে। গোপনে বাছাইকৃত সদস্যদের বিভিন্ন কঠোর ডক্টোরাল প্রোগ্রামে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আর এভাবেই, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই সামরিক দল।

অবশ্য গ্রে'র বন্ধু এবং সিগমা ফোর্স-এর সদস্য মঙ্ক, তামাশার ছলে এই দলের লোকদের *খুনে বিজ্ঞানী* বলে অভিহিত করে।

সঙ্গত কারণেই ডিরেক্টর ক্রো এর কাঁধে বিরাট দায়িত্বভার অর্পিত। বারান্দার রেলিংয়ে রাখা সিঙ্গেল মল্ট স্কচটাকেই তার আজ রাতের বিনোদনের উৎস বলে মনে হচ্ছিল। সারা সন্ধ্যা ধরে এর পরিচর্যা করে চলেছেন তিনি।

মোমবাতির স্তিমিত আলোতে, ডিরেক্টরের দীর্ঘ ছায়া সৃষ্টি হয়েছিল। কালো পায়জামা আর ইস্ত্রি করা লিনেনের শার্ট পরে আছেন তিনি। বংশসূত্রে হাফ নেটিভ আমেরিকান, চেহারার ভাজগুলো দেখে সহজেই তা আন্দাজ করা যায়।

সেই ভাঁজের দিকেই তাকিয়ে ছিল গ্রে। হাবভাবের কোনও পরিবর্তন ঘটে কিনা তাই লক্ষ্য করছিল বোধহয়। অনেক চাপের ভেতর আছেন পেইন্টার। সিগমা ফোর্সের সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে এনএসএ এবং ডারপা-এর ব্যাপক হিসাবনিকাশ চলছে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা-এর মতো করেই যেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে এক ধরনের মেডিকেল ক্রাইসিস দানা পাকিয়ে উঠেছে। সিগমার ভূগর্ভস্থ অফিসের বাইরে কিছুটা সময় কাটানো দরকার ছিল পেইন্টারের।

আজ রাতের মতো একটা উপযুক্ত সময়।

তবুও, কর্তব্যকে নিজের মাথা থেকে কখনোই সরিয়ে রাখতে পারেন না ডিরেক্টর।

যেন সেটা প্রমাণ করতেই, উঠে পড়লেন পেইন্টার। হাতঘড়ি দেখতে দেখতে গ্রে'র উদ্দেশে বললেন, "আমার যাওয়া উচিত। ভাবছিলাম একবার অফিস হয়েই যাই, লিসা আর মঙ্ক ঠিকমতো পৌছালো কিনা!"

ডঃ লিসা কামিংস আর মঙ্ক কক্কালিস-এই দুই বিজ্ঞানীকে একটি মেডিকেল ক্রাইসিসের তদন্ত করার জন্য ইন্দোনেশীয়ান দ্বীপপুঞ্জে পাঠানো হয়েছিল। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন-এর পক্ষ থেকে পাঠানো এই বিজ্ঞানীদ্বয় আজ সকালেই যাত্রা করেছে।

এগিয়ে এসে করমর্দন করল গ্রে। সে জানত, লিসা আর মঙ্কের এই যাত্রা নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন পেইন্টার। ফিল্ড ডিরেক্টরের দায়িত্বকে ছাপিয়ে গিয়েছে ভালবাসার সাথে মিশে থাকা উদ্বেগ।

"লিসা ঠিকই আছে," গ্রে আশ্বস্ত করল তাকে, কখনোই এত দীর্ঘ সময়ের জন্য বিচ্ছিন্ন থাকেননি লিসা আর পেইন্টার। "শুধু কানে তুলা গুঁজে রাখলেই হবে আর কি! মঙ্কের নাক ডাকার আওয়াজে তো জেট প্লেটের ইঞ্জিনও বিগড়ে যাবার কথা। আর হ্যাঁ, মঙ্ক-এর কথায় মনে পড়ল, যেকোনও খবর পাওয়া মাত্র ক্যাটকে জানাবেন-"

পেইন্টার ওকে থামিয়ে দিলেন। "ক্যাটের কল্যাণে আজ সন্ধ্যায় আমার ব্ল্যাকবেরি দুইবার বেজেছে। কোনও খবর পেয়েছি নাকি জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে ও," স্কচের গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন তিনি। "যেকোনও খবর পেলেই ওকে ফোন করব।"

"আমার ধারণা, মঙ্কই আপনার আগে ফোন করবে ওকে। দুই দুইজন মানুষ ওর অপেক্ষায় মুখ চেয়ে আছে।"

ক্লান্তিমিশ্রিত ম্লান হাসি ফুটে উঠল পেইন্টারের মুখে।

মাস তিনেক আগে মঙ্ক আর ক্যাটের ঘরে নতুন অতিথি এসেছে। ছয় পাউন্ড তিন আউন্স ওজনের মেয়েটির নাম রাখা হয়েছে, পেনেলোপে অ্যান। সাম্প্রতিক এই ফিল্ড অপারেশনে নিযুক্ত হবার পর, মঙ্ক ঠাট্টায় মেতে উঠেছিল-যাক বাবা, মাঝরাতে বাচ্চার ডায়াপার বদলানো আর খাওয়ানোর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। কিন্তু নিজের স্ত্রী আর সদ্যপ্রসূত কন্যাকে ছেড়ে যাওয়ার সময় বন্ধুর হৃদয়ে যে হাহাকার হচ্ছিল, তার কিছুটা হলেও টের পাচ্ছিল গ্রে।

"আসার জন্য ধন্যবাদ, ডিরেক্টর। সকালে দেখা হচ্ছে আপনার সাথে।"

"তোমার বাবা-মা কে আমার ধন্যবাদ জানিও।"

বাড়ির পেছনদিকে একটা বিচ্ছিন্ন গ্যারেজ। সেদিক থেকে ভেসে আসা আলোর দিকে তাকাল গ্রে। ওর বাবা কিছুক্ষণ আগে সেখানে ঢুকেছেন। ইদানীং সামাজিক পরিস্থিতিগুলো কিছুতেই সামলাতে পারছেন না তিনি। অ্যালঝেইমারস তাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে সবার নাম। বারবার একই প্রশ্ন করছেন। এই হতাশা থেকেই মন কষাকষি হয়েছে বাপ-ছেলের মাঝে। তারপর গ্যারেজে উঠে গিয়েছেন, কী করছেন কে জানে!

বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন গ্যারেজটায় নিজেকে আড়াল করে রাখার প্রবণতা তার দিন দিন বেড়ে চলেছে। গ্রে'র ধারণা, ওর বাবা নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্য এ কাজটা করেন না। বরং নিজের চিন্তাধারা অন্য কারো সাথে খাপ না খাওয়ায়, সবাইকে এড়িয়ে চলেন তিনি। কাঠের তক্তার ওপর করাত ঘষে নিজেকে সান্ত্বনা দেন। তারপরেও সবকিছুকে ছাপিয়ে, বাবার চোখে আতঙ্কের আভাস দেখতে পায় গ্রে।

"জানিয়ে দেব," অস্ফুট স্বরে বলল সে।

আস্তে আস্তে সবাই চলে যেতে শুরু করল। কিছুক্ষনের মধ্যেই খালি হয়ে গেল বারান্দাটা।

"গ্রে," ভেতর থেকে মায়ের গলা শোনা গেল। "আবর্জনা...."

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাজে লেগে গেল গ্রে। ঝুঁকে পড়ে সংগ্রহ করতে শুরু করল ছড়িয়ে থাকা খালি বোতল, ক্যান আর প্লাস্টিকের কাপ। মাকে সাহায্য করার পর সাইকেলে করে নিজের এপার্টমেন্টে ফিরে যাবে আবার। বারান্দার দরজা পেরিয়ে এসে বাতি নিভিয়ে দিল ও তারপর কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। থালাবাসন পরিষ্কার করার শব্দ ভেসে আসছিল সেখান থেকে।

"আমি করছি মা," রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল গ্রে। "তুমি শুয়ে পড়।"

সিঙ্ক থেকে সরে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা। সুতি স্ল্যাকস, সাদা সিল্কের ব্লাউজ আর চেক আপ্রন পরে আছেন তিনি। মায়ের বেড়ে চলা বয়স প্রায়ই বিস্মিত করে গ্রে'কে। আজও কিছুক্ষনের জন্য থমকে দাঁড়াল সে, মা'র রান্নাঘরে এই বৃদ্ধা কোত্থেকে আসল?"

একটা ভেজা তোয়ালে ছুড়ে দিয়ে ওর বিভ্রান্তির অবসান ঘটালেন মা।

"আবর্জনাগুলোর ব্যবস্থা কর। এখানে আমার কাজ প্রায় শেষের দিকে। আর বাবাকে ঘরে আসতে বল। রাতের বেলা ওর কাঠের কারবারে পাশের বাড়ির এডেলম্যান পরিবার খুব বিরক্ত হয়। ওহ...বেঁচে যাওয়া বারবিকিউ চিকেনগুলো মুড়িয়ে রেখেছি। গ্যারেজের ফ্রিজে রেখে আসতে পারবে ওগুলো?"

"আরেকবার আসতে হবে তাহলে," ময়লা ভর্তি প্লাস্টিকের বস্তাটা এক হাতে তুলে নিল গ্রে। খালি বোতলে ভরা বাক্সটা বাহুর নিচে আঁকড়ে ধরল। "এখুনি আসছি।"

পেছনের দরজাটা ঠেলে খোলার জন্য নিজের পশ্চাৎদেশের সাহায্য নিল সে। সতর্কতার সাথে দু'ধাপ পেছানোর পর গ্যারেজ বরাবর এগোতে লাগল। গার্বেজ ক্যানগুলো সারিবদ্ধভাবে রাখা ওদিকটায়। বোতলগুলো যাতে কোনও শব্দ না করে, সেটা মাথায় রেখেই ধীরপায়ে এগোচ্ছিল সে। একটা পানির ফোয়ারা বাঁধ সাধল তাতে।

হোঁচট খাওয়ার পর ভারসম্য রক্ষা করতে যাবে, আর ঠিক তখনই বাক্সবন্দী বোতলগুলো ঝনঝন করে উঠল। পাশের বাড়ির স্কটিশ টেরিয়ার কুকুরটা অভিযোগের সুরে ঘেউঘেউ করতে লাগল সাথে সাথেই।

ধ্যাত্তেরি.....

গ্যারেজ থেকে চিৎকার করলেন বাবা, "কে ওখানে? গ্রে নাকি? এখানে এসে আমাকে সাহায্য কর তো।"

গ্রে বুঝতে পারল না, কী করা উচিত ওর। বাবার সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় এক দফা কথা কাটাকাটি হয়েছে। মাঝরাতের এই সময়ে সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চায় না। বলতে গেলে প্রায় সারাজীবনই বাবা-ছেলের মধ্যে মন কষাকষি লেগে থাকত। বিগত কয়েক বছরে তাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছিল। কিন্তু গত মাসে বাবার কগনিটিভ স্টেটের,, অবনতি ঘটার পর থেকে আবার দু'জনের সম্পর্কে কেমন যেন থমথমে ভাব ফিরে এসেছে।

"গ্রে!"

"একটু অপেক্ষা কর বাবা!" আবর্জনাগুলো একটা খোলা ক্যানে ঢেলে বোতলের বাক্সটা তার পাশে নামিয়ে রাখল ও। তারপর নিজেকে গালি দিতে দিতে গ্যারেজের দিকে এগোতে শুরু করল।

কাঠের গুঁড়ো আর তেলের গন্ধ খারাপ দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। স্ট্র্যাপটা ধর, গাধা কোথাকার...আমার যন্ত্রপাতিতে হাত দেয়ার আগে যাতে তোমার দুইবার ভেবে নিতে হয়, সে ব্যবস্থা করব আজ...তোমার মোটা মাথাটা কাজে লাগাও বেকুব, নাহলে কিন্তু.....

হাঁটু গেড়ে বসে আছেন বাবা। পাশে একটা খালি কফির কৌটাভর্তি ছয়পেনি দামের পেরেক। ওগুলোকে ঝাড়ামোছা করছিলেন তিনি। মেঝের ওপর রক্তের ধারা দেখতে পেল সে। বাবার বাম হাত থেকে রক্ত পড়ছে!

গ্রে ঢোকামাত্র উঠতে গেলেন তিনি। ফ্লুরোসেন্ট লাইটের আলোতে, তাদের মুখের ছাপ আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে–যা দেখে রক্তের সম্পর্ক বুঝতে ভুল হয় না। বাবার নীল চোখগুলো ঠিক গ্রে'র মতোই দৃঢ়। দু'জনের সেই একই ধারালো গড়নের মুখ আর লম্বাটে চোয়াল-ওয়েলশ হেরিটেজের প্রতীক আর কি! অস্বীকারের কোনও উপায়ই নেই। দিন দিন বাবার মতো হয়ে যাচ্ছে ও, পার্থক্য শুধু মিশমিশে কালো চুলেই। বয়সের ভারে বাবার কয়েকগাছি চুল ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে।

রক্তাক্ত হাত দেখতে পেয়ে বাবার উদ্দেশে বলল গ্রে, "হাতটা পরিষ্কার করে এসো, বাবা।"

"আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না।"

তর্ক বাধা গিয়েও কী মনে করে যেন থেমে গেল ও। তার চেয়ে বরং বাবাকে সাহায্য করা যাক। সামনের দিকে ঝুঁকে বসে জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে?"

"কাঠের স্ক্রু খুঁজছিলাম।" কেটে যাওয়া হাতটা দিয়ে কর্মস্থলের দিকে ইশারা করলেন তিনি।

"কিন্তু এগুলো তো পেরেক।"

বাবার চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। "গোয়েন্দাগিরি ফলাতে এসোনা, শার্লক!" তার স্থির দৃষ্টিতে ঠিকরে পড়ছিল রাগের আভাস। অবশ্য গ্রে জানত যে, এই রাগ শুধু ওর ওপরে নয়।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই চুপচাপ পেরেকগুলো কফির কৌটায় ভরে রাখছিল ও। নিজের দুই হাতের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ওর বাবা–একটা রক্তাক্ত, আরেকটা স্বাভাবিক।

"বাবা?"

মাথা নাড়ালেন গম্ভীর লোকটা, তারপর নিচু গলায় বললেন, "যত্তোসব..."

কোনও তর্কে জড়ালোও না ও।

গ্রে'র ছোটবেলায়, ওর বাবা টেক্সাসের একটি তেলের খনিতে কাজ করতেন। এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা তাকে বিকলাঙ্গ করে দেয়। হাঁটুর নিচ থেকে কেটে বাদ দেয়া পা-টা, রাতারাতি তাকে শ্রমিক থেকে একজন গৃহবধূতে পরিণত করে। বাবার হতাশার বোঝাটা বয়ে বেড়াতে হয়েছে গ্রে'কে। লোকটার চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে পারেনি সে।

কিছু একটা বলতে চাইছিল গ্রে। হঠাৎ মোটরসাইকেলের গর্জনে ওর চিন্তায় ছেদ পড়ল। বাইরে চাকার কর্কশ শব্দ শোনা গেল, রাবারের ঘর্ষণে যেন দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে রাস্তার পিচ।

কফির কৌটাটা দ্রুত বেঞ্চের উপর রেখে দিল গ্রে। অসভ্য চালককে অভিশাপ দিচ্ছে ওর বাবা। হবে হয়তো কোনও বেয়াক্কেল মাতাল! গ্রে কী মনে করে যেন বাতি নিভিয়ে দিল।

"কী করতে চা....?"

"চু-উ-উ-প," আদেশের সুরে বলে উঠল গ্রে।

কোনও একটা ঝামেলা হয়েছে।

তখনই একটা মোটরসাইকেল চোখে পড়ল—বড়সড় আকারের ইয়ামাহা ভি-ম্যাক্স। একপাশে কাত হয়ে গর্জে চলেছে ওটা, হেডলাইট নেভানো। গ্রে'র শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল। ক্রমশ অন্ধকারের দিকে ছুটে চলেছে মোটরসাইকেলটা।

গতি কমার কোনও লক্ষণ নেই, একপাশে কাত হয়ে পড়েছে ওটা। গ্রে'দের বাড়ির ড্রাইভওয়েতে সজোরে বাইকটাকে ঘুরিয়ে নিতে চাইছিল চালক। আর তাতেই পেছনের চাকা থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে হোঁচট খেল সহসাই।

"কী শুরু হলো এখানে!" গর্জে উঠলেন গ্রে'র বাবা।

বাইক ঘুরানোর প্রচেষ্টায় কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে আরোহী। কাঁপতে কাঁপতে প্রায় উল্টে পড়তে যাচ্ছিল ওটা। নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে চালক। বাইকের পেছনের ফেন্ডার হঠাৎ করে বারান্দার এক কোণার সাথে আটকে গেল।

ঠিক আতশবাজির মতো করেই লালরঙা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটতে শুরু করল বাইকের ইঞ্জিন থেকে। ইতোমধ্যে ছিটকে পড়েছে চালক। মাটির ওপর গড়াতে গড়াতে প্রায় গ্যারেজের সামনে এসে পড়ল সে।

সামান্য দূর থেকে শেষবার গর্জে উঠে থেমে গেল বাইকের ইঞ্জিন।

আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্ছে না আর। অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে চারপাশ।

"হায় ঈশ্বর!" গ্রে'র বাবা আর্তনাদ করে উঠলেন।

বাবাকে গ্যারেজের ভেতর থাকার জন্য এক হাতে ইশারা করল গ্রে। গোড়ালির খাপ থেকে অন্য হাত দিয়ে টেনে বের করে আনল নয় মিলিমিটার গ্লক পিস্তল। চিত হয়ে পড়ে থাকা মূর্তিটার দিকে এগিয়ে গেল সে। কালো চামড়ার জ্যাকেট, স্কার্ফ আর হেলমেট পরে আছে বাইকচালক।

কোমল স্বরের গোঙানি থেকে দু'টো জিনিস বোঝা যাচ্ছে—বাইকচালক এখনও জীবিত, আর সে একজন মেয়ে। রাস্তার উপর কুঁকড়ে আছে সে, চামড়ার জ্যাকেটটা অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে।

বাড়ির পেছনের দরজায় দেখা গেল গ্রে'র মাকে। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে তিনি বেরিয়ে এসেছেন তিনি। "গ্রে....?"

"ওখানেই থাকো, মা!"

মাটিতে পড়ে থাকা চালকের সামনে এসে দাঁড়াল সে। বাইক থেকে কয়েক ধাপ সামনে পড়ে থাকা কিছু একটা চোখে পড়ল। ড্রাইভওয়ের সাদা সিমেন্টের ওপর কালো রঙের জিনিসটা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। কালো পাথরের স্তম্ভের মতো দেখাচ্ছে ওটা, দুর্ঘটনার কারণে ফাটল ধরেছে কয়েক জায়গায়। ভেতরের ধাতব আস্তরণে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

কিন্তু ওর চোখ আটকাল আরেক জায়গায়। মেয়েটার গলায় রুপালি রঙ্গের একটা ছোট্ট লকেট জ্বলজ্বল করছে।

ড্রাগনের আকৃতির একটি লকেট।

দেখামাত্রই জিনিসটা চিনতে পারল। নিজের গলাতেও এমন একটা জিনিস পরে আছে সে। পুরনো এক শত্রুর কাছ থেকে পাওয়া উপহার, একই সাথে সতর্ক বার্তা আর প্রতিজ্ঞার স্বরূপ।

পিস্তলটা আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল গ্রে।

যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মেয়েটা পাশ ফিরল। কালচে রক্তের ধারায় ভিজে গিয়েছে সাদা সিমেন্ট। ওর শরীর থেকে গুলি বেরিয়ে যাবার তাজা ক্ষতচিহ্ন লক্ষ্য করল গ্রে।

পেছন থেকে গুলি করা হয়েছে।

হেলমেটটা খুলে ফেলার পর যন্ত্রণায় শক্ত হয়ে যাওয়া পরিচিত একটি মুখ দেখা গেল। গ্রে'র দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও। একরাশ কালো চুল আর বাদামী চামড়া দেখে ইউরেশীয় বংশোদ্ভুত মেয়েটাকে সহজেই চেনা যায়।

"শেইচান... ...." চিনতে ভুল করেনি গ্রে।

একটা হাত এগিয়ে এলো ওর দিকে, "কমান্ডার পিয়ার্স... সাহায্য...."

কণ্ঠে মিশে থাকা যন্ত্রণাকে অনুভব করতে পারল গ্রে। কিন্তু আরও একটি ব্যাপার ছিল, যা এই শত্রুর কণ্ঠে আশা করেনি সে।

আতঙ্ক–আদি এবং অকৃত্রিম !

০২

ব্লাডি ক্রিসমাস

৫ জুলাই, সকাল ১১:০২

ক্রিসমাস আইল্যান্ড

সাগরপাড়ে আরও একটা অলস দিন...

সঙ্কীর্ণ বালুতটের পথ ধরে সঙ্গীর পেছন পেছন হেটে যাচ্ছে মঙ্ক কক্কালিস। দু'জনের পরনেই বায়োকন্টামিনেশন স্যুট। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সমুদ্র সৈকতে হেঁটে বেড়ানোর জন্য এধরনের পোশাক একদম উপযুক্ত নয়। স্যুটের নিচে শুধু একজোড়া বক্সার পরে থেকেও মঙ্কের শরীরটা যেন ঝলসে যাচ্ছিল। মধ্যাহ্নের সূর্যের ঝাঁঝালো আভাকে ছাপিয়ে সামনের ভয়াবহ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

চারিদিকে নিথর হয়ে পড়ে থাকা প্রাণীদের নিস্তব্ধতায় যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে ক্রিসমাস আইলান্ডের পশ্চিম উপকূল। ছড়িয়ে থাকা মাছেদের মৃতদেহ জানান দিচ্ছে গতরাতের জলোচ্ছাসের কথা। অসংখ্য হাঙর, ডলফিন, কচ্ছপ, এমনকি নীলতিমি দিয়ে ভরে আছে গোটা উপকূল–আদিঅন্ত বোঝা দায়! পচে গলে যাওয়া হাড় মাংস একাকার হয়ে জায়গায় জায়গায় উঁচু ঢিপির মতো সৃষ্টি করেছে। অগণিত সামুদ্রিক পাখির কুঁচকে যাওয়া মৃতদেহ সৈকতের বুকে লেপ্টে আছে অথবা সাগরের পানিতে ভেসে বেড়াচ্ছে। হয়তো মৃত্যুর হাতছানিতে উন্মত্ত হয়ে সেই একই নিয়তি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে ওরা।

আচমকা এক পাথরের ফোকর থেকে উচ্চনাদে ছিটকে বেরিয়ে এলো লবণাক্ত পানির ফোয়ারা। সুনীল সাগর যেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে।

পানির ধারা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে ওরা মাথা নামিয়ে নিল। সৈকতের উত্তর পাড়ের টাইডাল জোন আর ঝোঁপঝাড়ে আচ্ছাদিত পর্বতের মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে বালুপথ। সরু অথচ পরিচ্ছন্ন সেই পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে দুজন।

"জাহাজে ফেরার পর আমাকে সামুদ্রিক খাবার থেকে দূরে থাকার কথা মনে করিয়ে দিও।" রেস্পিরেটরের ভেতর থেকে সঙ্গীর উদ্দেশে বিড়বিড় করল মঙ্ক। স্যুটের সাথে সংযুক্ত অক্সিজেন ট্যাঙ্কের কথা ভেবে মনে মনে খুশিই হয়েছে, দুর্গন্ধটা নাকে এসে লাগছে না।

সহকর্মীকে নিয়েও সন্তুষ্ট মঙ্ক। ডঃ লিসা কামিংস-দ্বীপের অন্যপাশে থামানো ক্রুজশিপে রয়ে গিয়েছে। ফ্লাইং ফিশ কোভে ভেসে আছে দ্য মিস্ট্রেস অফ দ্য সী'জনামের জাহাজটা। দ্বীপের পশ্চিমদিক থেকে ভেসে আসা বিষাক্ততা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করছে এখন।

তবে সবার ভাগ্য এতটা সুপ্রসন্ন হয় না!

বেলাশেষে এখানে এসে পৌঁছেছিল ওরা। শত শত পুরুষ, মহিলা আর শিশুদেরকে দ্বীপ থেকে সরিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া চলছিল তখন। অন্ধত্ব, ফোস্কা পড়া ঘা থেকে শুরু করে রোগের বিভিন্ন পর্যায়ের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। অনেকের শরীর থেকে পুঁজ মিশ্রিত চামড়া খসে পড়ছে। বিষাক্ততার মাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে অবশ্য। তবুও নিরাপত্তার খাতিরেই গোটা দ্বীপটা খালি করে ফেলা হচ্ছে।

বিলাসবহুল ক্রুজশিপ-দ্য মিস্ট্রেস অফ দ্য সীজ, প্রথমবারের মতো ইন্দোনেশীয়ান দীপপুঞ্জের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ইমার্জেন্সি মেডিকেল শিপে বদলে ফেলা হয়েছে জাহাজটাকে। চারপাশের সমুদ্রজুড়ে ছড়িয়ে পড়া বিষাক্ততার কারণ আর উৎস খুঁজে বের করতে হবে। সে উদ্দেশ্যেই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন প্রেরিত দলের মূল কার্যসম্পাদন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এটি।

আজ সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছে মঙ্ক। এই ভয়াবহতার সাথে জড়িয়ে থাকা অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। ওর এতদিনের প্রশিক্ষণও যেন কোনও কাজে আসছে না। ফরেনসিক, চিকিৎসাশাস্ত্র আর জীববিজ্ঞান-এই তিন বিষয়েই পারদর্শিতার জন্য ওকে সিগমার এই নির্দিষ্ট অভিযানে বেছে নেয়া হয়েছিল। পারিবারিক কারণে দুই মাস ছুটিতে ছিল সে। জড়তা কাটিয়ে তুলতে স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসেবে মঙ্ককে এ কাজে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

নিজের ছোট্ট বাবুটার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মঙ্ক। এই নোংরা আবর্জনা ঘাটার সময় বাচ্চার কথা ভুলে থাকতে চেয়েছিল সে। কিন্তু কিছুতেই পারেনি। পেনেলোপের মায়াভরা নীল চোখ, ফোলা গাল আর চোখ ঝলসানো স্বর্ণকেশ বারবার ভেসে উঠছিল ওর মনে। বাবার টেকোমাথা অথবা এবড়োথেবড়ো চেহারার কোনও কিছু পায়নি মেয়েটা। মায়ের চেহারা পেয়েছে নির্ঘাৎ। এখানে এসেও, স্ত্রী-কন্যার জন্য বুকে ব্যথা অনুভব করে মঙ্ক। পারিবারিক বন্ধনের টানকে ভুলে থাকতে পারে না এক মুহূর্তও। মায়ের সাথে সন্তানের যে নাড়ির বন্ধন থাকে, ঠিক যেন সেরকম এক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ ওরা তিনজন। ওদেরকে দূরে ফেলে রেখে সুখে থাকা অসম্ভব।

মঙ্কের উপদেষ্টা ডঃ রিচার্ড গ্রাফ একটু দূরে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দক্ষ সামুদ্রিক গবেষক সে। পাথরের সমতল অংশের ওপর প্লাস্টিকের নমুনা সংগ্রাহক রেখে পরীক্ষা চালাচ্ছে কিছুক্ষণ ধরে। ফেস শিল্ডের আড়ালে চিন্তায় আড়ষ্ট হয়ে ছিল তার শ্মশ্রুধারী মুখাবয়ব।

কাজে লেগে যেতে হবে।

রাবারের নৌকায় করে তাদের এখানে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। রয়াল অস্ট্রেলিয়ান নেভির একজন নাবিক নৌকাটা চালিয়ে এসেছিল। মৃত্যুপুরীর সীমানার বাইরে নৌকায় বসে অপেক্ষা করছে সে।

পার্থ-এর ১৫০০ মাইল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত হয়েও, এখনও অস্ট্রেলিয়ার অংশ এই দ্বীপটা। ১৬৪৩ সালে ক্রিসমাস উৎসবের দিন আবিষ্কৃত হয়েছিল। জনবসতিহীন এই এলাকাতে অবশেষে ব্রিটিশদের আগমন ঘটে। এখানকার জমে

থাকা ফসফেটকে কাজে লাগিয়ে তারা একটা বড়সড় খনি গড়ে তোলে। ইন্দোনেশীয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করেছিল তারা। খনিগুলো এখনও সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও, পর্যটনশিল্প এখানকার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

অবশ্য দু'একের মধ্যে আর কোনও পর্যটকেরই এদিকে আসার কথা না!

ডঃ রিচার্ড গ্রাফের পাশে এসে দাঁড়াল মন্ক।

ওকে এগিয়ে আসতে দেখে হাত নাড়ল সামুদ্রিক গবেষক। "স্থানীয় জেলেদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, চার সপ্তাহে আগে এ ঘটনার সূত্রপাত। গলদা চিংড়ির বাঁধে খালি খোলক আটকা পড়েছিল, ভেতরের মাংস একদম পচে গলে গিয়েছে। সাগর থেকে মাছ ধরার জাল উঠাতে গিয়ে জেলেদের হাতেও ফোস্কা পড়তে শুরু করে। ব্যাপারটা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে থাকে।

"কী হতে পারে বলে তোমার ধারণা? বিষাক্ত কোনও রাসায়নিক দ্রব্য ছড়িয়ে পড়ল নাকি?"

"বিষাক্ততার ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। তবে ছড়িয়ে যাওয়া রাসায়নিক দ্রব্য নয়।"

রাসায়নিক সতর্কবার্তা সম্বলিত কালো রঙের একটা ব্যাগ বের করলেন গ্রাফ। এরপর নিকটস্থ সমুদ্রতরঙ্গের ফেনিল অংশের দিকে নির্দেশ করলেন। গলিত হাড়মাংস মিশে ঘন হলুদাভ বিষাক্ত ঝোলের মতো দেখাচ্ছিল সেখানকার পানি।

আবারও হাত নাড়লেন তিনি, "এসব-ই কিন্তু প্রকৃতি মাতার হস্তশিল্পের নমুনা।"

"কী বোঝাতে চাইছ?"

"তুমি স্লাইম মোল্ডের দিকে তাকিয়ে আছ, বন্ধু। আধুনিক ব্যাকটেরিয়া আর শৈবালের পূর্বসুরী সায়ানোব্যাকটেরিয়া দ্বারা গঠিত এটা। আজ থেকে ত্রিশ কোটি বছর আগে সমুদ্রের বুকে আবির্ভাব ঘটে এ ধরনের স্লাইমের। এতদিন পর আবার গজাচ্ছে এসব। এ ধরনের জীব নিয়ে গবেষণায় বিশেষ দক্ষতার কারণেই আমাকে এখানে ডাকা হয়েছে। আমি গ্রেট ব্যারিয়ার রীফের আশপাশে গজানো এরকম স্লাইমের ওপর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি। বিশেষ করে ফায়ারউইড-শৈবাল আর ব্যাকটেরিয়ার মিশ্রণ। দুপুরের খাবার খেতে যত সময় লাগে তোমার, তার চেয়েও কম সময়ে একটা আস্ত ফুটবল মাঠকে ঢেকে ফেলতে পারে এরা। এই জঘন্য জীব অন্তত দশ ধরনের বায়োটক্সিন নিঃসরণ করে, যা চামড়ায় ফোস্কা তোলা ঘা সৃষ্টি করে খুব সহজেই। শুকিয়ে যাবার পর, মরিচের গুঁড়ার মতো দ্রুতবেগে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা রাখে এরা।"

কিছুক্ষণ আগে দেখা ধ্বংসযজ্ঞের কথা মনে পড়ে গেল মঙ্কের। "তুমি কি বলতে চাইছ, এখানে তাই ঘটেছে?"

"ওরকমই কিছু একটা। নরওয়ের ফিয়র্ড থেকে শুরু করে গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ পর্যন্ত–সারা বিশ্বের সমুদ্রজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে ফায়ারউইড আর সায়ানো ব্যাকটেরিয়া। মাছ, প্রবাল আর সামুদ্রিক প্রাণী মরে সাফ হয়ে যাচ্ছে। অথচ এই প্রাচীন স্লাইম আর

বিষাক্ত জেলিফিশে ভরে যাচ্ছে সাগর। দেখে মনে হয় যেন বিবর্তন উল্টোধারায় চলতে শুরু করেছে। মহাসাগর আবার আদিসাগরের রূপ ধারণ করছে। এর জন্য কিন্তু আমরা নিজেরাই দায়ী। রাসায়নিক সার, কলকারখানার বর্জ্য, নর্দমার ময়লা এসে জড়ো হচ্ছে বদ্বীপ আর নদীর মোহনায়। গত পঞ্চাশ বছরে মাছ ধরার প্রবণতা বেড়েছে মাত্রাতিরিক্ত ভাবে। এতে করে বড় মাছের সংখ্যা প্রায় নব্বই শতাংশ হ্রাস ঘটেছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সাগরের পানির উষ্ণতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অম্লের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। এতে করে অক্সিজেন ধরে রাখার প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে। মারা পড়ছে সামুদ্রিক প্রাণীরা। পরিস্থিতি সামাল না দিয়ে বরং আরও বেশি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছি আমরা।"

"কিন্তু এখানে এরকম হওয়ার কারণ কী?" কৌতূহলী হয়ে উঠল মঙ্ক।

এই প্রশ্নটাই ওদের সবাইকে এখানে টেনে এনেছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে গ্রাফ আবারও বলতে শুরু করল, "একদম নতুন ধরণের স্লাইম মোল্ড। এরকম কিছু আগে কখনো দেখিনি। সামুদ্রিক বায়োটক্সিন আর নিউরোটক্সিন পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ বিষ। এতই বাজে যে, মানুষ এখন পর্যন্ত এর অনুরূপ কিছু বানাতে পারেনি। শেলফিশে অবস্থানকারী ব্যাকটেরিয়া এক ধরনের বিষ নিঃসরণ করে। জানো, জাতিসংঘ সেটাকে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করেছে?"

মঙ্কের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল। "মমতাময়ী প্রকৃতি মাঝে মাঝে এতো নৃশংস আচরণ করে!"

জীববিজ্ঞানের বক্তৃতা শেষ হবার পর, ঝুঁকে পড়ে নমুনা সংগ্রহের কাজে লেগে গেল মঙ্ক। প্লাস্টিকের গ্লাভস পরে থাকায় জিনিসগুলো ধরতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। অসাড় বাম হাতটার কারণে আরও বেশি অসুবিধা। এক অভিযানে হাতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর পাঁচ আঙুলবিশিষ্ট যান্ত্রিক হাত লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল ওকে। ডারপা'র সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে ওতে। কিন্তু কৃত্রিম বায়োইলেকট্রনিক হাত তো আর রক্তমাংসের হাতের জায়গা নিতে পারে না! বালির ভেতর একটা সিরিঞ্জ হাতড়াতে হাতড়াতে নিজেকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছিল সে।

"সাবধান!" গ্রাফ ওকে সতর্ক করে দিল। "খোঁচা খেতে চাও নাকি? যদিও বিষাক্ততার মাত্রা ধীরে ধীরে কমে আসছে, তবু আমাদের সচেতন থাকতে হবে।"

মঙ্ক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই বিশ্রী স্যুটটা খুলে জাহাজে নিজের কামরায় ফিরে যেতে চায় সে।

তবে ল্যাবরেটরির জন্য প্রচুর নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। মাছ, হাঙর, স্কুইড আর ডলফিনের রক্ত, দেহকোষ, হাড় জোগাড় করার জন্যই এখানে আসা।

"অদ্ভুত ব্যাপারে তো," সৈকতের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে উঠল গ্রাফ।

মঙ্ক তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। "কিসের কথা বলছ?"

"দ্বীপে সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে থাকা প্রাণী হচ্ছে জিওসারকোইডা ন্যাটালিস।"

"সাধারণ ভাষায়, ওটাকে কী বলে...?"

"ক্রিসমাস আইল্যান্ডের রেড ল্যান্ড কাঁকড়া।"

উপকূলীয় প্রাণী আর উদ্ভিদ বিষয়ে কিছুটা পড়ালেখা করে এসেছে মঙ্ক। ভাতের থালার মতো আকৃতির স্থলজ লাল কাঁকড়া এই দ্বীপের বিখ্যাত প্রাণী। প্রতিবছর নভেম্বর মাসে, জঙ্গল থেকে সাগরের দিকে ছুটে আসে প্রায় দশ মিলিয়নেরও বেশি লাল কাঁকড়া। বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে মিলিত হয় ওরা। প্রকৃতির এক অবাক বিস্ময় এই বার্ষিক স্থানান্তর।

গ্রাফ বলতে থাকল, "এই কাঁকড়ারা কিন্তু আবর্জনা খাদক। এত এত মাছের মৃতদেহ দেখে সামুদ্রিক পাখিদের মতোই আকৃষ্ট হবার কথা ওদের। কিন্তু জীবিত বা মৃত—একটা কাঁকড়াও তো দেখতে পাচ্ছি না এখানে।

"হয়তো এই বিষের কথা বুঝতে পেরে ওরা জঙ্গলেই রয়ে গিয়েছে।" মঙ্ক বলল।

"তাহলে ধরে নিতে হয়, এই ব্যাকটেরিয়া অথবা বিষের সাথে ওদের পরিচয় আছে। হয়তো আগেও এধরনের মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়েছে ওরা। আর তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলেছে এখন। যত তাড়াতাড়ি এর উৎস খুঁজে বের করতে পারব, ততোই মঙ্গল।"

"দ্বীপবাসীদের সাহায্য করতে....."

গ্রাফ শ্রাগ করল, "তা তো অবশ্যই। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এ জীবাণুকে ছড়িয়ে পড়ার হাত থেকে বাঁধা দেয়া," দুশ্চিন্তায় ওর কণ্ঠ ভারী হয়ে এলো। "এরকম কিছু একটার আবির্ভাব নিয়েই ভয়ে আছেন সামুদ্রিক বিজ্ঞানীরা।"

বিস্তারিত শোনার আশায় তার দিকে তাকাল মঙ্ক।

"সাগরের সমস্ত প্রাণীদের জীবন কেড়ে নেয়ার মতো ক্ষমতাশালী এই ব্যাকটেরিয়া।"

"এরকম কিছু হতে পারে নাকি?"

কাজ শুরু করার জন্য হাঁটু গেড়ে বসল গ্রাফ। "হয়তো ইতিমধ্যে সে প্রক্রিয়া শুরুও হয়ে গিয়েছে।"

এই ভয়াবহ আলোচনার পর মঙ্কও কাজে লেগে পড়ল। শিশি, প্যাকেট আর প্লাস্টিক কাপের ভেতর নমুনা সংগ্রহ করতে করতে পরবর্তী এক ঘণ্টা কেটে গেল। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পাহাড়ের পেছনে লুকাল সূর্য। বায়োস্যুটের ভেতর গরমে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল মঙ্ক। ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে এক গ্লাস শরবত হাতে নিয়ে বসে থাকার কল্পনায় বিভোর হয়ে পড়েছিল।

কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল ওরা দুজন। পর্বতপৃষ্ঠের কাছাকাছি মঙ্ক বালিতে পোঁতা একগুচ্ছ পোড়া ধুপকাঠি দেখতে পেল। একটা বুদ্ধমূর্তিকে কাটাতারের বেড়ার মতো করে ঘিরে রেখেছে ওগুলো। মূর্তির চোখমুখ পানি আর বালির কারণে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, শুধু বসে থাকার ভঙ্গিটা বোঝা যায়। মাথার ওপরের বেড়ার আবরণ পাখির বিষ্ঠায় ঢেকে আছে। মঙ্ক অনুভব করল, অভিশাপের হাত থেকে রক্ষা পেতে হয়তো ধুপকাঠি জ্বালানো হয়েছিল।

ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় শব্দ শুনে সাগরের দিকে চোখ ফেরাল মঙ্ক। নমুনা সংগ্রহ করতে করতে সৈকতের অনেকটা অংশ পার হয়ে এসেছে ওরা। যে রাবারের নৌকায় করে এখানে এসেছিল, সেটাও এখন চোখে পড়ছে না।

মঙ্ক ভালো করে তাকানোর চেষ্টা করল। ওদের অস্ট্রেলিয়ান নৌচালক, নৌকাটাকে এগিয়ে আনছে নাকি?

রাইফেলের গুলির শব্দ পানিতে প্রতিধ্বনিত হলো। সাথে সাথে দৃশ্যপটে হাজির হলো নীল রঙের একটি স্পিডবোট। পেছনে বসে থাকা সাতজন মানুষকে লক্ষ্য করল মঙ্ক। সবার মুখ স্কার্ফে ঢাকা, হাতের রাইফেল গুলো সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে।

ওর পেছনে নিজেকে আড়াল করল গ্রাফ। "জলদস্যু...."

মাথা দোলাতে দোলাতে ভাবল মঙ্ক, বাহ! দারুণ...!

বোটটা ওদের দিকে ঘুরে গিয়ে পানির ওপর ভেসে আসতে লাগল।

গ্রাফের কলার ধরে তাকে সূর্যোজ্জ্বল সৈকত থেকে সরিয়ে নিতে চাইল মঙ্ক।

বিশ্বজুড়ে জলদস্যুদের উৎপাত বেড়ে চলেছে। তবে ইন্দোনেশীয়ান দ্বীপপুঞ্জে এদের দাপট সবসময় ছিল। অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ আর প্রবালপ্রাচীর, হাজারো গুপ্ত বন্দর, ঘন জঙ্গল–এসবকে কেন্দ্র করেই ওদের বেড়ে ওঠা। কিছুদিন আগে হয়ে যাওয়া সুনামির বিশৃঙ্খলার সুযোগে, স্থানীয় জলদস্যুদের সংখ্যা আরও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উত্তাল সময়ই হয়তো উন্মত্ত মানুষের জন্ম দেয়!

কিন্তু এই ঝুঁকিপূর্ণ সাগরে কারা এতো মরিয়া হয়ে উঠল? মঙ্ক লক্ষ্য করল বন্দুকধারীরা বায়োস্যুটে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে। বিষাক্ততার মাত্রা নেমে আসছে জেনেই কি এই আক্রমণ?

পানি থেকে সরে গিয়ে, নিজেদের রাবারের নৌকাটাকে খোঁজার চেষ্টা করল মঙ্ক। দ্বীপের কালোবাজারে ওদের নৌকাটা বিক্রি করলে ভালো দাম পাওয়ার কথা! গবেষণার মূল্যবান উপকরণগুলোর কথা নাহয় বাদ-ই দেয়া যাক। এ অবস্থায় ওদের নৌচালকের ফিরতি গুলি করা উচিত। কিন্তু সেরকম কিছু তো চোখে পড়ছে না। সম্ভবত প্রথম আক্রমণেই লোকটাকে ঘায়েল করে ফেলেছে এই জলদস্যুরা। যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে থাকা রেডিওটাও ওর কাছে ছিল। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে আগেই।

ক্রুজ শিপে অবস্থানরত লিসার কথা মনে পড়ল মঙ্কের। অস্ট্রেলীয় কোস্টগার্ড কাটার অবশ্য সেদিকেই টহল দিচ্ছে। নিরাপদে থাকার কথা ওর।

বড়সড় একটা পাথরের পেছনে গ্রাফকে টেনে নিয়ে গেল মঙ্ক। ওদের একমাত্র আশ্রয় এখন এটাই।

স্পিডবোটটা ওদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। গুলির শব্দে মুখরিত হলো চারপাশ। ওদের লুকিয়ে থাকা জায়গাটার দিকে ধুলো উড়ে আসতে শুরু করল। আরও নিচু হয়ে বসল ওরা।

সাগরপাড়ের এক অলস দিনে একসাথে এত কিছু!

ব্যথায় কাঁদছিল মেয়েটা। ডঃ লিসা কামিংস্ ওর পিঠে ব্যথানাশক ক্রিম মাখিয়ে দিচ্ছিল। রোগীর হাত ধরে রেখেছে ওর মা। দুশ্চিন্তায় কুঁচকে আছে মালয়েশিয়ান এই মহিলার বাদামী চোখ। লিডোকেইন আর প্রিলোকেইন-এর মিশ্রণে খুব দ্রুত বাচ্চাটার পিঠের জ্বালাপোড়া কমে গেল।

"দ্রুত সেরে যাবে ও," ইংরেজিতেই বলল লিসা। স্থানীয় এক হোটেলের কর্মচারী হওয়ায় মহিলাটি ইংরেজি বোঝে। "খেয়াল রাখবেন, তিনবেলা যাতে সময় মতো অ্যান্টিবায়োটিক খায়।"

মাথা নত করে অভিবাদন জানাল রোগীর মা। "টেরিমা কাইশ। ধন্যবাদ।"

সাদা আর নীল ইউনিফির্ম পরা একদল কর্মীর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়াল লিসা, দ্য মিস্ট্রেস অফ দ্য সী'জ-এর কর্মচারীবৃন্দ।

"আপনার এবং আপনার মেয়ের জন্য কেবিন খুঁজে দেয়া হবে।"

উল্টোদিকে ঘুরল লিসা। জাহাজের ডেকে অবস্থিত খাবার ঘরটা জরুরি চিকিৎসাকেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। দ্বীপের অধিবাসীদের প্রত্যেককে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সঙ্কটপূর্ণ রোগীদের আলাদা করে ফেলা হচ্ছে। ক্রাইসিস মেডিসিনে লিসার খুব বেশি অভিজ্ঞতা না থাকায়, প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। সিডনির একজন নার্সিং স্টুডেন্ট ওকে সহযোগিতা করছে। ভারতীয় বংশোদ্ভুত হ্যাংলা-পাতলা যুবক জেসপাল, ডব্লিউএইচও এর একজন স্বেচ্ছাসেবক।

দুজনকে একসাথে কিছুটা বেখাপ্পা দেখায়। একজন ধবধবে সাদা আর স্বর্ণকেশী, অন্যদিকে আরেকজনের কফির মতো চামড়া আর মিশমিশে কালো চুল। তবে একসাথে কাজ করতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে ওরা।

"জেসি, সেফালেক্সীন-এর কি অবস্থা?"

"কাজ চলে যাবার কথা, ডঃ লিসা।" একহাতে অ্যান্টিবায়োটিকের বড়সড় বোতলটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে অন্য হাতে লিখে চলছিল জেসপাল। একসাথে কয়েকটা কাজ করতে পারে সে।

চারপাশ ভালো করে দেখে নিল লিসা। তাৎক্ষণিক সেবার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে না। খাবার ঘরের বাকি অংশে তেমন একটা হইচই হচ্ছে না এখন। মাঝে মাঝে একটু আধটু কান্নার আওয়াজ অথবা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। তবে এই মুহূর্তে ওদের স্টেশনটা একদম নীরব।

"আমার ধারণা দ্বীপের অধিকাংশ মানুষকেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে," জেসি বলল। "শুনেছি বন্দর থেকে ফিরে আসা নৌকার অর্ধেকও ভরেনি শেষ দুইবার। আমার ধারণা, এখন আমরা আশেপাশের ছোটখাট গ্রাম থেকে আসা মানুষদের দেখতে পাচ্ছি।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

সকাল থেকে প্রায় দেড়শোরও বেশি রোগীর চিকিৎসা করেছে লিসা। দগ্ধ, ফুসকুড়ি ওঠা ঘা, কাশি, আমাশয় এমনকি পড়ে গিয়ে হাত মচকে যাওয়া-সবকিছুই ছিল বলতে গেলে। এখনও অনেক রোগী দেখা বাকি। ওদের ক্রুজশিপটা মাত্র গতরাতে এসে পৌঁছেছে দ্বীপে। সকালবেলা লিসা হেলিকপ্টারে করে আসতে আসতে, এদিকে কাজ প্রায় শেষ। ছোট্ট এই দ্বীপের প্রায় দুই হাজার মানুষের বসবাস। একটু চেপেচুপে হলেও জাহাজের ভেতর সবার এঁটে যাওয়ার কথা। আর তাছাড়া, মৃতের সংখ্যা দুঃখজনকভাবে চারশো ছাড়িয়েছে ইতিমধ্যে.... আর বেড়েই চলেছে।

টানা কাজ করার সময় কিছুটা যান্ত্রিক হয়ে যাওয়া যায়। একের পর এক রোগীকে চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়ার সময় এত চিন্তাভাবনা মাথার ভেতর ঘুরপাক খায় না।

কিন্তু এখন, এই আকস্মিক নীরবতার মাঝে যেন লিসা দুর্যোগের বিশালতা-কে অনুভব করতে পারছিল। গত দুই সপ্তাহ ধরে, রোগের খুব বেশি প্রাদুর্ভাব ছিল না। তাৎক্ষনিক সংক্রমণ হিসেবে রোগীর শরীরে শুধু পোড়া ঘায়ের মতো দেখা দিত। কিন্তু দু'দিন আগে যেন হঠাৎ করেই সমুদ্র থেকে ভেসে উঠল বিষাক্ত মেঘ। তারপর আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ে চারদিকে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দিল। দ্বীপের এক পঞ্চমাংশ মানুষকে হত্যা করে গেল। আর ক্ষতিগ্রস্থ করল বাকিদের।

ছড়িয়ে গিয়েও ক্ষান্ত দেয়নি এই বিষাক্ততা। এর প্রভাবে আরও নানাভাবে সংক্রমিত হতে শুরু করল রোগীরা: ফ্লু, জ্বর, মেনিনজাইটিস, অন্ধত্ব। রোগের এই ক্ষীপ্রতা বেশ ভয় পাইয়ে দেবার মতো।

লিসা করছেটা কী এখানে?

প্রথমবারের মতো এই মেডিকেল ক্রাইসিস দেখা দেয়ার পরপর, এখানে আসার জন্য পেইন্টারের কাছে আবেদন করেছিল ও। মেডিকেল ডিগ্রির পাশাপাশি হিউম্যান ফিজিওলজিতে পি.এইচ.ডি. আছে লিসার। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে মেরিন সায়েন্সে। এক দশকের প্রায় অর্ধেক সময় লিসা ডিপ ফ্যাথম নামের একটি স্যালভেজ শিপে শারীরবৃত্তীয় গবেষণার কাজ করেছে।

তাই, এখানে আসার জন্য খুব বেশি তর্ক করতে হয়নি ওকে।

অবশ্য এটাই একমাত্র কারণ নয়।

গত কয়েক বছর ধরে ওয়াশিংটনে আটকে পড়ে আছে লিসা। ধীরে ধীরে যেনপেইন্টারের ছায়া ওর সত্ত্বাকে গ্রাস করে ফেলছিল। এই ঘনিষ্ঠতাকে উপভোগ করে সে। তবুও নিজের জন্য একান্ত কিছু সময় চায়। পেইন্টারের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে যাচাই করে দেখতে চায়। সম্পর্কের উন্নতির জন্য মাঝে মাঝে কিছুটা দূরত্ব প্রয়োজন।

তবে এবার দুরত্বটা বোধহয় বেশিই হয়ে গিয়েছে।

খাবার ঘর থেকে ভেসে আসা একটা কর্কশ আর্তনাদ ওর মনোযোগ কেড়ে নিল। দু'জন নাবিক মিলে এক রোগীকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসছে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে

যাচ্ছে লোকটা। গলদা চিংড়ির খোলসের মতো লাল হয়ে আছে ওর চামড়া, যেন আগুনে সিদ্ধ করা হয়েছে। বহনকারীরা খুব দ্রুত ওকে জরুরি চিকিৎসা বিভাগে নিয়ে গেল।

অভ্যাসবশতই, লিসার মাথায় চিকিৎসার পরিকল্পনা জমাট বাঁধতে শুরু করল- ডায়াজেপাম আর মরফিন ড্রিপ। তবে মনের গভীরে, সত্যটা জানা ছিল ওর। সবাই জানে সেটা। নিছক উপশমের জন্যই এই রোগীর চিকিৎসা। হয়তো কিছুটা দুর্ভোগ কমবে। কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না ওকে।

"ঝামেলা!" পেছন থেকে বিড়বিড় করে উঠল জেসি।

ঘুরে তাকাল লিসা। ডঃ জিন লিন্ডহোম ওর দিকেই এগিয়ে আসছেন। লিকলিকে পা আর লম্বা ঘাড়সর্বস্ব লোকটাকে উটপাখির মতো দেখা যায়। ডব্লিউএইচও দলের প্রধান কর্তা তিনি। লিসার দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আবার কী হলো!

হাভার্ডফেরত এই চিকিৎসককে খুব বেশি একটা পাত্তা দেয় না লিসা। লোকটা খুব অহংকারী। এখানে আসার পর থেকে একফোঁটাও সাহায্য করেননি তিনি। পুরোটা সময় এই ক্রুজ লাইনের মালিক, অস্ট্রেলীয় ধনকুবের রাইডার ব্লান্টের সঙ্গে থেকে নিজেকে আলাদা করে রেখেছেন। রাইডার লোকটা তার ব্যবসা-পদ্ধতির জন্য বেশ কুখ্যাত। জাহাজ চলতে শুরু করার পর তার নেমে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে এখানেই থেকে গেল। এই উদ্ধারকার্যের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রচারণা চালানোর সুযোগ পাচ্ছে সে।

আর লিন্ডহোম এ ব্যাপারে সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

"ডঃ কামিংস, কাজকর্ম ফেলে রেখে অলস সময় কাটাতে দেখে খুশি হলাম," বিরক্তিকর গলায় বললেন ডক্টর।

রাগে গা জ্বলে গেল লিসার। জেসিও পেছন থেকে বিরক্তিসূচক শব্দ করল।

লিন্ডহোম জেসির দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন ওর উপস্থিতি এতক্ষণ লক্ষ্যই করেননি। পরের মুহূর্তেই আবার লিসার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন।

"এই রোগ সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করার কাজে তোমাদের নিয়োগ দেয়ার জন্য আমাকে বলা হয়েছিল। ডঃ কক্কালিস তো মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে। তাই ভাবলাম, ব্যাপারেটা আবার তোমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেই।"

লিন্ডহোম একটা মোটাসোটা মেডিকেল ফাইল খুলে ধরলেন। ক্রিসমাস আইল্যান্ডের একমাত্র ছোট্ট হাসপাতালের লোগোটা দেখে চিনতে পারল লিসা। তারা শুধুমাত্র অন-কল ডাক্তার আর একজোড়া পূর্ণকালীন নার্সের তত্ত্বাবধায়নে সেবা দিয়ে থাকে। আকাশপথে জরুরি রোগীদের দ্রুত পার্থে পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল এতদিন। কিন্তু পুরো দ্বীপজুড়ে দাবানলের মতো বিপর্যয় ছড়িয়ে যাবার পর, তা আর কোনওভাবেই সম্ভব ছিল না। ক্রুজশিপ-টা আসার পর, সবার আগে হাসপাতালের রোগীদেরই নিয়ে আসা হয়েছে এখানে।

ফাইলটা মেলে ধরে জন ডো হিসেবে তালিকাভুক্ত এক রোগীর নাম দেখতে পেল লিসা। সেখানে থাকা যৎসামান্য তথ্যের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল সে। ষাটোর্দ্ধ এই বৃদ্ধকে সপ্তাহ পাঁচেক আগে নগ্ন অবস্থায় জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। লোকটা ডিমেনশিয়ায় ভুগছিল। কথা বলতে পারত না। ধীরে ধীরে শিশুসুলভ অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল–নিজের যত্ন নিতে পারতো না, মুখে তুলে খাইয়ে দিতে হতো। আঙুলের ছাপ আর নিখোঁজ ব্যক্তিদের রেকর্ডের সাথে মিলিয়ে তার পরিচয় সনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি তাতে।

"আমি বুঝলাম না.... এখানকার পরিস্থিতির সাথে জন ডো'র কী সম্পর্ক?" লিসা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

লম্বা শ্বাস ছেড়ে ওর পেছনে এসে দাড়ালেন লিন্ডহোম। কাগজের ওপর টোকা দিয়ে বললেন, "নিচের দিকে দেখ। রোগের উপসর্গ আর শারীরিক তথ্যের তালিকায়।"

"মাঝারি থেকে তীব্র লক্ষণ।" বিড়বিড় করে পড়ে গেল লিসা। শেষ লাইনে লেখা ছিল–পায়ের গোড়ায় ডিপ ডার্মাল সেকেন্ড ডিগ্রি সানবার্ন, ইডেমা আর ফোস্কা পড়া ঘা।

সারা সকাল ধরে এরকম উপসর্গের চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছিল লিসা। "রোদে পোড়া ঘা তো এরকম হওয়ার কথা না।" দাবি করল সে।

"দ্বীপের চিকিৎসকবৃন্দ কিন্তু এক লাফে এই উপসংহারেই পৌছেছেন।" বিরক্তি সহকারে বললেন লিন্ডহোম।

লিসা অবশ্য কোনও ডাক্তার অথবা নার্সকে দোষারোপ করতে পারছিল না। এ ধরনের পরিবেশ বিপর্যয় সম্পর্কে কারো অবগত থাকার কথা নয়। আবারও তারিখটা দেখে নিল সে।

পাঁচ সপ্তাহ আগে।

"একদম প্রথম রোগীটাকে খুঁজে পেয়েছি বলে আমার ধারণা," লিন্ডহোম বললেন। "অথবা একেবারে শুরুর দিকের একজন।"

লিসা ফাইলটা বন্ধ করে রাখল। "লোকটাকে দেখা যাবে?"

লিন্ডহোম মাথা নাড়লেন। "আমার এখানে নেমে আসার দ্বিতীয় কারণ আসলে এটাই," তার কণ্ঠে মিশে থাকা দায়সারা ভাবে লিসা বেশ বিরক্ত হলো। কোনও ব্যাখ্যা না দিয়েই লিন্ডহোম উল্টো ঘুরে হাঁটা দিলেন। "আমাকে অনুসরণ কর।"

খাবার ঘর পেরিয়ে জাহাজের একটা এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। তৃতীয় তলায় ওঠার জন্য বোতাম চেপে ধরলেন।

"আইসোলেশন ওয়ার্ড?" লিসা জিজ্ঞাসা করল।

শ্রাগ করলেন ডাব্লিউএইচও. লিডার।

দরজা খুলে গেল কিছুক্ষণ পর। একটি অস্থায়ী ক্লিন রুমে এসে নামল তারা। লিসাকে বায়োস্যুট পরে নিতে বললেন লিন্ডহোম। এরকম একটা স্যুট পরেই মঙ্ক নমুনা সংগ্রহের কাজে গিয়েছে।

স্যুটে মাথা গলানোর সময় ঘামের মৃদু দুর্গন্ধ পেল লিসা। প্রস্তুতি সম্পন্ন হবার পর, লিডারকে অনুসরণ করে একটা কেবিনের দিকে নেমে যেতে লাগল। কেবিনের দরজা খোলাই ছিল। প্রবেশমুখে একঝাঁক চিকিৎসকের ভিড় জমে আছে।

দরজার সামনে থেকে সবাইকে সরে যেতে বললেন লিন্ডহোম। তাড়াহুড়ো করে পথ ছেড়ে দিল তারা। লিডারের পেছন পেছন জানালাবিহীন ছোট ঘরটায় প্রবেশ করল লিসা। ঘরের একমাত্র বিছানাটা পেছনের দেয়ালের সাথে লাগানো।

পাতলা কম্বলে ঢাকা একটা লোক বিছানায় শুয়ে আছে। মৃত লাশের মতো দেখাচ্ছে তাকে। তবে কম্বলের মৃদু উত্থান-পতন আর দুর্বল নিঃশ্বাসের শব্দে লিসা জীবনের স্পন্দন খুঁজে পেল।

রোগীর মুখের দিকে তাকাল লিসা। কে যেন তাড়াহুড়া করে দাঁড়ি কেটে দিয়েছে। পাতলা হয়ে আসা এলোমেলো ধূসর চুলের কারণে তাকে কেমোথেরাপি দেয়া ক্যান্সার রোগীর মতো দেখাচ্ছিল। লিসাকে দেখে চোখ মেলে তাকাল সে।

এক মূহূর্তের জন্য লিসার কাছে মনে হল, বৃদ্ধের চোখে চাঞ্চল্য ফুটে উঠেছে। লোকটা যেন ওকে চিনতে পেরেছে। এমনকি দুর্বলভাবে ওর দিকে হাত তোলার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ তাদের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন লিন্ডহোম। রোগীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, পায়ের কাছ থেকে কম্বলটা গুটিয়ে নিলেন তিনি। লিসা ভেবেছিল হয়তো সেকেন্ড ডিগ্রী বার্নের ফলে সৃষ্ট মরা চামড়া দেখতে পাবে-যেমনটা আজ সারা সকাল দেখে এসেছে। কিন্তু তার পরিবর্তে অদ্ভুত লালচে বেগুনি কালশিটে পড়া ত্বক দেখতে পেল। একদম কুচকি থেকে শুরু করে পায়ের আঙুল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। জায়গায় জায়গায় কালচে ফুসকুড়িতে ফুলে উঠেছে।

"রিপোর্ট পড়া থাকলে জানার কথা," লিন্ডহোম বলতে শুরু করলেন। "এই নতুন উপসর্গগুলো মাত্র চারদিন আগে দেখা দিয়েছে। হাসপাতাল কর্মীরা প্রথমে ট্রপিকাল গ্যাংগ্রিন হিসেবে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু আসলে...."

"নেক্রোটাইজিং ফাসাইটিস," শেষ করল লিসা।

লিন্ডহোম কম্বল নামিয়ে দিলেন। "ঠিক বলেছ। আমরাও তাই ভেবেছি।"

নেক্রোটাইজিং ফাসাইটিস, মাংসখেকো রোগ হিসেবে বহুল পরিচিত। ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট এই রোগটি সাধারণত বিটা-হিমোলাইটিক স্ট্রেপটোকক্কাই দ্বারা হয়ে থাকে।

"শেষ পর্যন্ত কী বুঝলেন?" লিসা জিজ্ঞেস করল। "ঘায়ের ওপর নতুন করে সংক্রমণ হচ্ছে নাকি?"

"একজন ব্যাক্টেরিওলজিস্টকে নিয়ে এসেছিলাম আমি। গতরাতে গ্রাম্ স্টেইনিং করার পর প্রচুর পরিমাণে প্রপিওনিব্যাকটেরিয়ামের বিস্তার দেখা গিয়েছে।

লিসা ভ্রূ কুঁচকালো। "কীভাবে সম্ভব? এরকম নিরীহ এপিডার্মাল ব্যাকটেরিয়ার তো কোনও রোগ সৃষ্টি করার কথা না। সংক্রমণের কারণেও তো পাওয়া যেতে পারে! আপনি কি নিশ্চিত?"

"ফুসকুড়িগুলোর ভেতর যে সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া পেয়েছি, তা থেকে আর সাধারণ সংক্রমণ বলা যায় না। শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে টিস্যু স্যাম্পল নিয়ে কয়েকবার করে স্টেইন করা হয়েছে। ফলাফল সেই একই। দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে দেখা গেল, আশেপাশের অনেক টিস্যুতে পচন ধরেছে। কখনো কখনো শরীরের নির্দিষ্ট কোনও অংশে এধরনের ক্ষয় দেখা যায়। দেখে মনে হতে পারে নেক্রোটাইজিং ফাসাইটিস।

"কিসের দ্বারা হয়?"

"স্টোনফিশের হুল থেকে হতে পারে। এমনিতে মাছটাকে পাথরের মতো দেখা যায়। কিন্তু এর পিঠের কাঁটায় ভয়াবহ বিষগ্রন্থি থাকে। পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক বিষগুলোর মধ্যে একটা। টিস্যু স্যাম্পল পরীক্ষা করার জন্য আমি ডঃ বার্নহার্ট কে ডেকে এনেছি।"

"টক্সিকোলজিস্ট ভদ্রলোক?"

মাথা নাড়লেন লিন্ডহোম।

ডঃ বার্নহার্ট আকাশপথে অ্যামস্টার্ডাম থেকে এখানে এসেছেন। এনভাইরোনমেন্টাল পয়জন এ্যান্ড টক্সিকোলজি বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ তিনি। সিগমার পৃষ্ঠপোষকতায়, পেইন্টার ব্যক্তিগতভাবে ওনাকে দলে নিতে অনুরোধ করেছিলেন।

"ঘণ্টাখানেক আগে ফলাফল জানা গিয়েছে। রোগীর শরীরে সক্রিয় বিষ পেয়েছেন বার্নহার্ট।" লিন্ডহোম বললেন।

"আমি বুঝলাম না। বিকারগ্রস্ত একটা লোককে জঙ্গলের ভেতর স্টোনফিশ কামড়েছে?" লিসা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

পেছন থেকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ওর প্রশ্নের উত্তর শোনা গেল, "না।"

ঘুরে তাকাল লিসা। লম্বা চওড়া একজন লোক দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তার ভালুকের মতো শরীরের সাপেক্ষে পরিধেয় কন্টামিনেশন স্যুটটাকে বেশ ছোট বলা চলে। শ্মশ্রুমন্ডিত ধূসর মুখটা আকৃতির সাথে মানিয়ে গেলেও, তার জ্ঞানের পরিধির সাথে একেবারেই খাপ খায় না।

ডঃ হেনরিক বার্নহার্ট ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, "আমার ধারণা লোকটাকে কখনোই কোনও স্টোনফিশ কামড়ায়নি। অথচ ওই বিষেই ভুগছে সে।"

"তা কীভাবে সম্ভব?" লিসা আরও অবাক হলো।

ওর প্রশ্নকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ডব্লিউএইচও লিডারের উদ্দেশে বলে গেলেন বার্নহার্ট, "আমি এটাই সন্দেহ করেছিলাম, ডঃ লিন্ডহোম। ডঃ মিলারের প্রপিওনিব্যাকটেরিয়াম কালচার নিয়ে সেগুলো পরীক্ষা করিয়েছি আমি। এখন আর কোনও সন্দেহ নেই।

আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেল লিন্ডহোমের মুখ।

"কিসের কথা বলছেন?" লিসা জিজ্ঞাসা করল।

ডঃ বার্নহার্ট সামনে এগিয়ে এলেন। জন ডো'র গায়ের কম্বলটা ঠিক করে দিতে দিতে বললেন, "ব্যাকটেরিয়া। প্রপিওনিব্যাকটেরিয়াম.. স্টোনফিশের বিষের সমতুল্য

কিছু একটা উৎপাদন করছে। এত বেশি পরিমাণে, যা মানুষের টিস্যুকে গলিয়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট।"

"অসম্ভব।"

"আমিও তাই বলেছিলাম।" কর্কশ কণ্ঠে বললেন লিন্ডহোম।

তার কথাকে উপেক্ষা করে গেল লিসা। "কিন্তু প্রপিওনিব্যাকটেরিয়াম তো কোনও বিষ উৎপন্ন কওে না।"

"কীভাবে অথবা কেন–এর উত্তর আমার কাছে নেই," বার্নহার্ট বললেন। "নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর জন্য, অন্তত একটা স্ক্যানিং মাইক্রোস্কোপ দরকার। তবে একটা জিনিস আমি নিশ্চিতভাবে বলে দিতে পারি ডঃ কামিংস, এই ব্যাকটেরিয়া আর আগের মতো নিরীহগোছের নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে বিপদজনক জীবাণুর একটাতে রূপান্তরিত হয়েছে এখন।"

"রূপান্তরিত বলতে কী বোঝাচ্ছেন?" লিসা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

"আমার ধারণা এই জীবাণু রোগীর সাধারণ ব্যাকটেরিয়াল ফ্লোরার অংশ। লোকটা এমন কোনও কিছুর সংস্পর্শে এসেছিল, যা এই ব্যাকটেরিয়ার জৈবরসায়ন পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। প্রাথমিক জেনেটিক গঠনকে পাল্টে দিয়ে বিষাক্ত মাংসখাদকে পরিণত করে ফেলেছে।"

লিসা একথা মানতে নারাজ। আরও প্রমাণ ছাড়া কোনওভাবেই বিশ্বাস করতে রাজি নয় সে।

"আমার সহকর্মী ডঃ কক্কালিস এখানে একটা সাময়িক ফরেন্সিক ল্যাব স্থাপন করেছেন। আপনি যদি পারেন..."

গ্লাভস পরা হাতের পেছনে কিসের যেন আলতো ছোঁয়া অনুভব করল লিসা। চমকের চোটে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই। পেছনে শুয়ে থাকা বুড়োকে আবারও ওর দিকে হাত বাড়াতে দেখে নিজেকে সামলে নিল। উন্মত্ত দৃষ্টিতে ওর চোখে চোখ রাখল লোকটা। খসখসে ফাটা ঠোঁটগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। বুক থেকে বেরিয়ে আসছে শুকনো দীর্ঘশ্বাস।

"সু.....সুজান....."

রোগীর আঙুলগুলোকে আঁকড়ে ধরল লিসা। এখনও বিভ্রান্তিতে ভুগছে জন ডো, অন্য কারো সাথে ওকে মিলিয়ে ফেলছে। হাত চেপে ধরে সান্ত্বনা কিছুটা দেয়ার চেষ্টা করল ও।

"সুজান....অন্ধকার কোথায়? জঙ্গলের ভেতর থেকে ওর ঘেউঘেউ শুনতে পাচ্ছি...," লোকটার চোখগুলো প্রায় কপালের ওপর উল্টে এলো। "ওকে সাহায্য কর...কিন্তু খবরদার...ভুলেও যেন পানিতে নেমো না...।" হাতটা শিথিল হয়ে লিসার মুঠের ভেতর থেকে পিছলে গেল। চোখের পাতা বন্ধ হয়ে অবসান ঘটাল ক্ষণিকের বিভ্রান্তির।

একজন নার্স এগিয়ে এসে লোকটার নাড়ি পরীক্ষা করতে শুরু করল। আবারও জ্ঞান হারিয়েছে জন ডো। লিসা ওর হাতটাকে কম্বলের নিচে ঢুকিয়ে দিল।

লিন্ডহোম সামনে এগোলেন। "ডঃ কক্কালিসের ফরেনসিক ল্যাবে আমাদের কাজকর্ম শুরু করা প্রয়োজন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ডঃ বার্নহার্টের ভয়াবহ অনুমানকে নিশ্চিত অথবা খারিজ করতে হলে এর কোনও বিকল্প নেই।"

"মঙ্কের ফিরে আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত," লিসা বলল। "বিশেষ গঠনের এমন কিছু যন্ত্রপাতি আছে, যা চালাতে গেলে ওর দক্ষ হাত প্রয়োজন।"

"ঠিক আছে।" লিন্ডহোম কিছুটা মুখ বিকৃত করলেন। "ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তোমার সহকর্মীর এখানে ফিরে আসার কথা। ডঃ বার্নহার্ট, আপনি বরং ততোক্ষণে প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করে ফেলুন।"

আদেশের সাথে তাল মিলিয়ে মাথা নাড়লেন ডাচ টক্সিকোলজিস্ট। যদিও লিন্ডহোম বেরিয়ে যাবার সময় বার্নহার্টের চোখে লিসা তাচ্ছিল্যের ছাপ দেখতে পেল। লিডারের পেছন পেছন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ও।

ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন বার্নহার্ট। "ডঃ কক্কালিস ফিরে আসার পর আমাকে জানিও, কেমন?"

"অবশ্যই।" এখানকার ভয়াবহ বাস্তব উপলব্ধি করে অন্য সবার মতোই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল লিসা। আশা করছিল, মঙ্ক ফিরতে দেরি করবে না।

বেরিয়ে আসার পর, রোগীর শেষ কথাগুলো ওর মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল। খবরদার...ভুলেও যেন পানিতে নেমো না।"

সকাল ১১:৫৩

"সাঁতরে এগোতে হবে আমাদের," মঙ্ক বলল।

"পা... পাগল হয়ে গেছো?" বড়সড় একটা পাথরখন্ডের পেছনে লুকানোর পর জিজ্ঞাসা করল গ্রাফ।

জলদস্যুদের স্পিডবোট কিছুক্ষণ আগে একটা নিমজ্জিত প্রবালপ্রাচীরের ধার ঘেষে থেমেছে। গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে না এখন। তবে তার বদলে ইঞ্জিনের বিকট শব্দ ভেসে আসছে।

কী হচ্ছে দেখার জন্য মঙ্ক সামান্য মাথা উঁচু করল। আরেকটু হলেই স্নাইপাররের বুলেটের আঘাতে ওর একটা কান উড়ে যেত। আটকা পড়েছে ওরা। শত্রুর মুখের সামনে না পড়ে পালানোর কোনও উপায় নেই।

বায়োস্যুটের হাঁটুর কাছে থাকা একটা জিপার টেনে নামাল মঙ্ক। ভেতরের ফাঁকা জায়গায় হাত ঢুকিয়ে গোড়ালির কাছ থেকে ৯মি.মি. গ্লক পিস্তলটা বের করে আনলো একটানে।

পিস্তল দেখে গ্রাফ চোখ বড় বড় করে তাকাল। "কী মনে হয়? সবগুলোকে শেষ করে দিতে পারবে না? গুলি করে গ্যাস ট্যাঙ্কটা ফাটিয়ে দেবে তো, নাকি?"

মাথা নাড়তে নাড়তে জিপার লাগালো মঙ্ক। "ইদানীং খুব বেশি সিনেমা দেখছো বোধহয়! এই ছোট্ট পিস্তলের গুলিতে হয়তো একবার মাথা নিচু করবে ওরা। আর ততোক্ষণে আমরা বড়জোর ওই জায়গাটায় যেতে পারব।"

পানির ওপর ছড়িয়ে থাকা নুড়িপাথরের সারির দিকে ইঙ্গিত করল সে। যদি ওদিকটায় পৌছে পাথরগুলোকে নিজেদের আর নৌকার মাঝামাঝি অবস্থানে রাখতে পারে, তাহলে পরবর্তী ধাপ বুঝে ফেলার কথা। তারপর জলদস্যুরা নৌকা খালি করে দেয়ার আগেই যদি ওরা সৈকতে পৌছাতে পারে...যদি দ্বীপের ভেতর যাবার কোনও রাস্তা থেকে থাকে...

নাহ! এত যদি দিয়ে কাজ হবে না!

তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চয়তা আছে।

এখানে দাড়িয়ে খরগোশের মতো কাঁপতে থাকলে ওদের বাঁচার আশা নেই।

"পানির নিচে লুকিয়ে থাকতে হবে, যতটা সম্ভব," মঙ্ক সতর্ক করে দিল। হুডের ভেতর বাতাস ধরে রাখতে পারলে হয়তো দুই-একবার শ্বাসও নিতে পারব।"

কিছুটা সান্ত্বনা পেল গ্রাফ। এই উপসাগর এখনও বিষাক্ত। এমনকি বন্দুকধারী লোকগুলোও নৌকা থেকে নামতে সাহস পাচ্ছে না। দাঁড় বেয়ে পাথরের ফাঁক দিয়ে নৌকা টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। ভার কমানোর জন্য কেউ নেমে আসতে রাজি হচ্ছে না।

জলদস্যুরাই যদি পানিতে নামতে ভয় পায়....

হঠাৎ নিজের পরিকল্পনা নিয়ে সন্দেহ হলো মঙ্কের। তাছাড়া পানিতে ডুবে থাকতে একদমই পছন্দ করে না সে।

ওর মুখের অভিব্যক্তি দেখে গ্রাফ জিজ্ঞাসা করে বসলো, "কী হয়েছে? তোমার পরিকল্পনা যে কোনও কাজে আসবে না, সেটা বুঝে ফেলেছ?"

"আমাকে ভাবতে দাও!"

পেছনে তাকাতেই বেড়ার নিচের বুদ্ধমূর্তিটার দিকে চোখ পড়ল মঙ্কের। পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া ধুপকাঠিগুলো যেন চারপাশ থেকে ঘিরে রেখে সুরক্ষিত করে রেখেছে। ঘুরে না তাকিয়েই গ্রাফের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দিল সে, "প্রার্থনাকারীরা এখানে কীভাবে এসেছিল? উপকূলরেখা বরাবর কয়েক মাইল জুড়ে কোনও গ্রাম নেই। পাহাড়ের প্রাচীরে সুরক্ষিত এই দ্বীপ। আর তাছাড়া ওই খাড়া পর্বত বেয়ে ওঠাও সম্ভব নয়।"

গ্রাফ মাথা নাড়ল। "তাতে কী-ই বা আসে যায়?"

"দুই-একদিনের মাঝে কেউ একজন ধুপকাঠি জ্বালিয়েছে। সৈকতের দিকে তাকাও। আমাদের পায়ের ছাপ বাদে আর কিছু নেই। তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে কেউ হাঁটুগেড়ে বসে কাঠি জ্বালিয়েছে। অথচ সৈকতের ধারে অথবা পানি থেকে বেরিয়ে আসা কোনও পায়ের ছাপ নেই! তার মানে, উপর থেকে নেমে আসতে হয়েছে ওদের। কোনও না কোনও পথ তো আছেই।" এক নিঃশ্বাসে বলে গেল মঙ্ক।

স্পিডবোটের ইঞ্জিন গর্জে ওঠার শব্দে ঢোক গিলল গ্রাফ। জলদস্যুরা কাজ গুছিয়ে ফেলছে। ও মঙ্কের দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা... বুদ্ধমূর্তির পেটে ঘষা দিলে নাকি তা সৌভাগ্য বয়ে আনে?"

মাথা নাড়ল মঙ্ক। "কোথায় যেন পড়েছিলাম এ সম্পর্কে। আশা করি বুদ্ধ ব্যাপারটা জানেন।"

পিস্তল উঁচিয়ে ধরে মঙ্ক কিছুটা সরে এল। "আমার গোনা শেষ হওয়া মাত্র ঝেড়ে দৌড় লাগাবে। নৌকার দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তোমার পেছনেই ছুটব আমি। তোমার মনোযোগ থাকবে ওই বুদ্ধমূর্তির দিকে। কোনও একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে।"

পায়ের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নেয়ার জন্য কয়েকবার ঝাঁকিয়ে নিল ও। তারপর গুনতে শুরু করে দিল-"তিন...দুই...এক...!"

খরগোশের মতো দৌড়াতে শুরু করল গ্রাফ। ওর পায়ের গোড়ালি ঘেঁষে একটা বুলেট ছুটে বেরিয়ে গেল।

মঙ্কের খুব রাগ হলো। বিড়বিড় করে বলেই ফেলল, "যাও বলার জন্য তো অপেক্ষা করবে!" নৌকার দিকে তাক করে ট্রিগার চেপে ধরল সাথে সাথেই।

এদিক থেকে গুলি হতে দেখে স্নাইপাররা এক মূহূর্তের জন্য নিজেদের গুটিয়ে নিল। হাত উঁচিয়ে একজনকে পানিতে পড়ে যেতে দেখল মঙ্ক। উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হয়েছে। অবশ্য তারপরেই একরাশ গুলি ছিটকে এলো ওর দিকে। পাল্টা আক্রমণে রাগের ছাপ একদম স্পষ্ট।

বালিতে হোঁচট খেতে খেতে বুদ্ধমূর্তির কাছে পৌঁছে গেল গ্রাফ। ভারসাম্য ঠিক করে নিয়ে বেড়ার পেছনে পা মেলে বসে পড়ল।

মঙ্ক আরও সরাসরি পথে এগোতে গিয়ে একটা বালুময় কাঁটাঝোপের সাথে ধাক্কা খেল। অবশ্য তারপরেই গ্রাফের কাছে পৌঁছে গেল সে।

"যাক বাবা! এখানে আসতে পেরেছি!" বিস্ময় ঝরে পড়ল গ্রাফের কণ্ঠে।

"আর ওদের মাথায়ও আগুন ধরিয়ে দিয়েছি।"

বিষাক্ত পানিতে পড়ে যাওয়া লোকটার কথা মনে পড়ল গ্রাফের।

সম্ভবত রাইফেলের শক্তিশালী বিস্ফোরণে বেড়ার কিছুটা অংশ ছিঁড়ে গিয়েছে। পর্বতের একপাশে ঝালর দেয়া আঙুরলতা বিদীর্ণ হয়ে পড়েছে। পাথরনির্মিত বুদ্ধের পেছনে একসাথে আশ্রয় নিয়েছে মঙ্ক আর গ্রাফ।

আশ্রয় ছাড়া আর দেবার মতো কিছুই নেই এই বুদ্ধমূর্তির।

কাঠের খুপরির পেছনের পর্বতটাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করল মঙ্ক।

ঋজু এবং আরোহণের অযোগ্য।

কোনও পথ নেই।

"এখানে দৌড়ে এসে বুদ্ধের পেটে ঘষা দেয়া উচিত ছিল হয়তো," তিক্তস্বরে বলল মঙ্ক।

"তোমার পিস্তল কোথায়?" গ্রাফ জিজ্ঞাসা করল।

"এই যে। আরেক রাউন্ড গুলি করা যাবে। তারপর আক্রমণ করতে চাইলে ওদের দিকে পিস্তলটা ওদের দিকে ছুঁড়ে মারব। শুনেছি এতে নাকি ভালই কাজ হয়।" ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে পিস্তল উঁচিয়ে ধরল মঙ্ক।

অবশেষে গর্জন করতে করতে নৌকাটা মুক্ত হলো। উল্টো আরও ক্ষতি হলো তাতে। দ্বীপের ধারে থেমেছে নৌকাটা। মৃতদেহের পাশ দিয়ে সৈকতের পাড়ে ভেসে রয়েছে

একটু এদিক-সেদিক হলেই আরও দুটো মৃতদেহ যুক্ত হবে ওখানে।

বেড়ার ছাউনি ভেদ করে বুদ্ধমূর্তির দিকে আরেক দফা গুলি ছিটকে এলো। ঝরে পড়ল আরও খানিকটা আঙুরলতা। একটা বুলেট মঙ্কের নাকের ঠিক পাশ দিয়ে ছুটে গেল—কিন্তু সে নড়ল না। এক ধার থেকে লতার আচ্ছাদন খসে পড়ায় একটা গুহার মুখ দেখা যাচ্ছে।

হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোল মঙ্ক। লতাপাতার আবরণ হাত দিয়ে সরিয়ে নিল। সূর্যের আলোয় একটা ধাপ দেখা যাচ্ছে। তার ওপর আরেকটা...

"একটা সুড়ঙ্গপথ, গ্রাফ!"

মঙ্ক দেখতে পেল, একপাশে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে আছে ওর সঙ্গী। কাঁধের ওপর চেপে ধরে রেখেছে একটা হাত। আঙুলের ফাঁক থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

হায় হায়....

মঙ্ক দৌড়ে গেল ওর কাছে। "জলদি করো। এখন এটাকে ড্রেসিং করার মতো সময় নেই। হাঁটতে পারবে তো?"

দাঁতে দাঁত চেপে রেখে বলল গ্রাফ, " যতক্ষণ পর্যন্ত না ওরা আমার পায়ে গুলি করছে..."

লতার আচ্ছাদনের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে সুড়ঙ্গের দিকে এগিয়ে গেল ওরা। ভেতরে ঢোকার পর তাপমাত্রা প্রায় দশ ডিগ্রি কমে এসেছে। মঙ্ক শক্ত করে ধরে রেখেছে গ্রাফের কনুই। ব্যথায় কেঁপে উঠছে বেচারা। অন্ধকারের ভেতর নেমে যেতে থাকল ওরা।

পেছন থেকে জলদস্যুদের উল্লাসধ্বনি শোনা যাচ্ছে। শিকারকে ফাঁদে ফেলার খুশিতে উন্মত্ত হয়ে পড়েছে ওরা। মঙ্ক এগিয়ে যেতে থাকল। অন্ধকারে পথ হাতড়ে যেতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।

সুড়ঙ্গটা খুঁজে বের করতে বেশি সময় লাগবে না জলদস্যুদের। কিন্তু তারপর কী করবে ওরা? পেছন পেছন আসবে নাকি সরে যাবে? উত্তর পেতে দেরি হলো না।

নিচ থেকে আলো জ্বলে উঠল...হিংস্র উন্মত্ত চিৎকার ভেসে আসছে সেখান থেকে।

মঙ্ক সচকিত হয়ে উঠল।

ওদের গলায় রাগের সুর ঝরে পড়ছে।

দস্যুদের বেশিই ক্ষেপিয়ে দিয়েছে ও!

ধীরে ধীরে অন্ধকারে চোখ সয়ে এলো। দেয়ালগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। কিছুটা শান্ত হলো ওরা। গ্রাফ বিড়বিড় করে কী যেন বলে যাচ্ছে–হয়তো প্রার্থনা, অথবা অভিশাপ।

অবশেষে সিঁড়ির ওপরের প্রান্ত খুঁজে পাওয়া গেল। সুড়ঙ্গ থেকে দ্রুতবেগে বেরিয়ে এলো ওরা দুজন। পর্বতের ওপর, এপারে ঘন জঙ্গল। হঠাৎ উপলব্ধি করল মঙ্ক, বিষাক্ত মৃত্যুপুরী শুধু সমুদ্রসৈকতেই সীমাবদ্ধ নয়। জঙ্গলের মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য মৃত পাখি। পায়ের কাছে একটা বাদুড়ের মৃতদেহ দেখতে পেল সে।

তবে জঙ্গলের সব অধিবাসী কিন্তু মৃত নয়।

সামনে তাকাল মঙ্ক। জঙ্গলের মাটিতে যেন লালরঙা ঢেউ উথলে পড়ছে। লাখো কাঁকড়ার ভিড়ে ছেয়ে গেছে চারপাশ। ক্রিসমাস আইল্যান্ডের হারিয়ে যাওয়া কাঁকড়ার দল এখানেই আশ্রয় নিয়েছে তাহলে!

আগের গবেষণার কথা মনে পড়ে গেল ওর। সারাবছর জুড়ে এই কাঁকড়াগুলো নিরীহ অবস্থায় থাকে। কিন্তু বার্ষিক স্থানান্তরের সময় এসে ওরা আলোড়িত হয়ে ওঠে। এমনকি ক্ষুরধার থাবার আঘাতে চলন্ত গাড়ির টায়ার ফুটো করে দেয়ারও নজির আছে।

মঙ্ক এক পা পিছিয়ে গেল। কাঁকড়াগুলো যেন উন্মাদ হয়ে পড়েছে। একে অপরের দেহের ওপর চড়ে বসছে উত্তেজিত অবস্থায়।

এখন বোঝা গেল, কেন ওদেরকে সৈকতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এত খাবার রেখে নিচে যাওয়ার কি দরকার?

কাঁকড়াগুলো শুধু মরা পাখি আর বাদুড় খেয়েই সন্তুষ্ট নয়-সহজাত ভাইবোনদেরও ছাড়েনি ওরা। চারদিকে কেমন একটা রাক্ষুসে ভাব! মানুষের উপস্থিতিতে যেন ওরা থাবা তুলে সতর্কবার্তার আদান প্রদান করে নিল।

পেছন থেকে একঝাঁক উত্তেজিত কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ভেসে এলো তখনই।

জলদস্যুরা সুড়ঙ্গের অপর প্রান্ত খুঁজে পেয়েছে।

সামনের দিকে পা বাড়াল গ্রাফ। ফার্ন পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটা বড়সড় কাঁকড়া ওর পায়ের ওপর দৌড়ে পালাল।

আবার পিছিয়ে গেল ডক্টর। আগের মতোই বিড়বিড় করে কী যেন বলতে লাগল। তবে মঙ্ক এবার বুঝতে পারল কথাটা। একমত না হয়ে উপায় নেই..

“বুদ্ধমূর্তির পেটে সত্যি সত্যিই ঘষা দেয়া উচিত ছিল আমাদের।”

০৩
অ্যামবুশ
৪ জুলাই, রাত ১২:২৫
টাকোমা পার্ক, মেরিল্যান্ড

"কী হচ্ছে এখানে?"

"জানি না বাবা," গ্রে গ্যারেজের দরজা বন্ধ করতে ইশারা করল। "আমি বোঝার চেষ্টা করছি।"

পড়ে থাকা মোটরসাইকেলটা দু'জনে মিলে টেনে গ্যারেজে ঢোকালো। গ্রে ওটাকে খোলা জায়গায় ফেলে রাখতে চাইছিল না। সত্যি বলতে, শেইচানের কোনও চিহ্নই ফেলে রাখতে চাচ্ছিল না সে। এখন পর্যন্ত আক্রমণকারীদের কাউকে আশেপাশে দেখা যায়নি। কিন্তু তার মানে তো আর এই না যে, হুট করে কেউ বেরিয়ে আসবে না!

গ্রে দ্রুত ওর মায়ের কাছে ফিরে গেল। মিসেস হ্যারিয়েট একজন বায়োলজি প্রফেসর হিসবে দীর্ঘদিন জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে দায়িত্ব পালন করেছেন। শেইচানের ক্ষতস্থানের যত্ন কীভাবে নিতে হবে, সেটা ভালোভাবে জানা আছে তার। কোনও ভাবেই আর রক্তপাত হতে দেয়া যাবে না।

চেতনা আর অচৈতন্যের সন্ধিস্থলে অবস্থান করছে শেইচান।

"দেখে মনে হচ্ছে শরীর থেকে বুলেটটা বেরিয়ে গেছে," গ্রে'র মা বলে উঠলেন। "কিন্তু প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স ডেকেছ তো, নাকি?"

কিছুক্ষণ আগে একটা এমার্জেন্সি কল অবশ্য করেছে গ্রে-তবে ৯১১ নম্বরে নয়। শেইচানকে কোনও স্থানীয় হাসপাতালে নেয়া যাবে না এখন। গুলির চিহ্ন দেখা মাত্র একের পর এক জেরা শুরু করবে কর্তৃপক্ষ। তবে, ওকে এখান থেকে সরাতে হবে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

"গ্রে, অ্যাম্বুলেন্স আসছে তো?" এবার আরও শক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন মা।

চুপচাপ মাথা নাড়ল ও, মায়ের সাথে মিথ্যা বলতে ইচ্ছা করছে না। বাবার দিকে ঘুরে তাকাল এরপর। কখন যেন ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। জিন্সের পোশাকে হাত মুছছেন। ডি.সি. রিসার্চ কোম্পানিতে সাদামাটা একজন ল্যাব টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করে গ্রে-এটাই জানে ওর বাবা-মা। একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের গায়ে হাত তোলার কারণে ওকে আর্মি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে।

এ ঘটনাটাও কিন্তু সত্যি নয়।

সবই পরিকল্পনার অংশ, ছদ্মবেশ।

ও যে সিগমার ফোর্সের একজন সদস্য, সে সম্পর্কে কিছুই জানেন না বাবা-মা। গ্রে-ও সেটাই চায়। আর সেজন্যেই, যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

"আমি কি তোমার টি-বার্ড গাড়িটা নিতে পারি,বাবা? স্বাধীনতা দিবসের চাপে ইমার্জেন্সি সার্ভিস আজকে বেশ ব্যস্ত। মেয়েটাকে আরও দ্রুত হাসপাতালে নিতে পারব আমি।"

মিঃ পিয়ার্সের চোখগুলো সন্দেহে কুঁচকে গেল। তবে তিনি রান্নাঘরের পেছনের দরজার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন, "হুকে চাবি ঝুলানো আছে।"

বারান্দার সিঁড়িগুলো একদৌড়ে পার হলো গ্রে। দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার পর হুক থেকে চাবির গোছা নামিয়ে নিল। ১৯৬০ সালের একটা থান্ডারবার্ড কনভার্টিবল আছে ওর বাবার। মিশমিশে কালো রঙের গাড়ি, ভেতরটা লাল চামড়ায় মোড়ানো। নতুন কার্বুরেটর, ফ্লেমথ্রোয়ার কয়েল আর ইলেক্ট্রিক চোক লাগানো–ঘষেমেজে একদম চকচকে বানিয়ে রেখেছেন। আজকের পার্টির জন্য ওটাকে বাইরে বের করা হয়েছে।

গ্রে গাড়ি রাখার জায়গাটায় দৌড়ে গেল। একলাফে চড়ে বসলো চালকের আসনে। এক মুহূর্তের মাঝেই গাড়িটাকে পেছন দিকে চালিয়ে ড্রাইভওয়ের দিকে নিয়ে গেল। ইঞ্জিন চালু রেখেই নেমে পড়ল এরপর। শেইচানের পাশে ওর বাবা-মা হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন। বাবা হাতের ওপর ধরে রেখেছেন মেয়েটাকে।

"আমি দেখছি" গ্রে বলল।

"ওকে এখান থেকে সরানো উচিত হবে না মনে হয়," মা তার মতামত ব্যক্ত করলেন।

কারো দিকেই কর্ণপাত করলেন না বাবা। শেইচানকে দুই হাতের ওপর তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তার এক পায়ের কিছুটা অংশ নেই, মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত বলা যায়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যেন টগবগে ঘোড়ার মতোই শক্তিশালী তিনি।

"দরজা খোল," গ্রে-কে আদেশ করলেন তিনি। পেছনের সিটে শুইয়ে দেই ওকে।"

বিনা তর্কে চুপচাপ আদেশ মেনে নিল গ্রে। শেইচানকে ভেতরে ঢুকাতে সাহায্য করতে লাগল। গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে সামনের সিটটাকে ভাজ করে নিল। গাড়িতে তুলে সতর্কতার সাথে মেয়েটাকে পেছনের সিটে শুইয়ে দিলেন বাবা।

"বাবা...."

চালকের পাশের আসনে বসে পড়লেন মা। "বাড়ির দরজায় তালা দিয়ে এসেছি। এখন রওনা দেই, চলো।"

"আমি...আমি একাই নিয়ে যেতে পারব ওকে," গ্রে'র সদুত্তর। ইশারায় দুইজনকে নেমে যেতে বলল।

গ্রে অবশ্য কোনও হাসপাতালের উদ্দেশে বের হচ্ছিল না। কিছুক্ষণ আগে ইমার্জেন্সি ডিসপ্যাচে ফোন করেছিল ও। সেখান থেকে ডিরেক্টর ক্রো-এর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা গিয়েছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি এখনও আছেন সেখানে!

শেইচানকে একটি নির্দিষ্ট সেফ হাউজে নিয়ে যেতে বলা হয়েছিল গ্রে-কে। সেখানে ওর চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা করবে একটি মেডিকেল ইভ্যাকুয়েশান টিম। পেইন্টার কোনও ফাঁক রাখতে চাচ্ছিলেন না। কোনও ফাঁদও তো হতে পারে এটা। তাই সিগমার সদরদপ্তরে কোনওভাবেই মেয়েটাকে নেয়া যাবে না। ইন্টারপোলসহ গোটা বিশ্বজুড়ে আরও কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকাভুক্ত গুপ্তঘাতক এবং সন্ত্রাসী এই শেইচান। জনশ্রুতি আছে যে, ইসরায়েলের মোসাদ বাহিনী ওকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ আরোপ করেছে।

এ ঘটনায় বাবা-মাকে জড়ানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

বাবার ইস্পাতসদৃশ চাহনির দিকে তাকাল গ্রে। মা তার হাতগুলোকে বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে ভাঁজ করে রেখেছেন। সহজে তাদেরকে এখান থেকে নাড়ানো যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

"তোমাদের আসার দরকার নেই। নিরাপদ হবে না খুব একটা.."

"এখানে থাকাটা বোধহয় খুব নিরাপদ!" গ্যারেজের দিকে হাত তুলে বললেন বাবা। যে গ্যাং এর লোকজন অথবা মাদকবিক্রেতার দল ওকে গুলি করেছে, তাদের কেউ যে এখানে এসে পড়বে না-তা কেউ বলতে পারবে?"

ব্যাখ্যা দেবার মতো সময় ছিলনা গ্রে'র। ডিরেক্টর পেইন্টার ইতোমধ্যে ওর বাবা-মায়ের ওপর নজর রাখবার জন্য একটি নিরাপত্তা প্রদানকারী দল পাঠিয়ে দিয়েছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়ার কথা ওদের।

"আমার গাড়ি...আমার নিয়ম-কানুন," দৃঢ়কণ্ঠে আলোচনার সমাপ্তি টানলেন বাবা। "এখন যাও। ব্যান্ডেজের ভেতর থেকে রক্ত গড়িয়ে চামড়ার সিটকাভারের বারোটা বাজার আগেই ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাও।"

ব্যথায় কাতরাচ্ছিলো শেইচান। বিভ্রান্ত অবস্থায় ব্যান্ডেজে মোড়ানো জায়গাটা হাত উচিয়ে ধরে রেখেছিল। আলতো করে আঙুল ধরে হাতটা নামিয়ে দিলেন বাবা। আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে ধরে রাখলেন।

"চলো যাই," অস্থির হয়ে পড়েছেন তিনি। তার বিরক্তিভাবের আড়ালে প্রচ্ছন্ন কোমলতার আভাস পাওয়া গেল।

"উঠে পড়।" চালকের আসনে বসে বাবাকে বলল গ্রে। যত তাড়াতাড়ি সেফ হাউজে পৌঁছানো যাবে, ততই ভালো। এ ঝামেলা নাহয় পরে সামলানো যাবে।

গাড়ি চালু করার সময় মাকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল। "আমরা বোকা নই। তুমি ভালোভাবেই জানো গ্রে," রহস্যভরা কণ্ঠে কথাটা বলে মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি।

গ্রে বিরক্তি সহকারে ভ্রূ কুঁচকালো। দ্রুত গিয়ার পাল্টে ড্রাইভওয়ে থেকে একটানে রাস্তায় নেমে গেল তারপর।

"সাবধান!" চিৎকার করে উঠলেন বাবা। "একদম নতুন কেলসি ওয়্যার চাকা লাগিয়েছি আমি। একটা দাগও যদি পড়ে.....খবর আছে তোমার!"

বেশ দ্রুত চালাচ্ছিলো গ্রে। নতুন চাকার কথা মাথায় রেখে মাঝেমধ্যে জোরে বাঁক ঘুরছিল। ভালোই লাগছে চলতে। ৩৯০ ভিএইট ইঞ্জিনটা যেন জন্তুর মতো গর্জন করে যাচ্ছে।

গাড়িটাকে হাসপাতালের উল্টোপথে ঘুরিয়ে নেবার সময় রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন মা। কোনও কথা না বলে নিজের সিটে আরও গভীরভাবে গা এলিয়ে দিলেন তিনি। সেফ হাউজে পৌঁছানোর পর গ্রে কোনও না কোনওভাবে বাবা-মাকে সামলে নেবে।

মাঝরাতে শহরের রাস্তায় ছুটতে ছুটতে গ্রে'র কানে আতশবাজির শব্দ বেজে উঠছিল। শেষ হয়ে গেল ছুটির দিনটা! কিন্তু মনে মনে ভয় পাচ্ছিল ও। আসল বাজি পোড়ানো তো এখনও শুরুই হয়নি!

রাত ১২:৫৫
ওয়াশিংটন ডি.সি.

ছুটির দিনে এত কাজ....

ডিরেক্টর ক্রো হল পেরিয়ে নিজের অফিসের দিকে যাচ্ছিলেন। সেন্ট্রাল কমান্ডের নাইট স্টাফের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সাধারণ সতর্কতা জারি করা হয়েছে এ বিষয়ে। স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে ইতোমধ্যে দুইবার ডাক পড়েছে তার। এমন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীকে তো আর প্রতিদিন হাতের মুঠোয় পাওয়া যায় না! তাও আবার যেনতেন সন্ত্রাসী নয়, একেবারে ছায়াচ্ছন্ন সংগঠন দ্য গিল্ড এর সদস্য।

সিগমা'র সাথে হরদম পাল্লা দেয় দ্য গিল্ড। সামরিক, জৈবিক, রাসায়নিক, পারমাণবিকসহ আরও বিভিন্ন খাতের উঠতি প্রযুক্তি চুরির সাথে জড়িত এই সংঘ। বর্তমান বিশ্বের ধারা অনুযায়ী–জ্ঞানই হচ্ছে প্রকৃত ক্ষমতার উৎস। তেল অথবা অস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। গিল্ডের উদ্দেশ্য অবশ্য আলাদা। উদঘাটিত বস্তুগুলোকে নিলামে সর্বোচ্চ দামে বিক্রি করে তারা। মধ্যপ্রাচ্যের আল কায়েদা আর হিজবুল্লাহ থেকে শুরু করে জাপানের অম শিনরিকিও, এমনকি পেরুর দ্য শাইনিং পাথ–এদের ক্রেতা। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বিচ্ছিন্ন অনেকগুলো দলের সাহায্যে কার্যপরিচালনা করে দ্য গিল্ড। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার, গোয়েন্দা সংস্থা, আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থাসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে ওঁত পেতে আছে তাদের গুপ্তচর। এমনকি একসময় ডারপাতে-ও গুপ্তচর খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। সেই বিশ্বাসঘাতকার হুল যেন এখনও পেইন্টারের গায়ে বিঁধে আছে। আর সেই কুখ্যাত গিল্ডেরই একজন সদস্য এখন তাদের হেফাজতে!

পেইন্টার অফিসঘরে প্রবেশ করা মাত্র তার সহযোগী ও সম্পাদক ব্র্যান্ট মিলফোর্ড ডেস্ক থেকে সরে আসলো। হুইলচেয়ারে চলাফেরা করে লোকটা। বসনিয়ার একটি সিকিউরিটি পোস্টে গাড়ি বোমা হামলার ঘটনায় ওর মেরুদণ্ড ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

"স্যার, ডঃ কামিংস এর কাছ থেকে একটা স্যাটেলাইট কল পেয়েছি কিছুক্ষণ আগে।"

বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালেন পেইন্টার। লিসার তো এত তাড়াতাড়ি রিপোর্ট করার কথা না।

আজ রাতে অনেকগুলো কাজের চিন্তা তার মাথার ভেতর জট পাকিয়ে আছে। উদ্বেগের ভারে ছেদ ঘটল চিন্তাভাবনায়।

"অফিসে বসে ফোনটা ধরছি। ধন্যবাদ, ব্র্যান্ট।"

দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন ডিরেক্টর। তার ডেস্কের চারপাশের দেয়ালে ঝুলানো রয়েছে অসংখ্য প্লাজমা মনিটর। সবগুলোর পর্দাই এখন অন্ধকার, তবে রাত বাড়ার সাথে সাথে হাজারো তথ্য ভেসে উঠবে যাবে সেগুলোতে। সবকিছু গিয়ে জমা হবে সেন্ট্রাল কমান্ডে। থাক ওসব, আগে লিসার সাথে কথা বলতে হবে। পেইন্টার ডেকের কাছে গিয়ে ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। আলো জ্বলতে থাকা বোতামটায় হাত রাখলেন তিনি।

ভোরের দিকে রিপোর্ট করার কথা লিসার, ইন্দোনেশীয়ান দ্বীপপুঞ্জে অবশ্য তখন সন্ধ্যারাত। লিসা বিছানায় যাবার ঠিক আগে আগে সারাদিনের বিবরণ শুনতে চেয়েছিলেন পেইন্টার। সময়সূচিটা মানলে ওকে শুভরাত্রি জানানোর সুযোগ পেতেন তিনি।

"লিসা?"

কথার মাঝখানে কেটে কেটে যাচ্ছিলো।

"ও গড, পেইন্টার, তোমার গলা শুনে...খুব ভালো লাগছে। জানি তুমি ব্যস্ত। ব্র্যান্ট কী যেন একটা ঝামেলার কথা বলল... একটু অন্যরকম..."

"চিন্তার কিছু নেই। এত ঝামেলার কিছু না, বরং একটা সুযোগ পাওয়া গিয়েছে ধরে নাও," ডেস্কের এক কোণায় হেলান দিলেন তিনি। "এত আগে ফোন করলে যে?"

"এখানে কোনও একটা সমস্যা হচ্ছে। আমি গবেষণার জন্য প্রচুর টেকনিক্যাল ডাটা পাঠিয়েছি। ওদিকটায় এমন কাউকে চাচ্ছি, যে ডঃ বার্নহার্টের পাওয়া ফলাফলগুলো আবার মিলিয়ে দেখবে।"

"সে ব্যবস্থা করছি আমি। কিন্তু এত তাড়াহুড়া কিসের?" লিসার কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা টের পাচ্ছিলেন পেইন্টার।

"আমাদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক পরিস্থিতি এখানে।"

"জানি। দ্বীপের উপর দিয়ে ভেসে বেড়ানো বিষাক্ত মেঘের কথা শুনেছি আমি।"

"না....হ্যাঁ, ব্যাপারটা খুবই ভয়ঙ্কর-কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। আমরা কিছু অদ্ভুত জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি খুঁজে বের করেছি। আমি ভাবলাম তথ্যগুলো যত দ্রুত সম্ভব সিগমার গবেষকদের জানানো উচিত। ডঃ বার্নহার্ট তার প্রাথমিক পরীক্ষাগুলো সম্পন্ন করতে করছে, ওদিকেও কাজ চলতে থাকুক।"

"মঙ্ক কি ডক্টরকে সাহায্য করছে?"

"ও এখনও নমুনা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত। সবকিছুই দরকার হবে আমাদের।"

"আমি ডঃ জেনিংসকে জানিয়ে দেব। ওর দল নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলব। এখান থেকে সবকিছু তত্ত্বাবধান করবে ওরা।"

"এটাই তো চাই। ধন্যবাদ।"

সমাধান দেয়া সত্ত্বেও চিন্তামুক্ত হতে পারলেন না পেইন্টার। মিশনের শুরু থেকে তিনি পরিচালক হিসেবে নিজের দায়িত্বের সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করেছেন। লিসার সাথে পেশাদারী দূরত্ব বজায় রাখতে চেয়েছেন, কিন্তু কোনওভাবেই পারেননি। গলা খাঁকারি দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কী খবর?"

ক্লান্তিমাখা আনন্দের ছাপ পাওয়া গেল লিসার কণ্ঠে, "ভালোই আছি বলা যায়। কিন্তু এ জীবনে আর কোনওদিন জাহাজে করে সমুদ্র ভ্রমণ করছি না আমি। এবারই শেষ।"

"আমি কিন্তু সাবধান করেছিলাম। উপকার করতে চাইলে তো কেউ পাত্তা দেয় না। *আমি কাজ করতে চাই, পরিবর্তন আনতে চাই*..." হাসতে হাসতে লিসার কণ্ঠ অনুকরণ করলেন পেইন্টার। "বোঝো এখন কী পেয়েছ!"

ডিরেক্টরের কথায় মৃদু হেসে উঠল লিসা। কিন্তু পরক্ষণেই ওর কণ্ঠে কিছুটা গাম্ভীর্য ফুটে উঠল, "পেইন্টার, এটা সম্ভবত একটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল.....এখানে আসাটা... জানি আমি সিগমার অফিসিয়াল সদস্য নই।"

"ভুল ভাবলে তোমাকে এ কাজে জড়াতাম না আমি। সত্যি বলতে, যেকোনো একটা অজুহাত দিয়ে তোমাকে সরিয়ে রাখতাম। ভুলে যেও না আমি সিগমার ডিরেক্টর। এরকম একটা মেডিকেল ক্রাইসিস পর্যবেক্ষণের জন্য যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করাই আমার দায়িত্ব। তোমার মেডিকেল ডিগ্রি, ফিজিওলজিতে ডক্টরেট, এতদিনের ফিল্ড রিসার্চের অভিজ্ঞতা–আমি সঠিক মানুষকেই পাঠিয়েছি, লিসা।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এলো ফোনের ওপাশে। পেইন্টার ভাবলেন কেটে গিয়েছে হয়তো।

"ধন্যবাদ," অবশেষে লিসার গলা শোনা গেল।

"তাই বলছি, আমাকে নিরাশ করো না। আমার সম্মান বজায় রাখতে হবে।"

পরিতৃপ্ত কণ্ঠে লিসা বলে উঠল, "কাউকে সাহস যোগাতে হলে কীভাবে কথা বলতে হয়, সেটা ভালো করে শিখে নেয়া উচিত তোমার।"

"তাহলে একটু অন্যভাবেই বলি–সাবধানে থেকো। নিজের দিকে খেয়াল রেখো আর যত দ্রুত সম্ভব ফিরে এসো এখানে।"

"হুমম..আগের চেয়ে ভালো হচ্ছে।"

"এবার আরেকটু সুন্দর করে বলি। ভীষণ মিস করছি। অনেক ভালবাসি তোমাকে। বুকে জড়িয়ে রাখতে চাই সবসময়।"

সত্যি সত্যি লিসার কথা খুব মনে পড়ছিল তার। ভাবতেই বুকের ভেতরে কেমন যেন ব্যথা অনুভব করেন।

"দেখেছ? সামান্য প্র্যাকটিস করলেই কিন্তু তুমি বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারো।"

"জানি আমি," বললেন পেইন্টার। "কিছুক্ষণ আগে মঙ্ক-কে এই কথাগুলোই বলেছি।"

সশব্দে হেসে উঠল দু'জনেই। পেইন্টারের মন থেকে উদ্বেগের মেঘ কিছুটা হলেও কেটে গেল। লিসা পারবে, ওর ওপর আস্থা রাখা যায়। আর তাছাড়া, নিরাপত্তার জন্য মঙ্ক তো আছেই।

পেইন্টার কোনও সাড়া দেবার আগেই, দরজায় মৃদুভাবে টোকা দিল সহকারী ব্র্যান্ট। হাতের ইশারায় ওকে কথা বলতে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

"বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, ডিরেক্টর। কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত লাইনে আরেকটি ফোন এসেছে। রোম থেকে মনসিনর ভেরোনা ফোন করেছেন। মনে হলো খুব জরুরি দরকারে আপনাকে খুঁজছেন।"

ভ্রূকুটি করলেন পেইন্টার। কানে ধরে থাকা ফোনে বললেন, "লিসা-"

"শুনলাম, তুমি ব্যস্ত। মঙ্কের সাথে কাজটা একটু গুছিয়ে নিয়ে আমরা কনফারেন্স কলে জেনিংসের সাথে এখনাকার পরিস্থিতি আলোচনা করব। এখন তুমি কাজে ফিরে যাও।"

"সাবধানে থেকো।"

"হুমম থাকব। আর হ্যাঁ, আমিও তোমাকে ভালবাসি।"

ফোনের লাইনটা কেটে গেল।

লম্বা একটা শ্বাস নিলেন পেইন্টার। তারপর ঘুরে গিয়ে ব্যক্তিগত ফোনটার দিকে হাত বাড়ালেন। মনসিনর ভেরোনা কেন খুঁজছেন তাকে? কমান্ডার পিয়ার্সের সাথে মনসিনরের ভাতিজীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল একসময়–বিষয়টা জানতেন পেইন্টার। কিন্তু সেটা তো প্রায় বছরখানেক আগেই ফুরিয়ে গিয়েছে।

"মনসিনর ভেরোনা, পেইন্টার ক্রো বলছি।"

"ফোন ধরার জন্য ধন্যবাদ, ডিরেক্টর ক্রো। গত দুই ঘণ্টা যাবত গ্রে'র সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি আমি। কিন্তু ছেলেটা কিছুতেই ফোন ধরছে না।"

"শুনে দুঃখিত হলাম। জরুরি কিছু হলে আমাকে বলতে পারেন। আমি জানিয়ে দেব ওকে।"

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন না পেইন্টার। অতীতে মনসিনর ভেরোনা বহুবার সিগমা'র সাহায্যে এসেছেন। কিন্তু আজকের বিষয়টা ভিন্ন। কাউকে জানানোর প্রয়োজন না হলে এ বিষয়ের অবতারণার কোনও কারণ নেই।

"ভ্যাটিকানে একটি ঘটনা ঘটেছে। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, সিক্রেট আর্কাইভে একটা জিনিস পাওয়া গিয়েছে। ওটা কীভাবে এখানে এলো, তা আমি নিশ্চিতভাবে জানি না। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য আমাকে সতর্কবার্তা জানানো। আমার এবং সম্ভবত কমান্ডার পিয়ার্সের জন্য এই বার্তা।

উঠে দাঁড়ালেন পেইন্টার। চেয়ারের চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরলেন কিছুক্ষণ। "কী ধরনের বার্তা?"

“গত সপ্তাহে কেউ একজন লুকিয়ে ভল্টে ঢুকেছিল। তারপর মেঝেতে ড্রাগন কোর্টের প্রতীক এঁকেছে সে।”

কাকতালীয় ব্যাপারটায় বেশ খানিকটা বিরক্ত হলেন পেইন্টার। বছর দুয়েক আগে গ্রে এবং মনসিনর ভেরোনা একটা বিশেষ কাজে জোট বেঁধেছিলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল ড্রাগন কোর্ট খ্যাত এক নৃশংস সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা। কাজটায় সফল হয়েছিলেন তারা–তবে আরেকজনের সাহায্য নিতে হয়েছিল। শত্রুকে দলে ভেড়াতে হয়েছিল তাদের। দ্য গিল্ডের একজন সক্রিয় সদস্য।

শেইচান...

আর সেই গুপ্তঘাতক কিনা আজ এখানেই !

কাকতালীয় কোনও ব্যাপার সহজেই হজম করে ফেলার মতো লোক নন পেইন্টার। অতীতেও কখনো মেনে নেননি–আর এখন তো প্রশ্নই আসে না।

“কেউ কি এই অনধিকার প্রবেশকারীকে দেখেছে?” জিজ্ঞাসা করলেন ডিরেক্টর।

“যেই হোক না কেন–একাই এসেছিল। ভ্যাটিকানের সব নিরাপত্তাকে লঙ্ঘন করে ঢুকে পড়েছিল। সিকিউরিটি ক্যামেরায় আমরা শুধু একটি ছায়া দেখতে পেয়েছি। আমার পরিচিত একজনই আছে–যে বিনাবাধায় ভেতরের স্যাঙ্কটামে ঢুকে আবার বেরিয়ে যেতে পারে। অতীতে তার সাথে মিলেই আমরা ড্রাগন কোর্টের বিরুদ্ধে লড়েছিলাম।”

মনসিনর ভেরোনা ঠিক যেন পেইন্টারের মতোই সন্দেহপ্রবণ আচরণ করছিলেন।

“আর মেঝেতে আঁকা ড্রাগনের ছবিটা...” বলে চললেন ভিগর। “স্পষ্ট একটা বার্তা ছিল ওটা। হয়তো অপরিশোধিত কোনও এক ঋণের কথা মনে করিয়ে দিতে..”

“আপনার ধারণা–এটা শেইচানের কাজ। সে-ই তো ড্রাগন কোর্টের ঘটনায় আপনাদের সাহায্য করেছিল, তাই না?”

“একদম ঠিক। আমরা যদি ওকে খুঁজে বের করতে পারি, জিজ্ঞাসা করতে পারি....”

পেইন্টার বুঝতে পারলেন, সত্য গোপন করলে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করা যাবে না কোনওভাবেই। বিষয়টার গুরুত্ব সুদূর রোম পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে।

“শেইচান কিন্তু এখানেই আছে,” মনসিনরের কথার মাঝে বাঁধ সাধলেন তিনি। “আমাদের হেফাজতে।”

“কী????”

আজ রাতের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত বলে গেলেন পেইন্টার। কীভাবে সেই গুপ্তঘাতককে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল, তা।

এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন ভিগর। তারপর হড়বড় করে বলতে লাগলেন, “ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে শুধু একটা কারণে হলেও - কেন ভল্টের মেঝেতে এই ছবিটা এঁকে গেল ও।”

"সেটাই করব আমরা। আগে ওর চিকিৎসা হোক। তারপর জেলে ঢুকিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাব।"

"আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। .বড়সড় কিছু একটা ঘটছে। সম্ভবত গিল্ডের ব্যাপ্তির চেয়েও বড় কিছু।

"কী বোঝাতে চাচ্ছেন আপনি?"

"ড্রাগনের ছবিটা আর্কাইভ ভল্টের মেঝেতে খোদাই করা এক প্রাচীন লিপিকে ঘিরে অঙ্কিত হয়েছে। যতদূর মনে হলো, একেবারে ভ্যাটিকানের নির্মানের সময় খোদাইকৃত। সেই গ্যালিলিও'র আমলের কথা আর কি। সম্ভবত পৃথিবীর সবচাইতে প্রাচীন ভাষায় লেখা এই লিপি। এমনকি প্রোটো হিব্রুর চেয়েও পুরনো। হয়তো বা মানবজাতির বিকাশেরও আগে জন্ম ঘটেছিল এই ভাষার।

ভিগরের কণ্ঠে ঝরে পড়া আতঙ্ককে অনুভব করলেন পেইন্টার। "মানবজাতির আগে বলতে কী বোঝাতে চাইছেন?"

ভিগর উত্তর দিলেন সে প্রশ্নের।

জবাবের প্রেক্ষিতে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখালেন না পেইন্টার, যদিও ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। অবিশ্বাসের সাথে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন তিনি। কপালে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। মনসিনরের ধারণা পুরোপুরি অবাস্তব। তবে সত্য হোক আর না হোক–লোকটার দুশ্চিন্তার কারণটা বুঝতে পারছিলেন তিনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেইচানকে জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় নিতে হবে। ওর সাথে খারাপ কিছু ঘটে যাবার আগেই!

সেফহাউজে পাঠানো মেডিকেল টিম সম্পর্কে খোঁজ নিলেন পেইন্টার। ওখানে পাহারাদার হিসেবে কে আছে, সেটা জানা দরকার। সহকারী ব্র্যান্টকে ডেকে ওখানকার নিরাপত্তাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করতে বললেন। তার অফিসের প্লাজমা মনিটরে, সেফ হাউজ থেকে সরাসরি পাঠানো ভিডিও চিত্র দেখতে চান তিনি।

ভিগরের শেষ কথাগুলো বারবার কানে বাজতে লাগল।

পাথরে খোদাই করা লিপিটা আসলে...

আনমনে মাথা নাড়লেন পেইন্টার। অসম্ভব!

ফেরেশতাদের ভাষা ওটা।

রাত ১:০৪

ফক্সহল গ্রামের অন্তর্ভুক্ত গ্রিনউইচ পার্কের কাছাকাছি এসে গতি কমিয়ে দিল গ্রে।

শেষ মাথায় এসে বাম দিকে ঘোরাল গাড়িটাকে। রাস্তার দুই ধারে গাছের সারি।

ধীরগতিতে এগোতে এগোতে সেফ হাউজটা চোখে পড়ে গেল। লাল ইটের দোতলা বাড়ি, মধ্যযুগীয় গড়নের। গ্লোভার আর্চবোল্ড পার্কে অবস্থিত এই বাড়িটা। পার্কের সাথে মিল রেখে কপাটগুলোও গাঢ় সবুজ।

চারিদিকে বনের ভেজা মাটির স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ পাচ্ছিল গ্রে।

বাড়িটার কাছাকাছি এসে দেখা গেল, সামনের বারান্দায় আলো জ্বলছে। ওপরতলার কোণার জানালা দিয়েও জ্বলন্ত বাতি দেখা যাচ্ছে।

সবকিছু ঠিকঠাক আছে তাহলে।

ঘুরে গিয়ে গাড়িটাকে ড্রাইভওয়েের দিকে নিয়ে গেল সে। পেছন থেকে আহত যাত্রীর ব্যথাভরা আর্তনাদ শুনতে পেল আবার।

"কোথায় এলাম আমরা?" মা জিজ্ঞাসা করলেন।

বাড়ির বামদিকে পার্কিংয়ের জায়গায় গাড়ি থামালো গ্রে। পাশের দরজা থেকে একটা সিঁড়ি নেমে এসেছে। আসার পথে বাবা-মাকে বেশ কয়েকবার গাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে চেয়েছিল ও। রাস্তায় একের পর এক হাসপাতাল আর চিকিৎসাকেন্দ্র চোখে পড়ছিল তাদের। সেগুলো পেরিয়ে যাবার সময়, তারা যেন আরও বেশি একগুঁয়ে হয়ে উঠছিলেন। বিশেষ করে মা! ওর বাবা তো সবসময়ই একরোখা।

"এটা একটা সেফ হাউজ মা," গ্রে ভাবলো এখন আর কথা লুকিয়ে লাভ নেই। "কিছুক্ষণের মধ্যেই মেডিকেল হেল্প চলে আসবে। আপাতত এখানে অপেক্ষা করি।"

ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সে।

সামান্য দূরে বাড়ির আরেকপাশের দরজা খুলে গেল হঠাৎ। দীর্ঘ জমাটবাঁধা একটা ছায়া পড়ল দরজায়। কোমরের হোলস্টারে রাখা অস্ত্রের ওপর একটা হাত রাখা। "আপনিই পিয়ার্স?" কঠোর গলায় প্রশ্ন করল লোকটা। গাড়ির অন্যান্য যাত্রীদের দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

"হ্যাঁ।"

সামনে এগিয়ে আলোর ভেতর দাঁড়াল সে। পেশিবহুল হাত-পা বিশিষ্ট দশাসই আকৃতির মানুষ। বাদামী চুলগুলো একদম মাথার সাথে মিশিয়ে ছাঁটা, প্রায় ন্যাড়াই বলা চলে। পরনে মিলিটারিদের পোশাক–দৃষ্টি আকর্ষণে বাধ্য।

"আমার নাম কোয়ালস্কি। ক্রো আপনার জন্য ফোনে অপেক্ষা করছেন।" আরেক হাতে ধরা মোবাইল ফোনটা গ্রে'র দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

ফোন হাতে নিয়ে গাড়ির পেছনদিকে চলে এলো গ্রে। ছদ্মবেশ উন্মোচিত হয়ে যাওয়ার বিষয়টা নিয়ে ডিরেক্টরের সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না ওর। গোপন অভিযানে আসার সময় বাবা-মাকে সাথে নিয়ে আসলে, পরিচয় গোপন থাকবে কীভাবে!

এমনকি এখানকার গার্ড কোয়ালস্কি ওর বাবা-মাকে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। লোকটার কপালে পড়া সংশয়ের ভাঁজগুলো লক্ষ্য করল গ্রে। থুতনি চুলকাতে চুলকাতে ভাবতে লাগল কী করা যায়!

"তিনশো বাহান্ন ?" গ্রে-কে জিজ্ঞাসা করল কোয়ালস্কি।

কিসের কথা বলছে লোকটা? বুঝতে পারল না সে।

পেছনের সীট থেকে উত্তরটা বাবাই দিলেন। "নাহ তিনশো নব্বই ব্লক এটা। ফোর্ড গ্যালাক্সি গাড়ি থেকে পুনর্গঠিত ভি-এইট ইঞ্জিন।"

"দারুণ!"

তারমানে গার্ড এতক্ষণ ওর বাবা-মাকে পর্যবেক্ষণ করছিল না। গাড়ির দিকেই ছিল ওর মনোযোগ।

পেছনের সিটে নড়েচড়ে উঠল শেইচান। দুর্বলভাবে উঠে বসার চেষ্টা করছে এখন।

"মেয়েটাকে ভেতরে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে?" গার্ডকে জিজ্ঞাসা করল গ্রে। লোকটার ডান বাহুতে ইউ.এস. নৌবাহিনীর নোঙ্গরের প্রতীক দেখতে পেল সে। সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কর্মকর্তা, কোনও সন্দেহ নেই। অভিধানে নৌসেনার কোনও ছবি দেয়া থাকলে, এই লোকের ছবি-ই সবচেয়ে মানানসই হতো।

মিসেস হ্যারিয়েট গাড়ি থেকে নামলেন। "কোথায় তোমাদের মেডিকেল হেল্প?" বিশালদেহী লোকটার দিকে সাহায্যের আশায় তাকালেন তিনি।

হাত উঁচু করে মাকে থামতে বলল গ্রে। একটু ধৈর্য ধরতে হবে তো!

"ম্যাম.." রান্নাঘরের দিকে নির্দেশ করল কোয়ালস্কি। টেবিলে একটি মেডিকিট রাখা আছে। মরফিন ইঞ্জেকশান, স্মেলিং সল্ট, সেলাইয়ের উপকরণ-সবকিছু আলাদা করে রেখেছি।"

প্রশংসার দৃষ্টিতে গার্ডের দিকে তাকালেন মা। "ধন্যবাদ, ইয়্যাং ম্যান।"

আরেক দফা বিধ্বংসী নজরে গ্রে'র দিকে তাকিয়ে ভেতরে রান্নাঘরটার দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

খানিকটা সরে দাঁড়িয়ে ফোনের দিকে মনোযোগ দিল গ্রে। "ডিরেক্টর ক্রো, কমান্ডার পিয়ার্স বলছি।"

"গাড়ি থেকে এইমাত্র যে মহিলাটি নেমে গেলেন, উনি কি তোমার মা?"

কিন্তু.... কীভাবে সম্ভব!!!

চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে পার্কিং-এর জায়গায় একটা ভিডিও ক্যামেরা দেখতে পেল গ্রে। এটাই তাহলে সরাসরি সব খবরাখবর সেন্ট্রাল কমান্ডে পাঠাচ্ছে! ওর মনে হলো, গলায় যেন কিছু একটা আটকে আছে।

"স্যার...."

"আচ্ছা বাদ দাও। পরে শুনব এই কাহিনী। আমাদের এই বন্দীর ব্যাপারে রোম থেকে একটা খবর এসেছে। কী অবস্থা ওর এখন?"

গাড়ির পেছনের সিটের দিকে তাকাল কমান্ডার। কীভাবে গাড়ি থেকে আহত মেয়েটাকে নামানো যায়, সে ব্যাপারে আলোচনা করছেন ওর বাবা আর গার্ড। শেইচানের পেটে মোড়ানো ব্যান্ডেজের মাঝখানের অংশে তাজা রক্তের ছাপ লক্ষ্য করল সে।

"জরুরি ভিত্তিতে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রয়োজন, স্যার। আর দেরি করা চলবে না।"

"যেকোনো মুহূর্তে সাহায্য পৌঁছে যাবে গ্রে।"

তখনই ভারী পাল্লার গাড়ির ঘরঘর আওয়াজ শুনে পেছনে তাকাল সে। বড়সড় একটা কালো ভ্যান এদিকেই এগিয়ে আসছে।

"আমার মনে হয়, ওরা এসে পড়েছে।" কিছুটা চিন্তামুক্ত হলো ও।

ভ্যানটা বাড়ির সামনে এসে থামল। দেখামাত্র সেটাকে চিনতে পারল গ্রে-সিগমার মেডিকেল রেসপন্স টিমের ভ্যান। আদতে সাধারণ ভ্যানের মতো হলেও, এর আড়ালে লুকিয়ে আছে অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস। প্রয়োজন অনুসারে জরুরি অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থাও আছে এর ভেতর।

"ওকে পরীক্ষা করা শেষ হলে আমাকে জানিও," পেইন্টার বললেন। ভ্যানটা তার চোখে পড়েছে বোধহয়।

উচ্চ শব্দে খুলে গেল ভ্যানের পাশ দরজা। চারজন বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। একটা মেয়েও আছে দেখা যায়। সবার পরনে সার্জিক্যাল গাউন আর ঢিলেঢালা কালো বোম্বার জ্যাকেট। দু'জন মিলে ধরাধরি করে একটা স্ট্রেচার নামাতে শুরু করল। ইতোমধ্যে মেয়েটা আরেকজন লোকের সাথে গ্রে'র সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। করমর্দনের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা-

"ডঃ আমিন নাসের।"

খসখসে ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ অনুভব করল গ্রে। শান্ত এবং নিয়ন্ত্রিত। ত্রিশের বেশি বয়স হবে না লোকটার, অথচ কী দৃঢ় ব্যক্তিত্ব! চকচকে মেহগনির মতো গায়ের রঙ। সাথের মেয়েটার গায়ের রঙ অবশ্য উষ্ণ মধুর মতো।

আপাদমস্তক মেয়েটাকে দেখে নিল গ্রে।

এশিয়ান বংশোদ্ভুত হলেও, নিজের বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সে। মাথার দু'পাশের চুল ছোট করে ছেঁটে রাখা, বাকি চুলগুলো পাংগুটে সোনালি রঙে রাঙানো। দুই হাতের কব্জিকে ঘিরে রেখেছে সেল্টিক ধাঁচের ট্যাটু। এধরনের উগ্রতা সাধারণত গ্রে-কে আকৃষ্ট করে না। কিন্তু এই মেয়েটার ভেতর অস্বাভাবিক আকর্ষণীয় কিছু একটা আছে। আবেদনময়ী চোখের চাকচিক্যই ওকে মোহনীয় করে রাখে, বাড়তি কোনও সাজসজ্জার প্রয়োজন পড়ে না। অথবা হয়তো ওর শ্বাপদসদৃশ, নিয়ন্ত্রিত চলাফেরার ভঙ্গিমাই এই বাড়তি আকর্ষণের মূল কারণ। সিগমা'র অন্যান্য সদস্যদের মতো এরও সামরিক প্রশিক্ষণ থাকার কথা।

গ্রে'র সামনে এসে মাথা নাড়ল মেয়েটা। পরিচিত হবার কোনও আগ্রহই দেখাল না।

"এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে জানানো হয়েছে," দলনেতা বক্তব্য চালিয়ে গেলেন। তার কথা বলার ভঙ্গিতে বিদেশি উচ্চারণের সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়। "আপনাদের সবাইকে সরে যাওয়ার অনুরোধ করছি। আমরা আমাদের কাজ শুরু করব। রোগীর শরীরে অস্ত্রোপোচারের জন্য তাকে ভ্যানের ভেতর নিয়ে যাব আমরা। কিছুক্ষণের ভেতর অ্যানির মাধ্যমে রোগীর প্রতিবেদন পাঠিয়ে দেব।" অবশেষে মেয়েটার নাম জানিয়ে দিলেন তিনি।

বাকি দু'জনকে স্ট্রেচার ধরে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। ডক্টর তাদেরকে অনুসরণ করলেন। অ্যানিশেন ওরফে অ্যানি অবশ্য আগের জায়গাতেই চুপচাপ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পাশে সরে যাবার সময় গ্রে'র হাতের ফোনটা কেঁপে উঠল। সেদিকে লক্ষ্য না করে ডক্টরের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছেন সদ্য আগত দলনেতা। হঠাৎ করে তার উচ্চারণের ভঙ্গিটা ধরতে পারল গ্রে।

ডঃ আমিন নাসের। মিশরীয় ভদ্রলোক।

রাত ১:০৮

ডেস্কের পেছনদিকের দেয়ালে ঝুলানো মনিটরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন পেইন্টার। অন্য দু'পাশের দেয়ালের মনিটরগুলোতে সেফ হাউজের নিচতলা আর উপরতলার সরাসরি ভিডিওচিত্র দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পেইন্টারের সামনের মনিটরটা সেফ হাউজের বাইরে লাগানো ক্যামেরায় ধারণকৃত তাৎক্ষণিক দৃশ্য দেখাচ্ছে।

"ফোনটা ধরো, গ্রে!" স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

নিচের তলায় অবস্থিত মূল নিরাপত্তা ব্যবস্থা কক্ষ থেকে ক্যামেরাগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ডিরেক্টরের পক্ষে অফিসঘরে বসে ক্যামেরা ঘুরানো সম্ভব নয়। স্ক্রিনের কোণায় কিছুক্ষণ আগে মেডিকেল ভ্যানটাকে পার্ক করতে দেখেছিলেন তিনি। কিন্তু ভ্যান থেকে নেমে আসা দুজন আরোহীকে দেখতে পেলেন মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে। গ্রে'র সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

ওদের একজনও সিগমার সদস্য নয়।

সব কর্মকর্তাকেই চেনেন পেইন্টার।

ভ্যানটা সিগমার হতে পারে, কিন্তু ভেতরের এই দলটি সিগমার কোনও অংশ নয়।

ফাঁদ পাতা হয়েছে।

স্ক্রিনে দেখা গেল, ফোনটা কানের কাছে ধরছে গ্রে। "ডিরেক্টর ক্রো-"

পেইন্টার কোনও উত্তর দিতে যাওয়ার আগেই, সরু একটি পা এগিয়ে এলো গ্রে'র দিকে। লাথির আঘাতে ওর মাথার সাথে লেগে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল ফোনটা। ঝিরঝির শব্দে ফোনের নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তখনই। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল গ্রে।

"গ্রে...."

স্ক্রিনের ভেসে আসা দৃশ্য ঝাঁকি খেতে শুরু করল। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই আঁধার নেমে এলো সেখানে।

রাত ১:০৯

এক গুলিতেই ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল ক্যামেরাটা।

গ্রে'র মাথা ঘুরছিল। চাপা কাশি আর কিছু একটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়ার শব্দে পাশ ফিরলো সে।

"কী হচ্ছে এখানে?" ক্যামেরার ভেঙ্গে পড়া টুকরোগুলো থেকে নিজের মাথাটাকে রক্ষা করতে নিচু হয়ে বসলেন গ্রে'র বাবা। শেইচানের সাথে পেছনের সিটেই সেঁধিয়ে আছেন তিনি।

এখানকার পাহারাদার, কোয়ালস্কি গাড়ির অন্যপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় বরফের মতো জমে গেল দু'শো পাউন্ড ওজনের লোকটা। ঘাড়ের পেছনে ধরা পিস্তলের কারণে নড়াচড়া করার ধৃষ্টতা দেখালনা সে।

আর্দালিরা কিছুক্ষণ আগে স্ট্রেচারটাকে পাশের উঠানে নামিয়ে রেখেছে। এখন কোয়ালস্কির ঘাড়ে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে একজন। আরেকজন গ্রে'র বাবাকে গাড়ি থেকে নামতে ইশারা করল।

"একচুলও নড়বে না, খবরদার," পেছন থেকে একটা কর্কশ গলা শুনতে পেল গ্রে।

পেছন ফিরে দেখল গ্রে। অ্যানি মেয়েটা সরাসরি ওর মুখ বরাবর একটা সিগ সাওয়ার পিস্তল তাক করে রেখেছে। লাথি মেরে যাতে ফেলে দিতে না পারে, সেরকম একটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছে সে। তবে সেখান থেকে গুলি ফসকানোর কোনও সম্ভাবনা নেই।

বুঝে ওঠার পর আবার গাড়ির দিকে মুখ ঘুরালো গ্রে। ডঃ নাসেরের হাতেও একইরকম একটা পিস্তল। কেন যেন গ্রে'র কাছে মনে হলো যে, এই পিস্তল দিয়েই শেইচানকে গুলি করা হয়েছে।

গ্রে'র বাবার পাশে এসে দাঁড়ালো নাসের। শেইচানের শুয়ে থাকার জায়গাটায় কী যেন খুঁজতে লাগল। তারপর বিষণ্নভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে পাশের বন্দুকধারী লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, "বুড়ো ব্যাটাকে গাড়ি থেকে নামাও। কুত্তিটার কাছে খুঁজে দেখ, স্মারকস্তম্ভটা পাওয়া যায় কিনা! তারপর ভ্যানের ভেতর নিয়ে এসো ওকে।"

"স্মারকস্তম্ভ?"

টেনে হিঁচড়ে গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছিলো মি. পিয়ার্সকে। সেদিকে তাকিয়ে গ্রে মনে মনে প্রার্থনা করল–বাবা যাতে পরিস্থিতিকে আরও বিগড়ে না দেন। অবশ্য কোনও দরকার ছিল না। মি. পিয়ার্স এতোটাই অবাক হয়েছিলেন যে, বাঁধা দেওয়ার কথা তার মাথায় আসেনি।

"কিছুই নেই ওর কাছে," পেছনের সিট থেকে অনুসন্ধানকারীর গলা শোনা গেল।

গাড়ির দিকে এগিয়ে এসে ভেতরটা নিজচোখে একবার পরীক্ষা করে নিল নাসের। যে জিনিসটা খুঁজছে, সেটা কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

সরে এসে গ্রে'র দিকে ঘুরে তাকাল ডঃ নাসের। "জিনিসটা কোথায়?"

অবিচলিত ভঙ্গিতে সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টা প্রশ্ন করল গ্রে, "কোন জিনিসটা কোথায়?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোকটা। "তোমাকে অবশ্যই এব্যাপারে কিছু বলেছে শেইচান। নাহলে শত্রুর জীবন বাঁচানোর জন্য এত মরিয়া হয়ে উঠতে না।" জায়গায় দাঁড়িয়েই পার্শ্ববর্তী লোকটাকে ইশারা করল নাসের। এই লোকটাই কিছুক্ষণ আগে শেইচানের ওপর অনুসন্ধান চালাচ্ছিল। ইশারা পাওয়ার সাথে সাথে গ্রে'র বাবার কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে ধরল সে।

"আমি একই প্রশ্ন দু'বার করি না। সেটা অবশ্য তোমার জানার কথা না। তাই তোমাকে আরেকবার সুযোগ দিলাম।"

ঢোক গিললো গ্রে। বাবার চোখে আতঙ্কের স্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছে।

দেরি না করে বলে ফেলল, "স্মারকস্তম্ভ... তুমি যেটার কথা বলছ। শেইচানের সাথেই ছিল ওটা। কিন্তু আমাদের বাড়ির সামনে বাইক থেকে পড়ে যাবার সময় ভেঙ্গে গিয়েছে। এ ব্যাপারে কিছু বলার আগেই মেয়েটা জ্ঞান হারিয়েছিল। আমি যতদূর জানি, জিনিসটা ওখানেই পড়ে আছে এখনও।"

আর তাই হবার কথা।

শেইচানকে নিয়ে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে ওটার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছে গ্রে।

কোথায় যে গেল জিনিসটা!

গ্রে'র দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মিশরীয় আগন্তুক। হিসাবী বিচক্ষণ দৃষ্টিতে ওকে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে।

"আমার মনে হয় তুমি সত্য-ই বলছ, কমান্ডার পিয়ার্স।"

তারপরও বন্দুকধারী লোকটার দিকে ইশারা করল নাসের।

গুলির শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম হলো!

রাত ১:১০

পেইন্টার বামদিকের প্লাজমা স্ক্রিনে কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখলেন। সেফ হাউজের ভেতরের ক্যামেরাগুলো এখনও সক্রিয় আছে। রান্নাঘরের টেবিলের পেছনে মিসেস হ্যারিয়েট পিয়ার্সকে উপুড় হয়ে থাকতে দেখলেন তিনি।

আক্রমণকারীরা মহিলার অস্তিত্বের কথা জানে না।

গ্রে যে সঙ্গে করে আরও দুইজনকে নিয়ে আসবে, সেটা কেউই জানতো না। মিসেস হ্যারিয়েট সেফহাউজের ভেতরে ঢোকার পর ভ্যানটা এসে পৌঁছায়। শুধুমাত্র একজন পাহারাদারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, ওরা ধরে নিয়েছিল পরিস্থিতি ওদের দখলে।

এই একমাত্র সুযোগটাকেই কাজে লাগাতে চাইলেন পেইন্টার।

বাড়ির ভেতরে লাগানো শব্দহীন অ্যালার্মটা চালু করে দিলেন। ল্যান্ডফোনের পাশে একটা খয়েরী রঙের আলো বারবার জ্বলছে আর নিভছে।

আলোটার দিকে লক্ষ্য করুন, মনে মনে মিসেস হ্যারিয়েটের উদ্দেশে বললেন ডিরেক্টর।

অ্যালার্ম লাইটের আলো দেখেই হোক, অথবা সাহায্য চাওয়ার প্রবৃত্তি থেকেই হোক-হামাগুড়ি দিয়ে ফোনের কাছে এগিয়ে গেলেন গ্রে'র মা। এরপর ফোনের রিসিভারটা কানে লাগালেন।

"চুপচাপ শুনে যান," দ্রুত বলে উঠলেন ডিরেক্টর। "পেইন্টার ক্রো বলছি। আপনি যে ভেতরে আছেন, সেটা কেউ জানে না। আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। কথা বুঝতে পারলে মাথা নাড়ুন।"

মাথা নাড়ালেন মিসেস পিয়ার্স।

"চমৎকার। আমি সাহায্যকারী দল পাঠিয়ে দিয়েছি। তবে সময়মতো পৌঁছাতে পারবে কিনা জানি না। আক্রমণকারীরা এ ব্যাপারে জানে অবশ্যই। নিষ্ঠুর হতে পিছপা হবে না ওরা। আমি চাই, আপনি ওদের চেয়েও বেশি নিষ্ঠুরতা দেখাবেন। পারবেন না?"

আরেকবার মাথা নাড়তে দেখা গেল।

"বেশ। ফোনের নিচের ড্রয়ারে একটা পিস্তল থাকার কথা।"

রাত ১:১১

গুলির শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম হলো।

এবার আর আগের মতো সাইলেন্সার ব্যবহৃত হয়নি।

বাবার মাথায় বন্দুক ধরে থাকা লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ার কয়েক সেকেন্ড আগে গ্রে সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল। লোকটার মাথার অর্ধেক অংশ উড়ে গিয়ে থান্ডারবার্ড গাড়িটার সামনের প্যানেলে ছিটকে পড়েছে।

শ্যুটার গ্রে'র পূর্ব পরিচিত।

ওর মা।

টেক্সাসে বেড়ে উঠেছেন ভদ্রমহিলা। স্বামীর মতো, তার বাবাও একজন তেল বিক্রেতা ছিলেন। ছোটবেলাতেই বন্দুক চালাতে শিখেছেন তিনি।

গুলি খাওয়া লোকটা মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগেই লাফ দিয়ে পেছনে সরে গিয়েছিল গ্রে। গাড়ির পেছনের বাম্পারে হেলান দেয়া এশিয়ান মেয়েটার দিকে লক্ষ্য রাখছিল সে।

গুলির শব্দে তাল সামলাতে পারেনি অ্যানি। ডান হাত উঁচিয়ে মেয়েটার পিস্তল ধরা হাতটাকে নিজের দখলে নিয়ে নিল গ্রে। পায়ের ভেতরের দিকে সজোরে বুট দিয়ে আঘাত করে বসলো তারপর।

পেছন থেকে কিছু একটা মুচড়ে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল।

কনুইয়ের আঘাতে বন্দুকধারীকে ধরাশায়ী করে ফেলেছে কোয়ালস্কি। ঘাড় ধরে ওর মাথাটাকে সজোরে ঠুকে দিয়েছে গাড়ির দরজার এক কোণায়।

"লোহা চেটে খা, হারামজাদা!"

কয়লার বস্তার মতো লুটিয়ে পড়ল বন্দুকধারী।

দেরি না করে অ্যানির পিস্তল ধরা হাতটাকে নাসেরের দিকে ঘুরিয়ে নিল গ্রে। ট্রিগারের ওপর রাখা আঙুলটা সজোরে চেপে ধরল। সমস্ত শক্তি দিয়ে বাঁধা দেয়ার

চেষ্টা করল অ্যানি। আর তাতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হলো কমান্ডার গ্রেকে। ঘুরতে ঘুরতে পেছনের ইটের দেয়ালে আঘাত হানলো গুলিটা।

তবুও, কিছুটা স্বার্থক হয়েছে বলতে হবে!. গুলির আভাস পেয়ে একলাফে বাড়ির সামনের ঝোপের ভেতর ঢুকে গেল ডঃ নাসের। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

হ্যাঁচকা টানে মেয়েটার মুঠির ভেতর থেকে পিস্তল কেড়ে নিল কমান্ডার গ্রে। লাথি মেরে সরিয়ে দিল সামনে থেকে। মেয়েটা হোঁচট খেতে খেতে সামলে নিল। ওর নাক থেকে রক্ত ঝরছে। ক্ষিপ্ত হরিণীর মতো তীব্রবেগে ভ্যানের দিকে দৌড়ে গেল, ভাঙ্গা পায়ের কথা মাথায়ই নেই একদম।

ভেতর থেকে অস্ত্র বের করে আনবে ও।

ভ্যানের দিকে পিস্তল তাক করে ধরল সে। কিন্তু ট্রিগার চাপার আগেই, ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা এক পশলা গুলি ওর নাকের ডগার ঠিক সামনে দিয়ে ছুটে গেল।

নাসের!

গ্রে খানিকটা হতভম্ব অবস্থায় পেছন দিকে ছিটকে গেল। গাড়িবারান্দার ছাদটা হয়তো কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় দিতে পারবে। অন্ধের মতো গুলি চালাল কয়েকবার। হারামিটা কোথায় লুকিয়েছে কে জানে! পিছাতে পিছাতে ওর পাগুলো হঠাৎ গাড়ির পেছনের বাম্পারে ঠেকে গেল। আবারও মেডিকেল ভ্যানকে লক্ষ্য করে দুই দফা গুলি ।লাল সে। এশিয়ান অ্যানি যেন ভেতরে ঢুকে একদম হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

ভ্যানের বুলেটপ্রুফ শরীরে আঘাত হেনে গুলিগুলো ঠিকরে বেরিয়ে গেল।

গ্রে চিৎকার করে উঠল, "সবাই গাড়িতে উঠে বসো! এক্ষুনি!"

মা রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। এক হাতে ধরে থাকা পিস্তলের মুখ থেকে তখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আরেক হাতে ধরা পার্সটা দেখে মনে হচ্ছে, সদ্য বাজার করতে বেরিয়েছেন তিনি।

"উঠে পড়ো, হ্যারিয়েট।" বাবা বললেন। স্ত্রীর জন্য গাড়ির দরজা খুলে ধরলেন তিনি।

ততোক্ষণে কোয়ালস্কি পেছনের সিটে বসে পড়েছে। মনে মনে ভয় পেল গ্রে–শেইচান আবার ওর দেহের ভারে চ্যাপ্টা না হয়ে যায়!

চালকের আসনে বসে দ্রুত চাবি ঘুরিয়ে দিল গ্রে। উত্তপ্ত ইঞ্জিন গর্জে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

সশব্দে পেছনের দরজা বন্ধ হলো। একটা মাত্র সিটে গাদাগাদি করে বসেছে বাবা-মা।

গ্রে রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে দেখল। ভ্যানের খোলা মুখে উদ্ভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে আছে অ্যানি। কাঁধের ওপর একটা রকেট লঞ্চার ধরে রাখা।

গিয়ার পাল্টে পা দিয়ে সজোরে এক্সেলারেটর চেপে ধরল গ্রে। তিনশো হর্সপাওয়ারের ধাক্কায় পেছনের চাকাগুলো যেন পুড়ে যাবে। ধোঁয়া বেরিয়ে এলো রাবার থেকে।

পেছনের সিট থেকে বাবা আর্তনাদ করে উঠলেন। গ্রে'র সন্দেহ হলো, নিরাপত্তার কথা বাদ দিয়ে গাড়ির নতুন চাকার কথা ভাবতে হবে নাকি এখন!

অবশেষে থান্ডারবার্ড ছুটতে শুরু করল। কাঠের গেটটাকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে উঠান থেকে বেরিয়ে পড়ল একটানে। গ্রে একটু সাবধান হলো। একশো বছরের পুরনো ওক গাছটার সাথে ধাক্কা খাওয়া যাবে না।

ঠিক পেছনে কান ফাটানো হুসস শব্দে এক প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটলো।

বিশাল ওক গাছটার গায়ে আঘাত হেনেছে রকেট। বিস্ফোরণের ধাক্কায় জ্বলন্ত শাখা প্রশাখা গুলো চারদিকে আছড়ে পড়ল। ধোঁয়া আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ছেয়ে গেল চারপাশ।

পেছনে না তাকিয়ে গ্রে আরও জোরে এক্সেলারেটরে পা চেপে ধরল।

গ্লোভার আর্চবোল্ড পার্কের বুনো রাস্তা ধরে গড়িয়ে চলেছে থান্ডারবার্ড।

তবে একটা ব্যাপারে গ্রে'র মনে দ্বিধা নেই।

খেলা সবে শুরু হয়েছে!

০৪
হাই-সী পাইরেসি
৫ জুলাই, দুপুর ১২:১১.
ক্রিসমাস আইল্যান্ড

বক্সার আর একজোড়া বুটজুতো...

রাক্ষুসে কাঁকড়ার দল আর মঙ্কের শরীরের মাঝে বাঁধা শুধু এটুকুই। উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছে জঙ্গলের ভেতর। কাঁকড়াগুলো একে অপরকে আঁচড়ে কামড়ে, লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছে। দাবানলের মতো ফড়ফড় শব্দ ভেসে আসছে চারপাশ থেকে।

বায়োস্যুট খুলে ফেলে ডঃ রিচার্ড গ্রাফের পেছনে এসে দাঁড়াল মঙ্ক। মঙ্কের কথামতো সেও গা থেকে বায়োস্যুট খুলে ফেলেছে। তবে পোশাকের দিক থেকে কিছুটা মার্জিত বলা যায়। হাফপ্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট পরে আছে এখন।

"যাবার সময় হয়েছে।" মুখ গোমড়া করে বলল মঙ্ক।

সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে একটা চিৎকার প্রতিধ্বনিত হলো। জলদস্যুরা আরও সতর্কভাবে এগিয়ে আসছে। ওদিকটায় দাঁড়িয়ে গুহার ভেতর চুনাপাথরের টুকরো ছুড়ে মারছে গ্রাফ। মঙ্কের পিস্তল থেকে যে আর মাত্র এক দফা গুলি বেরোবে, সেটা ওদের জানা নেই। কিন্তু পাথর ছুঁড়ে আর ভয় দেখিয়ে কতক্ষণই বা আটকে রাখা যাবে ওদের!

আক্রমণকারীরা নাছোড়বান্দার মতো ওদের পিছে লেগে আছে-কথাটা ভেবে আবারও বিস্মিত হলো মঙ্ক। ক্ষুধার তাড়নাতেই হয়তো মানুষকে মরিয়া করে তোলে। তবে জলদস্যুরা যদি ওদের সব মালামাল হাতিয়েই নিতে চায়, তাহলে তো পিছে লেগে থাকার কোনও কারণ নেই। কালোবাজারে জিনিসগুলো চড়া দামে বিক্রি করতে পারবে। এখানকার দস্যুদের বেশির ভাগই নিষ্ঠুর প্রকৃতির, মারো-আর-কাড়ো নীতিতে বিশ্বাসী।

তবে কেন এই নাছোড়বান্দা ভাব? ওদের মুখ বন্ধ করার জন্য, নিজেদের পরিচয় লুকানোর জন্য? নাকি আরও ব্যক্তিগত কিছু? কিছুক্ষণ আগে গুলির আঘাতে এক দস্যুর পানিতে পড়ে যাওয়ার দৃশ্যটা কল্পনা করল মঙ্ক। তাহলে কি ওরা প্রতিশোধ নিতে আসছে?

কারণ যাই হোক না কেন, আক্রমণকারীরা শুধু লুটপাতের উদ্দেশে ছুটে আসছে না–রক্তের নেশা পেয়ে বসেছে ওদের।

সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে গ্রাফের নিশ্বাস আটকে এলো। "কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

"বন্ধুদের সাথে দেখা করতে।"

জঙ্গলের পথ ধরে সঙ্গীকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল মঙ্ক। কাঁকড়ার দল হুড়মুড় করে এগিয়ে আসছে, কয়েক মিনিটে যেন সংখ্যায় আরও ভারী হয়েছে ওরা। ওদের কথাবার্তা অথবা গ্রাফের হাত থেকে ঝরা তাজা রক্ত—এর কোনও একটাই ওদের আকর্ষণ কেড়েছে সম্ভবত।

এক ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল গ্রাফ। "এতগুলো কাঁকড়াকে অতিক্রম করে যাওয়ার মতো কোনও রাস্তা নেই। দৈত্যের মতো এই প্রাণীগুলো কিন্তু শক্ত চামড়াও ছিঁড়ে ফেলতে পারে।"

সত্যিই খুব দ্রুত এগিয়ে আসছিল ওগুলো। একজোড়া কাঁকড়াকে ওদের পাশে এসে ধস্তাধস্তি করতে দেখে লাফিয়ে সরে গেল মঙ্ক।

"অন্য কোনও উপায়ও তো নেই, গ্রাফ।" হতাশা মিশ্রিত কণ্ঠে বলল সে।

"কাঁকড়াগুলোর মধ্যে কিছু একটা গড়বড় আছে," বলতে শুরু করল গ্রাফ। "বার্ষিক স্থানান্তরের সময় ওদের ক্ষেপে উঠতে আগেও দেখেছি, তবে এতটা নয়।"

"কাঁকড়ার মনস্তত্ত্ব নিয়ে পরে ভাবলেও চলবে," মঙ্ক একটা বড়সড় কাঠবাদাম গাছের দিকে ইঙ্গিত করল, অসংখ্য শাখা প্রশাখা ঝুলে আছে সেখান থেকে। "গাছটায় উঠতে পারবে?"

গুলি খাওয়া হাতটাকে যথাসম্ভব কম নাড়ানোর জন্য পেটের সাথে শক্ত করে ঠেকিয়ে রেখেছিল গ্রাফ। "সাহায্য করলে পারব। কিন্তু কেন? গাছে উঠে তো আর জলদস্যুদের চোখ ফাঁকি দিতে পারব না। বোকার মতো বসে থাকতে হবে।"

"কথা না বাড়িয়ে উঠতে শুরু কর।"

গ্রাফ এগিয়ে এল। ওকে গাছে উঠতে সাহায্য করল মঙ্ক। মোটাসোটা ডালপালাগুলো সহজেই ধরা যাচ্ছিল। ওপরে উঠতে খুব বেশি বেগ পোহাতে হচ্ছে না। একটু থিতু হয়ে নিজে নিজেই উঠে যেতে লাগল সে।

"সুড়ঙ্গের মুখ দেখতে পাচ্ছ, গ্রাফ?"

"মনে হয়...হ্যাঁ...পাচ্ছি।" গাছের ওপর থেকে চিৎকার করে বলল ও। "তুমি নিশ্চয়ই আমাকে এখানে রেখে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছ না?"

"জলদস্যুদের দেখা মাত্র শিস বাজাবে।"

"কী আবোল তাবোল...."

"যা করতে বলছি তাই কর, ঈশ্বরের দোহাই।" এত কড়াভাবে কথা বলার জন্য কিছুটা আফসোস হলো মঙ্কের। ও ভুলেই গেছে যে গ্রাফ সামরিক বাহিনীর সদস্য নয়। নিজের দুশ্চিন্তাতেই মাথা ভারী হয়ে আছে। স্ত্রী আর ছোট বাবুটার কথা মনে পড়ল আবার। জঙ্গলের ভেতর একদল গলাকাটা খুনির হাতে জীবন খোয়ানো যাবে না কিছুতেই।

মঙ্ক সাবধানে একপাশে সরে দাঁড়াল। এক হাতে পিস্তল তুলে ধরে কৃত্রিম হাত দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করল। মাথা একপাশে কাত করে, শ্বাস নিল বুকভরে।

আয় দেখি। কী করতে পারিস....

পেছনে গাছের ওপর থেকে একটা শব্দ শুনতে পেল হঠাৎ। কেমন যেন চোপসানো বেলুন থেকে বাতাস বেরোবার শব্দের মতো শোনা যাচ্ছে।

"ওরা আসছে!" ফিসফিসিয়ে বলে উঠল গ্রাফ। চাপা উত্তেজনা যেন ওর বুকের ভেতর থেকে সব বাতাস শুষে নিয়েছে।

সুড়ঙ্গমুখের দিকে নিশানা করল মঙ্ক। মাত্র একবার গুলি করা যাবে, একমাত্র সুযোগ।

জঙ্গলের ধারে নুড়িপাথরের চাই ঘেঁষে পড়ে আছে একজোড়া অক্সিজেন ট্যাঙ্ক। কিছুক্ষণ আগে গা থেকে বায়োস্যুট খোলার সময় নিজেদের অক্সিজেন ট্যাঙ্কগুলো সরিয়ে রেখেছিল মঙ্ক। অ্যালুমিনিয়াম সংকরের তৈরি ট্যাঙ্কগুলো খুব একটা ভারী নয়। গোড়ালি থেকে খুলে নেয়া পিস্তল রাখার হোলস্টারের সাহায্যে ট্যাঙ্ক দুটো একসাথে বেঁধে ফেলেছিল। তারপর ছুড়ে দিয়েছিল জঙ্গলের ধারে, সুড়ঙ্গ থেকে কিছুটা সামনে। ট্যাঙ্কগুলো কয়েকটা কাঁকড়াকে পিষে ফেলে মাঝখানে গিয়ে পড়েছিল। কাঁকড়ার দলের ভেতর হুটোপুটি লেগে গিয়েছিল তখন।

ওই ট্যাঙ্কগুলোর দিকেই পিস্তল তাক করে রেখেছে এখন। লক্ষ্য ঠিক রাখার চেষ্টা করছে।

"চলে এসেছে!" গ্রাফ বিলাপ করে উঠল।

ট্রিগার চেপে ধরল মঙ্ক।

ভয়াবহ বিস্ফোরণে যেন কিছুক্ষণের জন্য সবকিছু স্থবির হয়ে গেল। তারপর একটা ট্যাঙ্ক থেকে ছিটকে এলো আগুনের শিখা। একসাথে বেঁধে রাখা ট্যাঙ্কগুলো শোঁ শোঁ শব্দ তুলে লাফিয়ে উঠল। দ্বিতীয় ট্যাঙ্কের আগায় ফাটল ধরে যাওয়ার পর আরও প্রকট আকার ধারণ করল সেই নাচন। কাঁড়াদের ওপর প্রবল আক্রোশে ফেটে পড়ল যেন।

মঙ্ক কাঁকড়াদের একটা বিশেষ আচরণের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত। সামুদ্রিক পাখি অথবা কোনও আগন্তুক কে দেখা মাত্র ওরা নিজেদের বালুর গর্তে লুকিয়ে পড়ে। এখানেও একই ঘটনা, বিপদের আভাস পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে কাঁকড়ার দল। আতঙ্কের চোটে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।

কাঁকড়াদের এই বিশাল বাহিনীকে একটা লাল সমুদ্রের মতো দেখাচ্ছিল। সে সাগরের ঢেউ যেন মঙ্কের দিকে আছড়ে পড়তে চাচ্ছে এখন। একে অন্যকে হাঁচড়ে কামড়ে দ্রুতবেগে ছুটে আসছে ওরা।

কাঠবাদাম গাছটার দিকে দৌড় দিল মঙ্ক। পায়ের গোড়ালিতে আটকে বসেছে ধারালো চিমটা।

লাফ দিতেই গাছের ডালপালাগুলোকে হাতের নাগালে পেয়ে গেল ও। একটা কাঁকড়া ওর জুতোকে আঁকড়ে ধরে আছে। গাছের গুঁড়িতে সজোরে লাথি মেরে কাঁকড়াটার খোলস চূর্ণ করে দিল। চিমটা এখনও জুতার সাথে আটকে আছে, পায়ের গোড়ালিতে কেটে বসে যাচ্ছে যেন।

ধুরো!

কাঁকড়ার জোয়ার বয়ে গেল ওদের নিচ দিয়ে। অদৃশ্য কোনও এক সহজাত প্রবৃত্তির টানে সমুদ্রের পানে ছুটে চলেছে ওরা। বার্ষিক স্থানান্তরের সাথে এর কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে।

গ্রাফের একটা হাত গাছের কাণ্ডের সাথে ঠেকানো। মঙ্কের দিকে একবার তাকিয়ে সুড়ঙ্গপথের দিকে মুখ ফেরাল সে।

জলদস্যুদের মাঝে ছয়জন, সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে। বিস্ফোরণের সময় ছন্নছাড়া হয়ে মাথা লুকিয়েছিল ওরা। এখন কিছুটা অনিশ্চয়তার সাথে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

এমন সময়ে জঙ্গলের ভেতর থেকে কাঁকড়ার দল বেরিয়ে আসতে শুরু করল। জঙ্গলপাড়ের কাছাকাছি এসে পড়া লোকটা থমকে দাঁড়াল সে দৃশ্য দেখতে পেয়ে। কিছু করে বসবার আগেই, কয়েকটা কাঁকড়া ওর পা বেয়ে উরু পর্যন্ত উঠে গেল। চেঁচিয়ে উঠে হোঁচট খেয়ে পেছনে পড়ে গেল লোকটা, পা অবশ হয়ে গিয়েছে।

একবার যুদ্ধের সময় বুলেটের আঘাতে মঙ্কের এক সহকর্মীর অ্যাকিলিস টেন্ডন ছিঁড়ে গিয়েছিল। এই জলদস্যুর মতো করেই লুটিয়ে পড়েছিল সে। লোকটা মাটিতে পড়ে চিৎকার করতে শুরু করেছে।

কাঁকড়ার দল ওকে পেয়ে বসেছে, আঁচড়ে উঠছে পুরো শরীরে। স্তূপের নিচে চাপা পড়ে আর্তনাদ করে যাচ্ছে সে। একবার একটু উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। নাক, ঠোঁট আর কানের কাছে কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে মুখোশ, চোখ থেকে রক্ত ঝরছে। শেষবারের মতো আর্তচিৎকার করে কাঁকড়ার জোয়ারের নিচে হারিয়ে গেল লোকটা।

বাকি জলদস্যুরা ভয়ে পালাতে শুরু করেছে, সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকে পড়েছে সবাই। একজন অবশ্য পিছিয়ে পড়ল। একটা পাথরের চাইয়ের ওপর পড়ে গিয়েছে সে। কাঁকড়ার দলকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখে কোনওরকমে উঠে গিয়ে ঝেড়ে দৌড় লাগালো আবার। সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে আরও চিৎকার ভেসে এলো।

নর্দমার জলের মতো করে সুড়ঙ্গের ভেতর গড়াল কাঁকড়ার স্রোত। ধারালো থাবার জোয়ার বইছে যেন।

পাশে বসা গ্রাফকে উর্ধ্বশ্বাস ছাড়তে শুনল মঙ্ক। বিস্ময়ে যেন চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেছে। কাঁধে হাত রাখতেই কেঁপে উঠল ও।

"আমাদের যাওয়া উচিত। কাঁকড়াগুলো আবার জঙ্গলে ফিরে আসার আগেই।"

এগিয়ে যেতে সায় দিল গ্রাফ। শ'খানেক কাঁকড়া এখনও রয়ে গিয়েছে; খুব সাবধানে নড়াচড়া করছে ওগুলো।

মঙ্ক কাঠবাদাম গাছের একটা লতানো ডাল ভেঙ্গে নিল। কোনও কাঁকড়া কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করলে তাড়িয়ে দেয়া যাবে।

ধীরে ধীরে সম্বিত ফিরে পেল গ্রাফ। "আমি...আমি এরকম একটা কাঁকড়া চাই।"

"জাহাজে ফেরার পর পেট ভরে কাঁকড়া খেয়ো।" মঙ্ক ঠাট্টার সুরে বলল।

"আরে, পরীক্ষার জন্য চাচ্ছি। ওরা কিন্তু এই বিষাক্ত পরিবেশে টিকে থেকেছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়া যেতে পারে।" দৃঢ় কণ্ঠে বলল গবেষক।

"ঠিক আছে। এমনিতেই সকাল থেকে সংগ্রহ করা সব নমুনা ফেলে এসেছি। খালি হাতে জাহাজে ফেরা উচিত হবে না।" মঙ্ক রাজি হলো।

ঝুঁকে বসে কৃত্রিম হাতের সাহায্যে একটা কাঁকড়াকে তুলে নিল ও। খোলস ধরে তুলেছে, রেগেমেগে ওর দিকে ধারালো থাবা বাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল কাঁকড়াটা। মঙ্ক ওটাকে গাছের সাথে বাড়ি দিয়ে মারতে যাচ্ছিল; তাতে বাঁধ সাধল গ্রাফ। "না! জীবন্ত কাঁকড়া দরকার। আগে যেমন বলেছি আর কি। এদের আচরণ কিছুটা অদ্ভুত। পরীক্ষা করে দেখতে হবে।"

বিরক্তির চোটে মঙ্কের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। "আচ্ছা। কিন্তু এই হারামী যদি আমাকে আঁচড়ানোর চেষ্টা করে, তুমি জরিমানা দেবে।"

চল্লিশ মিনিট ধরে অনেক চড়াই উৎরাই পেরোনোর পর জঙ্গল পাতলা হতে শুরু করল। পাহাড়চূড়া থেকে একনজরে সবকিছু দেখা যাচ্ছে। দ্বীপের প্রধান শহর, দ্য সেটলমেন্ট-সৈকত আর বন্দর বরাবর ছড়িয়ে আছে। পার্শ্ববর্তী সমুদ্রে ভেসে আছে ওদের ক্রুজ শিপ "মিস্ট্রেস অফ দ্য সী'জ"। দূর থেকে একটা শ্বেত প্রাসাদের মতো দেখাচ্ছে ওটা।

শান্তির ঠিকানা। আহা!

ডজনখানেক ছোট নৌকা রকি পয়েন্টের চারপাশে ভেসে আছে। হঠাৎ করে আবিষ্কার করল মঙ্ক, সাদা রঙের ধোয়া বেরোচ্ছে প্রত্যেকটা থেকে। ইংরেজি ঠ বর্ণের মতো করে ছড়িয়ে আছে নৌকাগুলো, ঠিক যেন যুদ্ধবিমানের পাখা।

নগরবন্দরের আরেক পাশে একইভাবে সজ্জিত আরও অনেকগুলো নৌকা দেখতে পেল। এখান থেকেও স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে ওগুলোর আকৃতি আর রঙ।

চওড়া তলবিশিষ্ট নীলরঙা স্পিডবোট।

"আরও জলদস্যু..." গ্রাফ গুঙিয়ে উঠল।

সমকেন্দ্রিক দল দুটো যেন কাঁকড়ার থাবার মতো করে সজ্জিত হয়েছে। দল দুটোর মাঝে আটকে পড়া শিকারের দিকে তাকিয়ে হা হয়ে গেল ওর মুখ।

দ্য মিস্ট্রেস অফ দ্য সী'জ!

দুপুর ১:০৫

রেডিওগ্রাফ এক্স-রে ফিল্মের দিকে তাকিয়ে আছে ডঃ লিসা।

পোর্টেবল এক্স-রে বক্সটাকে কেবিনে রাখা একটা টেবিলের ওপর স্থাপন করা হয়েছে। ওর পেছনের বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে আছে একজন রোগী, আগাগোড়া চাদরে ঢাকা।

মৃত।

"দেখে তো মনে হয় যক্ষ্মা," লিসা বলল। এক্স-রে তে লোকটার ফুসফুসে ফেনাময় সাদা সাদা ছোপ দেখা যাচ্ছিল। "ফুসফুসের ক্যান্সার হতে পারে।"

ডাচ টক্সিকোলজিস্ট, ডঃ হেনরিক বার্নহার্ট ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। কিছুক্ষণ আগে টেবিলের ওপর ঝুঁকে থেকে এক্স-রে ফিল্ম পর্যবেক্ষণ করছিলেন তিনি। লিসাকে এগিয়ে আসতে বলেছিলেন।

"হ্যাঁ, তবে ওর স্ত্রীর ভাষ্যমতে গত আঠারো ঘণ্টার আগে কোনও শ্বাসকষ্ট ছিল না। কোনও কাশি নয়, গলা খুসখুসে ভাব নয়। তাছাড়া লোকটা ধূমপান করত না, চব্বিশ বছর মাত্র বয়স।

লিসা সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওরা বাদে কেবিনে আর কেউ নেই। "আপনি তো ওর ফুসফুস পরীক্ষা করেছিলেন?"

"সিরিঞ্জ দিয়ে এক পাশের ফুসফুসের ফুলে যাওয়া অংশ থেকে কিছুটা পানি বের করে নিয়েছিলাম। পুঁজ আর ব্যাকটেরিয়ায় ভরা একদম। নিশ্চিতভাবে ফোড়া বলে মনে হচ্ছিল, ক্যান্সার নয়।"

বার্নহার্টের শ্মশ্রুমন্ডিত মুখের দিকে তাকাল লিসা। ভদ্রলোক কিছুটা কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন নিজের ভালুকসদৃশ দেহটা নিয়ে লজ্জিত। তবে এই দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে একটা চক্রান্তের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, ডঃ লিন্ডহোম কে এই আলোচনায় আমন্ত্রণ করেননি তিনি।

"যক্ষ্মার ক্ষেত্রেও তো এ ধারণাগুলো মিলে যায়।" লিসা দাবি করল।

মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস নামক এক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে যক্ষ্মা হয়। ভয়াবহ ছোঁয়াচে এই রোগ। এমনও হতে পারে যে অনেকদিন ধরে এই জীবাণু রোগীর ভেতর সুপ্ত অবস্থায় থেকে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল। কয়েক বছর আগে আক্রান্ত লোকটার শরীরের ভেতর হয়তো টাইমবম্বের রূপ ধারণ করেছিল—তারপর বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শে এসে ওর ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা লাভ করে। শেষপর্যায়ে রোগী অবশ্যই সংক্রামক অবস্থায় ছিল।

অথচ লিসা অথবা ডঃ বার্নহার্ট-কেউই এখন কন্টামিনেশন স্যুট পরে নেই।

ওকে সতর্ক করা হয়নি কেন?

"যক্ষ্মা নয় এটা," স্বগতোক্তি করলেন তিনি। "আমাদের দলের সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ, ডঃ মিলার, জীবাণুকে সনাক্ত করতে পেরেছেন। সেরাশিয়া মারসেসেন্স, নিরীহ ব্যাকটেরিয়া। রোগ সৃষ্টি করার মতো ক্ষমতা নেই।"

পূর্বের আলোচনা মনে পড়ে গেল লিসার। স্বাভাবিক চামড়ার ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে আগের রোগীটার শরীরে পচন ধরেছে।

ওর চিন্তায় সায় দিলেন টক্সিকোলজিস্ট। "আবারও একই ঘটনা। একটা নিরীহ ব্যাকটেরিয়া ক্ষতিকর রূপ ধারণ করেছে।"

"কিন্তু ডঃ বার্নহার্ট, আপনি যেটা ধারণা করছেন..."

"আমাকে হেনরি ডাকতে পারো। আর আমি শুধু ধারণা করছি না, লিসা। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে আমি এরকম কেস খুঁজে বেড়াচ্ছি। এধরনের আরও দুজন রোগী

দেখেছি। ভয়াবহ আমাশয়ে আক্রান্ত একজন মহিলা, *ল্যাকটোব্যাসিলাস অ্যাসিডোফিলাস* দ্বারা সংক্রমিত। দই প্রস্তুতকারী এই ব্যাকটেরিয়া কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থাতে সবার অন্ত্রেই পাওয়া যায়। আরেকটা বাচ্চাকে দেখলাম খিঁচুনি হচ্ছে। *অ্যাসিটোব্যাক্টার অ্যাসেটি* বাসা বেঁধেছে ওর মস্তিষ্কে। অথচ এটা কিন্তু ভিনেগারে থাকা নিরীহ ব্যাকটেরিয়া।

চুপচাপ শুনে গেল লিসা। কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

"আর আমার মনে হয় না যে, এমন ঘটনা মাত্র এ কয়টাই।" হেনরি বললেন।

দ্বিমতের কোনও অবকাশ নেই। ডক্টরের কথার নির্মম সত্যতা উপলব্ধি করে লিসা মাথা নাড়ল। "তার মানে এমন কিছু একটা আছে, যা এই নিরীহ ব্যাকটেরিয়াগুলোকে আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে।"

"ঘরের শত্রু বিভীষণ। এমন অবস্থা চলতে থাকলে একসময় আর মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না।"

লিসা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"মানবদেহ একশ ট্রিলিয়ন কোষের সমন্বয়ে গঠিত। এর মাঝে মাত্র দশ ট্রিলিয়ন কোষ আমাদের নিজেদের। আর বাকি ৯০ শতাংশ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া আর অক্ষতিকর জীবাণু। এই বিচিত্র পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমরা বেঁচে থাকি। কিন্তু কোনওভাবে যদি এই ভারসাম্য নষ্ট হয়, যদি আমাদের বিরুদ্ধে চলে যায়...?"

"কিছু একটা করতে হবে।"

"সেজন্যেই তোমাকে এখানে ডেকেছি। কাজে অগ্রসর হতে হলে, তোমার সহকর্মীর ফরেনসিক ল্যাবটা ব্যবহার করতে হবে আমার আর ডঃ মিলারের। অনেকগুলো জরুরি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। ব্যাকটেরিয়াগুলোতে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা কি রাসায়নিক না জৈবিক? কীভাবে সেটার সমাধান করব? আর যদি এটা সংক্রামক হয়ে থাকে? তাহলে কীভাবে আইসোলেশন অথবা কোয়ারেন্টাইন করব?" দাঁড়ি চুলকাতে চুলকাতে বললেন ডঃ বার্নহার্ট। "উত্তরগুলো জানা দরকার। এখনই।"

ঘড়ি দেখল লিসা। মঙ্ক ইতিমধ্যেই একঘণ্টা দেরি করে ফেলেছে। হয়তো কাজের চাপে সময়ের কথা ভুলে গিয়েছে, অথবা দ্বীপের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখন তো আর ঘুরে বেড়ানোর সময় নেই।

হেনরির কথায় মাথা নাড়ল লিসা। "ডঃ কক্কালিসের সাথে বেতারমাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থা করছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব। ঠিক বলেছেন, কাজ শুরু করে দেয়া দরকার।"

কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল ও। মঙ্কের ফরেনসিক ল্যাবটা জাহাজের ওপরতলার কাছাকাছি অবস্থিত। ওর যন্ত্রপাতিগুলো আটানোর জন্য সবচেয়ে বড় কেবিনগুলোর একটা বরাদ্দ করে দিয়েছে সিগমা। কয়েকজন কর্মী তাদের বিছানা আর আসবাবপত্র সরিয়ে এই অস্থায়ী ল্যাবের জায়গা করে দিয়েছে। ডানপাশে মুখ করা একটা চওড়া

বারান্দাও আছে ল্যাবের সাথে। সেখানে দাঁড়িয়ে সূর্যের আলোর স্পর্শ পেতে ইচ্ছা করল লিসার। যদি মৃদু বাতাসে নিজেকে মেলে ধরা যেত! ভয়কে মোকাবেলা করার জন্য এমন কিছু একটা দরকার ওর।

লিসা জাহাজের এলিভেটরের দিকে এগোল। পেইন্টারকে আবারও ফোন করতে হবে। এতবড় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে পারছে না ও। সিগমার রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট টিমের পূর্ণ সমর্থন প্রয়োজন।

আর তাছাড়া পেইন্টারের কণ্ঠ শুনতে ইচ্ছা করছে।

এলিভেটরের বোতাম চেপে ধরল ও।

সাথে সাথে জাহাজের অপর পাশ থেকে তীব্র গর্জন প্রতিধ্বনিত হলো, যেন লিফটের বোতাম কোনও বোমের সাথে সংযুক্ত। নৌকার মাধ্যমে সাগরতীর থেকে জাহাজে যাত্রী পারাপার করা হয় ওদিকটায়।

কোনও দুর্ঘটনা ঘটল নাকি?

"কিসের শব্দ ওটা?" হেনরি জিজ্ঞাসা করলেন।

দ্বিতীয়বারের মতো বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। এবার আরও জোরে, ওদের পাশ থেকে। জাহাজের অগ্রভাগের কোনও অংশ থেকে ভেসে এলো শব্দটা। দূর থেকে চিৎকার ভেসে এল। তারপর একটা পরিচিত শব্দ শুনতে পেল লিসা, কান ফাটানো গোলাগুলির আওয়াজ।

"কেউ আমাদের আক্রমণ করেছে।" লিসা বলল।

দুপুর ১:৪৫

খাড়া ঢাল বেয়ে মরীচা পড়া ল্যান্ড রোভারটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মঙ্ক, তীব্র ঝাঁকুনি তুলে ছুটে চলেছে। ফসফেট খনির কাছাকাছি একটা পার্কিং লটে পড়ে থাকা এই পুরনো ট্রাকটা মেরে দিয়েছে ও। দ্বীপের অধিবাসীদের কেউ ফেলে রেখে গিয়েছিল। খনির পেছনের একটা এবড়ো থেবড়ো রাস্তা ধরে উপকূলীয় শহরের দিকে ছুটে চলেছে ওরা।

পাশে বসা ডঃ গ্রাফ, এক হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে গাড়ির ছাদের হাতল। "আস্তে চালাও, মঙ্ক।"

ওর কথায় পাত্তা দিল না মঙ্ক। তাড়াতাড়ি উপকূলে পৌছাতে হবে।

কিছুক্ষণ আগে খনির একটা ওয়ার্কশপে ঢুকে ফোন করার চেষ্টা করেছিল ওরা, কাজ হয়নি। দ্বীপের লোকজনকে সরিয়ে নেবার পর খাঁ খাঁ করছে এদিকটা। একটা ঝুপড়ির ভেতরফার্স্ট এইড কিট খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল অবশ্য। গ্রাফের গুলি খাওয়া কাঁধে অ্যান্টিবায়োটিক মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ মোড়ানো হয়েছে।

এখনও কোলের ওপর ফার্স্ট এইডের বাক্সটাকে ধরে রেখেছে গ্রাফ। খালি করে ফেলার পর, কাঁকড়া রাখার খাঁচা হিসেবে দারুণ মানিয়ে গেছে ওটা।

জঙ্গলের পথের বাক ধরে নামতে গিয়ে হঠাৎ সামনে ঝুঁকে গেল ওদের ট্রাক। কয়েক মুহূর্তের জন্য পেছনের দুই চাকা শূণ্যে উঠে গিয়েছিল, তারপর ঝাঁকুনি খেয়ে সোজা নেমে গেল একদম।

খাবি খেল গ্রাফ, "জঙ্গলের ভেতর পুঁতে ফেলতে চাও নাকি?"

গতি কমিয়ে আনল মস্ক। গ্রাফের কথায় নয়, রাস্তাটা এখানে শেষ হয়ে গিয়েছে। সামনে একটা বাঁধানো আড়াআড়ি পথ। হাইওয়ের একদম দূরবর্তী প্রান্তে এসে পড়েছে ওরা। উত্তরে ফ্লাইং ফিস কোভ। আর দক্ষিণে শহরের মূল অংশ–হোটেল, চাইনিজ রেস্টুরেন্ট আর বারে ভরা।

তবে ফ্লাইং ফিস কোভকে ছাপিয়ে মস্কের সমস্ত মনোযোগ সমুদ্রের পানিতে নিবদ্ধ। দ্য মিস্ট্রেস অফ দ্য সীজ-কে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে জ্বলন্ত জাহাজ, বিস্ফোরিত ইয়াট আর অস্ট্রেলিয় কোস্টগার্ড কাটারের ধ্বংসাবশেষ। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গিয়েছে মধ্য দুপুরের আকাশ। কয়েকটা স্পিডবোট ক্ষুধার্ত হাঙ্গরের মতো চারপাশে গর্জে বেড়াচ্ছে।

একটা হলদে লাল হেলিকপ্টার, ইউরো কপ্টার এস্টার, কোভের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্ষ্যাপা ভীমরুলের মতো করে এগিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে। সামনের খোলা দরজা থেকে যে হারে গুলি বর্ষিত হচ্ছে, তাতে করে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে-মিত্রপক্ষের নয় এই বাহন।

পর্বতের চড়াই উৎরাই বেয়ে নামার সময়, সাগরের বুকে অতির্কিত আক্রমণের দৃশ্যের এক ঝলক দেখতে পেল মস্ক: বিস্ফোরণ, বন্দুকের গুলির ঝাপটা আর জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। বিস্ফোরণের শব্দ দূর থেকে ভেসে আসা আতশবাজির মতো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ওদের ট্রাকের কাছে এসে।

বুম...বুম...বুম....

উত্তরদিক থেকে বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেল হঠাৎ। আগুনের শিখা আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে এল। ঝমঝম করে উঠল ল্যান্ড রোভারের জানালা।

"টেলস্ট্রা সাবস্টেশন," গ্রাফ বলল। যোগাযোগের সব মাধ্যম বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে ওরা।"

সেটেলমেন্টের অন্যান্য অংশেও আগুন জ্বলছে। কোনও সাধারণ জলদস্যুর কাজ নয় এগুলো। একেবারে পরিকল্পিত আক্রমণ।

কী পরিচয় ওদের?

গিয়ার পাল্টাল মস্ক। উপকূলীয় রাস্তা ধরে শহরাঞ্চল ছাড়িয়ে সামনে এগোতে শুরু করল।

"তুমি কোনদিকে?...." গ্রাফ জিজ্ঞাসা করল।

মোড় ঘুরল মস্ক। জঙ্গলের ভেতর কয়েক একরজুড়ে গড়ে তোলা ছোট্ট একটা হোটেল আছে সামনে। ম্যাংগো লজ এন্ড গ্রিল লেখা একটা সাইনবোর্ডের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল ও। আস্তেধীরে চালিয়ে গেল এর পরের পথটুকু। চোখের সামনে ভেসে

উঠল হোটেলটা–দোতলা বিল্ডিং, সাথে কয়েকটা বারান্দাওয়ালা ঘর। একটা সুইমিং পুল দেখা যাচ্ছে সামনে।

জায়গাটা একদম নির্জন।

"তুমি এখানে নিরাপদ থাকবে," ব্রেক চেপে বলল মঙ্ক। হোটেলের নমের সাথে মিল রেখে গেটের পাশে বড় একটা আমগাছ। সেই ছায়াঘেরা জায়গাটায় এসে গাড়ি থামাল ও। তারপর নেমে পড়ল একলাফে।

"দাঁড়াও!" দরজার সাথে ধস্তাধস্তি করতে করতে শেষপর্যন্ত খুলতে পারল গ্রাফ। ল্যান্ড রোভার থেকে বেরিয়ে মঙ্কের পেছনে ধাওয়া করতে লাগল।

মঙ্ক থামল না। সৈকতের দিকে দৌড়াতে লাগল ও। সাগরপাড়ের অন্যান্য হোটেলের মতো ম্যাঙ্গো হোটেল এন্ড লজের অতিথিদের চাহিদামাফিক সুব্যবস্থা রয়েছেঃ স্নোরকেলিং, কায়েকিং, সেইলিং। কাঠামোর পেছনদিকে হোটেলের মূল কার্যক্রম কেন্দ্র দেখতে পেল মঙ্ক। সিন্ডার ব্লক নির্মিত একটা ঘর, ওপরে খড়ের ছাদ।

দৌড়ানোর সময় পুল পরিষ্কার করার একটা আঁকশি তুলে নিয়েছিল মঙ্ক। সেটার আঘাতে কাচের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও।

পেছন পেছন চলে এলো গ্রাফ। মঙ্ক একটানে ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। সুদীর্ঘ তালগাছের পাতায় কাঁপন তুলে হেলিকপ্টার উড়ে গেল ওদের মাথার ওপর দিয়ে। তারপর টহল দেবার উদ্দেশ্যে উপকূলের দিকে ফিরে গেল।

"চোখের আড়ালে থাক!" গ্রাফকে সতর্ক করে দিল মঙ্ক।

সজোরে মাথা নাড়ল গ্রাফ।

মঙ্ক চারদিকে দেখে নিল। তোয়ালা, সানগ্লাস, সানট্যান অয়েল আর বিবিধ জিনিসপত্রে ঘরটা ঠাসা। ভেতরে নারিকেল আর ভেজা মাটির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কাউন্টারের সামনে ঘুরে একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। আরাধ্য বস্তুটা দেখতে পেল তখনই।

পেছনের দেয়ালে ঝুলে আছে স্কুবা গিয়ার।

পায়ের বুটজুতো ছিটকে খুলে ফেলল মঙ্ক।

ঘরের একপাশে সমুদ্র সৈকত, সেদিকে একটা শাটার লাগানো দরজার সামনে সারিবদ্ধভাবে রাখা আছে প্রমোদ সামগ্রী। প্যাডেলবোট আর একজোড়া কায়াক,-কে পাশ কাটিয়ে একটা জেট স্কির সামনে এসে থামল ও। একটা চাকাযুক্ত ট্রেইলারের ওপর রাখা আছে ওটা, শুধু পানিতে নামার অপেক্ষায়। কপাল ভালো যে, দ্বীপের এই পাশের সাগর এখনও পরিষ্কার আর বিষমুক্ত।

গ্রাফের দিকে ঘুরে তাকাল মঙ্ক। "তোমার সাহায্য প্রয়োজন।"

আঠারো মিনিট পর, মঙ্ককে দরজার কাঁচে কনুই ঘষতে দেখা গেল। কাঁচের সাথে ঘষা খেয়ে ওর ভেজা স্যুট ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করছে। হেলিকপ্টারটা ফ্লাইং ফিস কোভ থেকে উত্তরে উড়ে যাবার অপেক্ষায় আছে ও।

অবশেষে লেজ ঘুরিয়ে হেলিকপ্টারটা ক্রুজ শিপের দিকে ফিরে যেতে লাগল।

"চল। এবার যাওয়া যাক!"

ঝুঁকে বসে দরজার শাটার ওপরে তুলে দিল মঙ্ক। এরপর দুজন মিলে টেনে বের করল ট্রেইলারটাকে। গ্রাফ এক হাতের সাহায্যে জেট স্কি ক্রাফট কে ট্রেইলার থেকে আলগা করার চেষ্টা করছে, এই ফাঁকে দৌড়ে ভেতরে ঢুকল মঙ্ক। বিসি ভেস্ট আর ট্যাঙ্ক পরে নিয়ে সেগুলো ঢাকার জন্য তার ওপর একটা উইন্ডব্রেকার জ্যাকেট চড়াল।

হাঁপাতে হাঁপাতে সাগরের কাছে ফিরে এসে ও গ্রাফকে জেট স্কি নামাতে সাহায্য করল এরপর। নির্দেশনা দিল ওকে, "লুকিয়ে থেকো। আর যদি যোগাযোগের কোনও মাধ্যম, রেডিও অথবা অন্যকিছু খুঁজে পাও, তাহলে কর্তৃপক্ষকে খবর দেবে।"

মাথা নাড়িয়ে সায় দিল গ্রাফ, "সাবধানে থেকো।"

এক মুহূর্ত পরেই ইঞ্জিন চালু করে স্মিথ পয়েন্ট বীচের দিকে ছুটতে শুরু করল মঙ্ক। গ্রাফ খালি ট্রেইলারটা গ্যারেজে ঠেলে নিয়ে গেল।

সিটের ওপর ঝুঁকে থেকে ক্রাফটটাকে তীব্রবেগে ছুটিয়ে নিচ্ছে মঙ্ক। বাতাসের দাপটে উইন্ডব্রেকার পতপত করে কাঁপছে। সাগরের নোনা পানি ছিটকে এগোতে এগোতে চোখের সামনে স্মিথ পয়েন্ট ভেসে উঠল।

কোভের দূরবর্তী পাশে ঘেরাও করা শুভ্র দুর্গের মতো দেখা যাচ্ছে মিস্ট্রেস অফ দ্য সীজ কে। পানি থেকে ভেসে আসছে তেল আর ধোঁয়ার আস্তরণ। এমনকি জাহাজঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পুরো জায়গা জুড়ে জলদস্যুদের স্পিডবোটের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

ওরা শিকারে নেমেছে।

ক্ষীপ্র টর্পেডোর মতো সেই কোলাহলের ভেতর ঢুকে পড়ল মঙ্ক।

দুপুর ২:০৮

"কিছু একটা করতে হবে তো," লিসা বলল।

"আপাতত, শক্ত হয়ে বসে থাকো," হেনরি বার্নহার্ট একে সতর্ক করলেন।

বাইরের দিকের একটা খালি কেবিনের ভেতর লুকিয়ে আছে দুজন। ঘরের দুই পোর্টহোলের একটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লিসা আর হেনরি দাঁড়িয়েছেন দরজার পাশে।

ঘণ্টাখানেক আগে তারা দৌড়ে পালিয়েছে। পুরো জাহাজ জুড়ে হইচই। উর্দিপরা কর্মচারী, উন্মত্ত যাত্রীদল, রোগী, সুস্থ মানুষ–হলে এসে ভিড় জমিয়েছে সবাই। স্নায়ু কাঁপানো এলার্মের উচ্চ নিনাদে যেন বিস্ফোরণ আর গোলাগুলির শব্দ ঢাকা পড়েছে।

এদিকে মুখোশপরা বন্দুকধারীরা হল থেকে সবাইকে সরিয়ে দিচ্ছে। একের পর এক–সামান্য বাঁধা দিলে অথবা নড়তে চড়তে দেরি করলে, সাথে সাথে গুলি। লিসা আর হেনরি কোলাহল টের পাচ্ছিল–মানুষের আর্তচিৎকার, গোলাগুলির শব্দ, ওপরের ডেকে মানুষের হুড়োহুড়ি করে ছুটে বেড়ানোর শব্দ। আরেকটু হলেই গুলি খেতে

পারত। কোনওরকমে জাহাজের শোরুম আর নিচের আরেকটা হলওয়ের ভেতর দিয়ে প্রাণপনে দৌড়ে এসে নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছে।

কতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবে, তা ওদের জানা নেই।

এত দ্রুত মিস্ট্রেস অফ দ্য সীজ-এর দখল নেয়া দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, জাহাজের কর্মীদের কয়েকজন জড়িত আছে এ ঘটনায়।

পোর্টহোল জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল লিসা, চারদিকে আগুন জ্বলছে। মরিয়া হয়ে ওঠা কয়কজন যাত্রীকে ওপরের বারান্দা থেকে পানিতে ঝাপিয়ে পড়তে দেখা গেল, সাঁতরে তীরে ওঠার প্রত্যাশা।

কিন্তু চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অস্ত্রধারী স্পিডবোট। পালাবার কোনও পথ নেই।

কেন হচ্ছে এরকম? কী শুরু হয়েছে?

অবশেষে এলার্মের আওয়াজ থেমে গেল। চারিদিকে কেমন যেন ভারী, মন খারাপ করা নিস্তব্ধতা নেমে এল। বাতাসও যেন ঘন হয়ে উঠেছে।

হেনরি আর লিসার ভেতর চোখাচোখি হলো হঠাৎ।

ঘরের স্পিকার একটা থমথমে কণ্ঠ বেজে উঠল, মালয়েশিয়ান ভাষায় কথা বলছে কেউ। লিসা ভাষাটা বোঝে না। হেনরিকেও অবুঝের মাথা নাড়তে দেখল। এরপর ম্যান্ডারিন ভাষায় একই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করা হলো। এই দু'টো ভাষাই দ্বীপে বহুল প্রচলিত।

অবশেষে ইংরেজি বেছে নিল ঘোষণাকারী।

"জাহাজটা এখন আমাদের। প্রত্যেকটা ডেকে পাহারা বসানো হয়েছে। হলে কাউকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেয়া আছে। আমাদের কথা শুনলে কারো ক্ষতি করা হবে না।"

ঘোষণা থেমে গেল। দরজাটা ভালোভাবে বন্ধ আছে কিনা দেখে নিয়ে লিসার দিকে এগোল হেনরি। "আমাদের জাহাজটা ছিনতাই হয়েছে। অনেকদিন ধরে পরিকল্পনা করে রেখেছিল কেউ।"

অ্যাকিল লউরো'র কথা মনে পড়ে গেল লিসার। ১৯৮৫ সালে ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসীদের হাতে ছিনতাই হয়েছিল এই ক্রুজ শিপ। ২০০৫ সালে, আফ্রিকান উপকূলে সোমালিয়ান জলদস্যুদের খপ্পরে পড়েছিল আরেকটা ক্রুজ শিপ।

জানালা দিয়ে পানির ওপর টহলরত স্পিডবোটগুলোকে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করল লিসা। মুখোশ পরা বন্দুকধারীদের নিয়ন্ত্রনে চলছে ওগুলো। দেখে জলদস্যু মনে হলেও, লিসার মনে অন্য একটা সন্দেহ দানা পাকিয়ে উঠছে।

জলদস্যুদের কর্মকাণ্ড এত সাজানো গোছানো হবার কথা না।

"অবশ্যই," হেনরি বললেন। পুরো জাহাজ তন্নতন্ন করে খুঁজবে ওরা, সবকিছু হাতিয়ে নেবে, তারপর দ্বীপে পালিয়ে যাবে আবার। ওদের সামনে না পড়ে যদি আমরা বেচে থাকতে পারি..."

স্পিকারে নতুন একটা কণ্ঠ বেজে উঠল। এবার ইংরেজিতে, মালে অথবা ম্যান্ডারিনে পুনরাবৃত্তি করা হলো না আর।

"যাদের নাম ঘোষণা করছি, তারা জাহাজের ব্রিজে চলে আসুন। পাঁচ মিনিটের ভেতর আপনাদের এখানে আশা করছি। মাথার ওপর হাত তুলে রেখে আসবেন। আপনাদের প্রতি মিনিট দেরির জন্য দুইজন করে নিরীহ যাত্রী মেরে ফেলা হবে। আগে বাচ্চাদের গুলি করব আমরা।"

একে একে নাম ঘোষণা করা হলো-

ডঃ জিন লিন্ডহোম।

ডঃ বেঞ্জামিন মিলার।

ডঃ হেনরি বার্নহার্ট।

ডঃ লিসা কামিংস।

"আপনাদের হাতে পাঁচ মিনিট সময় আছে।"

আবার নীরব হয়ে গেল সবকিছু।

লিসা এখনও পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। "সাধারণ ছিনতাই হতে পারে না।"

আর এরা কোনও সাধারণ জলদস্যুও নয়।

জানালা থেকে মুখ ফেরানোর আগে, হঠাৎ একটা জেট স্কি দেখতে পেল ও, পানির ওপর দিয়ে ক্রুজ শিপের দিকে ছুটে আসছে। পেছনদিকে বয়ে চলা লম্বা পানির ধারা দেখে সহজেই চিহ্নিত করা যাচ্ছে ওটা, চালককে দেখা যাচ্ছে না যদিও। মাথা নিচু করে রেখেছে লোকটা।

এহেন আচরণের যথাযথ কারণও আছে।

ওকে তাড়া করে চলেছে দুটো স্পিডবোট, অগ্নিশিখা আর ধোঁয়া ভেদ করে এগিয়ে আসছে। গোলাগুলির ঝলক দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে।

জেট স্কি আরোহীর বোকামি দেখে মাথা ঝাঁকাল লিসা।

ক্রুজ শিপের ওপর একটা হেলিকপ্টার দেখা যাচ্ছে, জেট স্কির দিকে এগিয়ে চলেছে ক্রমশ। দেখতে না চেয়েও কেমন যেন একটা একটা আকর্ষণ অনুভব করল ও। লোকটার আত্মঘাতি অভিযানের শেষ পরিণাম জানতে ইচ্ছা করছে।

একদিকে কাত হলো হেলিকপ্টার, পাশের দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে একরাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে বেরিয়ে এলো বিস্ফোরক...গ্রেনেড লঞ্চার।

ছটফট করে উঠল লিসা, চোখের সামনে জেট স্কি বিস্ফোরিত হয়ে চারদিকে আগুনের গোলায় আর ঝলসানো ধাতবখন্ড ছিটকে পড়ল।

কাঁপতে কাঁপতে পাশ ফিরল ও, নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে। হেনরির দিকে তাকিয়ে ভাবল, আর কোনও উপায় নেই।

এবার তাহলে যাওয়া যাক।

দুপুর ২:১২

সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়েছে মঙ্ক, ওয়েট বেল্ট আর ট্যাঙ্কের ভারে বেশ খানিকটা তলিয়ে গিয়েছে। ছটফট না করে, দম আটকে রেখেছে ও। মাথার ওপর সাগরের নীল পানি আগুনে জ্বলজ্বল করছে। এদিক ওদিক ভেসে বেড়াচ্ছে গুড়িয়ে যাওয়া জেট স্কির টুকরাগুলো।

মঙ্ক অনেক কষ্টে গা থেকে উইন্ডব্রেকার খুলে ফেলতে পারল। এখন আর ট্যাঙ্কগুলো লুকিয়ে রাখার কোনও কারণ নেই। স্কুবা মাস্ক তুলে ধরে সামনের দিকে হাত বাড়াল, নাগালে এসে পড়ল এয়ার হোস। রেগুলেটরের সাহায্যে মাস্ক পরিষ্কার করে ঠিকমতো এঁটে নিল তারপর।

চোখের সামনের ঘোলা দৃশ্যপট পরিষ্কার হয়ে গেল সহসাই। রেগুলেটর ঠিকমতো বসিয়ে প্রথমবারের মতো শ্বাস নিতে পারল ও।

স্বস্তির নিঃশ্বাস!

প্রতারণার চেষ্টা কি আসলেই কাজে লাগাতে পেরেছে?

কিছুক্ষণ আগে হেলিকপ্টারটা ওর দিকে বাজপাখির মতো ধেয়ে আসার সময়, একজন বন্দুকধারীকে দেখতে পেয়েছিল মঙ্ক। ওর দিকে গ্রেনেড লঞ্চার তাক করতে দেখে একদম শেষ মুহূর্তে জেট স্কি উল্টে ফেলেছিল। তার নিচ দিয়ে সমুদ্রের গভীরে ঝাপিয়ে পড়ে শেষ রক্ষা হয়েছে। বিস্ফোরণের শব্দ হাতুড়ির মতো আঘাত করেছিল ওর মাথার ভেতর। মঙ্ক অনেকটা গভীরে ডুবে আছে। ফ্লাইং ফিস কোভে নোঙর ফেলার শেষসীমা বেশ গভীর, প্রায় ৩০ মিটার। তবে অতটা গভীরে যায়নি ও।

ট্যাঙ্কের বাতাসের সাহায্যে পরনের বিসি ভেস্ট ফুলিয়ে নিল মঙ্ক। ঘাড় উঁচু করে টহলরত স্পিড বোটের তলা দেখতে পেল। বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছে ওগুলো, জেট স্কির আরোহীকে খুঁজছে। ভেসে উঠতে দেখলেই গুলি করবে।

তবে ভেসে ওঠার কোনও পরিকল্পনা নেই মঙ্কের। সত্যিই যদি ওর চালাকিটা কাজে লেগে থাকে, তাহলে শত্রুদের কেউ স্কুবা গিয়ারের কথা জানে না। পাশ ফিরে হাতে বাঁধা উজ্জ্বল কম্পাসটা দেখে নিল ও, ঠিক করে রাখা গতিপথ ধরে এগোল।

গন্তব্য-মিস্ট্রেস অফ দ্য সীজ।

৫
লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড
৫ জুলাই, রাত ১:৫৫
ওয়াশিংটন ডিসি

"এই গাড়িতে করে এ পর্যন্তই যাওয়া সম্ভব," গ্রে বলল।

গত সাত মিনিট ধরে গ্লোভার আর্চিবোল্ড পার্কের ভেতর দিয়ে থান্ডারবার্ড গাড়িটাকে টেনেহিঁচড়ে এত দূর নিয়ে এসেছে সে। আগাছায় ভর্তি রাস্তাটা বেশ পুরনো। ঝোঁপঝাড়ে ঘষা লেগে গাড়ির দু'পাশে একের পর এক আঁচড় পড়ছিল। ইতিমধ্যে সামনের বাঁ পাশের চাকাটা পাংচার হয়ে গাড়ির গতিও কমে গিয়েছে। নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

বেশিরভাগ মানুষই ওয়াশিংটন ডিসিকে ঐতিহাসিক স্থাপনা, অভিজাত বিপণি আর যাদুঘরে সমৃদ্ধ শহর ভাবে। তবে শহরের ভেতর দিয়ে প্রায় হাজার একর জায়গা জুড়ে একের পর এক পার্ক চলে গিয়েছে গ্লোভার আর্চিবোল্ড পর্যন্ত, যার শেষ হয়েছে পটোম্যাক নদীর তীরে।

নদীর তীর থেকে দূরে সরতে শুরু করেছিল গ্রে। অনেক বড় আর খোলামেলা এই জায়গাটা। পার্কের ঘরবাড়িগুলোর পেছন দিয়ে গভীর বনের ভেতর একটা পুরনো রাস্তা ধরে সে এত দূর এসেছে। বন ধীরে ধীরে আরও গভীর হয়ে উঠছিল, লুকানোর জন্য এই রাস্তা বেছে নেয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না। ইতিমধ্যে থান্ডারবার্ডের তিনটা চাকাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে প্রায়।

এর চেয়ে বেশি দূর গাড়িতে করে যাওয়া সম্ভব নয়—ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গতি কমিয়ে নিল গ্রে। ছোট্ট একটা উপত্যকার মতো জায়গায় ছিল তারা। দু'পাশে খাড়া খাড়া গাছে ছাওয়া পাহাড়। সামনে উপত্যকার সাথে আড়াআড়িভাবে চলে গিয়েছে ব্যবহারের অযোগ্য রেললাইন। গ্রে মরিচা পড়া লোহা আর কাঠের তৈরি সেতুর নিচ দিয়ে থান্ডারবার্ডকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যে সিমেন্টের দেয়ালটা রেললাইনকে একটু উঁচুতে ধরে রেখেছে, তার ঠিক সামনে গাড়ি ব্রেক করল সে।

"সবাই বের হও। এখান থেকে পায়ে হেঁটে যাব আমরা।"

তারা আর চাঁদের রুপালি আলোয় দূরের রেললাইনটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। কাঠের টুকরো দিয়ে নির্দেশিত একটা পায়ে চলা পথ চলে গিয়েছে সেদিকটায়। রাস্তাটাকে একটা সুড়ঙ্গ বললেই বেশি মানায়, ঠিক যেন গভীর বনের ভেতরে সযত্নে কেঁটে নেওয়া এক টুকরো পথ। লুকোনোর জন্য আদর্শ জায়গা।

ওরা যে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, তার ঠিক উল্টো দিকে জরুরি কাজে ব্যবহৃত গাড়িগুলোর সাইরেন বাজছিল। রাতের আকাশে কমলা রঙের একটা আলোর ছটা দেখতে পেয়ে সেদিকে তাকাল গ্রে। নিশ্চয়ই কোনও বাড়িতে আগুন লেগেছে।

বনের অন্ধকার ঘোচেনি তাতে। কয়েকস্তরের কালো রঙে আঁকা একটা ছবির মতো দেখাচ্ছে চারপাশ।

নাসের আর ওর গুপ্তঘাতক দল যেকোনো জায়গায় থাকতে পারে। সামনে বা পেছনে-যেকোনো জায়গায়। কাছাকাছিও চলে আসতে পারে যেকোনো সময়।

বুক কাঁপতে লাগল ওর। নিজের জন্য নয়, মা বাবার জন্য। বিপদসীমা থেকে দূরে নিরাপদ কোনও জায়গায় পাঠাতে হবে তাদের। আর সেটা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে শেইচানকে সরিয়ে ফেলা।

সেলফোন থাকা স্বত্ত্বেও সিগমার কেউ অথবা ডিরেক্টর ক্রো'র সাথে যোগাযোগ করাটা মোটেও উচিত হবে না এখন। তাদের ভেতরের গোপন কথাবার্তা, কীভাবে যেন অন্য কেউ জেনে ফেলেছিল–সেফহাউসের অতর্কিত আক্রমণ সেটাই প্রমাণ করে। লুকিয়ে থাকতে হবে ওকে। আর শেইচানের জন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে। মা অবশ্য একটা বুদ্ধি দিয়েছিলেন। সেই পরিকল্পনা কাজে লাগাতে গ্রে দু'বার ফোনও করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। তার ঠিক পরেই, মা'র সেলফোনের ব্যাটারি খুলে ফেলেছে ও, কেউ যাতে খুঁজে বের করে ফেলতে না পারে।

"মরফিনে মনে হয় একটু কাজ হয়েছে। মেয়েটাকে এখন একটু শান্ত মনে হচ্ছে।" গাড়ির পেছনের সিট থেকে বলেছিলেন মা। গাড়ি থামানোর পর, পেছনে গিয়ে কোয়ালস্কির সাথে বসেছেন তিনি। তাদের মাঝখানে মরার মতো পড়েছিল শেইচান। সেফহাউস থেকে যোগাড় করা মরফিন ইনজেকশান দেয়া হয়েছিল ওকে।

"সত্যি সত্যি এখান থেকে পালাতে হলে, শেইচানকে কোলে করে নিতে হবে।" গ্রে বলল।

"আমি ওকে টানতে পারব," কোয়ালস্কির তাৎক্ষণিক উত্তর।

স্ত্রীকে গাড়ি থেকে বের হতে সাহায্য করলেন গ্রে'র বাবা। গাড়ির অবস্থা দেখে আক্ষেপে মাথা নাড়ছিলেন তিনি।

কোয়ালস্কি শেইচানকে কোলে তুলে নিল। এই অন্ধকারেও ওর পেটের কালচে রক্ত লক্ষ্য করল গ্রে। আকস্মিক নড়াচড়ায় জেগে উঠল শেইচান, নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা শুরু করে দিল। মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গেল কোয়ালস্কি। ততক্ষণে চেঁচিয়ে উঠে ওর গালে ঘুঁষি বসিয়ে দিয়েছে মেয়েটা।

"এই মেয়ে....," আরেকটা আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে বাঁচাতে হুঙ্কার দিয়ে উঠল বিশালদেহী কোয়ালস্কি।

শেইচান এশিয়ান আর ইংরেজি ভাষা মিশিয়ে চিৎকার করতে শুরু করল।

"একে চুপ করাও।" অন্ধকার বনের দিকে একনজর তাকিয়ে বলে উঠলেন গ্রে'র বাবা। তার চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ।

শেইচানের মুখ চেপে ধরার চেষ্টা করাতে, কোয়ালস্কির হাতে কামড় বসিয়ে দিল ও। সাথে সাথে হাত সরিয়ে গালি দিয়ে উঠল কোয়ালস্কি। শেইচানের রাগ আর চিৎকার আরও বেড়ে গেল এরপর। গ্রে'র মা এগিয়ে এলেন, ব্যাগ হাতড়াতে হাতড়াতে বললেন, "আমার কাছে আরও এক ডোজ মরফিন আছে।"

মাথা নেড়ে মাকে থামতে বলল গ্রে। শেইচানের শরীর থেকে প্রচুর রক্ত ঝরেছে। মরফিন শ্বাস প্রশ্বাসের হার কমিয়ে দেয়, একটু অনিয়ম হলে অনেক সময় রোগী মারাও যেতে পারে, তাই মেয়েটাকে দ্বিতীয়বার মরফিন দেয়া ঠিক হবে না। কিছু প্রশ্নের উত্তর জানা বাকি এখনও। মায়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলে উঠল গ্রে, "স্মেলিং সল্ট।" কোয়ালস্কি জরুরি মেডকিটের উপাদানগুলোর নাম উল্লেখ করার সময় স্মেলিং সল্টের কথা বলেছিল–সেটা মনে আছে ওর।

মা মাথা নাড়লেন, কিছুক্ষণ ব্যাগ হাতড়ে কয়েকটা ক্যাপসুল বের করে দিলেন গ্রেকে। একটা ক্যাপসুল হাতে নিয়ে কোওয়ালস্কির পাশে চলে এলো সে।

লোকটার এক গালে রক্তাক্ত চেরা দাগ পড়ে গিয়েছে। গুঙিয়ে উঠল সে, "হে ঈশ্বর! এই মেয়েকে সুবুদ্ধি দিন।"

শেইচানের কয়েক গোছা চুল মুঠি করে ধরে কাছে টেনে আনলো গ্রে। তারপর ক্যাপসুলটা ভেঙ্গে ওর নাকের নিচে ধরল। মেয়েটা মাথা টেনে নেওয়ার চেষ্টা করল কয়েকবার, ধস্তাধস্তি করল। কিন্তু গ্রে শক্ত হাতে ক্যাপসুলটা ওর উপরের ঠোঁট ধরে রাখল। আচমকা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল শেইচান, এক হাত দিয়ে ওকে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করল। গ্রে তবুও ছাড়ল না।

"যথেষ্ট হয়েছে..." হঠাৎ কেশে উঠে গ্রে'র হাত ধরে বলল শেইচান। মেয়েটার আঙুলের জোর টের পেয়ে গ্রে হতবুদ্ধি হয়ে গেল, হাত ছেড়ে দিল চট করে।

"আমাকে একটু নিঃশ্বাস নিতে দাও। একটুখানি স্থির হতে দাও।"

গ্রে কোয়ালস্কির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, কোনও কিছু দুইবার বলতে হয় না ওকে। শেইচানের কাঁধের নিচে হাত দিয়ে ধরে দাঁড় করানো হলো। ভুল ভেবেছিল মেয়েটা, তখনো পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়ানোর মতো শক্তি আসেনি ওর শরীরে। বিশাল মানুষটার কাঁধে একরকম ঝুলেই থাকল ও।

বিব্রতভাবে চারপাশে তাকাল একবার।

"আমি...স্মারকস্তম্ভ...," ভীষণ দুশ্চিন্তার সঙ্গে বলে উঠল সে।

গ্রে এই স্মারকস্তম্ভের কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত, "ভেঙ্গে গিয়েছিল, আমি বাসায় রেখে এসেছি। পরে একসময় নিয়ে আসলেই হবে।"

কথাটা যেন বুলেটের চেয়েও বেশি জোরে আঘাত করল শেইচানকে।

গ্রে'র মা এতক্ষণ চুপচাপ ওদের কথাবার্তা শুনছিলেন।

"তোমরা কি ওই ভাঙ্গা জিনিসটার কথা বলছ?", এগিয়ে এসে নিজের ব্যাগে একটা থাবা দিয়ে বললেন, "ব্যান্ডেজ আনতে গিয়ে সাথে করে নিয়ে এসেছি ওটা। বেশ পুরনো আর দামি জিনিস মনে হচ্ছিল।"

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল শেইচান। চোখ বুজে মাথা ঝাঁকাল একটু। ক্লান্তিতে মাথাটা ঝুঁকে পড়ল একদিকে।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

"কী এমন মাহাত্ম্য এই জিনিসটার?", গ্রে জিজ্ঞেস করল।

"এটা...হতে পারে পৃথিবীর রক্ষাকর্তা। যদি এতক্ষণে দেরি না হয়ে যায়", শেইচান বলল।

গ্রে তার মায়ের ব্যাগটার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে আবার শেইচানের দিকে ফিরল, "কী বোঝাতে চাইছ তুমি?'

দুর্বলভাবে হাত ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল মেয়েটা, "এত সহজে বোঝানো সম্ভব না। তোমার সাহায্যের দরকার...এখান থেকে...যত দ্রুত সম্ভব সরে যেতে হবে।'

শেইচান আবার অজ্ঞান হয়ে গেল, বুকে এসে ঠেকল চিবুক। কোয়ালস্কি কোনওরকমে ধরে রাখল ওকে।

আরেকটা স্মেলিং সল্টের ক্যাপসুল মেয়েটার নাকে ধরার লোভ সামলাতে পারছে না গ্রে। কিন্তু মেয়েটার কোনও ক্ষতি হোক, সেটাও চায় না ও। এখনও ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে। মা-ও একই কথা ভাবছে বলে গ্রের মনে হলো। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন তিনি, "হাসপাতাল এখান থেকে খুব একটা দূরে না।"

রেললাইনের ওপারে নিকষ আঁধারের দিকে তাকাল গ্রে। থান্ডারবার্ডটাকে উত্তরদিক বরাবর চালিয়ে নিয়ে আসার আরেকটা কারণ এটা। মিসেস হ্যারিয়েট বলেছিলেন, এদিকে একটা হাসপাতাল আছে। গ্লোভার-আরচিবোল্ড পার্ক থেকে একটু দূরে জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস চালু হয়েছে। বনের ঠিক প্রান্তে স্কুলের হাসপাতাল। ওর মায়ের এক প্রাক্তন ছাত্র সেখানে চাকুরি করে। ইস! যদি গোপনে যাওয়া যেত! অবশ্য ঠিক জায়গায় পৌঁছানোর শতভাগ নিশ্চয়তা নেই। এই পার্ক থেকে বের হওয়ার এক হাজারটা রাস্তা আছে। নাসের জানে যে ওদের সাথে একজন আহত মানুষ আছে, যার জরুরি চিকিৎসা দরকার।

এভাবে ঝুঁকি নিয়ে আসাটা খুব বোকামি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গ্রে'র মাথায় এছাড়া আর অন্য কোনও বুদ্ধি আসেনি।

স্মারকস্তম্ভের কথা জিজ্ঞেস করার সময়, নাসেরের চোখের ক্ষুধার্ত খুনে চাহনির কথা মনে পড়ল গ্রে'র। জিনিসটা ফেলে আসার কথা বিশ্বাস করেছিল লোকটা। গ্রে নিজেও অবশ্য তাই জানতো। কোন ব্যাপারটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ-প্রতিশোধস্পৃহা নাকি স্মারকস্তম্ভের হাতছানি?

একদৃষ্টে নিজেদের ছোট দলটার দিকে তাকিয়ে রইল গ্রে। এই প্রশ্নের উত্তরের ওপর নির্ভর করছে ওদের সবার জীবন।

রাত ২:২১

অফিসের ভেতর পায়চারি করছিলেন পেইন্টার, কানে তারবিহীন হেডফোন লাগানো।

"সবাই মারা গিয়েছে?"

তিনটা বাড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠতে দেখা গিয়েছিল পেছনের প্লাজমা স্ক্রিনে, আশেপাশে পার্কের কিছুটা অংশও পুড়ে ছাই। গ্রীষ্মের দাবদাহে শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে জঙ্গল, আগুন জ্বলার জন্য এর চেয়ে ভালো আর কিছু হয়

না। দমকল বাহিনীর গাড়ি আর জরুরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর দল পুরো এলাকাটা ঘিরে ফেলেছে। টেলিভিশন ভ্যানগুলো বের করে আনছে তাদের স্যাটেলাইট এন্টেনা। একটা পুলিশের হেলিকপ্টার চক্কর কাটছে ওপরে, ফ্লাডলাইটের আলোতে খুঁজছে কেউ বেঁচে আছে কি না।

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে!

গ্রে'র কনভার্টিবল গাড়ি কিংবা ছিনতাই হওয়া মেডিকেল ভ্যানটা এই ধ্বংসস্তুপের মধ্যে নেই। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের কারণে তদন্তও এগোচ্ছে না ঠিকমতো।

এখন পর্যন্ত মাত্র একটা খবর পাওয়া গিয়েছে। একটা পরিত্যক্ত জায়গায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছে আসল মেডিকেল ভ্যানটা। ভেতরে যারা ছিল সবাই গুলিবিদ্ধ, মৃত। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন পেইন্টার, সামনের ডেস্কে চারটা ফাইল স্তূপ করে রাখা। ভোরের আলো ফোটার আগেই চারটা পরিবারকে দুঃসংবাদ জানাতে হবে।

ব্র্যান্ট দরজার নব ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকল। "দুঃখিত, স্যার।"

আস্তে করে মাথা নাড়লেন পেইন্টার।

"ডঃ ম্যাকনাইটকে আরেকটা লাইনে রেখেছি, ফোন অথবা ভিডিও কনফারেন্সিং-এ পাওয়া যাবে।"

স্ক্রিনে ভেসে থাকা আগুনের লেলিহান শিখার দিকে আঙুল তুললেন পেইন্টার, "যথেষ্ট দেখেছি। শনের সঙ্গে যোগাযোগ করো।"

কান থেকে হেডফোন খুলে ফেললেন ডিরেক্টর। চেয়ার ঘুরিয়ে আবারও স্ক্রিনের দিকে তাকালেন। আগুনের দৃশ্যটা উধাও হয়ে, তার বদলে বসের মুখ ভেসে উঠেছে সেখানে।

শন ম্যাকনাইট সিগমার প্রতিষ্ঠাতা। ডারপা'র সর্বোচ্চ পদে আসীন তিনি। গ্রে'র সাথে শেইচানের এই অযাচিত সাক্ষাতের খবর পাওয়া মাত্র তাকে ফোন করেছিলেন পেইন্টার। উপদেশ আর অভিজ্ঞ মতামত, দু'টোই দরকার ছিল। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল অবশ্য।

"তাহলে গিল্ড আবারও আমাদের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে," ধূসর হয়ে আসা এলোমেলো লাল চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বললেন শন। দেখে মনে হচ্ছে, মাত্র বিছানা থেকে উঠেছেন। ইস্ত্রি করা সুবিন্যস্ত সাদা শার্টটা অবশ্য সে কথা বলে না।

"দরজার বাইরে নেই আর। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে একেবারে ঘরের ভেতর ঢুকে বসে আছে," পেছনে রাখা ফাইলে টোকা দিয়ে বললেন, "রিপোর্টটা তো পড়ে ফেলেছেন।"

মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন শন, "সোজা কথায়, সেফহাউস সম্পর্কে আগে থেকেই অবগত ছিল গিল্ড। আমাদের মধ্যেই কেউ তথ্য পাচার করেছে।"

"দুঃখজনক হলেও তা-ই ধরে নিতে বাধ্য হচ্ছি।"

পেইন্টার মাথা নাড়লেন। সত্যি হলে, পরিস্থিতি ভয়াবহ। গিল্ড একবার সিগমার ভেতর অনুপ্রবেশ করতে পেরেছিল। তবে এখন তিনি শপথ করে বলতে পারেন,

সিগমায় কোনও খাদ নেই। নতুন করে ছাঁচে ঢেলে সিগমা-কে সাজিয়েছেন তিনি। সব অনাচার মুছে ফেলে পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করেছেন।

কোনও লাভ হলো না।

শন বলতে লাগলেন, "এই সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক শুধু আমাদের সংস্থাতেই ঢুকে পড়েনি। দুই মাস আগে এমআই ৬, গ্লাসগোর বাইরে ব্রিটিশ এরোস্পেসের একটা ব্ল্যাক অপস প্রজেক্ট বানচাল করে দিয়েছে। পাঁচজন কর্মীকে হারাতে হয়েছে ওদের। গিল্ড সবখানেই আছে, আবার কোথাও নেই। আমাদের দেশে এনএসএ আর সিআইএ গিল্ডের হর্তাকর্তাকে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওদের কোনও নেতা অথবা গুরুত্বপূর্ণ কারো সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি এখনও। এমনকি এ-ও জানি না যে, সত্যিই ওদের সংগঠনের নাম গিল্ড কিনা। বর্তমানে মৃত একজন এসএএস অফিসারের দেয়া ডাকনাম থেকে এই খেতাব দেয়া হয়েছে। তবুও, অনেকেই নামটাকে আপন করে নিয়েছে। নেটওয়ার্কটা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এতটুকুই।"

একটা বিরতি রেখে কথা থামালেন শন।

পেইন্টার বুঝলেন, "আমাদের দলে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শন, "বছরের পর বছর ধরে আমরা এই সংগঠনের ভেতর আসন গাড়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি, কিছু প্রস্তাবনাও দিয়েছি। তবুও গিল্ডের কোনও রুই-কাতলাকে হাতের নাগালে পেলাম না। মেয়েটাকে অবশ্যই হাতে রাখতে হবে।"

"আর গিল্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করবে বাধা দিতে। ঝামেলা হবে জেনেও, সিগমার ভেতর নিজেদের গুপ্তচরের অস্তিত্ব জানান দিয়েছে ওরা। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবচেয়ে করিৎকর্মাদের একজনকে পাঠিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

"সেফহাউসের ভিডিওটা আমি দেখেছি। ডোশিয়ারটা পড়েছি।" শনের মুখে গাম্ভির্য ফুটে উঠেছে।

পেইন্টার-ও একই জিনিস পড়েছে। লোকটা কলকাতার কসাই নামে পরিচিত, আসল পরিচয় কেউ জানে না। ভারতীয় বংশোদ্ভুত হয়েও অতীতে তাকে পাকিস্তানি, ইরানী, মিশরীয় এবং লিবীয় হিসেবে পরিচয় দিতে দেখা গিয়েছে।

"আমরা একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছি," পেইন্টার বললেন, "ভিডিও ফিড থেকে ওর নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে—নাসের। তবে আপাতত এটুকুই তথ্য।"

শন অনিশ্চিতভাবে হাত নাড়লেন, "অসংখ্য হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে লোকটা। পুরো পৃথিবী জুড়ে পাপের চিহ্ন রেখে গিয়েছে। তবে উত্তর আফ্রিকা, গোটা মধ্যপ্রাচ্য আর প্রাচ্যের আশেপাশে গুপ্তঘাতক হিসেবে বেশি কাজ করেছে সে। কিছুদিন হলো ভূমধ্যসাগর পার করে ইউরোপেও ঢুকে পড়েছে। শ্বাসরোধ করে মেরেছে গ্রীসের একজন আর্কিওলজিস্টকে। ইতালিতে জাদুঘরের কিউরেটরকে খুন করেছে।"

পেইন্টার অবাক হয়ে তাকালেন, "ইতালিতে? কোথায়?"

"ভেনিসে। ডিউকের প্রাসাদের নিচে, একটা জেলখানায় মাথায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে কিউরেটরকে। নাসের-অথবা ওর আসল নাম যাই হোক, সারভেইলেন্স ফুটেজে লোকটাকে পিয়াজ্জার বাইরে দেখা গিয়েছে।"

পেইন্টার এত জোরে চিবুক ঘষলেন যে মুখের চামড়া জ্বলতে শুরু করল, "ভ্যাটিক্যানের মনসিনর ভেরোনা কিছুক্ষণ আগে আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি আন্দাজ করছেন, ইতালিতে একই সময়ে উপস্থিত ছিল শেইচান।"

শনের চোখ ধীরে ধীরে ছোট হয়ে এল, "মজার তো! কাকতালীয় ঘটনাটা সম্পর্কে আরেকটু তদন্ত করে দেখতে হবে। একইসাথে ইতালিতে উভয় ঘাতকের উপস্থিতি। এখানেও একসাথে! একজন আরেকজনকে খুন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দু'জনই গিল্ডের সেরা গুপ্তঘাতক। আর যদি এর মধ্যে অন্য কোনও চাল না থেকে থাকে, তাহলে হয়তো নাসের-ই শেইচানকে আমাদের হাতে এনে ফেলেছে।'

গ্রে'র হাতে এনে ফেলেছে বললেই বেশি মানায়। পেইন্টার ভাবলেন।

"মেয়েটাকে যত দ্রুতসম্ভব আমাদের কাস্টডিতে নিতে হবে। এতবড় সুযোগটা হাতছাড়া করা যাবে না।"

"কিন্তু স্যার, কমান্ডার পিয়ার্স পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সেফ হাউজে অতর্কিত আক্রমণের শিকার হবার পর, ওর মনেও একই ধারণা জন্মাতে পারে। সিগমার ভেতর থেকে কেউ তথ্য ফাঁস করেছে। ও এখন মেয়েটাকে নিয়ে লুকিয়ে পড়বে। পরিস্থিতি অনুকূলে না আসা পর্যন্ত, এভাবেই আত্মগোপন করে থাকবে।"

"এত দেরি করা মোটেও উচিত হবে না। বিশেষ করে যখন কলকাতার কসাই দু'জনকে খুন করার জন্য খুঁজছে।"

"কী করতে বলছেন তাহলে?"

"নাসেরের হাতে ধরা পড়ার আগেই ওদেরকে খুঁজে বের এখানে নিয়ে আসতে হবে। অনুসন্ধানের তৎপরতা না বাড়িয়ে কোনও উপায় নেই, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আর এফবিআইকেও জানাতে হবে। আমি সব হাসপাতাল আর চিকিৎসাকেন্দ্রেও খোঁজ নিতে বলে দিয়েছি। এভাবে ওদের ফেলে রাখা যাবে না।"

"স্যার, আমার মনে হয় কমান্ডার পিয়ার্সকে পরিস্থিতি সামলে নেয়ার মতো সুযোগ দেয়া উচিত। তাছাড়া ওকে খোঁজার জন্য যত বেশি ঢাকঢোল পেটানো হবে, ততো বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে নাসেরের।"

"আচ্ছা, তাহলে আমরা গিল্ডের এই দু'জনকেই আটকে ফেলার চেষ্টা করতে পারি।"

"গ্রে-কে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে!!"। পেইন্টার তার কণ্ঠে বিস্ময় আটকে রাখতে পারলেন না।

শন মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন, তার হাবভাবের কাঠিন্য পেইন্টারের চোখ এড়ালো না। বসের পরনের জ্যাকেট আর ইস্ত্রি করা শার্টের দিকেও নজর পড়ল তার। বুঝতে পারলেন, তার আগেই শনের সাথে অন্য কারো কথা হয়েছে।

"স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত এটা, রাষ্ট্রপতির অনুমোদনও নেয়া হয়ে গিয়েছে। পরিকল্পনায় বাগড়া দেয়ার আর কোনও উপায় নেই।" শিথিল কণ্ঠে করে বললেন

শন। "গ্রে আর ওই মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে হবে। যেভাবেই হোক এখানে নিয়ে আসতে হবে।"

পেইন্টার ভাষা হারিয়ে ফেললেন। বিষয়টা তার এখতিয়ারের বাইরে চলে গিয়েছে। আস্তে করে মাথা নাড়লেন, একাজে সাহায্য করবেন তিনি।

তবুও, ভেতরে ভেতরে তিনি গ্রে-কে ভালোভাবেই চেনেন।

সবদিক থেকে খোঁজা হবে, তারপরেও নিজেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখতে পারবে সে।

লুকিয়ে যাবে আরও গভীরে।

রাত ৩:০৪

"সিঁড়ির নিচের লবিতে একটা কফির দোকান দেখেছি," কোয়ালস্কি বিড়বিড় করে বলল। "মনে হচ্ছে খোলা আছে। কফি খাবেন নাকি কেউ?"

"এখান থেকে একচুলও নড়া যাবে না," গ্রে বলল।

কোয়ালস্কি মাথা নাড়িয়ে বলল, "একটু মজা করছিলাম আর কি!"

গ্রে ওর কথায় পাত্তা দিল না। খুব মনোযোগের সঙ্গে ভাঙ্গা স্মারকস্তম্ভটা পরীক্ষা করছিল সে। একটা ডেন্টাল অফিসের ছোট্ট রিসেপশন রুমে জড়ো হয়েছে তারা। গ্রে'র এক হাতে ধরা টেবিল ল্যাম্পের আলোয় কিছুটা আলোকিত হয়েছে চারপাশ। এক মাস পুরোনো ম্যাগাজিন, জলরঙের বাক্স, একটা চারাগাছ আর দেয়ালে টানানো কালো টেলিভিশনটা অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। রহস্যময় লাগছে পরিবেশটা।

চল্লিশ মিনিট আগে তারা উডল্যান্ডের রাস্তা ধরে গ্লোভার আর্চিবোল্ড পার্কের শেষ মাথায় এসে পৌছেছে। একটা বড় রাস্তা দিয়ে পার্ক আর জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস আলাদা করা। এই অসময়ে রাস্তায় কোনও গাড়ি বা মানুষ কিছুই ছিল না। দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে, অন্ধকারে ঢাকা দু'টো রিসার্চ বিল্ডিংয়ের মাঝখান দিয়ে ইউনিভার্সিটির ডেন্টাল হাসপাতালে পৌছেছে তারা। রাতের আঁধারে হাসপাতালটা বেশ উজ্জ্বল দেখায়। ধরা পড়া ভয়ে অন্য কোথাও যায়নি, সোজা ঢুকে পড়েছে ওখানে।

রিসেপশন রুমের একপ্রান্তে কোয়ালস্কি হাত ভাঁজ করে চুপচাপ বসেছিল। শুধু সে না, সবাই যে যার মতো চুপচাপ অপেক্ষা করছিল।

"এতক্ষণ লাগছে কেন?', কোয়ালস্কি বিরক্ত হয়ে বলল।

গ্রে জানে, লোকটা ইউএস নেভীতে চাকুরি করত। ব্রাজিলে একটা অভিযান চালানোর সময় গ্রে'র সহকারী বানিয়ে ওকে সিগমায় নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।

উফ, লোকটা এত বকবক করতে পারে!

ঘরের আরেক প্রান্তে গ্রে'র বাবা তিনটা চেয়ার একত্রিত করে শুয়ে আছেন

"তার মানে, তুমি একরকম সায়েন্স স্পাই?", কিছুক্ষণ আগে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি

গ্রে এখনও বুঝতে পারছে না, বাবা আসলে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন। তবে, এই মুহূর্তে সেটা নিয়ে কথা না বাড়ানোই ভালো। যত তাড়াতাড়ি শেইচানকে ঠিকঠাক করে বাবা-মার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়, ততোই ভালো।

স্মারকস্তম্ভটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবদিকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল গ্রে। কালো রঙের এই খোদাই করা পাথরটা যথেষ্ট প্রাচীন, দেখে মিশরীয় জিনিস মনে হচ্ছে। যদিও সে এই সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানে না। নাসেরের মিশরীয় টানে কথা বলা শুনে হয়তো সে নিজেও প্রভাবিত হয়েছে। জিনিসটা মিশরীয় নাও হতে পারে।

কিন্তু একটা অংশ ওর কাছে খুবই অদ্ভুত মনে হয়েছে। ভাঙ্গা ওপরের অংশটা নিচে লাগিয়ে দেখল একবার। নিচের অংশটা থেকে একটা রূপার খিল বের হয়ে আছে, তার কড়ে আঙুলের সমান মোটা হবে। গ্রে বুঝতে পারছে, ভাঙ্গা অংশ দু'টো একটা আরেকটার সাথে আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো ছিল। জিনিসটার ভেতরে কিছু একটা লুকানো আছে। ভাঙ্গা অংশটায় আরও ভালোভাবে দেখলে সিমেন্টের একটা রেখাও চোখে পড়ে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না অবশ্য। দুই টুকরো মার্বেল পাথরকে নিপুণভাবে আঠার সাহায্যে জুড়ে দেয়া হয়েছে। ভেতরে নিশ্চয়ই কিছু একটা লুকানো। মোটা বইয়ের ভেতর পৃষ্ঠা কেঁটে যেভাবে পিস্তল বা মূল্যবান কিছু লুকিয়ে রাখা হয়, অনেকটা সেরকম।

শেইচানের কথাগুলো মনে পড়ল।

"এটাই হয়তো পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে। যদি এতক্ষণে দেরি না হয়ে যায় আর কি।"

সে যা-ই বোঝাক না কেন, গ্রে-কে খুঁজে বের করা জরুরি ছিল। একই কারণে গিল্ডের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হয়েছে।

উত্তরটা জানা দরকার।

দরজার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে গ্রে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। ওর মা, মিসেস হ্যারিয়েট বেরিয়ে এসেছেন ওই ঘর থেকে। মুখে সার্জিকাল মাস্ক।

উঠে দাঁড়াল গ্রে।

"মেয়েটার ভাগ্য ভালো," মা বলতে শুরু করলেন। "রক্তক্ষরণ ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর দু'ব্যাগ রক্তও দেয়া গিয়েছে ওকে। মিকির ধারণা, ও খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। ড্রেসিং চলছে এখন।"

মিকির আসল নাম ডঃ মাইকেল কবিন। মিসেস হ্যারিয়েটের মেডিকেল স্কুলে সহকারী হিসেবে কাজ করত সে। বিশেষ করে তিনিই ওকে চাকুরিটা পাইয়ে দিয়েছিলেন। তাদের সম্পর্কের গভীরতা আর পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই এত রাতে ওকে ডেকে আনা গিয়েছে। আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানে ভালো খবরই এসেছে, বুলেটটা শেইচানের পেটে ঢোকে নি। পেলভিক বোনের পেছন ঘেষে বেরিয়ে গিয়েছে।

"কখন হাঁটতে পারবে ও?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

"মিকি বলেছে, কমপক্ষে এখানে কয়েকঘণ্টা থাকতেই হবে ওকে।"

"আমাদের অত সময় নেই।"

"হুমম... সেটা ওকে বলেছি।"

"শেইচান কি জেগে আছে?'

মাথা নাড়লেন মিসেস হ্যারিয়েট, "প্রথম ব্যাগ রক্ত দেয়ার সময়ই ওর জ্ঞান ফিরতে শুরু করে। মিকি ওকে অ্যান্টিবায়োটিক আর ব্যথানাশক দিয়েছে।"

"তাহলে এখন যেতে হবে।" মা-কে ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকল গ্রে। সার্জারির সময় ভেতরে থাকতে চেয়েছিল, এই মুহূর্তে শেইচানকে চোখের আড়াল করতে চায় না সে। কিন্তু ডাক্তারের সাথে তর্ক করেও কোনও লাভ হয়নি। ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয়নি ওকে।

ভাঙ্গা স্মারকস্তম্ভ হাতে নিয়ে গ্রে ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ও জানে, এই জিনিস ছেড়ে শেইচান কোথাও যাবে না।

গ্রে প্রায় দৌড়ে ঢুকল ঘরটায়। ডঃ করিন মাত্র বের হতে যাচ্ছিল। সে প্রায় গ্রে'র মতোই লম্বা। কিন্তু চুলগুলো পাতলা, ধূসর। চোয়ালের হাড়ের রেখার ওপর দিয়ে দাঁড়িটা যত্ন করে কাটা। একটু বিরক্ত হয়ে পেছনে ফিরে তাকাল ডাক্তার।

"মেয়েটা জোর করে ওর হাত থেকে ক্যানুলা খুলে ফেলে আপনাকে ডাকতে বলেছে। আর একটা আল্ট্রাভায়োলেট লাইট যোগাড় করতে বলেছে," ডেন্টাল অফিসের একপ্রান্তে হাত নাড়ল করিন, "আমার ভাই দাঁতের চিকিৎসার কাজে জিনিসটা ব্যবহার করে। এক্ষুণি আনছি।"

একটা ডেন্টাল চেয়ারে বসে আছে শেইচান। পেছন থেকে ওর নগ্ন পিঠ দেখা যাচ্ছে। লাল রঙের একটা টিশার্ট পরার চেষ্টা করছে ভীষণভাবে।

গ্রে'র মা পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। "আমাকে সাহায্য করতে দাও। নিজে নিজে এসব কাজ করার চেষ্টা করা উচিত নয় এখন।"

শেইচান বাঁধা দিল, "আমি পারব!" এক ঝটকায় সরিয়ে দিল সাহায্যের হাত, কিন্তু ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গেই।

"অনেক হয়েছে!" মিসেস হ্যারিয়েট ওর ব্যান্ডেজ সামলিয়ে সাবধানে পরিয়ে দিলেন টি-শার্টটা। ঘুরে বসতেই গ্রে-কে দেখতে পেল শেইচান। মুখটা কালো করে ফেলল। গ্রে বুঝতে পারল, প্রায় নগ্ন অবস্থায় ধরা পড়ার জন্য মেয়েটা লজ্জিত না। এই লজ্জার উৎস ওর দূর্বলতায়।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সে। ব্যথায় মুখ শক্ত হয়ে গিয়েছে। প্যান্ট টেনে বোতাম লাগিয়ে ফেলল। আঁটোসাঁটো হয়ে আছে।

"আপনার ছেলের সাথে আমার কথা বলা প্রয়োজন," গ্রে'র মাকে মরিয়া কণ্ঠে বলল সে।

মা একবার গ্রে'র দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন। "তোমার বাবা কী করছে, গিয়ে দেখে আসি," ঠাণ্ডাস্বরে বলে বের হয়ে গেলেন।

হল থেকে টেলিভিশনের শব্দ শোনা গেল। কোয়ালস্কি রিমোটটা খুঁজে পেয়েছে বোধহয়।

গ্রে আর শেইচান একে অপরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, কী বলবে তা গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা। ঠিক সেই মুহূর্তে ডা. করিন একটা ল্যাম্প হাতে রুমে ঢুকল। "আমাদের কাছে এটাই আছে।"

"এতেই চলবে।" শেইচান হাত বাড়িয়ে ল্যাম্পটা নিতে চাইছিল, কিন্তু হাত কাঁপছে ওর। এক হাতে স্মারকস্তম্ভের ভাঙ্গা টুকরোগুলো নিয়ে খেলতে খেলতে গ্রে ল্যাম্পটা নিল। "এক মিনিট সময় নেব আমরা।"

"অবশ্যই।" উত্তেজনাটুকু ধরতে পেরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল ডঃ করিন।

শেইচানের দৃষ্টি গ্রে'র মুখের ওপর থেকে একবিন্দুও সরেনি। "তোমার পরিবারকে বিপদে ফেলার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কমান্ডার। নাসেরকে খাটো করে দেখেছিলাম," ব্যান্ডেজে ঢাকা ক্ষতে হাত বুলিয়ে তিক্ত হয়ে উঠল ওর কণ্ঠ, "ভেবেছিলাম ওকে ইউরোপেই খসিয়ে এসেছি। এই ভুল আর করব না।"

"ওকে কিন্তু পিছু হটাতে পারনি," গ্রে বলল।

শেইচানের চোখ সরু হয়ে এলো, "না পারার একটাই কারণ, সিগমা পুরোপুরি নির্ভেজাল নয়। সিগমার লোকজনকে ব্যবহার করে আমাকে খুঁজে বের করেছে গিল্ড। দোষটা পুরোপুরি আমার না," কিছু একটা মনে করার ভঙ্গিতে কপালে হাত রাখল মেয়েটা। কথা গুছিয়ে নিচ্ছে হয়তো, কতটুকু বলবে আর কতটুকু বাদ দেবে ভেবে দেখছে। "তোমার মাথায় নিশ্চয়ই হাজারটা প্রশ্ন ঘুরছে," বিড়বিড়িয়ে বলল সে।

"না, একটাই প্রশ্ন। এত ঘটনার পেছনের কারণটা কি?"

বামদিকের ভ্রূ উঁচাল শেইচান। এই মুখভঙ্গির সাথে পূর্বপরিচিত গ্রে, আগেও অনেকবার দেখেছে। "সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, আমাদের ওখান থেকে শুরু করতে হবে," স্মারকস্তম্ভটা দেখিয়ে বলল শেইচান। "এই টেবিলে ল্যাম্পের নিচে রাখো ওটাকে।"

কথামতো কাজ করল গ্রে। ভাঙ্গা টুকরোগুলোকে টেবিলে সাজিয়ে রাখল। ঘরের আলো নিভিয়ে, ল্যাম্পের নিচে রাখতেই গ্রে কালো পাথরের চারদিকে উজ্জ্বল অক্ষরের সারি দেখতে পেল।

এরকম অক্ষর আগে কখনো দেখেনি সে–না হায়ারোগ্লিফিক্স না অন্য কোনও লেখন রীতিতে। অতিবেগুনি রশ্মিতে শেইচানের চোখের সাদা অংশ জ্বলছে।

"এগুলো ফেরেশতাদের ভাষায় লেখা," শেইচান বলল।

গ্রে ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না। ওর ভ্রূ কুচকে উঠল।

"আমি জানি। অবিশ্বাস্য লাগছে, তাই না? এই ভাষার জন্মের সময়, খ্রিস্টধর্ম মাত্র পাখা মেলতে শুরু করেছে। ইহুদিদের স্বর্ণযুগ শেষ হয় নি তখনো। তুমি যদি আরও জানতে চাও-"

"বাদ দাও ওসব। আমি জানতে চাই, এই স্মারকস্তম্ভ পৃথিবীকে রক্ষা করবে বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ! "

পেছন ঘুরে কী যেন ভাবলো শেইচান। আবার ফিরে তাকাল গ্রে'র দিকে। "তোমার সাহায্যের ভীষণ দরকার আমার। আমি এই কাজ একা করতে পারব না।"

"কী একা করতে পারবে না?"

"গিল্ডের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াতে পারব না। ওরা যা করতে চাইছে..." আবার ওর চোখেমুখে ভয় ফুটে উঠল।

গ্রে'র ভ্রূ কুচকে গেল। শেইচানের সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময়, মেয়েটা ডেট্রিকের দুর্গে অ্যানথ্রাক্স ছড়াচ্ছিলো। এরকম বিপদজনক একটা মেয়ে ভয় পাচ্ছে!

"আমি কিন্তু তোমাকে সাহায্য করেছিলাম," সহানুভূতি পাওয়ার জন্য বলল সে।

"দু'জনের শত্রুকে পরাহত করতে," গ্রে বেঁকে বসল। "তোমার নিজের স্বার্থ জড়িত ছিল সেখানে।"

"তোমার কাছ থেকে একই আশা করছি। পরস্পরের শত্রুকে হারানোর জন্য তোমার সাহায্য দরকার। তাছাড়া এবার শুধু আমার একার না, হাজার হাজার মানুষের জীবনও বিপদাপন্ন। বিপদের বীজ বপন করা হয়ে গিয়েছে এতক্ষণে।"

গ্রে স্মারকস্তম্ভের গায়ের উজ্জ্বল অক্ষরগুলো দেখাল। "এই ধাঁধার মাঝেই লুকিয়ে রাখা আছে গিল্ডকে থামানোর উপায়। আমরা যদি আগেভাগে ধাঁধাটার সমাধান করতে পারি, কিছুটা আশা থাকবে। আমি একা একা যতটুকু পেরেছি, চেষ্টা করেছি। এখন আমার সাহায্যের দরকার, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন মানুষের সাহায্য।"

"তুমি ভাবছো যে, আমরা দু'জন মিলেই এই ধাঁধাটার সমাধান করতে পারব! পুরো সিগমাকেও যদি নিয়ে আসি..."

"তাহলে গিল্ডেরই জয় হবে। সিগমার কেউ একজন তথ্য পাচার করছে। সিগমা যা-ই জানবে, গিল্ডও জেনে যাবে সেটা।'

মেয়েটা ভুল বলেনি। এটা একটা দুশ্চিন্তার বিষয়।

"তাহলে একাই কাজ করতে বলছ? শুধু আমরা দু'জন?"

"আরও একজন আছে। যদি সে সহযোগিতা করতে রাজি হয়।"

"কে?"

"এসব ব্যাপারে শুধু একজনের ওপরেই ভরসা করা যায়।"

গ্রে জানে ও কার নাম বলতে চাচ্ছে, "ভিগর।"

শেইচান মাথা ঝাঁকাল। "আমি মনসিগনর ভেরোনাকে একটা সূত্র দিয়ে এসেছি, যেন তিনি কাজ শুরু করতে পারেন। এখন শুধু তুমি সাহায্য করলেই, আমরা শুরু করে দিতে পারি।"

"কোত্থেকে শুরু করবে?"

শেইচান আবার মাথা নাড়ল, সবকিছু এখনই জানানো যাবে না।

"এখান থেকে সরে গিয়ে বলব। এখন কিন্তু যাওয়া উচিত, কী বলো? একই জায়গায় বেশিক্ষণ থাকলে, বিপদের সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে।"

স্মারকস্তম্ভের অন্য ভাঙ্গা অংশটাও তুলে নিতে চাইল শেইচান। গ্রে সেটাকে একরকম ছিনিয়েই নিল ওর হাত থেকে। মাথার উপরে তুলে ধরে দেখতে শুরু করল।

"আমার ধারণা, তুমি এই লিপিটা কোথাও টুকে রেখেছ। এমনকি ছবিও তুলে রাখতে পার।"

"সত্যি বললে, অনেকগুলো।"

"ভালো।"

টুকরোটা মেঝেতে ছুড়ে মারলো গ্রে। খন্ড বিখন্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ল জিনিসটা। শেইচান অবাক হয়ে গেল। এর ভেতরে যে কিছু থাকতে পারে, তা একদম ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি সে।

"কী করলে এটা?!"

গ্রে নিচু হয়ে ভাঙ্গা টুকরোগুলোর মধ্যে থেকে লুকানো জিনিসটা তুলে নিল। হাতে নিয়ে তন্ময় হয়ে দেখল কিছুক্ষণ।

রূপার ক্রুসিফিক্সটা বাড়িয়ে ধরল সে।

জিনিসটা চিনতে পেরে শেইচানের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। কাছে এসে ভালোভাবে দেখে বলল, "হতেই পারে না। কিভাবে খুঁজে পেলে এটা!" এক মুহূর্তে যেন সব ব্যথা ভুলে গিয়েছে ও।

"কী পেয়েছি?"

"ফ্রায়ার এগ্রিয়ারের ক্রুশ। মার্কো পোলো'র স্বীকারোক্তি গ্রহণকারী যাজক।"

"মার্কো পোলো?"

ধাঁধা মেশানো হযবরল আলাপে বিরক্ত হলো গ্রে, "শেইচান, দয়া করে আমাকে খুলে বলো তো।"

দ্রুত গায়ে জ্যাকেট চড়াল শেইচান। "আমার এক্ষুনি এখান থেকে বের হতে হবে।"

বেরোবার চেষ্টা করতেই গ্রে বাঁধা দিয়ে দাঁড়াল।

শেইচানের চোখে কাঠিন্যের ছাপ ফুটে উঠল, "গ্রে, তুমি কী করবে, তুমিই ঠিক করো। আমার হাতে এত সময় নেই।' ওকে সরিয়ে দিয়ে নিজের রাস্তা করে নিল মেয়েটা।

গ্রে ওর হাত ধরে ফেলল। "আমি যে তোমাকে সিগমায় ধরিয়ে দেবো না, তার কী যুক্তিযুক্ত কারণ থাকতে পারে?"

হাত মুচড়িয়ে মুক্ত হলো সে। রাগের চোটে রক্তিমবর্ণ ধারণ করেছে ওর মুখ।

"কারণটা তোমার ভালো করেই জানা, গ্রে! আমাকে ধরতে পারলে, সাথে সাথে মেরে ফেলবে গিল্ড। আর তোমার সরকার ধরে ফেললে, সারাজীবনের জন্য জেল

খাটতে হবে আমাকে। যা ঘটতে যাচ্ছে, তা আটকানোর আর কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। সেজন্যেই আমি তোমার কাছে এসেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, বিষয়টা আরও সহজ করে দিচ্ছি। ভিগরকে বোঝাতে সাহায্য করো আমাকে। সিগমায় অবস্থানকারী দু'মুখো সাপের নাম বলে দেবো আমি। যদি মানুষের জীবন বাঁচানো তোমার কাছে যথেষ্ট না হয়, তাহলে শুনে রাখো, নেকড়ের দল সিগমার ভেতরে ঢুকে পড়েছে প্রায়। তুমি হয়তো জানো না, তোমাদের সবাইকে শেষ করে দেওয়ার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা অপশক্তি। আর তাছাড়া ঝামেলা শুধু একটাই না, আরও একটা দু'মুখো লুকিয়ে আছে তোমাদের মধ্যেই। ওরা তোমাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে। চিরতরে সিগমার নাম মুছে দেবে পৃথিবী থেকে।"

গ্রে দোটানায় ভুগতে লাগল। এসব গুজব আগেও শুনেছে সে। এনএসএ আর ডারপা এই নিয়ে তদন্তও করছে। তবে শেইচানের ঠিক বিপরীত রূপটাও মনে আছে ওর। গ্রে'র মুখের ওপর পিস্তল ধরেছিল মেয়েটা, খুন করার জন্য। তাও আবার প্রথম সাক্ষাতেই। এমন একটা মেয়েকে কীভাবে বিশ্বাস করা যায়?

সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই রিসেপশন রুম থেকে চিৎকার ভেসে এলো, "কমান্ডার পিয়ার্স! দেখে যান।"

চিৎকার শুনে চমকে উঠল। কোয়ালস্কির মাথায় বুদ্ধির ছিটেফোঁটাও নেই।

শেইচানের দিকে তাকাল গ্রে, মেয়েটা এখনও রাগে ফুঁসছে। চেয়ারের হাতল থেকে জ্যাকেটটা নিয়ে শেইচানের হাতে দিল সে। "আমরা আপাতত তোমার কথামতোই কাজ করব। কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছুর ব্যাপারে কথা দিতে পারব এখন।"

শেইচান মাথা ঝাঁকালো।

"কমান্ডার!"

আস্তে করে মাথা ঝাকিয়ে গ্রে রিসেপশনের দিকে পা বাড়াল। টিভির আওয়াজ আরও বেড়েছে। হাতে ঝুলানো রূপার ক্রুশটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল সে।

সবাই টেলিভিশনের সামনে বসে আছে। স্ক্রিনে সিএনএনের লোগোটা গ্রে'র চোখ এড়ালো না। পার্কের প্রান্ত পর্যন্ত পুড়ে যাওয়া তিনটা বাড়ি দেখাচ্ছে খবরে।

"আবার বলছি," খবর চলতে লাগল, "পুলিশ এই লোকটাকে খুঁজছে। ওর নাম গ্রেগন পিয়ার্স, ওয়াশিংটনের স্থানীয় বাসিন্দা।"

স্ক্রিনের এক কোণায় গ্রে'র উর্দিপরা ছবি দেখা যাচ্ছে। কালো চুল সুন্দর করে কাটা, চোখে রাগের ছাপ, ভয়ঙ্কর মুখ। ল্যাভেনওর্থে যখন জেল খাটার সময়কার ছবি এটা। আকর্ষণীয় তো নয়ই, বরং অনেকটা ফেরারি আসামীর মতো লাগছে।

"অতীত এখনও তোমাকে ডোবাচ্ছে, গ্রে।" বাবা গজগজ করলেন।

গ্রে মনোযোগ দিয়ে খবর দেখছে।

"পুলিশ এই মুহূর্তে এই সাবেক আর্মি কর্মকর্তাকে কিছু প্রশ্ন করার জন্য খুঁজছে। যদি কেউ তার খোঁজ পান, তাহলে তাকে কর্তৃপক্ষের সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।"

রিমোটটা তুলে আওয়াজ কমিয়ে দিল কোয়ালস্কি।

ডা. করিন পেছন থেকে বলে উঠল, "আমি আর চুপ করে থাকতে পারি না।"

কোয়ালস্কি হাতের রিমোটটা ডাক্তারের দিকে তাক করে বলল, "তোমার কাজ তুমি করে যাও ডাক্তার। চুপ করে থাকো, অথবা ইচ্ছে করলে তোমার ডিগ্রি খুইয়ে বসতে পারো।"

চোখ পিটপিট করে এক পা পিছিয়ে গেল ডঃ করিন।

ওর কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করলেন মিসেস হ্যারিয়েট। কোয়ালস্কির দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওকে ভয় দেখানোর কোনও দরকার নেই।"

কোয়ালস্কি কাঁধ ঝাঁকাল।

"ও আমাদের ধরিয়ে দিতে চাইছে।" গ্রে বলল।

"আমি বুঝলাম না। মা তর্ক করার চেষ্টা করলেন। "সেফহাউসে ডিরেক্টর ক্রো'র সঙ্গে আমি কথা বলেছি। তিনি জানেন যে আমরা অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়েছি। তবুও কেন এই মিথ্যাটা ছড়াতে দিচ্ছেন!"

পেছন থেকে উত্তর এলো, "আসলে আমাকে দরকার তাদের," ঘরে ঢুকেছে শেইচান। জ্যাকেট পরতে পরতে বলল, "তারা চায় না যে এবারো আমি তাদের হাত ফসকে বেরিয়ে যাই।"

গ্রে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিকই বলেছে ও। তারা ফাঁস টেনে ছোট করে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি সরে পড়াই ভালো।"

কোয়ালস্কিরও একই মত। মিসেস হ্যারিয়েটের বকা খেয়ে জানালা দিয়ে অন্ধকারে তাকিয়েছিল সে, "এখানে কেউ একজন আছে!"

গ্রে এগিয়ে এসে জানালা দিয়ে তাকাল। মূল হাসপাতালের দিকে মুখ করা এই জানালাটা। অ্যাম্বুলেন্সের অবয়বটা এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। চারটা পুলিশের গাড়ি তার পাশে এসে থামল, হেডলাইট নেভানো। স্থানীয় পুলিশ তাহলে হাসপাতালগুলো হাতড়ে দেখতে শুরু করেছে।

"গ্রে," মা ডাকলেন।

"মা, কোনও কথা না।" ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

করিন আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "ভাড়া দেয়ার জন্য আমার কয়েকটা বাসা আছে এখানে। ওখানে যে আপনার বাবা মা থাকতে পারে, কেউ চিন্তাও করবে না।"

ভালো বুদ্ধি।

"আর....বাবা, মা। বাইরের কারো সাথে ভুলেও যোগাযোগ করো না। ক্রেডিট কার্ডটাও ব্যবহার করবে না," কোয়ালস্কির দিকে ঘুরলো গ্রে, "তুমি ওদের দেখে রাখতে পারবে না?"

কোয়ালস্কি হতাশ হলো, "আবার ওই দারোয়ানের কাজই করতে হবে!"

মা ওকে আদেশ দেয়ার ভঙ্গিতে বাঁধা দিলেন, "আমরা নিজেদের ভালোমন্দ বুঝি, গ্রে। শেইচান এখনও ভীষণ দুর্বল। কোয়ালস্কি সাথে থাকলে তোমাদেরই সুবিধা হবে।"

"তাছাড়া অ্যাপার্টমেন্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই ভালো। দারোয়ান, সিসি ক্যামেরা, অ্যালার্ম সবই আছে।" ডঃ করিন আশ্বস্ত করল।

গ্রে'র মনে হলো, বাবা মা-কে নিরাপদে রাখার চেয়ে মূলত কোয়ালস্কি-কে তার প্রপার্টি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যই এসব বলছে ডাক্তার। এমনকি এখনও সে কোয়ালস্কির থেকে দূরে দূরে সরে থাকছে।

মা ঠিকই বলেছেন। শেইচানের এই অবস্থায়, সাহায্যের জন্য শক্তিশালী কাউকে দরকার। কোয়ালস্কিকে সাথে নেয়াই ভালো।

গ্রে কী ভাবছে, বুঝতে পারল কোয়ালস্কি। "সময় হয়েছে," হাত ঘষতে ঘষতে বলল সে, "চলো বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু তার আগে আমাদের অস্ত্র দরকার।"

"না, আগে একটা গাড়ি দরকার।" ডাক্তার করিনের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

কিছু না ভেবেই গাড়ির চাবি ওর হাতে তুলে দিল লোকটা। "ডাক্তারদের পার্কিং লটে আছে। ১০৪ নম্বর স্লট। সাদা পোরশে সায়ান।"

এখান থেকে ওদেরকে তাড়াতে পারলেই বাঁচে সে।

গ্রে-কে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বললেন মিসেস হ্যারিয়েট, "সাবধানে থেকো বাবা," গলা নামিয়ে নিয়ে বললেন আবার, "আর মেয়েটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করো না।"

"চিন্তা করো না মা।" গ্রে সায় দিল।

"মায়েরা সবসময়ই চিন্তা করে।"

আস্তে করে মায়ের উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলল গ্রে। মাথা ঝাঁকিয়ে আস্তে করে একটা চাপ দিয়ে ওকে ছেড়ে দিলেন মিসেস হ্যারিয়েট।

বাবার দিকে তাকাল গ্রে, হাত ধরে আন্তরিকভাবে হ্যান্ডশেক করল। এভাবে বিদায় নেয়াটা, টেক্সাসের রীতি। বাবা কোয়ালস্কির দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওকে সামলে রেখো।"

"আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব।"

গ্রে মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে এগোল, "যাওয়ার জন্য প্রস্তুত তোমরা?"

সামনে পা বাড়াতেই বাবা ওর কাঁধে হাত রেখে হালকা একটা চাপ দিলেন। ভালবাসা জানান দেয়ার জন্য এর চেয়ে আন্তরিক কোনও উপায় জানা নেই তাদের। আনন্দে ভরে গেল গ্রে'র মন।

কথা না বাড়িয়ে সে অন্যদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

রাত ৩ : ৪৯

"কমান্ডার পিয়ার্স সম্পর্কে এখনও কিছুই জানা যায়নি।" ব্র্যান্ট ইন্টারকমে জানাল।

পেইন্টার তার টেবিলের পেছনে বসেছিলেন। তথ্যটা তাকে হতাশ করল, আবার একই সাথে তিনি হাঁপ ছেড়েও বাঁচলেন। বিষয়টা নিয়ে আর কিছু চিন্তা করার আগেই ব্র্যান্ট আবার বলতে শুরু করল, "এইমাত্র ড. জেনিংস এসে পৌঁছেছেন।"

"ভেতরে পাঠিয়ে দাও।"

ড. ম্যালকম জেনিংস, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট বিভাগের প্রধান। আলোচনা করার জন্য আধঘণ্টা আগে ফোন করা হয়েছিল তাকে। কিন্তু সেফহাউসের এই ভয়াবহ ঘটনার পরে তার সাথে এখন পাঁচ মিনিটের বেশি কথা বলা সম্ভব না।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন জেনিংস। "জানি আপনি ব্যস্ত। কিন্তু আমার পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব না।"

পেইন্টার চেয়ার টেনে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

লম্বা, শুকনো চেহারার লোকটা চেয়ার টেনে বসলো। চেয়ারের একপ্রান্তে হেলে আছে তার শরীর। লোকটাকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে, হাতে একটা ফাইল ধরে রাখা। পেইন্টার সিগমার ডিরেক্টর হওয়ার আগে থেকেই জেনিংস এখানে কাজ করেন। চোখে নীল ফ্রেমের অর্ধচন্দ্রাকৃতির চশমা থাকে সবসময়, অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহারের প্রভাব থেকে চোখকে বাঁচানোর জন্য। গাঢ় রঙের চেহারা আর ধূসর চুলে বেশ কর্মপটু দেখায় তাকে। কিন্তু সারারাত জেগে থাকায় এখন ক্লান্ত দেখাচ্ছে। গভীর উত্তেজনা খেলা করছে তার চোখে।

"লিসার জমা দেয়া ফাইলগুলোই বোধহয় আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু, তাই না?" পেইন্টার জিজ্ঞেস করলেন। মাথা ঝাঁকিয়ে ফাইল খুললেন জেনিংস। দু'টো ছবি দেখা যাচ্ছে–একটা মানুষের পায়ের ছবি, গ্যাংগ্রিনের মতো পঁচে গিয়েছে পা-টা। ভয়ঙ্কর দৃশ্য। "আমি টক্সিকোলজিস্ট আর ব্যাকটেরিওলজিস্ট–দু'জনকেই দেখিয়েছি এই ছবি। এই রোগীর পায়ের চামড়ায় ব্যাকটেরিয়াগুলো হঠাৎ করেই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। নরম টিস্যুগুলো খেয়ে ফেলতে শুরু করেছে। এরকম কিছু আগে কখনো দেখিনি।"

পেইন্টার ছবিগুলো দেখেছেন, ভেবেছেন এসব নিয়ে। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগে জেনিংস আবার বলতে শুরু করলেন, "ইন্দোনেশীয়ার এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়টাকে আমরা তেমন গুরুত্ব দিচ্ছি না। এগুলো শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহের জন্য জোগাড় করা, সেটাও জানি। কিন্তু আমাদের আরও গভীরে যেতে হবে। আমি অন্তত এটাকে দ্বিতীয় মাত্রার গুরুত্বে রাখতে বলব।"

পেইন্টার সোজা হয়ে বসলেন। জেনিংস যা বলছে সেটা করতে গেলে এই অপারেশনের জন্য অনেক কিছু বরাদ্দ করতে হবে।

"এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাত্র দু'জনকে পাঠানো হয়েছে। আমার মনে হয়, লোকবল বাড়ানো উচিত," জেনিংস বলতে লাগল। "একটা পরিপূর্ণ ফরেনসিক টিম নিয়ে কাজ করতে চাই ওখানে। সামরিক বাহিনীর সাধারণ সদস্যদের নিয়ে হলেও চলবে।

"আর সেটা যদি ভীমরুলের চাকে ঢিল ছুড়ে মারার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়? মঙ্ক আর লিসা ওখানে কাজ করছে এখনও। আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করার পর, ওদেরকে তাড়া দেয়া যেতে পারে," ঘড়ি দেখলেন ডিরেক্টর। "বড়জোর তিনঘণ্টার মতো লাগবে।"

জেনিংস চশমা খুলে চোখ ঘষতে শুরু করলেন। "আপনি বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। টক্সিকোলজিস্টদের ধারণা যদি সত্যি হয়, তাহলে পুরো পৃথিবী একটা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যেতে পারে। হুমকির সম্মুখীন হতে পারে গোটা জীব জগৎ।"

"ম্যালকম, আপনি কি কিছুটা অতিরঞ্জন করছেন না? এগুলো কিন্তু একদমই প্রাথমিক ধারণা," পেইন্টার হাত নেড়ে ছবিগুলো দেখালেন। "খুব সম্ভবত বিষাক্ততার সাময়িক প্রতিক্রিয়া।"

"সেটা হলেও দ্বীপটাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে বলতাম আমি। কয়েক বছর দ্বীপটায় মানুষের যাওয়া আসা বন্ধ করে রাখলেই ব্যাপারটা চুকে যেত। কিন্তু টক্সিকোলজিস্টরা যা বলছে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে বৈশ্বিক পরিবেশ ভয়ঙ্কর ঝুঁকিতে পড়বে।" পেইন্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন জেনিংস।

ডিরেক্টর কিছুটা চিন্তায় পড়ে গেলেন। ছোটখাটো কিছু নিয়ে হৈচৈ করার মতো মানুষ না জেনিংস।

"আমি সবরকম প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি, এখানে সবকিছু সংক্ষেপে লেখা আছে। পড়ে আমাকে ফেরত দেবেন। যত তাড়াতাড়ি পারেন, পড়ে ফেলুন।"

জেনিংস আস্তে করে ফাইলটা পেইন্টারের টেবিলে রেখে দিলেন।

ফাইলটা হাতে নিয়ে বললেন ডিরেক্টর, "আধঘণ্টার মধ্যেই আপনাকে ডাকছি।"

আশ্বস্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন জেনিংস। যেতে যেতে বলে গেলেন, "মনে রাখবেন, আমরা এখনও ভালো করে জানি না, ডাইনোসররা কেন বিলীন হয়ে গিয়েছে।"

ডেস্কে ছড়ানো ভয়ঙ্কর ছবিগুলোর দিকে চোখ আটকে গেল পেইন্টারের। তিনি কায়মনোবাক্যে চাইছে, জেনিংসের কথাগুলো যেন ভুল প্রমাণিত হয়। গত কয়েক ঘণ্টার টানটান উত্তেজনা আর দুশ্চিন্তায় ইন্দোনেশীয়ার এই বিপর্যয়টার কথা ভুলতে বসেছিলেন তিনি।

প্রায়...

জেনিংসের এমন তড়িঘড়ি করে আসায় তার মাথায় নতুন দুশ্চিন্তা খেলে গেল। লিসা এখনও সকালের রিপোর্ট দেয়নি। হয়তো বা জরুরি ভিত্তিতে যোগাযোগ করার মতো কিছুই ঘটেনি ওখানে।

তারপরেও দুশ্চিন্তা পিছু ছাড়ছে না।

পেইন্টার ইন্টারকমের বোতাম চাপলেন। "ব্র্যান্ট, তুমি একটু লিসার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবে?"

"এক্ষুনি দিচ্ছি।"

পেইন্টার ফাইলটা খুললেন। রিপোর্ট পড়ার সময় তার মেরুদন্ড বেয়ে আতঙ্কের শিহরণ নেমে গেল।

ব্র্যান্ট ইন্টারকমে যোগাযোগ করল আবার, "ডিরেক্টর, ওপাশ থেকে কেউ ধরছে না। আপনি কি কোনও মেসেজ দিতে চান?"

কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন পেইন্টার। লিসাকে একঘণ্টা আগেই ফোন করেছিলেন। এখন হয়তো ব্যস্ত আছে ও। তারপরেও তার ভয় কাটছে না।

"ডঃ কামিংসকে যত দ্রুত সম্ভব ফোন করতে বলে রাখ।"

"আচ্ছা, স্যার।"

"আর ব্র্যান্ট, ক্রুজশিপের সুইচবোর্ডটাও চেক করো একটু।"

ক্রমশ অন্যমনস্ক হয়ে উঠছেন তিনি। ফাইলটা আবার পড়তে শুরু করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মনোযোগ দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ছে তার জন্য।

"স্যার," একটু পরে ব্র্যান্টের কথা শোনা গেল আবার, "আমি সীব্যান্ড অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা জানিয়েছে, তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে গিয়েছে। স্যাটেলাইটে সংযুক্ত হতে পারছে না। তারা এখনও নতুন জাহাজটার সমস্যাগুলো বের করার চেষ্টা করছে।"

পেইন্টার মাথা ঝাঁকাল। মিসট্রেস অব দ্য সীজ-প্রথমবারের মতো সমুদ্রে গিয়েছে। জাহাজটা শেকডাউন ক্রুজ নামেও পরিচিত। জরুরি চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে এটা।

"বড় কোনও সমস্যার কথা জানায়নি তারা।" ব্র্যান্ট কথা শেষ করল।

পেইন্টার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মাত্রাতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করছেন তিনি। লিসার প্রতি দুর্বলতা তার বিচারবুদ্ধি গুলিয়ে দিচ্ছে।

ফাইলটা আবারও পড়তে শুরু করলেন।

লিসা ভালোই আছে।

আর তাছাড়া, মঙ্ক তো সাথে আছেই। সবসময় রক্ষা করবে ওকে।

০৬
পেস্টিলেন্স
৫ জুলাই, দুপুর ৩:০২
মিস্ট্রেস অব দ্য সী জাহাজে

কী হয়েছে কে জানে!

তিন বিজ্ঞানীকে সাথে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লিসা। কিছুক্ষণ আগে তাদের জাহাজের প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটে ডাকা হয়েছিল। উর্দিপরা একজন পরিচারক সরু গ্লাসে সিঙ্গল-মল্ট-হুইস্কি ঢেলে দিচ্ছে। মল্ট-হুইস্কির প্রতি আলাদা একটা টান আছে পেইন্টারের। সেকারণেই লিসা বোতলের গায়ে লেবেল দেখে চিনতে পারল—ষাট বছরের পুরনো ম্যাকালান হুইস্কি। ঢালতে গিয়ে পরিচারকের হাত কেঁপে উঠল, ছলকে পড়ে গেল দুর্লভ হুইস্কির কিছুটা।

দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা দুই মুখোশধারীকে দেখেই হয়তো ওর এই দুরবস্থা। উভয়ের হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল, স্যুইটে ঢোকার দরজা পাহারা দিচ্ছে। ঘরের আরেক মাথার ব্যালকনিতে পায়চারি করছে আরেক বন্দুকধারী। ব্যালকনিটা বেশ বড়, একটা মিউনিসিপ্যাল বাস সহজেই এঁটে যাবে। কারুকাজ করা চামড়ার আসবাবপত্র আর মজবুত কাঠের তাকগুলো ঘরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে বহুগুণে। ছোট ছোট গোলাপভর্তি ফুলদানি, ব্যাক গ্রাউন্ডে আলতো সুরে বাজতে থাকা মোজার্ট সোনাটা—যে কারো মন ভরিয়ে দিতে বাধ্য। বিজ্ঞানীরা ঘরের ঠিক মাঝখানে এসে জড়ো হয়েছে, অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ককটেল পার্টির মতো লাগছে দেখতে।

পার্থক্য একটাই, প্রত্যেকের মুখে তীব্র আতঙ্কের ছাপ।

একটু আগে লিসা আর হেনরি বার্নহার্টকে ডাকার সঙ্গেই সঙ্গেই হাজির হয়েছে তারা। আর কী-ই বা করার ছিল? ব্রিজের উপর তাদের দেখা হয়েছে ডব্লিউএইচও'র লিডার, ড. লিন্ডহোমের সাথে। দাঁড়িয়ে থেকে নাকের রক্ত মুছছিলেন তিনি। একটু পরেই এলেন ডঃ বেঞ্জামিন মিলার, সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ।

তালগাছের মতো লম্বা এক লোকের সাথে দেখা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে, জলদস্যুদের নেতা। পেশিবহুল, রুক্ষ নিষ্ঠুর হাত। চুল ভেজা কাদার মতো দেখতে। তামাটে চামড়া, মুখের বাম দিকে কালো আর সবুজ রঙের মিশেলে ট্যাটু আঁকা। গায়ে খাকি ইউনিফর্ম, জাঙ্গল-ক্যামোফ্লেজ প্যান্টটা কালো বুটের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। জাহাজের সবাইকে এখানে জড়ো হওয়ার আদেশ দিয়েছে এই লোকটা।

ব্রিজ থেকে সরতে পেরে খুশিই হয়েছে লিসা। গুলিবিদ্ধ জানালা আর ছড়ানো ছিটানো জিনিসপত্র দেখে সহজেই কুরুক্ষেত্রের আভাস পাওয়া যায়। মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা রক্তের দাগ দেখে বোঝা যায়, মৃত কাউকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

প্রেসিডেনশিয়াল স্যুইটে আসার পর, ক্রুজ লাইনের মালিক রাইডার ব্লান্টকে দেখে অবাক হয়েছে লিসা। পরিচারকের পাশে একগাদা গ্লাস হাতে দাঁড়িয়েছিল সে, পরনে

রাগবি শার্ট আর জিন্স। এদিক সেদিক হেঁটে সবাইকে গ্লাস বিলিয়ে বেড়াচ্ছিল সে, "ম্যাকালানটার সদ্ব্যবহার করে ফেললে কেমন হয়?" সিগারের শেষটুকু পোড়াতে পোড়াতে বলল, "স্নায়ুকে শক্ত রাখতে হবে। আর তাছাড়া, আমার সংগ্রহের সেরা জিনিসগুলো এই হারামিদের হাতে পড়তে দিতে চাই না।"

আর সবার মতোই লিসা'র রাইডারের উঠে আসার গল্প জানে। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সেই কপিরাইট করা ফাইল ডাউনলোডের জন্য এনক্রিপশন সফটওয়্যার বানিয়ে ভাগ্য গড়েছে। টাকাপয়সা যা পেয়েছে তার পুরোটা খাটিয়েছে রিয়েল এস্টেট, শেয়ার আর ক্রুজ লাইনের ব্যবসায়। বিয়েশাদি করেনি, যাবতীয় সামাজিক নিয়মকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছে। কোয়ালালামপুর আর হংকং-এর উঁচু উঁচু বিল্ডিং থেকে বেস জাম্পিং, হেলিকপ্টারের মাধ্যমে বরফে স্কিইং-এগুলো তার শখের বিষয়। তবে দানশীলতা আর উদার মনোভাবের জন্যও সুপরিচিত লোকটা। মেডিকেল ক্রাইসিসে তার জাহাজ ধার দেয়াটা তাই মোটেও আশ্চর্যজনক নয়। তবে এখন হয়তো পস্তাচ্ছে।

লিসাকে এক গ্লাস ম্যাকালান সাধল রাইডার, অসম্মতি জানাল সে।

"কিছু মনে করো না। কিন্তু কে জানে এধরনের সুযোগ আর কোনওদিন পাওয়া যাবে কিনা!" ক্রিস্টালের গ্লাসটা তখনো ওর দিকে বাড়িয়ে রাখা। গ্লাসটা হাতে নিল লিসা, গলা ভেজানোর চেয়ে এখন লোকটার বকবক থামানো বেশি জরুরি। গ্লাসে একটা ছোট্ট চুমুক দিতেই যেন পেটের ভেতর পর্যন্ত গরম হয়ে উঠল। আস্তে করে শ্বাস ছাড়ল ও, নিজেকে এখন কিছুটা স্থির লাগছে।

সবার হাতে হাতে গ্লাস যাওয়ার পর, চেয়ারে গা এলিয়ে দিল রাইডার। হাঁটুর ওপর হাত রেখে অস্ত্রধারীদের দিকে তাকিয়ে একমনে সিগার টেনে চলল।

হেনরিকে একটু অস্থির দেখাচ্ছে। লিসার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, "জলদস্যুরা আমাদের কাছে কী চায়?" প্রশ্নটা অনেকক্ষণ যাবত মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল।

লিন্ডহোমের চোখ লাল হয়ে আছে। মুখে কালসিটে পড়ে গিয়েছে ঘুষির আঘাতে। "হয়তো জিম্মি করে রেখে মুক্তিপণ আদায় করতে চায়।" বিলিওনেয়ার রাইডারের দিকে এক নজর তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি।

"স্যার রাইডারের ক্ষেত্রে এই যুক্তিটা খাটে," হেনরি সায় দিলেন। নিচুস্বরে বললেন, "কিন্তু আমাদের আটকে রেখেছে কেন? আমাদের সবাইকে আটকে রেখে যা পাবে, তার পরিমাণ ওর পকেটে থাকা খুচরা টাকার চেয়েও কম।"

লিসা হাত নেড়ে সিগারের ধোঁয়া সরালো। "প্রধান প্রধান বিজ্ঞানীদের প্রত্যেককে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। ওরা কীভাবে জানলো যে কাকে কাকে ডাকতে হবে?"

"হয়তো জাহাজের কর্মীদের কাছ থেকে খবর নিয়েছে," লিন্ডহোম তিক্তকণ্ঠে বললেন। "তাছাড়া কর্মীদের মধ্যে কয়েকজন যে দস্যুদের দলে যোগ দিয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।" আবার রাইডারের দিকে তাকালেন তিনি।

রাইডার শুনে ফেলল। বিড়বিড় করল, "ধরতে পারলে গলা টিপে মারব।"

"এক মিনিট..ওরা যদি সব বিজ্ঞানীকেই ডেকে থাকে, তাহলে ডঃ গ্রাফ এখানে নেই কেন?" মিলার জিজ্ঞেস করলেন। ডঃ গ্রাফ একজন সামুদ্রিক গবেষক। নমুনা যোগাড় করতে মঙ্কের সাথে বেরিয়েছিলেন তিনি। লিসার দিকে ঘুরে মিলার আবারও জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার সঙ্গী ডঃ কক্কালিস-ই বা কোথায়? ওদেরকে বাদ রেখে, শুধু আমাদের ডেকেছে কেন?"

গ্লাসে চুমুক দিলেন মিলার, নাকে ঝাঁঝ ঠেকল কিছুটা। তিনি দেখতে খুব একটা খারাপ নন, সবুজ চোখ আর লালচে বাদামী চুলে ভালোই দেখা যায়। অক্সফোর্ড থেকে পাশ করা এই ব্যাকটেরিওলজিস্ট বড় জোর পাঁচফুট লম্বা। ছোট কাঁধ আর কুঁজোভাবের জন্য আরও খাটো দেখায় তাকে। বছরের পর বছর ধরে মাইক্রোস্কোপের ওপর ঝুঁকে থেকেই হয়তো কুঁজো হয়ে গিয়েছেন।

"ডঃ মিলার ঠিকই বলেছেন।" হেনরি বললেন, "কেন ডাকা হয়নি ওদের?"

"ওরা যে জাহাজে নেই, সেটা জানতো বোধহয়।" লিন্ডহোম বললেন।

"অথবা হয়তো আগেই ধরা পড়েছে," লিসার দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকালেন মিলার। "অথবা মেরে ফেলা হয়েছে ওদের।"

লিসার বুক ভয়ে কেঁপে উঠল। মনে একটা ক্ষীণ আশা, মঙ্ক হয়তো পালিয়ে যেতে পেরেছে। সাহায্য নিয়ে ফিরে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। এই শুভকামনার সাথে কিছুটা বিশ্বাসও মিশে আছে।

মাথা নাড়লেন হেনরি, একচুমুকে সবটুকু হুইস্কি শেষ করে ফেললেন। গ্লাসটা মুখ থেকে নামিয়ে বললেন, "ওদের পরিণাম নিয়ে ঘাটাঘাটি করে কোনও লাভ নেই। সব মিলিয়ে বলতেই হচ্ছে, মুক্তিপণ আদায়ের মতো মামুলি ব্যাপার নয় এটা।"

"কিন্তু মুক্তিপণ ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে?' মিলার জিজ্ঞেস করলেন।

হেলিকপ্টারের শব্দ শুনে সবার মনোযোগ বারান্দার খোলা দরজার দিকে ঘুরে গেল। বেশ বড়সড়, দুই রোটরবিশিষ্ট, মিলিটারি ডিজাইনের ধুসর হেলিকপ্টার। কী হচ্ছে দেখার জন্য সবাই দলবেঁধে দরজার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল।

সমুদ্র থেকে তাজা বাতাসের সাথে নোনা গন্ধ ভেসে আসছে। কেমিক্যালের বাজে গন্ধের মতোও ঠেকছে খানিকটা। সম্ভবত বিষাক্ত কিছু থেকে উৎপত্তি এই গন্ধের। আবার পানির ওপর ভেসে থাকা পোড়া তেলও হতে পারে। হেলিকপ্টারটা স্থানীয় জাহাজগুলোর ধ্বংসাবশেষের ওপর দিয়ে উড়ে এলো, উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বোধহয়। হেলিপ্যাডে গিয়ে নামলো ওটা। ধীরে ধীরে গর্জন কমে আসতে লাগল। একসময় থেমে গেল ইঞ্জিন।

তীব্র শব্দটা থামতেই, লিসা নতুন আরেকটা শব্দ খেয়াল করল। পায়ের নিচের মেঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে। "জাহাজটা নড়তে শুরু করেছে," হেনরি বললেন।

রাইডার নিভে যাওয়া সিগারটা ছুড়ে মারলো একদিকে।

হেনরির কথার সত্যতা বুঝতে পারল লিসা। ঘড়ির কাঁটার মতো ধীরবেগে জাহাজটা এগোতে শুরু করেছে। আশেপাশের জ্বলন্ত দৃশ্যপট একটু একটু করে চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে।

"জাহাজটা সাগরে নিয়ে যাচ্ছে ওরা।" মিলার বললেন।

লিসার ভেতরেও ভয় কাজ করছে। তীরের কাছাকাছি থাকা অবস্থায় অন্তত কিছুটা নিরাপত্তা ছিল। সেই ভরসাটুকুও ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে ওদের কাছে থেকে। ওর নিঃশ্বাস ভারী হয়ে উঠল। খোঁজখবর না পেলে কেউ না কেউ বুঝতেই পারবে যে জাহাজে কিছু একটা হয়েছে। খুঁজতে আসবে ওদের। তাছাড়া, পেইন্টারকে মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যেই ফোন করার কথা ছিল ওর। যেহেতু সময়মতো ফোন করা হয়নি..

দৈত্যাকার ক্রুজশিপটা জড়তা কাটিয়ে উঠতেই ওদের নড়াচড়ার গতিও বেড়ে গেল। দ্বীপ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা। ঘড়ি দেখল লিসা। তারপর, রাইডারের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, "মি. ব্লান্ট, এই জাহাজের সর্বোচ্চ গতিবেগ কত?"

হাতের সিগারটা ছাইদানীতে চেপে ধরল রাইডার। "ক্রুজ শিপে করে ট্র্যান্স-আটলান্টিক ক্রসিং পাড়ি দেয়ার হেলস ট্রফি বেঞ্চমার্ক হচ্ছে চল্লিশ নটিক্যাল মাইলের মতো। অনেক দ্রুতগামী কিন্তু।"

"আর মিস্ট্রেস?"

রাইডার পাশের দেয়ালে থাবা দিল, "ফ্লিটের গর্ব, জার্মানিতে ডিজাইন করা ইঞ্জিন। সাতচল্লিশ নটিক্যাল এর মতো তো হবেই।"

মনে মনে হিসাব করে ফেলল লিসা। তিন ঘণ্টার ভেতর ফোন না করলে, পেইন্টার কখন চিন্তা করতে শুরু করবে? চার নাকি পাঁচ ঘণ্টা পর? আনমনে মাথা নাড়ল ও। নাহ, পেইন্টার এক মিনিটও দেরি করবে না।

"তিন ঘণ্টা," বিড়বিড় করে বলল লিসা। বেশি দেরি হয়ে যায় কি? রাইডারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এখানে কোনও ম্যাপ আছে?"

রাইডার লাইব্রেরির দিকে আঙুল তুলে দেখাল, "একটা গ্লোব আছে। লাইব্রেরির ছোটো রুমটায়।"

লাইব্রেরির উঁচু উঁচু বইয়ের তাক পেরিয়ে লিসাকে ছোটো রুমটায় নিয়ে গেল রাইডার। রুমের ঠিক মাঝখানে রাখা কাঠের গ্লোবটার সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল লিসা, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ইন্দোনেশীয়ান দ্বীপপুঞ্জ বের করে ফেলল, তারপর আঙুলে গুণে হিসেব করতে লাগল কী যেন।

"তিন ঘণ্টার ভেতর আমরা ইন্দোনেশীয়ান দ্বীপপুঞ্জের সারিতে হারিয়ে যাব।" বলল সে। অঞ্চলটা ছোট ছোট পাথুরে দ্বীপ আর ডুবোপাহাড়ে ভর্তি। শুধু জাভা আর সুমাত্রাকেই বড় দ্বীপ বলা চলে। পুরোটুকু এক গোলকধাঁধার মতো, একবার হারিয়ে গেলে পথ খুঁজে বের করা খুব কঠিন। আঠারো হাজার দ্বীপ মিলে মোটামুটি আমেরিকার সমান বড় জায়গাটা। মূল শহর জাকার্তা আর সিঙ্গাপুর থেকে একটু দূরবর্তী দ্বীপগুলো প্রযুক্তিগত দিক এখনও প্রস্তর যুগে পড়ে আছে। কোনও কোনও দ্বীপে তো মানুষ খাওয়ার রীতিও প্রচলিত আছে এখনও। একটা আস্ত ক্রুজশীপ লুকাতে হলে, এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হতে পারে না।

"ওরা আস্ত একটা জাহাজ চুরি করার আশা করে কীভাবে?" বিস্মিতকণ্ঠে বললেন লিন্ডহোম। "সারভেইলেন্স স্যাটেলাইটে ধরা পড়বেই। এতবড় ক্রুজশিপ কে তো লুকিয়ে রাখা সম্ভব না।"

"দস্যুদের এত খাটো করে দেখবেন না," হেনরি বললেন। "আমাদের খোঁজার কথাটা তো কারো মাথায় আসতে হবে আগে!"

হেনরির কথাটা ঠিক। আক্রমণের ধরন, জাহাজের কর্মীদের সাথে সংঘাত আর ছিনতাইয়ের নমুনা দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, কয়েক সপ্তাহের পরিকল্পনা ছাড়া এটা সম্ভব না। বিশ্বের অন্য যে কারো আগেই কেউ একজন টের পেয়েছিল, ক্রিসমাস আইল্যান্ডে কিছু একটা চলছে। আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা জন ডো'র কথা মনে পড়ল লিসার। মাংসখেকো ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত ছিল লোকটা। পাঁচ সপ্তাহ আগে এই দ্বীপেই খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল ওকে।

দস্যুরা কি এতটা জানে?

স্যুইটের দরজায় আলোড়ন শুনে ফিরে তাকাল সবাই, দু'জন মানুষ এসেছে। মুখে ট্যাটু আঁকা দস্যু সর্দারকে চিনতে পারল লিসা। তাকে ঠেলে সরিয়ে আরেকটা লম্বা লোক ভেতরে ঢুকল। ট্যাটুওয়ালা দস্যুনেতার কাঁধের আড়ালে থাকা একটা মেয়ের দিকে নিজের হ্যাট বাড়িয়ে দিল আগন্তুক। লম্বা পা ফেলে সামনে হেটে এলো তারপর। গায়ে পুরোদস্তুর পার্টির পোশাক, সাদা লিনেনের স্যুট, হাতে ছড়ি। লম্বা চুল একদম কাঁধ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। পরিপাটি অবয়ব আর তীক্ষ্ণ চোখের কারণে, অনেকটা ভারতীয় অথবা পাকিস্তানিদের মতো দেখায়। বন্দী দলটার দিকে এগিয়ে এসে মেঝেতে ছড়ি ঠুকলো সে। চোখ জ্বলজ্বল করছে।

"নামাস্তে," সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে হিন্দি ভাষায় অভ্যর্থনা জানাল। "এখানে আসার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।"

ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে জাহাজের মালিকের উদ্দেশ্যে আবার মাথা নোয়াল সে। "স্যার রাইডার, আপনার সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব আর চমৎকার জাহাজটা ব্যবহার করতে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। কোনওরকম আঁচড় ছাড়াই জাহাজটা আবার আপনাকে ফেরতে দেবার যথসাধ্য চেষ্টা করব আমরা।"

রাইডার ভ্রূক্ষেপও করল না, দৃষ্টি দিয়ে লোকটাকে মাপার চেষ্টা করছে সে।

মাথা ঘুরিয়ে বিজ্ঞানীদের দিকে ফিরে তাকাল আগন্তুক। "ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের সব ক'জন বিজ্ঞানীকে এখানে একসাথে পেয়ে আমি ধন্য।"

হেনরির ভ্রূজোড়াকে অবিশ্বাস আর বিহ্বলতায় কেঁপে উঠতে দেখল লিসা।

আগন্তুকের চোখ সবার দিকে ঘুরেফিরে লিসার ওপর থামল। "আর হ্যাঁ, গোপন অভিযানে ব্যস্ত আমাদের সহকর্মীকে কী করে ভুলি? সিগমা ফোর্স, তাই না?"

হতবিহ্বল অবস্থায় তাকিয়ে রইল লিসা। কীভাবে জানে...?!

ওর দিকে তাকিয়ে হালকা একটু মাথা ঝাঁকালো লোকটা, ভদ্রভাবেই। বলতে লাগল, "আমি খুবই দুঃখিত যে, তোমার পার্টনার আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেনি। ওকে ধরে আনার চেষ্টা করেছিলাম। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে,

কাঁকড়া সংক্রান্ত ঝামেলা, ব্যাপারটা এখনও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। একাজে অনেকগুলো লোককে হারিয়েছি আমরা। জীবন্ত ফিরেছে মাত্র একজন।"

রাগে-দুঃখে লিসার দৃষ্টি সরু হয়ে এলো।

মঙ্ক...

লিসার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল রাইডার। তারপর, আগন্তুকের দিকে প্রশ্ন ছুড়লো, "কে আপনি?" কণ্ঠে রাগ ঝরে পড়ছে।

"ও হ্যাঁ। আমি দুঃখিত," নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে পরিচয় দিল, "ডঃ দেবেশ পতগুলি। গিল্ডের হয়ে কাজ করছি। বায়োটেকনোলজি বিভাগের চীফ অ্যাকুইজিশন অফিসার।"

যন্ত্রণার পাশাপাশি কেমন যেন একটা ভয় জাগল লিসার মনে। পেটের ভেতর কী যেন দলা পাকিয়ে উঠল। পেইন্টারের কাছে থেকে গিল্ডের সবকিছু শুনেছে সে। শুরু থেকেই একের পর এক খেল দেখাচ্ছে সংগঠনটা। কথা শেষ করার ভঙ্গিতে মেঝেতে লাঠি ঠুকলো লোকটা, "পরিচয়পর্বে এর চেয়ে বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না। তীরে পৌঁছানোর আগে অনেকগুলো কাজ করতে হবে আমাদের।"

"কী কাজ?" লিসা জোর গলায় বলার চেষ্টা করল, যন্ত্রণায় তিতকুটে শোনাল তার কণ্ঠ।

লিসার দিকে তাকিয়ে চোখ নাচালো দেবেশ, "পৃথিবীটাকে বাঁচাতে হবে আমাদের...একসাথে।"

দুপুর ৩:৪৫

এক হাতে লোকটার মুখ ঠেসে ধরেছে মঙ্ক। অন্য হাতের কৃত্রিম আঙুলগুলো গলায় চেপে বসেছে। চোয়ালের ঠিক নিচে ক্যারোটিড ধমনী চেপে ধরে মাথার রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে ওর। ছটফট করে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু মঙ্কের বজ্রমুষ্টির সাথে পেরে উঠতে পারল না। পা ছোঁড়াছুঁড়ি থেমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর, আস্তে করে ওকে মেঝেতে নামিয়ে রাখল মঙ্ক। তারপর ঠেলে ঢুকাল যন্ত্রপাতি রাখার একটা ক্লজেটে।

পায়ের নিচের মৃদু কম্পন টের পেল সে, তার সাথে ইঞ্জিনের গুঞ্জন। জাহাজটা সরে যাচ্ছে। সোজা হয়ে দাঁড়াল মঙ্ক। একদম সময়মতো জাহাজে উঠতে পেরেছে তাহলে।

জেট স্কি বিস্ফোরিত হওয়ার পরপরই জাহাজের নোঙরের শিকল ধরে ঝুলে পড়েছিল ও। স্কুবা ট্যাংককে ঝুলে পড়তে দিয়ে একদম পানির গভীরে নেমে গিয়েছিল। যেদিক দিয়ে জাহাজে উঠেছে, সেদিকে তেমন একটা পাহারা ছিল না। অধিকাংশের মনোযোগ তখন সৈকতের দিকে। শিকল বেয়ে উঠে, ঝুলন্ত একটা লাইফবোটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মঙ্ক। তারপর চেম্বার থেকে গড়িয়ে ডেকে চলে এসেছিল। এক মুহূর্ত দেরি না করেই আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল।

সাপ্লাই ক্লজেটে প্রায় পনেরো মিনিট অপেক্ষা করার পর, একজন একাকী গার্ডকে দেখতে পেয়েছিল মঙ্ক। হাতে হেকলার অ্যান্ড কোচ অ্যাসল্ট রাইফেল। লোকটাকে এখন ওই ক্লোজেটের ভেতরেই ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে।

গার্ডটার শরীর থেকে ঢিলে শার্ট প্যান্ট খুলে নিয়ে দ্রুত পোশাক পাল্টে নিল মঙ্ক। অবশ্য জুতোগুলো পায়ে লাগল না, ওর পায়ের তুলনায় অনেক ছোট ওগুলো।

নিরুপায় হয়ে খালি পায়েই হাঁটা দিতে হলো। তবে হাত খালি নয়। গার্ডের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া রাইফেলের ওজন ওকে স্থির হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

হলে ঢুকেই মাথার স্কার্ফটা মুখের ওপর টেনে নিয়ে অন্য দস্যুদের মতো মুখ ঢাকলো মঙ্ক। জাহাজটা ভালোই চেনা আছে। দেশ থেকে ক্রিসমাস আইল্যান্ডের দিকে পা বাড়াবার সময় মুখস্থ করে ফেলেছে জাহাজের পুরো নকশা।

দ্রুত হেঁটে ডেক থেকে স্টারবোর্ড হলওয়ের দিকে গেল সে। সিঁড়ির সামনে আরও দু'জন দস্যু দাঁড়ানো। ওদের পাত্তা না দিয়ে, ব্যস্তভাবে পাশ কাটিয়ে গেল।

গার্ডদের একজন ওকে দেখে রীতিমতো চিৎকার শুরু করে দিল, দৌড়ে এলো প্যাসেজ ধরে। মঙ্ক একটা শব্দও বুঝল না। তবে ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো, ওকে অভিশাপ দেয়া হচ্ছে। ও রাইফেল উঁচিয়ে দেখাল, তবে থামল না। হলওয়ে ধরে দ্রুত নেমে যেতে লাগল।

লিসা আর মঙ্ক ওদিকটায় পাশাপাশি ঘরে থাকত। হারিয়ে যাওয়া সহকর্মীকে খুঁজে বের করার জন্য প্রথমে এই জায়গাটার কথাই মাথায় এসেছে ওর। পিঠে গুলি লাগা দুটো মৃতদেহ দেখা যাচ্ছে সামনে। এত কিছু ভাবা যাবে না এখন, আগে লিসাকে খুঁজে বের করতে হবে।

ঘরগুলো গুণে দেখল মঙ্ক। একটা ঘরের ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। নিজেদের কেবিনে না পৌছানো পর্যন্ত থামল না ও। তবে ঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করে কোনও লাভ হলো না, তালা মেরে রাখা। ইলেক্ট্রনিক কী-কার্ডটা নৌকার ভেতর ব্যাগে ফেলে এসেছে। পাশের ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল তারপর, লিসার ঘর। নব ঘুরছে না। কিন্তু দরজার ওপাশে, কাউকে নড়াচড়া করতে শুনলো মঙ্ক। নিশ্চয়ই লিসা।

দরজার উপর আলতো করে টোকা দিল মঙ্ক। গলা নামিয়ে বলল, "লিসা.....আমি।"

দরজার ফুটোতে ছায়া পড়ল, ভেতর থেকে উঁকি মারছে কেউ। একটু পেছনে সরে স্কার্ফ নামিয়ে নিজের চেহারা দেখাল মঙ্ক। এক মুহূর্ত পরেই, ওপাশের চেইন নেমে গেল। শক্ত হয়ে এটে থাকা হাতলটা ঘুরে গেল সহসাই।

মঙ্ক আবার মুখোশ পরে নিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "তাড়াতাড়ি করো।"

ভেতরে ঢুকে পড়ে সামনের দিকে এগোল, "লিসা, আমাদের উচিত..."

কথা শেষ করার আগেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাইফেলটা উঁচিয়ে ধরল সে।

ঘরের ভেতর লিসা নেই। অন্য কেউ।

সূর্যের তীব্র আলোর বিপরীতে হামাগুড়ি দিয়ে বসে থাকা এক যুবকের ছায়া দেখা যাচ্ছে। দরজার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। মঙ্ককে রাইফেল হাতে এগোতে দেখে অনুনয় করে উঠল, "না...গুলি করবেন না।"

স্থিরভাবে রাইফেলটা ধরে রেখে ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল মঙ্ক। ঘরের ভেতর তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েছে কেউ; চারদিকে সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা। ড্রয়ারগুলো হা করে খোলা, আর ক্লজেট গুলো একদম ফাঁকা। কিন্তু আরেকটা জিনিস মঙ্কের মনোযোগ কেড়ে নিলঃ লাশ! উপুড় হয়ে বিছানায় পড়ে আছে দস্যুদের একজন। গলাটা আড়াআড়িভাবে চিরে ফেলা। পুরো বিছানা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

চোখ বড় বড় করে যুবকের দিকে মনোযোগ ফেরাল মঙ্ক, "কে তুমি?"

"ডঃ কামিংসকে খুঁজছিলাম, আর কোনও জায়গার কথা মাথায় আসছিল না।"

লিসার সাহায্যকারী নার্সের কথা মনে পড়ল মঙ্কের। তবে ওর নাম মনে করতে পারল না কিছুতেই।

"জেসপাল, স্যার... জেসি।" মঙ্ককে ইতস্তত করতে দেখে বিড়বিড় করে বলল ছেলেটা।

রাইফেল নামিয়ে একটু সামনে এগোলো মঙ্ক, "লিসা কোথায়?"

"জানি না। আমি এখানে ছিলাম না," বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি জেসি। কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগল, "হাসপাতালের ওয়ার্ডের ওদিকটায় ছিলাম। হঠাৎ বিস্ফোরণের আওয়াজ...চারজন ক্রুকে গুলি করতে দেখে আমি দৌড়াতে শুরু করলাম। ওদিকে ডঃ কামিংস টক্সিকোলজিস্টের সাথে কথা বলতে গিয়েছিলেন। প্রার্থনা করেছি, উনি যেন পালিয়ে তার ঘরে ফিরে যেতে পারেন।"

রক্তাক্ত বিছানার দিকে একঝলক তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করল সে, "হাসাপাতালের ওয়ার্ডে ব্যাগ রেখে গিয়েছিলেন ডঃ কামিংস, আমি তুলে এনেছি। চাবি খুঁজে পেয়েছিলাম। কিন্তু এই লোক আগে থেকেই ভেতরে অপেক্ষা করছিল। ডঃ কামিংসের বদলে আমাকে আসতে দেখে ক্ষেপে উঠল। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করল আমাকে। লোকটার কাছে একটা রেডিও ছিল।"

মেঝেতে পড়ে থাকা ছোট্ট বহনযোগ্য রেডিওর দিকে নির্দেশ করল জেসি।

"ওর গলার এই দশা হলো কিভাবে?" মঙ্ক জিজ্ঞেস করল।

"আমি ওকে রিপোর্ট করার সুযোগ দিতে চাইনি। ডঃ কামিংসের ব্যাগে চাবির চেয়ে অনেক জরুরি কিছু ছিল।" কোমরের বেল্টে গুজে রাখা একটা ক্ষুর টেনে বের করল ও। "আমার...আমার আর কোনও উপায় ছিল না।"

মঙ্ক ওর বাহুর ওপর হালকা করে চাপ দিয়ে বলল, "ভালোই করেছ,জেসি।"

"জাহাজের মূল রেডিওতে ডঃ কামিংসসহ আরও কয়েকজন বিজ্ঞানীকে ডাকতে শুনেছিলাম।" জেসি আরেকটা বিছানায় বসতে বসতে বলল।

"কোথায় যেতে বলেছে ওদের?"

"জাহাজের ব্রিজে।"

"কয়েকবার করে ডেকেছে নাকি?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে মাথা নাড়ল জেসি।

তাহলে লিসা অবশ্যই আদেশটা পালন করেছে।

অবশেষে মঙ্ক একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য খুঁজে পেল।

নিজেদের দুই ঘরের সন্ধিস্থলে অবস্থিত দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল মঙ্ক। এই ঘরেরও একই অবস্থা। কে যেন ওর স্যাটেলাইট ফোনসহ আরও কিছু যন্ত্রপাতি বেমালুম গায়েব করে দিয়েছে। মৃতদেহটা পরীক্ষা করতে গিয়ে অবাক হলো মঙ্ক। দস্যু লোকটার চামড়ার কালচে বর্ণ শুধু হাতের কব্জি আর পায়ের পাতায় সীমাবদ্ধ। বাকি শরীর ঠিক যেন একদম তুষার শুভ্র। দ্বীপের অধিবাসীদের কারো এমন হবার কথা না, ছদ্মবেশী মার্সেনারি হবে হয়তো।

কী চলছে এখানে?

একজোড়া বাস্কেটবল শ্যু নিতে মঙ্ক আবার ওর ঘরে ফিরে গেল।

খালি পায়ে জুতোজোড়া গলিয়ে জেসিকে বলল, "আমাদের এখানে থাকাটা উচিত হবে না। বিছানায় শুয়ে থাকা স্লিপিং বিউটিকে খুঁজতে আসবে কেউ না কেউ। তোমাকে লুকানোর মতো ভালো একটা জায়গা বের করে দিচ্ছি, চলো।"

"আপনি কী করবেন?"

"আমি লিসাকে খুঁজতে যাচ্ছি।"

"তাহলে আমিও যাচ্ছি আপনার সাথে।" কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল জেসি।

মাথায় শার্ট বেধে রেখে দস্যুদের মতো ছদ্মবেশ ধারণ করেছে ছেলেটা। একেবারে হাড় জিরজিরে শরীর। মঙ্কের সন্দেহ হলো, চামড়ার নিচে হয়তো একটু আধটু পাকানো পেশি থাকলেও থাকতে পারে। এমন শরীর নিয়ে জেসি ওর দ্বিগুণ আকারের একজনকে মেরে ফেলে রেখেছে, বিশ্বাস করা খুব কঠিন।

"আমি একা যাওয়াই ভালো।" দৃঢ় কণ্ঠে বলল মঙ্ক।

জেসি মাথা থেকে শার্টটা খুলে ফেলল। বিড়বিড় করে বলছে কিছু একটা।

"কী?"

বিরক্তি নিয়ে মঙ্কের দিকে তাকাল ও, "আমার জুজিৎসু আর কারাতের ট্রেনিং আছে। প্রত্যেকটায় ফিফথ ডিগ্রি ব্ল্যাক বেল্ট।"

"ভারতের জ্যাকি চান হলেও, তোমাকে সাথে নিচ্ছি না।"

দরজায় টোকার শব্দ শুনে দু'জনই একসঙ্গে চমকে ঘুরে দাঁড়াল। মালয় ভাষায় চিৎকার করে কিছু একটা জিজ্ঞেস করছে এক লোক। একটা শব্দও না বুঝতে পেরে মঙ্ক রাইফেল উঁচিয়ে ধরল। যোগাযোগের অন্য মাধ্যম ভালোই জানা আছে ওর।

রাইফেলের ব্যারেল ঘেঁষে মঙ্ককে পাশ কাটিয়ে সেদিকে এগোল জেসি। বিরক্ত কণ্ঠে মালয় ভাষায় কথোপকথন চালাল কিছুক্ষণ। দরজায় দাঁড়ানো লোকটা খুশিমনেই চলে গেল এরপর।

মঙ্কের দিকে ঘুরে ভ্রূ নাচাল জেসি।

"ঠিক আছে, তুমি হয়তো কাজে আসতে পারো।" মঙ্ক স্বীকার করে নিল।

বিকাল ৪:২০

রাইডার ব্লান্ট আর অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে লিসা। বন্দীদের সবাইকে জাহাজের সামনের ডেকের গানপয়েন্টে নিয়ে আসা হয়েছে। বড় হেলিকপ্টারটা হেলিপ্যাডের ওপর পড়ে আছে, হ্যাঁচ খোলা। মৌমাছির পালের মতো তার চারপাশ ঘিরে কাজ করছে কয়েকজন। কার্গো হোল্ড থেকে ভারী জিনিসগুলো নামাচ্ছে তারা।

লিসা কতগুলো ছাপ মারা নাম আর কর্পোরেট লোগো খেয়াল করল- সনবায়োটিক, ওয়েলশ সায়েন্টিফিক, জেনেকর্প। একটা বাক্সে কাগজ দিয়ে বানানো আমেরিকার পতাকা আর USAMRIID অক্ষরগুলো দেখতে পেলইউএস আর্মি মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব ইনফেকশাস ডিজিসেস।

বাক্সগুলো চিকিৎসার সরঞ্জামে ভরা।

এলিভেটর দিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

হেনরির চোখের দিকে তাকাল সে। বাক্সগুলো তারও নজর এড়ায়নি। একহাত দিয়ে আনমনে দাঁড়ি ঘষছেন তিনি, ঠোঁটের কোণায় ভাঁজ পড়েছে দুশ্চিন্তায়। একপাশে মিলার আর লিন্ডহোম দিগন্তে তাকিয়ে আছেন। রাইডার তেজি বাতাসের বাঁধা কাটিয়ে আরেকটা সিগার ধরানোর চেষ্টায় মত্ত।

হেলিকপ্টারের রোটরের নিচে দাঁড়িয়ে মালামাল নামানো দেখছে ড. দেবেশ পতঞ্জলি। পৃথিবীকে রক্ষা করা সম্পর্কিত বিচিত্র মতামত নিয়ে এখনও কিছু বলেনি সে। তার বদলে ওদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে।

একপাশে বন্দুকধারীদের মাওরি নেতা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে কোনও অস্ত্র নেই, কিন্তু কোমরের হোলস্টারে রাখা পিস্টলের উপর তালু চেপে রেখেছে, সরু চোখে সবার কাজকর্ম লক্ষ্য করছে। লিসা জানে, লোকটা সবকিছু খেয়াল করছে। এমনকি ড. পতঞ্জলির সঙ্গিনী নারীটিকেও লক্ষ্য করছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

মেয়েটা এখনও সবার কাছে রহস্য হয়েই আছে। এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি। কালো বুটজোড়ায় ঢাকা পায়ের মাঝে কোনও ফাঁকা না রেখে দাঁড়িয়ে আছে সে। অপেক্ষার ভঙ্গিতে দুই হাতে নিজের কোমর ধরে রেখেছে। মুখের ভাবভঙ্গি না বোঝা গেলেও, ওর দেহের সুগঠিত কাঠামো মাওরি নেতার নজর এড়ায়নি।

ড. পতঞ্জলি প্রেসিডেনশিয়াল স্যুইট থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাকে মেয়েটার নাম ধরে ডাকতে শুনেছে লিসা...সুরিনা। বেরোনোর সময় ওর চিবুকে চুম্বন করেছিল ড. পতঞ্জলি। মেয়েটার মুখে কোনওরকম অনুভূতি খেলা করেনি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত বলে মনে হয় ওকে, গায়ে কমলা-লাল রঙের সিল্ক শাড়ি। দীর্ঘ কালো চুলগুলো খোপা করে বেঁধে রাখা, বাঁধন খুলে দিলে সম্ভবত মেঝে পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। ঐতিহ্যের চিহ্ন স্বরূপ কপালে লাল রঙা বিন্দি পরেছে। কিন্তু ওর গায়ের রঙটা দেবেশ পতঞ্জলির তুলনায় বেশ ফর্সা। পূর্বপুরুষদের কেউ ইউরোপীয় হবে হয়তো

মেয়েটা ডঃ পতঞ্জলির বোন, বউ অথবা সাধারণ সঙ্গী–যেই হোক না কেন, তাতে লিসার কিছুই আসে যায় না। ওর নিস্তব্ধতায় কেমন যেন একটা ভীতি প্রদর্শনের ভঙ্গি মিশে আছে। চোখের শীতলতায় তা আরও বেশি দৃঢ় ভাব ধারণ করেছে। হাতমোজায় ঢাকা বাম হাত, আঁটোসাঁটো করে পরা। দূর থেকে দেখে মনে হয় হাতটা কালিতে চুবানো হয়েছে।

ক্রিসমাস আইল্যান্ডের দিকে তাকাল লিসা। কুয়াশাচ্ছন্ন সবুজ ছায়ার মতো দেখাচ্ছে দ্বীপটাকে। কালো ধোঁয়ার চাদরে ঢেকে আছে আকাশটা। এহেন পরিস্থিতিকে বিপদ সংকেত হিসেবে লক্ষ্য করার মতো কে-ই বা আছে এদিকে? অবশ্য সময়মতো রিপোর্ট না করলে পেইন্টারের সন্দেহ হবেই।

তেজি বাতাস বইছে চারদিকে। লিসা চোখ মেলে দূরের সীগাল পাখিগুলো দেখতে লাগল। যদি পাখির মতো এত সহজে উড়ে পালানো যেত...

হঠাৎ চিৎকার শুনে হেলিকপ্টারের দিকে ফিরে তাকাল সে।

সার্জনের পোশাক পরা দু'জন লোক হেলিকপ্টার থেকে একটা স্ট্রেচার নামাচ্ছে। তাদের পাশ কাটিয়ে দেবেশ রোগীর ওপর ঝুঁকে দেখল স্ট্র্যাপ লাগানো আছে কিনা। পোর্টেবল মনিটরিং ইকুইপমেন্ট লাগানো স্ট্রেচারে। বুকের ওঠানামার ধরণ দেখে রোগীকে নারী বলে মনে হচ্ছে। নাকে মুখে লাগানো অসংখ্য নল আর যন্ত্রপাতির কারণে চেহারা অস্পষ্ট হয়ে আছে। হাতের ছড়ি উঁচিয়ে দিক নির্দেশ করল দেবেশ। লোকগুলো সাথে সাথে স্ট্রেচারটা নিয়ে এলিভেটরের দিকে এগোলো।

অবশেষে বন্দীদের দিকে ফিরে তাকাল দেবেশ।

"একঘণ্টার ভেতর আমাদের ল্যাব আর মেডিকেল স্যুইটগুলো গুছিয়ে নেয়া হবে। ভাগ্য ভালো যে, ডঃ কামিংস আর তার সহকর্মীরা জরুরি কিছু সরঞ্জাম সাথে করে নিয়ে এসেছে। আমার ধরাছোয়ার বাইরে ছিল ওগুলো। কে জানতো যে, তোমাদের প্রতিরক্ষা বিভাগের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শাখা একটা বহনযোগ্য স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ তৈরি করে ফেলেছে! ইলেক্ট্রোফোরেসিস ইকুইপমেন্ট আর প্রোটিন সিকুয়েন্সারও পাওয়া গিয়েছে তোমাদের কল্যাণে। এসব সরঞ্জাম হাতের নাগালে থাকা রীতিমতো সৌভাগ্যের ব্যাপার।"

দেবেশ মেঝেতে ছড়ি ঠুকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল, "এসো, কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেখাব।"

অন্যদের সাথে নিয়ে ওর পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করল লিসা। ওকে বাধ্য করার জন্য পিঠে বন্দুক ধরে রাখার দরকার নেই এবার। রহস্যের ওপর রহস্য ঢিবি হয়ে আছে এখানে। ও সবকিছুর উত্তর জানতে চায়, আক্রমণের কারণ আর পৃথিবী রক্ষার ব্যাপারে দেবেশর বক্তব্য বিষয়ে কিছুটা খেই পাওয়া দরকার।

তিনটা ডেক পেরোল ওরা। যেতে যেতে লিসা কেমিক্যাল স্যুট পরা কয়েকজনকে খেয়াল করল। নিচু প্যাসেজওয়েগুলোতে কাজ করছে তারা, জীবাণুনাশক স্প্রের ঘন আস্তরণের ভেতর দিয়ে হাঁটাচলা করছে।

জাহাজের সমুখভাগের দিকে এগিয়ে চলেছে দেবেশ। হলটা একটা প্রশস্ত বৃত্তাকার জায়গায় গিয়ে থেমেছে। তার পাশে সব ব্যয়বহুল কেবিনের সারি। নিজের ল্যাবরেটরির জন্য এখানেই একটা বড়সড় ঘর বেছে নিয়েছিল মঙ্ক। বাকি সবকিছু নিজের অধিকারে নিয়ে নিয়েছে দেবেশ। আলাদা করা একটা ছাউনির নিচে সবাইকে হাত নেড়ে ডাকল সে। কর্মব্যস্ত জায়গাটা দেখিয়ে বলল, "আমরা এসে গেছি।"

একদল কর্মী বাক্স খুলে বিভিন্ন মেডিকেল আর ল্যাবরেটরির সরঞ্জাম নামাচ্ছে। বাক্সভর্তি ব্যাকটেরিয়া কালচার করার পেট্রিডিশ বের করে আনলো একজন। মঙ্কের ল্যাবের দরজাটা খোলা। ক্লিপবোর্ড হাতে একজনকে সিগমার সরঞ্জামগুলো পরীক্ষা করতে দেখল লিসা। দেবেশ তাদের নিয়ে পাশের কেবিনে ঢুকল। ব্যক্তিগত কী কার্ড ঢুকাতেই দরজা খুলে গেল।

ট্যাটুওয়ালা মার্সেনারি নেতার দিকে ঘুরে তাকাল সে, "রাকাও, অনুগ্রহ করে ডঃ মিলারকে বায়োটেকনোলজি স্যুইটে নিয়ে যাও।" মিলারের দিকে তাকিয়ে বলল তারপর, "ডঃ মিলার, আপনার ব্যাকটেরিওলজি স্টেশনকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করেছি আমরা। নতুন ইনকিউবেশন ওভেন, অ্যানারোবিক গ্রোথ মিডিয়া, ব্লাড কালচার প্লেটসহ আরও অনেক কিছু আনা হয়েছে। আপনি ডঃ এলোইস চেনিয়েরের সঙ্গে কাজ করলে খুশি হব। উনি আমার দলের ভাইরোলজিস্ট। হলের ওইপাশে যেতে হবে আপনাকে।"

একজনকে ডেকে ড. মিলারকে হলের দিকে নিয়ে যেতে বলল মাওরি নেতা। মিলার অন্যদের দিকে একনজর তাকালেন, তাদের সঙ্গ ছাড়তে চাচ্ছেন না। কিন্তু পিঠে ঠেকানো রাইফেলের কারণে তর্ক করার সাহস হলো না।

মিলার চলে যাওয়ার পর, দলটার দিকে তাকাল দেবেশ, "আর রাকাও, তুমি কিস্যার রাইডার আর ড. লিন্ডহোমকে নিজ দায়িত্ব রেডিও রুমে নিয়ে যেতে পারবে? আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ওখানে যাব।"

"স্যার।" ট্যাটুওয়ালা নেতা সিদ্ধান্তটা পছন্দ করতে পারল না। লিসা আর হেনরির দিকে সতর্ক সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

"আমাদের কোনও সমস্যা হবে না," দেবেশ দরজা খুলে ভারতীয় মেয়েটাকে ভেতরে ঢুকতে বলল। "আমার মনে হয় ডঃ কামিংস আর ড. বার্নহার্ট আমার সাথে আলাপ করতে চাচ্ছেন। আর তাছাড়া, সুরিনা তো আমার সাথে থাকছেই।"

লিসা আর হেনরি কেবিনে ঢুকে পড়লে, দেবেশ তাদের পেছন পেছন ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। এরপর মাওরি নেতার দিকে ঘুরে বলল, "আর হ্যাঁ, রাকাও, আমি যেসব বাচ্চাকে বেছে রেখেছি, তাঁদের একসাথে জড়ো করো।"

লিসা লক্ষ্য করল, মাওরি নেতার মুখ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। তার ট্যাটুগুলো মানচিত্রের মতো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

দরজা লক হবার সাথে সাথেই কেবিনের ডেস্কের পাশে গিয়ে দাঁড়াল দেবেশ। আসলে দু'টো ডেস্ক পাশাপাশি জোড়া লাগানো। একটা ডেস্ক অন্য কেবিন থেকে খুলে

আনা হয়েছে। ওপরে রাখা দু'টো এইচপি কম্পিউটারের সাথে তিনটা এলসিডি মনিটর। কেবিনের বাকি অংশে কাঠের আসবাবের মাধ্যমে বসার সুব্যবস্থা রয়েছে।

সুরিনা একটা সোফায় গিয়ে বসলো। ওর চলনের ভঙ্গিতে বিনয়ীভাব থাকা সত্ত্বেও, ক্ষমতা প্রদর্শনের আভাস লক্ষ্য করল লিসা। তীক্ষ্ণ চোখ আর রাজকীয় ভাবভঙ্গিতে কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে। তবে, বসার সময় ওর দু'পায়ের গোড়ালির পাশে লুকানো একজোড়া ছোরা দেখে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত হয়েছে ডঃ কামিংস।

লিসা চারপাশে তাকাল, ডেস্কের পেছনে একটা বেডরুম দেখা যাচ্ছে। বিছানার পায়ার কাছে একজোড়া বড় ট্রাঙ্ক। ওটা বোধহয় দেবেশ পতঞ্জলির ব্যক্তিগত খাস কামরা। কিন্তু এখানে কেন আনা হয়েছে ওদের?

কয়েকটা বোতাম চেপে কম্পিউটার চালু করল দেবেশ। অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে তিন তিনটা মনিটর একসাথে জ্বলে উঠে আলোয় উদ্ভাসিত হলো চারপাশ।

"ড. বার্নহার্ট...হেনরি, আমি কি শুরু করতে পারি?" দেবেশ ফিরে তাকাল।

আস্তে করে শ্রাগ করলেন হেনরি।

দেবেশ বলতে লাগল, "আপনার কাজের প্রশংসা করতেই হবে। বিষাক্ত আক্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে আমাদের বিজ্ঞানীরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ লাগিয়েছে। সেখানে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আপনি যা করেছেন, সেটা একদমই চিন্তার বাইরে।"

লিসার মেরুদন্ড বেয়ে ভয়ের শীতল স্রোত নেমে গেল। তাহলে বিপর্যয়ের অনেক আগে থেকেই এই হুমকি সম্পর্কে জানে অপহরণকারীর দল! কিন্তু গিল্ডের সাথে এর কী সম্পর্ক?

"অবশ্য সতর্কবাণী দেয়াটা খুব একটা পছন্দ করতে পারিনি তখন। খবরটা ওয়াশিংটনে পৌঁছানোর পর আমাদের বেশ তাড়াহুড়া করতে হয়েছে। যা এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিকল্পনায় পরিবর্তনও আনতে হয়েছে। নতুন করে ভাবতে হয়েছে। আপনাদের মেধাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে হয়েছে। তবে যাই হোক, আমাদের এখন খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে। এখনও আশা আছে।"

"কিসের আশা?" লিসা জিজ্ঞেস করল।

"দেখাচ্ছি, এখানে এসো।" পাশের চেয়ারে থাবা দিয়ে ওকে বসতে বলল দেবেশ।

লিসা দাঁড়িয়েই থাকল, তবে দেবেশ তাতে কিছু মনে করল না। কম্পিউটারের কিবোর্ডের উপর ঝুকে আছে লোকটা। মাঝখানের মনিটরে একটা ভিডিও চালু হয়ে গেল। রড আকৃতির কয়েক সারি ব্যাকটেরিয়ার আণুবীক্ষণিক গঠন দেখা যাচ্ছে সেখানে।

"অ্যানথ্রাক্স সম্পর্কে কতটুকু জানো?" পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করল দেবেশ।

প্রশ্নটা শুনে লিসা ভয়ে জমে গেল।

উত্তরটা হেনরি দিয়ে দিলেন, "*ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস*। মূলত গৃহপালিত পশু যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া-ইত্যাদিকে আক্রমণ করে। তবে এর স্পোর মানুষকেও আক্রান্ত করতে পারে। আর সেক্ষেত্রে মৃত্যুর হার অনেক বেশি।"

দেবেশ মাথা নাড়ল, "বিশ্বজুড়ে ব্যাসিলাস প্রজাতিকে মূলত মাটিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা ক্ষতিকর নয়। যেমন, *ব্যাসিলাস সেরেসাস* এর কথাই ধরা যাক।"

স্ক্রিনে একটা ব্যাকটেরিয়ার গঠন দেখা গেল। রড আকৃতির, পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়া। ডিএনএ জোড়া স্পষ্টভাবে কেন্দ্রে অবস্থিত।

"অন্যসব প্রজাতির মতো এটাও পৃথিবীজুড়ে পাওয়া যায়, বাগানের মাটিতে। মাটির বিভিন্ন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু আর পুষ্টি উপাদান খেয়ে থাকে। অ্যামিবার চেয়ে বড় আকৃতির কোনওকিছুর ক্ষতি করার সাধ্য নেই এদের। তবে এরই এক প্রজাতিক ভাই, *ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস*..." দেবেশ ক্লিক করে আরেকটা ছবি বের করল। পাশাপাশি ছবিতে দু'টো ব্যাকটেরিয়াকে একই রকম দেখচ্ছে। "অ্যানথ্রাক্সের জন্য এটাই দায়ী," দেবেশ বলে চলল, "পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাকটেরিয়াগুলোর মধ্যে একটি। শান্তিপ্রিয় বাগানবাসী ভাইটার সাথে এর জেনেটিক কোড প্রায় হুবহু মিলে যায়," প্যাঁচানো ডিএনএ'র গঠনের ওপর টোকা মেরে দেখাল দেবেশ। "তাহলে একজন খুনী আর বাদবাকিরা শান্তি প্রিয় হলো কেন?"

দেবেশ হেনরি আর লিসার দিকে তাকিয়ে রইলো।

মাথা ঝাঁকাল লিসা। আর হেনরির মুখে কোনও কথা নেই।

তাদের নীরবতায় সন্তুষ্ট হওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল দেবেশ। আরেকটা বোতাম ঘুরাতেই অ্যানথ্রাক্স ব্যাকটেরিয়াম স্ক্রিনে আকারে ফুটে উঠল। পুরো মনিটর জুড়ে ডিএনএ দেখা যাচ্ছে এখন। কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত, মূল ডিএনএ কুণ্ডলী থেকে আলাদা। জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালের দু'টো রিং ভেসে বেড়াচ্ছে সেখানে। দেখে মনে হয় যেন একজোড়া চোখ ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

"প্লাজমিড।" হেনরি রিংগুলোর নাম বলল।

প্রি-মেড শিক্ষার স্মৃতি হাতড়াতে গিয়ে লিসার ভ্রূজোড়া কুঁচকে উঠল। যত দূর মনে পড়ে, প্লাজমিড হচ্ছে মূল ক্রোমোসোমাল ডিএনএ থেকে আলাদা ডিএনএ'র বৃত্তাকার অংশ। ব্যাকটেরিয়ায় মুক্তভাবে ভেসে বেড়ানো এই জেনেটিক কোডের অংশগুলো একদমই স্বতন্ত্র। যদিও এদের ভূমিকা পুরোপুরি জানা যায়নি এখনও।

দেবেশ বলতে লাগল, "এই দু'টো প্লাজমিড-পিএক্সওওয়ান এবং পিএক্সও২, মূলত নিরীহ ব্যাসিলাস প্রজাতিকে খুনীতে রূপান্তরিত করে। এদেরকে সরিয়ে নেয়া মাত্রই অ্যানথ্রাক্স আবার শান্তিপ্রিয় প্রজাতি হয়ে যাবে। আবার, এদেরকে যদি নিরীহ বন্ধুসুলভ ব্যাসিলাসে ঢুকিয়ে দেয়া হয়, ওরা হয়ে উঠবে মারকুটে খুনী।"

অবশেষে ওদের দিকে ঘুরে গেল দেবেশ, "তাহলে আপনাদের একটা প্রশ্ন করি, এই মারাত্মক প্লাজমিড কোত্থেকে এলো?"

লিসা উত্তর দিল, "প্লাসমিড কি সরাসরি এক ব্যাকটেরিয়া থেকে আরেকটায় যেতে পারে না?"

"অবশ্যই পারে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই প্লাজমিড জোড়া কিভাবে প্রথম ব্যাকটেরিয়ায় এলো? তাদের আদি উৎস কী?"

ছবিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য, হেনরি একটু নড়েচড়ে স্ক্রিনের কাছে এগিয়ে আসলেন। "বিবর্তনের ধারায় প্লাজমিডের মূল উৎস এখনও একটা রহস্য। তবে বর্তমানে ধরে নেয়া হয় যে, ভাইরাস থেকে এসেছে এগুলো। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ব্যাকটেরিওফাজ এর নাম নিতে হয়। ব্যাকটেরিওফাজ হচ্ছে এমন এক ধরনের ভাইরাস, যা শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়াকেই আক্রান্ত করতে পারে।"

"ঠিক তাই।" দেবেশ আবার স্ক্রিনের দিকে তাকাল। "ধরা হয়ে থাকে, প্রাচীনকালে কোনও ভাইরাল ব্যাকটেরিওফাজ একটা শান্তিপ্রিয় ব্যাসিলাসে এই ভয়ঙ্কর প্লাজমিডজোড়া ঢুকিয়ে দিয়েছিল। একটা সাধারণ ব্যাকটেরিয়াকে পরিণত করেছিল ভয়াল দানবে।"

কি বোর্ডের বোতামগুলো আরও দ্রুত চাপতে লাগল দেবেশ। স্ক্রিন থেকে ছবিগুলো সরিয়ে বলল, "আর অ্যানথ্রাক্সই কিন্তু একমাত্র আক্রান্ত ব্যাকটেরিয়া নয়। প্লেগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া বা *ইয়েরসিনিয়া পেস্টিস*-এর ক্ষমতাও এই প্লাজমিড দ্বারা বর্ধিত হয়েছিল।"

লিসা ভয়ে শিউরে উঠল। ব্যাকটেরিয়ার রূপান্তর সম্পর্কিত এই কথাগুলো ওকে জাহাজের রোগীদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ভিনেগার ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত মেয়েটার ছটফটানি, দইয়ের ব্যাকটেরিয়া দিয়ে আক্রান্ত মেয়েরার কলেরা আমাশয়, অথবা জন ডো-চামড়ার ব্যাকটেরিয়া যার পা খেয়ে ফেলছে।

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, একই জিনিস আবার ঘটতে যাচ্ছে এখানে?" সে বিড়বিড় করে বলল, "আবারও ব্যাকটেরিয়া সংঘটিত বিপর্যয়?"

দেবেশ মাথা নাড়ল, "নিঃসন্দেহে। সমুদ্রের গভীর থেকে এরকমই কিছু একটা জেগে উঠেছে আবার। এমন কিছু, যা পৃথিবীর সব ব্যাকটেরিয়াকে মৃত্যুদূতে পরিণত করে ফেলতে পারে।"

হেনরির উদাহরণগুলো মনে পড়ে গেল লিসার–পৃথিবীতে ব্যাকটেরিয়ার প্রভাব কতটুকু, কীভাবে আমাদের শরীরের নব্বই ভাগ কোষ দখল করে রেখেছে ব্যাকটেরিয়া। অমানবিক। যদি এই ব্যাকটেরিয়ার স্রোত আমাদের প্রতিকূলে চলে যায়...

দেবেশ বলতে লাগল, "মাইক্রোবায়োলজিস্টরা অ্যানথ্রাক্স আর অন্যসব বিষাক্ত ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা করে একটা প্রাচীন ভাইরাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন। একজাতের ভাইরাস, অ্যানথ্রাক্স আর প্লেগ ব্যাকটেরিয়ার পূর্বপুরুষকে সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞানীরা এই জাতের একটা গালভরা নামও রেখেছেন–দ্য জুডাস স্ট্রেইন, যে কিনা বন্ধুকে শত্রুতে পরিণত করে ফেলে খুব সহজে।

দেবেশের মুখভঙ্গিতে ফুটে ওঠা উত্তেজনা আর চোখের চাকচিক্য দেখে সহজেই মূল ঘটনা অনুমান করতে পারলেন হেনরি। সরাসরি বলে বসলেন, "আমার ধারণা এই জুডাস স্ট্রেইন শ্রেনীটাকে আপনারা আলাদা করতে পেরেছেন। তাই না? তাছাড়া আপনাদের এখানে থাকার কথা না।"

"আমাদেরও তাই মনে হয়।"

দেবেশ আরও দু'টো বোতাম চাপলো। ব্যাকটেরিয়া উধাও হয়ে, স্ক্রিনে একটা ঘূর্ণায়মান অবয়ব ফুটে উঠল। ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফে রাখা একটা রূপালি রঙের ছবি দেখা যাচ্ছে। মূল খোলস জ্যামিতিক আকৃতির বহুভুজ, বিশটার মতো ত্রিভুজের সমন্বয়ে গঠিত। প্রত্যেক কোণ থেকে বেরিয়ে আসা আঁকশির মতো চিকন অংশগুলোর শেষ প্রান্ত কাঁটায় ভরা। কোনও কিছু ভেদ করার জন্য সদা প্রস্তুত।

মেডিকেল স্কুলে এরকম অনেক ছবি দেখেছে লিসা।

একটা ভাইরাস।

"বিষাক্ত জোয়ারভাটা থেকে সংগৃহীত সায়ানোব্যাকটেরিয়ার নমুনাতে পাওয়া গিয়েছে এটা, নিরীহ সামুদ্রিক ব্যাকটেরিয়াকে বিষাক্ত মাংসখেকোতে পাল্টে ফেলেছে। আর বাতাসের মাধ্যমে এই ভাইরাস স্থলভাগেও পৌঁছে গিয়েছে। দ্বীপের ব্যাকটেরিয়াগুলোকে একটু একটু করে খুনে বানিয়ে তুলছে।"

"আর রোগীদের শরীরে তারই উপযোগ দেখতে পাচ্ছি আমরা," হেনরি বললেন, "আমাদের নিজেদের শরীরকেই আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে।"

দেবেশ স্ক্রিনে টোকা দিল, "সত্যিকারের বিশ্বাসঘাতক। এই জীবাণুর পক্ষে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়াটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমন হলে পৃথিবীর সব ব্যাকটেরিয়া মৃত্যুদূতে পরিণত হবে। প্রাকৃতিক নিউট্রন বোমার মতো ব্যাপারটা। একটা ভাইরাল বিস্ফোরণ দ্বারা উঁচু স্তরের সব প্রাণীকে মুছে ফেলতে চাচ্ছে প্রকৃতি। পড়ে থাকবে শুধু এক বিষাক্ত পরিবেশ। ক্রিসমাস আইল্যান্ডে আমরা ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছি, সামনে পৃথিবী কী ভোগান্তিতে পড়তে যাচ্ছে!"

"আর যদি ছড়িয়ে পড়ে..." হেনরির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। "আমাদের সামনে একে থামানোর কোনও পথ খোলা থাকবে না।"

দেবেশ উঠে দাঁড়াল। ছড়িটা হাতে নিয়ে বলল, "সম্ভবত। তবে এখনও আমরা এই জীবাণু নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করিনি। ভালো খবর হচ্ছে, ভাইরাসটা স্বল্পজীবী আর মানবদেহকে আক্রমণে অক্ষম, শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়া আক্রান্ত করতে পারে এরা। সুতরাং, এই ভাইরাস সরাসরি আমাদের জন্য হুমকিস্বরূপ নয়। ব্যাকটেরিয়ার কোষ দখল করে, তাতে নিজের ডিএনএ'র অনুলিপি তৈরি করে ফেলে এরা। বিষাক্ত প্লাজমিডকে ব্যাকটেরিয়ার ভেতর রেখে আসে। কোষের বাইরে, নতুন ভাইরাসটা খুবই দুর্বল। জীবাণুনাশক দিয়ে খুব সহজেই এগুলোকে মেরে ফেলা যায়, আর পরিচ্ছন্নতা মেনে চললে নিয়ন্ত্রণও করা সম্ভব।"

লিসার মনে পড়ল, জাহাজের কর্মীরা কিছুক্ষণ আগে জীবাণুনাশক স্প্রে ছিটাচ্ছিলো। জাহাজটাকে জীবাণুমুক্ত করার চেষ্টা করছিল ওরা।

“কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি। এই ভাইরাস নতুন অনেকগুলো খুনী ব্যাকটেরিয়াকে জন্ম দিয়ে যায়। ভয়ঙ্কর ব্যাকটেরিয়াগুলো বিভাজিত হয়ে সংখ্যায় বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে পুরো বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে এরা।”

দুশ্চিন্তায় কপালে হাত রাখলেন হেনরি। “এই ভাইরাস যদি পুরো বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে যায়...তাহলে পৃথিবীতে হাজার হাজার নতুন রোগ জন্ম নেবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এমন প্লেগের সংক্রমণ ঘটবে, যা আমাদের কিছু করার আগেই চেহারা পাল্টাতে থাকবে। এর আগে পৃথিবী কখনো এমন কিছুর সম্মুখীন হয়নি।”

“কথাটা পুরোপুরি সত্যি না,” দেবেশের প্রতিবাদী কন্ঠে রহস্যের সুর জাগল।

হেনরি মনোযোগ দিলেন ওর কথায়।

“আমাদের ধারণা, এবারই জুডাস স্ট্রেইনের প্রথম প্রাদুর্ভাব নয়। বিভিন্ন অঞ্চলে এরকম হওয়ার ঐতিহাস বিবরণ আছে। প্রায় এক হাজার বছর আগে থেকেই,” দেবেশের কণ্ঠ ফিসফিসানির পর্যায়ে চলে এলো প্রায়, “এই গল্পগুলোর সাথে অদ্ভুত আর গোলোমেলে কিছু দাবী আছে।”

“কোনও ঐতিহাসিক বিবরণের কথা বলছেন আপনি?” লিসা জিজ্ঞেস করল।

হাত নেড়ে ওর প্রশ্নকে উপেক্ষা করে গেল দেবেশ। “সেটা কোনও ব্যাপার না। ইতিহাসের সূত্র ধরে আমাদের লোকজন সেই একই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। নিজেদের লক্ষ্যে অনড় থাকতে হবে আমাদের। জাহাজের ওপর আমাদের দায়িত্বের সাথে অতীতের কোনও সম্পর্ক নেই। আমার কর্মচারীরা সামনের দ্বীপটা ফাঁকা করে ফেলেছে। মি. ব্রান্টের ক্রুজশিপটা এই দ্বীপেই থামানো হবে। আক্রান্তদের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আলাদা করে ফেলতে হবে তাড়াতাড়ি। অসুখগুলো কীভাবে বিস্তৃত হয়, সেটা নিয়ে গবষণা করার ভালো সুযোগ আছে এখানে। রোগের কারণ, উৎস, তত্ত্ব আর শারীরবৃত্তিক প্রভাবগুলো আমাদের জানতে হবে। আর পরীক্ষা চালানোর জন্য জাহাজভর্তি মানুষ তো আছেই।”

এক পা পিছিয়ে গেল লিসা, ভয়কে লুকাতে পারছে না কিছুতেই।

দেবেশ ছড়ির ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকে এলো, “আমি আপনার ভয়ের কারণ বুঝতে পারছি, ডঃ কামিংস। এখন তো বুঝলেন, গিল্ডকে কেন কাজ করতে হচ্ছে। এরকম মারাত্মক কোনও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে, হাত গুটিয়ে রাখার কোনও মানে নেই। রাজনৈতিক সাড়াও কিন্তু নেই তেমন একটা। এসব ক্ষেত্রে দ্রুত কাজ করতে হয়। আর দরকার হলে কঠোর সিদ্ধান্তও নিতে হয়। তাস্কেগিতে যখন মানুষ সিফিলিসে মারা যাচ্ছিল, তখন আপনাদের সরকার কি করেছিল? কিছুই না। বিজ্ঞানীরা শুধু মানুষের দুর্ভোগ, রোগের লক্ষণ আর মৃতের সংখ্যাকে নথিভুক্ত করাতেই ব্যস্ত ছিল। এমন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হলে, আমাদের নিষ্ঠুর হতে হবে। কারণ, বিশ্বাস করুন, মানবজাতির টিকে থাকার স্বার্থে এই যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।”

লিসা প্রতিবাদ করার কোনও ভাষা খুঁজে পেল না, একদম হতভম্ব হয়ে গিয়েছে ও। হেনরি মধ্যস্থতা করলেন, লিসার আশানুরূপ হলো না যদিও। "দেবেশ ঠিকই বলেছে।"

লিসা টক্সিকোলজিস্টের দিকে ঘুরে তাকাল।

এখনও স্ক্রিনের ছবিতে আটকে আছে হেনরির চোখ। জুডাস স্ট্রেইনের আণুবীক্ষণিক ছবিটাকে নিরীক্ষণ করে দেখছেন তিনি। "পৃথিবীর ঘাতক। আর তাছাড়া এতক্ষণে কাজ শুরু করে দিয়েছে এরা। মনে করে দেখো, বার্ড ফ্লু কত তাড়াতাড়ি পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের হাতে এক সপ্তাহেরও কম সময় আছে। একে থামানোর কোনও রাস্তা খুঁজে বের না করতে পারলে, পৃথিবীর বুক থেকে জীবনের চিহ্ন মুছে যাবে।"

"আমাদের সিদ্ধান্ত যে এক, তা জেনে খুশি হলাম," হেনরির দিকে মাথা নোয়াল দেবেশ। "আর আমার ধারণা, ডঃ কামিংসকে ওর কাজ বলে দেয়া হলে, সেও আমাদের সিদ্ধান্তে সহমত পোষণ করবে।"

ওর গোলমেলে বক্তব্য শুনে ভ্রূ কুঁচকালো লিসা।

দেবেশ দরজার দিকে পা বাড়াল, "কিন্তু তার আগে অবশ্যই রেডিও রুমে আপনাদের বন্ধুদের সাথে যোগ দিতে হবে আমাদের। অনেক কাজ বাকি এখনও।"

সকাল ৭ : ০২
ওয়াশিংটন ডিসি

তিনটা প্লাজমা স্ক্রিনে সংবাদ দেখছেন পেইন্টার, একই সাথে ফক্স, সিএনএন আর এনবিসি চ্যানেল চলছে। সবখানে শুধু জর্জটাউনের বিস্ফোরণের সংবাদ।

"সব ঠিকই আছে তাহলে," ডেস্কের পেছন থেকে বললেন ডিরেক্টর। শক্তভাবে ইয়ারপিস ধরে আছেন তিনি। পৃথিবীর আরেক প্রান্ত থেকে লিসার কণ্ঠ বেশ অস্পষ্ট শোনাচ্ছে। "তুমি জেনিংসকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। আরেকটু হলেইও পুরো দ্বীপটাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল।"

"ফল্স এলার্ম পাঠানোর জন্য দুঃখিত," লিসা বলল। "ল্যাবরেটরির বর্জ্য দেখে ভুল বুঝেছিলাম আমরা। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছে এখানে... রোগী ভরা জাহাজে যতখানি ভালোচলা সম্ভব আর কি। আন্দাজ করা হচ্ছে যে, ফায়ার উইড জাতীয় কিছু একটা থেকে এরকম ঘটনা ঘটেছে। বছরের পর বছর ধরে ওটা এখানকার পানিকে দূষিত করছে । এবার একটু বেশিই পরিমাণে হয়েছে আর কি। দু'দিনের মধ্যে সমস্যাটা মোকাবেলা করে ফেলা সম্ভব। তারপরেই, মঙ্ক আর আমি ফিরে আসবো।"

"সারাদিনে অন্তত একটা ভালো খবর শুনতে পেলাম।" পেইন্টার বললেন।

তার চোখ প্লাজমা স্ক্রিনের উপর এঁটে আছে এখনও। সেফ হাউসের পেছনের জঙ্গলে আগুন ধরে গিয়েছে। নেভানোর চেষ্টা করছে দমকল বাহিনী।

লিসা ফিসফিসিয়ে বলল, "জানি তুমি ব্যস্ত, বারো ঘণ্টা পর ফোন করব।"

"তুমি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। আমার ধারণা ওখানকার সূর্যাস্তের দৃশ্য বেশ মনোরম।"

"আসলেই তাই। তুমি পাশে থাকলে...দু'জনে মিলে দৃশ্যটা উপভোগ করতে পারতাম।"

"যেতে পারলে ভালোই হত। কিন্তু তোমার ফিরতে তো খুব বেশি দেরি নেই। আর তাছাড়া খুব ঝামেলায় আছি এখন।"

স্ক্রিনে একটা সংবাদদাতা হেলিকপ্টারকে সেফ হাউসের ওপর দিয়ে উড়তে দেখা গেল। পেছনের উঠানে খুঁজে পাওয়া চাকার ছাপ ধরে এগিয়ে ভাঙ্গা থান্ডারবার্ডটাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। কয়েক ঘণ্টা আগে সেই গাড়িটা চালিয়েই এসেছিল গ্রে। মনে হচ্ছে, ও রাস্তা ধরে পালায় নি, বনের ভেতর লুকিয়েছে। এখন পর্যন্ত গ্রে, ওর বাবা-মা অথবা গিল্ডের মেয়েটার কোনও চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কোথায় লুকালো সবাই?

"আমারও কিছু কাজ আছে এখানে," লিসা বলল।

"কিছু দরকার নাকি তোমার?"

"না..."

লিসার কণ্ঠের অস্বস্তিটা ধরতে পারলেন পেইন্টার। "লিসা, কী হয়েছে?"

"কিছু না," সে চট করে বলল। "আমি একটু ক্লান্ত বোধহয়। তুমি তো জানোই মাসের এ সময়টায় আমার কেমন লাগে।"

হাতভর্তি একগাদা ফ্যাক্সের কাগজ নিয়ে ঢুকল ব্র্যান্ট। ওপরের লেখাটা খেয়াল করলেন পেইন্টার। ওয়াশিংটন পিডি। স্থানীয় হাসপাতাল সম্পর্কিত রিপোর্ট।

ব্র্যান্টের কাছে থেকে কাগজগুলো নিয়ে বললেন ডিরেক্টর, "তাহলে বিশ্রাম নাও," ইতিমধ্যে রিপোর্টের প্রথম লাইন পড়ে ফেলেছেন। "সাবধানে থেকো। আর সানব্লক ব্যবহার করতে ভুলো না। আমি চাই না তোমার রোদে পোড়া চামড়ার পাশে আমাকে সাদা ভূতের মতো দেখাক।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে।" আস্তে করে বলল লিসা। জাহাজের স্যাটেলাইট কানেকশন দুর্বল। তারপরেও লিসার কণ্ঠের হতাশার সুর পেইন্টার ঠিকই বুঝতে পারলেন।

"শীঘ্রই দেখা হচ্ছে তাহলে," কথা শেষ করলেন তিনি। "বারো ঘণ্টা পরেই আবার কথা হচ্ছে। এখন একটু ঘুমিয়ে নাও।"

আর কোনও কথা বাড়ানোর আগেই লাইন কেটে গেল। কান থেকে ইয়ারপিস সরিয়ে ডেস্কে ভালোভাবে বসলেন পেইন্টার। হাতের সামনে রাখা রিপোর্টের স্তূপকে কাছে টেনে আনলেন। ভালোভাবে পড়ে নিয়ে জেনিংসকে চিন্তামুক্ত হতে বলবেন তিনি।

অন্তত একটা ঝামেলা তো মিটেছে!

সন্ধ্যা ৬:১৩
সাগরের বুকে

টেলিফোন নামিয়ে রাখল লিসা, ভয়ে বুক কাঁপছে। দেবেশ পতগুলির ইশারায় কাটতে হয়েছে ফোনটা। জাহাজের স্টেট অফ দ্য আর্ট কমিউনিকেশন ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সে। ছড়ির ওপর দুই হাত চেপে রাখা।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল দেবেশ।

অস্বস্তিতে লিসার পেটের ভেতর পাক দিয়ে উঠছে। ও কী করতে চেয়েছিল, বুঝে ফেলেছে নাকি লোকটা? রেডিওচালকের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল লিসা। একজন গার্ড এসে ওর কনুই আঁকড়ে ধরল।

"তোমাকে শুধুমাত্র শিখিয়ে দেয়া কথাগুলো বলতে বলেছিলাম, ডঃ কামিংস," দেবেশ বলল। গম্ভীর শোনাচ্ছে ওর কণ্ঠ, "সাধারণ একটা অনুরোধ, আর এর পরিণামও তোমাকে বুঝিয়ে বলা হয়েছে।"

ভয়ে লিসার রক্ত জমে গেল যেন। "আমি.. আমি আপনার শেখানো কথাগুলোই বলেছি। উল্টোপাল্টা কিছুই তো বলিনি। পেইন্টারের ধারণা এখানে সবকিছু ঠিকঠাক আছে। আপনি তো সেটাই চেয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ, ভাগ্য ভালো যে বুঝতে পারেনি। তবে তুমি যে একটা গোপন সংকেত দেয়ার চেষ্টা করেছ, সেটা কিন্তু আমার চোখ এড়ায়নি।"

কথা বলার সময় একটা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল লিসা। কিন্তু লোকটা সেটা বুঝল কীভাবে! "আমি বুঝতে পারছি না.."

"তুমি তো জানোই, মাসের এই সময়টায় আমার কেমন লাগে," লিসার কথার পুনরাবৃত্তি করল দেবেশ। তারপর, ঘুরে হলওয়ের দিকে যেতে যেতে বলল, "আসলে, তোমার রজঃচক্র তো দশদিন আগেই শেষ হয়েছে, ডঃ কামিংস।"

নিজেকে অবশ বলে মনে হলো লিসার।

"তোমার সম্পর্কে সবরকম তথ্য আছে আমাদের কাছে, ডক্টর। আমার স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ। আশা করি সামনে আমাকে আর খাটো করে দেখবে না।"

গার্ডটা ওকে ঘর থেকে টেনে বের করল। হোঁচট খেল লিসা।

গোপনে পেইন্টারকে সূত্র দিতে গিয়ে পুরোপুরি বোকা বনেছে ও। কৌশল অবলম্বন করেও, কোনও কাজে আসেনি।

কী করলাম আমি?

প্যাসেজওয়ের বাইরে অন্য বন্দীরা হলের ভেতর লাইন করে দাঁড়িয়েছিল—ড. লিন্ডহোম, রাইডার ব্লান্ট, আর একজন খাকি ইউনিফর্ম পরা অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেন। সবাই তাদের নিজ নিজ এজেন্সিতে ফোন করে জানিয়েছেন, দ্বীপে সবকিছু ঠিকঠাক আছে। কারো সন্দেহ হওয়ার আগেই যতদূর সম্ভব সরে যেতে চায় দস্যুরা।

তাদের সাথে চারটা বাচ্চাকেও দেখা যাচ্ছে। ছয় থেকে দশের মধ্যে বয়স সবার। প্রত্যেককে রেডিও রুমে পাঠানোর সময় সাথে করে একটা বাচ্চাকে পাঠানো

হয়েছে। প্রত্যেকটা বাচ্চার জীবন নির্ভর করছে তাদের সহযোগিতার উপর। লিসার সাথে একটা মেয়েকে পাঠানো হয়েছিল, আট বছর বয়স্ক, বড় বড় বাদামী চোখ। আতঙ্কে সাদা হয়ে আছে মুখটা। বুকের সাথে হাঁটু ঠেকিয়ে মেঝেতে বসে আছে এখন। একটা হাত দিয়ে মেয়েটার কাঁধ আঁকড়ে রেখেছে ওর ভাই।

মাওরি নেতা পিস্তল হাতে নিয়ে বাচ্চাটার দিকে এগোলো।

দেবেশ তার পাশে বিজ্ঞানীদের দিকে তাকাল, "আপনাদের সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, শেখানো বুলির বাইরে যদি একটা কথাও বলেন, তবে তার পরিণতি ভালো হবে না। তবে যেহেতু ডঃ কামিংসের প্রথম ভুল এটা, কিছুটা শিথিল হচ্ছি আমি।"

"দয়া করুন।" লিসা কাকুতি করল। বাচ্চাটার রক্তে নিজের হাত রাঙানোর বিষয়টাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না সে।

দেবেশ ওর দিকে তাকাল। "এই মেয়েটার বদলে তুমি অন্য যেকোনও শিশুকে বেছে নিতে পার, ডঃ কামিংস। একজনকে তো মরতে হবেই।

লিসার নিশ্বাস আটকে গেল।

"আমি নিষ্ঠুর নই, বাস্তববাদী। আমাকে ভুল বুঝবে না। এই শিক্ষাটা সবার জন্য জরুরি," লিসার দিকে হাত নেড়ে বলল সে, "একজনকে বেছে নাও।"

লিসা মাথা নাড়ল, "আমি পারব না...."

"বেছে নাও, নয়ত আমি সবগুলো বাচ্চাকে গুলি করে মারব। সবার একটা শিক্ষা হয়ে যাবে। অবাধ্যতাকে কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।"

ট্যাটুওয়ালা মাওরি নেতার নির্দেশে লিসাকে সামনে ঠেলে দিল গার্ড।

"একজনকে বেছে নাও, ড. কামিংস।"

বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকাল লিসা। এদের কেউই ইংরেজি জানে না, কিন্তু লিসার মুখের ভাব পড়তে অসুবিধা হলো না কারোর। ভয়ে আরও জড়োসড়ো হয়ে গেল ওরা। কাঁদতে শুরু করে দিল। দেবেশের চোখের দিকে তাকিয়ে মিনতি করল লিসা, "অনুগ্রহ করুন, ডঃ পতঞ্জলি। আমি ভুল করেছি, আমাকে শাস্তি দিন।"

"সেটাই তো করছি," একইরকম শীতল কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেবেশ। "বেছে নাও।"

চারটা মুখের দিকে আবার তাকাল লিসা। ছোট্ট মেয়েটা অথবা ওর ভাইকে কোনওভাবেই বেছে নিতে পারবে না সে। আর কোনও উপায় নেই। কাঁপাকাঁপা হাতে আঙুল তুলে দলের সবচেয়ে বড় দশ বছরের ছেলেটাকে দেখাল লিসা।

ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন।

"বেশ। রাকাও, তুমি জানো কী করতে হবে।"

মাওরি গানম্যান ছেলেটার দিকে এগোলো। ভীত মুখে তাকাল ছেলেটা।

লিসার মুখ থেকে একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এলো। নিজের সিদ্ধান্তকে কোনওভাবেই মেনে নিতে না পেরে এক পা এগোলো। ওর কনুই শক্ত করে চেপে ধরল গার্ড। দুই

পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার মতো জোর নেই আর, আতঙ্কে অনুতাপে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল ও।

গানম্যান ওর পিস্তলটাকে বাচ্চাটার মাথা বরাবর তাক করে ধরল।

"না..." চিৎকার করে উঠল লিসা।

ট্রিগার টেনে দিল মাওরি নেতা–কিন্তু কোনও গুলি বের হলো না। ফাঁকা সিলিন্ডার থেকে ক্লিক করে একটা শব্দ শোনা গেল শুধু।

রাকাও তার অস্ত্র নামিয়ে রাখল।

নীরবতাকে খানখান করে হলের অন্যপাশ থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো। সাথে সাথে ডঃ লিন্ডহোমকে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়তে দেখল লিসা। যন্ত্রণা আর বিহ্বলতায় চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছে লোকটার। দুইহাতে নিজের কণ্ঠনালী চেপে ধরে রেখেছেন। আঙুলের ফাঁক থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

তার কাঁধের পেছনে, দেবেশের সঙ্গিনী সুরিনাকে পিছিয়ে যেতে দেখা গেল। যেন এইমাত্র চা পরিবেশন করে নিজের কাজে ফিরে যাচ্ছে। হাতে কিছু নেই। কিন্তু ও-ই যে ডক্টরের কণ্ঠনালি চিরে ফেলেছে, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। আঘাত করার সাথে সাথে ছোরা লুকিয়ে ফেলেছে।

এক মুহূর্ত থেমে কার্পেটে ঢাকা মেঝের ওপর ঢলে পড়লেন লিন্ডহোম। ক্ষতস্থান থেকে অঝোরে রক্ত পড়ছে। কার্পেটের উপর তার একটা হাত কাঁপলো কিছুক্ষণ, তারপর থেমে গেল। ঘুরে গিয়ে দেবেশকে গালি দিয়ে উঠল রাইডার।

"কে..কেন?" দেবেশকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন ছুঁড়লো লিসা। ভীষণ অসুস্থ লাগছে নিজেকে।

"আমি আগেই বলেছি, কিছুই আমাদের নজর এড়ায় না, ডঃ কামিংস। মাঠপর্যায়ে ডঃ লিন্ডহোম একদমই কোনও কাজের না। হ্যাঁ, ফোনে কথা বলার মাধ্যমে ডব্লিউএইচও-কে আমাদের পেছনে লাগা থেকে বিরত করেছেন। কিন্তু এর বাইরে কোনও দায়িত্ব পালনে অক্ষম ছিলেন তিনি। মারা গিয়ে নিজেকে কাজে লাগাতে পেরেছেন অবশ্য। মৃত্যু দেখে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন, সামান্য অসহযোগিতার শাস্তিও কী হতে পারে," দেবেশ লিসার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, "আমি কি ধরে নিতে পারি যে তুমিও ভালোভাবে বুঝেছ, ডঃ কামিংস?"

রক্তের স্রোতের দিকে তাকিয়ে আস্তে করে মাথা নাড়ল লিসা।

"বেশ," অন্যদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল দেবেশ, "এই মৃত্যু দেখে আশা করি আপনারা আমাদের এই অভিযানের গুরুত্বটাও বুঝতে পেরেছেন। যতক্ষণ কাজে লাগানো সম্ভব, ঠিক ততক্ষণ বেঁচে আছেন আপনারা। সহজ সমীকরণ, সাহায্য করুন অথবা মরুন।"

হাত ঠেকিয়ে তালি বাজালো দেবেশ, "এখন, কাজ শুরু করে দিতে পারি তাহলে," মাওরি নেতাকে ডাকল সে, "রাকাও! সবাইকে দয়া করে নিজেদের কাজের জায়গাটা দেখিয়ে দাও। আমি ডঃ কামিংসকে ওর রোগীদের কাছে নিয়ে যাব।"

হোলস্টারে পিস্তল গুঁজে রেখে মাকাও সবাইকে কাজ বুঝিয়ে দিতে শুরু করল। অন্যদের কাছ থেকে সরিয়ে লিসাকে হল ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল দেবেশ। বাচ্চাদের সারির পাশ দিয়ে হতবিহ্বল অবস্থায় ও জাহাজের ডে-কেয়ারের দিকে ফিরে যাচ্ছে।

সুরিনা দেবেশ আর লিসার পেছন পেছন হাঁটছে। বাচ্চা মেয়েটা এখনও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ওর ভাইয়ের কাঁধের নিচে লুকিয়ে থাকার বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছে। ওর মুখের সামনে হাতের মুঠি মেলে ধরল সুরিনা, একদম খালি। আঙুল ঝাঁকানোর সাথে সাথে একটা ছোট্টো মিষ্টি দেখা দিল ওর হাতে। বাচ্চা মেয়েটার দিকে মিষ্টিটা বাড়িয়ে ধরল, কিন্তু মেয়েটা নিল না। ওর ভাই একদম ছো মেরে তুলে মিষ্টির টুকরাটা সুরিনার হাত থেকে তুলে নিল।

বাচ্চাটার চিবুক ধরে একটু আদর করে উঠে দাঁড়াল সুরিনা। ওর চোখের পানিতে আঙুল ভিজে গেল। লিসা অবাক হয়ে ভাবলো, এই হাতেই কিছুক্ষণ আগে লিন্ডহোমের গলা চিরে ফেলেছে মেয়েটা!

ঘুরে গিয়ে দেবেশকে অনুসরণ করল লিসা।

একদম শেষ মাথার কেবিনটার সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। কি কার্ড দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। আরেকটা স্যুইট। বাইরের ঘরে অনেকগুলো সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখা। সকিছুকে উপেক্ষা করে লাগোয়া বেডরুমের দিকে এগোলো দেবেশ। লিসা ঠিক পিছনেই আছে।

দেবেশ ঢোকার পর, লিসা বিছানায় শোয়ানো একটা পরিচিত নারীদেহ দেখতে পেল। মনিটরিং ইকুইপমেন্ট দিয়ে জড়ানো শরীর, চুলগুলো লিসার মতোই সোনালি। তবে একটা নির্দিষ্ট আকারে ছেঁটে রাখা। যে স্ট্রেচারে করে ওকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, সেটাকে পাশেই পড়ে থাকতে দেখল লিসা। হেলিকপ্টার থেকে এই মহিলাকেই বের করা হচ্ছিলো তখন। অক্সিজেন মাস্কে মুখ ঢেকে থাকায় চেহারা বোঝা যাচ্ছে না।

দেবেশ এক হাত তুলে রোগীকে দেখিয়ে বলল, "ডঃ সুজান টিডিনিসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, কুইনসল্যান্ডের মেরিন বায়োলজিস্ট, সায়ানোব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা বিজ্ঞানীদের মাঝে একজন। আমার ধারণা, ওর দলের আরেকজনের সাথে ইতিমধ্যে তোমার পরিচয় হয়েছে। নিচের আইসোলেশন ওয়ার্ডের বাসিন্দা, জন ডো।"

লিসা অনিশ্চিতভাবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে এখানে ডেকে আনার কারণ জানে না। ড. লিন্ডহোমকে খুন করার দৃশ্য এখনও মাথায় গেঁথে আছে। এই রোগী যদি আক্রান্তদের মধ্যে প্রথম একজনও হয়, তাহলেও বা ওর কী করার আছে? ও কোনও ভাইরোলজিস্টও না, ব্যাকটেরিওলজিস্টও না।

"আমি বুঝতে পারছি না," লিসার কণ্ঠে আড়ষ্টভাব ফুটে উঠল। "জাহাজে আমার চেয়ে অনেক দক্ষ চিকিৎসক আছেন।"

তুড়ি মেরে ওর কথা উড়িয়ে দিল দেবেশ, "এই রোগীকে দেখে রাখার জন্য আমাদের নিজেদের টেকনিশিয়ানের দল আছে।"

ভ্রূ কুচকালো লিসা, "তাহলে কেন..?"

"ডঃ কামিংস, তুমি একজন দক্ষ ফিজিওলজিস্ট। মাঠ পর্যায়ে কাজ করার প্রচুর অভিজ্ঞতাও আছে তোমার। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, অতীতে সিগমার হয়ে চমৎকার সব কাজ করেছ তুমি। আমাদের সেই অভিজ্ঞতাটা দরকার এখানে। ডঃ সুজানের ব্যাপারে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবে তুমি।"

"কেন? এই ব্যাপারেই কেন?"

"কারণ, নিজের শরীরের ভেতর সব রহস্য উদঘাটনের চাবি ধরে রেখেছে এই রোগী," দেবেশ একদৃষ্টে মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রথমবারের মতো ওর চোখে দুশ্চিন্তা খেলা করতে দেখল লিসা। "ওর ভেতরে একটা ধাঁধা লুকানো। এমন এক ধাঁধা, যেটার শেকড় ইতিহাসের অনেক গভীরে প্রোথিত, মার্কো পোলোর সমুদ্র ভ্রমণের সময়কার কথা বলছি। পুরো ব্যাপারটাই এক বিশাল রহস্য।

"মার্কো পোলো? সেই বিখ্যাত অভিযাত্রী?"

দেবেশ হাত নাড়ল, "আমি আগেই বলেছি, ওটা গিল্ডের হাতে ছেড়ে দিয়েছি আমরা।" রোগীর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাকালো সে, "আমাদের সমস্ত পরিশ্রম, অনুসন্ধান আর উৎসর্গ শুধুমাত্র এই নারীকে ঘিরেই।"

"আমি এখনও বুঝিনি। কী এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়?"

দেবেশ গলা নামালো, "এই মহিলা.. ক্রমেই বদলে যাচ্ছে। ঠিক ব্যাকটেরিয়ার মতো। ওর ভেতরে বেড়ে চলেছে জুডাস স্ট্রেইন।"

"কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে, আপনি বলেছিলেন, ভাইরাস মানুষের কোষে আক্রমণ করে না।"

"আসলেই করে না। জুডাস স্ট্রেইন ওর শরীরে অন্য ঘটনা ঘটাচ্ছে।"

"কী?"

লিসার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল দেবেশ, "ওর শরীরে বাসা বেঁধেছে জুডাস স্ট্রেইন।"

ইনকিউবেশন

০৭
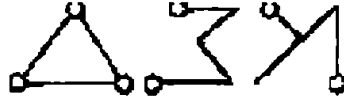
অফ এ জার্নি আনটোল্ড

জুলাই ৬, সকাল ৬:৪১
ইসতাম্বুল

একদিনের কম সময়ে পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছে গ্রে-এরপর যেন পা রেখেছে সম্পূর্ণ নতুন এক জগতে। ইসতানবুলের অগণিত মসজিদের মিনার থেকে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে ফজরের আযান। সূর্যোদয়ের উজ্জ্বল আলোতে শহরের গম্বুজ আর চূড়াগুলো জ্বলজ্বল করছে।

শেইচানআর কোয়ালস্কির সাথে রুফটপ রেস্টুরেন্টের ছাদে বসে অপেক্ষা করছিল গ্রে। এখান থেকে চারপাশটা একবারে দেখা যায়। দীর্ঘ ভ্রমণে বেশ ক্লান্ত ওরা সবাই। চোখের পেছনের অংশে গ্রে কেমন যেন একটা ভোঁতা ব্যথা অনুভব করছিল। এমনিতেই উদ্বিগ্ন হবার কারণের কোনও অভাব নেই। সঙ্গীদের ওপরেও পুরোপুরি আস্থা রাখতে ভয় করছে ওর।

হঠাৎ করে ইস্তানবুলে ডাক পড়ল কেন আবার? গ্রে কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছিলনা, তবে শেইচানকে প্রথমবারের মতো হতবুদ্ধি হয়ে যেতে দেখে খানিকটা বিস্মিত হলো ও। সরু আকৃতির সোনালি কাপে ভরা চায়ে মধু মেশাচ্ছে মেয়েটা। ঐতিহ্যবাহী নীল আর সোনালি রঙের পোশাক পরা বেয়ারা আবারও গ্রে'র কাপে চা ঢেলে দিতে চাইল।

মাথা ঝাঁকাল কমান্ডার। এমনিতেই বেশি হয়ে গেছে...

কোয়ালস্কিকে তেমন একটা গুরুত্ব দিল না ওয়েটার। বিশালদেহী লোকটা একটা কালো টি শার্ট আর জিন্সের প্যান্ট পরে আছে। চায়ের ধার না ধেরে, সরাসরি মিষ্টান্নের দিকে হাত বাড়িয়েছে সে। রাকি নামের এক গ্লাস ঠাণ্ডা আঙুরের ব্র্যান্ডি হাতে নিয়ে বলে উঠল, "খেতে কিছুটা যষ্টিমধু আর শিলাজতুর মিশ্রণের মতো।" ঠোঁট বাঁকালেও দ্বিতীয় গ্লাস নিতে দ্বিধাবোধ করল না। বুফে টেবিলটাও ওর নজর এড়ায়নি। পাউরুটির গাদায় মাখন লাগাতে লাগাতে জলপাই, শশা, পনির আর আধ ডজন সিদ্ধ ডিম সাজিয়ে নিচ্ছে সুবিধামতো। গ্রে'র ক্ষুধা লাগেনি। দুশ্চিন্তা আর গাদাখানেক প্রশ্নে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে আছে।

উঠে গিয়ে ছাদের চত্বর ঘেঁষা দেয়ালটা অতিক্রম করে যায় ও। টেবিলে সংযুক্ত ছাতার নিচে মুখ আড়াল করে রাখতে বাধ্য হলো। ইসতাম্বুলকে ইদানীং আন্তর্জাতিক

সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি হিসেবে ধরা হয়। সার্বক্ষনিক স্যাটেলাইটের তত্ত্বাবধানে আছে পুরো শহরটা। চেহারা সনাক্ত করার প্রযুক্তির মাধ্যমে এতক্ষণে কোনও গোয়েন্দা সংস্থা ওর পরিচয় জেনে গেছে কিনা কে জানে!

ওদের পাশে বসে, চায়ের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল শেইচান । ফ্লাইটের পুরোটা সময় ঘুমিয়ে কাটিয়েছে ও। বিশ্রামের কারণে অনেকটাই তরতাজা দেখাচ্ছে এখন, যদিও একদিকে হেলে কিছুটা নিস্তেজ অবস্থায় হাঁটছিল। প্লেনের ভেতর পোশাক পাল্টে, ঢিলেঢালা জামা পরে নিয়েছে মেয়েটা।

"মনসিনর ভেরোনা আমাদের এখানে কেন ডেকেছেন? কী মনে হয় তোমার?" জিজ্ঞেসা করল শেইচান ।

দেয়ালে পা ঠেকিয়ে ওর দিকে ঘুরল গ্রে, "কী? এতক্ষণে কথাবার্তা শুরু করলে, তাহলে?"

মেয়েটের চোখে বিরক্তভাব ফুটে ওঠে। জর্জটাউনের ডাক্তারের অফিস ছেড়ে আসার পর শেইচান কোনও ব্যাপারে মুখ খোলেনি। শুধু ভ্যাটিকানে একটা ফোন করার জন্য থেমেছিল একবার। গ্রে ওর পাশে থেকে চুপচাপ ফোনালাপ শুনে গিয়েছিল। ভিগর যেন ওর ফোনের অপেক্ষাতেই বসে ছিলেন। গ্রে পাশে আছে শুনে মোটেও অবাক হননি তিনি।

"চারদিকে খবর ছড়িয়ে গেছে," মনসিনর ব্যাখ্যা করলেন। "ইন্টারপোল, ইউরোপোল, প্রত্যেকেই তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার ধারণা, টাওয়ার অফ উইন্ডে আমার কাছে বার্তা রেখে যাওয়া মানুষটা তুমিই, শেইচান ।"

"খোদাইকৃত লিপিটা খুঁজে পেয়েছেন তাহলে?"

"হুমম..পেয়েছিলাম।"

"লেখা বুঝতে পেরেছেন?" শেইচানের কণ্ঠে স্বস্তির ছাপ শোনা যায়। "আমাদের হাতে কিন্তু একদমই সময় নেই। অনেকগুলো জীবন এখন হুমকির সম্মুখীন। আপনি যদি সবকিছু গুছিয়ে নিতে পারেন, বের করতে পারেন..."

"লিপিটার অর্থ জানা আছে আমার, শেইচান," ভিগর ওর কথার মাঝখানে ধমকে উঠলেন। "আর এটা কিসের আভাস দিচ্ছে, তাও জানি। এর বেশি কিছু জানতে চাইলে, তোমরা দু'জন ইসতাম্বুলের হোটেল আরারাতে এসে আমার সাথে দেখা কর। ঠিক সকাল সাতটায়, এখানকার রুফটপ রেস্টুরেন্টে পাবে আমাকে।"

ফোন রাখার পর, শেইচান খুব দ্রুত ভুয়া কাগজপত্র জোগাড় করে ফেলেছিল। নিজেদের যাতায়াতের ব্যবস্থা ঠিকঠাক করতে এক মুহূর্তও দেরি করেনি সে। গ্রে-কে একটা ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছিল, পিন্ড কিছুই জানবে না। "ঋণ শোধ করলাম আর কি," এটুকুই বলেছিল।

শেইচানকে সামনে এগিয়ে আসতে দেখে সম্বিত ফিরে পেল গ্রে। "আমি জানি, তোমাকে এতক্ষণ অন্ধকারে রেখেছি," বলল মেয়েটা। "মনসিনর ভেরোনা চলে আসার পর সবকিছু খুলে বলব," নিজের দিকে মাথা নাড়ল ও। "তোমার কী অবস্থা? স্মারকস্তম্ভের লেখাটার ব্যাপারে কতদূর এগোলে?"

গ্রে শ্রাগ করল। শেইচানকে বোঝাতে চায় যে, অনেক কিছুই জানে ও।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল শেইচান, "ভালো।" এরপর নিজের টেবিলে ফিরে গেল।

গ্রে-কে প্রাচীন লিপির অনেকগুলো ছবি আর প্রিন্টেড কপি দিয়েছিল ও। লুকিয়ে রাখা তথ্য খুঁজে বের করতে ভালোই চেষ্টা করেছে। তবে আরও অনেক তথ্য দরকার। আর তাছাড়া গ্রে'র ধারণা, ও লিপিটার অর্থ বুঝতে পেরেছে-স্মারকস্তম্ভকে ভেঙ্গে ফেলে ভেতরে লুকিয়ে রাখা সম্পত্তি বের করে নাও।

ইতিমধ্যে সেটাও করা হয়ে গিয়েছে।

রূপার ক্রুশটা সুতোয় বেঁধে গলায় ঝুলিয়েছে গ্রে। ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছে জিনিসটা, বেশ প্রাচীন। আতশি কাঁচের নিচে ধরেও কিছু বের করা সম্ভব হয়নি। এক কালে ক্রুশটা মার্কো পোলোর কনফেসর ফ্রায়ার অ্যাগ্রিয়ারের ছিল, শেইচানের এই অদ্ভুত দাবীর পক্ষে কোনও যুক্তি মেলানো যাচ্ছে না।

গ্রে রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে শহরটাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। ভোর হতে না হতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাসগুলো যেন গাড়ি আর পথচারীদের সাথে পাল্লা দিয়ে নেমেছে রাস্তায়। হর্নের আওয়াজে ঢাকা পড়ে গিয়েছে ফেরিওয়ালাদের চিৎকার আর ভোরের দর্শনার্থীদের গুঞ্জন।

আশেপাশে ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিল ও, সন্দেহজনক কিছু দেখা যায় কিনা। নাসের কিছু টের পেল নাকি? অর্ধেক পৃথিবীর দূরত্ব বজায় রাখতে পেরে, অনেকটাই নিশ্চিন্তে আছে শেইচান। তবে গ্রে আরেকটু সাবধান থাকতে চায়। কোর্টইয়ার্ডে দুজনকে ফজরের নামায আদায় করে হোটেলে ফিরে যেতে দেখা গেল।

গ্রে সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে ওপরের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। ইসতাম্বুলের সবচেয়ে পুরনো জেলা, সুলতানাহমেতের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই হোটেল আরারাত। হোটেলের পাশ থেকে নীল মসজিদের গম্বুজগুলো যেন আকাশে মিশে গিয়েছে। রাস্তার অন্যপাশে একটা বড়সড় বাইজেন্টাইন চার্চ। সেটাকে অতিক্রম করে গেলেই বাগানে ঘেরা টপক্যাপি প্যালেস। স্থাপত্যশিল্পের এই মহান নিদর্শনগুলোর প্রাচীনত্বকে অনুভব করার চেষ্টা করছিল গ্রে। নিজের অজান্তেই গলায় হাত পড়ে গেল, ঐতিহাসিক মর্যাদাসম্পন্ন প্রাচীনত্বের আরেক দারুণ নিদর্শন।

তবে শেইচানের বৈশ্বিক হুমকির সাথে এর কী সম্পর্ক?

"এই, আলি বাবা," কোয়ালস্কি চেঁচিয়ে উঠল পেছন থেকে। "আরও দাও।"

গ্রে একটু বিরক্ত হলো।

"এর নাম রাকি," নতুন একটা কণ্ঠ শোনা গেল, তাতে কর্তৃত্বের ভাব স্পষ্ট।

ঘুরে তাকাল গ্রে। ছায়াঘেরা সিঁড়িপথ থেকে একটা পরিচিত অবয়বকে ছাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। বেয়ারার সাথে তুর্কি ভাষায় কথা বললেন মনসিনর ভিগর ভেরোনা, "বির সিসে রাকি লুতফেন।"

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল বেয়ারা। তারপর চলে গেল সেখান থেকে।

টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন ভিগর। গলায় পরার রোমান কলারটা খুলে রেখেছেন তিনি। ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নির্ঘাত। কলার না থাকায়, তার ষাটোর্ধ্ব

বয়স যেন প্রায় এক দশক কমে গিয়েছে। অবশ্য সেটা তার হালকা ধরনের পোশাকের কারণেও হতে পারে-নীল ডেনিম জিন্স, হাতা গুটানো কালো শার্ট আর একজোড়া হাইকিং বুট। কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলছে। পাহাড়ি অভিযাত্রীর মতো দেখাচ্ছে তাকে, যেন নূহের নৌকা খুঁজতে আরারাত পর্বতে চলে এসেছেন।

ভ্যাটিকান আর্কাইভের প্রিফেক্ট হওয়ার আগে, ভিগর হলি সি-তে একজন বাইবেল বিষয়ক প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে কাজ করতেন। পদমর্যাদার কারণে তিনি আরেকটা ব্যাপারেও পারদর্শী-গুপ্তচরবৃত্তি। প্রত্নতত্ত্ববিদ পরিচয়ের আড়ালে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে বেড়াতে পারতেন ভিগর। অতীতে সিগমাকেও সাহায্য করেছেন ভিগর।

তার সেই দক্ষতাকে আবারও কাজে লাগাতে হবে বলে মনে হচ্ছে।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বসে পড়লেন তিনি। বেয়ারা চায়ের কাপ হাতে নতুন অতিথির দিকে এগিয়ে এসেছে।

"ট্রেসেকারলার," ধন্যবাদ জানালেন ভিগর।

"কমান্ডার পিয়ার্স...শেইচান...," বলতে শুরু করলেন তিনি। "আমার অনুরোধে সাড়া দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। আর জো কোয়ালস্কি, তোমাকে দেখে খুশি হলাম।"

আরও কিছুক্ষণ কুশল বিনিময়ের পর্ব চলল। এর মাঝে শেইচান জিজ্ঞেস করে বসল, "মনসিনর ভেরোনা, ইস্তানবুলে আমাদের কেন ডেকে এনেছেন?"

হাতের ইশারায় ওকে থামতে বলে চায়ে চুমুক দিলেন ভিগর। তারপর কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন, "সে বিষয়ে পরে কথা হবে। তার আগে, দু'টো বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া দরকার। এক, যাই হোক না কেন, আমি তোমাদের সাথে আসছি," গ্রে'র দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে শেইচানের দিকে দৃষ্টি ঘোরালেন তিনি। "দুই, ইতালীয় অভিযাত্রী মার্কো পোলোর সাথে এসবের কী সম্পর্ক?"

শেইচান চমকে উঠল। "আপনি কীভাবে...আমি একবারও মার্কো পোলোর ব্যাপারে কিছু বলিনি।" তবে ভিগর কিছু বলার আগেই বেয়ারা এসে পড়ল। ওর হাতের বোতল ভর্তি রাকির দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাল কোয়ালস্কি।

"তোমার জন্য একটা আধ লিটারের একটা বোতল অর্ডার করেছিলাম," ভিগর ব্যাখ্যা করলেন। ভিগরের কাছে এসে তার বাহু চেপে ধরল প্রাক্তন নাবিক। "পাদ্রী, আপনার কোনও তুলনাই হয় না।"

শেইচানের দিকে মনোযোগ দিল গ্রে। "তো, মার্কো পোলোর সাথে কী সম্পর্ক এসবের?"

মধ্যরাত

ওয়াশিংটন ডিসি

কালো বিএমডব্লিউ গাড়িটা ডুপন্ট সার্কেলের দিকে মোড় নিল।

আঁধারে ঢাকা রাস্তায় ছুটে চলতে লাগল এরপর। হেডলাইটের আলোতে খানিকটা নীলচে দেখাচ্ছে এলম গাছে ঘেরা এভিনিউয়ের রাস্তাটা। দু'ধার ঘেঁষে উঁচু এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর সারি, একটা শহুরে আবেশ সৃষ্টি করেছে।

নাসেরের নিজের ভূমির সাথে কোনও মিল নেই। সেখানে আফগানী উপজাতিদের বসতবাড়ি বলতে ছোট ছোট গুহা আর সুড়ঙ্গের মতো ঘর, চারপাশে ছাগল চরে বেড়ায়। অবশ্য সেটাকে ওর সত্যিকারের আবাস বলা যায় না। নাসেরের আট বছর বয়সে ওর বাবা কায়রো ছেড়ে আফগানিস্তান চলে আসে। রাশিয়ান বাহিনীর হাত থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত আফগানিস্তানে জঙ্গীবাদী আন্দোলনে যোগ দিতে চেয়েছিল। নাসেরের ছোট ভাইবোনকেও সেখানে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুই করার ছিল না। চলে আসার সময় ওর মাকে ফাঁস দিয়ে মেরে ফেলে লোকটা। অপরাধ একটাই, মিশর ছেড়ে যেতে চাননি তিনি।

দৃশ্যটা বাচ্চাদেরকে জোর করে দেখানো হয়। হাঁটু গেড়ে বসে নিজেদের মায়ের শেষ পরিণতি দেখেছিল ওরা। মা'র চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছিল, মুখ থেকে বেরিয়ে ঝুলে পড়েছিল জিহবা। বাবার নিজ হাতে দেয়া শাস্তি।

নাসের সেদিন একটা শিক্ষা পেয়েছিল।

মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে...সবসময়।

হেডলাইটের আলো এক কোণায় ঘুরে গেল। প্যাসেঞ্জার সিট থেকে নাসেরের গলা শোনা গেল, "গাড়ি থামাও।"

অপহরণের ব্যর্থ চেষ্টায় কিছুক্ষণ আগে ড্রাইভারের নাক ফেটেছে। গাড়িটাকে একপাশে থামাল সে। পেছনের সিটের দিকে মাথা ঘুরাল নাসের। জড়াজড়ি করে বসে আছে দু'জন।

কালো পোশাকে ঢাকা অ্যানিশেন যেন একদম চামড়ার সিট কাভারের সাথে মিশে আছে। ছাঁটা চুলে ঘোমটা তুলে রাখায়, সন্ন্যাসীর মতো দেখাচ্ছে কিছুটা। অন্ধকারে ওর চোখগুলো চকচক করছে। সঙ্গীর দেহে এক হাত জড়িয়ে ঘনিষ্ঠভাবে ঝুঁকে বসেছে ও।

লোকটার মুখে এক টুকরো কাপড় গুজে রাখা। মুখ আর গলার একপাশে রক্ত জমাট বেঁধে কালোচে বর্ণ ধারণ করেছে। দড়িবাঁধা হাতগুলো হাঁটুর ফাঁকে গুজে রাখা। একটা রোলোডেক্স থেকে ওর নাম খুঁজে পেয়েছে নাসের, পেশায় চিকিৎসক।

"এই জায়গাই নাকি?" নাসের জিজ্ঞেস করল।

সজোরে মাথা নাড়ল লোকটা। জায়গাটা চিনতে পেরে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

বিল্ডিং এর লবির দিকে তাকাল নাসের। ভেতরে ডেস্কের পেছনে একজন পাহারাদার বসে আছে। বুলেটপ্রুফ কাঁচের দরজার ওপর একটা সিকিউরিটি ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। হাতে ধরে রাখা ইলেক্ট্রনিক কার্ডের এক কোণায় আঙুল ঘষল নাসের। ওদের সহযাত্রী নিজেই বের করে দিয়েছে জিনিসটা।

সারাদিন খোঁজার পর, অবশেষে নাসের সেই আমেরিকান সৈনিক আর গিল্ডের বিশ্বাসঘাতকের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। গত রাতে টাকোমা পার্কের ছোট্ট বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে ওরা। গ্যারেজে শেইচানের ভাঙ্গা মোটর সাইকেলটা পাওয়া গিয়েছিল। ব্যস অতটুকুই। মিশরীয় মার্বেল পাথরের একটা ভাঙ্গা টুকরো ছাড়া, স্মারকস্তম্ভের কোনও চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

তবে বাড়ির ভেতর যেন ঈশ্বর মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন। একটা রোলোডেক্স খুঁজে পেয়েছিল নাসের। অসংখ্য চিকিৎসকের হদিশ মিলেছে সেখান থেকে।

অবশ্য সঠিক লোককে খুঁজে বের করতে সারাদিন লেগেছে ওদের।

নাসের আবারও ঘুরে তাকাল। "ধন্যবাদ, ডঃ করিন। আপনি আমার কাজকে সহজ করে দিয়েছেন।"

অ্যানিশেনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ার কোনও প্রয়োজন ছিলনা। ওর হাতে ধরে রাখা ব্লেড ততক্ষণে লোকটার পাঁজর ভেদ করে হৃৎপিণ্ডে বসে গিয়েছে। মোসাদদের এই কৌশলটা ওকে নাসেরই শিখিয়েছে। এর আগে মাত্র একবার সেটা প্রয়োগ করেছিল নাসের।

ওর বাবা তখন নামাজে বসেছিলেন। কিছু বোঝার আগেই তার বুক চিরে ফেলা হয়েছিল। প্রতিশোধ নয়, ব্যাপারটাকে ন্যায়বিচার হিসেবে ধরে নিয়েছিল নাসের। বাবার কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাটা ভালোই কাজে দিয়েছে।

মাথা ঠাণ্ডা রাখার শিক্ষা, যেকোনও পরিস্থিতিতে।

গাড়ি থেকে নেমে পেছনের দরজা খুলে দিল নাসের। অ্যানিশেন বেরিয়ে এল, ওর গায়ে এক ফোঁটা রক্তের দাগও লাগেনি। এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে নাসের দরজা বন্ধ করল। ওর গায়ে হেলান দিল মেয়েটা। "সবে তো শুরু," সন্তুষ্ট কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল।

ওকে আরও কাছে টেনে নিল নাসের। ঠিক যেন ডিনার শেষে ঘরে ফিরছে প্রেমিক-প্রেমিকা।

গ্রীষ্মের উষ্ণ রাত, তবে এপার্টমেন্টের লবিটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ডঃ করিনের কি কার্ডটা ছোঁয়াতেই দরজা খুলে গেল। ডেস্ক থেকে চোখ তুলে তাকাল পাহারাদার।

এলিভেটরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ওর দিকে মাথা নাড়ল নাসের। পাশ থেকে মুচকি হাসল অ্যানিশেন, মনে মনে কিছুটা উদ্বিগ্ন। কোমরের হোলস্টারে রাখা পিস্তলে হাত চলে গেল ওর।

তবে পাহারাদার কোনও ঝামেলা করল না। বিড়বিড় করে শুভরাত্রি বলে হাতে ধরা ম্যাগাজিনের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

নাসের এলিভেটরের একটা বোতাম চেপে ধরল। কিছুক্ষণ পরেই, ওরা নিজেদের আবিষ্কার করল এপার্টমেন্ট ৫১২ এর সামনে। দরজায় আবারও সেই একই কি কার্ড ছোয়ানোর সাথে সাথে ইন্ডিকেটর লাইট লাল থেকে সবুজে বদলে গেল। অ্যানিশেনের দিকে তাকাল ও। রক্তের নেশায় মেয়েটার চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে।

"অন্তত একজনকে কিন্তু জীবিত দরকার," নাসের সতর্ক করে দিল।

কপাল কুঁচকে অস্ত্র বের করল অ্যানি।

নাসের আঙুলের চাপে দরজার হাতল ঘুরাল। কোনও ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ ছাড়াই খুলে গেল দরজাটা। ঘরের ভেতর পা রাখল ও। পেছনের বেডরুম থেকে আলো ভেসে আসছে।

সেখানেই থেমে গেল নাসের। এক চোখ কুঁচকে তাকাল। চারিদিকে কেমন যেন থমথমে পরিবেশ। এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে যে এখানে কেউ নেই। তারপরও অ্যানি কে একপাশ ঘেঁষে দাঁড়াতে ইশারা করল। কয়েক মুহূর্তের ভেতর এপার্টমেন্টের অন্যান্য ঘরগুলো ঘুরে দেখা হয়ে গেল, কোনও আলমারিও বাদ গেল না।

কোথাও কেউ নেই।

মাস্টার বেডরুমে দাঁড়িয়ে পড়েছে অ্যানি। একদম পরিপাটি বিছানা, কেউ স্পর্শও করেনি। "ডক্টর মিথ্যা বলেছে," মেয়েটার কণ্ঠে বিরক্তির সুর। "ওরা এখানে নেই।"

নাসের মাস্টার বাথরুমের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে ছিল। মেঝের এক কোণায় কিছু একটা দেখতে পেয়েছে। হাতে তুলে নিল জিনিসটা। লাল রঙের ওষুধের শিশি, একদম খালি। শিশির গায়ে সাঁটানো কাগজটা পড়ে দেখল সে। জ্যাকসন পিয়ার্সের নাম লেখা।

"ওরা এখানেই ছিল।" নাসের নিশ্চিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। ডঃ করিন মিথ্যা বলেনি। ও নিজে যা জানতো, সেটাই বলেছে। "আগেই এখান থেকে সরে পড়েছে ওরা।" বলতে বলতে বেডরুমের দিকে ফিরে গেল সে।

খালি বোতলটা মুঠোর ভেতর পুরল নাসের। রাগ হজম করতে পারছে না কোনওভাবেই। কমান্ডার পিয়ার্স আবারও ওকে ধোঁকা দিয়েছে।

"এখন কী হবে?" আনিশেন জিজ্ঞেস করল।

নাসের ওষুধের বোতলটা উঁচিয়ে ধরল।

একটা মাত্র শেষ সুযোগ।

সকাল ৭ টা ৩০
ইসতাম্বুল

"মার্কো পোলোর ব্যাপারে আপনারা কী জানেন?" শেইচান জিজ্ঞেস করল।

ছাদের এক কোণায় একটা নিরিবিলি টেবিলে সরে এসেছে ওরা।

গ্রে ওর কণ্ঠের ইতস্তত ভঙ্গিটা ধরতে পারল–কিছুটা ভক্তির ছাপও মিশে আছে হয়তো। একদিকে সব তথ্য ফাঁস করা থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা, আরেকদিকে ভারমুক্ত হবার সদিচ্ছা–এই দুইয়ের ভেতর ছটফট করছে ও।

"ত্রয়োবিংশ শতাব্দীর একজন অভিযাত্রী মার্কো পোলো," গ্রে উত্তর দিল। এখানে আসার আগে অল্পদস্তুর পড়াশুনা করে নিয়েছে ও। "বাপ-চাচার সাথে চীনদেশে বিশ বছর কাটিয়েছেন। মঙ্গোলীয় সম্রাট কুবলাই খানের বিশেষ অতিথি ছিলেন তারা। ১২৯৫ সনে ইতালিতে ফিরে আসার পর, লম্বা অভিযানের সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন ফ্রেঞ্চ লেখক রাস্টিচেলোর কাছে। তিনি সবকিছু লিখে নিয়েছিলেন।"

মার্কোর বই, পৃথিবীর বিবরণ, পুরো ইউরোপ জুড়েসুখ্যাতি অর্জন করেছিল। উপমহাদেশের নানান সব বিস্ময়কর কাহিনী উন্মোচিত হয়েছিল এর মাধ্যমে। পারস্যের বিস্তীর্ণ ফাঁকা মরূদ্যান, চীনের পরিপূর্ণ শহর, দূরবর্তী ভূমিতে বসবাসরত

যাদুকর আর মূর্তিপুজারীদের কথা, রাক্ষস আর পৌরাণিক পশুতে ভরা দ্বীপের কথা–আরও কত কিছু। গোটা ইউরোপকে কল্পনার স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিল এই বই।

"কিন্তু এর সাথে এখনকার পরিস্থিতির সম্পর্ক কী?" গ্রে শেষ করল।

"সবকিছুই," চারপাশটা দেখে নিয়ে উত্তর দিল শেইচান । "সাধারণ মানুষ যা জানে, মার্কো পোলোর কাহিনীগুলো আসলে ততোটা সহজ স্বাভাবিক নয়। বইটার কিন্তু কোনও মূল পান্ডুলিপি নেই, শুধু অনুলিপি আর অনুলিপি। একের পর এক অনুবাদ আর নতুন সংস্করণের চাপে অনেক কিছুই বদলে গেছে।"

"হ্যাঁ, এ বিষয়ে পড়েছিলাম আমি," গ্রে বলল। "অনেকে তো মার্কো পোলোর সত্যিকারের অস্তিত্বের ব্যাপারেই সন্দিহান। তাদের ধারণা, ফ্রেঞ্চ লেখকের কল্পনাপ্রসূত একটি চরিত্র এই মার্কো পোলো।"

"তিনি কিন্তু আসলেই ছিলেন।" শেইচানজোর গলায় বলল।

মাথা নেড়ে সায় দিল গ্রে। "আমি অবশ্য এর বিরুদ্ধে অনেক কিছুই শুনেছি। চীনের বিবরণে অনেক ফাঁক রেখেছেন তিনি," মনসিনর চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। "প্রাচ্যের লোকদের চা-প্রীতির কথাই ধরা যাক, ইউরোপের লোকেরা এসম্পর্কে কিছুই জানত না। খাবার বেলায় চপস্টিকের ব্যবহার, পা বেঁধে রাখার অভ্যাস–সবকিছুই অজানা ছিল। এমনকি চীনদেশের গ্রেট ওয়াল সম্পর্কেও কিছু বলে যাননি মার্কো। তাই, সন্দেহের অবকাশ কিন্তু থেকেই যায়। অবশ্য মার্কো আরও অনেক কিছুর ব্যাপারে সঠিক ধারণা দিয়েছেন–চীনামাটির বাসন উৎপাদনের অদ্ভুত পদ্ধতি, কয়লা জ্বালানোর উপায়, এমনকি প্রথম ব্যবহৃত কাগজের টাকা।"

মনসিনরের কণ্ঠে নিশ্চয়তার ভঙ্গিটা ধরতে পারল গ্রে।

"যাই হোক," গ্রে কথা থামাল। "তাতে আমাদের কী আসে যায়?"

"কারণ পোলোর বইয়ের সবগুলো সংস্করণে আরেকটা জিনিস বাদ দেয়া হয়েছে," শেইচান বলল। "মার্কোদের ইতালি ফিরে আসার সাথে সম্পর্কিত এই ঘটনা। কোকেজিন নামক রাজকন্যাকে পারস্যে তার বাগদত্তার কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব বর্তেছিল পোলোদের ওপর। সম্রাট কুবলাই খান তাদের সাথে চৌদ্দটা জাহাজ আর ছয় শতাধিক মানুষ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পারস্যের বন্দরে পৌঁছানোর পর মাত্র দু'টো জাহাজ আর আঠারোজন লোককে দেখা গেল।

"বাকিদের কী হয়েছিল?" কোয়ালস্কি বিড়বিড় করল।

"মার্কো এ বিষয়ে কখনোই মুখ খোলেননি। রাস্টিচেলো তার বিখ্যাত বইয়ের মুখবন্ধে উত্তর পূর্ব এশিয়ার এক দুর্ঘটনা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিস্তারিতভাবে আর কিছু লেখা হয়নি। এমনকি মৃত্যুশয্যাতেও মার্কো এ প্রসঙ্গে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান।"

"এগুলো কি সত্য ঘটনা?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

"এটা এমন এক রহস্য, যার কখনো কোনও সমাধান পাওয়া যায়নি," ভিগর উত্তর দিলেন। "অধিকাংশ ইতিহাসবিদের ধারণা, সাগরে কোনও অসুখ অথবা জলদস্যুদের

কবলে পড়েছিলেন তারা। যতদূর জানা যায়, প্রায় পাঁচ মাস ধরে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ঘুরোঘুরি করেছিল মার্কোদের জাহাজ। এরপর অল্পসংখ্যক লোককে নিয়ে তারা অক্ষত অবস্থায় ফিরতে সক্ষম হয়।"

"তাহলে," শেইচানকথাটার ওপর গুরুত্ব আরওপ করল। "মার্কোর বইয়ে এতবড় একটা নাটকীয় ঘটনার কোনও উল্লেখ নেই কেন? এরকম একটা রহস্যকে সাথে নিয়ে কবরে যাওয়ার কারণ কী?"

ভিগরের কণ্ঠে একটা অস্পষ্টতার আভাস পাওয়া গেল, "দ্বীপে কী ঘটেছিল, তা কিন্তু তুমি ভালো করেই জানো, তাই না?"

বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল শেইচান । "মার্কো পোলোর বইটার প্রথম সংস্করণ ফ্রেঞ্চ ভাষায় লেখা। কিন্তু মার্কোর জীবদ্দশায় ইতালিতে একটা নতুন ধারার প্রচলন ঘটেছিল-বিভিন্ন বইকে ইতালীয় ভাষায় রূপান্তর করা হচ্ছিল। মার্কো পোলোর সমসাময়িক আরেকজন বিখ্যাত মনীষী এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

"দান্তে অ্যালিঘিয়েরি।" ভিগর বললেন।

গ্রে মনসিনরের দিকে তাকাল। তিনি ব্যাখা করলেন, "দান্তের ইনফার্নোসহ বিখ্যাত ডিভাইন কমিডি-ইতালীয় ভাষায় লেখা প্রথম বই। এমনকি ফ্রেঞ্চরাও সেসময় ইতালীয় ভাষাকে লা ল্যাঙুয়েজ দে দান্তে" নামে ডাকতে শুরু করেছিল।"

শেইচান মাথা নাড়ল, "মার্কো সে ধারার অবমাননা করেননি। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী, ফ্রেঞ্চ ভাষার বইটাকে স্বভাষায় রূপান্তর করেছিলেন তিনি, যাতে করে সাধারণ লোকে জিনিসটার মর্ম বুঝতে পারে। তবে কাজটা করার সময়, নিজের জন্য একটা গোপন অনুলিপি তৈরি করে নিয়েছিলেন। সেই বইতে জাহাজের অভিযাত্রীদের দুর্ভাগ্যের কথা বর্ণিত হয়েছিল।"

"অসম্ভব," অস্ফুট স্বরে বললেন ভিগর। "এমন একটা বই এতদিন ধরে কীভাবে লুকানো থাকে? কোথায় আছে সেটা?"

"শুরুর দিকে পোলোর পরিবারের কাছে ছিল। তারপর আরও নিরাপদ কোথাও সরিয়ে ফেলা হয়।" ভিগরের দিকে তাকিয়ে বলল শেইচান ।

"তুমি নিশ্চয়ই বলতে চাইছ না..."

"পোপ গ্রেগরির নির্দেশ অনুযায়ীই পোলোদের বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। তার বাবা আর চাচাকে প্রথম ভ্যাটিকান গুপ্তচর হিসেবে দাবী করে থাকে অনেকে। মঙ্গল বাহিনীর ক্ষমতার প্রকোপ বুঝতে তাদেরকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। আপনি যে সংস্থার হয়ে কাজ করে এসেছেন, তার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।"

নড়েচড়ে বসলেন ভিগর, চিন্তার গভীরে হারিয়ে গেলেন এক মুহূর্তের জন্য। "গোপন ডায়েরিটা আর্কাইভে লুকানো ছিল তাহলে।" অস্ফুট স্বরে বললেন।

"মাটিতে পোতা ছিল এতদিন, কোনওরকম নিবন্ধন ছাড়াই। সাধারণ দৃষ্টিতে মার্কোর বইয়ের আরেকটা সংস্করণ আর কি। পুরোটা একবারে পড়ে গেলে বোঝা যেত যে শেষের দিকে একটা অতিরিক্ত অধ্যায় আছে।"

"আর সেই বইটা এখন গিল্ডের দখলে?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

শেইচান মাথা নাড়ল।

গ্রে'র ভ্রূজোড়া কুঁচকে গেল। "কিন্তু গিল্ড এত গোপন জিনিসের নাগাল পেল কীভাবে?"

সানগ্লাস খুলে ফেলে রাগান্বিত চোখে ওর দিকে তাকাল শেইচান ।

"তুমিই ওদের হাতে তুলে দিয়েছ, গ্রে।"

সকাল ৭:১৮

কমান্ডার পিয়ার্সের মুখে ফুটে ওঠা বিস্ময় ভালোভাবেই ধরতে পারলেন ভিগর।

"কী সব যা তা বলছ?" গ্রে ধমকে উঠল।

গিল্ডের গুপ্তঘাতকের সবুজ চোখে ফুটে ওঠা পরিতৃপ্তির আভাস ভিগরের নজর এড়ায়নি। তাদেরকে উপহাস করে বেশ মজা পাচ্ছে বলে মনে হয়। অবশ্য, শুকনো মুখ দেখে আরেকটা জিনিসও সহজেই আন্দাজ করা যায়। মেয়েটা ভয় পাচ্ছে।

"আমাদের সবার ঘাড়েই দোষ চাপানো যায়।" শেইচান বলল। ভিগরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল এরপর।

ভিগর কোনও ভাবান্তর দেখালেন না। সহজেই রক্ত টগবগ করে ওঠার বয়স অনেক আগেই পার করে এসেছেন। তাছাড়া, ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন তিনি।

"ড্রাগন কোর্টের চিহ্ন," ভিগর বললেন। "মেঝেতে এঁকে রেখে গিয়েছিলে। তখন ভেবেছিলাম কেউ আমাকে সতর্ক করার চেষ্টা করছে। অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের ব্যাপারে তদন্তের আহবান হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে মাথা নাড়ছিল শেইচান । ভিগরের চোখে সহানুভূতিশীলতার আভাস দেখতে পাচ্ছিল ও। ভ্যাটিকান আর্কাইভের প্রাক্তন প্রিফেক্ট-ডঃ আলবার্তো মেনার্দির কথা মনে পড়ে গেল ভিগরের। লোকটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, গোপনে রয়াল ড্রাগন কোর্টের হয়ে কাজ করত। আর্কাইভ থেকে প্রচুর জরুরি কাগজপত্র চুরি করে সুইজারল্যান্ডের এক দুর্গে গড়ে তুলেছিল ব্যক্তিগত লাইব্রেরি। গ্রে, শেইচান আর ভিগরের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অবশেষে ধরা পড়ে যায় সে। পরিসমাপ্তি ঘটে ড্রাগন কোর্ট নামক অধ্যায়ের। দুর্গটাকে ভেরোনা হাউজহোল্ডের আওতায় নিয়ে আসা হয়।

"আলবার্তোর লাইব্রেরি," ভিগর বললেন। "সব রক্তারক্তি আর ভীতিকর ঘটনার অবসানের পর পুলিশ আমাদের দুর্গের ভেতর যেতে দেয়। পুরো লাইব্রেরিটা ফাঁকা অবস্থায় আবিষ্কার করি আমরা, যেন রাতারাতি হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে।

"এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলা হয়নি কেন?" বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল গ্রে।

ভিগর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "আমরা ভেবেছিলাম, স্থানীয় চোরের কাজ হবে হয়তো...অথবা ইতালীয় পুলিশের দুর্নীতির ফলাফলও হতে পারে। আলবার্তোর লাইব্রেরিতে পুরাকালের বহু অমূল্য নিদর্শন ছিল। তাছাড়া অসংখ্য রহস্যময় বইপত্রও ছিল ওখানে, ওর আগ্রহের বিষয়বস্তু আর কি।"

প্রাক্তন প্রিফেক্টকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হলেও, লোকটার প্রতিভা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। এক ধরনের সহজাত দক্ষতা ছিল তার ভেতরে। টানা ত্রিশ বছর আর্কাইভের প্রিফেক্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে সব গোপন তথ্যই জেনেছিলেন। মার্কোর বইয়ের এমন এক সংস্করণ, যেখানে লুকানো আছে সম্পূর্ণ নতুন এক অতিরিক্ত অধ্যায়! এরকম একটা বই ব্যবহার করে দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিতে পারতেন।

কী এমন জানতে পেরেছিলেন বৃদ্ধ প্রিফেক্ট? কেন জিনিসটা চুরি করতে গেলেন?

আর গিল্ডের-ই বা সেদিকে নজর পড়ল কেন?

শেইচানের দিকে তাকালেন ভিগর। "কিন্তু এটা কোনও ছিঁচকে চোরের কাজ নয়, তাই না? গিল্ডকে ওই লাইব্রেরির মূল্যবান জিনিসের কথা তুমিই জানিয়েছিলে।"

এই অভিযোগের বিরোধিতা করার মতো দুঃসাহস নেই ওর। "আমার কোনও উপায় ছিল না। দুই বছর আগে আপনাদের সাহায্য করার পর, এই লাইব্রেরির খবর জানিয়েই আমি জীবন ফিরে পেয়েছিলাম। তখন ঘুণাক্ষরেও জানতাম না, কী বিভীষিকা লুকিয়ে ছিল এর ভেতর।"

এতক্ষণ চুপচাপ ওদের কথোপকথন শুনে যাচ্ছিল গ্রে। "তুমি লেখাগুলো পড়েছ, শেইচান! মার্কো পোলোর ফিরতি যাত্রার সত্য ভাষণ।"

জবাব স্বরূপ, চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিল শেইচান। উবু হয়ে বাম পায়ের বুট খুলে নিল। জুতোর ভেতরের চোরা পকেট থেকে বেরিয়ে এলো ভাজ করা তিনটা কাগজ। ভাজ খুলে, হাত দিয়ে সোজা করতে করতে সেগুলোকে টেবিলের ওপর রেখে দিল ও। "গিল্ডের উদ্দেশ্য নিয়ে যখন আমার মনে কিছুটা সন্দেহ জন্মাল," শেইচান বলল। "তখনই অনূদিত এই অধ্যায়টা আলাদা করে টুকে রেখেছিলাম।"

ভিগর আর গ্রে আরও কাছাকাছি সরে এলেন। দু'জনের কাঁধে কাঁধ লেগে গিয়েছে। তাদের মাথার ওপর দিয়ে উঁকি দিল কোয়ালস্কি, ওর নিশ্বাস থেকে রাকিতে মিশানো মৌরির গন্ধ আসছে। ভিগর লেখাটার শিরোনাম আর প্রথম কয়েক লাইন পড়ে ফেলেছেন ইতিমধ্যে।

অধ্যায় বাষট্টি

অফ এ জার্নি আনটোল্ড ; অ্যান্ড এ ম্যাপ ফরবিডেন

যাত্রাবিরতি নেয়া হলো আজ। শেষবার কোচিও বন্দরে থামার পুরো এক মাস হয়ে গিয়েছে। নদী থেকে পরিষ্কার পানি সংগ্রহ করে রাখতে হবে। আর তাছাড়া দু'টো জাহাজও মেরামত করে নেয়া প্রয়োজন। এদিকে আমাদের খাবার–শুকনো মাংশ আর ফলমূলও প্রায় ফুরিয়ে আসার পথে। আমাদের সাথে চল্লিশ জন মানুষ আর কুবলাই খানের দেয়া দু'জন লোককে নিয়ে এদিকে এসেছি আমি। অস্ত্র হিসেবে বর্শা আর তীর-ধনুক আছে। আশেপাশের কিছু দ্বীপে বাস করে নরখাদক মূর্তি পুজারীর দল। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য এমন সুরক্ষা ব্যবস্থা সাথে রাখাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

একটানা পড়ে গেলেন ভিগর। বর্ণনাভঙ্গিতে কেমন যেন একটা ছন্দময় অথচ সেকেলে ভাব রয়েছে। আসলেই মার্কোর লেখা নাকি এগুলো? সত্যিই যদি তাই হয়, তাহলে এর ওপর চোখ বুলানোর সৌভাগ্য হয়েছে মাত্রে হাতে গোনা কয়েকজনের। আসল লেখাটা পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিলেন প্রিফেক্ট, অনুবাদের ওপর পুরোপুরি আস্থা নেই। তাছাড়া প্রকৃত উপভাষায় পড়তে পারলে, মধ্যযুগীয় এই বিখ্যাত অভিযাত্রীকে আরও কাছ থেকে অনুভব করা যেত।

আবার পড়তে শুরু করলেন তিনি-

নদীর বাঁকে দাঁড়িয়ে, কুবলাই খান প্রেরিত লোকদের একজন চিৎকার করে উঠল। উপত্যকার ঢাল থেকে খাড়া উঠে যাওয়া একটা চূড়ার দিকে হাত তুলে দেখাচ্ছিল সে। ভেতরে প্রায় কয়েক মাইল ধরে ছড়িয়ে আছে সেই এলাকাটা, জঙ্গলের গভীরে লুকায়িত অবস্থায়। তবে কোনও পর্বত নয়, বড়সড় কোনও দুর্গের সুচালো অগ্রভাগ। ভালোভাবে খেয়াল করতেই আশেপাশে আরও কতগুলো মিনার দেখা গেল, কুয়াশায় আধখানা ঢেকে আছে। জাহাজ মেরামতের জন্য নির্ধারিত দশদিন হাতে রেখে অলস সময় কাটাচ্ছিল সবাই। তাজা মাংসের লোভে পশু পাখি শিকার করতে চেয়েছিল কুবলাই খানের লোকেরা। আর সেই নিমিত্তেই আমরা এই অজানা আর মানচিত্রের আড়ালে থাকা পর্বত নির্মাতাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

ভিগর লক্ষ্য করলেন, প্রথম পৃষ্ঠার পর মার্কোর সহজ স্বাভাবিক বর্ণনাভঙ্গিতে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠতে শুরু করেছে। তার সাথে তাল মিলিয়ে বর্ণনার ভেতর খুঁজে পেলেন, কীভাবে "জঙ্গলের ভেতর পশুপাখির শব্দ থেমে গেল।" মার্কো আর তার শিকারী দল বনের আরও গভীরে ঢুকে যেতে লাগলেন। দিনের শেষে গোধূলি দেখা দিল, মার্কোর দল একটা প্রস্তরনির্মিত শহরে ঢুকে পড়েছে তখন।

জঙ্গলের শেষ মাথায় নতুন এক শহর, চারদিকে অসংখ্য প্যাঁচানো মাথাবিশিষ্ট স্থাপত্য। সবগুলোতে আবার খোঁদাই করা প্রতিমার মুখ। এখানকার জনগোষ্ঠী কীরূপ নারকীয় ইন্দ্রজাল বিস্তার করে রেখেছে, তা হয়তো কখনোই জানতে পারব না। তবে করুণাময় ঈশ্বরের রোষানল পড়েছে এদের ওপর। জঙ্গল আর শহরের ক্ষয়ে যাওয়া গাছপালা আর মহামারী ব্যাধি থেকে তা সহজেই অনুমেয়। একটা নগ্ন মেয়েশিশুকে দেখতে পেলাম। শরীরের মাংস পচে জায়গায় জায়গায় হাড় বেরিয়ে এসেছে, কালো পিপড়ার দল আস্তানা গেড়েছে সেখানে। যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই একই অবস্থা। শতক অথবা হাজারের সীমায় মৃতের সংখ্যাকে প্রকাশ করার মতো অবস্থা নেই। আর পাপী মানুষেরাই শুধু মৃত্যুর কবলে পড়েনি। আকাশ থেকে ঝরে পড়েছে পাখির দল। জঙ্গলের হিংস্র পশুরা কুণ্ডলী পাকিয়ে মাটিতে পড়ে আছে। গাছের শাখা প্রশাখা থেকে ঝুলে আছে ফনা পাকানো সাপেদের মৃতদেহ।

মৃতদের শহরে পা দিয়েছি আমরা। সংক্রমণের ভয়ে, তাড়াহুড়া করে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়তে চাইলাম। তখনো জানতাম না যে, আমাদের গতিবিধির ওপর কেউ নজর রাখছে। জঙ্গলের গভীর থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। পাথরের ওপর পড়ে থাকা মৃতদেহগুলোর চেয়ে কোনও অংশেই সুস্থ বলা যাবে না। হাত-পা পচে গিয়ে

মাংস খসে পড়ছে। কারো কারো শরীরে দগদগে ফোস্কা পড়া ঘা, পুরো চামড়া ঢেকে গেছে ফোঁড়ার নিচে। স্ফীত উদর নিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে কয়েকজন। অন্ধরা আসছে হাতড়ে হাতড়ে। দেখে মনে হচ্ছিল, পুরো এলাকা জুড়ে প্লেগের অশুভ প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে অবশেষে।

ঝোঁপের আড়াল থেকে বন্য পশুর মতো দাঁত মুখ খিচিয়ে এগিয়ে আসছে ওরা। অনেকের আবার হাত-পা নেই। নিজেদের শরীর কামড়াচ্ছে কেউ কেউ। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।

সকালের উষ্ণ রোদের স্পর্শে থেকেও ভিগরের শরীর বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল। ভীতমনে একটানা পড়ে গেলেন তিনি, কীভাবে মার্কো আর তার দল এই অভিশপ্ত বাহিনীর হাত থেকে জঙ্গলের গভীরে পালাতে পেরেছিলেন। গোধূলি নামার সাথে সাথে উঁচু ভবনগুলোর একটাতে লুকিয়ে পড়েন তারা। কুণ্ডলী পাকানো মরা সাপ আর অনেকদিন ধরে পড়ে থাকা রাজ-রাজড়াদের মৃতদেহের মাঝে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে থাকেন।

অস্ফুট স্বরে কী যেন বলল গ্রে। কথাগুলো বোঝা না গেলেও অবিশ্বাসের ছাপ বেশ স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠল।

সূর্য ডুবে গেল, সেই সাথে ডুবল আমাদের সমস্ত আশা ভরসা। প্রত্যেকেই যে যার মতো করে প্রার্থনা করে চলেছে। কাঠ পুড়িয়ে মুখে ছাই মেখে নিয়েছে খানের লোকেরা। পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন আমার কনফেসর, ফ্রায়ার অ্যাগ্রিয়ার। ফিসফিসিয়ে প্রার্থনা করে তিনি স্রষ্টার কাছে আমাদের আত্মাকে সঁপে দিতে চাচ্ছিলেন। গলা থেকে ক্রশ খুলে নিয়ে আমার কপালে ঠেকালেন তিনি। কাঠ পোড়া ছাই মাখিয়ে দিলেন তারপর। অন্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার একটা কথাই মনে হলো–এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে, আমরা সবাই কি একই হয়ে গেলাম? পৌত্তলিক আর খ্রিস্টানের মাঝে কোনও পার্থক্যই থাকল না। শেষপর্যন্ত কার প্রার্থনা শুনলেন ঈশ্বর? কার প্রার্থনায় এই মড়কের বিরুদ্ধে উৎকর্ষ সাধন হলো; এক নিরংশু পুণ্যে রক্ষা পেলাম আমরা সবাই!

গল্পটা এখানেই শেষ।

গ্রে পাতা উল্টাল, যদি আরও কিছু পাওয়া যায়। শেষ পাতায় উল্লেখিত একটা নামের ওপর টোকা মেরে বলল, "এই যে...ফ্রায়ার অ্যাগ্রিয়ার নামের এক যাজকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।"

এই জায়গায় ভুল ধরতে পেরে ভিগর মাথা নাড়লেন। এই বাক্যটা পুরোপুরি মিথ্যা। "প্রাচ্যে যাবার সময় পোলোদের সাথে কোনও পাদ্রী ছিলেন না।" ভ্যাটিকানের তথ্য অনুযায়ী, পোলোদের সাথে হলি সী এর প্রতিনিধি হিসেবে দু'জন ডোমিনিকান ফ্রায়ার গিয়েছিলেন। তবে কয়েকদিনের মাথায়ই তারা ফিরে আসেন।

প্রথম পাতা হাতে নিয়ে ভাজ করে ফেলল শেইচান, "গোপন অধ্যায়টার মতো, মার্কো তার অভিযানের বর্ণনা থেকে ফ্রায়ারের কথা বাদ দিয়েছেন। পোলোদের সাথে

আসলে তিনজন ডোমিনিকান ছিলেন। তখনকার রীতি অনুযায়ী, প্রত্যেক অভিযাত্রীর জন্য একজন করে।"

ওর কথার সত্যতা বুঝতে পারলেন ভিগর। আসলেই এমন একটা রীতির প্রচলন ছিল তখন। "শুধু দু'জন ফ্রায়ার পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন," শেইচান বলল। "তৃতীয়জনের উপস্থিতি গোপন রাখা হয়েছিল... অন্তত এতদিন পর্যন্ত।"

পেছনে সরে এসে ঘাড়ে হাত দিল গ্রে। একটা রুপোর ক্রুশ খুলে নিয়ে টেবিলে রেখে দিল পর মুহূর্তেই। "তুমি বলতে চাও, এই ক্রুশটা ফ্রায়ার অ্যাগ্রিয়ারের? যার কথা এই গল্পে বলা হয়েছে?"

শেইচানের নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ হয়ে দাঁড়াল।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে ক্রুশটাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন ভিগর। কোনও অলঙ্করণ নেই, একদম সাদামাটা একটা ক্রুশবিদ্ধ অবয়বের প্রতিরূপ। জিনিসটাকে দেখেই বোঝা যায়, অনেক পুরনো। টেবিল থেকে তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন আবার। শেষ পর্যন্ত সম্বিত ফিরে পেলেন তিনি। "তবে একটা জিনিস বুঝলাম না। ফ্রায়ার অ্যাগ্রিয়ারকে এই কাহিনী থেকে বাদ দেয়া হলো কেন?"

শেইচান ছিটিয়ে থাকা কাগজগুলো গুছিয়ে নিল। "আমরা কেউই জানি না। বইয়ের বাকি পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে ফেলে তার পরিবর্তে একটা ভুয়া পাতা লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। নতুন পৃষ্ঠাটার গুণমান দেখে সহজেই বোঝা যায়, মূল বাঁধাইয়ের শতবর্ষ পরে সংযোজিত হয়েছে সেটা।"

ভিগর কপাল কুঁচকালেন। "নতুন পৃষ্ঠায় কী লেখা ছিল?"

"নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি আমার, তবে লেখাটার ব্যাপারে শুনেছিলাম। কিছু অসংলগ্ন কথাবার্তা লেখা। ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ করে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে ভরা পুরোটা। মার্কোর বিবরণ দেখে লেখক ভয় পেয়েছিলেন বোধহয়। তবে জরুরি বিষয় হচ্ছে, সেখানে একটা মানচিত্রও আঁকা ছিল। মার্কোর নিজের হাতে আঁকা মানচিত্র।"

"তো? সেটার আবার কী হলো?"

"পরবর্তীতে যিনি বইটা সম্পাদনা করেছেন, ভয় পাওয়া সত্ত্বেও তিনি মানচিত্রটাকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে চাননি। তাই অন্য কয়েকজনকে সাথে নিয়ে, কতগুলো সঙ্কেতের মাধ্যমে মানচিত্রটাকে নতুন করে সাজিয়েছিলেন তিনি।"

এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল গ্রে, "তাই সেটাকে এই অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের আড়ালে লুকিয়ে ফেলা হলো।"

"কিন্তু নতুন পৃষ্ঠাটা জোড়া দিল কে?" ভিগর জিজ্ঞেস করলেন।

শেইচান শ্রাগ করল। "কারো স্বাক্ষর ছিল না ওখানে। তবে পৃষ্ঠাটায় উল্লেখিত কিছু বিশেষ অংশ থেকে ধারণা করা যায় যে, পোলোর বংশধরেরাই এই গোপন বইটা পোপের হাতে সোপর্দ করেছিল। চতুর্বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবী জুড়ে প্লেগের আক্রমণের সময়কার কথা বলছি। সম্ভবত ওই পরিবারের সদস্যদের মনে ধারণা

জন্মেছিল যে, মৃতদের শহরের অভিশপ্ত মহামারী আর তৎকালীন প্লেগ–দু'টো একই ঘটনা। তার পরপরই বইটা আর্কাইভে রেখে দেয়া হয়।"

"বিস্ময়কর," ভিগর বললেন। "তোমার কথা সত্যি হয়ে থাকলে, আরেকটা জিনিসের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। কেন পোলো পরিবারের কারো আর হদিস পাওয়া যায়নি! এমনকি মার্কো পোলোর কবরে শায়িত মৃতদেহটাও উধাও হয়ে গিয়েছিল সান লরেঞ্জোর গির্জা থেকে। কেউ যেন পোলো পরিবারের নাম গন্ধ মুছে ফেলতে উঠে পড়ে লেগেছিল। আচ্ছে নতুন পৃষ্ঠাটার সংযোজনের তারিখ জানা গিয়েছে?"

শেইচান মাথা নাড়ল, "ষোড়শ শতাব্দীর শুরুর দিকে।"

ভিগরের চোখগুলো সরু হয়ে গেল, "হুমম... যখন ইতালিতে প্লেগের প্রকোপ চলছিল।"

"ঠিক তাই," শেইচান সায় দিল। "আর সেসময়েই জোহানেস ট্রিথেমিয়াস নামক এক জার্মান ভদ্রলোক প্রথমবারের মতো অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের ধারণা দেন। তিনি দাবী করেন, পৃথিবীতে মানুষের পদচারণার আগেই এই স্ক্রিপ্টের আবির্ভাব ঘটেছিল।"

ভিগর মাথা নাড়লেন। অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে আগেই কিছুটা পড়াশুনা করে নিয়েছিলেন তিনি। ট্রিথেমিয়াস বিশ্বাস করতেন যে, এই ভাষার মাধ্যমে সরাসরি ফেরেশতাদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব। তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় এই ভাষা সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। সাংকেতিক লিপি আর গুপ্ত সংকেতের ব্যাপারেও অগাধ জ্ঞান ছিল লোকটার। তার বিখ্যাত গ্রন্থ স্টেনোগ্রাফিয়াকে অতিপ্রাকৃত উপাদানে ভরা শাস্ত্র হিসেবে ধরা হলেও, আসলে সেটা অ্যাঞ্জিওলজি আর কোড ব্রেকিংয়ের জটিল সংমিশ্রণ।

"তাই সে সময়ে কোনও মানচিত্র লুকাতে হলে," গ্রে কথা শেষ করল। "সেটাকে অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের আড়ালে লুকিয়ে ফেলাটা একটা ভালো উপায় ছিল।"

"গিল্ডের তাই বিশ্বাস। গোপন পৃষ্ঠায় এই সাংকেতিক মানচিত্রের অবস্থান খুঁজে বের করার জন্য অনেকগুলো সূত্র দেয়া ছিল। এটাই একটা মিশরীয় স্মারকস্তম্ভে খোদাই করে লুকিয়ে রাখা হয় ভ্যাটিকানের গ্রেগরিয়ান যাদুঘরে। কিন্তু কালের স্রোতে, হাত বদল ঘটতে ঘটতে সেই স্মারকস্তম্ভটা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। সেটা খুঁজে বের করতে নাসের আর আমার ভেতর ইঁদুর বিড়াল খেলা চলতে থাকে। অবশেষে আমারই জয় হয়। নাসেরের নাকের ডগা থেকে ওটাকে হাতিয়ে নেই আমি।"

ওর কণ্ঠে ঝরে পড়া তিক্ত গৌরবের আভাস ভালোভাবেই কানে আসল ভিগরের। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন স্মারকস্তম্ভের কথা বলছ?"

সকাল ৭:৪২

অল্প কথায় ফ্রায়ারের ক্রশ লুকিয়ে রাখা মিশরীয় স্মারকস্তম্ভটার কথা ব্যাখ্যা করে গ্রে। গুপ্তসংকেতের কথাও উল্লেখ করতে ভোলে না। "আসল লিপিটা আপনাকে দেখাচ্ছি।" নিজের কাছে রাখা অনুলিপি বের করে ভিগরকে দেখাল সে।

হিজিবিজি অ্যাঞ্জেলিক কোডের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন ভিগর। "এর তো কোনও আগামাথা নেই।"

"একইভাবে, মার্কোর বর্ণনায় উল্লেখিত সেই অসংলগ্ন বর্ণগুলোও কিন্তু মানচিত্রের একটা চাবিকাঠির মতো কাজ করে। গোপন রহস্যকে জানার একমাত্র উপায় বলা যায়," শেইচান বলতে থাকল। "তিন অংশে লুকায়িত একটা চাবি। প্রথম চাবিটা খোদাই করা ছিল এই গোপন লিপিকে লুকিয়ে রাখার আদি কামরায়।"

"টাওয়ার অফ উইন্ডে," ভিগর বললেন। "কোনোকিছু লুকিয়ে রাখার জন্য একটা উৎকৃষ্ট জায়গা। সেই আমলে ভবনটা নির্মানাধীন অবস্থায় ছিল।"

"মার্কোর বইয়ের ভুয়া পৃষ্ঠার তথ্য অনুযায়ী, প্রত্যেক চাবিই তার পরের চাবির সন্ধান বলে দেবে," শেইচান বলল। "তাই শুরু করতে হলে, আমাদেরকে আগে প্রথম ধাঁধাঁর সমাধান করতে হবে। ভ্যাটিকানের অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের পাঠোদ্ধার করতে হবে যত দ্রুত সম্ভব," ভিগরের দিকে ঘুরে তাকাল ও। "আপনি কিন্তু পাঠোদ্ধারের কথা বলেছিলেন আমাকে। পারবেন?"

ভিগর ব্যাখ্যা করার জন্য মুখ খুললেন। কিন্তু গ্রে তার হাত চেপে ধরল। এত সহজেই শেইচান কে সবকিছু জানিয়ে দিতে চায় না সে। "তুমি কিন্তু এখনও বলোনি। গিল্ড কেন জড়াল এ কাজে? মার্কো পোলোর ঐতিহাসিক তথ্যের পেছনে ছুটে ওদের কী লাভ?" জানতে চাইল ও।

শেইচান কিছুটা ইতস্তত করল। একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে ভাবতে লাগল–মিথ্যা বলবে নাকি সত্য বলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবে। "কারণ আমাদের বিশ্বাস, মার্কোর অসুখটাই আবার ছড়াতে শুরু করেছে," বলেই ফেলল অবশেষে। "ইন্দোনেশীয়ান দ্বীপপুঞ্জে মার্কোদের অভিযানের সময়কার কিছু কাঠের নৌকা এখনও আছে। সেখান থেকেই আবার বেরিয়ে এসেছে ভয়াবহ মারণব্যাধিটা। ইতমিধ্যে গিল্ড জায়গামতো আস্তানা গেড়ে ফেলেছে। এই ইতিহাসকে অনুসরণ করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল আমার আর নাসেরের ওপর। তবে গিল্ডের রীতি–বাম হাত কী করছে সেটা ডান হাত জানে না," কিছুক্ষণের জন্য বিরতি নিল একটা। "তবে আমি কিছু তথ্য চুরি করেছিলাম। জানতে পেরেছিলাম রোগের আচরণ সম্পর্কে। বায়োস্ফেয়ার কে চিরকালের জন্য বদলে দিতে সক্ষম এই রোগ।"

গিল্ডের আবিষ্কৃত একটা ভাইরাসের কথা বলল শেইচান, জুডাস স্ট্রেইন –যা কিনা যেকোনও ধরনের ব্যাকটেরিয়াকে ঘাতকে পরিণত করার ক্ষমতা রাখে।

মার্কোর বই থেকে একটা উদ্ধৃতি দিল ও, "মহামারীর প্রকোপ'–এর কবলে পড়েছে ইন্দোনেশীয়া তবে গিল্ডকে আমি ভালোভাবেই চিনি, ওদের পরিকল্পনার ধারাটাও বুঝি। তারা এ থেকে নতুন একধরনের জৈবিক মারণাস্ত্র বানাতে চায়।"

ভিগর গলা খাঁকারি দিলেন। "গিল্ড যদি এই ভাইরাসকে নিজেদের দখলে নিয়েই আসতে পারে, তাহলে আবার মার্কো পোলোর পেছনে ছোটার কী দরকার?"

মার্কোর বিবরণের শেষ লাইন থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে উত্তর দিল গ্রে। "'এক নিরংশু পুণ্যে রক্ষা পেলাম আমরা সবাই।'–আমার কিন্তু নিরাময়ের উপায় বলে মনে হচ্ছে।"

শেইচান মাথা নাড়ল, "মার্কো উদ্ধার পেয়েছিলেন। এমন মারকুটে ভাইরাসকে সামলানোর উপায় না জেনে গিল্ড কখনোই সেটা লাগামছাড়া করবে না।"

"অন্ততপক্ষে এর উৎস না জেনে।" গ্রে যোগ করল।

ছাদের ওপর থেকে গোটা শহরের সীমারেখা বোঝা যায়। গনগনে সূর্যের নিচে দাঁড়িয়ে সেদিকটায় তাকালেন ভিগর। "অনেক প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। ফাদার অ্যাগ্রিয়ারের কী হলো? পোপের অনুষদই বা ভয় পেল কেন?"

গ্রে'র মাথায় এর চেয়েও একটা জরুরি প্রশ্ন এলো। "ইন্দোনেশীয়ার কোথায় এই নতুন মড়ক লেগেছে?"

"দূরবর্তী এক দ্বীপে। কপাল ভালো যে, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে বেশ দূরে জায়গাটা।"

"ক্রিসমাস আইল্যান্ড।" গ্রে'র মুখ ফুটে বেরিয়ে এলো নামটা।

শেইচান খানিকটা বিস্মিত হলো। গ্রে জানলো কীভাবে!

নড়েচড়ে উঠল কমান্ডার পিয়ার্স। এই রোগ বিষয়ে তদন্ত চালাতেই মঙ্ক আর লিসা ক্রিসমাস আইল্যান্ডে গিয়েছে। ওদের কোনও ধারণাও নেই, কিসের ভেতর পা রেখেছে ওরা–এমনকি গিল্ডের আগ্রহের কথাও জানে না। ঘন ঘন শ্বাস নিতে লাগল ও। পেইন্টারের সাথে কথা বলতে হবে। কিন্তু এ ঘটনায় সিগমা জড়িয়ে পড়লে, তা কি ওর বন্ধুদের জন্য আরও বিপদ ডেকে আনবে না? একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হবে সেটা। আরও কিছু তথ্য দরকার ওর। "ইন্দোনেশীয়াতে গিল্ডের এই অভিযান কত দূর এগিয়েছে?"

"আমি জানি না।"

"শেইচান।" গ্রে গর্জে উঠল।

উদ্বেগে ওর চোখজোড়া সরু হয়ে এলো । গ্রে'র কাছে মনে হলো মেয়েটা সত্যিই বলছে। "আমি... আমি আসলেই জানি না, গ্রে। কেন? কী সমস্যা?"

ভালো করে ভাবার জন্য একটু সময় দরকার গ্রে-র। রেলিংয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। এই মুহূর্তে একটা শুধু কথাই মাথায় আসছে।

ওয়াশিংটনে একবার কথা বলা দরকার।

রাত ১:০৪
ওয়াশিংটন ডিসি

হ্যারিয়েট পিয়ার্স তার স্বামীকে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। হোটেলের বাথরুমে নিজেকে আটকে রেখেছেন লোকটা।

"দরজা খোল! জ্যাক!" রক্তাক্ত ঠোঁটের ওপর একটা ভেজা রুমাল চেপে রেখেছেন তিনি।

ঘণ্টা দু'য়েক আগে বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুম ভাঙে জ্যাক পিয়ার্সের, কাউকে চিনতে পারছিলেন না। হ্যারিয়েট এই অবস্থার সাথে পূর্বপরিচিত। অ্যালঝেইমারস ডিজিজের

রোগীদের অনেকেরই এমনটা হয়ে থাকে–সান ডাউনার'স সিনড্রোম। সূর্য ডোবার সাথে সাথে রোগের উপসর্গ দেখা দেয়, আশেপাশের পরিচিত জগতকে অচেনা বলে মনে হয়। বাড়ি থেকে দূরে এসে, আরও প্রকট রূপ ধারণ করেছে রোগটা।

চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ে দ্বিতীয়বারের মতো জায়গা পরিবর্তন করতে হয়েছে তাদের। প্রথমে ডঃ করিনের এপার্টমেন্ট, তারপর এই ফিনিক্স পার্ক হোটেল। মাকে বিদায় জানানোর সময় কানে কানে একটা গোপন নির্দেশনা দিয়েছিল গ্রে। ডঃ করিন নিজের এপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর, তাদেরকে ওখান থেকে সরে পড়তে হবে। শহর পেরিয়ে আরেকটা হোটেলে গিয়ে উঠতে হবে, নিজের নাম ব্যবহার করা যাবে না। অতিরিক্ত সতর্কতা...

কিন্তু এত বার স্থানবদল করতে গিয়ে জ্যাকের অবস্থার অবিনতি ঘটেছে। সব ওষুধপত্রও শেষ। তাই হুট করে জেগে ওঠাটা প্রত্যাশিত ছিল। গত কয়েক মাসে এত খারাপ অবস্থা হয়নি। চিৎকার আর পা ছোঁড়াছুঁড়ির শব্দে হ্যারিয়েটের ঘুম ভেঙেছিল। হোটেল ঘরের ছোট্ট টেলিভিশনের সামনে রাখা একটা চেয়ারে বসে নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। টিভিতে ফক্স নিউজ চ্যানেল চলছিল। আওয়াজ একদম কমানো, তবে গ্রে'র নামে কিছু বলা হলে, তা শোনার জন্য যথেষ্ট।

স্বামীর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে তড়িঘড়ি করে শোবার ঘরে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি। বোকার মতো কাজ করেছেন। এধরনের রোগীকে হঠাৎ করে চমকে দেয়া ঠিক না। কিছু বোঝার আগেই জ্যাক চড় মেরে তার ঠোঁট ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের স্ত্রীকে চিনতে আরও আধ মিনিট সময় লেগেছিল তার। সম্বিত ফিরে পেতেই, নিজেকে বাথরুমে লুকিয়ে ফেললেন। স্বামীকে গোঙাতে শুনলেন হ্যারিয়েট।

সেজন্যেই দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে রেখেছেন জ্যাক। পিয়ার্স বংশের লোকেরা কখনো কাঁদে না।

"জ্যাক, দরজা খোল। সবকিছু ঠিক আছে। নিচের ফার্মেসি থেকে আমি ওষুধ আনতে দিয়েছি।" হ্যারিয়েট জানতেন, এভাবে ওষুধ আনানোটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু এ অবস্থায় জ্যাককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব না। আবার চিকিৎসা না হলে, অবস্থা আরও খারাপ হবে। এভাবে চিৎকার করতে থাকলে হোটেল কর্তৃপক্ষের কানে পড়ারও সম্ভাবনা আছে। যদি ওরা পুলিশে খবর দেয়?

কোনও উপায় না দেখে একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। ফোনবুক ঘেটে, চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে এমন একটা ফার্মেসিতে ফোন করে ওষুধ অর্ডার করেছিলেন। ওষুধ চলে আসলে তার স্বামীকে শান্ত করা যাবে। আর তারপরেই তারা হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন। নতুন কোনও হোটেলে উঠে আবারও নিজেদের আড়াল করে ফেলতে সক্ষম হবেন। কলিংবেল বেজে উঠল হঠাৎ।

"জ্যাক, ফার্মেসি থেকে লোক এসেছে। আমি এখুনি আসছি।" বলে দ্রুত দরজার দিকে এগোলেন হ্যারিয়েট। দরজা খুলতে গিয়ে কী মনে করে যেন পিপহোলের ফুটো দিয়ে বাইরে তাকালেন। কাগজের প্যাকেট হাতে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কালো রঙের ববকাট চুল, গায়ে ফার্মেসির লোগো আঁকা সাদা জ্যাকেট। আবারও বেল বাজল। ঘড়ি দেখে নিয়ে চলে যাবার উপক্রম করল মেয়েটা।

দরজার এপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন হ্যারিয়েট। "একটু দাঁড়ান।"

"সোয়ান ফার্মেসি থেকে এসেছি," ওপাশ থেকে জবাব এলো।

সতর্কতা বজায় রাখতে তিনি টেবিলের পাশে রাখা একটা টেলিফোন হাতে তুলে নিলেন। বোতাম চাপতেই হোটেল লবির ফ্রন্ট ডেস্কে বসে থাকা কর্মকর্তা ফোন ধরে ফেলল।

"ফিনিক্স পার্ক, ফ্রন্ট ডেস্ক।"

"৩৩৪ নম্বর রুম থেকে বলছি। ফার্মেসি থেকে আসা একটা ডেলিভারি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে ফোন করেছি।"

"জ্বি, ম্যাম। তিন মিনিট আগেই আমি ওর কাগজপত্র দেখেছি। কোনও সমস্যা হয়েছে নাকি?"

"না, না। আমি এমনিই জানতে চেয়েছি আর কি-"

পেছনের বেডরুম থেকে একটা দড়াম করে শব্দ শোনা গেল। শেষপর্যন্ত বাথরুমের দরজা খুলেছে জ্যাক।

রিসিপশনিস্ট আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনার জন্য কি আর কিছু করতে পারি, ম্যাম?"

"না। ধন্যবাদ।" ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

"হ্যারিয়েট!" চেঁচিয়ে উঠলেন মি. পিয়ার্স। রাগের আড়ালে কেমন যেন একটা যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছে তার কণ্ঠে। তৃতীয়বারের মতো বেজে উঠল ডোরবেল।

নিরুপায় হয়ে দরজা খুলে দিলেন হ্যারিয়েট।

হাসিমুখে তাকাল ফার্মেসি থেকে আসা মেয়েটা-তবে সে হাসিতে কোনও আন্তরিকতা নেই, কেমন যেন একটা বুনো পরিতৃপ্তির ছাপ। ওকে চিনতে পেরে শিউরে উঠলেন হ্যারিয়েট। সেফ হাউজে এ-ই তাদেরকে আক্রমণ করেছিল। হ্যারিয়েট সরে যাবার আগেই, এক লাথিতে দরজা পুরোপুরি খুলে দিল সে।

দরজার এক ধার এসে হ্যারিয়েটের কাঁধে আঘাত করল। তাল সামলাতে না পেরে টাইলসের মেঝের ওপর ছিটকে পড়লেন তিনি। হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠতে যেতেই, কী যেন একটা ছিটকে এসে তার কব্জি গুঁড়িয়ে দিল। গুলি করেছে মেয়েটা।

কোমরে ভর দিয়ে গড়িয়ে অন্যপাশে সরে গেলেন হ্যারিয়েট।

বেডরুম থেকে শুধুমাত্র বক্সার পরা অবস্থায় বেরিয়ে এসেছেন জ্যাক, "হ্যারিয়েট...?" কিন্তু মানুষটার পক্ষে এখন এত সহজে কোনওকিছু বোঝা সম্ভব নয়।

চৌকাঠ পেরিয়ে এসে একটা পিস্তল উঁচিয়ে ধরল মেয়েটা। জ্যাকের দিকে তাক করে বলল, "এই যে আপনার ওষুধ।"

"নাআআআ..." হ্যারিয়েট গুঙিয়ে উঠলেন।

ট্রিগার টেনে দিল সে। ব্যারেলের মুখে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল। হ্যারিয়েটের কানের ওপর দিয়ে ছিটকে গেল পেঁচানো তার। ঘরের মলিন আলোতে জ্বলজ্বলে নীল তরঙ্গ সৃষ্টি করে জ্যাকের উন্মুক্ত বুকে গিয়ে আছড়ে পড়ল বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ।

টেজার গান। জ্যাকের দম আটকে গেল, মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন সাথে সাথে। একচুলও নড়লেন না আর।

পিন পতন নিস্তব্ধতার মাঝে টেলিভিশন থেকে ফক্স চ্যানেলের এক সাংবাদিকের কণ্ঠ ভেসে এলো, "গেসন পিয়ার্সকে এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে মেট্রো পুলিশ। তার বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনের এক বাড়িতে অগ্নিসংযোগ আর বোমা হামলার অভিযোগ..."

সকাল ৮:৩২
ইসতাম্বুল

ছাদের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গ্রে একটা কথাই চিন্তা করছিল, ওয়াশিংটনে কিভাবে গোপনে যোগাযোগ করা যায়। ক্রিসমাস আইল্যান্ডের ব্যাপারে কথা বলতে হবে। পেইন্টার বাদে অন্য কাউকে জানানো যাবেনা। কিন্তু কীভাবে? কে জানে গিল্ড যাগাযোগের সব মাধ্যমে আড়ি পেতে আছে কি না!

পেছনের টেবিল থেকে শেইচানের গলা শোনা গেল। "মনসিনর, ইসতাম্বুলে কেন ডেকেছেন আমাদের সে কথা এখনও বলেননি?"

কৌতূহল দমাতে না পেরে টেবিলের দিকে ফিরে গেল গ্রে। শেইচান আর ভিগরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। মনসিনর নিজের ব্যাকপ্যাকটা টেনে নিয়ে কোলের ওপর রাখলেন। সেখান থেকে একটা নোটবুক বের করে টেবিলের ওপর মেলে ধরলেন। পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে কাঠকয়লা দিয়ে অঙ্কিত কিছু অক্ষর চোখে পড়ল সবার-

"টাওয়ার অফ উইন্ডের মেঝেতে এই লিপিটাই খোদাই করা ছিল," ভিগার বললেন। "এই বর্ণমালার প্রত্যেকটা অক্ষর একটা নির্দিষ্ট স্বরসংক্রান্ত শব্দের অনুরূপ। অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের জনক ট্রিথেমিয়াসের মতে, সঠিক ক্রমে সাজাতে পারলে নির্দিষ্ট কোনও ফেরেশতার সাথে যোগাযোগের সরাসরি মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে এগুলো।

"লং ডিস্ট্যান্স ফোনকলের মতো," টেবিলের অন্যপাশ থেকে বিড়বিড় করে বলল কোয়ালস্কি।

মাথা নাড়তে নাড়তে পৃষ্ঠা উল্টালেন ভিগর, "আমি প্রত্যেকটা অক্ষরের একটা করে নাম বের করেছি।"

গ্রে মাথা ঝাঁকাল, কিছুই বুঝতে পারছে না।

একটা কলম বের করে প্রত্যেকটা নামের প্রথম বর্ণের নিচে রেখা টানলেন ভিগর। তারপর উচ্চারণ করলেন, "এ.আই.জি.এ.এইচ."।

"এটা কি কোনও ফেরেশতার নাম?" কোয়ালস্কি জিজ্ঞেস করল।

"না, ফেরেশতা নয়, তবে একটা নাম অবশ্যই," ভিগর উত্তর দিলেন। "তোমাকে বুঝতে হবে, ট্রিথেমিয়াস কিন্তু হিব্রু ভাষার ওপর ভিত্তি করে তার এই বর্ণমালা তৈরি করেছিলেন। তিনি দাবী করতেন ইহুদিদের ভাষায় একটা আলাদা ধরণের শক্তি আছে। কাব্বালাহ'র চর্চাকারীরা তো এখনও বিশ্বাস করে যে, হিব্রু বর্ণমালার আকৃতি আর রেখাচিত্রের মাঝে স্বর্গীয় জ্ঞান নিহিত রয়েছে। ট্রিথেমিয়াস দাবী করেছিলেন, তার এই অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্ট মূলত হিব্রু বর্ণমালার বিশুদ্ধ রূপ।"

ভিগরের কথা বুঝতে পেরে গ্রে আরেকটু কাছে ঝুঁকল। "হিব্রু তো ইংরেজি অক্ষরের উল্টোক্রমে পড়তে হয়, ডান থেকে বামে।"

আঙুল টেনে লেখাটা উলটোদিকে পড়ে গেল শেইচান। "এইচ.এ.জি.আই.এ."।

"হায়া," ভিগর সতর্কভাবে উচ্চারণ করলেন।" গ্রীক ভাষায় এই শব্দের মানে হচ্ছে "স্বর্গীয়।"

গ্রে'র চোখ সরু হয়ে এলো, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তখনই আবার বড় বড় চোখে তাকাল ও।

অবশ্যই!

"কী?" শেইচান জিজ্ঞেস করল। এদিকে কোয়ালস্কি মাথা চুলকাতে শুরু করেছে।

ইশারায় সবাইকে উঠে দাঁড়াতে বললেন ভিগর। একটু সামনে হেঁটে গিয়ে শহরের দিকে মুখ করে দাঁড় করালেন ওদের। "ফিরতি যাত্রার পথে, মার্কো পোলো ইসতানবুল (তৎকালীন কন্সট্যান্টিপোল) পার করে গিয়েছিলেন। এশিয়া থেকে ইউরোপে ঢোকার পথে এই জায়গাটা অতিক্রম করতে হয়েছিল। সংযোগস্থল হিসেবে তাই এখানকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।"

শহরের প্রাচীন মিনারগুলোর একটার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন মনসিনর। বিরাট ভোঁতা গম্বুজ বিশিষ্ট একটা গির্জা,সংস্কারকার্য চলার কারণে অর্ধেকটা কালো স্ক্যাফোল্ডিং এ আচ্ছাদিত।

"হায়া সোফিয়া," ভবনটার নাম উচ্চারণ করল গ্রে।

ভিগর সায় দিলেন। "এককালে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গির্জা ছিল এই হায়া সোফিয়া। অনেকে এই চার্চের সাথে নামকরণের সাথে ভুলে সেইন্ট সোফিয়াকে মিলিয়ে ফেলেন। তবে এর আসল নাম হচ্ছে "স্বর্গীয় জ্ঞান সম্বলিত গির্জা।"

"তাহলে এটাই তো আমাদের গন্তব্য!" শেইচান বলল। "প্রথম চাবিটা নিশ্চয় এখানেই লুকানো আছে।"

"এতো তাড়াহুড়া কিসের?" ভিগর টিপ্পনি কাটলেন।

ব্যাকপ্যাকের কাছে ফিরে গিয়ে, ভেতর থেকে কাপড়ে মোড়ানো একটা জিনিস বেড় করলেন ভিগর। আস্তে করে টেবিলে নামিয়ে রেখে কাপড়ের আচ্ছাদন সরাতেই একটা চ্যাপ্টা সোনার বার দেখা গেল। অনেক পুরনো বলে মনে হয় জিনিস্টাকে। একদিকে আবার ছোট্ট একটা ফুটো দেখা যাচ্ছে। সারা গায়ে বিচিত্র এক লিপি অঙ্কিত।

"এগুলো কিন্তু অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের অংশ নয়," ভিগর বললেন। "মঙ্গোলীয় ভাষা। এখানে লেখা আছে, "শপথ শাশ্বত স্বর্গের ক্ষমতার নামে,শপথ পবিত্র খানের নামে। তাঁর প্রতি অসম্মান জ্ঞাপনকারী মৃত্যুমুখে পতিত হোক।'"

"কিছুই বুঝলাম না," গ্রে ভ্রূ কোঁচকাল। "এটা কি মার্কো পোলোর সাথে সম্পর্কিত কিছু?"

"চাইনিজ ভাষায় একে বলা হয় পাইতজু। মঙ্গোলীয় ভাষায়, গেরেগ।"

তিনটা হতবাক মুখ ভিগরের দিকে তাকিয়ে রইল।

জিনিসটার দিকে তাকিয়ে ভিগর বলতে শুরু করলেন। "বলতে পারো, এটা এক ধরনের ভিআইপি পাসপোর্ট। কোনও অভিযাত্রীর সাথে এই পাসপোর্ট থাকলে, কুবলাই খানের শাসিত ভূমিতে সে যেকোনো কিছু দাবী করার অধিকার রাখত–ঘোড়া, নৌকা, দাস। খান সাহেব তার বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রদূতকে এটা দিয়েছিলেন।"

"দারুণ," কোয়ালস্কি শিস বাজাল, চোখ চকচক করছে। গ্রের মনে হলো, মূল কাহিনীর চেয়ে সোনার লোভে দিশেহারা হয়ে পড়েছে ও।

"পোলোদেরকেও এই পাসপোর্ট দেয়া হয়েছিল?" শেইচান জিজ্ঞেস করল।

"তিনজনকেই, প্রত্যেকের জন্য একটা করে। মার্কো, তার বাবা আর চাচা। এই পাসপোর্টকে ঘিরে আবার এক বিখ্যাত উপাখ্যানও প্রচলিত আছে। বলা হয়ে থাকে, পোলোরা ভেনিসে ফিরে আসার পর, তাদেরকে কেউ চিনতে পারছিল না। একটামাত্র জাহাজে করে ফিরে এসেছিলেন তিনজন, ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায়। প্রায় ভিক্ষুকের মতো দেখাচ্ছিল তাদের। কেউই তাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে গায়েব হয়ে থাকা পোলো পরিবার বলে মেনে নিতে রাজি হচ্ছিল না। উপকূলে নামার পর, তিন পোলো তাদের পোশাকের এক ধারের সেলাই খুলে ফেলতেই ভেতর থেকে রূপা, চুনি,পান্না, নীলকান্তমণি সহ আরও মূল্যবান বস্তু ঝরে পড়তে শুরু করে। এসবের পাশাপাশি বেরিয়ে পড়ে এই তিন মূল্যবান পাইতজু। কিন্তু এই ঘটনার পর, সোনালি পাসপোর্টগুলো একদম হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। একসাথে তিনটাই।"

"আপনি এটা কোথায় পেলেন?" শেইচান জিজ্ঞেস করল। "ভ্যাটিকানের কোনও যাদুঘরে নাকি?"

"নাহ," নোটবুকের গায়ে টোকা দিলেন ভিগর। "এক বন্ধুর সহায়তায় খুঁজে পাওয়া গেছে জিনিসটা। যে মার্বেল পাথরের টালির ওপর লিপিটা খোদাই করা ছিল, তার নিচে একটা ফাঁপা অংশে পড়ে ছিল ওটা।"

ঠিক ফ্রায়ারের ক্রুশটার মতো। পাথরের স্মারকস্তম্ভের ভেতরে লুকিয়ে রাখা।

ভিগর থামলেন না। "আমার ধারণা এটা পোলোদের পাইতজুগুলোর একটা," সবার মুখের দিকে তাকালেন তিনি। "আর আমার বিশ্বাস, এটাই প্রথম চাবি।"

"তার মানে হায়া সোফিয়ার দিকে নির্দেশ করা সূত্র..." গ্রে বলতে গেল।

"দ্বিতীয় চাবির দিকে নির্দেশ করছে এই জিনিসটা," ভিগর শেষ করলেন। "আরও দু'টো হারিয়ে যাওয়া পাসপোর্ট, দু'টো নিরুদ্দিষ্ট চাবি।"

"কিন্তু আপনি এতো নিশ্চিত হচ্ছেন কীভাবে?" শেইচানজিজ্ঞেস করল।

ভিগর সোনার বারটাকে উল্টো করে রাখলেন। নিখুঁতভাবে খোদাই করা একটা অক্ষর চোখে পড়ল সবার। অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের একটা অক্ষর।

অক্ষরটার গায়ে টোকা দিলেন তিনি। "এই যে আমাদের প্রথম চাবি।"

গ্রে বুঝতে পারল যে ভিগর ঠিকই বলেছেন। হায়া সোফিয়ার দিকে আবার তাকাল ও। দ্বিতীয় চাবিটা ওখানেই লুকানো আছে। কিন্তু এত বিশাল একটা জায়গায় সেটা খোঁজা আর খড়ের গাদায় সুঁই খুঁজে বের করার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। কয়েকদিন লেগে যেতে পারে এই কাজে।

ভিগর বোধহয় ওর উদ্বেগ কিছুটা বুঝতে পারলেন। "ইতিমধ্যে একজনকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। ভ্যাটিকানের একজন শিল্প ইতিহাসবিদ, টাওয়ার অফ উইন্ডে সে-ই আমাকে ওই খোদাইকৃত ধাঁধার সমাধানে সাহায্য করেছিল।"

গ্রে মাথা নাড়ল। ছোট্ট অক্ষরটার দিকে তাকিয়ে কিছুতেই মাথা থেকে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে পারল না সে। নিজের দুই বন্ধু, মঙ্ক আর লিসার কথা ভেবে এমনিতেই মাথা খারাপ হয়ে আছে। ওয়াশিংটনে যোগাযোগ না করা গেলে, অন্য এক পন্থা অবলম্বন করতে হবে। গিল্ডের আগেই সমাধান করতে হবে রহস্যের।

মৃতদের শহর খুঁজে বের করে, নিরাময়ের উপায় জানতে হবে।

সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে ভিগরের দেয়া তথ্যটা মনে পড়ে গেল ওর। মার্কোর যাত্রাপথে ইসতানবুল একটা মধ্যস্থ রাস্তা হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। শহরটা অবশ্য প্রথম থেকেই ভৌগলিক বিশ্বের মধ্যস্থ রাস্তার কাজ করে এসেছে। উত্তরে কৃষ্ণসাগর আর দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর। মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে বসফরাস স্ট্রেইট।

তবে ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হচ্ছে, ইসতাম্বুল একই সাথে দুই মহাদেশে পা দিয়ে রেখেছে। এক পা এশিয়ায়, আরেকটা ইউরোপে।

সময়ের হিসাব করলেও একই কথা বলা যায়। এক পা বর্তমানে, আরেকটা সুদূর অতীতে। সবসময়ই মধ্যস্থ রাস্তার ভূমিকা পালন করে এসেছে ইসতাম্বুল।

হঠাৎ পাশ থেকে একটা মোবাইল ফোন বেজে উঠল। ঘুরে গিয়ে ব্যাকপ্যাকের সামনের পকেট থেকে ফোনটা বের করে আনলেন ভিগর। নম্বর দেখে তার ভ্রূ কুঁচকে গেল। "ডি.সি. এর স্থানীয় কোড দেখা যাচ্ছে।"

"ডিরেক্টর ক্রো ফোন করছেন। অবশ্যই," গ্রে সতর্ক করে দিল। "এখানকার ব্যাপারে কিছু বলবেন না। আমাদের খোঁজ দেয়া যাবে না কাউকে। কথা শেষ হবার পর ফোনের ব্যাটারি খুলে রাখতে হবে, যাতে করে আমাদের ট্র্যাক না করতে পারে।"

গ্রে-কে এতো বিচলিত হতে দেখে কিছুটা অবাক হলেন ভিগর। ফোনটা কানে ধরলেন তিনি।

"প্রানটো," শুভেচ্ছা জানালেন।

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ কথা শুনে গেলেন তিনি। কপালের ভাজ আরও বেড়ে যেতে লাগল। "চি পারলা?" কিছুটা উত্তপ্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন। ফোনের অপ্রান্তের কথা শুনে কেঁপে উঠছিলেন তিনি। গ্রে'র দিকে ফোনটা বাড়িয়ে ধরলেন তিনি।

"ডিরেক্টর ক্রো নাকি?" চাপাগলায় জিজ্ঞেস করল গ্রে।

ভিগর মাথা ঝাঁকালেন। "নাও, কথা বল।"

ফোনটা কানে ধরল গ্রে। "হ্যালো?"

ওপাশের কণ্ঠটা কানে আসা মাত্রই চিনতে পারল ও। সেই পরিচিত মিশরীয় উচ্চারণভঙ্গি। নাসেরের মুখ নিঃসৃত বাণী যেন বাতাস থেকে সব তাপ শুষে নিয়েছে।

"তোমার বাবা-মা এখন আমার কব্জায়।"

৩৮
পেশেন্ট জিরো
৬ জুলাই, দুপুর ১২:৪২
মিস্ট্রেস অফ দ্য সী'জে

জাহাজের এলিভেটরের ভেতর এক হাতে একটা লাঞ্চ ট্রে নিয়ে হাতে দাঁড়িয়ে আছে মঙ্ক। আরেক কাঁধে অ্যাসল্ট রাইফেল ঝুলিয়ে রাখা। ছোট ছোট স্পিকারে এবিবিএ ব্যান্ডের গান বাজছে। তার সাথে তাল মিলিয়ে গুনগুন করছিল ও। তাই জাহাজের আবদ্ধ রান্নাঘর থেকে ওপরের ডেকে উঠে আসতে অনেকটা বেশি সময় লেগেছে।

ভাগ্যিস পালাতে পেরেছিল মঙ্ক! হলের শেষমাথায় দরজার কাছে দু'জন পাহারাদার দাঁড়ানো। ওদের দিকে এগোনোর সময়, বিড়বিড় করে মালে ভাষায় কথা বলে যাচ্ছিল সে। জেসি ওর হাত আর মুখে কালো রঙের ছোপ মেরে দিয়েছিল, যেন অন্য সব দস্যুদের মতো দেখায়। লিসার কেবিনে পড়ে থাকা মৃত দস্যুর ছদ্মবেশ নিয়েছিল মঙ্ক। লাশটা পানিতে ফেলে দিয়েছিল সবার অগোচরে।

চোখের আড়াল, তো মনের আড়াল।

মুখের অর্ধাংশ স্কার্ফের আড়ালে ঢেকে রেখে মঙ্ক ছদ্মবেশের ষোলোকলা পূর্ণ করে নিয়েছিল। গতকাল পুরো দিন-রাত মিলিয়ে মঙ্ককে মালে ভাষার বহুল প্রচলিত শব্দগুলো শিখিয়ে দিয়েছে জেসি। এখানকার জলদস্যুরা এ ভাষাতেই কথা বলে। দুর্ভাগ্যবশত, লিসাকে ঘিরে রাখা নিরাপত্তাবেষ্টনীর কর্মীদের সাথে কথা বলার মতো এতটা পটু হয়ে উঠতে পারেনি ও। জেসির সাথে পুরো জাহাজে একবার চক্কর মারার সময় বুঝতে পেরেছিল যে বিজ্ঞানীদের সবাইকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো করা হয়েছে বাদবাকি মেডিকেল স্টাফেরা জাহাজের সর্বত্র অসুস্থ্যদের পরিচর্যায় ব্যস্ত।

নিশ্চয়ই ওরা শরীরতত্ত্বে লিসার পারদর্শিতার কথা জেনে ফেলেছিল। জাহাজের আলাদা একটা অংশে সরিয়ে রাখা হয়েছে ওকে, চারপাশ ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। মুখে ট্যাটু আঁকা রাকাও নামের এক মাওরির নেতৃত্বে সেখানে শুধুমাত্র অভিজাত জলদস্যুদের আনাগোনা। রেডিও রুমেরও একই অবস্থা। মালে ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারায়, খুব সহজে দস্যুদের সাথে খাতির পাতিয়েছে জেসি। ওদের কাছ থেকেই এসব তথ্য পাওয়া

ভোরবেলা জাহাজের উন্মুক্ত ডেকে দাঁড়িয়ে চারপাশ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে মঙ্ক। মিস্ট্রেস অফ দ্য সী'জ এখন ইন্দোনেশীয়ান দ্বীপপুঞ্জের অনেক গভীরে ঢুকে পড়েছে। একটা ধাঁধার ভেতর হারিয়ে গিয়েছে ওরা সবাই। সমস্যাটা হচ্ছে এখান থেকে সাঁতরে পালিয়ে যদি আশেপাশের কোনও দ্বীপে পৌছানো যায়, তবু খুব সহজেই পলাতকদের খুঁজে বের করা যাবে পানিতে হিংস্র হাঙরের দল তো আছেই!

তাই, চুপচাপ ভাগ্যকে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

তার মানে অবশ্য এই না যে, মঙ্ক কিছুই করতে পারবে না।

এই যেমন এখন, দুপুরের খাবার পরিবেশন করছে!

লিসার সাথে যোগাযোগের কোনও একটা উপায় দরকার ছিল। এই পরিকল্পনাটা কাজে লাগার কথা। লিসাকে জানাতে হবে যে, ও একা নয়। আর তাছাড়া কিছু করার আগে, ওর সাথে তাল মিলিয়ে নেয়াটা জরুরি। যেহেতু সরাসরি পৌঁছানো সম্ভব নয়, তাই মধ্যম পন্থাতেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে।

দরজার কাছে গিয়ে, পাহারাদারদের দিকে খাবারের ট্রে উঁচিয়ে ধরল মঙ্ক। মালে ভাষায় ঘোষণা করল, "খাবারের ঘন্টা বেজে গেছে।"

একজন ঘুরে গিয়ে বন্দুকটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। আরেক পাহারাদার ভেতর থেকে দরজা খুলে দিল। মঙ্ককে আগাগোড়া দেখে নিয়ে, প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুইটের দিকে যেতে বলল লোকটা। প্রবেশপথের মুখে একজন উর্দিপরা বেয়ারার সাথে দেখা হয়ে গেল। হাত থেকে ট্রে-টা নিয়ে নিতে চাইল সে। কিন্তু দস্যুদের মতো দাঁতমুখ খিচিয়ে ভয় দেখিয়ে, ওকে পাশ কাটিয়ে স্যুইটের অভ্যর্থনা কক্ষে ঢুকে পড়ল মঙ্ক। ব্যালকনি থেকে ভেসে আসা ধোঁয়া দেখে বুঝতে পারল, জায়গামতো এসেছে।

ডেক চেয়ারে বসে চুরুট ফুঁকছে রাইডার ব্লান্ট। চোখের সামনে দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে একের পর এক দ্বীপ। পালাবার পথ এত কাছে থেকেও, আয়ত্তের বাইরে। দুশ্চিন্তার সাথে তাল মিলিয়ে দিগন্তের সীমানায় একরাশ কালচে মেঘ দেখা দিল।

মঙ্ক আসার পর ওর দিকে ফিরেও তাকাল না সে। বড়লোকদের স্বভাবই এমন, কর্মচারীদের দেখেও দেখে না। অবশ্য, দস্যুকে খাবার আনতে দেখে বিরক্তও হতে পারে। রাইডারের নিজস্ব খানসামা আগে থেকেই পাশে একটা টেবিল সাজিয়ে রেখেছে।

খাবারের ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে রাখার সময় রাইডারের কানের কাছে ফিসফিসাল মঙ্ক। "আমার কথার কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। আমি মঙ্ক কক্কালিস, আমেরিকার দূত হিসেবে এসেছি। ডঃ কামিংস এর সহকর্মী।"

একমাত্র প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুখ দিয়ে আচমকা একগাদা ধোঁয়া ছাড়ল রাইডার ব্লান্ট। "কিন্তু..আমরা তো ভেবেছিলাম আপনি মারা গিয়েছেন। দস্যুরা আপনার পেছনে.."

মঙ্কের এখন এতকিছু ব্যাখ্যা করার সময় নেই। "হ্যাঁ...ওরা কাঁকড়া নিয়েই মেতে আছে।"

খানসামা ব্যালকনির দরজায় এসে দাঁড়াল। ওর দিকে তাকিয়ে রাইডার উঁচু গলায় বলে ওঠে, "আর কিছু লাগবে না, পিটার। ধন্যবাদ।"

এদিকে ট্রে খালি করতে শুরু করেছে মঙ্ক। গরম প্লেটের ওপর থেকে রূপালি ঢাকনাটা সরিয়ে ফেলতেই দুটো ছোট রেডিও দেখা গেল। "আপনার আর লিসার জন্য বাড়তি খাতির," সেগুলো ঢেকে রেখে আরেকটা প্লেটের ওপর থেকে ঢাকনা সরাল ও। "আর হ্যাঁ, মিষ্টিমুখ তো করতেই হয়।"

দু'টো স্মল ক্যালিবার হ্যান্ডগান...রাইডার আর লিসার জন্য।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল রাইডার। "কখন...?" জিজ্ঞেস করল সে।

"রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করব আমরা। আট নম্বর চ্যানেল, দস্যুরা ওটা ব্যবহার করছে না," মঙ্ক আর জেসি আজ সারাদিন এই ব্যান্ডউইথটাই ব্যবহার করে যাচ্ছে। "লিসার কাছে এই রেডিও আর পিস্তলটা পৌঁছে দিতে পারবেন তো?"

"যথাসাধ্য চেষ্টা করব," বলল রাইডার।

মঙ্ক সোজা হয়ে দাঁড়াল। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে গার্ডরা সন্দেহ করতে পারে। "ওহ, শেষের ট্রে'র নিচে কিন্তু রাইস পুডিং আছে।"

কথা শেষ করে দরজার দিকে এগোতেই, বাঁধ সাধল এক গার্ড। মালে ভাষায় কী যেন জিজ্ঞেস করে বসল। উত্তর স্বরূপ নাকে আঙুল ঢুকিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল মঙ্ক। বিড়বিড় করতে করতে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেল। কপাল ভালো যে, দাঁড়ানো মাত্র দরজা খুলে গেল। মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও।

কোমরে গুঁজে রাখা রেডিওটা হঠাৎ কিচমিচ শব্দ করে বেজে উঠল। ওটাকে ঠোঁটের নাগালে এনে জিজ্ঞেস করল মঙ্ক, "কী হয়েছে?"

"ঘরে এসে আমার সাথে দেখা করুন," জেসি ওপাশ থেকে বলল। "আমি ওদিকেই যাচ্ছি এখন।"

একটা খালি কেবিন খুঁজে পেয়েছিল ওরা দু'জন। আপাতত সেটাকেই অভিযানের মূলঘাটি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

"কোনও খবর আছে?"

"এইমাত্র শুনলাম। জাহাজের ক্যাপ্টেন আজকের ভেতর কোনও বন্দরে পৌঁছানোর আশা করছেন। ইঞ্জিনের গতিও বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, যাতে করে রাতের আগেই পৌঁছানো যায়। আবহাওয়া দপ্তরের খবর অনুযায়ী, একটা ঝড় এগিয়ে আসছে ইন্দোনেশীয়ান দ্বীপপুঞ্জের দিকে। টাইফুনে রূপ নেয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। তাই, ক্যাপ্টেন কোনও একটা বন্দরে ভিড়াতে চাইছে।"

"ঘরে আসছি," দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথা শেষ করল মঙ্ক।

রেডিওটা বেল্টের নিচে গুঁজে রেখে চোখ বন্ধ করল ও। সৌভাগ্যের দ্বার খুলতে যাচ্ছে বোধহয়। মাথার ভেতর হিসাব নিকাশ গুছিয়ে নিতে নিতে অভ্যাসবশত এবিবিএ'র গানের সাথে ঠোঁট মেলাতে শুরু করল, "টেক এ চান্স অন মি.."

দারুণ একটা গান।

দুপুর ১:০২

লিসা ওর রোগিনীর দিকে তাকিয়ে ছিল। নীল গাউন পরা মহিলাটার নাক মুখে জুড়ে অসংখ্য টিউব লাগানো। আর্দালিরা পাশের ঘরে অপেক্ষা করছে।

কিছুক্ষণ সময় চেয়ে নিয়েছে লিসা, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল। রোগীর সমস্ত তথ্য ইতিমধ্যেই আত্মস্থ করে নিয়েছে

সে-ককেশীয় মহিলা, উচ্চতা পাঁচ ফুট চার, স্বর্ণকেশী, চোখের রঙ নীল, পেটের বাম দিকে অ্যাপেন্ডিসেকটোমির দাগ। এক্স-রে করে জানা গিয়েছে, কোনও এক কালে রোগীর বাম হাত ভেঙ্গেছিল। অনেক আগেই সেরে গিয়েছে অবশ্য।

মহিলার রক্ত পরীক্ষার ফলাফলগুলোও মনে আছে ওর-লিভার এনজাইম, ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন, ক্রিয়েটিনিন, বাইল এসিড, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট। প্রস্রাব-পায়খানা পরীক্ষার সর্বশেষ তথ্যগুলোও জানা আছে।

বিছানার এক পাশে ট্রে তে করে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি রাখা-অটোস্কোপ, অপথ্যালমোস্কোপ, স্টেথোস্কোপ, এন্ডোস্কোপ। সকাল থেকে সেগুলো ব্যবহার করে সবরকম পরীক্ষা করেছে লিসা। সামনে আরেকটা টেবিলে গত রাতে করা ইসিজি আর ইইজির রিপোর্ট রাখা আছে। সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে ও। কাল সারাদিন রোগীর সব রকম মেডিকেল হিস্ট্রি নিয়ে পড়াশুনা করা শেষ। গিল্ডের ভাইরোলজিস্ট আর ব্যাক্টেরিওলজিস্টদের রিপোর্টগুলোও বাদ রাখেনি।

রোগী এখনও কোমাতে যায়নি এই অবস্থাকে ক্যাটাটোনিক স্টুপর হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

লিসা এতক্ষণে রোগীর সম্পর্কে সবকিছু জেনে গেছে। ক্লান্ত শরীরে আবারও রোগীকে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে সে। এবার যন্ত্র দিয়ে নয়, সহানুভূতি দিয়ে।

ডঃ সুজান টিউনিস একজন স্বনামধন্য গবেষক। পেশাগত জীবনে সফল। নিজের স্বপ্নের পুরুষকেও জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছে। পাঁচ বছর ধরে বিবাহিত, শুধু এই ব্যাপারটা ছাড়া লিসার সাথে খুঁটিনাটি সবকিছু মিলে যায় ওর। একটা কথাই মাথায় আসছে ওর-আমাদের প্রত্যাশা, কামনা, স্বপ্ন সবই ক্ষণিকের।

গ্লাভস পরা হাত দিয়ে সুজানের হাতে চাপ দিল লিসা। পাশের ঘর থেকে আর্দালিদের বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। কেবিনের দরজা খুলে যেতেই লিসার কানে ভেসে এলো ডঃ দেবেশ পতঞ্জলির কণ্ঠ। সুজানের হাত ছেড়ে দিল লিসা। দেবেশকে ঢুকতে দেখে পেছনে ঘুরে তাকাল। লোকটার পেছনে ছায়াসঙ্গীর মতো লেগে সুরিনা আপাতত বাইরের ঘরে বসেছে।

হাতের ছড়ি নামিয়ে রেখে পাশে এসে দাঁড়াল দেবেশ। "সকাল থেকে আমাদের রোগীর সাথে ভালোই পরিচিত হলে দেখছি।"

লিসা বাহু ভাজ করে দাঁড়াল। এই প্রথমবার দেবেশ নির্দিষ্ট কোনও বিষয়ে ওর সাথে কথা বলছে। একা কাজ করার সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল আগেই। হেনরি আর মিলারের সাথে ল্যাবেই বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দিয়েছে লোকটা।

"এত ঘাঁটাঘাঁটির পর তোমার একটা স্বচ্ছ ধারণা পেয়ে যাবার কথা। ওর সম্পর্কে কী বলতে পার?"

দেবেশের মুখে হাসি থাকা সত্ত্বেও প্রচ্ছন্ন হুমকিটা আঁচ করতে পারে লিসা।

ঠাণ্ডা মাথায় লিন্ডহোমকে খুন করে ফেলার কথাটা এখনও মনে আছে ওর। শুধুমাত্র সবাইকে শিক্ষা দেয়ার জন্য: কাজে লেগে থেকে নিজের গুরুত্ব বজায় রাখো।

লোকটা ওর কাছে কাজের ফলাফল চায়, যেই অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় অন্য কোনও গবেষক দিতে পারেনি এখনও। পরিস্থিতি সম্পর্কে ওর স্বতন্ত্র মতামত চায় দেবেশ।

আগের কথাগুলো মনে পড়ে গেল লিসার। ভাইরাসটা মহিলার শরীরের ভেতর আস্তানা গাড়ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে সংখ্যায়। রোগীর কাছে গিয়ে, হাতের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে দিল ও। মেডিকেল রিপোর্ট অনুযায়ী, কয়েকদিন আগে ফোঁড়া আর লালচে দাগে রোগীর হাত পা ভরে গিয়েছিল। কিন্তু এখন, তার কোনও চিহ্ন নেই। শরীরের ভেতর বেড়ে ওঠার চেয়েও বেশি কিছু করছে ভাইরাসটা।

"জুডাস স্ট্রেইন ওকে সারিয়ে তুলছে," লিসা বলল। "আরও ভালোভাবে বলতে গেলে, ব্যাকটেরিয়াকে উল্টোপথে পরিচালিত করতে শুরু করেছে এই ভাইরাস।

দেবেশ মাথা নাড়ল। "ব্যাকটেরিয়ার ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া প্লাজমিডকে নিজেই টেনে বের করে আনছে। কিন্তু কেন?"

লিসা মাথা ঝাঁকাল। নিশ্চিতভাবে কিছু জানে না সে। "তবে আমি নিজের মতো করে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছি।"

"আসলেই?" দেবেশের কণ্ঠে বিস্ময় ফুটে উঠল।

লিসা তাকাল ওর দিকে। "সুজান শারীরিক ভাবে সুস্থ হয়ে উঠছে ঠিকই। কিন্তু এখনও অজ্ঞান অবস্থায় আছে, ভাবতেই অবাক লাগে। কয়েকটা কারণে এরকম হতে পারে–মাথায় আঘাত পাওয়া, স্ট্রোক অথবা এনসেফালাইটিস।"

শেষ কারণটার ওপর ইচ্ছা করেই কিছুটা জোর দিল লিসা।

এনসেফালাইটিস, মস্তিষ্কের প্রদাহজনিত রোগ।

"রিপোর্টগুলোর মাঝে সন্দেহজনকভাবে একটা জিনিসের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেছি–স্পাইনাল ট্যাপের সাথে সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডের পরীক্ষা।"

উৎফুল্লভাবে হিন্দিতে জবাব এলো, "বাহুত সাহি। চমৎকার। পরীক্ষাটা আসলেই করা হয়েছিল।"

"ফ্লুইডের ভেতর জুডাস স্ট্রেইন পাওয়া গিয়েছিল, তাই না?"

আবারও মাথা নাড়ল দেবেশ।

"আপনি বলেছিলেন ভাইরাসটা শুধু ব্যাকটেরিয়াকেই আক্রান্ত করে মারকুটে রূপ দেয়। মানবদেহের কোষকে সরাসরি ভেদ করতে পারে না। কিন্তু তার মানে এই না যে, মস্তিষ্কের তরলের ভেতর প্রবাহিত হতে পারবে না। বেড়ে ওঠা বলতে আপনি এই ব্যাপারটাই বুঝিয়েছেন। ভাইরাসটা ওর মাথার ভেতর।"

সাড়া মিলল কথাটার পরিপ্রেক্ষিতে, "যেখানে যেতে চায় আর কি।"

"তার মানে একমাত্র সুজানের মাঝেই এটা দেখা যায়নি।"

"নাহ। শেষপর্যন্ত সব রোগীরই...অন্তত যারা প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ সহ্য করে টিকে থাকতে পেরেছে।"

লিসাকে ঘরের কোণায় কম্পিউটার স্টেশনের দিকে আসতে ইশারা করল দেবেশ। এরপর ব্যস্তভঙ্গিতে কম্পিউটার স্ক্রিনে কাজ করতে শুরু করে দিল।

এই ফাঁকে লিসা আবারও বলতে শুরু করল, "ভাইরাসের এহেন আচরণের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিষিদ্ধ রাজ্যে অনুপ্রবেশ ঘটানো। ডঃ বার্নহার্ট বলেছিলেন, আমাদের দেহের নব্বই শতাংশ কোষ আমাদের নিজেদের নয়, ব্যাকটেরিয়ার দেহকোষ। শরীরের সামান্য কিছু অংশ আছে যেখানে ব্যাকটেরিয়া অথবা ভাইরাস পৌঁছাতে পারে না। তার ভেতর একটা হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক। এর নিজেকে জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করার সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে। প্রায় অভেদ্য এক ঝিল্লী রয়েছে সেখানে-ব্লাড ব্রেইন ব্যারিয়ার। এমন এক ছাঁকুনি যা শুধুমাত্র রক্ত থেকে অক্সিজেনকে মস্তিষ্কের ভেতর ঢুকতে দেয়, অন্য সবকিছুকে দূরে সরিয়ে রাখে।"

"আর মস্তিষ্কের ভেতর কিছু ঢুকে পড়তে চাইলে...?" দেবেশের তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া।

"ব্লাড ব্রেইন ব্যারিয়ারকে ভেদ করতে চাইলে বড় ধরনের কোনও অঘটন ঘটাতে হবে। যেমন আমাদের দেহে স্বাভাবিকভাবে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়াকে নিজেদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া। নিরাপত্তাব্যবস্থাকে এমনভাবে দুর্বল করে ফেলা, যাতে ভাইরাস সহজেই মস্তিষ্কের তরলে ঢুকে যেতে পারে। কোনও ব্যাকটেরিয়াকে বিষাক্ত বানিয়ে ফেলার মাধ্যমে একটা ভাইরাসের অর্জন এটাই।"

"দারুণ," দেবেশ বলল। "জানতাম, তোমাকে বাঁচিয়ে রাখাটা লাভজনক হবে।"

প্রশংসা শুনে খুশি হতে পারল না লিসা, হুমকিটাই কানে এসে লাগল।

"এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, কেন?" দেবেশ বলতে থাকল। "ভাইরাসটা কেন আমাদের মাথার ভেতর ঢুকতে চায়?"

"যকৃতের কৃমি।" লিসা বলল।

দেবেশ কথাটা বুঝতে পারল না। "কী বললে?"

"যকৃতের কৃমির সাথে এহেন আচরণের মিল পাওয়া যায়। বেশিরভাগ কৃমির জীবনচক্রে তিনটা পোষক থাকে। এদের ডিম মানুষের মলের সাথে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়। এরপর মাটি আর পানিতে মিশে ঢুকে যায় শামুকের দেহে। সেখানে ডিম ফুটে ছোট ছোট কীটের জন্ম হয়, যারা আবার শামুক থেকে বেরিয়ে এসে নতুন আশ্রয় খোঁজে। কোনও একটা মাছের শরীরে ঢুকে পড়ে এরা। মানুষ সেই মাছ খায় এবং কৃমি তার যকৃতে পৌঁছে যায়। তারপর প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে সেখানে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে শুরু করে।"

"কী বোঝাতে চাচ্ছ?"

"জুডাস স্ট্রেইন এমনই কিছু একটা করছে। বিশেষ করে আপনি যদি *ডাইক্রোকোলিয়াম ডেনড্রিক্টিয়াম*-এর কথা ধরেন। এর পোষকের সংখ্যাও তিন-গবাদি পশু, শামুক আর পিঁপড়া। তবে পিঁপড়ার দেহে এর কর্মকান্ডের সাথে সবচেয়ে বেশি মিল খুঁজে পাচ্ছি আমি।"

"কী সেটা?"

"এই কৃমি পিঁপড়ার স্নায়বিক কেন্দ্রগুলোকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এদের আচার আচরণে পরিবর্তন ঘটায়। বিশেষ করে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পিঁপড়াকে

ঘাসের ডগায় চড়ে বসতে বাধ্য করে। চোয়ালকে পুরোপুরি আটকে ফেলে ঘাসের সাথে। তারপর গরুর খাবারে পরিণত হবার জন্য অপেক্ষা করে। তা না হলে, পিঁপড়াটা সূর্যোদয়ের সময় বাসায় ফিরে যায়–পরেরদিন আবার সূর্যাস্তের সময় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এভাবেই কৃমিটা পিঁপড়াকে হাতের পুতুল বানিয়ে রাখে।

"তোমার কি ধারণা, ভাইরাসটা একই কাজ করছে?" দেবেশ বলল।

"সম্ভবত একই ধরনের। আমি আপনাকে বোঝাতে চাচ্ছি, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রকৃতি কতটা কুটিল আচরণ করতে পারে। মানুষের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত এক অভেদ্য রাজ্য। প্রকৃতি সেখানে প্রভাব বিস্তার করতে চায়।"

"সাবাস। অবশ্যই ভেবে দেখার মতো একটা ব্যাপার। কিন্তু তারপরেও একটা কথা থেকে যায়," কম্পিউটারের কাছে ফিরে যায় দেবেশ। "আমি বলেছিলাম, যেসব রোগী প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ সহ্য করে টিকে থাকতে পেরেছে, তাদের সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডে-ই ঢুকে পড়ছে ভাইরাস। আর তারপরে কী হয়, সেটা তোমাকে দেখাচ্ছি এখন।"

কম্পিউটার স্ক্রিনে একটা শব্দহীন ভিডিও চালু করে দেয় দেবেশ।

সাদা পোশাক পরা দু'জন লোক একটা নগ্ন মানুষকে বিছানার সাথে বেঁধে রাখার চেষ্টা করছে। মানুষটার মাথা মোড়ানো, শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে তার আর ইলেকট্রোড বেরিয়ে আছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সে। পুরো শরীরে কালচে ফোঁড়া আর ঘা থাকা সত্ত্বেও কোনওমতে হ্যান্ডকাফ থেকে একটা হাত ছাড়িয়ে নিতে পারল। সেই হাতে সাদা পোশাকধারীদের একজনের বাহু চেপে ধরল সাথে সাথে। তারপর কামড় বসিয়ে দিল।

এখানেই ভিডিওটা শেষ হয়েছে। দেবেশ মনিটর বন্ধ করে দিল। "কিছু রোগীদের এরকম ক্ষ্যাপা আচরণের রিপোর্ট পেয়েছি আমরা। বিশেষ করে যারা প্রথমদিকে আক্রান্ত হয়েছিল।"

"ক্যাটাটোনিয়ার অন্য কোনও রূপ হতে পারে এটা। স্টুপর শুধু একটা বিশেষ ধরন।" বিছানায় শুয়ে থাকা রোগীর দিকে তাকিয়ে বলল লিসা। "বিপরীত প্রতিক্রিয়াও কিন্তু আছে, ক্যাটাটোনিক এক্সাইটমেন্ট। সেক্ষেত্রে রোগীকে হিংস্র হয়ে উঠতে দেখা যায়।"

দেবেশ বিছানার দিকে ঘুরে গেল। "একই কয়েনের এপিঠ ওপিঠ," বিড়বিড় করে বলল।

"ভিডিওতে দেখা লোকটা কে?" লিসা জিজ্ঞেস করল।

"এই মহিলার স্বামী। একই সাথে আক্রান্ত হয়েছিল দু'জন," দেবেশ বলল। "ক্রিসমাস আইল্যান্ডের নিকটবর্তী এক প্রবাল প্রাচীরে পড়ে থাকা ইয়টে পাওয়া যায় ওদের। নিচের কেবিনের জন ডোকেও ওদের সাথেই পাওয়া গিয়েছিল। সাঁতরে সৈকতে উঠে আসতে পেরেছিল সে। এই দুজন আধমরা অবস্থায় ইয়টে পড়ে ছিল।"

তাহলে এভাবেই গিল্ড প্রথমে এদের সম্পর্কে জানতে পারে।

"এই মহিলার শরীরের সব ক্ষত সেরে উঠলেও সে অজ্ঞান অবস্থায় আছে। অথচ ওর স্বামী এরকম ক্ষ্যাপা আচরণ করে যাচ্ছে। আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে, একই জীবাণুতে সংক্রমিত হয়ে এই ভিন্ন আচরণ কেন? এই উত্তরটা পেলে, প্রতিবিধানটাও জানা যাবে হয়তো।" দেবেশ বলল।

লিসা তর্ক করল না। সে জানতো, গিল্ড জনসেবা করার জন্য এসব করছে না। প্রতিবিধান খুঁজে বের করার উদ্দেশ্য পৃথিবীকে রক্ষা করা নয়। এই ভাইরাসকে নিয়ে ওদের অন্য কোনও পরিকল্পনা আছে। কিন্তু ফায়দা ওঠানোর আগে জিনিসটাকে পুরোপুরি বুঝে নিতে হবে। একটা প্রতিষেধক বানিয়ে রাখতে হবে। আর এই একটা ক্ষেত্রে এসে গিল্ডের সাথে লিসার উদ্দেশ্য মিলে যায়। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, গিল্ডকে না জানিয়ে কীভাবে খুঁজে বের করা যাবে সেটা?

"তুমি ভালোই এগিয়েছ, ডঃ কামিংস। কিন্তু কালকের মধ্যে আরও তথ্য দরকার আমাদের," ভ্রূ উঠিয়ে বলল দেবেশ। "বুঝতে পেরেছ?"

লিসা মাথা নাড়ল।

"ভালো। আর হ্যাঁ, আমাদের ক্রুজশিপের মালিক রাইডার ব্লান্ট সাহেব বিকালবেলা সবাইকে তার স্যুইটে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। একটা ককটেল পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। ছোটখাটো উদ্‌যাপন আর কি।"

"কিসের উদ্‌যাপন?"

"বন্দরে পৌঁছানোর জন্য।" দেবেশ ব্যাখ্যা করল।

"অনেক কাজ বাকি।" লিসার এখন এসব ভড়ং করতে ইচ্ছা করছে না।

"ফালতু কথা বলো না। তুমি আসবে। বেশি সময় লাগবে না ওখানে। তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাকাও-কে পাঠিয়ে দেব। আর হ্যাঁ, ভালো কিছু পরে নিও।"

কথা শেষ করে ফিরতি পথে পা বাড়াল দেবেশ ওকে অনুসরণ করল সুরিনা।

ওরা চলে যাওয়ার পর সুজানের দিকে তাকাল লিসা। যন্ত্রপাতির ট্রে থেকে অপথ্যালমোস্কোপ উঠিয়ে নিল। ককটেল পার্টিতে যাবার আগে একটা কাজ করতে হবে। দেবেশের কাছে একটা ব্যাপার চেপে গিয়েছে ও।

পুরোপুরি অসম্ভব এক ব্যাপার।

রাত ২:০২

ওয়াশিংটন ডিসি

ফিনিক্স পার্ক হোটেল।

পেইন্টার সিঁড়ি বেয়ে একসাথে দুই ধাপ করে নামতে লাগলেন। এলিভেটরের জন্য অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য নেই। সিগমা থেকে আসা একটা ফরেনসিক টিম ওপরের তলায় অপেক্ষা করছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলার জন্য এফবিআই-এর কিছু ফিল্ড এজেন্টকে পাঠানো হয়েছে।

ঘণ্টাখানেক আগে সিগমা কমান্ডের ডরমেটরিতে শুয়ে ছিলেন তিনি। এমন সময় একজন সংবাদদাতার কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল, জ্যাকসন পিয়ার্সের জন্য প্রেসক্রিপশন অর্ডার করা হয়েছে। সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বরও মিলে গেল। গ্রে ওর দলবল নিয়ে সেফহাউজ থেকে পালানোর পর, এই প্রথম কোনও খবর পাওয়া গেল। নাসা'র ট্র্যাকিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ওদের খোঁজ লাগিয়েছিলেন পেইন্টার।

খবর পাওয়া মাত্র ফার্মেসিতে একটা এমার্জেন্সি টিম পাঠানো হয়। আরেকটা দল চলে যায় প্রেসক্রিপশন ডেলিভারি দেয়ার ঠিকানায়। ফিনিক্স পার্ক হোটেল। ফার্মেসি থেকে অর্ডার নেয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই ডেলিভারিম্যান এখনও ফিরে আসেনি। ফোনেও পাওয়া যাচ্ছে না তাকে। ফার্মেসি থেকে হোটেলের নম্বরে ফোন করা হয়েছিল কয়েকবার। কেউ সাড়া দেয়নি।

এখানে পৌঁছানোর পর পেইন্টার কারণটা বুঝতে পারলেন। ঘরটা একদম ফাঁকা। এখানকার বাসিন্দারা হাওয়া হয়ে গিয়েছে। রেজিস্টার খাতায় ফ্রেড আর জিঞ্জার রজার্স নামে দুজনের স্বাক্ষর দেখা গেল। ডেস্ক ক্লার্কের মতে, দুই বুড়োবুড়ি উঠেছিল ঘরটায়। গ্রে ওদের সাথে ছিল না তাহলে, ভাবলেন পেইন্টার। আর তাছাড়া ওর এ ধরনের ভুল করার কথা না।

তাহলে ওর বাবা মা এরকম ঝুঁকিপূর্ণ কাজটা করলেন কেন? হ্যারিয়েট একজন বুদ্ধিমতী মহিলা। কোনও একটা জরুরি দরকার ছিল অবশ্যই। কিন্তু তারা তো অপেক্ষাও করতে পারতেন। এভাবে পালিয়ে যাবার কারণ কী? ধোঁকা দেয়ার পরিকল্পনা না তো আবার?

অবশ্য পেইন্টার জানেন, গ্রে ওর বাবা মাকে এরকম তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করার মতো লোক নয়। কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে এখানে। বুড়োবুড়িকে হোটেল ছেড়ে যেতে কেউ দেখেনি।

আর তাছাড়া ডেলিভারিম্যানের কোনও সাড়াশব্দও নেই।

সিঁড়ি পেরিয়ে লবির দিকে ছুটে গেলেন পেইন্টার।

ম্যানেজার তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "লবিতে লাগানো সিকিউরিটি ক্যামেরার ফুটেজ আছে আমার কাছে। দেখবেন?"

পেইন্টার ম্যানেজারকে সাথে নিয়ে তার অফিসের দিকে পা বাড়ালেন। কেবিনেটের ওপর একটা ভিসিআর সহ টেলিভিশন রাখা। "এক ঘণ্টা আগের ভিডিও ফুটেজ দেখান আমাকে।" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন পেইন্টার।

টেপ চালু করে ফার্স্ট ফরোয়ার্ড করে দিলেন ম্যানেজার। লবি একদম নির্জন। ডেস্কে একজন মহিলা বসে কাগজপত্র উল্টাচ্ছে।

"লুইস," ম্যানেজার পরিচয় করিয়ে দিলেন। "এই ঘটনায় মুষড়ে পড়েছে ও।"

তার কথায় পাত্তা না দিয়ে স্ক্রিনের কাছে ঝুঁকলেন পেইন্টার।

লবির দরজা খুলে গেল। সাদা কাপড়ে ঢাকা একজনকে ফ্রন্ট ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আইডি প্রদর্শন করতে দেখা যাচ্ছে। এলিভেটরের দিকে হাঁটা দিল সে।

"নাইট ক্লার্ক কি এই মানুষটাকে ফিরে যেতে দেখেছে?"

"জিজ্ঞেস করতে হবে..."

ডেলিভারিম্যানের মুখ দেখতে পেয়ে পেইন্টার স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

একটা মেয়ে।

ফার্মেসি থেকে পাঠানো কোনও লোক নয়।

সিকিউরিটি ফুটেজটা বেশ অস্পষ্ট। কিন্তু এশিয়ান মেয়েটাকে দেখামাত্র চিনতে পারলেন পেইন্টার। সেফ হাউজে নাসেরের সাথে এই মেয়েকেই দেখা গিয়েছিল।

টেপটা ভিসিআর থেকে বের করে নিলেন তিনি। "এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবেন না," দৃঢ়কণ্ঠে বললেন। ম্যানেজার থতমত খেয়ে গেলেন তার চাহনি দেখে। "পুলিশ, এফবিআই কাউকে না।"

সজোরে মাথা নাড়লেন ম্যানেজার।

পেইন্টার দরজার দিকে এগোলেন। হাত মুষ্টিবদ্ধ। তিনি বুঝে ফেলেছেন এখানে কী ঘটেছে।

নাসের অপহরণ করেছে গ্রে'র বাবা মাকে।

কয়েক মিনিটের ব্যবধানে সিগমাকে হারিয়ে দিয়েছে হারামিটা। পেইন্টার কাউকে দোষ দিতেও পারবেন না। শেইচানের সন্ত্রাসী পরিচয় সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিল। যে যার মতো উঠেপড়ে লেগে গিয়েছিল ওদের খুঁজে বের করার জন্য। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট আর কি...আর সেই ফাঁকেই দাও মেরেছে নাসের।

পেইন্টার আজ সারাদিন রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের চাপে পড়ে ছিলেন। সিগমার কাঠামো নিয়ে সরকার কিছুটা তদন্ত চালাচ্ছে। এই ফাঁকে অন্য সংস্থাগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। নাসেরকে ধরতে হলে একটাই মাত্র উপায় আছে এখন।

সিগমার সেন্ট্রাল কমান্ডে ফোন লাগালেন পেইন্টার। "ব্রান্টড, ডারপা'র ডিরেক্টর ম্যাকনাইট সাহবের সাথে কথা বলতে চাচ্ছি। সুরক্ষিত লাইন ধরিয়ে দাও।"

"অবশ্যই স্যার। আমি এখনই আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। ক্রিসমাস দ্বীপ সম্পর্কে এইমাত্র কিছু অদ্ভুত খবর পাওয়া গিয়েছে।"

কথাটা বুঝতে একটু সময় নিলেন পেইন্টার। "কী হয়েছে?" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"বিশদভাবে কিছু জানা যায়নি এখনও। কিন্তু মনে হলো, দ্বীপের অধিবাসীদের সরিয়ে নেয়ার কাজে নিয়োজিত ক্রুজশিপটা ছিনতাই করা হয়েছে।

"কী?" তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না

"বিজ্ঞানীদের একজন পালাতে পেরেছেন। একটা শর্টওয়েভ রেডিও ব্যবহার করে নিকটবর্তী ট্যাংকারে উঠে পড়েছিলেন।"

"লিসা আর মঙ্ক.. ..?"

"কোনও খবর নেই। তবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

"আমি আসছি।" ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন ডিরেক্টর।

তার বুক ধড়ফড় করতে শুরু করেছে।

লিসা...

লিসার সাথে শেষবারের ফোনালাপের কথা মনে করতে করতে তিনি সামনের দিকে এগোতে লাগলেন। ওকে কিছুটা ক্লান্ত শোনাচ্ছিল। জোর করে ফোন করানো হয়েছিল নাকি?

আস্ত একটা ক্রুজশিপ চুরি করার দুঃসাহস আছে কার? এটা তো চেপে যাওয়ার মতো খবর নয়। বিশেষ করে স্যাটেলাইটের নজরদারির যুগে...

এতবড় একটা জাহাজ লুকিয়ে রাখার জায়গা-ই বা কোথায়?

দুপুর ৩:৪৮
মিস্ট্রেস অফ দ্য সী'জে

দৃশ্যটা হাঁ করে গিলছে মঙ্ক।

জেসির জন্য স্টারবোর্ড ডেকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে সে। হঠাৎ চোখের সামনে কুয়াশায় ঢাকা একটা দ্বীপ ভেসে উঠল। সাগরের বুক দেখে ঢালুভাবে উঠে গিয়েছে পর্বতমালা। কোনও সৈকত, এমনকি পোতাশ্রয়ের লেশমাত্র নেই সেখানে। পুরো জায়গাটাকে একটা পাথরের মুকুটের মতো দেখাচ্ছে। চারপাশ আঙুরলতা আর গাছপালায় ঘেরা।

আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। এমন পরিবেশে এই দ্বীপটাকে খুবই অশুভ বলে মনে হচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টির ঝাঁপটা অনুভব করছে মঙ্ক।

ক্যাপ্টেন জাহাজের গতি কমিয়ে দিয়েছে কিছুটা, তবে জাহাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত। অশুভ দ্বীপটার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে তারা। কী এমন আহামরি জায়গা এটা!

জাহাজের এক রাঁধুনির কাছ থেকে এই দ্বীপ সম্পর্কে কিছু তথ্য নিয়ে এলো জেসি। দ্বীপটাকে স্থানীয়রা পুসাট নামে চেনে, আভিধানিক অর্থে নাভি। রাঁধুনির মতে, সব জাহাজই এই দ্বীপটাকে এড়িয়ে যায়। ধারণা করা হয়, ব্যালিনেজ ডাইনি রানি রাংডা এই দ্বীপেই জন্ম নিয়েছিলেন। তার অধীনস্থ শয়তানেরা এখনও জায়গাটা পাহারা দিয়ে চলেছে। পৌরাণিক সব পশুরা সাধারন মানুষকে পানির তলার অচেনা জগতে টেনে নিয়ে যায় এখনও।

জেসি অবশ্য অন্য একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে। দুর্গম প্রবাল প্রাচীর আর স্রোতের টানেই এমনটা ঘটে হয়তো।

নাকি আসলেই অন্য কিছু?

হঠাৎ করে দ্বীপের সামনে তিনটা নীলরঙা স্পিডবোট দেখা গেল। আরও জলদস্যু। কেউ এখানে আসার সাহস পায় না কেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মৃত মানুষ কাহিনী শোনাবে কীভাবে?

আশপাশ থেকে দস্যুদের মালে ভাষায় চেঁচাতে শুনল মঙ্ক। কথাগুলো বুঝতে পারছে না। জেসি কোথায় গেল আবার? ও থাকলে কথাগুলোর অর্থ বুঝে নেয়া যেত এখন।

সামনের দ্বীপটাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল মঙ্ক।

আন্তর্জাতিক তথ্য অনুযায়ী, ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে শখানেক গোপন জায়গা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রায় আঠারো হাজার দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত এই ইন্দোনেশিয়ান চেইন। তার ভেতর ছয় হাজার দ্বীপে জনবসতি রয়েছে। বাদবাকি বারো হাজার দ্বীপ এখনও ফাঁকা।

সামনে এগিয়ে আসা স্পিডবোটগুলোর দিকে চোখ পড়ল ওর। ক্রুজ শিপের দুই ধারে অবস্থান করছে দু'টো স্পিডবোট। আরেকটার অবস্থান সামনের দিকে।

পথ প্রদর্শক। ছোট ছোট এই বোটগুলো তাদের বড় ভাইকে বন্দরের পথ দেখাতে এসেছে।

দ্বীপের কাছাকাছি চলে আসতেই পর্বতের গায়ে একটা সরু ফাঁকাস্থান দেখতে পেল মঙ্ক। জিনিসটা সহজে চোখে পড়ার কথা না। কেউ একজন যেন খুব মাপজোক করে জাহাজ ঢোকার জন্য বানিয়ে রেখেছে জায়গাটা।

মিস্ট্রেস অফ দ্য সীজ সেই সরু জায়গাটা দিয়ে ঢুকে একটা অগভীর হ্রদে নেমে পড়ল। রেলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মঙ্ক। মানুষ কেন জায়গাটাকে নাভির সাথে তুলনা করে, বুঝতে পারছে এখন।

দ্বীপটা আসলে আগ্নেয়গিরি থেকে জন্ম নেয়া একটা মোচাকৃতির জায়গা। ঠিক মাঝখানে একটা অগভীর হ্রদ। চারপাশে দেয়ালের মতো করে পাথর ঘেরা। প্রবাল প্রাচীরগুলো তুলনামূলকভাবে কম ঢালু। হ্রদের আরেক পাশে কয়েকটা পাম গাছের পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘর। মেরামতের জন্য উপকূলে কয়েকটা নৌকা থামিয়ে রাখা হয়েছে।

জলদস্যুদের জন্য দারুণ একটা জায়গা।

ক্রুজশিপের পিছে পিছে আরও কয়েকটা নৌকা এসে থামল।

ওপরে তাকাল মঙ্ক। দ্বীপে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই মাথার ওপর কিসের যেন ছায়া এসে পড়ল। হঠাৎ করে যেন মাথার ওপর সব মেঘ এসে জড়ো হয়েছে।

ওপর থেকে আড়াআড়িভাবে জালের মতো কিছু একটা বিছিয়ে দেয়া হচ্ছে। দেখে মনে হলো কয়েক শতাব্দীর পুরনো কিছু। বেশিরভাগ জায়গায় ইস্পাতের বুনন থাকলেও, দড়ি আর লতাপাতার অভাব নেই। পুরনো অংশগুলো ঘাস আর খড় দিয়ে মেরামত করা হয়েছে। জালটা পুরো হ্রদকে এমনভাবে ঢেকে দিল, যে ওপর থেকে আর কিছুই দেখা সম্ভব নয়। আকাশ থেকে দেখলে জায়গাটাকে দ্বীপের ভেতর অবস্থিত একটা জঙ্গল বলেই মনে হবে।

কাজটা ভালো হলো না।

জাহাজের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। নোঙ্গর নামানোর শব্দ শুনতে পেল মঙ্ক।

সামনের ডেকে ভিড় জমিয়েছে দস্যুরা। বব মার্লের গানের তালে তালে মদ পান করতে শুরু করেছে ওরা। বিয়ার, হুইস্কি, ভদকা-কোনও কিছুর কমতি নেই। ঘরে ফেরার আনন্দে মাতোয়ারা সবাই।

দস্যুদের চোখ হঠাৎ জাহাজের স্টারবোর্ডের দিকে ঘুরে গেল। চিৎকার করে অ্যাসল্ট রাইফেল উঁচিয়ে ধরল ওরা সবাই। রেল থেকে একটা ডাইভিং বোর্ড পানিতে নামিয়ে

দিয়েছে কেউ একজন। একটা লোককে হাতবাঁধা অবস্থায় সামনে নিয়ে আসা হলো। নাকমুখ রক্তাক্ত, মারধোর করা হয়েছে ওকে। ভিড়ের মধ্যে লোকটার মুখ দেখার চেষ্টা করল মঙ্ক।

না....

মালে ভাষায় কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে জেসি। কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। বন্দুকের মুখে ওকে ডাইভিং বোর্ডে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে।

তক্তার ওপর দিয়ে টলতে টলতে হেঁটে যাচ্ছে জেসি।

মঙ্ক সেদিকে এগোলো।

কিন্তু ওদের মাঝে একঝাঁক জলদস্যু দাঁড়িয়ে আছে। কী করবে ও? দস্যুদের দিকে গুলি করতে শুরু করলে উভয় সঙ্কট হয়ে দাঁড়াবে সেটা। দু'জনই মারা পড়বে।

সাত পাঁচ না ভেবেই রাইফেল উঁচিয়ে ধরল মঙ্ক।

ছেলেটাকে এই কাজে জড়ানোই উচিত হয়নি। ঘণ্টাখানেক আগে এই জায়গার একটা মানচিত্র খুঁজতে বেরিয়েছিল। আর এখন...

বিলাপ করে উঠে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল জেসি। অন্য সব দস্যুদের সাথে রেলের কাছে দৌড়ে গেল মঙ্ক। সবাই আনন্দধ্বনি করতে শুরু করেছে। জেসিকে আবার ভেসে উঠতে দেখে দম ফেলল মঙ্ক। জলদস্যুদের কয়েকজন ওর দিকে বন্দুক তাক করে ধরল সাথে সাথেই।

হায় ঈশ্বর।

গুলির শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ। পানিতে ঢেউ খেলে গেল। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। ছেলেটা জোরে জোরে পা আছড়াচ্ছে। সাঁতরে জাহাজ থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে আপ্রাণ।

একটা স্পিডবোট ছুটে গেল ওর দিকে। চাপা দিয়ে চলে যেতে চায়। কিন্তু শেষমুহূর্তে সরে গেল ওটা।

জেসি আবার ভেসে উঠল। ভয়ের চেয়ে বেশি রাগের ছাপ ফুটে উঠেছে ওর মুখে। পিঠের ওপর ভর করে পানিতে পা আছড়াতে লাগল জেসি। বেঁধে রাখা হাতগুলোকে রাডারের মতো করে ব্যবহার করছে। ছেলেটা ভালোই জেদি।

তবে স্পিডবোট ওর চেয়ে অনেক বেশি কোবান। আবারও পাশে এসে ঘুরতে লাগল ওটা। ওপর থেকে বন্দুকধারী একজন হাসতে হাসতে ওর দিকে আসল্ট রাইফেল তাক করে রেখেছে। জেসি পানির ওপর ঝাঁপিয়ে উঠতেই ওর পাশ দিয়ে সরে গেল স্পিডবোট।

মঙ্ক আঁতকে উঠল। এবার আর রক্ষা নেই।

স্পিডবোট সামনে এগিয়ে গেল।

আর ওদিকে জেসি কাশতে শুরু করেছে। পানিতে পা ছুঁড়ে যাচ্ছে পাগলের মতো। দস্যুরা আবার চিৎকার করে উঠল।

শক্ত করে রেল আঁকড়ে ধরল মঙ্ক। হারামির বাচ্চারা জেসিকে নিয়ে খেলাধুলা করছে।

কিছুই করার না পেয়ে দড়িতে হাত রাখল ও। রাগে ফেটে পড়ছে।

সব আমার দোষ...

সৈকতের দিকে এগোনোর জন্য প্রাণপ্রণ চেষ্টা করছে জেসি। পিছে পিছে ছুটে চলেছে স্পিডবোট।

জেসি আরও জোরে পা ছুঁড়ছে। হঠাৎ করে মাথা তুলে ফেলল। পায়ের নিচে বালু খুঁজে পেয়েছে ও। নিজেকে সামলে নিয়ে উপকূলের দিকে দৌড় লাগালো।

যাও, জেসি...

স্পিডবোটের আরোহী পাগলের মতো গুলি করতে শুরু করেছে। বালু উড়ছে, ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে গাছের পাতা। জেসিকে শেষবারের মতো দেখা গেল। জঙ্গলের ভেতর হারিয়ে গেল ছেলেটা।

মঙ্ক পাশের দস্যুর দিকে তাকাল। "আপা?" জিজ্ঞেস করল।

স্থানীয় আর ভাড়াটে সৈনিকদের নিয়ে গড়ে উঠেছে এই দস্যুদল। কাজ চালানোর মতো মালে ভাষা আগেই শিখে নিয়েছে মঙ্ক।

দস্যুটার মুখে অনেকগুলো দাঁত নেই। কিন্তু গালভরা হাসি দিয়ে বাকি দাঁত দেখানোর লোভ সামলাতে পারছে না। উপকূলের দিকে হাত তুলে দেখাল সে। দুটো ঢাল এসে একসাথে মিশে গিয়েছে ওদিকটায়। ধোঁয়া উড়ছে সেখান থেকে।

"পেমাকাং দ্যাগিং ম্যানুসিয়া," লোকটা ব্যাখ্যা করল।

মঙ্ককে ইতস্তত করতে দেখে ওর হাসি আরও বিকৃত হলো। আবারও বলার চেষ্টা করল, "ক্যানিবালস।"

চোখ বড় বড় করে তাকাল মঙ্ক। এই শব্দটার মানে বুঝতে সমস্যা হলো না। নির্জন সৈকতের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল সে। জলদস্যুরা রাক্ষসের সাথে বসবাস করছে নাকি দ্বীপে? ঘরে ফিরে আসার আনন্দে উপঢৌকন পাঠিয়েছে এইমাত্র!

পানির দিকে দেখাল লোকটা। ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দে বলতে লাগল, "কপাল ভালো... রাতে... খারাপ..." হাত উঁচু করে একটা বিচিত্র ভঙ্গি করল সে। "মিস।"

শেষের শব্দটা মালে ভাষায় একটা অভিসম্পাত।

কথাটা আগেও কয়েকবার শুনেছে ও...*শয়তান*।

"রাকাসসা ইবলিশ," লোকটা আবারও বলল। ফিসফিসিয়ে একটা নাম উচ্চারণ করল। "রাংডা।"

মঙ্ক কপাল কুঁচকে তাকাল। জেসির সেই গল্পটা মনে পড়ে গেল ওর। ব্যালিনেজ ডাইনি রানির নাম ছিল রাংডা। ওর অধীনস্থ শয়তানেরা এই দ্বীপকে পাহারা দিয়ে রেখেছে।

"রাতের বেলা..." মালে ভাষায় বিড়বিড় করল জলদস্যু। "অ্যামাট অ্যামাট বুরুক।"

খুব, খুব খারাপ।

মঙ্ক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আতঙ্কের সাথে জঙ্গলের দিকে তাকাল ও। যেদিকটায় জেসি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

শয়তান, রাক্ষস।

কি-ই বা বাকি থাকল আর?

০৯
হায়া সোফিয়া
৬ জুলাই, সকাল ৯:৩২
ইসতাম্বুল

সকালের উষ্ণ রোদ রুফটপ রেস্টুরেন্টের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নাসেরের হুমকি শুনতে শুনতে সেটা গায়েই লাগল না গ্রে'র।

"আমার কথার একটু হেরফের হলে, তোমার বাবা মাকে খুন করব আমি।"

মুঠোর ভেতর ভিগারের সেলফোনটা শক্ত করে চেপে ধরে সে। "তাদের গায়ে একটা আঁচড়ও যদি পড়ে.."

"কিছু না কিছু তো হবেই। আমি কথা দিচ্ছি। প্রতি মাসে লাশের ছোট ছোট টুকরা তোমার কাছে পৌঁছে যাবে।"

লোকটার কথায় দ্বিধার কোনও রেশ নেই, গ্রে স্পষ্ট ভাবেই বুঝতে পারে। সবার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আলাদা হয়ে বসে পড়ে ও। নিজের চিন্তা ভাবনা গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করে।

"তুমি যদি সিগমার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করো," নিরাবেগ কণ্ঠে বলে যেতে থাকে নাসের, "আমি সেটা জানতে পারব। মায়ের জীবন কেড়ে নিয়ে শাস্তি দেয়া হবে তোমাকে।"

গলার ভেতর কিছু একটা আটকে যাওয়ার অনুভূতি হলো গ্রে'র। "বেজন্মা কোথাকার... আমি জানতে চাই তারা বেঁচে আছে কিনা।"

নাসেরের কোনও প্রতিক্রিয়া শোনা গেল না। তবে আশেপাশে কারা যেন নিচু গলায় কথা বলছে। হঠাৎ করে মায়ের গলা শুনতে পেল ও। "গ্রে!" রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলেন হ্যারিয়েট। "আমাকে মাফ করে দিও...তোমার বাবা...পিলগুলো দরকার ছিল খুব।" কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি।

গ্রে'র শরীর কেঁপে ওঠে। রাগ আর দুঃখ কোনওটাকেই দমিয়ে রাখতে পারছে না ও, "ব্যাপার না। তুমি ঠিক আছ তো? বাবা কেমন আছে?"

"আমরা... হ্যাঁ... গ্রে..."

ফোনটা কেড়ে নেয়া হলো তার কাছ থেকে। আবারও নাসেরের কণ্ঠ শোনা গেল, "তাদেরকে আমার সঙ্গী অ্যানিশেন এর হাতে তুলে দেব। আমার ধারণা ওয়াশিংটনের সেফ হাউজে ওকে দেখেছিলে তুমি।"

সেই ইউরেশিয়ান মেয়েটার চেহারা ভোলেনি গ্রে। সৈনিকদের আদলে কাটা চুল আর শরীর ভর্তি উল্কি আঁকা-এশিয়ান অ্যানি।

নাসের বলে যেতে থাকে, "তুরস্কে এসে তোমাদের সাথে দেখা করব। সন্ধ্যা সাতটার ভেতর। যেখানে আছ, সেখান থেকে নড়বে না।"

গ্রে ঘড়ি দেখল। নয় ঘণ্টার কিছু বেশি সময় আছে হাতে।

"সুলতানাহমেতে তোমরা আমার লোকদের নজরদারিতে আছ। কোনও চালাকি করার চেষ্টা করবে না। ইতালি ছেড়ে আসার পর থেকেই আমরা মনসিনর ভেরোনার ফোন ট্র্যাক করছি।"

ভ্যাটিক্যান থেকে ভিগারের আকস্মিক প্রস্থান শত্রুদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিল। রাগ করতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল গ্রে। ও জানে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ওর মতো মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারেন না ভিগার। খুব কম লোকই পারে অবশ্য। আর তাছাড়া নিজেও অপরাধবোধে ভুগছে-বাবা মাকে একা ফেলে আসাটা উচিত হয়নি।

"আমি শেইচানের সাথে কথা বলতে চাই," নাসের বলল।

হাত নেড়ে শেইচানকে ডাকল গ্রে। ফোন নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয় মেয়েটা। কিন্তু গ্রে ফোনটা নিজের হাতেই ধরে রাখে। ইঙ্গিতে আরও কাছে আসতে বলে ওকে, যাতে নিজেও ওদের আলাপ শুনতে পায়। দু'জনের মাথা ঠেকে যায় একসাথে। প্রায় কানের সাথে কান লাগিয়ে শেইচান কথা বলতে শুরু করে। "আমিন," নাসেরের আরেকটা নাম ব্যবহার করে ও। "কী চাও তুমি?"

"কুত্তি কোথাকার...আমার সাথে গুটিবাজি করার পরিণাম ভালো হবে না।"

"হুমম...জান, বুঝতে পেরেছি। তুমি একটু খেলতে চাও," কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলল শেইচান। "কিন্তু আফসোস! আমাদের বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তুমি আসতে আসতে আমি অনেক দূরে হারিয়ে যাব।"

গ্রে চিন্তায় পড়ে গেল। শেইচানের দিকে তাকাতেই ওকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিল মেয়েটা। মাথা ঝাঁকিয়ে আশ্বস্ত করল, বোঝাল ধোঁকা দিচ্ছে।

"আমার লোকেরা তোমাদেরকে ঘিরে রেখেছে," নাসের সাবধান করে দিল। "পালাতে চেষ্টা করলে বন্দুকের গুলি ছাড়া কপালে আর কিছুই জুটবে না।"

"সে যাই হোক। তোমার সাথে আলাপ শেষ হওয়া মাত্র এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমি," গ্রে'র দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে তাকিয়ে হায়া সোফিয়া বরাবর দেয়ালটার দিকে ইশারা করল শেইচান। আবার ফোনে কথা বলতে শুরু করল, "হায়া সোফিয়ায় এসে আমাদের তেমন কোনও লাভও হয়নি। আলতুফালতু মূর্তি দিয়ে ভরা...সবই তোমার জন্য রেখে যাচ্ছি লক্ষ্মীসোনা। আমাকে আর খুঁজে পাবে না।"

গ্রে ভ্রূকুটি করল। শেইচান একটার পর একটা মিথ্যা বলেই যাচ্ছে। কিন্তু কেনও?

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে রাগে ফেটে পড়ে নাসের। ওর বরফ শীতল চরিত্রের সাথে এমন আচরণ একেবারেই বেমানান। "দশ পা আগাতে পারবে না তুমি। হায়া সোফিয়ার সব দিকেই আমার লোকেরা পাহারায় আছে।"

গ্রে'র দিকে চোখ টিপে নিজের উদ্দেশ্য জানান দেয় শেইচান।

"আমি জানতাম, তুমি সে ব্যবস্থা করে রেখেছ আমিন," কথা শেষ করল। "বিদায় সোনা! উম্মাহ, উম্মম্মাহহ!"

ফোনের কাছ থেকে সরে গিয়ে গ্রে'র দিকে আঙুল তাক করল ও। সতর্ক হবার নির্দেশ দিল। গ্রে'ও নাটকে অংশ নিল। "এই মাত্র কী বলেছ ওকে?" আঙুল দিয়ে

ফোনে হালকা টোকা দিল ও। "কথা শেষ করতে না করতেই শেইচান বন্দুক নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে গেছে। তোমরা দু'জন কিসের ধান্দায় আছ?"

শেইচান হাসি চেপে গ্রে'র দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে।

নাসেরের গালিগালাজ শুনতে শুনতেই গ্রে মাথার ভিতর কিছু হিসাব নিকাশ করে নেয়। শেইচানের চাতুরীর সাথে তাল মিলাতে হিমসিম খাচ্ছে ও। জোর করেই নিজের অপরাধবোধ আর রাগকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

শেইচানের সাথে চোখাচোখি হয় আবার। ভিগরের ফোনকল ট্র্যাক করলেও নিখুঁতভাবে স্থান নির্ণয় করতে পারছে না গিল্ড। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতেই শেইচান হায়া সোফিয়ায় থাকার মিথ্যা দাবি করেছিল। গিল্ড জানে তারা ইস্তানবুলের পুরনো অঞ্চলের কোথাও আছে। কিন্তু ঠিক কোথায় আছে, তা জানে না।

এখন পর্যন্ত জানতে পারেনি আর কি!

"হায়া সোফিয়াতে কী করছ তোমরা?" নাসের জিজ্ঞেস করল।

কতটুকু বলা উচিত হবে, তা ভেবে নিল গ্রে। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। আর সে জন্য দরকার খানিকটা সত্য মিশিয়ে বলা। "আমরা মার্কো পোলোর চাবি খুঁজছি। মনসিনর ভেরোনা স্ক্রিপ্টের পাঠোদ্ধার করে ফেলেছেন।"

"তারমানে শেইচান তোমাদের জানিয়ে দিয়েছে আমরা কী খুঁজছি," আবারও খিস্তি শোনা গেল। "এর বিনিময়েই ওকে পালাতে দিয়েছ তুমি! আমরা কতটা পেশাদার, সেটা তোমাকে শেখাতে হবে।"

গ্রে বুঝতে পারল, ওর বাবা মায়ের ক্ষতি করার হুমকি দিচ্ছে নাসের।

"এখন আর শেইচানকে দরকার নেই," গ্রে বাধা দিল। বাবা মাকে রক্ষা করার একটাই মাত্র উপায় আছে। "তুমি যা খুঁজছো, সেটা আমার কাছে আছে। মিশরীয় স্মারকস্তম্ভের অ্যাঞ্জেলিক কোড। আমার কাছে এখনও একটা অনুলিপি আছে।"

নাসের চুপ হয়ে গেল। নিশ্চয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে, ভাবল গ্রে। শেইচানকে শায়েস্তা করার চেয়ে অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টটা ওর কাছে বেশি জরুরি।

"চমৎকার, কমান্ডার পিয়ার্স," গলার ঝাঁঝটা এখন আর নেই। "এভাবেই চালিয়ে যাও। তোমার বাবা মা বাকি জীবন শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারবেন তাহলে।"

গ্রে জানে, হাসতে হাসতে এমন প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে ফেলতে পারে নাসের।

"সন্ধ্যা সাতটার ভেতর হায়া সোফিয়াতে দেখা করছি আমরা," নাসের মনে করিয়ে দিল। "চাইলে গির্জার ভেতর পোলোর চাবি খুঁজে দেখতে পারো। কিন্তু বেরোবার সব রাস্তায় আমি স্নাইপার বসিয়ে রেখেছি।"

গ্রে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"শোনো কমান্ডার পিয়ার্স, কোনও চালাকির চেষ্টা না করাটাই ভালো হবে। অ্যানিশেনের সাথে ঘণ্টায় ঘণ্টায় যোগাযোগ রাখবো আমি। আমাকে যদি এক মিনিটও দেরি করাও দাও, তোমার মায়ের পায়ের আঙুল দিয়ে শুরু করবে ও।"

ফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ভিগরের দিকে ফোনটা বাড়িয়ে দিল গ্রে। "গিল্ড আমাদেরকে খুঁজে বের করার আগেই হায়া সোফিয়াতে পৌঁছানো দরকার।"

তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে শুরু করে সবাই।

গ্রে শেইচানের দিকে ঘুড়ে দাঁড়াল, "কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল কিন্তু।"

শেইচান কাঁধ ঝাঁকাল। "গ্রে, এই পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে চাইলে গিল্ডকে ছোট করে দেখা উচিত হবে না। ওদের অনেক ক্ষমতা, মিত্রপক্ষের অভাব নেই। আবার, ওদের ক্ষমতাকে অতিরঞ্জিত করে দেখলেও হবে না। তোমার ভয়কে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার চেষ্টা করবে ওরা। মানসিকভাবে দুর্বল করে ফেলবে। তাল হারিয়ে ফেল না। সতর্ক থাকো, কিন্তু মাথা খাটানো বন্ধ করো না।"

"আর যদি তোমার ভুল হয়?" গ্রে একটু ঝাঁঝের সাথে জিজ্ঞেস করে।

"হয়নি।"

গ্রে বুক থেকে একটা ভারী নিঃশ্বাস বের করে দেয়। নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। ভুল করে থাকলে ওর বাবা-মাকেই ভুগতে হবে।

"আর তাছাড়া," শেইচান বলল। "নাসের চলে আসার পর এখানে থাকা যাবে না। তার জন্য একটা অজুহাত দরকার ছিল আমার। তোমাকে আর মনসিনর ভেরোনাকে বাঁচিয়ে রাখবে ও। তোমার বাবা মাকে হাতে রেখে, দু'জনকেই কাজে লাগানো সম্ভব। আর আমাকে দেখামাত্র গুলি চালাবে। তাই নিজের জীবন বাঁচাতে আর তোমাদের কাজে আসতে ছলচাতুরী করা ছাড়া আমার কোনও উপায় নেই।"

গ্রে শেষ পর্যন্ত নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারল। শেইচানের বাবা মাকে নাসের ধরে নিয়ে যায়নি। ওর জন্য ঝুঁকি নেয়া সহজ। ও ঠাণ্ডা মাথায় এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা সবার জন্যই ফলপ্রসূ হবে।

কিন্তু তারপরও...

"আমার এই লোকটাকে দরকার হবে," শেইচান আঙুল উঁচিয়ে বলল।

"কে? আমি?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কোয়ালস্কি।

"এতক্ষণ যা বললাম। নাসের আমাকে দেখা মাত্র গুলি চালাবে। সম্ভবত কোয়ালস্কিও রেহাই পাবে না।"

"আমি কেন?" বিশালদেহী লোকটার মুখ কুঁচকে যায়। "আমি ওর কী ক্ষতি করেছি?"

"তুমি একটা অপদার্থ।"

"ওইই..."

শেইচান ওকে পাত্তা দিল না। "নাসেরের অন্য কাউকে জিম্মি করার দরকার নেই। কারণ ওর হাতের মুঠোয় গ্রে'র বাবা মা আছে। তোমার প্রয়োজন নেই।"

গ্রে হাত উঁচু করল, "হয়ত নাসের তো জানে না যে, ও আমাদের সাথে আছে?"

শেইচান উত্তর না দিয়ে গ্রে'র দিকে তাকাল।

ধীরে ধীরে ব্যাপারটা বোধগম্য হলো।

গিল্ডের ক্ষমতাকে অতিরঞ্জিত করে দেখা যাবে না।

গিল্ডের অসীম ক্ষমতা সর্বজন স্বীকৃত। হঠাৎ করেই এই ধারণাটা অস্বীকার করতে কষ্ট হচ্ছে গ্রে-র। নিজেকে শান্ত করে সবদিক ভেবেচিন্তে শেইচানের সিদ্ধান্তই সঠিক মনে হলো শেষ পর্যন্ত।

কোয়ালস্কির দিকে ঘুরে তাকাল ও, "তুমি শেইচানের সাথে যাবে।"

"আর আমি ওকে ঠিক কাজে লাগিয়ে দেব।" শেইচান বলল। কোয়ালস্কির পিঠে হালকা চাপড় দিল সে।

"কেউ তো আমাকে গুরুত্ব দেয়!" নিচুকণ্ঠে অভিযোগ জানায় কোয়ালস্কি।

নিজেদের জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিয়ে নিচে নামতে শুরু করে ওরা। গ্রে আর শেইচান সবার পেছনে হাঁটছে। "তুমি কী করতে যাচ্ছ?" গ্রে শেইচানের কনুই চেপে ধরল। "কী সাহায্য করবে আমাদের?"

"আমি জানি না। এখনও বলতে পারি না।" শেইচান কিছুক্ষণ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ঘুরে গিয়ে রওনা দেয়। আরও কিছু বলতে চাইলেও সাহস করে উঠতে পারল না। অস্থিরভঙ্গিতে ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে ও।

"কী হয়েছে?" নরম গলায় জিজ্ঞেস করল গ্রে।

গ্রে'র আন্তরিকতায় আরও বেশি বিপন্ন বোধ করে শেইচান। চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "গ্রে..আমি দুঃখিত.." চোখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয় ও। "তোমার বাবা-মা.."

ওর কথার ভেতর সমবেদনার চাইতেও বেশি কিছু ছিল। কিছুটা অপরাধবোধ কাজ করছে বলে মনে হয়। কিন্তু কেন? গ্রে'র বাবা-মার ব্যাপারে শেইচানের সংশ্লিষ্টতা একদমই আকস্মিক। ও সেটা আগেই মেনে নিয়েছে। তাহলে শেইচান আবার অপরাধবোধে ভুগছে কেনও?

গ্রে'র মাথার ভেতর কয়েকরকম সম্ভাবনার কথা ঘুরপাক খাচ্ছে। নাসের আর শেইচানের আলাপের কথা মনে পড়ে গেল। কোনও একটা কারনে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে ও।

হঠাৎ করেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

আসল কথাটা একটু আগেই ওকে জানিয়ে দিয়েছে শেইচান।

গিল্ডের ক্ষমতাকে অতিরঞ্জিত করে দেখা যাবে না।

শেইচানের বাহু আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল গ্রে। দরজার পাশের দেয়ালে চেপে ধরে কাছে এগিয়ে এলো।

"হায় ঈশ্বর... সিগমাতে আসলে কোনও গুপ্তচর নেই। কখনো ছিল না।"

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শেইচানের কথা জড়িয়ে গেল।

গ্রে থামিয়ে দেয় ওকে। "নাসের আমাকে সাবধান করেছিল যেন সিগমাতে ফোন না করি। এমনকি হুমকিও দিয়েছিল। কেন? ও তো জানেই যে, সিগমার ভেতরে লুকিয়ে থাকা গিল্ডের গুপ্তচরের কথা জানা আছে আমার। তাহলে আবার হুমকি দিল কেন?" শেইচানের হাত ধরে ঝাঁকি দিল ও। "কারন কোনও গুপ্তচর নেই।"

কেঁপে উঠে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে শেইচান। কিন্তু আরও শক্ত করে চেপে ধরে গ্রে। ব্যথায় লাল হয়ে যেতে থাকে শেইচানের বাহু।

"তুমি কি আমাকে এসব আদৌ বলতে?" গ্রে চিৎকার করে উঠল।

শেইচান শেষ পর্যন্ত কথা খুঁজে পেল, ভেতরে ভেতরে রেগে উঠছিল সে। কণ্ঠে ক্ষমা চাওয়ার কোনও আভাস নেই, "এই ঝামেলাগুলো মিটে গেলেই বলতাম। কিন্তু তোমার বাবা মা জিম্মি হবার পর আর গোপন রাখতে পারিনি... হয়তো এখনও তাদেরকে মুক্ত করার আশা আছে। আমি এতটাও নির্লিপ্ত নই, গ্রে।"

শেইচান ঘুরে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রে ওকে ছাড়ল না।

"কোনও গিরগিটি-ই যদি না থাকে," ও জিজ্ঞেস করল। "নাসের সেফ হাউজের কথা কীভাবে জানলো? কীভাবে আক্রমণ চালাল ওখানে?"

"আমার হিসাবে ভুল হয়েছিল," শেইচানের দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে। "আমি এর বেশি কিছু বলবো না। বিশ্বাস কর আমি কোনও ছলচাতুরী করিনি।"

"বিশ্বাস করব! তোমাকে?" উপহাস করল গ্রে।

গ্রে'র প্রতিক্রিয়ায় কষ্ট পেল শেইচান।

তবে গ্রে ওকে ছাড়ল না। "যদি শুরু থেকে সিগমার সাহায্য পেতাম..."

শেইচানের চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেল, "তোমাকে টেনে সরানো হতো, গ্রে। আর আমি জেলে বন্দী হতাম। আমাদের দু'জনের একসাথে কিছু কাজ করতে হতো। তাই তোমার ধারণা পরিবর্তন করিনি, আলাদা করে কিছু বলিনি।"

গ্রে প্রখর দৃষ্টিতে শেইচানের মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করল। মিথ্যা লুকানোর ভাবভঙ্গি দেখা যাচ্ছে নাকি? না। একদম স্থির, স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শেইচান। দ্বিধার লেশমাত্র নেই। এটাও লুকানোর চেষ্টা করছে না যে আরও অনেক কিছুই বলার আছে।"

এই খুনী মেয়েকে নিয়ে সতর্ক না থাকায় নিজেকে অভিশাপ দেয় গ্রে। "নাসের তোমাকে খুন করে ফেললেই ভালো হতো।"

"তখন তোমার পাশে কে দাঁড়াতো, গ্রে? কে আছে তোমাকে সাহায্য করার জন্য? কোয়ালস্কি? একলা চলাই ভালো তোমার জন্য। আমি কেন আছি জানি না। যাই হোক, এখন আর কথা কাটাকাটি করার মতো সময় নেই। সিগমাতে ফোন করো। এসব ভুল বোঝাবুঝি পরেও ঠিক করা যাবে।

শেইচান দরজার দিকে ইঙ্গিত করল। "হোটেল লবিতে একটা ফোন আছে। নাসেরকে আমাদের আসল অবস্থান না জানাতে চাওয়ার এটাও একটা কারণ। হয়তো তখন থেকেই হায়া সোফিয়ার সব পাবলিক ফোন ট্র্যাক করতে শুরু করেছে ওরা। লবির ফোনটা অবশ্য কিছুটা হলেও নিরাপদ হওয়ার কথা। তবে তোমাকে দ্রুত কথা শেষ করতে হবে। আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে।"

শেইচানকে চলে যেতে দিল গ্রে, তবে হালকা ধাক্কা দিয়ে তবেই। এমন আচরণে আহত বোধ করল শেইচান, চোখমুখে কষ্টের ছাপ ফুটে উঠল।

ওর কষ্ট পাওয়াই উচিত।

সিগমাতে কোনও গুপ্তচর নেই জানলে, পেইন্টারের কাছে আগেই সাহায্য চাইতে পারতো ও। অন্তত বাবা মাকে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করা যেত।

গ্রে'র রাগের কারণটা বুঝতে পারে শেইচান। ক্লান্ত স্বরে বলে, "আমি ভেবেছিলাম তারা নিরাপদেই থাকবেন। গ্রে, আমি সত্যিই তাই ভেবেছিলাম।"

চিৎকার করে ওকে থামিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে গ্রে'র, কিন্তু কোনও ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। একে তো না রাগ নিয়ন্ত্রন করতে পারছে , আর না পারছে শেইচানের কাঁধেও সব দোষ চাপিয়ে দিতে।

দিবালোকের মতো স্পষ্ট সত্যটাকে কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারছে না।

বাবা-মাকে একা ফেলে এসেছিল ও নিজে...অন্য কেউ নয়।

রাত ৩:০৪
ওয়াশিংটন ডি.সি.

"ডিরেকটর ক্রো, ইসতাম্বুল থেকে ফোন এসেছে।"

পেইন্টার স্যাটেলাইট ফিড থেকে চোখ সরালেন। এই অসময়ে আবার ইসতাম্বুল থেকে কে ফোন করছে?

গত কয়েক ঘণ্টা যাবত ন্যাশনাল রিকনেইসেন্স অফিস আর ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির সাথে তর্ক করে যাচ্ছেন তিনি। তাদের স্যাটেলাইট ভিত্তিক নজরদারী ব্যবস্থাটা খুবই প্রয়োজন এখন। ক্রিসমাস আইল্যান্ডে তদন্ত চালাতে হবে। খুব অল্প লোকজন আর অনেক দূরে অবস্থানের কারণে সেখানে কোনও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা নেই। শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ান জয়েন্ট ডিফেন্স ফ্যাসিলিটির সঙ্গে কথা বলে কাজ হয়েছে। তবুও চৌদ্দ মিনিট সময় লাগবে।

"কমান্ডার পিয়ার্স কল করেছেন স্যার।" টেলিফোন রিসিভার এগিয়ে ধরলেন কমিউনিকেশন চিফ।

পেইন্টার চেয়ার ঘুরিয়ে এগিয়ে এলেন। ফোনটা হাতে নিলেন তিনি। "ডিরেক্টর ক্রো বলছি, গ্রে। তুমি কোথায়?"

ছাড়া ছাড়া ভাবে কথা শোনা গেল। "স্যার আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই। অনেক তথ্য জানাতে হবে।"

"বলো। আমি শুনছি।"

"প্রথমত, আমার বাবা মাকে জিম্মি করে রেখেছে গিল্ডের এক সদস্য।"

"হ্যাঁ, আমিন নাসের। জানি আমরা। চিরুনি অভিযান চালানোর প্রক্রিয়া চলছে।"

গ্রে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর আবার বলতে শুরু করল, "মঙ্ক আর লিসাকেও সাবধান করে দিতে হবে। ইন্দোনেশীয়ায় বিপদে পড়তে পারে ওরা।"

"এটাও জানি। স্যাটেলাইট ব্যবহারের অনুমতি নেয়ার কাজ চলছে এখন। তুমি যা যা বলছ তার সবই জানি আমরা। পারলে নতুন কিছু বলো!"

গ্রে লম্বা শ্বাস নেয়। ওর জীবনে শেইচানের আকস্মিক আবির্ভাবের পর থেকে কী কী ঘটেছে চিন্তা করে নেয় একবার। পেইন্টারের কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয় সে। এরপর

সব কিছু খাপে খাপে মিলে যেতে থাকে। এন.এস.এ সাড়া দেয়ার আগেই ডিরেক্টর অনুমান করে ফেলেছেন যে ক্রিসমাস আইল্যান্ডের ঘটনার পেছনে গিল্ডের হাত আছে। অন্য কোনও সংগঠনের এতটা ক্ষমতা নেই। গোটা একটা দ্বীপের অধিবাসী ভর্তি জাহাজ নিয়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছে ওরা। গ্রে তার এই অনুমানকে সমর্থন করে। ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে কেনো এসব ঘটেছে। একটা গাল ভরা নামও দিয়ে জানায়—জুডাস স্ট্রেইন।

ঘন্টাখানেক আগে ডঃ ম্যালকম জেনিংসকে সিগমার রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন পেইন্টার। গ্রে'র বাবা মায়ের অপহরণস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ডিরেক্টর। সেখান থেকে অফিসে ফেরার সময় গাড়িতে বসেই লিসার শেষ কথাগুলো ভেবে দেখেছেন তিনি। নির্ঘাৎ লিসাকে দিয়ে জোরপূর্বক বলানো হয়েছে কথাগুলো, আগের বিবৃতির সাথে কোনও মিল নেই।

নিশ্চিতভাবেই এই ঘটনার সাথে গিল্ডের কোনও স্বার্থ জড়িত।

পেইন্টার এও অনুমান করেছিলেন যে, শেইচানের আকস্মিক আগমন আর গ্রে'র উধাও হয়ে যাওয়ার সাথে ইন্দোনেশীয়ার ঘটনার একটা সম্পর্ক আছে।

বড় বড় দু'টো অঘটন ঘটিয়েছে গিল্ড। একইসাথে। কাকতালীয় ঘটনায় বিশ্বাস করেন না পেইন্টার। একটা না একটা যোগসূত্র থাকতেই হবে। কিন্তু কাকে দিয়ে সৃষ্টি করা হলো এই যোগসূত্র?

"মার্কো পোলো?" পেইন্টার জিজ্ঞেস করলেন।

গ্রে ওর কাহিনী শেষ করল। "গিল্ড দুই দলে ভাগ হয়ে কাজ করছে। এক দল বিজ্ঞানী মহামারীর কারণ খুঁজছে। রোগের একটা প্রতিষেধকও বের করার চেষ্টা করছে তারা। আবার একই সাথে-

পেইন্টার ওকে থামিয়ে দিলেন। "এক দল ইতিহাসবিদ মার্কোর অসুখের উৎস আর প্রতিষেধক খুঁজছে। সেই সাথে নাসের এখন ইস্তানবুলে আসছে," পেইন্টার আবারও বললেন।

"ও সম্ভবত রওনা হয়ে গেছে।"

"আমি ওখানে সাহায্য পাঠাতে পারি। কয়েক ঘন্টার ভেতর লোক পৌঁছে যাবে।"

"নাহ। গিল্ড জেনে যাবে। শেইচানের মতে, ইস্তাম্বুল ওদের শক্তিশালী ঘাঁটিগুলোর একটা। সব সংস্থার ভেতরেই ওদের টিকটিকি আছে। আপনি কোনও পদক্ষেপ নিয়েছেন জানতে পারলে, ওরা এটাও বুঝে যাবে যে আপনার সাথে আমার যোগাযোগ হয়েছে। আমার বাবা মা...এরকম কিছু করা যাবে না। নাসেরকে আমার নিজেরই মোকাবেলা করতে হবে।"

"ফোন করে একটা বড়সড় ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছ, গ্রে। সিগমাও কিন্তু নিরাপদ নয়। আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব যাতে আমাদের কথাবার্তা ফাঁস না হয়। কিন্তু এখানে যে গুপ্তচর আছে... "

"ডিরেক্টর। সিগমাতে কোনও গুপ্তচর নেই।"

পেইন্টার এক মুহূর্ত সময় সম্ভাবনাটা তলিয়ে দেখলেন, "তুমি কি নিশ্চিত?"

"নিশ্চিত। আমার বাবা মার জীবন বাঁচানোর ঝুঁকি নিচ্ছি আমি।

পেইন্টার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন। তিনি গ্রেকে বিশ্বাস করেন। তথ্যের আদান প্রদানে কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি তাকে। মাথা থেকে একটা দুশ্চিন্তা নেমে গেল। যদি কোন গুপ্তচর না থাকে...

গ্রে'র কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসে। "আমি আর বেশিক্ষণ কথা বলার ঝুঁকি নিতে চাচ্ছি না। যেতে হবে আমাকে। ওকে অনুসরণ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। দেখা যাক ঘটনা কোথায় গড়ায়।"

ওপাশ থেকে সবকিছু নীরব হয়ে গেল। পেইন্টার ভাবলেন, গ্রে লাইন কেটে দিয়েছে। আচমকা বলে উঠল গ্রে, "প্লিজ, ডিরেক্টর। ওদেরকে খুঁজে বের করুন।"

"আমি তাদেরকে খুঁজে বের করব, গ্রে। তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো। ভিগরকে জানিয়ো যে তার ভাগ্নি তাকে ফোন করতে পারে। কয়েকবার রিং হয়েই থেমে যাবে। এই সঙ্কেত পেলে বুঝবে যে তোমার বাবা মা নিরাপদে আছে।"

"ধন্যবাদ, স্যার।"

লাইন কেটে গেল।

পেইন্টার হেলান দিয়ে বসলেন।

"স্যার," কমিউনিকেশন অফিসার বলে ওঠে। "আরও দুই মিনিট অন্তত যোগাযোগ রাখা উচিত ছিল।"

সকাল ১০:১৫
ইসতাম্বুল

তাড়াহুড়া থাকা সত্ত্বেও ধীর গতিতে হায়া সোফিয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে গ্রে। সামনেই পশ্চিমদিকের প্রবেশপথ।

পাশ থেকে বলে উঠলেন ভিগর। "দারুণ, তাই না?"

অস্বীকারের কোনও উপায় নেই, এই বাইজেন্টাইন স্থাপনাকে বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। একটা পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এই ভবনটা। বহুসংখ্যক গম্বুজের উপস্থিতি এই জায়গাটার আভিজাত্যকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রাসাদোপ্রম খিলান অলঙ্কৃত করে রেখেছে হায়া সোফিয়ার প্রবেশপথ।

ভিগর এই জায়গার সাথে জড়িত ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। সামনের প্যাঁচানো রাস্তাটার দিকে হাত তুলে দেখালেন তিনি, "দ্য ইমপেরিয়াল ডোরস। এই তোরণের সামনে দাড়িয়েই ৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাস্টিনিয়ান গর্বের সাথে ঘোষণা করেছিলেন, "ওহে সলোমন! আমি তোমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছি!" এই দরজা দিয়ে গির্জায় ঢোকার আগেই কনস্টান্টিনোপল জয়ী অটোমান তুর্কি সুলতান মেহমুদ মাথায় মাটি ছুঁয়েছিলেন, বিনম্র না হয়ে পারেননি। এতটাই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, ধ্বংস করার বদলে একে মসজিদে রূপান্তরিত করেন।" চারকোণ থেকে মাথা উঁচু করে রাখা চারটা মিনারের দিকে হাত তুলে দেখালেন ভিগর।

"আর এখন এটা একটা জাদুঘর।" গ্রে বলল।

"১৯৩৫ সালের কথাই ধরা যাক," ভবনের দক্ষিণ দিকের স্ক্যাফোল্ডিং এর দিকে আঙুল তুলে বলতে থাকেন ভিগর। "সেই সময় থেকেই এই স্থাপনাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার কাজ চলছে। শুধু মাত্র বাইরের দিক থেকেই নয়। যখন সুলতান মেহমুদ গির্জাটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন তখন অনেক খৃষ্টান মুরাল ভেঙ্গে ফেলা হয়। কারণ ইসলামে মানুষের অবয়ব সৃষ্টি করা হারাম। কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে ধীরে ধীরে সেইসব অমূল্য বাইজেন্টাইন মোজাইক মুরালগুলো পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে। আর একই সাথে চেষ্টা চলছে পনেরো আর ষোল শতকের ইসলামিক স্থাপত্যের নিদর্শনগুলোকে রক্ষা করার, যার মাঝে আছে ক্যালিগ্রাফির কিছু অসাধারণ কাজ। সমতা রক্ষার জন্য শিল্প আর স্থাপত্যবিদ্যার অনেক কাণ্ডারীকেই আসতে হয়েছে এখানে। এমনকি ভ্যাটিক্যানের পরামর্শও নেয়া হয়েছে।"

নানা দেশের ভ্রমণপিপাসুরা ভিড় জমিয়েছে এখানে এসে। দরজার দিকে পথ এগিয়ে সামনে এগোতে থাকেন ভিগর। "এই কারণেই আমি ভেবেছিলাম, পুনর্নির্মাণ কাজের সাথে জড়িত কাউকে সাথে করে নিয়ে আসব। এমন কাউকে, যার সাথে অতীতে হায়া সোফিয়ার কিউরেটরদের পরিচয় ছিল।"

গ্রে'র মনে পড়ে গেল। ভিগর বলেছিলেন, অনুসন্ধানের কাজে আগেভাগেই একজনকে পাঠিয়ে রেখেছেন। সুবিশাল এই বাইজেন্টাইন স্থাপনায় কিছু খুঁজে পেতে এক জোড়া অভিজ্ঞ চোখের প্রয়োজন।

দরজার কাছাকাছি পৌঁছতেই বিশালদেহী এক দাঁড়িওয়ালা লোককে দেখতে পেল গ্রে। তার বিশাল বপুর কারণে মানুষজনের চলাচল বাধা পাচ্ছে। কোমরে হাত রেখে ভিড়ের ভেতর কাউকে খুঁজছে লোকটা। ভিগরকে দেখামাত্র হাত তুলে সম্ভাষণ জানাল। এই লোকের কথাই বলেছিলেন ভিগর।

গ্রে তাদেরকে অনুসরণ করে। রাস্তায় থাকাটা একদম নিরাপদ নয় এখন। কে জানে গিল্ডের কেউ তাদের সন্ধান পেয়ে গেছে কিনা। বাবা-মা'র নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত কোন উল্টাপাল্টা কাজ করা যাবে না।

দরজা দিয়ে ঢোকার আগে, গ্রে উন্মুক্ত প্লাজার দিকে তাকান। শেইচান আর কোয়ালস্কির কোনও পাত্তা নেই। হোটেল থেকে বেরোনোর পরপর ওরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। শেইচান একটা প্রিপেইড মোবাইল ফোন কিনে নিয়েছিল। নম্বরটা মনে আছে গ্রে'র। ওর সাথে যোগাযোগ করার একটাই উপায় আছে।

"কমান্ডার গ্রে পিয়ার্স," ভিগর পরিচয় করিয়ে দিলেন। "ব্যালথেজার পিনোসোর সাথে পরিচিত হও, ইনি গ্রেগরিয়ান ইউনিভার্সিটির আর্ট হিস্ট্রি বিভাগের ডিন।"

করমর্দনের সময় গ্রে'র ছোট্ট হাতটা ব্যালথেজারের মুঠোর ভেতর হারিয়ে গেল। সাত ফুট! যা তা কথা নয়।

"ব্যালথেজারই কিন্তু টাওয়ার অফ উইন্ডসে শেইচানের এঁকে রাখা চিহ্ন সম্পর্কে আমাকে অবগত করেছিলেন। এখানকার যাদুঘরের কিউরেটরের ভালো বন্ধু তিনি।"

গির্জার মূল অংশের দিকে এগোতে শুরু করলেন তারা। মাঝামাঝি আসতেই, গ্রে মূল গম্বুজের দিকে তাকাল। বিশ তলা উঁচুতে জায়গাটা। সোনালি আর বেগুনি রঙে আঁকা ক্যালিগ্রাফিতে ভরা। গম্বুজের পরিধির নিচের দিকে, চল্লিশটা জানালা। সেখান দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকে পড়েছে। মনিমুক্তাখচিত দেয়ালগুলোর চেয়ে এই আলো ছায়ার খেলাটাকেই সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর বলে মনে হয়।

"মনে হচ্ছে, গম্বুজটা আমাদের মাথার ওপর ভাসমান।" গ্রে বিড়বিড় করল।

ব্যালথেজার ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন। "স্থাপত্যশিল্পের এক চমৎকার নিদর্শন," ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। "ছাদের নিচের অংশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কাঠির মতো অংশগুলো দেখতে পাচ্ছ? ছাতার মূল অংশকে ধরে রাখার জন্য এরকম খিলান থাকে না? পুরো জিনিসের ভরটা কিন্তু এগুলোর মাধ্যমেই সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। আর তাছাড়া ছাদটা দেখে যতো ভারী মনে হয়, তার চেয়ে অনেক হালকা। কাদামাটি থেকে তৈরি করা বিশেষ ধরনের ইটের সাহায্যে ফাঁপাভাবে তৈরি করা হয়েছে ওই অংশটা। চোখে দেখে বিভ্রান্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পাথর, আলো আর বাতাসের কারিগরি একসাথে মিশে গিয়েছে এখানে।"

ভিগর মাথা নাড়লেন। "মার্কো পোলো নিজেও বিস্মিত হয়েছিলেন গম্বুজের এই ভাসমান রূপ আর আলো ছায়ার খেলা দেখে।"

গ্রে বুঝতে পারল। ভাবতেই অবাক লাগছে, এই জায়গাটায় একসময় মার্কো পোলো পা রেখেছিলেন। স্বপ্নময় অতীতে হারিয়ে যেতে শুরু করে ও। প্রাচীন স্থপতিশিল্পীদের প্রতি মনের ভেতর শ্রদ্ধাবোধ জেগে ওঠে।

ঘড়ির দিকে তাকাল ও। রাত ঘনিয়ে আসার আগেই, নাসের এখানে পৌঁছে যাবে। ধাঁধার সমাধানের জন্য আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আছে।

যদি ওর পরিকল্পনাকে কাজে লাগানো যায়...

কিন্তু শুরু করতে হবে কোত্থেকে?

ব্যালথেজারকে একই কথা জিজ্ঞেস করলেন ভিগর। "ব্যালথেজার, যাদুঘর কর্তৃপক্ষের কারো সাথে কথা বলেছেন? এখানে অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের মতো কোনও কিছু দেখেছে নাকি কেউ?"

দাঁড়ি চুলকাতে চুলকাতে মুখ খুলল লোকটা। "কিউরেটরের সাথে কথা বলেছিলাম। এখানকার কর্মীদের সাথেও আলাপ করেছি। হায়া সোফিয়ার মাটির নিচ থেকে গম্বুজের মাথা পর্যন্ত সবকিছুই কিউরেটরের নখদর্পণে। তিনি বললেন, অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের মতো অদ্ভুত কিছু এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি একটা মতামত দিয়েছেন অবশ্য। যদিও... কথাটা আপনাদের পছন্দ হবে না।"

"কী?" ভিগর জিজ্ঞেস করলেন।

"মনে করে দেখুন। হায়া সোফিয়াকে গির্জা থেকে মসজিদে রূপান্তর করার সময় এর ওপর কয় দফা প্লাস্টার চড়ানো হয়েছিল! আমরা যেটা খুঁজছি, তা হয়তো পুরনো প্লাস্টারের স্তরের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছে অনেক আগেই।"

গ্রে কথাটা মানতে পারল না। ভিগর আর ব্যালথেজারের কথায় কান না দিয়ে ওখান থেকে সরে গেল। কিছু একটা ভাবা দরকার। শঙ্কিতমুখে আবারও ঘড়ি দেখল ও। ইতিমধ্যে একটা বদঅভ্যাসে পরিণত হয়েছে এটা। হাত নামিয়ে স্ক্যাফোল্ডিংয়ের দিকে এগিয়ে গেল।

আবার অতীতে পাড়ি জমালো গ্রে। ভাবতে শুরু করল, ষোড়শ শতাব্দীতে কেমন দেখা যেত এই গির্জাটা। মনের ভেতর, দেয়ালগুলোকে আবারও রাঙিয়ে তুললো ও। সোনালি মোজাইকের ওপর প্লাস্টার চড়ালে কেমন হবে? একটু বেশিই কল্পনাপ্রবণ হয়ে পড়েছিল হয়তো। মাথার ভেতর মসজিদটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে আবার। মিনার থেকে মোয়াজ্জিনের আযানের সুর শুনতে পাচ্ছে ও। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে জামাতে দাঁড়ানো মুসলিমদের।

এমন একটা জায়গায়, কীভাবে চাবি লুকানো সম্ভব? এতো ফাঁকা জায়গা, গ্যালারি, পার্শ্ববর্তী চ্যাপেলের মাঝে সেরকম কোনও জায়গা আছে বলে মনে হয় না।

গ্রে মাটিতে বসে পড়ল। গির্জার ভেতরের কাঠামোটাকে ত্রিমাত্রিক কম্পিউটার মডেলের মতো করে কল্পনা করে নিয়েছে ও। নিজের অজান্তেই মেঝের ধুলোর ওপর আঙুল দিয়ে কিছু একটা আঁকতে শুরু করে দিল। একটু পরেই জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। মার্কোর সোনালি পাসপোর্টের পেছনে খোদাই করা একটা অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের অংশ।

অক্ষরটার দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। মাথার ভেতর পুরো হায়া সোফিয়ার নকশা ঘুরছে।

"এটা একটা মসজিদ ছিল," বিড়বিড় করল গ্রে।

চারটা বৃত্তের ওপর টোকা দিল ও। ভিগর এগুলোকে বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন বলে অভিহিত করেন।

চারটা বৃত্ত, চারটা মিনার।

এমনও তো হতে পারে যে প্রতীকটা আসলে মানচিত্রের ধাঁধা সমাধানের প্রথম চাবির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছু? যদি এটা দ্বিতীয় চাবি খুঁজে বের করার নির্দেশনা দেয়? শেইচান কি এ ব্যাপারে কিছু বলেছিল? একটা চাবি কীভাবে আরেকটা চাবির সন্ধান দেবে?

মনের চোখে চিহ্নটার ওপর আরেকটা নির্দিষ্ট বিন্যাস আরোপ করল গ্রে। মিনারগুলোকে বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্নগুলোর ওপর বসিয়ে কল্পনা করল। চারটা বৃত্ত, চারটা মিনার। প্রতিকটা কি হায়া সোফিয়ার আদলেই অঙ্কিত?

যদি তাই হয়, তাহলে কোত্থেকে খোঁজা শুরু করবে?

ধুলোর ওপর আরেকটা রেখা টেনে দিল গ্রে।

"একটা ক্রুশচিহ্ন দেখা যাচ্ছে," বিড়বিড় করে বলল সে।

সকাল ১১:০২

চার্চের মধ্যভাগে গ্রে-কে হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে দেখলেন ভিগর। মেঝেতে জমে থাকা প্লাস্টারের গুঁড়োর ওপর হাত দিয়ে কী যেন আঁকছে।

ব্যালথেজারও সেদিকে কপাল কুঁচকে তাকিয়ে আছেন।

গ্রে'র পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তারা।

"কী করছ? ব্যালথেজার জিজ্ঞেস করলেন। "পুরো মেঝেটা হাতড়ে হাতড়ে পরীক্ষা করতে চাইলে কিন্তু সপ্তাহখানেক লেগে যাবে।

গ্রে সোজা হয়ে বসলো। গম্বুজের দিকে তাকিয়ে আবার মাটিতে ঝুঁকে পড়ল। হাত দিয়ে নকশা কাঁটতে কাঁটতে স্ক্যাফোল্ডিংয়ের ধারে পৌঁছে গেল তারপর। "এখানেই কোথাও আছে জিনিসটা।"

"কী?" ভিগর জিজ্ঞেস করলেন।

মেঝের দিকে দেখাল গ্রে। ধুলোর ওপর আঁকা চিহ্নটা চোখে পড়তেই ভিগরের কপাল কুঁচকে গেল।

গ্রে বলতে লাগল, "হায়ার একটা অসম্পূর্ণ মানচিত্র এটা। পরের সূত্র খুঁজতে কোথায় যেতে হবে, তার নির্দেশনা দিচ্ছে।"

ওর কথার সত্যতা আঁচ করতে পারলেন ভিগর।

ব্যালথেজার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি ধারণা, মার্বেলের মেঝেতে কেউ অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্ট খোদাই করে রেখেছে?"

হঠাৎ থেমে যায় গ্রে। স্ক্যাফোল্ডিংয়ের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। মেঝেতে বসানো একটা টালির নির্দিষ্ট জায়গায় শক্ত করে আঙুল চেপে রেখেছে ও।

"অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের কথা বলছি না।"

গ্রে'র পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসেন ভিগর আর ব্যালথেজার। মার্বেলের ওপর হাত বুলাতে শুরু করেন মনসিনর।

মেঝেতে খুবই অস্পষ্টভাবে খোদাই করা একটা ক্রুশচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। মানুষের পায়ের তলায় পড়তে পড়তে অনেকটাই ক্ষয় হয়ে গিয়েছে চিহ্নটা।

গলা থেকে রূপার ক্রুসিফিক্স খুলে নেয় গ্রে। ফ্রায়ার অ্যাগ্রিয়ারের ক্রুশের আকৃতি আর গঠনের সাথে মেঝেতে খোদাই করা ক্রুশকে মিলিয়ে দেখতে শুরু করে। নিখুঁতভাবে মিলে যায়।

"খুঁজে পেয়েছ," ভিগর বিস্মিত হন। ইতিমধ্যে ব্যালথেজার তার বেল্ট থেকে একটা রাবারের ছোট কাঠির মতো জিনিস বের করে এনেছেন। সেটা দিয়ে মেঝের ওপর আস্তে আস্তে টোকা দিতে শুরু করেন তিনি।

ভিগর ব্যাখ্যা করলেন, "টাওয়ার অফ উইন্ডের যে টালিতে আমরা খোঁদাই করা চিহ্ন পেয়েছিলাম, এভাবেই তার নিচের ফাঁপা অংশটা বোঝা গিয়েছিল। পার্কাশন, লুকানো কোনও ফাঁকা স্থান খুঁজে বের করার নির্ভরযোগ্য উপায়।"

ব্যালথেজার টালির ওপর দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে যাচ্ছেন। কপালের ভাজগুলো আরও গভীর হলো। "কিছুই নেই," বিরক্ত কণ্ঠে বললেন তিনি।

"আপনি কি নিশ্চিত?" ভিগর বললেন। "এখানেই থাকার কথা।"

"নাহ," গ্রে বলল, ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে। "যিশু কোনদিকে তাকিয়ে আছেন?"

রূপার ক্রুসিফিক্সে ফুটে থাকা যিশুর অস্পষ্ট অবয়বের দিকে তাকালেন ভিগর।

"গম্বুজের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি," গ্রে নিজ থেকেই উত্তর দিয়ে দিল। সেই একই গম্বুজ, যা মার্কো পোলোকেও ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল। ফাঁপা ইটের গাঁথুনিতে যেটাকে একদম হালকা করে বানানো হয়েছে। কিছু লুকাতে চাইলে সেটা অনন্তকাল..."

ভিগরের মুখ হাঁ হয়ে গেল। "অবশ্যই। কিন্তু কোন ইট..?"

ব্যালথেজার বলতে লাগলেন, "আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।"

ভবনের পেছন দিকে দৌড়ে গেলেন তিনি। হাত বাড়িয়ে ভিগরকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল গ্রে। মাটি থেকে রূপার ক্রুশটা তুলে গলায় পরে নিল।

"চমৎকার, গ্রে।"

"আমরা কিন্তু এখনও দ্বিতীয় পাইতজু টা খুঁজে পাইনি।"

শেইচানের সাথে গ্রে'র আড়ালে কথা বলার ব্যাপারটা ভিগরের নজর এড়ায়নি। "এতো তাড়াহুড়া কিসের, গ্রে? নাসের আসার আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। দ্বিতীয় চবি খোঁজার দরকার-ই বা কি?"

"কারণ আমি নাসেরকে খুশি রাখতে চাই," গ্রে বলল। ওর চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পেলেন ভিগর। বুঝতে পারলেন, কিছু কথা গোপন করে যাচ্ছে গ্রে। নতুন কোনও প্রশ্ন করার আগেই ব্যালথেজারকে ছুটে আসতে দেখা গেল। তার হাতে ছোট্ট একটা যন্ত্র ধরে রাখা। "এধরনের নির্মাণ কাজে পরিদর্শন করতে হলে, সাথে করে একটা লেজার পয়েন্টার নিয়ে আসা উচিত।"

মাটির ওপর উবু হয়ে বসে, খোদাই করা ক্রুশের ওপর লেজার রশ্মি ফেললেন তিনি। কোনও লাভ হলো না।

ব্যালথেজার মাটি থেকে এক মুঠো প্লাস্টারের গুঁড়ো তুলে নিলেন। লেজার রশ্মি ফেলামাত্র চুনি পাথরের মতো ঝকমক করে উঠল ধূলিকণা। "কাজ হয়েছে," তিনি উঠে দাঁড়ালেন। "স্ক্যাফোল্ডিংয়ের ওপর উঠে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, কোন ইটকে আলোকিত করতে পারে এই পয়েন্টার। কে করবে কাজটা?"

গ্রে মাথা নাড়ল, "আমি করব।"

ব্যালথেজার আশপাশ দেখে নিলেন। তারপর ওর হাতে তুলে দিলেন হাতুড়ি-বাটাল। "আমি এগুলোও নিয়ে এসেছি," গ্রে-কে জিনিসগুলো লুকিয়ে ফেলতে ইশারা করলেন। "তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে। তুর্কি সরকারের অনুমোদিত স্পেশাল আর্টিসান পাস ছাড়া আর কারও ওপরে ওঠার অধিকার নেই। আমি কিউরেটরের থেকে ওপরে ওঠার অনুমতি নিয়েছি। কয়েকটা ছবি তুলব বলেছিলাম। কিন্তু আশেপাশের প্রহরীরা..." স্ক্যাফোল্ডিংয়ের মইয়ের কাছে দাঁড়ানো অস্ত্রধারী প্রহরীর দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। "এই সন্ত্রাসবাদের যুগে ওদেরকে বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া আছে। উল্টাপাল্টা কিছু দেখলে প্রশ্ন করার আগেই গুলি করবে। আর যদি হাতুড়ি নিয়ে ছাদে উঠতে দেখে..." কথা শেষ করলেন না।

"যা করবে সাবধানে," ভিগর সতর্ক করে দিলেন। "কোনওভাবেই ধরা পড়া যাবে না। এখান থেকে আমাদের বের করে দিলে বা পুলিশে খবর দিলে.."

বাকি কথাটা বুঝে নিল গ্রে।

নাসের জেনে যাবে।

"শুধু আমাদের জীবনই হুমকির সম্মুখীন হবে না।" ভিগর যোগ করলেন।

গ্রে'র বাবা মাকেও ভুগতে হবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্রে। নিচুকণ্ঠে বলে ওঠল, "অন্যভাবে ব্যস্ত রাখতে হবে তাহলে।"

সকাল ১১:৪৮

মাথা নিচু করে স্ক্যাফোল্ডিং বেয়ে উঠছে গ্রে। যাদুঘরের কিউরেটরকে সাথে নিয়ে নিচে দাঁড়িয়ে আছেন ব্যালথেজার। প্রহরীকে দেখার জন্য একটু ঝোঁকার চেষ্টা করে ও। উর্দিপরা লোকটাও নিচ থেকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

এমন নজরবন্দী অবস্থাতেই কাজ চালিয়ে যেতে থাকে গ্রে। দুই মিনিট পর স্ক্যাফোল্ডিংয়ের শীর্ষভাগে উঠে পড়তে সক্ষম হয়। গম্বুজের ছাদটা এখন একদম হাতের নাগালে। চারপাশে ইসলামিক ক্যালিগ্রাফির চোখ ধাঁধানো সব নিদর্শন। মাথার ঠিক ওপরে গম্বুজের চূড়াটা দেখা যাচ্ছে। গাঢ় বেগুনি পটভূমির ওপর সোনালি রঙের আরবি হরফে অলঙ্কৃত জায়গাটা।

চূড়ার ধার ঘেঁষে কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা করছে গ্রে। নিচ থেকে লেজার পয়েন্টার ধরে রেখেছেন ব্যালথেজার। প্লাস্টারের একটা গাঢ় বেগুনি অংশের দিকে চোখ আটকে গেল ওর। লাল রঙের একটা বিন্দু জ্বলজ্বল করছে। দারুণ!

নির্দিষ্ট ইটের খোঁজ পেয়ে আরেকটু কাছে ঝুঁকে গেল ও। প্লাস্টার হাতড়াতে শুরু করল ওখানটায়। কিছুই খোদাই করা নেই। কোনও অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে না। গ্রে ভ্রূকুটি করল। বুঝতে ভুল হয়নি তো?

উত্তরটা জানার একটাই উপায়। লেজার রশ্মির পথে নিজের হাত বাড়িয়ে দিল গ্রে। আলোকিত হয়ে উঠল হাতটা।

এটা একটা বিশেষ সংকেত। ব্যালথেজার তার হাতে ধরা পয়েন্টারটাকে নিচের গহ্বরপূর্ণ নেভের দিকে ঘুরিয়ে ধরলেন।

হঠাৎ গির্জার নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দিয়ে চারপাশ থেকে পুলিশের বাশির মতো আওয়াজ ভেসে এলো। লোকজন চিৎকার করে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে।

ওদিকটায় আগুন জ্বলতে দেখল গ্রে। মোজাইক মোছার কাজে ব্যবহৃত অ্যালকোহল দিয়ে একটা মলোটভ ককটেইল,, বানিয়ে রাখা হয়েছিল। ভিগর সেটাকে আগেই জায়গামতো লুকিয়ে রেখেছিলেন।

আরও চিৎকার শোনা যাচ্ছে। এই সুযোগে কাজটা সেরে নিতে হবে। বেল্ট থেকে যন্ত্রপাতি বের করে কাজে লেগে গেল গ্রে। লেজার পয়েন্টারের আলোতে জ্বলে ওঠা অংশটার ওপর বাটাল ঠেকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

এমন সময় নিচ থেকে আরেকটা বাঁশির মতো আওয়াজ শোনা গেল। দ্বিতীয় বিস্ফোরণ। হাতুড়ি দিয়ে জোরে আঘাত করল গ্রে। শুকনো কাদামাটি সহ খানিকটা প্লাস্টার ছুটে গেল সেখান থেকে। ইটের কিছুটা অংশ খসে পড়ে ওর বুকের ওপর ছিটকে এলো। গ্রে সেটাকে মাটিতে পড়তে দিল না। শার্টের আড়ালে লুকিয়ে ফেলল সঙ্গে সঙ্গেই।

বাটালের সাহায্যে ও ফাঁপা ইটের কেন্দ্রের অংশটাকে উঁচিয়ে ধরার চেষ্টা করল। সেখানে একটা গর্ত হয়ে যেতেই, হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। শুকনো মাটির পরিবর্তে কাঁচের মতো পিচ্ছিল কিছু একটা হাতে ঠেকছে। চারপাশে ভালো করে হাতড়াতে শুরু করল ও।

এখানে কিছু একটা আছে।

হাত দিয়ে জিনিসটা টেনে বের করে আনল গ্রে। মনে মনে সোনালি পাইতজু ভাবলেও, বের করার পর দেখা গেল সেটা আসলে আট ইঞ্চি লম্বা একটা ব্রোঞ্জের চোঙা। দুই মুখ আটকানো। এটাকেও শার্টের ভেতরে চালান করে দেয়া হলো। আশেপাশে নজর বুলিয়ে ও বুঝতে পারল, আগুন নিভানোর ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে।

তাড়াহুড়া করে আবার হাত ঢুকাতেই, তর্জনীতে ভারী কিছু একটার ছোঁয়া পেল গ্রে। কয়েক সেকেন্ডের চেষ্টায় বের করে আনলো আরেকটা সোনালি পাইতজু।

একটু অসাবধান হতেই ভারী জিনিসটা হাত ফসকে স্ক্যাফোল্ডিংয়ের ধাপে গিয়ে পড়ল। ঘন্টার মতো বেজে উঠল ধাতব অংশটা। গম্বুজের ফাঁপা অংশের কারণে বিবর্ধিত হয়ে শব্দটা চারপাশে ছড়িয়ে গেল। কপাল খারাপ, নিচের পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এসেছে আগেই।

ধুর!

শব্দটা চারদিকে প্রতিধ্বনিত হতেই, গ্রে পাইতজুটাকে তুলে নিয়ে শার্টের ভেতর লুকিয়ে ফেলল। নিচ থেকে কেউ চিৎকার করার আগেই হাতে ধরা হাতুড়িটা নিচে ফেলে দিল ও। তারপর উল্টে পড়ে গেল সেখান থেকে। মুখ থেকে বেরিয়ে এলো আর্তনাদ।"

দোতলার স্তম্ভে দাঁড়িয়ে গ্রে-কে স্ক্যাফোল্ডিংয়ের ওপর থেকে পা ফসকে পড়ে যেতে দেখলেন ভিগর।

না...

কিছুক্ষণ আগেই গির্জার আরেক প্রান্ত থেকে শিস বাজিয়ে মটোলোভ ককটেল ছুঁড়ে ফেলেছিলেন তিনি। ময়লার বালতির ভেতর জিনিসটাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। খুব তাড়াহুড়া করে কাজটা করতে হয়েছে, আরেকটু হলে তার হাতই উড়ে যেতে পারত। পরেরটাকে ফেলেছিলেন একটা গাছের টবে। এসব কাজ করে তার পেশা আর অবস্থান, দু'টোকেই অসম্মান করেছেন তিনি। তবে কপাল ভালো, প্রহরীরা তার দিকে ফিরেও তাকায়নি। আর সেই সুযোগে তিনি দোতলায় উঠে এসেছেন।

গির্জার মূল কেন্দ্রে এসে দাঁড়াতেই তিনি গ্রে-কে স্ক্যাফোল্ডিংয়ের ওপর থেকে পড়ে যেতে দেখলেন। লোকজন দৌড়াতে শুরু করেছে, কেউ কেউ আবার নিচ থেকে সরে জায়গা করে দিচ্ছে। মার্বেলের মেঝেতে সশব্দে একটা হাতুড়ি আছড়ে পড়ল হঠাৎ।

ইতিমধ্যে গ্রে ডিগবাজি দিয়ে স্ক্যাফোল্ডিংয়ের এক পাশে বেরিয়ে থাকা অংশ ধরে ঝুলে পড়েছে। পাগুলো বাতাসে ছুঁড়ছে, নিচে কিছুর নাগাল পাওয়ার জন্য। রাখার মতো খানিকটা জায়গা খুঁজে পেতেই ভারসাম্য রক্ষা করে নিল ও। পিঠ ঠেকিয়ে রেখে লম্বা লম্বা শ্বাস ফেলতে শুরু করল। স্ক্যাফোল্ডিংয়ের প্রহরী ওর দিকে চিৎকার করে উঠল। তারপর আরেকজন সিকিউরিটি গার্ডকে ইশারা করল মই বেয়ে ওপরে উঠে যেতে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে ব্যালথেজার আর যাদুঘরের কিউরেটরের পাশে এসে দাঁড়ালেন ভিগর। ওদিকে সিকিউরিটি গার্ড গ্রে-কে সাহায্য করছে। লোকটার সহায়তায় আস্তে আস্তে নিচে নেমে এলো গ্রে।

পরিস্থিতি একটু সামলে নিতেই রাগে ওর মুখ বেগুনি হয়ে গেল। হাতুড়ির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, "এখানকার কর্মচারীরা কি কাজের পর জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখে না?" এই হাতুড়িটাই একটু আগে ওকে দিয়েছিলেন ব্যালথেজার। "নিচে হট্টগোল শুনতে পেয়ে আমি অসাবধানতাবশত এই হাতুড়ির ওপর পা দিয়ে ফেলেছিলাম। আরেকটু হলেই মারা যেতাম!"

কিউরেটর এগিয়ে এসে হাতুড়িটা তুলে নিলেন। "দুঃখিত স্যার, আমি ক্ষমা চাইছি। এমন অদূরদর্শিতা...আমি বিষয়টা দেখব। আপনার হাত..."

বুকের ওপর কায়দা করে হাত ভাঁজ করে রেখেছিল গ্রে। শার্টের ভেতর অনেক কিছু লুকিয়ে রাখা। "মচকে গেছে, জোড়াই খুলে গেল কি না!" কিউরেটরের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল ও।

"পুলিশ আসতে শুরু করেছে... আগুন লাগার খবর পেয়ে.." কিউরেটর বিড়বিড় করলেন।

গ্রে'র দিকে চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকালেন ভিগর। পুলিশ আসার কথা যদি নাসেরের কানে যায়...

গলা খাঁকারি দিলেন ভিগর। "আগুন। কোনও বেকুব পর্যটক হয়তো সিগারেট ছুঁড়ে ফেলেছিল। কেউ মজাও করতে পারে..."

কথাটা কিউরেটরের কানে গেল বলে মনে হয় না। আরেকজন প্রহরীর দিকে ঘুরে তুর্কি ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছেন তিনি। ভিগর কথাগুলো বুঝতে পারলেন। ব্যাপারটা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে।

"না, না," তিনি জোর করলেন। "ওকে হাসপাতালে নেয়ার মতো কিছু হয়নি। অ্যাম্বুলেন্সের দরকার নেই।"

গ্রে চোখ বড় বড় করে তাকাল। গির্জা ছেড়ে কোথাও যাওয়া যাবে না এখন। এই ছলচাতুরী করে আরও বিপদে পড়তে হবে কে জানতো!

"মনসিনর ঠিকই বলেছেন," হাত ভাঁজ করে ঘুরিয়ে নিল ও। ভিগর ওর মুখে যন্ত্রণার ছাপ দেখতে পেলেন। আসলেই ব্যথা পেয়েছে। "সামান্য মচকে গেছে। ও কিছু নয়।"

"না, স্যার। আমাদের যাদুঘরের নিয়ম এটা। এখানে থাকা অবস্থায় কারও কোনও ক্ষতি হলে, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য।"

কিউরেটরকে পরাস্ত করার কোনও উপায়ই দেখছেন না ভিগর।

গলা খাঁকারি দিয়ে সামনে এগিয়ে এলেন ব্যালথেজার, "বিলক্ষণ। ততোক্ষণ আমরা না হয় একটু বিশ্রাম করে নেই। আপনার অফিসটা তো বেসমেন্টে, তাই না?"

"অবশ্যই। কেউ আপনাদের বিরক্ত করবে না। আমি পুলিশের সাথে কথা বলছি। অ্যাম্বুলেন্স আসামাত্র আপনাদের জানিয়ে দেব। আর ডঃ পিনোসো, আমি খুবই দুঃখিত। আপনি আমাদের মেধা আর মূল্যবান সময় দিয়ে কত উপকার করেছেন। আর তার প্রতিদানে..."

ব্যালথেজার তার কাঁধে হাত রাখলেন। "হাসান, চিন্তার কিছু নেই। সব ঠিক আছে। একটু ভয় পেয়েছে শুধু। ওর একটু দেখেশুনে ওঠা উচিত ছিল।"

দূর থেকে সাইরেনের শব্দ শোনা গেল।

"এইদিকে," কিউরেটর পথ দেখালেন।

কিছুক্ষণ পরেই তাদের তিনজনকে কিউরেটরের অফিসে বসে থাকতে দেখা গেল। সাজানো গোছানো সুন্দর একটা জায়গা। দেয়ালে তুরস্কের রাষ্ট্রপতির সাথে কিউরেটর হাসান আহমেদের ছবি শোভা পাচ্ছে। আরেকদিকের দেয়ালে, মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র ঝুলানো।

ব্যালথেজার ভেতর দিকে দরজা লাগিয়ে দিলেন, "এই বেসমেন্টে অনেকগুলো ঘর মিলে একটা গোলকধাঁধার মতো সৃষ্টি হয়েছে। নাসের আসার আগ পর্যন্ত আপনারা এখানে লুকিয়ে থাকতে পারবেন। আমি কিছুক্ষণ পর হাসানকে বলে আসব যে আপনারা চলে গিয়েছেন।"

"এরকমই কিছু একটা করতে হবে," ভিগর গ্রে'র পাশে একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছেন ওর কাঁধে মালিশ করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন। "আমাদের হাতে আর বেশি সময়ও নেই। কিছু খুঁজে পেয়েছ ওখানে?"

উত্তর হিসেবে, গ্রে শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করে। ভেতর থেকে একটা সোনার পাইতজু আর ব্রোঞ্জনির্মিত চোঙা বেরিয়ে আসে, সেই সাথে মাটির দলা। গ্রে সেটাকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দেয়।

ভিগর ঘুরে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ সেই মাটির দলা তার মনোযোগ কেড়ে নেয়। লালচে রঙের মাটির দিকে দৃষ্টি আটকে যায় তার।

"ফাঁপা ইটের একটা টুকরা এটা," গ্রে তিক্তকণ্ঠে বলল। "আমি এটাকে ওপরে ফেলে আসতে চাইনি। এমনিতেই সবকিছু খারাপ যাচ্ছে আজ।"

ভিগর জিনিসটাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। একপাশে এখনও কিছুটা বেগুনি প্লাস্টার লেগে আছে। কিন্তু ভেতরের দিকে আকাশী রঙের পুরু প্রলেপ দেখা যাচ্ছে। একটা ফাঁপা ইটের ভেতরের অংশ এত যত্ন করে কে রঙ করেছে?

"কোনও অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্ট দেখতে পেয়েছ?" ভিগর জিজ্ঞেস করলেন। তারপর মাটির দলাটাকে টেবিলে রেখে দিলেন আবার।

"নাহ। কোনও লেখালেখির চিহ্ন নেই।"

ব্যালথেজার ঝুঁকে বসে সোনালি পাইতজুটাকে উল্টিয়ে রাখলেন। "এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে।"

ভিগর কাছে এগিয়ে এলেন। অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের একটা অক্ষর দেখতে পেলেন সেখানে। তার চারপাশে একটা এবড়োখেবড়ো বৃত্তাকার চিহ্ন আঁকা।

"দ্বিতীয় চাবি," তিনি বললেন।

"কিন্তু জিনিসটা কী?" ব্যালথেজার জিজ্ঞেস করলেন।

ভিগর ব্রোঞ্জের চোঙাটা হাতে তুলে নিলেন। "এটাকে স্ক্রোল টিউব বলে মনে হচ্ছে।

"খুলে দেখতে হবে," গ্রে বলল।

ভিগর কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলেন। একজন পুরাতত্ত্ববিদ হিসেবে জানেন, এমন প্রাচীন নিদর্শনকে যাচ্ছেতাইভাবে নাড়াচাড়া করা উচিত নয়। মাপজোক করে, ছবি তুলে নিয়ে তালিকাভুক্ত করা উচিত এটাকে।

পকেট থেকে ছোট্ট একটা পেননাইফ বের করে আনলো গ্রে। ভিগরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল। "আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে।"

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে, ভিগর চাকুটা হাতে তুলে নিলেন। চোঙার মাথায় লাগানো ক্যাপটাকে টেনে তোলার চেষ্টা করলেন। সহজেই খুলে গেল ওটা। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা সাদা রঙের মোড়ানো জিনিস্‌টাকে যত্ন করে টেবিলের ওপর রাখলেন।

"স্ক্রোল," গ্রে বলল।

হাতে না নিয়েই জিনিসটা চিনতে পারলেন ভিগর। সারাজীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালেন। "এটা পার্চমেন্ট না, ভেলাম-ও না। এমনকি প্যাপিরাস-ও না।"

"কী এটা তাহলে?" ব্যালথেজার জিজ্ঞেস করলেন।

কিউরেটরের টেবিল থেকে একটা পেনসিল তুলে নেন ভিগর। মাথায় লাগানো ইরেজারের সাহায্যে জিনিসটাকে মেলে ধরার চেষ্টা করেন।

"দেখে মনে হচ্ছে কাপড়।" গ্রে বলল।

"সিল্ক," ভিগর প্যাচ খুলেই যাচ্ছেন। পুরো টেবিলের ওপর ছড়িয়ে গেল জিনিসটা। "সুই সুতার কাজ দেখতে পাচ্ছি।" সিল্কের ওপর কালো সুতোর সেলাই দেখা যাচ্ছে।

তবে সেলাই করে কোনও নকশা কিংবা ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়নি। বরং লিখে যাওয়া হয়েছে লাইনের পর লাইন। পুরো সিল্ক জুড়েই।

পড়ার জন্য মাথা কাত করল গ্রে, লাভ হলো না।

"এটা লিঙুয়া লোম্বার্ডা।" ব্যালথেজার ঘোষণা করলেন।

লেখার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছিলেন না ভিগর। "মার্কো পোলোর অঞ্চলের ইতালীয় উপভাষা," কাঁপা কাঁপা হাতে জিনিসটাকে ছুঁয়ে দেখলেন তিনি। প্রথম লাইনের অনুবাদ করলেন। "বিচিত্রভাবে সাড়া মিললো আমাদের প্রার্থনার।"

তিনি গ্রে'র দিকে তাকালেন।

"মার্কো পোলোর গল্পের বাকি অংশ," ও বলল। "বইটা যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক সেখান থেকে শুরু।"

"হারিয়ে যাওয়া পাতাগুলো," ভিগর সায় দিলেন। "সিল্কের ওপর সেলাই করা।"

দরজার দিকে ভীত চোখে তাকাল গ্রে। তারপর সিল্কের কাপড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাকিটুকু পড়ে ফেলুন।"

ভিগর শুরু থেকে পড়তে লাগলেন। প্রথমেই মার্কো মৃতের শহরে আটকে পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন। চারপাশ থেকে ঘিরে আছে নরখাদক যাযাবরের দল। পরের অংশটুকু অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অনুবাদ করে গেলেন। তার গলা কাঁপতে লাগল।

বিচিত্রভাবে সাড়া মিললো আমাদের প্রার্থনার। সে যেন বর্ণনারও অতীত -

মৃতের শহরে নেমে এলো রাতের আঁধার। আমাদের আশ্রয়স্থলের নিচে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগুনের মতো করে জ্বলজ্বল করছে এ শহরের পরিখা আর খাল। রঙ আর জেল্লা দেখে ছত্রাকের বিকির্ণ আলো বলে মনে হয়। সেই আলোতে এক ভয়ঙ্কর ভোজসভার দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি আমরা। মৃতরাই মৃতদের মাংস খাচ্ছে। পরিত্রাণের কোনও উপায় নেই। ফেরেশতার কী সাধ্য অভিশপ্ত এই শয়তানের রাজ্যে পা রাখার?

তখনই আমাদের মনে হলো, অন্ধকার বনের ভেতর থেকে এদিকে আসছে তিনজন মানুষ, দেহ থেকে অদ্ভুত এক দ্যুতি ঠিকরে বেরোচ্ছে। সেই দিব্য জ্যোতিতে নিচ থেকে ভেসে আসা আভাও ম্লান হয়ে গেল। তাদেরকে দেখামাত্র নরখাদক রাক্ষসগুলো ছিটকে সরে গেল, ঠিক যেন ফসলের ক্ষেতে বাতাসের দুর্দান্ত দাপট। দ্রুতবেগে শহরের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল তারা। ভবনের কাছে এসে দাঁড়াতেই দেখা গেল, তাদের সাথে সেই নরখাদকের আদলের তেমন কোনও পার্থক্য নেই। তবে তাদের শরীর থেকে অপার্থিব এক দেব জ্যোতি ছড়িয়ে পড়েছে।

ভয়ের চোটে খানের লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে পাথরের আড়ালে মুখ লুকালো। তারা তিনজন কিন্তু থামল না, নির্দ্বিধায় সামনে এগোল, মুখমণ্ডল কৃশকায়, দেহ জীর্ণশির্ণ। কিন্তু রাক্ষসদের মতো তাজা মাংসের লোভে উন্মত্ত হয়ে উঠল না। গা থেকে বেরোনো আলো তাদের শরীরের ভেতরেও ঢুকে আছে। নাড়িভুঁড়ি আর হৃৎপিণ্ড যেন উকি দিচ্ছে ভেতর থেকে। খানের বাহিনীর এক লোকের সামনে এসে দাঁড়াল ওদের একজন, স্পর্শ করল ওর শরীর। লোকটা চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আগন্তুকের স্পর্শে ওর চামড়ায় কালচে ফুসকুড়ি দেখা দিয়েছে।

ফ্রায়ার অ্যাগ্রিয়ার ওদের দিকে ক্রুশ উঁচিয়ে ধরলেন। প্রথমজন এগিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে সেটা স্পর্শ করল। কী যেন বলল অজানা এক ভাষায়। কেউ কিছুই বুঝল না। তবে ইশারা ইঙ্গিতে লোকটা নিজের অভিসন্ধির প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হলো। কাঠবাদামের খোসায় করে আমাদের কিছু একটা পান করাতে চায় ওরা।

খানের দলের একজন হয়তো এই ইঙ্গিতটা বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছিল। নিরাময়ের কোনও এক মহৎ উপায় পেশ করা হচ্ছে আমাদের সামনে। এর মাধ্যমেই হয়তো আমরা এই মহামারীর হাত থেকে পরিত্রান লাভ করব। তবে এই নিরাময়ের কঠিন মূল্য দিতে হবে। শেষপর্যন্ত কিসে পরিণত হব আমরা? ঈশ্বর ক্ষমা করুন।"

গল্পটা এখানেই শেষ।

হতাশ ভঙ্গিতে সরে বসলেন ভিগর, "আরও থাকার কথা।"

"তৃতীয় এবং শেষ চাবিটার সাথে লুকিয়ে রাখা।" গ্রে বলল।

মাথা নেড়ে সিন্কের ওপর টোকা দিলেন ভিগর। "তবে যে পর্যন্ত পড়েছি তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, কেন এই গল্পটা বলা হয়নি কখনও।"

"কেন?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

"অলৌকিক ঘটনার অবতারণা," ভিগর উত্তর দিলেন। দেবজ্যোতি, পরিত্রাণের উপায়–এসব দিয়ে কী বোঝাতে চাইছে?

"ফেরেশতা বলে মনে হলো," ব্যালথেজার বললেন।

"হুমম। তবে পৌত্তলিকদের ফেরেশতা", ভিগর বলতে লাগলেন। মধ্যযুগে এমন একটা জিনিসকে মেনে নেয়ার কথা না ভ্যাটিকানের। একটা কথা মনে রাখতে হবে, এই কাহিনীটাকে সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে এসে এভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। ইতালিতে সেসময় আরেকবার মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল প্লেগ। এতসব গোলমেলে বিষয়বস্তু থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ভ্যাটিকান একে ধ্বংস করেনি। গির্জার সংশ্লিষ্ট

কোনও গুপ্তসংঘ এই বার্তাটাকে লুকিয়ে সংরক্ষণ করার জন্য এমন কয়েক ভাগে বিন্যস্ত করেছে। কিন্তু আসল প্রশ্নটা হচ্ছে, কী-ই বা বাকি আছে বলার?"

"সেটা জানতে হলে, আমাদের তৃতীয় চাবিটা খুঁজে বের করতে হবে।" গ্রে বলল। কিন্তু শুরু করব কীভাবে? কোনও অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্ট তো খুঁজে পেলাম না।"

"হয়তো স্ক্রিপ্টটা খালি চোখে দেখা যায় না।" ভিগর যোগ করলেন।

গ্রে মাথা নাড়ল। ব্যাগের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে উঠল, "আমি একটা আল্ট্রাভায়োলেট লাইট নিয়ে এসেছি। আবার কোনও স্মারকস্তম্ভ হাতে পড়লে, কাজে লাগতে পারে।"

ব্যালথেজার বাতি নিভিয়ে দিলেন। গ্রে অতিবেগুনি রশ্মি ঘুরিয়ে দেখতে লাগল জিনিসগুলোর ওপর। "কিছুই পাওয়া গেল না।" শেষপর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হলেন। কানাগলিতে আটকে পড়েছে ওরা।

দুপুর ১২:৪৩

হতাশায় ডুবে গেল গ্রে।

"আর অপেক্ষা করা যায় না।" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল গ্রে।

গত পাঁচ মিনিট যাবৎ ওরা তৃতীয় চাবি খুঁজে পাওয়ার সম্ভাব্য সূত্র সম্পর্কে ভেবে যাচ্ছে। লেখাটার ভেতর লুকিয়ে থাকা কোনও তথ্যের পাঠোদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন ভিগর। সোনালি পাইতজুর চারপাশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন ব্যালথেজার। অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের অক্ষরের পাশে আঁকা বৃত্তের কোনও একটা মাহাত্ম্য আছে, এ বিষয়ে সবাই একমত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্ক্রোল গুটিয়ে ফেললেন ভিগর, "উত্তর এখানেই লুকানো থাকার কথা। শেইচান বলেছিল, গিল্ডের কাছে থাকা অনুলিপিটায় বলা আছে-একটা চাবি তার পরের চাবির খোঁজ দেবে।"

গ্রে ইটের টুকরাটা হাতে তুলে নিল। ওপরের প্লাস্টারে টোকা দিতে দিতে বলল, "বেগুনি রঙ ব্যবহারের কোনও মাহাত্ম্য আছে নাকি? যেকোনও রঙ-ই তো হতে পারত।"

স্ক্রোলটাকে ব্রোঞ্জের চোঙার ভেতর ঢুকাতে ঢুকাতে ওর দিকে তাকালেন ভিগর, "বেগুনি হচ্ছে রাজকীয় রঙ, অমরত্বের রঙ।"

জিনিসটাকে ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে রাখতে গিয়ে আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল গ্রে-র। ভেতরের এক পাশে চকচকে আকাশী নীল রঙ।

"নীল," নিজের মনেই বলে উঠল। "নীল আর রাজমর্যাদা।"

সাথে সাথে ব্যাপারটা বুঝে ফেলল ও।

অবশ্যই... একই সময়ে ভিগরও বুঝতে পেরেছিলেন। "নীল রাজকন্যা!"

ব্যালথেজার সোনার পাইতজুটা গ্রে'র দিকে বাড়িয়ে দিলেন। "কোকেজিনের কথা হচ্ছে নাকি? সেই যুবতী রাজকুমারী, যে মার্কোদের সাথে ভ্রমণে বেরিয়েছিল?"

"কিন্তু তার সাথে এই ঘটনার সম্পর্ক কী?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

"একটু পেছনে ফিরে যাওয়া যাক," ভিগর বলতে শুরু করলেন। "প্রথম চাবিটা পাওয়া গিয়েছে ইতালির ভ্যাটিকানে, যেখানে মার্কোর যাত্রা শেষ হয়েছিল। একটা গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পোলোর যাত্রাপথ হিসাব করে উল্টোদিকে যেতে থাকলে, ইসতানবুল চলে আসে। যে শহরে এসে মার্কো এশিয়া ছেড়ে আবার ইউরোপে পা ফেলেন। দুই মহাদেশের মধ্যস্থান হিসেবে আরেক মাইলফলক।"

"আরও পেছনে হিসাব করলে...?" গ্রে বলল।

"কুবলাই খানের দেওয়া কাজটা মার্কো যেখানে গিয়ে সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন, সেখানেই হবে পরবর্তী মাইলফলক। পুরো অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কোকেজিনকে পারস্যে পৌঁছে দেয়া।"

"কিন্তু পারস্যের কোন জায়গায়?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

"হরমুজ," ব্যালথেজার উত্তর দিলেন। "ইরানের দক্ষিণাংশে অবস্থিত এই হরমুজ আইল্যান্ড। পার্সিয়ান উপসাগরের মুখেই।"

গ্রে সোনালি পাইতজুটা হাতে তুলে নিয়ে বৃত্তঘেরা চিহ্নটার দিকে তাকায়। "দ্বীপের কোন মানচিত্রের খসড়া রূপ নাকি এটা?"

"চলো দেখা যাক," ভিগর উঠে দাঁড়ালেন। দেয়ালে ঝুলানো মানচিত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। গ্রে তাকে অনুসরণ করল।

পার্সিয়ান উপসাগরের নিচের দিকে একটা ছোট দ্বীপের দিকে নির্দেশ করলেন ভিগর। ইরানের ভূ-সীমার একদম কাছে। সেই একইরকম বৃত্তাকার জায়গা, একদিকে সামান্য টোল খাওয়া। পাইতজুর ওপর আঁকা চিহ্নটার সাথে একদম হুবহু মিলে যায়।

"পেয়েছি," গ্রে উত্তেজিত হয়ে উঠল। "আমরা জেনে ফেলেছি, কোথায় যেতে হবে এরপর।"

তার মানে ওর পরিকল্পনাটা এখনও কাজে লাগানো যাবে।

"কিন্তু নাসেরের কী করবে?" ভিগর জিজ্ঞেস করলেন।

"ওর কথা কি ভোলা যায়?" গ্রে মনসিনরের কাঁধে হাত রাখল। "আমি চাই, আপনি প্রথম চাবিটা ব্যালথেজারকে দিয়ে দেবেন।"

ভিগর ভ্রূ কুঁচকালেন, "কেন?"

"এখানে কোনও ঝামেলা হলেও নাসেরের হাতে জিনিসগুলো তুলে দেয়া যাবে না। এখানে খুঁজে পাওয়া দ্বিতীয় চাবিটাকে প্রথম চাবি বলে চালিয়ে দেয়া যাবে সেক্ষেত্রে। আপনারা যে ভ্যাটিকানে একটা চাবি খুঁজে পেয়েছেন, সেটা নাসেরের জানার কথা না," গ্রে দু'জনের দিকে তাকাল। "আমার ধারণা, কথাটা বাইরের কাউকে জানাননি আপনারা।"

দু'জনই মাথা নাড়লেন...ভালো।

ভিগরের কপালের ভাঁজ এখনও মিলিয়ে যায়নি। "তবে নাসের এখানে আসামাত্র, ব্যালথেজারের ওপর তল্লাশি চালিয়ে আরেকটা চাবি খুঁজে নেবে।"

"কিন্তু তার আগেই যদি ব্যালথেজার এখান থেকে সরে পড়েন?" গ্রে জিজ্ঞেস করল। "আমার ধারণা, নাসের আপনার সহকর্মীর এখানে আসার কথাটা জানে না। আপনার মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে, শুধু একটা খবরই পেয়েছে নাসের–আপনি আমাদের সাথে দেখা করতে এখানে এসেছেন। আমরা শেইচান, কোয়ালস্কি আর ব্যালথেজারকে আগেভাগেই হরমুজ আইল্যান্ডে পাঠিয়ে দেব। তৃতীয় চাবিটা খুঁজে বের করার দায়িত্বটা ওরা নিক। আর নাসের এখানে আসার পর, ওকে যতক্ষণ সম্ভব লেজে খেলানোর ব্যবস্থা করে যাব আমরা। তবে, আমার বাবা-মা'র জীবন রক্ষার্থে শেষ পর্যন্ত ওকে সঠিক দিক নির্দেশনাও দিতে হতে পারে।"

"আশা করা যায় শেইচান তৃতীয় চাবি খুঁজে বের করতে পারবে।" ভিগর বললেন।

"তাহলে আমাদের হাতে দর কষাকষির করার মতো কিছু একটা থাকবে।" নড করল গ্রে। জানে, সব পরিকল্পনা শুধু একটা আশার ওপরেই নির্ভরশীল। পেইন্টার ওর বাবা মাকে খুঁজে বের করার ব্যবস্থা করবেন।

এবং যদি গ্রে'র হিসাব নিকাশে কোনও ভুল না হয়।

দুপুর ১:০৬

হায়া সোফিয়ার পশ্চিম প্রবেশদ্বারের উল্টোদিকের একটা হোটেলে অবস্থান করছে শেইচান। পাঁচ তলার একটা ঘরে বসে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে এই মুহূর্তে। হেকলার অ্যান্ড কক পিএসজিআই স্নাইপার রাইফেলের হাতলের সাথে চিবুক ঠেকিয়ে বসে আছে ও। সংযুক্ত টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে গির্জার সামনের প্লাজার দিকে তাকিয়ে আছে।

পুলিশের ভিড় দেখা গেল ওদিকটায়।

কী হয়েছে?

ওর পেছনের বিছানায় সোজা হয়ে পড়ে আছে কোয়ালস্কি। হাতের কাছে একটা পিস্তল আর ৫.৫৬ মিলিমিটার অ্যাসল্ট রাইফেল রাখা।

স্নাইপারে লাগানো টেলিস্কোপের সাহায্যে হায়া সোফিয়ার ইমপেরিয়াল ডোরের দিকে নজর রাখছে শেইচান। আশেপাশে লুকিয়ে থাকা আক্রমণকারীদের খুঁজে ফিরছে ওর সতর্ক চোখজোড়া।

এখন পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু দেখা যায়নি। নাসেরের লোকেরা গেল কোথায়? এতক্ষণে ওদের এখানে চলে আসার কথা। ইসতাম্বুলে গিল্ডের প্রচুর প্রতিপত্তি আর গোপন অস্ত্রের যোগান আছে। এই ঘরে পড়ে থাকা অস্ত্রগুলোই তার প্রমাণ।

"কোনও একটা ঝামেলা আছে বলে মনে হয়," শেইচান বিড়বিড় করে আবার কাজে মনোযোগ দিল ও। গির্জা থেকে লম্বাচওড়া একটা লোক বেরিয়ে আসছে।

নাম না জানলেও শেইচানের পরিচিত লোকটা। দুই বছর আগে নাসেরের সাথে একটা মিটিং করতে দেখেছিল। ওদের ভেতর একটা পেটমোটা খাম চালাচালি

হয়েছিল তখন। নাসের জানতো না যে, শেইচান ওকে গোপনে অনুসরণ করছে। অচেনা লোকটার কিছু ছবি তুলে সুইস ব্যাংকের ভল্টে রেখে দিয়েছিল শেইচান। ভেবেছিল দুর্দিনের সময় কাজে লাগানো যাবে। আজ সেই সুযোগ মিলতে যাচ্ছে।

হায়া সোফিয়ার ভেতরেই ঘাতক পাঠিয়ে রেখেছে নাসের। প্লাজার সামনে এসে লোকটাকে একটা মোবাইল ফোন হাতে নিতে দেখল শেইচান।

সম্ভবত নাসেরকে ফোন করছে। এখানকার খবরাখবর দিতে চায় ওকে।

হঠাৎ শেইচানের ফোন বেজে উঠল।

অদ্ভুত!

ফোনটা হাতে নিয়ে একটা অচেনা নম্বর দেখতে পেল শেইচান। কানে লাগাতেই ওপাশ থেকে একটা অপরিচিত গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। "হ্যালো। আমি শেইচান নামে একজনকে খুঁজছি। আমাকে এই নম্বরে ফোন করতে বলা হয়েছে। একজন মনসিনর আর একজন আমেরিকান চাচ্ছেন, আমাদের দেখা হোক।"

শেইচানের গা শিউরে উঠল। লোকটাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ও।

"ব্যালথেজার পিনোসো বলছি, ভ্যাটিকানের আর্ট হিস্ট্রি বিভাগের ডিন আমি।"

অবশেষে লোকটার নাম মনে পড়ে গেল ওর। ব্যালথেজার পিনোস, গিল্ডের একজন সদস্য। নিজের খুব কাছের একজনকে ব্যবহার করছে নাসের। এক মুহূর্তে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। সিগমার ভেতর কোনও বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচর নেই। আসলে আছে ভ্যাটিকানে..

"হ্যালো," লোকটা আবারও বলল। কণ্ঠে উদ্বেগের ছাপ ফুটে উঠেছে।

শেইচান স্নাইপারের গোড়ায় শক্ত করে থুঁতনি চেপে রাখল।

"কোয়ালস্কি..." ফিসফিস করে সঙ্গীকে ডাকল ও।

"হুমম।"

"শিকার পেয়েছি!"

ট্রিগার টেনে দিল শেইচান।

১০

আউট অফ দ্য ফ্রাইং প্যান

জুলাই ৬, সন্ধ্যা ৭:১২
মিস্ট্রেস অফ সী'জে

ঈশ্বরের অশেষ দয়ায় ককটেল পার্টি অবশেষে সমাপ্ত হলো।

কালো ককটেল ড্রেসের উপর পরা হাতে বানানো সিল্কের কোটটা খুলে ফেলল লিসা। ভেরা ওয়াং-এর ডিজাইন করা ড্রেসটার অস্বাভাবিক দাম। তবে কপাল ভালো, জিনিসটা ওকে কিনতে হয়নি। রাইডার ব্লান্টে'র সান্ধ্য আসরের জন্য প্রস্তুত হতে এসে, পোশাকটাকে বিছানায় দেখে সে।

ডঃ দেবেশ পতগুলি নিশ্চয় নিজে এটাকে বেছে নিয়েছিল। পোশাকটা খুলে রাখার জন্য এই একটা কারণই যথেষ্ট। লিসা যেতে চায়নি, কিন্তু দেবেশ ওকে সেই সুযোগ দিলে তো! তাই বাধ্য হয়েই রাইডারের স্যুইটে অন্যান্য কর্মচারীদের সাথে যোগ দিতে হয়েছে ওকে।

শ্যাম্পেন আর ঠাণ্ডা পানির যেন ফোয়ারা বইছিল, রূপালি প্লেটে করে পরিবেশন করা হয়েছিল হোরস ডি'অউভেরস, ওয়েটাররা হাতে নিয়ে ঘুরছিল, বুফে টেবিলে শোভা পাচ্ছিল বরফের ট্রে'তে রাখা ক্যাভিয়ার। লিসা বুঝতে পারল, জাহাজের অর্কেস্ট্রা সদস্যদের অনেককেই বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। ব্যালকনিতে সূর্যাস্তের হালকা আলোতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছিল দলটা, কিন্তু বৃষ্টি শুরু হলে তাদেরকে ভেতরে চলে যেতে বলা হলো।

এখনও বৃষ্টি হচ্ছে, তবে তা ঝড়ের রূপ নিয়েছে। থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে বজ্রের ধ্বনি। তবে অন্তত জাহাজ এখন স্থিতিশীল অবস্থায় আছে। ডুবন্ত একটা আগ্নেয়গিরির পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। তবে টাইফুনের খবর আর অন্যান্য দায়িত্ব রাইডারের অনুষ্ঠানের আকস্মাৎ পরিসমাপ্তি টানতে বাধ্য করেছে।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার ছিল অনুষ্ঠানের আয়ুষ্কাল। পোশাক খুলে ফেলল লিসা, পরনে শুধু আন্তর্বাস। জিন্স আর ব্লাউজ পরে নিল তারপর। খালি পায়েই বিছানায় রাখা ইভিনিং পার্সের কাছে হেঁটে গেল—পতগুলির আরেক উপহার। গুচি ব্যাগটায় এখনও প্রাইস ট্যাগ লেগে আছে।

ছয় হাজার ডলারের বেশি!

তবে এই মুহূর্তে পার্সে যে জিনিসদুটো ও বয়ে বেড়াচ্ছে, তার মুল্য তারও অধিক। পার্টি চলা কালে রাইডার গোপনে লিসাকে ওগুলো দিয়েছে, হাতে আসামাত্র পার্সে সেগুলোকে ভরে রেখেছে সে-একটা ছোট্ট রেডিও আর একটা পিস্তল।

সেই সাথে যে খবরটা দিয়েছে, তা আরও অসাধারণ।

মঙ্ক বেঁচে আছে! আর তারচেয়ে বড় কথা এই মুহূর্তে জাহাজেই আছে সে!

পিস্তলটাকে জিন্সের ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজে নিল লিসা, ব্লাউজ দিয়ে ঢেকে দিল। রেডিও হাতে নিয়ে দরজার সাথে কান লাগিয়ে দাঁড়াল।

ওর দরজায় রক্ষী মোতায়েন করা হয়নি। এই উইং-এর পুরোটা সিঁড়ি আর এলিভেটরের জায়গা থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে। দেবেশ লিসার জন্য ভেতরের দিকের একটা কেবিন ছেড়ে দিয়েছে। ওর কেবিন থেকে রোগিনী মাত্র দুই ঘর দূরে। আশেপাশে কেউ নেই বুঝতে পেরে, রেডিওটা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল লিসা। ট্রান্সমিটার চেপে ধরে বলল, "মঙ্ক? শুনতে পাচ্ছ? ওভার।"

এরপর শুধুই অপেক্ষা।

কিছুক্ষণ ঝিরঝির শব্দের পর পরিচিত একটা শব্দ কানে এলো, "লিসা? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! রাইডার তাহলে তোমাকে রেডিওটা পৌঁছে দিতে পেরেছে। পিস্তল পেয়েছ? ওভার।"

"হ্যাঁ," মঙ্কের কাছ থেকে সব কিছু শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে সে। কিন্তু এখন সেসব নিয়ে আলোচনার সময় নয়, জরুরি কাজ বাকি আছে। "রাইডার বলল, তোমার নাকি একটা পরিকল্পনা আছে?"

"পরিকল্পনা বললে অত্যুক্তি হবে। বলতে পার, জান নিয়ে ভাগা যেতে পারে এমন একটা আইডিয়া আছে।"

"চলবে। কখন?"

"কিছুক্ষণের মাঝে রাইডারের সাথে পরিকল্পনাটা ঝালিয়ে নেব। আমদেরকে ২১০০ ঘণ্টায় (রাত ৯টা) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তৈরি থেকো, পিস্তলটা সাথে নিতে ভুলো না।" এরপর অল্প কথায় পরিকল্পনা বুঝিয়ে বলল মঙ্ক। লিসা মাঝে মাঝে দুয়েকটা জায়গায় ধরিয়ে দিল। হাতের ঘড়ি দেখে বুঝতে পারল, মাত্র দু'ঘণ্টা বাকি আছে!

"আর কাউকে জানাব?" জানতে চাইল ও।

দীর্ঘ একটা বিরতির পর জবাব এলো, "না। জানালে ভালো হতো, কিন্তু পালাবার চেষ্টায় সফল হতে হলে, যতটা সম্ভব ছোট হতে হবে দলটাকে। ঝড়ের আড়াল নিয়ে পালাতে হবে। রাইডারে একটা প্রাইভেট বোট আছে, স্টারবোর্ড সাইডে আছে ওটা। তোমার বন্ধু জেসির কাছ থেকে একটা ম্যাপ পেয়েছি। এখান থেকে প্রায় ত্রিশ নটিক্যাল মাইল দূরে একটা ছোট শহর আছে। ওখানে পৌঁছে সিগমাকে সাবধান করে দেয়াটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে।"

"জেসি কি আমাদের সাথে আসছে?"

এবারের নীরবতাটুকু আগেরবারের চাইতেও বেশি।

লিসা আবারও জানতে চাইল, "মঙ্ক?"

উত্তরে পেল দীর্ঘশ্বাস, "জলদস্যুরা জেসিকে ধরে ফেলেছিল, পানিতে ছুঁড়ে দিয়েছে।"

"কী?" চোখের সামনে জেসির হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ভেসে উঠল। "মারা গিয়েছে?"

"জানি না। দেখা হলে সব খুলে বলব।"

মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচিত যুবকটার খবর শুনে দুঃখে ভরে উঠল লিসার মন, এমনকি কথাও বলতে কষ্ট হচ্ছিল।

"২১০০ ঘণ্টা," মঙ্ক আবার বলল। "রেডিও সাথে রেখ, তবে সবার নজর এড়িয়ে। আবার যোগাযোগ করব তোমার সাথে। আউট।"

হেডপিস সরিয়ে দুহাতে রেডিওটাকে আঁকড়ে ধরল লিসা। শক্ত, কঠিন বস্তুটার স্পর্শ যেন ওর মনটাকেও কিছু শক্ত করে তুলতে সাহায্য করল। কয়েক ঘণ্টার মাঝেই আবার কথা হবে। বজ্রপাতের শব্দে কেঁপে উঠল সে।

পকেটে পুরে নিল রেডিওটা, সেই সাথে হেডপিসও। ফুলে ওঠা পকেটটা ব্লাউজ দিয়ে ঢেকে রাখল।

কেবিনের দরজার দিকে নজর দিল এরপর। খালি হাতে পালাতে চায় না লিসা। রোগিনীর রোগ সম্পর্ক সমস্ত তথ্য কোথায় আছে, তা জানে ও। কম্পিউটারও আছে একটা...সেই সাথে ডিভিডি রাইটার!

ককটেল পার্টিতে হেনরি আর ডঃ মিলারের সাথে কথা হয়েছে। ফিসফিস করে ওরা জানিয়েছে, কীভাবে দেবেশ এবং তার দল জুডাস স্ট্রেইন কর্তৃক রূপান্তরিত খুনে ব্যাকটেরিয়ার স্যাম্পল সংগ্রহ করছে। এদের মাঝে সবচেয়ে ভয়ানকগুলো আলাদা করে রাখা হয়েছে। ওখানে দেবেশের নিজস্ব ভাইরাস বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য কারও প্রবেশাধিকার নেই।

"আমার তো মনে হয়, আগে থেকেই ভয়ানক এমন সব জীবাণুর ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে সে," ডঃ মিলার জানালেন। "*ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস* এবং *ইরসিনিয়া পেসটিস* লেখা প্লেট আমার নজরে পড়েছে।"

একটা অ্যানথ্রাক্স আর অন্যটা ব্ল্যাক প্লেগের জন্য দায়ী।

হেনরির ধারণা, দেবেশ ওসব জীবাণুর আরও ভয়াবহ এক প্রজাতি সৃষ্টি করতে চাইছে। তবে তিনজনের আলোচনায় একবারের জন্যও গিল্ডের এই উদ্দেশ্যের পেছনের কারণটা নিয়ে কথা হলো না, কেননা তা সবাই জানে-বায়োটেরোরিজম।

আরেকবার হাতঘড়ি দেখে দরজার দিকে এগোল লিসা। বিশ্বকে গিল্ডের ভয়াবহ পরিকল্পনার হাত থেকে বাঁচাতে হলে ওর তথ্যের প্রয়োজন হবে। আর সেই তথ্য মিলবে লিসার রোগিনীর কাছ থেকে। মহিলার দেহ নিজে থেকে সুস্থ হতে শুরু করেছে, কোষ থেকে ক্ষতিকর ভাইরাস তাড়ানো শুরু করেছে।

কেন? আর তারচেয়েও বড় প্রশ্ন-কীভাবে?

লিসা জানে, সুজান টিউনিস এর ব্যাপারে দেবেশ ঠিক বলেছে। এই এক রোগীই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ধারণ করে আছে। তাই যতটা সম্ভব তথ্য না নিয়ে ও যাবে না।

হ্যান্ডেল মুচড়ে দরজা খুলে ফেলল সে, পাঁচবার পা ফেলে পৌঁছে গেল সুজানের ঘরে। সামনেই বৈজ্ঞানিকদের স্যুইট, টেকনিশিয়ানরা এখনও আসা-যাওয়া করছে। বাতাসে জীবাণুনাশক আর সোঁদা মাটির গন্ধ।

সেন্ট্রাল স্পেসে নজর রাখা অস্ত্রধারী রক্ষীর সাথে চোখাচোখি হলো লিসার। লোকটা যন্ত্রপাতির ফাঁকে ফাঁকে হাঁটছে। পেছনে, হল থেকে ভেসে আসা আরও বেশ ক'জন গার্ডের গলা শুনতে পেল সে।

সুজান টিউনিসের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল লিসা, দেবেশের দেয়া কার্ডটা ব্যবহার করে দরজা খুলে ফেলল। বরাবরের মতো দু'জন আর্দালিকে দেখা যাচ্ছে, দেবেশ ওর দামি সম্পত্তিকে অরক্ষিত রাখার মতো বোকা নয়।

দু'জনের একজন চেয়ারে বসে আছে, একটা বেডে পা তুলে দিয়ে অল্প আওয়াজে টেলিভিশন দেখছে। পুরো জাহাজ জুড়ে এখন একটা হলিউড মুভি দেখানো হচ্ছে, সেটার উপরেই নজর। অন্য জন রোগিনীর পাশে দাঁড়িয়ে, হাতে ক্লিপবোর্ড। পনের মিনিট পর পর শারীরিক অবস্থা রেকর্ড করার কথা, এখন সেকাজেই ব্যস্ত।

"রোগীর সাথে আমি একাকী কিছু সময় কাটাতে চাই।" বলল লিসা।

বিশালদেহী লোকটার পরনে ডাক্তারী পোশাক, চেহারা তার পার্টনারের সাথে অবিকল মিলে যায়। দু'জন জমজ! ওদের নাম জানার ইচ্ছা কখনও হয়নি লিসার। তবে উভয় আর্দালি ইংরেজি জানে। ওর কথা শুনে শ্রাগ করল আর্দালি, ক্লিপবোর্ডটা লিসার হাতে ধরিয়ে দিয়ে পার্টনারের সাথে মুভি দেখায় যোগ দিল।

ব্যালকনির দরজা গলে বজ্রপাতের আলো ভেসে এলো, কানে এলো গর্জন। একমুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়ে গেল বাইরের পৃথিবী, তারপর আবার অন্ধকারে হারিয়ে গেল তা। বৃষ্টি আরও জোরে জোরে পরছে। লিসা গ্লাভ-মাস্ক পরে নিয়ে সুজানের পাশে এসে দাঁড়াল। পাশে রাখা যন্ত্রপাতিগুলো থেকে তুলে নিল একটা অপথ্যালমোস্কোপ। রোগিনীর চোখে অদ্ভুত এক ঘটনা দেখতে পেয়েছে সে, দেবেশকে জানায়নি। পালাবার আগে আরেকবার পরীক্ষা করে দেখতে চায়।

সুজানকে ঘিরে রাখা পাতলা প্লাস্টিকের তাঁবুটার একটা পাশ সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল লিসা। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে মহিলার বাম চোখের পাতা টেনে ধরল। অপথ্যালমোস্কোপটাকে ব্যবহার উপযোগী করে নিয়ে সুজানের চেহারার কাছাকাছি নিয়ে এলো নিজেকে, দু'জনের নাক যেন ছুঁইছুঁই করছে। রোগিনীর চোখের ভেতরের অংশ দেখতে চায় ডঃ লিসা কামিংস।

রেটিনার সবগুলো স্তর নিরোগ আর সুস্থ বলে মনে হলোঃ ম্যাকুলা, অপটিক ডিস্ক, রক্ত নালী-সব স্বাভাবিক। অদ্ভুত ব্যাপারে খুব সহজে কারও নজরে পড়বে না, কেননা সেটা চোখের গঠনের সাথে সম্পর্কিত নয়। জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থেকে লিসা অপথ্যালমোস্কোপের লাইটটা চালু করে দিল, দেখছে যন্ত্রটার লেন্সের ভেতর দিয়ে।

সুজানের চোখের ভেতরটা উজ্জ্বল হয়ে ওর সামনে ফুটে রয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিকের চাইতে একটু বেশি উজ্জ্বল। নরম একটা আলো যেন আগে থেকেই চোখের ভেতর ছিল। রেটিনার কোষের ভেতর অদ্ভুত কোন আলোকজ্জ্বল বস্তু ঢুকে গিয়েছে, বুঝতে পারল লিসা। অপটিক ডিস্কের পাশ থেকে শুরু হয়েছে এই অদ্ভুত আলোর উপস্থিতি, চোখের সাথে মস্তিষ্কের যে স্নায়ু সংযোগ তা এই অপটিক ডিস্কে অবস্থান করে। গত কয়েক ঘণ্টায় সেটা প্রায় সমগ্র রেটিনা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এই রোগ সর্বপ্রথম

যখন আত্মপ্রকাশ করেছিল, তখনকার ঐতিহাসিক তথ্য পড়েছে লিসা। তখন পুরো সাগর জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল উজ্জ্বল সায়ানোব্যাকটেরিয়া।

আর এখন রোগিনীর চোখ জ্বলজ্বল করছে। এই দুয়ের মাঝে কোনও না কোনও একটা সম্পর্ক আছেই আছে, কিন্তু কী সেটা?

আগের বার এই অস্বাভাবিকতা আবিষ্কার করার পরপর, লিসা চুপিচুপি আরেকবার সুজানের সিএসএফ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে। মস্তিষ্কের আশেপাশের তরলে কোনও ধরনের পরিবর্তন এসেছে কিনা, তা দেখা দরকার ছিল। এতক্ষণে ফলাফল চলে আসার কথা, ঘরের কোণায় স্থাপন করা কম্পিউটার ঘাঁটলেই পাওয়া যাবে।

পরীক্ষা শেষ করে গ্লাভস আর মাস্ক খুলে ফেলল লিসা, এগিয়ে গেল কম্পিউটারের দিকে। অন্য রুম থেকে কম্পিউটার রাখার জায়গাটা দেখা যায় না।

সুজানের সিএসএফ পরীক্ষার ফলাফল এসে গিয়েছে, প্রথমে রাসায়নিক উপাদানগুলোর পরিমাণের উপর নজর বুলাল সে। আমিষের পরিমাণ বেড়েছে, কিন্তু বাকি কোনও উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন হয়নি। মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষার ফলাফলে এসে দেখতে পেল, সিএসএফ-এ ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। সেটা কোন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, তা-ও জানা গিয়েছে-সায়ানোব্যাকটেরিয়া।

ঠিক যেমনটা সন্দেহ করেছিল।

জুডাস স্ট্রেইন যখন সমস্ত বাঁধা ভেদ করে মস্তিষ্কে পৌঁছায়, তখন সে একা যায় না। এমন এক সঙ্গী নিয়ে আসে যা এখন সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এরকম একটা ফলাফল আসবে, তা আগে থেকে আঁচ করতে পেরে কিছু রিসার্চ সেরে নিয়েছিল লিসা। সায়ানোব্যাকটেরিয়া প্রাচীনতম ব্যাকটেরিয়ার একটা উদাহরণ। অনেক বিজ্ঞানী তো একে প্রাচীনতম জীবাশ্ম বলেই আখ্যা দিয়েছেন। প্রায় চার বিলিয়ন বছর বয়সী সায়ানোব্যাকটেরিয়া, এত প্রাচীন আর কোনও প্রজাতি বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের আরেকটা বিশেষত্ব হলো, গাছের মতো এরাও সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে। অর্থাৎ, নিজেদের খাবার নিজেরাই তৈরি করতে পারে। এও বলা হয়, সায়ানোব্যাকটেরিয়া থেকেই বর্তমান গাছের উৎপত্তি। এত প্রাচীন প্রজাতি হয়েও এখনও টিকে আছে এরা, কারণ তাদের অসাধারণ অভিযোজন ক্ষমতা। নোনা পানি, স্বাদু পানি, মাটি এমনকি পাথরেও বেঁচে থাকতে সক্ষম।

এই কৃতিত্বের তালিকায় এখন মানব মস্তিষ্ককেও যোগ করতে হবে।

সুজানের চোখের উজ্জ্বলতা থেকে ধারণা করা যায় যে, মস্তিষ্কের এই সায়ানোব্যাকটেরিয়া গুলো অপটিক স্নায়ুর আবরণ ধরে চোখে এসে আস্তানা গেড়েছে। কিন্তু কেন?

আচমকা দেখতে পেল, এই স্যাম্পল ব্যবহার করে এক টেকনিশিয়ান জুডাস স্ট্রেইনের একটা নতুন মাইক্রোস্কোপিক স্ক্যান করেছে। কৌতুহলী হয়ে স্ক্রিনে সেই স্ক্যানের ছবিটা ফুটিয়ে তুলল। আরও একবাদ আসল দানবটাকে দেখতে পেল চোখের সামনেঃ প্রতিটা কোণ থেকে সুতোর মত শুড় বেরিয়ে আসা কয়টা ইকোসাহেড্রেন খোলস।

একটু আগের কথাটা মনে পরে গেল: প্রতিটা জীবাণু বাঁচতে চায়।

প্রথম তোলা ছবির সাথে মিলিয়ে দেখতে চাইল সে। নতুন এবং পুরাতন ছবি, পাশাপাশি রাখা, অবিকল এক। ফাইলটা বন্ধ করে দেবার জন্য হাত বাড়াল লিসা, কিন্তু...কেঁপে উঠতে শুরু করল ওর হাত।

অবশ্যই...

আরেকবার বজ্রপাত হলো, প্রথমে দেখা গেল উজ্জ্বল আলো। এরপর কান ফাটানো বজ্র নিনাদে কেঁপে উঠল লিসা, ওর সাথে পুরো জাহাজটাও।

বজ্রটা ঠিক জাহাজের উপর এসে পড়েছে...

কেবিনের আলোগুলো মিটমিট করে উঠল, লিসা মুখ তুলে তাকাতে তাকাতে নিভে গেল ওগুলো। অন্ধকারের চাদর ঘিরে ধরল কেবিনটাকে। অনুযোগের সুরে চেঁচিয়ে উঠল আর্দালিরা। উঠে দাঁড়াল ডঃ কামিংস।

হে ঈশ্বর!

হঠাৎ বিদ্যুতের প্রবাহ বেড়ে যাওয়ায় আগের চাইতেও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল বাতি। কম্পিউটারটা একটা ক্ষীণ আওয়াজ করল প্রথমে, এরপর পপ করে একটা শব্দ হলো। সেই সাথে বেরিয়ে এলো ধোঁয়া। পাশের রুমের টিভিটাও একবার আর্তনাদ করে উঠল, তবে এরপরই প্রাণ ফিরে পেল।

লিসা কিন্তু একবারের জন্যও জায়গা থেকে নড়েনি, আতঙ্কে জমে গিয়েছে। বিছানায় শুয়ে থাকা দেহটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সে, অন্ধকারের মুহূর্তটায় সুজানের ব্যাপারে আরেকটা আবিষ্কার করে বসেছে সে। এখানকার বাতি কি এক মুহূর্তের জন্যও কখনও নেভানো হয়নি? নাকি এই আবিষ্কৃত ব্যাপারটা একেবারেই নতুন কোনও ঘটনা?

রোগিনী শুধু চোখই উজ্জ্বল নয়।

উজ্জ্বল আলোতে দেখা যায়নি, কিন্তু অন্ধকারে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে-পাতলা গাউন পরিহিত মেয়েটার দেহ আর চেহারাও তার চোখের ন্যায় উজ্জ্বল। সায়ানোব্যাকটেরিয়া সুজান টিউনিসের সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে।

লিসা এতটা হতবাক হয়ে গিয়েছিল যে আরেক বড় ব্যাপার দেখতেই পায়নি: রোগিনী খোলা চোখে ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে, নড়ছে ঠোঁট দুটো।

ঠোঁটের নড়চড়া দেখে উচ্চারিত প্রশ্নটা বুঝতে পারল লিসা, কেননা সুজানের গলা দিয়ে কোন আওয়াজই বেরোয়নি। মেয়েটা বলছে, "কে-কে তুমি?"

রাত ৮:১২

রেডিও'র এয়ারপিসে কথা শুনতে শুনতে লোয়ার ডেকে নেমে এলো মঙ্ক। রাইডার ব্লান্টের ব্যক্তিগত বোটে যাওয়া কতটা সহজ, তা দেখতে গিয়েছিল। বোটটার ধারে কাছে কোনও প্রহরা নজরে পড়ল না। এটার অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্ভবত অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউ জানে না।

"আমার কাছে ডকের হ্যাঁচ খোলার ইলেকট্রনিক কী আছে," বলল রাইডার। "বোটটাকে যাত্রা উপযোগী করতে বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু তুমি কি একা ডঃ কামিংসকে মুক্ত করতে পারবে?"

"হ্যাঁ," মাউথপিসে বলল মঙ্ক। "যত কম চিল্লা-পাল্লা হয়, তত ভালো।" "সবকিছু তৈরি তো?"

"হ্যাঁ, দাদু," মঙ্ক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "আধা ঘণ্টার মাঝে তৈরি হয়ে যাব। আমার সংকেত পেলে কাজে নেমে পড়ো।"

"বুঝতে পেরেছি। আউট।"

সিঁড়ি বেয়ে উঠে পরবর্তী ল্যান্ডিং-এ এসে থামল মঙ্ক, একটা ক্লজেটের ভেতর থেকে কম্বল, বালিশ আর পোশাক বের করে নিল, আগেই লুকিয়ে রেখেছিল।

ওর ইয়ারপিসে আবারও শব্দ করে উঠল, "মঙ্ক?"

"লিসা?" বলতে বলতে হাতঘড়ির দিকে তাকাল। এখনও সময় হয়নি! "কোনও সমস্যা?"

"নাহ, ঠিক সমস্যা বলা যায় না। তবে আমাদের পরিকল্পনায় রদবদল করতে হবে। আরেকজন আমাদের সঙ্গী হচ্ছে।"

"কে?"

"আমার রোগিনী। সে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে।"

'লিসা...'

"ওকে ফেলে যাওয়া চলবে না," জোর করল লিসা। "এই মেয়েটার মাঝেই সব প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে রয়েছে। আমার ওকে গিল্ডের হাতে পড়তে দিতে পারি না। হয়ত আমরা সাহায্য নিয়ে আসার আগেই গিল্ড মেয়েটাকে নিয়ে সরে পড়বে!"

জোরে একটা শ্বাস ফেলল মঙ্ক, মনে মনে হিসাব করছে, "নড়তে পারবে?"

"এখনও দুর্বল, তবে মনে হয় নড়তে পারবে। পাশের ঘরে আর্দালিরা বসা আছে, খুব বেশি পরীক্ষা করে দেখতে পারছি না। এখন নিজের ঘরে এসে কথা বলছি।"

"তুমি কি মেয়েটার গুরুত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত?"

"একেবারে।"

আরও কয়েকটা প্রশ্ন করল মঙ্ক, কিছু কিছু তথ্য জেনে নিল, দ্রুত পরিকল্পনায় কিন্তু পরিবর্তন আনতে বাধ্য হলো সে। লিসা তৈরি হবার কথা বলে চুপ হয়ে গেল।

"রাইডার?" মঙ্ক বলল।

"শুনতে পেরেছি," অস্ট্রেলিয়ান বিলিওনিয়ার উত্তর দিল। "রেডিও চালুই ছিল।"

"আমাদের সময়সীমাটাকে এগিয়ে আনতে হবে।"

"তা তো বটেই। এখানে কখন আসবে তাহলে?"

মঙ্ক ওর অস্ত্রের সেফটি বাটন বন্ধ করে দিল, "এখুনি রওনা দিচ্ছি।"

রাত ৮:১৬

লিসা রোগিনীর স্যুইটে ফিরে এলো, নতুন একটা সোয়েটার গায়ে চড়িয়েছে। আগেরবারেই আর্দালিদের জানিয়েছে যে ওর ঠাণ্ডা লাগছে। অজুহাতটা ব্যবহার করেই মঙ্কের সাথে রেডিওতে যোগাযোগ করতে পেরেছিল সে।

ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে পেল, দুই আর্দালি এখনও মুভি দেখা নিয়ে ব্যস্ত। এই মুহূর্তে গোলাগুলি চলছে। সবকিছু ঠিক থাকলে একটু পর বাস্তবেও তা-ই ঘটবে। রোগিনীর ঘরের দিকে এগোল ও-সাথে সাথে চমকে উঠে এক পা পিছাল।

ডঃ দেবেশ পতঞ্জলি পেছনে হাত বেঁধে সুজানের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ বন্ধ করে ভারী ভারী শ্বাস নিচ্ছে মেয়েটি।

দেবেশ এখানে কেন!

"আহ," না ঘুরেই বলল দেবেশ। "ডঃ কামিংস, আমাদের রোগীর কী অবস্থা?"

রাত ৮:১৭

প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুইটের লেভেলে এসে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। ক্লান্ত আর বিরক্ত মঙ্ক হলে পা রাখল। সাথে অনেকগুলো কম্বল আর একটা বালিশ।

ডাবল ডোরের দুইপাশে অবস্থানরত গার্ড দু'জনের দিকে এগোল সে। একজন চেয়ারে বসে আছে, অন্য জন দেয়ালে হেলান দিয়ে ছিল। মঙ্ককে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

"গো।" রেডিওর মাইক্রোফোনে শুধু এই একটা শব্দ বলল মঙ্ক।

এটাই ওর সঙ্কেত।

দরজার ওপাশ থেকে গুলির চাপা আওয়াজ ভেসে এলো, ভেতরে থাকা গার্ডটার ব্যবস্থা করেছে রাইডার। চমকে উঠে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ড দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

মঙ্ক সাথে সাথে কাজে নেমে পড়ল। দুটো হাতই উঁচু করে ধরল সে, একটা বালিশ দিয়ে ঢাকা ছিল। অন্যটা কম্বল দিয়ে। দুই হাতে দুটো পিস্তল শোভা পাচ্ছে। বালিশটা গার্ডের পিঠে চেপে ধরে গুলি করল সে, গুঁড়িয়ে দিল লোকটার হৃৎপিণ্ড। গার্ড মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পড়তে ওর মাথা লক্ষ্য করে দ্বিতীয় গুলিটা ছুঁড়ল মঙ্ক।

লাশ মাটিতে আছড়ে পড়ার আগেই বসে থাকা লোকটার দিকে ফিরল সে, এবার কম্বলের আড়ালে লুকিয়ে রাখা পিস্তলটা তাক করে ধরেছে।

ট্রিগার চাপলো ...দু'বার।

রাত ৮:১৯

লিসা রোগিনীর ঘরে প্রবেশ করল।

"ডঃ পতঞ্জলি," মিথ্যা কথাটা কষ্ট করে হলেও বলার প্রয়াস পেল সে। "এসেছেন, খুব ভালো হয়েছে।" দেবেশকে যে করে হোক ঘর থেকে ভাগিয়ে দিতে হবে। মঙ্ককে শুধু দুজন আর্দালির কথা জানিয়েছে ও। দেবেশ তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

লিসা কানের উপরে উঠে আসা কয়েক গাছি চুল সরাল, ভান করল ক্লান্তিতে যেন ভেঙ্গে পড়েছে, "খানিক আগে একবার পরীক্ষা করার জন্য সিএসএফ নিয়েছিলাম। সেটার রিপোর্ট হলো কিনা দেখতে এসেছিলাম। কিন্তু বজ্রপাতের ফলে কম্পিউটার বন্ধ হয়ে গেল! ঘুমাতে যাবার আগে রিপোর্ট দেখতে পেলে ভালো হতো।"

"ডঃ পোলামের ল্যাব থেকে আনার জন্য কাউকে পাঠালেই তো পারতে!"

"কাউকে দেখিনি ওখানে। ভাবছিলাম, আপনি যদি একটু বলে দেন..."

দীর্ঘশ্বাস ফেলল দেবেশ, "অবশ্যই। আমিও ঘুমাতে যাচ্ছিলাম, ফোন করে দিচ্ছি। পোলাম রিপোর্টের কাগজ পাঠিয়ে দেবে।"

"থ্যাংক ইউ।"

ফেরার পথ ধরল দেবেশ, কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকাল।

শক্ত হয়ে এলো লিসার শরীর।

"ককটেল পার্টিতে অসাধারণ দেখাচ্ছিল তোমায়।"

প্রবল ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে চেহারাকে ভাবলেশহীন রাখতে পারল লিসা, "ধ-ধন্যবাদ।"

চলে গেল ডঃ দেবেশ পতঞ্জলি।

সচকিত লিসা দ্রুত সুজানের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কানের কাছে মুখ এনে বলল, "আমি একে একে তোমার দেহ থেকে সব খুলে ফেলছি। পালাব আমরা।"

মাথা নাড়ল সুজান, নড়ে ওঠা ঠোঁট বলতে চাইল, "ধন্যবাদ।"

কাজে নেমে পড়ল লিসা, সুজানের চোখের কোণ দিয়ে বেরিয়ে আসা অশ্রু ওর নজর এড়ায়নি। আগেরবারে সে সুজানকে তার স্বামীর ব্যাপারে জানিয়েছে। দেবেশের বদৌন্যতায় লোকটার ময়না-তদন্তের রিপোর্ট পড়তে পেরেছে সে।

অসুস্থ মহিলার কাঁধে আলতো চাপ দিল লিসা।

কপাল ভালো, সুজানের জ্বলজ্বলে অশ্রু দেবেশের নজরে পড়েনি।

রাত ৮:২৫

মঙ্ক তাড়াতাড়ি স্টারবোর্ডের একপাশ থেকে অন্য পাশে চলে এলো, বৃষ্টির ঝাপটায় কুঁজো হয়ে হাঁটছে। বজ্রের নিনাদ যেন প্রতি মুহূর্তে কানে আঘাত হেনে চলছে, মনে হচ্ছে যুদ্ধের মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছে সে।

লিসার সাথে প্রথমবার কথা বলার পর, মঙ্ক ডেকের প্রয়োজনীয় অংশটুকু পরীক্ষা করে দেখেছে। ঠিক করে রেখেছে সবকিছু। কিন্তু দ্বিতীয় আরেকজনকে বোটে নামাবার মতো ব্যবস্থা করতে পারেনি, একজন একজন করেই নামাতে হবে। কাজটা তাড়াতাড়ি করতে হলে মঙ্কের আরও শক্তি প্রয়োজন। রাইডার ওর পেছনেই আছে, মঙ্কের অবিকল পোশাক পরনে। তবে বোটে জ্বালানি ভরার সময় আসেনি এখনও।

"এদিকে!" বৃষ্টির আর বাতাসের আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল মঙ্কের কণ্ঠ।

বাতাসের গতি আরও বেড়েছে, কানের পাশ দিয়ে একটা চেয়ার উড়ে যাওয়ায় বুঝতে পারল ওরা। একঘণ্টার মাঝে পালাতে না পারলে, টাইফুনের সবচেয়ে ভয়াবহ অংশটার সামনে পড়তে হবে ওদের।

ডেকের যেখানে একটা রশি রেখে এসেছিল, সেখানে পৌঁছে গেল মঙ্ক। জিনিসটার দিকে ইঙ্গিত করে নির্দেশ দিল, "রেইলের সাথে বাঁধো।"

নিজে নজর দিল নিচের দিকে। জাহাজের হাল বাঁকানো হওয়ায়, নিচের দৃশ্যটা পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু দুই লেভেল নিচে লিসার ওর রোগীকে নিয়ে অপেক্ষা করার কথা। এই অভিযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা ওখানেই অনুষ্ঠিত হবে।

তারও অনেক নিচে, লেগুনের অন্ধকার পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে জাহাজের এখনও জ্বলতে থাকা অল্প কিছু বাতি। রাইডারের দিকে ফিরতে ফিরতে পানিতে আলোর নাচন দেখতে পেল মঙ্ক। নাহ, কোনও প্রতিফলিত আলো নয় ওগুলো। উজ্জ্বল নীল আর লালচে আগুন রঙা আলো!

হচ্ছেটা কী?

আচমকা বজ্রপাতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল লেগুন। মঙ্ক মাথা নিচু করে ফেলল। রাইডার এসে দাঁড়াল ওর পাশে, রশি পাকিয়ে কাঁধে ফেলে রেখেছে। অভিজ্ঞ হাতে ওটাকে নিচে নামাল সে।

"আমি যাচ্ছি," মঙ্ক চিৎকার করে বলল। "কেবিনটা দখল করে ফিরে আসব। আমাদের দুজনকে মিলে মেয়েদের ওপরে তুলতে হবে।"

মাথা নাড়ল রাইডার, পরিকল্পনার ব্যাপারে আগে থেকেই জানে। মঙ্ক শুধু নায়োকচিত কাজটা করার সুযোগ দিতে চেয়েছে রাইডারকে।

রাইডার সেই সুযোগ নিতে চায় না।

বুদ্ধিমান মানুষ, এ লোক বিলিওনিয়ার হবে না তো কে হবে!

রশিটা আঁকড়ে ধরে রেইলের ওপাশে নিজেকে ছুঁড়ে দিল মঙ্ক, কৃত্রিম হাতটাকে ব্যবহার করে নিজের পতনের গতি নিয়ন্ত্রণ করল। লিসার লেভেলে এসে থামল সে।

খোলা ব্যালকনি এখন ওর চোখের সামনে, বাতাসের দমকায় তার ঝুলতে থাকা দেহটা দোল খাচ্ছে। পর্দা নামানো, তবে ভেতরে উজ্জ্বল আলোয় লিসাকে দেখতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না। ভালুকের মতো বিশালদেহী এক মানুষ মেয়েটাকে দরজার সাথে ঠেসে ধরেছে, হাত গলায়, মাটি থেকে খানিক উপরে ঝুলছে ওর পা।

আহ, একদম প্ল্যান মতো চলছে দেখি সব কিছু!

লিসাকে এক আর্দালি গলা টিপে ধরে রেখেছে। ওর চেহারার সাথে প্রায় স্পর্শ করে আছে লোকটার নাক। কথার সাথে থুতু ছিটকে আসছে।

"আইভিগুলো খুলেছিস কেন, হারামজাদী?" স্থানীয় টানে উচ্চারিত ইংরেজি শব্দগুলোর মাঝে যে হুমকি লুকিয়ে আছে, তা পরিষ্কার টের পেল লিসা।

সুজানের শরীর থেকে সব কিছু খুলে ফেলার সময় দুর্ভাগ্যজনকভাবে শেষ হয়ে যায় আর্দালি দু'জনের মুভি। প্রস্রাবের বেগ থেকে নিজেকে হালকা করতে একজন টয়লেটের দিকে এগোয়, সুজানের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় সন্দেহ হয় তার।

অন্যজন এই মুহূর্তে সুজানের উপর ঝুঁকে আছে, রোগীকে পরীক্ষা করে দেখছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে রাশিয়ান ভাষায় কিছু একটা বলল। লিসা শব্দগুলো বুঝতে না পারলেও, অর্থ পরিষ্কার টের পেল।

ওর কপালে খারাবি আছে!

আচমকা লিসার মনে হলো, ওর দেহের পেছনে অবস্থিত কাঁচে কেউ একজন টোকা দিচ্ছে।

হে, ঈশ্বর! মানুষটা যেন মস্ক হয়!

অনেক কষ্টে হাতের তর্জনীটা দিয়ে লকিং ল্যাচটা ধরতে পারল লিসা, খুলে ফেলল ওটাকে। সাথে সাথে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওর দেহ।

অবাক আর্দালি তাল সামলে নিতে ব্যর্থ হলো, লিসার গলা থেকে সরে গেল ওর হাত। শত চেষ্টা করেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না মেয়েটা, পড়ে গেল।

একটা হাত ব্যালকনির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল, আর্দালির কলার ধরে টেনে বাইরে নিয়ে গেল লোকটাকে। এক মুহূর্তে পর ভেসে এলো গুলির চাপা দেয়া আওয়াজ, সেই সাথে একটা চিৎকার।

অন্য আর্দালি সুজানের বিছানার পায়ের দিকে অবস্থান নিয়েছে। শোল্ডার হোলস্টারে রাখা পিস্তলটার দিকে হাত বাড়িয়েছে সে। এতটাই হতবাক হয়ে গিয়েছে যে চিৎকার করার কথাও মাথায় আসেনি। লিসা নিজের অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল, কিন্তু আফসোস! এই মুহূর্তে সেটার ওপর বসে আছে সে।

দোরগোড়ায় মস্ককে দেখা গেল, সারা শরীর ভিজে একশা হয়ে আছে, হাতে উদ্যত পিস্তল। গুলির আওয়াজ সবাই শুনতে পাবে, কিন্তু দেরি করার কোনও অবকাশ নেই।

হঠাৎ আর্দালিটার পেছনে একটা অবয়ব দেখা দিল, বিছানায় উঠে বসেছে।

সুজান!

একটা স্কালপেল হাতে নিয়ে আঘাত হানল মেয়েটা, আর্দালির গলা কেটে ফেলল। বন্দুকের কথা ভুলে গিয়ে হাত দিয়ে গলা আঁকড়ে ধরল লোকটা।

লাফ দিয়ে সামনে এগোল মস্ক, আর্দালির বেল্ট আঁকড়ে ধরে দরজা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল। "ভাইয়ের খোঁজ নাওগে, যাও।"

এবার একটা চিৎকারের শব্দও শোনা গেল না।

ফিরে এলো মঙ্ক, হাত মুছছে। "কে কে পালাতে চাও? হাত তোল।"

পরের কয়েকটা মুহূর্ত কাটল অবর্ণনীয় ব্যস্ততায়।

লিসা কেবিনের দরজার দিকে এগিয়ে বোল্ট লাগিয়ে দিল, মঙ্ক ব্যস্ত হয়ে পড়ল সুজানের দেহের সাথে লাগানো বিভিন্ন যন্ত্রপাতি খুলে ফেলার কাজে। নিজের সোয়াটারটা খুলে সুজানকে পড়িয়ে দিলে লিসা, সেই সাথে পড়লা একজোড়া ডাক্তারি পায়জামা। টলমল করলেও, সুজানের দেহের শক্তি ওকে অবাক করে দিল। পাঁচ সপ্তাহ অজ্ঞান হয়ে শুয়ে থাকার পর এতটা শক্তি দেহে অবশিষ্ট থাকবে, তা আশা করা যায় না।

হয়তো অ্যাড্রেনালিনের প্রভাব, হয়ত অন্য কোনও কিছুর...

যাই হোক, অল্প সময়ের মাঝে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল ওরা। রশিটাকে ধরে মেয়ে দু'জনের দিকে ফিরে তাকাল মঙ্ক। অবাক বিস্ময়ে এই মুহূর্ত চুপ করে রইল সে, তারপর জানতে চাইল, "তোমার বান্ধবী অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে কেন?"

লজ্জা পেয়ে সোয়াটারটা দিয়ে নিজেকে আরও ঢাকতে চাইল সুজান, লিসা আগেই ওর দেহের অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্যের কথা বলেছে।

লিসা উত্তর দিল, "পরে বলব।"

মঙ্ক ভ্রূ কুঁচকে তাকাল, এরপর রশি বেয়ে ওঠা শুরু করল।

সুজানকে রশিতে লেগে থাকা স্লিং-এর সাথে বাঁধল লিসা, "পারবে তো?" জানতে চাইল।

"পারতে হবে।" ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠল সুজান।

কিছুক্ষণ পর মঙ্ক আর রাইডার মিলে সুজানকে টেনে তুলতে শুরু করল।

অপেক্ষামান লিসা দুশ্চিন্তায় পায়চারী করতে শুরু করল। হঠাৎ কেবিনের দরজায় নক করল কেউ, জায়গায় জমে গেল মেয়েটা। এক মুহূর্ত পর চিৎকার ভেসে এলো।

ডঃ দেবেশ পতঞ্জলি।

নিশ্চয় লোকটা কি কার্ড ব্যবহার করে দরজা খুলতে চেয়েছিল, টের পেয়েছে ভেতর থেকে কেউ আটকে দিয়েছে।

রেইল টপকে উপর দিকে তাকাল লিসা।

সুজানের পা দেখে যাচ্ছে, মঙ্করা মেয়েটাকে হাত ধরে ডেকে নামাচ্ছে।

হাতে পিস্তলটা নিয়ে চিৎকার করল লিসা, "জলদি! কেউ আসছে!"

বাতাস আর ঝড়ের আড়ালে ওর কথাগুলো চাপা পড়ে গেল।

কেবিন থেকে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ ভেসে এলো, ওরা ভেতরে ঢুকে পড়েছে প্রায়! পরমুহূর্তেই শোনা গেল রাইফেলের আওয়াজ। চমকে উঠল লিসা।

তবে মন্দের ভালো-মঙ্কও তা শুনতে পেয়েছে।

স্লিংটা উড়ে এসে লিসার কাঁধের সাথে বাড়ি খেল। ও বুঝতে পারল, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে জিনিসটাকে না নামিয়ে, ছুঁড়ে দিয়েছে মঙ্ক। তাড়াতাড়ি করে

নিজেকে ওটার সাথে বেঁধে নিল, তবে আগে ব্যালকনির দরজা বন্ধ করতে ভুলল না।

দেবেশ নাহয় খালি ঘরই আবিষ্কার করুক।

ধোঁকাটা বেশিক্ষণ শত্রুপক্ষকে বোকা বানিয়ে রাখতে পারবে না, তবে মূল্যবান কয়েকটা মুহূর্ত হয়ত এনে দিতে পারবে। কোমরের সাথে শক্ত করে স্লিং বেঁধে ফেলেছে লিসা, এমন সময় বাতাসের ঝাপটায় হাত থেকে পিস্তলটা পরে গেল।

হারিয়ে গেল অন্ধকারের আড়ালে।

ধুর ছাই...

ব্যালকনির রেইলের উপর দাঁড়িয়ে নিজেকে স্লিং-এর উপর ছেড়ে দিল ও। টের পেল, ছেলেরা তাকে টেনে তুলছে।

দোল খেয়ে ব্যালকনির দিকে ফিরে এলো ওর দেহ, ঠিক সেই সময় পর্দাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল কেউ। বজ্রের আলোয় দেবেশের হতবাক চাহনি দেখতে পেল লিসা। মেয়েটাকে নিজের দিকে আসতে দেখে পিছিয়ে গেল লোকটা।

সে জায়গায় এসে দাঁড়াল সুরিনা। ড্রেসিং গাউন পরনে, লম্বা চুলগুলো খুলে রেখেছে। এক হাতে দরজা খুলে ফেলে অন্যহাতে আঁকড়ে ধরল দেবেশের ছড়ি সে।

লিসা ওর দোলের একেবারে অন্তিম বিন্দুতে এসে মেয়েটাকে লক্ষ্য করে লাথি ছুঁড়ল, কিন্তু মঙ্ক আর রাইডারের টানের চোটে লাগাতে পারল না। আবারও দোল খেতে শুরু করল ওর দেহ।

সুরিনা কিন্তু পিছু ছাড়েনি, বাতাসের দমকায় খোলা চুল উড়ে বেড়াচ্ছে। দুহাতে দেবেশের ছড়িটা আঁকড়ে ধরেছে সে, হাতের এক মোচড়ে ওটাকে প্রচণ্ড গতিতে নাড়াল। সাদা কাঠ উড়ে গেল কেবিনের দিকে। বোঝা গেল ছড়িটা আসলে উপরে কাঠের আবরণ দেয়া একটা তলোয়ার।

ব্যালকনির রেইলের দিকে ছুটে এলো সুরিনা।

আরেকবার ঝলসে উঠল চারপাশ, বজ্রের আলোয় তলোয়ারকে নীলচে আগুন বলে ভ্রম হচ্ছিল।

অস্ত্রহীন লিসার দোল খেতে থাকা দেহটা এগোতে থাকল তলোয়ার হাতে আপেক্ষমান সুরিনার দিকে।

রাত ৮:৪৬

মঙ্ক অপেক্ষা করেনি। রাইফেলের প্রথম গুলির শব্দ শোনার সাথে সাথে বুঝতে পেরেছিল, লিসার সাহায্য দরকার। আর তাই অস্ট্রেলিয়ানের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল মেয়েটাকে টেনে তোলার ভার।

নিজেকে দড়ির সাথে বেঁধে, দেহটা রেইলের বাইরে ঝুলিয়ে দিল মঙ্ক। কোণাকুণিভাবে লিসাকে দেখতে পাচ্ছে সে। সেই সাথে দেখতে পাচ্ছে তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটাকেও। সাবধানতার সঙ্গে তাক করে একটা গুলি ছুঁড়ল সে।

বাতাসের ঝাপটায় লক্ষ্য নড়ে গেল। ব্যালকনির কাঠের রেইলের আঘাত হানল বুলেট।

লক্ষ্যভেদ না হলেও, তলোয়ার হাতে মেয়েটা ভয় পেয়ে গেল। দক্ষতার সাথে দেহের এক মোচড়ে নেমে পড়ল সে।

এদিকে সর্বশক্তিতে লিসার দড়ি ধরে টানছে রাইডার।

আতঙ্ক আর অ্যাড্রেনালিন লিসার দেহেও বাড়তি শক্তির সঞ্চার করেছে। দড়ি ধরে নিজেকে টেনে তুলল মেয়েটা, তক্ষণে ব্যালকনির উপরে চলে এসেছে সে।

একটানে ওকে আরও তিন ফুট উপরে তুলে ফেলল রাইডার।

বাকি বুলেটগুলোও খরচ করে ফেলল মঙ্ক, অন্য কারও উঁকি দেবার আগ্রহ থেকে থাকলেও তা মিইয়ে দিতে চাইল। ভাবল এতেই কাজ হবে।

কিন্তু ভুল ভেবেছিল সে।

তলোয়ারধারীকে আবারও দেখা গেল, রেইলের উপরে দাঁড়িয়ে একেবারে জিমন্যাস্টের মতো সোজা উপরে লাফ দিল সে। তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ফলা লিসার দিকে তাক করে ধরা।

লিসার গলা চিড়ে বেরিয়ে এলো আর্তচিৎকার।

রাত ৮:৪৭

তলোয়ারের ফলা ওর বুটের হিল চিড়ে ফেলল, কামড় বসাল বাঁ পায়ের নরম মাংসে।

এরপর মধ্যাকর্ষণের কাছে হার মেনে নিচে পড়ে গেল অস্ত্রটা।

নিচের দিকে তাকাল লিসা, সুরিনা দক্ষভাবে ব্যালকনির ডেকে নেমে গিয়েছে। একবার উপরে পর্যন্ত না তাকিয়ে হারিয়ে গেল মেয়েটা।

রাইডার আরেকবার লিসার দড়ি ধরে টান দিল।

ব্যালকনিটাকেও দৃষ্টি থেকে হারিয়ে ফেলল লিসা, দড়িটাকে আঁকড়ে ধরে রইল সে। ভয়ে-আতঙ্কে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। পা থেকে ঝরছে রক্ত।

কিছুক্ষণ পর, কেউ একজন ওর কাঁধ ধরে রেইলের ওপাশে টেনে তুলল। ডেকের উপর আছড়ে পড়ল তার দেহ, এখনও কাঁপছে। রাইডারকে দেখতে পেল, একটা স্কার্ফ গলা থেকে খুলে নিচ্ছে।

"ব্যথা পাবে কিন্তু।" বলল লোকটা, কিন্তু লিসার মনে হলো কথাগুলো অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

স্কার্ফটা নিয়ে ওর পায়ের ক্ষতের উপরে বাঁধল রাইডার, এতটা শক্ত করে যে মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়ে আসাটা সে ঠেকাতে পারল না। তবে ব্যথা মেয়েটাকে ধাতস্থ হতে সাহায্য করল।

রাইডার টেনে তুলল ওকে, "আমাদেরকে যেতে হবে। যেকোনও মুহূর্তে ওরা এসে পড়বে।"

মাথা নাড়লও, "ঠিক আছে...চলুন.."

এদিকে মস্ক সুজানকে নিয়ে ব্যস্ত। একসাথে জাহাজের স্টার্ণের দিকে এগোল সবাই।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে লিসা জানতে চাইল, "কোথায়...?"

'আমার বোটে যাবার উপায় নেই,' উত্তর দিল রাইডার। "এতক্ষণে সিঁড়ি আর এলিভেটরে নজরদারি বসিয়ে ফেলেছে নিশ্চয়।"

যেন রাইডারের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য একটা সাইরেন বেজে উঠল। প্রথমে জাহাজের ভেতর থেকে, এরপর ডেকেও বাজতে শুরু করল।

মস্ক নিচের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বানানো ডকে যেতে হবে। এক ঘণ্টা আগে রাইডারের বোটের অবস্থা দেখার সময় দেখলাম, জলদস্যুদের একটা নীল স্পিডবোট ওখানে বাঁধা আছে। আশেপাশে কেউ নেই।"

"কিন্তু ওই ডকটা যে অনেক নিচে।"

জাহাজের মাঝখানের রেইলের কাছে সবাইকে নিয়ে দাঁড়াল মস্ক, সামনে ঝুঁকে বলল, "আমাদের সরাসরি পথ বেছে নিতে হবে।" নিচের দিকে আঙুল তুলে নির্দেশ করল সে।

লিসা ঘাড় বাঁকিয়ে নিচের দিকে তাকাল, ডকের প্রবর্ধিত অংশটা দেখতে পেল। স্পিডবোট একটা আছে বটে! জলদস্যুরা নিশ্চয় তাদের গ্রাম আর জাহাজে আসা-যাওয়ার কাজে ওটা ব্যবহার করে।

দেখে মনে হচ্ছে, অরক্ষিত অবস্থায় আছে স্পিডবোট।

"লাফ দেব?" সুজান হতাশ কণ্ঠে জানতে চাইল।

মাথা নাড়ল মস্ক, "সাঁতরাতে পার?"

উত্তরে সুজান বলল, "আমি একজন মেরিন বায়োলজিস্ট।"

পিছিয়ে এলো লিসা, পানি থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উপরে আছে ওরা এখন। বো থেকে চিৎকারের আওয়াজ ভেসে আসছে। মস্ক ওর আহত পায়ের দিকে একবার তাকাল, এরপর তাকাল ওর চেহারার দিকে।

নড করল মেয়েটা, আর কোনও উপায় নেই।

"একসাথে ঝাঁপ দিতে হবে," বলল মস্ক। "চারবার আওয়াজ করার চাইতে একবার আওয়াজ করাই ভালো।"

রেইল টপকে দাঁড়াল সবাই।

মস্ক ঝুঁকে গেল নিচের দিকে, "রেডি।"

মাথা নাড়ল অন্য সবাই।

লিসার পাকস্থলি পাক খেয়ে উঠল, পা ব্যথা করছে, চোখে সর্ষে ফুল দেখছে!

মস্কের নির্দেশ পাওয়া মাত্র সবাই একসাথে লাফ দিল।

পা নিচের দিকে দিয়ে আছড়ে পড়ল লিসা। উঁচু জায়গা থেকে পানিতে লাফিয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা থাক সত্ত্বেও মনে হলো, শক্ত মাটির উপর আছড়ে পড়েছে যেন। বেঁকে গেল ওর হাঁটু, কিন্তু এরপর হাল ছেড়ে দিল পানি। গরম পানিতে ডুবে গেল

তার দেহ। এতক্ষণ ধরে বৃষ্টি আর বাতাসের ঠাণ্ডা সহ্য করার পর, উষ্ণ পানিতে দেহ যেন শান্তি খুঁজে পেল।

কমে এলো ওর নিচে নামার গতি, দু দিকে ছড়িয়ে দেয়া হাতটাও সাহায্য করাল গতি কমাতে।

এরপর ভেসে উঠতে শুরু করল লিসা। হাত-পা ছুঁড়ে পানির উপরে ভেসে উঠল ও। অন্য তিনজনকেও দেখতে পেল। মঙ্ক এরিমাঝে স্পিডবোটের দিকে রওনা দিয়েছে।

রাইডার সুজানকে সাহায্য করছে, লিসার দিকে একবার চাইল সে। কিন্তু হাত নেড়ে ওকে সামনে এগোতে বলল মেয়েটা। বুট আর ভেজা জামা-কাপড়ে কষ্ট হচ্ছে, তবে একটু একটু করে হলেও এগোতে পারছে সে।

সবার আগে মঙ্কই গন্তব্যে পৌঁছাল। নিজেকে সীল মাছের দক্ষতায় বোটের উপর টেনে তুলল সে। উঠামাত্র ডকের ওপর নজর বোলাল।

কাউকে দেখা যাচ্ছে না, কেউ দেখতে পেয়েছে বলেও মনে হচ্ছে না।

জাহাজ জুড়ে এখনও অ্যালার্ম বেজে চলছে, সবার নজর সম্ভবত আপার ডেকের দিকে। সুজানকে সাথে নিয়ে বোটের কাছে পৌঁছাল রাইডার। মঙ্ক ওদেরকে উঠতে সাহায্য করল। এদিকে লিসাও কাছে চলে এসেছে।

বোটের একদম কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে, এমন সময়-

-এমন সময় কিছু একটা ওর পায়ে আঘাত হানল।

চমকে উঠে খাবি গেল লিসা। অন্ধকার পানিতে নজর বুলাল, কিন্তু কিছু দেখতে পেল না। আচমকা টের পেল, কোমরের সাথে কিছু একটা ঘষা খাচ্ছে। ওটার চলার পথ, পানিতে সবুজ রঙ দেখে আঁচ করা যাচ্ছে। একমুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠেই নিভে গেল আলো।

ওর কাঁধ আঁকড়ে ধরল একটা হাত।

আরেকটু হলেই চিৎকার করে বসত লিসা, বুঝতে পারেনি যে বোটের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। রাইডার টেনে তুলল মেয়েটাকে।

বোটে উঠে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পরল লিসা। পিঠে জলদস্যুদের ফেলে যাওয়া যন্ত্রপাতি খোঁচা দিচ্ছে, চুল থেকে আসছে তেলের গন্ধ, কিন্তু এক বিন্দু নড়ল না সে, আনন্দের সাথে বুক ভরে শ্বাস নিল।

ওর পেছনে গর্জে উঠল স্পিডবোটের ইঞ্জিন। রাইডার বোটের সাথে বেঁধে রাখা দড়ি ছাড়ানো নিয়ে ব্যস্ত। মঙ্ক বোটটাকে ডক থেকে চালিয়ে দূরে নিয়ে গেল। প্রথম প্রথম একেবারে আস্তে আস্তে চালাল সে, যেন আওয়াজ যথা সম্ভব কম হয়।

লিসা উঠে বসে ডকের চারপাশে তাকাল।

জাহাজ থেকে একটা ছায়াকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল, ডকের তক্তার উপর এসে দাঁড়িয়ে আছে। ছায়ায় ঢাকা চেহারাটা ভালোভাবে দেখা না গেলেও, ট্যাটুগুলো পরিষ্কার চিনতে পারল লিসা। রাকাও। মাওরি নেতাকে বোকা বানাতে পারেনি ওরা

"যাও!" লিসা চিৎকার করে উঠল। "পূর্ণ গতিতে চালাও, মঙ্ক!"

এক মুহূর্ত পর পানির উপর দিয়ে যেন উড়ে চলল স্পিডবোট।

লিসার চোখের সামনে একহাত উঁচু করল রাকাও। লোকটার বিশাল পিস্তলের কথা মনে পড়ে গেল ওর। "ঝুঁকে বসো," চিৎকার করে উঠল। "সবাই ঝুঁকে বসো!"

ঝলসে উঠল বন্দুকের নল। বোটের ধাতব অংশটায় এসে লাগল বুলেট। গতি যেন আরও বাড়িয়ে দিল মঙ্ক।

আবারও গুলি ছুঁড়ল রাকাও। কিন্তু তাতে যে কোনও লাভ হবে না, তা মনে হয় মাওরি নেতাও বুঝতে পেরেছে। কেননা এরই মাঝে সে মুখের কাছে নিয়ে এসেছে রেডিও।

লিসার নজরে জাহাজটার স্টার্ন থেকে বেরিয়ে আসা আরেকটা স্পিডবোট ধরা পড়ল। সম্ভবত জলদস্যুদের গ্রাম থেকে একটু আগে ফিরে এসেছে। ওদের ছেড়ে আসা ডকের দিকে দ্রুতগতিতে ছুটছে। নিশ্চয় রাকাও ওদের পিছু ধাওয়া করতে চায় বলেই ওটাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

তবে এতক্ষণে অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছে ওরা।

ঠিক সেই মুহূর্তে থুড়থুড়ে বুড়োর মতো কেসে উঠল বোটের ইঞ্জিন, গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে লাগল। গতি কমতে শুরু করল বোটের। লিসা আরেকটু সোজা হলো, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ওর পাশে পড়ে থাকা যন্ত্রগুলোকে। একটা তেল যুক্ত তোয়ালে নজরে পড়ল।

এই বোটটাকে গ্রাম আর জাহাজে আসা-যাওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয় না–কারণ, এটার মেরামত দরকার!

এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে, ইঞ্জিনের আওয়াজ প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে।

গালি দিয়ে ইঞ্জিনের কাছে গিয়ে বসল রাইডার, একটানে হ্যাচ খুলে ফেলল।

ভেতর থেকে একগাদা ধোঁয়া বেরিয়ে এলো প্রায় সাথে সাথে।

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল রাইডার, "এর দিন শেষ।"

এদিকে রাকাও সদ্য আগত স্পিডবোটে চড়ে বসেছে, ওদের দিকেই আসছে।

"আর কোনও উপায় নেই," বলল মঙ্ক। "আমাদের তীরের দিকেই এগোতে হবে।"

একবার তীরের দিকে আর আরেকবার রাকাও-এর বোটের দিকে তাকাল লিসা। টায় টায় হয়ে যাবে।

যতটা সম্ভব দ্রুতগতিতে বোটটাকে চালাচ্ছে মঙ্ক, কিন্তু আধ মিনিট পর একেবারে হাল ছেড়ে দিল ইঞ্জিন।

"সাঁতরাও!" বলল রাইডার।

তীরটা থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে রয়েছে ওরা।

"লাফ দাও!" একমত মঙ্ক।

আরেকবার দল বেঁধে পানিতে ঝাঁপ দিল চারজন। এবার লিসা পা থেকে বুট খুলে ফেলেছে। পেছন থেকে ভেসে আসছে রাকাও-এর বোটের গর্জন।

পানিতে নামার পর একটু আগে কিছু একটার সাথে ঘষা খাবার স্মৃতি মনে পড়ল লিসার। কিন্তু এই মুহূর্তে রাকাও-এর ভয় ওর মনে জাঁকিয়ে বসেছে।

যতটা দ্রুত সম্ভব তীরের দিকে এগোল মেয়েটা।

পেছন দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেল, পানিতে নানা রঙ খেলা করছে।

সবুজ, লালচে, নীল।

যেন পানির নিচে আগুন ধরেছে।

ওদের দিকেই যেন আগুনের নজর।

লিসা আচমকা বুঝতে পারল, একটু আগে কীসের সঙ্গে ঘষা খেয়েছে সে। বুঝতে পারল কোন প্রাণিটা ছুটে আসছে ওদের দিকে। একদল শিকারী মাছ, মোর্স কোডের মতো আলো ব্যবহার করছে।

"সাঁতরাও!" চিৎকার করে উঠল মেয়েটা। গতি বাড়িয়ে দিয়েছে।

তবে লাভ হবে বলে ওর নিজেরও মনে হয় না।

পানিতে রক্তের গন্ধ অনুসরণ করে চলছে প্রাণিটা। পার্শ্ব দেশীয় পাখা তরঙ্গ সৃষ্টি করে দেহটাকে সামনে নিয়ে যাচ্ছে। মাংশপেশী পানিকে দেহাবরণের ভেতর দিয়ে পরিচালনা করছে, বের করে দিচ্ছে পেছন দিয়ে। ছয়-ফুট লম্বা দেহটা পানি কেটে এগোচ্ছে। আটটা হাত একসাথে করে ফেলল সে, যেন মাংশল কোনও তীর। সবচেয়ে বড় শুঁড় দুটোতে জ্বলন্ত আলোর সাহায্যে দলকে পরিচালনা করছে।

লম্বা, গোল চোখ ব্যবহার করে সমগোত্রীয়দের মন পড়ছে।

দলের কেউ কেউ পাশ চলে গেল আক্রমণ করার জন্য, কেউ কেউ নিচে।

রক্তের গন্ধে পানি আরও ভারী হয়ে ওঠেছে...

লিসা প্রাণপণে এগিয়ে যাবার চেষ্টা চালাচ্ছে, আতঙ্কে কেবল ওর গতিই কমিয়ে দেবে। আর কোনও কাজে আসবে না।

সামনে বালুময় তীর ওদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, কালো পানি আর কালো জঙ্গলের মাঝে এক টুকরা রূপালি মাটি। লিসাকে ওখানে পৌঁছাতেই হবে!

রাকাও কিন্তু হাল ছাড়েনি, পিছু পিছু ছুটে আসছে।

কিন্তু এই মুহূর্তে মাওরি জলদস্যুকে নিয়ে ভাবছে না সে।

অগ্নিময় পানি ছুটে আসছে ওর দিকে, পায়ের ক্ষত থেকে বের হওয়া রক্তের লোভে ছুটে আসছে ওরা...

মাত্র চার গজ সামনে মঙ্ক আর রাইডার সাঁতার কাটছে, দু'জনের মাঝে ঠাই হয়েছে সুজানের।

"মঙ্ক!" জোরে পা চালাতে চালাতে বলল লিসা।

শিকারের একদম কাছে চলে এসে শুঁড়গুলোকে ছড়িয়ে দেয় প্রাণিটা। বড় দুটো শুঁড় ছুটে যায় শিকারের দিকে, হলদে আলো জ্বলছে। কাঁটার ন্যাক হুকে আবৃত শুঁড় দুটো।

মঙ্ক টের পেল, কেউ একজন ওর নাম ধরে ডাকছে। লিসাকে দেখে মনে হচ্ছে সে প্রচণ্ড আতঙ্কিত, প্রাণপণে তীরের দিকে ছুটছে। মাঝখানে মাত্র তিন গজের দূরত্ব।

মেয়েটার ঠিক পেছনেই দেখা যাচ্ছে জলদস্যুদের বোটটাকে, পূর্ণ গতিতে ছুটে আসছে ওটা। এদিকে বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই, পানিতে তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে অবিরাম। পানির তলদেশ থেকে লিসার দিকে উজ্জ্বল আলো ছুটে আসছে!

এই লেগুনের ব্যাপারে শোনা গল্পগুলো মনে পরে গেল মঙ্কের, দাঁতহীন এক স্থানীয় বুড়ো বলেছিল।

পিশাচ, জলের পিশাচ।

আবার পানিতে লাফিয়ে পড়ল মঙ্ক। মাত্র দু'বার পা ফেলতেই কোমর পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেল। "লিসা!"

মেয়েটার সাথে চোখাচোখি হলো ওর। পরমুহূর্তেই কেঁপে উঠে থেমে গেল লিসা। বড় বড় চোখ করে বলল, "যাও-"

মঙ্ক এগিয়ে গেল ওর দিকে, "হাত দাও!"

কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

একগাদা শুড় মেয়েটার আশেপাশের পানির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল। প্রচণ্ড গতিতে লিসাকে পাক খাইয়ে পানির নিচে নিয়ে গেল দানবটা। এক মুহূর্তের জন্য দেখা গেল ওটাকে, মসৃণ দেহ। পাশ থেকে ছোট ছোট পাখনা বেরিয়ে আছে। ওগুলো জুড়ে খেলা করছে ইলেকট্রিক আলো। একটা বড়, কালো চোখ মঙ্কের দিকে তাকাল, এরপর অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তে।

একটা হাত ভেসে উঠল পানির উপরে, এই এক মুহূর্তের মাঝে দুই গজ দূরে সরে গিয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে অবর্ণনীয় গতিতে সেটাকেও টেনে পানির নিচে নিয়ে যাওয়া হলো।

লিসা...

পানিতে লাফ দেবার জন্য দেহটাকে বাঁকাল মঙ্ক।

কিন্তু রাইফেলের মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ, ওর সম্বিত ফিরিয়ে দিল। বৃষ্টির ন্যায় পানিতে ঝরে পড়ছে গুলি। নিজেকে বাঁচাতে পানি থেকে বালুর উপর উঠে এলো সে।

"এদিকে!" চিৎকার করে ওকে ডাকল রাইডার।

আবার শুরু হলো গুলি বৃষ্টি। মঙ্কের আর কোনও উপায় রইল না, অন্ধকার জঙ্গলের মাঝে ঢুকে পড়ল সে।

লিসা...

লিসা দম ধরে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, বিশাল বিশাল হুক ওর মাংসে কামড় দিয়ে বসে আছে। কিন্তু আতংকের চোটে কিচ্ছু টের পাচ্ছে না ও, হাত-পা ছুঁড়ছে শুধু।

চোখ খুলে তাকাল একবার, অন্ধকারে বৈদ্যুতিক আলোর নাচন দেখতে পেল কেবল।

এভাবেই কি তাহলে ডঃ লিসা কামিংস মারা যাবে?

রাত ৯:০৬

মঙ্ক নিজেকে জঙ্গলের আরও ভেতরে টেনে নিয়ে যেতে দিল রাইডারকে। আর কোনও উপায় ছিল না। ওর করার কিছুই নেই।

গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে কালো পানির দিকে তাকাল সে।

তীরের কাছে এসে জলদস্যুরা গতি কমিয়েছে, রাইফেল বাগিয়ে ধরে খুঁজছে। রাকাও কিন্তু নামেনি, হাতে একটা লম্বা বল্লম নিয়ে বো-তে দাঁড়িয়ে আছে।

লেকের পানি উদ্দেশ্য করে বল্লমটাকে ছুঁড়ে মারল মাওরি যোদ্ধা।

লক্ষ্যে আঘাত হানল বল্লম, নীলচে আভা পানির নিচে ছড়িয়ে পড়ল। অন্ধকার রাতে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল মঙ্ক। বল্লমের চারপাশের পানি যেন ফুঁসে উঠল।

করছেটা কী রাকাও?

জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে প্রায় লিসা, শেষ বারের মতো প্রানীটার দেহে আটকে পরা বাতাসে শ্বাস নিল, ব্যথার প্রবাহ যেন পাগল করে তুলল মেয়েটাকে। স্কুইডটা আরও শক্ত করে ওকে জাপটে ধরেছে। মনে হলো নিজেও ব্যথা পেয়েছে প্রানীটা। শেষবারের মতো একটা পাক দিয়ে লিসাকে ছেড়ে দিল প্রাণিটা।

সাগরের লোনা পানি ঢুকে গেল ওর নাক দিয়ে।

চোখ খুলে দেখতে পেল, প্রানীটা সাগরের অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে যাচ্ছে ওর সঙ্গী স্কুইডেরা।

প্লবতা ভাসিয়ে তুলল লিসাকে। সেই সাথে কেউ একজন ওর চুল ধরেও টানছে।

কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছে।

লিসার ফুসফুসে পানি ঢুকে পড়েছে। মাছের মতো খাবি খেল কয়েকবার, এরপর অজ্ঞান হয়ে গেল সে।

রাত ৯:০৭

জঙ্গলে একটা পাথরের আড়াল থেকে মঙ্ক লিসাকে পানি থেকে তুলতে দেখল। একদম মরার মতো নিশ্চল মেয়েটা, মাথাটা অস্বাভাবিকভাবে কাত হয়ে আছে।

রাকাও বল্লমটা পাশে ছুঁড়ে ফেলল।

"ক্যাটল প্রড হবে," রাইডার বলল। "বেচারা স্কুইডকে শক দিয়ে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।"

লিসাকে রেইলের উপর উল্টো করে শুইয়ে দিল রাকাও, মেয়েটার নাক মুখ দিয়ে নোনা পানি বেরিয়ে এলো। একটা হাত তুলে আঘাত হানতে চাইল লিসা।

বেঁচে আছে তাহলে!

লিসাকে রেইল থেকে সরিয়ে এনে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল জলদস্যু। একবার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আরেকবার শৈলশিরার দিকে তাকাল সে। ঝড় এখনও তীব্র। একটা হাত তুলে বৃত্তের মতো করে ঘুরাল।

স্পিডবোটটার ইঞ্জিন আবার চালু হয়ে গেল, নাক ঘুরিয়ে জাহাজের দিকে রওনা দিল ওরা। সাথে নিয়ে গেল লিসাকে।

অন্তত মেয়েটা বেঁচে তো আছে!

"ওরা চলে যাচ্ছে কেন?" সুজান ফিসফিস করে জানতে চাইল।

চারপাশে নজর বুলাল মঙ্ক। অন্ধকার জঙ্গলের পটভূমিতে সুজানের চেহারা আর হাত জ্বলজ্বল করছে। দেখা যায় না বললেই চলে, তবে জ্বলছে।

"ক্ষতি কী?" তিক্ত স্বরে বলল রাইডার। "আমরা পালিয়েই বা যাব কোথায়? সকাল হলেই ধরে ফেলবে।"

"তাহলে আরও ভেতরে চলে যাওয়া দরকার।" মঙ্ক গভীর জঙ্গলের দিকে ইঙ্গিত করল।

সুজানকে পাশে নিয়ে হাঁটা শুরু করল মঙ্ক। শেষ বারের মতো লেগুনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী ছিল ওগুলো?"

"শিকারি স্কুইড," গলায় দৃঢ়তা এনে বলল সুজান। "প্রাকৃতিকভাবে আলো সৃষ্টি করতে পারে এমন কিছু স্কুইড দলবেঁধে শিকার করে। প্যাসিফিকে হামবোল্ড স্কুইড আক্রমণ করে মানুষ পর্যন্ত খুন করেছে। বড় বড় প্রজাতিও আছে, যেমন তানিঞ্জিয়া ডানা। এই বিচ্ছিন্ন লেগুনে সম্ভবত সেরকম কোনও প্রজাতি আস্তানা গেড়েছে। রাতে শিকার করতে নামে।"

মঙ্কের একটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেল, এই দ্বীপের ব্যাপারেই শুনেছে। এখানে নাকি মাটিতে ডাইনি আর পানিতে পিশাচের বাস! এই তাহলে সেই গল্পের উৎস। আরও একটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেল ওর।

ঘাড় বাঁকিয়ে শৈলশিরাগুলোর দিকে তাকাল মঙ্ক। বজ্রের নিনাদ ভেদ করে ড্রামের আওয়াজ ভেসে আসছে।

নরখাদক।

"এবার?" জানতে চাইল রাইডার।

সামনে বাড়ল মঙ্ক, "এবার আমরা প্রতিবেশীদের সাথে দেখা করব, দেখব ডিনারে ওরা কী খাচ্ছে!"

এক জলদস্যু ঝুলিয়ে রেখেছে লিসাকে, একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে মেয়েটা। সেই সাথে ক্লান্তও। মনে হচ্ছে হাড় পর্যন্ত যেন ভিজে গিয়েছে, একাধিক জায়গায় কেটে-ছড়ে গিয়েছে। ভবিতব্যের অপেক্ষায় অপেক্ষমান সে।

মালে ভাষায় দেবেশের সাথে তর্ক করছে রাকাও।

চেষ্টা করলেও বুঝতে পারত না লিসা।

তবে তর্কের কারণটা আন্দাজ করতে পারছে। কেন রাকাও সুজান টিউনিসের পিছু পিছু জঙ্গলে প্রবেশ করল না–এই হচ্ছে তর্কের বিষয়বস্তু। মাত্র একটা শব্দ বুঝতে পারল সে।

ক্যানিবাল...নরখাদক।

পুরুষদের পেছনে সুরিনা একটা রোব গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধৈর্যের প্রতিমূর্তি যেন। এক দৃষ্টিতে লিসার দিকে তাকিয়ে আছে সে। নাহ, ঠাণ্ডা বলা যাবে না দৃষ্টিটাকে–কেননা তাতে মনে হয়, ওই দৃষ্টিতে কোনও না কোনও অনুভূতি রয়েছে। সুরিনার চোখে একেবারে অনুভূতিশূন্য।

বেশ খানিকক্ষণ তর্কাতর্কির পর লিসার দিকে ঘুরে দাঁড়াল দেবেশ। মেয়েটার সৌজন্যেই ইংরেজিতে বলে উঠল, "একে এখুনি গুলি করে মারো।"

জলদস্যুর হাতে ঝুলতে ঝুলতে পিঠটাকে সোজা করল লিসা। খসখসে গলায় কথা বলে উঠল।

নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য গিল্ডের এই বিজ্ঞানীকে মাত্র একটা তথ্য দিতে পারে সে।

তাই দিল।

"দেবেশ," দৃঢ় কণ্ঠে বলল সে। "আমি জানি জুডাস স্ট্রেইন কী খেলা খেলছে।"

১১

ব্রোকেন গ্লাস

জুলাই ৬, দুপুর ১:৫৫, ইস্তানবুল

ঘটনার আকস্মিকতায় থমকে গেল চারপাশ।

হায়া সোফিয়ার দোতলার জানালা দিয়ে ব্যালথেজার পিনোসোর মাথাটিকে মুহূর্তেই রক্ত মাংসের তালে পরিণত হতে দেখল গ্রে। গুলির আঘাতে তার কোমর কেঁপে উঠে বাহুগুলো দু'পাশে ছড়িয়ে পড়ে। একটু আগে কথা বলা সেলফোনটা হাতের মুঠো থেকে উড়ে গিয়ে ফুটপাতে আছড়ে পড়েছে।

বিশালদেহী ব্যালথেজার পিনোসোর নিষ্প্রাণ শরীরটা ফুটপাতে পড়ে আছে।

"হায়... ঈশ্বর!" গ্রের পাশে দাড়িয়ে শিউরে উঠলেন ভিগর।

গুলির শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার দশা। নিচ থেকে মানুষের চিৎকারের প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে।

গ্রে হোঁচট খেল, বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ছে ওর। পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে।

"নাসের ওর কথা জেনে ফেলেছিল," বিড় বিড় করে বললেন ভিগর। ঘটনার আকস্মিকতায় তার সমস্ত চিন্তাভাবনা জট পাকিয়ে গেছে। "নাসের জানত যে ব্যালথেজার এখানেই থাকবে। ওর ভাড়াটে স্নাইপারধারীই খুন করেছে তাকে।"

ভয়-অনুশোচনায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে গ্রে, ওর জন্যই ব্যালথেজারকে মরতে হলো। এদিকে বাইরে মানুষের ছোটাছুটি, চিৎকার আর সাহায্যের জন্য আবেদন প্রবল থেকে প্রবলতর হতে শুরু করেছে। কাছাকাছি একটা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে বেড়াচ্ছে সবাই। হায়া সোফিয়ার প্রার্থনাকক্ষের ভেতরে ঢুকে পড়েছে অনেকেই।

কিছুক্ষণ আগে ভিগরকে নিয়ে দোতলায় উঠে এসেছে গ্রে। এখানে লোকজনের চলাচল কম। যারা চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে চায় তাদের জন্য আদর্শ জায়গা। ব্যালথেজার যাদুঘরের কিউরেটারকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, ভিগর আর গ্রে আগেভাগেই চলে গিয়েছে। অ্যাম্বুলেন্সের দরকার হবে না তাদের। সব কিছু যেন পরিকল্পনা মতো চলে তা নিশ্চিত করতেই ওরা এসেছিল এখানে

"পালানো দরকার," গ্রে বলল। "একটু পরেই জায়গাটা পুলিশে ভরে যাবে।"

ভিগর গ্রের আস্তিন চেপে ধরলেন। "তোমার বাবা মা..."

সে মাথা নাড়ল, কথাটা মনেই ছিল না একদম।

ছলচাতুরী করার ব্যাপারে আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিল নাসের। কথাটা চিন্তা করে, গ্রে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এলো হঠাৎ, মাথাটা যেন কেমন হালকা হালকা লাগছে। নিজের ভুলের জন্য বাবা মা কেও ভুগতে হবে এখন।

ব্যালথেজারের কথা কীভাবে জানলো নাসের?

ভিগার একমনে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। শক্ত করে গ্রে'র বাহু চেপে ধরলেন তিনি। "হায় ঈশ্বর...এখন আবার কী করছে মেয়েটা?"

পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে সামনের খোলা চত্তরের দিকে তাকাল গ্রে। ভীত সন্ত্রস্ত জনতা এলাকা ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলো, যে যেদিকে পারে। একজনই শুধু ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে আসছে। চলনে কোনও অনিশ্চয়তার ভঙ্গি নেই, শুধু একটু বাম কাত হয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা ছাড়া।

শেইচান! কিন্তু ও এখানে আসছে কেন?

গির্জার একদম কাছাকাছি আসতেই, ওর পায়ের কাছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে ওঠে। গুলি ছুড়েছে কেউ একজন। নাসেরের লোকেদের কেউ হবে। এমন অকস্মাৎ আগমনে স্নাইপাররা হতভম্ব হয়ে পড়েছে। গ্রে আর ওর সঙ্গীদের গির্জার ভেতর আটকে রাখার নির্দেশ ছিল ওদের ওপর। কেউ ভাবতেও পারেনি যে ওদেরই একজন গির্জার দিকে দৌড়ে আসবে।

শেইচান হাঁটার গতি বাড়াল, মৃত্যু ওর পিছু ধাওয়া করছে।

দুপুর ১:৫৮

নিজেকে অন্ধ মনে হচ্ছে শেইচানের, অভিশাপ দিচ্ছে সবাইকে। আগে থেকে দুই-একজন স্নাইপার ঠিক করে রেখেছিল নাসের। ওদের অবস্থানের দিকে খেয়াল রাখার কথা মাথায় আসেনি ওর। ভাবতেও পারেনি যে, নিজেদের মাঝে একজন বিশ্বাসঘাতক থাকতে পারে। সারা সকাল ধরে ব্যালথেজার হায়া সোফিয়াতে ফাঁদ বিস্তার করে বসে ছিল।

ঝড়ের বেগে ইম্পেরিয়াল ডোর দিয়ে ঢুকে পড়ে ভেতরের দেয়ালে পিঠ ঠেকাল সে। ঘাতকরা কি এখানেও আছে?

শেইচান গির্জার সুপ্রসস্থ প্রার্থনাকক্ষে চোখ বুলায়। গোলাগুলির আশঙ্কায় ভীত জনসাধারণ এদিকে ওদিকে মাথা নিচু করে বসে আছে। সবার মুখেই মৃত্যুভয়। গ্রে আর ভিগারকে খুঁজে বের করতে হবে ওর।

দূর থেকে সাইরেনের শব্দ ভেসে আসছে।

কেউ একজন ওর শার্টের প্রান্ত চেপে ধরল, বিদ্যুৎ গতিতে মুহূর্তেই ও পিস্তল চেপে ধরে আগন্তুকের পাঁজরে।

আগন্তুক ঘাবড়াল না, "শেইচান, কী হয়েছে?" ক্লান্ত ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে গ্রে।

"গ্রে... আমাদের এখনই বেরিয়ে যেতে হবে। মনসিনর কোথায়?"

গ্রে সিঁড়ির দিকে আঙুল তুলে দেখায়। প্রবেশপথের মুখে নিজেকে আড়াল করে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে আছেন ভিগর। গ্রে কে ওদিকটায় টেনে নিয়ে গেল শেইচান।

মনসিনর শোকাতুর নয়নে দরজার দিজে তাকালেন। "নাসের গুলি করেছে। ব্যালথেজারকে গুলি করেছে ও।"

"নাহ," শেইচান বলল। সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাল ও "আমি করেছি কাজটা।"

ভিগার এক পা পিছিয়ে গেলেন। ঘুরে দাঁড়াল গ্রে। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

"ও নাসেরের হয়ে কাজ করছিল।" শেইচান ব্যাখ্যা করল।

ভিগারের কণ্ঠে রাগের আভাস দেখা দিল, "কিন্তু কিভাবে...?"

"আমার কাছে দুই বছর আগের কিছু ছবি আছে। নাসের আর ব্যালথেজার একসাথে। অর্থের লোভে দল বদলে ফেলেছিল সে," দৃঢ় চোখে ভিগারের দিকে তাকায় শেইচান। "শুরু থেকেই ওর সাথে কাজ করে আসছে ব্যালথেজার।"

ভিগারের চোখে অবিশ্বাস দেখে গলায় জোর বাড়ায় শেইচান, "মনসিনর, টাওয়ার অফ উইন্ডে খুঁজে পাওয়া লিপির কথা প্রথম আপনাকে কে বলেছিল?"

ভিগার দরজার দিকে তাকান, ওদিকে ব্যালথেজারের মৃতদেহ পড়ে আছে, দৃষ্টিসীমার বাইরে।

"আপনাদের দু'জনের সাথে জড়িয়ে পড়ার আগে, পুরো ইতালি জুড়ে ইঁদুর বিড়ালের মতো একজন আরেকজনকে টেক্কা দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম আমি আর নাসের। দু'জনেই ধাঁধার সমাধানের প্রাথমিক সূত্রগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আমি আপনাকে জানানোর আগে, ভ্যাটিক্যানে আমার এঁকে রাখা অদৃশ্য চিহ্ন কারো পক্ষেই বের করতে পারার কথা না। আপনার কি ধারণা আপনার বন্ধু ওটা ভাগ্যের জোরে আবিষ্কার করে ফেলেছিল?"

"ও বলেছিল...ওর এক ছাত্র..."

"মিথ্যা বলেছিল। নাসেরই জানিয়েছিল ওকে। আমি যে সূত্র ধরে এগিয়েছিলাম, হারামিটা তাই-ই অনুসরণ করে চলেছিল। তারপর ব্যালথেজারকে দিয়ে এই ধাঁধা সমাধানের কাজে লাগিয়ে দেয় আপনাকে।

ভিগার সিঁড়িতে বসে পড়লেন। দুই হাতে ঢেকে ফেললেন নিজের মুখ। শেইচান গ্রের দিকে তাকাল, এক ধাপ দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে।

"তার মানে নাসের জানত যে আমরা ওর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছি।" গ্রে বলে ওঠে। "ও জানতো যে আমাদের হাতে প্রথম চাবিটা আছে...ও সব কিছুই জানতো।"

"নাও জানতে পারে," শেইচান ভিগারকে টেনে তুলল। এরপর গ্রেকে নিয়ে গির্জার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। "এ কারণেই ব্যালথেজারকে মেরে ফেলতে হয়েছে। আমার মনে হয় না, তোমাদের কাছ থেকে যাবার পর ও নাসেরকে কিছু জানানোর সময় পেয়েছে। পরিস্থিতি আরও বাজে হওয়ার আগেই ওকে সরিয়ে দিয়েছি।"

"আরও বাজে?" গ্রে থেমে গেল, রাগে ফেটে পড়ল সে। "তুমি তাকে বন্দী করতে পারতে, ওকে নাসেরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেত, আরও হাজারটা উপায় ছিল!"

"ছিল, কিন্তু অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল," শেইচান কাছে এগিয়ে এলো। "বিষয়টা তোমার মোটা মাথায় ঢুকানোর চেষ্টা করো, গ্রে। নাসেরের পরিকল্পনা, আমাদের পরিকল্পনা...সব শেষ হয়ে গেছে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না।"

রাগে ওর মুখ কালো হয়ে যায়। চোখেও যেন ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে, "বেজন্মাটা যখন জানতে পারবে তুমি কী করেছো...আমরা কী করেছি...তোমার কাজের জন্য আমার বাবা মাকে মরতে হবে!"

সজোরে একটা চড় কষিয়ে গ্রে-কে থামিয়ে দেয় শেইচান। হতভম্ব হয়ে একধাপ পিছিয়ে যায় গ্রে। পরক্ষণেই উগ্রমূর্তি ধারণ করে এগিয়ে আসে। এক হাতে ওর কলার চেপে ধরে, অন্য হাতটা মুষ্টিবদ্ধ। শেইচান বাঁধা দিল না।

এহেন পরিবেশেও গলা শান্ত রাখার চেষ্টা করল মেয়েটা। "বেজন্মাটা মারা গেছে বলেই কিছুক্ষণের জন্য একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। আমাদেরকে এই পরিস্থিতির সুবিধা নিতে হবে।"

"কিন্তু আমার বাবা মা-"

ওর গলার স্বরে একটুও পরিবর্তন হয় না, "গ্রে, তারা হয়তো আর বেঁচে নেই।"

গ্রের হাত কেঁপে উঠল। চোখমুখ শক্ত হয়ে লালবর্ণ ধারণ করল। শেইচানের চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তর খুঁজল সে। কাকে দোষ দেবে বুঝতে পারছে না।

"আর যদি তারা বেঁচে থাকেন," ও বলে যেতে লাগল, "নতুন কোনও স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে নাসের যদি এখনও তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে, তাহলে আমাদের শুধু একটাই আশা আছে।"

গ্রে শেইচানের কলার ছেড়ে দিল। এখনও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেনি ও।

"দর কষাকষির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা দরকার আমাদের," শেইচান বলতে থাকে, "এমন কিছু, যার বিনিময়ে তোমার বাবা মার জীবন রক্ষা করা যাবে।"

গ্রে'র চোখের দিকে তাকিয়ে ও বুঝতে পারে যে, রাগ কমে আসতে শুরু করেছে। কথাগুলো অবশেষে ওর মাথায় ঢুকতে শুরু করেছে। "শুধুমাত্র দ্বিতীয় চাবি দিয়ে সেটা করা সম্ভব হবে না।"

"চুপচাপ কাজ করে যেতে হবে," শেইচান মাথা ঝাঁকাল। "ভিগরকে তার সেলফোনের ব্যাটারী খুলে ফেলতে বলো, কেউ যাতে আমাদের গতিবিধি অনুসরণ করতে না পারে।"

"কিন্তু নাসের আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে কীভাবে?"

"সে ব্যবস্থাটা বন্ধ করে দেয়ার সময় হয়েছে এখন।"

"কিন্তু ও যদি আমাদের ফোন করার চেষ্টা করে...?"

"নাসের রাগে অন্ধ হয়ে যাবে, তোমার বাবা মাকে মারধোর করতে পারে। হয়ত একজনকে খুনও করে ফেলবে। কিন্তু আমাদের খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত, অন্তত একজনকে বাঁচিয়ে রাখবে সে। লোকটা একদম বোকা নয়, আর সেটাই আমাদের একমাত্র ভরসা।"

ভিগরের সেলফোন বেজে উঠল, একসাথে সবার দম আটকে গেল যেন। ভিগর কাঁপা কাঁপা হাতে ফোনটা বের করলেন। ফোনের স্ক্রিনে ভেসে ওঠা নম্বরটা দেখে তার গলায় কাঁটা বিধার অনুভূতি হলো, গ্রের দিকে ফোনটা বাড়িয়ে ধরলেন।

ফোনটা হাতে নেয় গ্রে, "নাসের।" বিভ্রান্তির অবসান ঘটিয়ে দেয়।

শেইচানের ফিসফিসিয়ে ওঠে "স্নাইপারদের কেউ একজন ওর সাথে যোগাযোগ করেছে। এখন কী করবে সেটা জানার জন্য। সম্ভবত এ কারণেই ওরা এখনও আক্রমণ চালায়নি। ব্যালথেজারের মৃত্যুতে সবাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এটাই আমাদের একমাত্র সুযোগ।"

গ্রে ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

শেইচান ওর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে।

মানুষ হিসেবে কতটা শক্ত গ্রে?

দুপুর ২:০৪

গ্রে'র মনে হলো আঙুলগুলো অবশ হয়ে আসছে, শক্ত করে ফোনটা চেপে ধরে রেখেছে সে। ফোনটা আবারও বেজে উঠল। মুঠোর ভেতর কেঁপে উঠছে বারবার।

নাসেরের ক্রোধ যেন ফোনের ভেতর দিয়ে বিকীর্ণ হয়ে ওর দিকে ধেয়ে আসছে। এই ক্রোধের বশেই হয়তো ওর বাবা-মার ওপর অত্যাচার শুরু করবে। ফোন ধরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠছিল গ্রে-চিৎকার করতে, বাবা মার প্রাণ ভিক্ষা চাইতে, অভিশাপ দিতে, আপোসে করতে-কিছু একটা করতে।

কিন্তু কোনওভাবেই তা করা যাবে না, এখনও সময় হয়নি।

"নাসের সম্ভবত এখনও বিমানে।" ফোনের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল।

"পাঁচ ঘণ্টার ভেতর নামার কথা।" শেইচান একমত হয়।

জোর করে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে গ্রে। ওর আঙুলগুলো আরও শক্ত হয়ে ফোনে চেপে বসেছে, "বিমানে বসে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নিতে চাইবে না ও। মাটিতে পা রেখে পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার আগ পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে।"

"আর ততক্ষণ পর্যন্ত যদি তোমার সন্ধান না পায়.."

গ্রে'র কথা আটকে যায়, মাথা নাড়িয়ে সায় দেয় সে। নাসের ওর বাবা মাকে খুন করবে, খুব বেশি সময় অপেক্ষা করবে না। গ্রে'কে শাস্তি দিয়ে নতুন কোনও পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করবে।

পাঁচ ঘণ্টা।

"এখানে খুঁজে পাওয়া দ্বিতীয় চাবিটার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা দরকার আমাদের," ও বলল। "এমনকি তৃতীয় চাবিটার থেকেও বেশি কিছু।"

শেইচান মাথা নেড়ে একমত প্রকাশ করল।

"মারকত্তম্ভের ধাঁধার সমাধান করতে হবে। মার্কোর মানচিত্রটা খুব দরকার আমাদের।"

শেইচান মুখ খুলল না, গ্রে'র দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। গ্রে জানে, ওর এখন কী করতে হবে-ফোন বন্ধ করে দিল। আঙুলগুলো যেন অনুভূতি হারিয়েছে। ব্যাটারি খুলে ফেলার সময় ওর হাত কাঁপতে থাকে।

ভিগর উঠে এসে ওর আঙুলের ওপর নিজের হাত চেপে ধরেন। "গ্রে, তুমি কি নিশ্চিত?"

গ্রে চোখ তুলে তাকাল। "না.. আমি কোনও কিছুর ব্যাপারেই নিশ্চিত নই," মনসিনরের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল। ব্যাটারি বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। "কিন্তু তারমানে এই না যে, আমি চুপচাপ বসে থাকবো।"

শেইচানের দিকে তাকাল, "এখন?"

"তুমি যা করার করে ফেলেছ। নাসের এখন ওর স্নাইপারদের সাথে যোগাযোগ করবে। আমাদের হাতে বড়জোর আর এক বা দুই মিনিট আছে।"

গির্জার ভেতর আঙুল তুলে দেখালেন ভিগর, "ওই দিকে। পূর্বদিকের দরজার কাছে গাড়ি নিয়ে আসবে কোয়ালস্কি।"

প্রার্থনাকক্ষের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল ওরা। লোকজন ছুটোপুটি করে বেড়াচ্ছে—বিভ্রান্ত, অনেক কণ্ঠের সমন্বিত প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে চারদিকে। সাইরেনের শব্দ আরও কাছাকাছি এগিয়ে আসতে লাগল। পকেট থেকে কিছু একটা বের করে আনল শেইচান।

"গির্জার পূর্ব দিকেও হয়তো নাসের স্নাইপার ঠিক করে রেখেছে।" গ্রে একদৌড়ে শেইচানের কাছাকাছি চলে আসল।

শেইচান ওর হাতের মুঠি মেলে ধরল, "কনকাসিভ গ্রেনেড। প্রচুর ধোঁয়া বের হবে এটা থেকে। প্রার্থনাকক্ষের মাঝামাঝি ছুড়ে দিলে,সবাই ছুটে পালাতে শুরু করবে... আর সেই ফাঁকে আমরা ভিড়ের মাঝে মিশে যাব।"

অবিশ্বাসে গ্রে'র মুখ কুচকে গেল। ভিগরও ব্যাপারটা মেনে নিতে পারলেন না। সামনে একদল স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়ে পড়ল, ভীত মুখে একসাথে দাঁড়িয়ে আছে। "স্নাইপারদের কেউ আমাদের দেখে ফেললে, ভিড়ের মধ্যেই গুলি চালিয়ে দেবে।"

"আর কোনও উপায় নেই।" শেইচান হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। "এই সুযোগটা আমাদের নিতেই হবে। নাসেরের লোকেরা হয়তো এতক্ষণে এসে পড়েছে..."

তখনই গুলির প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল গির্জার চারদিক।

কানের পাশ ঘেঁষে একটা গুলি ছুটে যেতে টের পায় গ্রে। দেয়ালের মোজাইক ভেঙ্গে ছিটকে আসে। মানুষজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে সাথে সাথেই। যে যেদিকে পারে ছুটে পালাতে শুরু করেছে।

ভিগর হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। গ্রে তাকে টেনে তুলতে তুলতেই দ্বিতীয় গুলির শব্দ শোনা গেল। একটা মার্বেলের স্তম্ভে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে ছিটকে বেরিয়ে গেল সেটা।

প্রার্থনাকক্ষের ভিতর দিয়ে মাথা নিচু করে দৌড়ে যেতে থাকে ওরা তিনজন। কেন্দ্রে পৌঁছাতেই শেইচান গ্রেনেডের পিন খুলে নিতে প্রস্তুত হয়।

গ্রে ওর হাত চেপে ধরে বাধা দিল। "না।"

"এটাই একমাত্র উপায়। সামনে আরও বন্দুকধারী ওৎ পেতে থাকতে পারে। বের হতে হলে তাদেরকে মোকাবেলা করা ছাড়া উপায় নেই।"

আর আমরা যদি ভিড়ের মধ্যে ওদের চোখে পড়ে যাই, তাহলে কতজন নিরীহ লোক মারা পড়বে?—গ্রে মনে মনে চিন্তা করল। বলল, "আরেকটা উপায় আছে।"

শেইচানের হাত ধরে ওকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যেতে লাগল গ্রে। ওদিকের স্ক্যাফোল্ডিংয়ের কথা আগে থেকেই মাথায় ছিল।

"ওপরে!" চিৎকার করে ওঠে গ্রে।

সেদিকে একটা বাঁধা আছে অবশ্য।

ওখানকার পাহারাদার একটা কাঠের বেষ্টনীর পেছনে সতর্ক হয়ে অপেক্ষা করছিল। রাইফেল নিয়ে গুলি করার জন্য প্রস্তুত সে।

গ্রে শেইচানের হাত থেকে গ্রেনেড কেড়ে নিয়ে পিন বের করে ফেলে। তারপর বেষ্টনীর পেছন দিকে ছুঁড়ে দেয়।

"চোখ বন্ধ করুন," ভিগরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ও। মনসিনরকে কাছে টেনে আনে। "কান চেপে ধরুন।"

শেইচান মাথা নিচু করে বসে পড়েছে।

বিস্ফোরণের আঘাতে যেন কান ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো। গ্রে উল্টোদিকে মাথা ঘুরিয়ে রেখেছে।

কিছুক্ষণ পর, সবকিছু শান্ত হয়ে আসে।

গ্রে ভিগরকে টেনে তুলল। চারপাশ থেকে চিৎকার ভেসে আসছে। এই সুযোগে স্ক্যাফোল্ডিংয়ের দিকে ছুটতে শুরু করে ও। সামনে থেকে লোকজনের ভিড় সরে যেতে থাকে, জীবন বাঁচানোর তাগিদে পূর্ব আর পশ্চিমের দরজার দিকে ছুটে পালাচ্ছে সবাই। তবে তারা ওদের সাথে তাল মিলিয়ে পালাচ্ছিল না।

স্ক্যাফোল্ডিংয়ের সামনে পাহারাদার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করে চলেছে।

কয়েকদিন হয়তো তীব্র মাথা ব্যথায় ভুগবে বেচারা, তবে মরবে না।

গ্রে ওর রাইফেলটা তুলে নিয়ে শেইচান আর ভিগরকে স্ক্যাফোল্ডিংয়ের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে ইশারা করল। এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে। সাময়িক গোলযোগে বন্দুকধারীরা হয়ত তাল হারিয়ে ফেলবে, তবে তা খুব অল্প সময়ের জন্যেই।

শেইচান আর ভিগরের পেছন পেছন ওপরে উঠতে থাকে সে।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?" শেইচান চিৎকার করে ওঠে। "ওপরে উঠলে শত্রুদের সহজ শিকারে পরিণত হব আমরা।"

"তাড়াতাড়ি ওঠো!" গ্রে ধমকে ওঠে। "বেশি সময় নেই আমাদের হাতে।"

সিঁড়ি ধরে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে ওরা।

মাঝামাঝি যেতে না যেতেই নিচ থেকে বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ হতে থাকে। ভয়ে বুকে কেঁপে ওঠে সবার।

অন্য দু'জনকে ডিঙিয়ে সামনে এগোল গ্রে। "এই দিকে।" মাথা নিচু করে সামনের দেয়ালের দিকে দৌড়াতে শুরু করে ও।

চার্চের গম্বুজের কাছে এসে পৌঁছাল ওরা। সুদৃশ্য একসারি জানালার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গম্বুজটা। এই জানালা গুলোর একটার সামনেই একটু আগে দাঁড়িয়ে ছিল গ্রে আর ভিগর।

রাইফেল উঁচু করে গুলি করতে করতে শেষের দিকের একটা জানালার কাছে এগিয়ে যায় গ্রে। জানালার কাঁচ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছিটিয়ে পড়ে। কাছে গিয়ে রাইফেলের বাট দিয়ে অবশিষ্ট কাঁচ পরিষ্কার করে ফেলতে ফেলতেই শেইচান আর ভিগরের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে ওঠে সে।

"বের হও!"

তীব্র বেগে গ্রেকে পাশ কাটিয়ে বের হয়ে যায় তারা। পেছন থেকে আবারও গুলিবর্ষণ শুরু হয়েছে।

গ্রে ওদেরকে অনুসরণ করে। লাফিয়ে জানালার কার্নিশে পা রাখে সে। শেষ বিকেলের সূর্যের লালিমায় ইস্তাম্বুলের আকাশ রাঙা হয়ে আছে।

কার্নিশে দাঁড়িয়ে পুরো শহরটা চোখে পড়ছিল। চোখ ধাঁধানো রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোটা ইস্তাম্বুল শহর। প্রাচীন স্থাপত্য আর আধুনিকতার মিশেলে আরও রহস্যময়ী আর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। মায়াবী ইন্দ্রনীল আলো প্রতিদিনের মতোই বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো মারমারা সমুদ্রের শরীর থেকে। আরও দূরে তাকালে চোখে পড়ে বসফোরাস ব্রিজ, যার নিচ দিয়ে প্রবহমান স্রোতধারা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কৃষ্ণসাগর থেকে মারমারা সমুদ্রের দিকে।

কিন্তু এমন সৌন্দর্যের হাতছানিও আজকে গ্রের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারল না। গির্জার দক্ষিণপাশের স্ক্যাফোল্ডিংয়ের দিকে হাত তুলে দেখাল ও, নির্মাণকাজ চলছে সেদিকটায়, "ওদিক দিয়ে।"

ওর কথামতো সেদিকটায় এগিয়ে গেলেন ভিগর। গম্বুজের ধার ঘেঁষে সরু তাকের মতো অংশটার ওপর দিয়ে পার হলেন তিনি। সেই অংশটা লাফিয়ে পেরিয়ে নিচের ঢালু ছাদে এসে নামল গ্রে।

উচ্চতার তোয়াক্কা না করে ক্ষীপ্রগতিতে এগিয়ে আসছিল শেইচান। কখনো দৌড়ে, কখনো পা পিছলে, আবার কখনো একপায়ে ভর দিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। ভিগরই বরং অতিরিক্ত সতর্কতা মেনে চলছিলেন।

শেইচান দুই বাহু বাড়িয়ে দিয়ে দর্শনীয় ভঙ্গিতে নিজের গতি নিয়ন্ত্রণ করল। এরপর মোবাইল ফোন বের করে চিৎকার করতে শুরু করল হঠাৎ।

ভিগরকে ধরে রেখে রেলিংয়ের নিচে আর স্ক্যাফোল্ডিংয়ের সিঁড়ির ওপর দিয়ে চলতে সাহায্য করে গ্রে। ভাগ্যক্রমে এদিকটায় কোনও নিরাপত্তারক্ষী নেই, এত ঝামেলার মাঝে সে হয়ত এখানে থাকার প্রয়োজন মনে করেনি।

অবশেষে মাটিতে নেমে আসে তারা। শেইচান বাকি দু'জনকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। ফুটপাতে আসার পর, একটা হলুদ ট্যাক্সিকে তীব্র গতিতে রাস্তার অন্য পাশ থেকে বাঁক নিতে দেখা যায়। গতি বাড়িয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে গাড়িটা। শেইচান এক পা পিছিয়ে পড়ে, বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে

তাকায় সামনের দিকে। একেবারে শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষে ড্রাইভার, রাস্তায় টায়ার পিছলে তাদের এক পা সামনে এসে ট্যাক্সি থেমে যায়।

খোলা জানালা দিয়ে গলা বের করে চিৎকার করে উঠল ড্রাইভার, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে নাকি? তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো।"

কোয়ালস্কি।

গ্রে সামনের সিটে বসল। শেইচান আর ভিগর পেছনে উঠে পড়তেই সশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। চাকায় ধোঁয়া তুলে তীব্র বেগে গাড়ি ছুটিয়ে নিল কোয়ালস্কি।

গাড়ির গতির সাথে পাল্লা দিয়ে শেইচান সামনের দিকে ঝুঁকে আসে, "তোমার তো এই গাড়ি নিয়ে আসার কথা না!"

"ওই বস্তাপচা জাপানি গাড়ি কোনও কাজেই আসতো না। নব্বইয়ের দশকের এই পুউজো গাড়ি নিয়ে এসেছি, জোরে চালানোর জন্য দারুণ জিনিস।"

নিজের কথার প্রমাণ সাথে সাথেই দিয়ে দেয় কোয়ালস্কি। তীব্র গতিতে সামনে এগোতে শুরু করে। রাস্তার বাঁকে এসে ব্রেক চেপে ধরে স্টিয়ারিং ঘোরাতে থাকে পাগলের মতো। হঠাৎ দিক পরিবর্তনে যাত্রীরা গাড়ির বাম দরজায় আছড়ে পড়ে। বাঁক ঘুরে রাস্তায় উঠে যেতেই আবার সর্ব শক্তি দিয়ে একসেলেটরে চাপ দেয় ও। রকেটের গতিতে সামনে ছুটতে থাকে গাড়িটা।

শেইচানের মুখ চোখ লাল হয়ে গেল। পেছন থেকে চিৎকার করে বলল সে, "কোত্থেকে...?" পেছনে সাইরেন বেজে উঠল। একই পথ অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে আরেকটা গাড়ি।

"তুমি গাড়িটা চুরি করেছ!" গ্রে বলে ওঠে।

সামনে ঝুঁকে এলো কোয়ালস্কি, হুইলের সাথে নাক ঠেকে যাচ্ছিল প্রায়। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "তোমার কাছে চুরি হতে পারে। আমি বলব ধার নেয়া!"

গ্রে ঘুরে তাকাল পুলিশের গাড়িগুলো অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে, ওদের গাড়ির শক্তিশালী ইঞ্জিনের সাথে তাল মেলাতে পারছে না।

কোয়ালস্কি পরবর্তী বাঁকটাও একইভাবে পার হয়। এবার যাত্রীরা ডানদিকে আছড়ে পড়ে। গাড়িটার গুণ গাইতে থাকে সে। "দারুণ শক্তিশালী গাড়ি। যেমন ওজন তেমন হর্সপাওয়ার! ওহ...গাড়িতে কিন্তু সানরুফও আছে," গিয়ার থেকে হাত তুলে ওপরের দিকে ইঙ্গিত করল সে। "চমৎকার, তাই না?"

গ্রে সিটে হেলান দিয়ে বসল

দু'বার বাঁক ঘুরে কোয়ালস্কি পুলিশের দৃষ্টির বাইরে সরে পড়তে সক্ষম হয়। এক মিনিট পরেই পুলিশের দল নিজেদের আবিষ্কার করে ইস্তানবুলের ব্যস্ত রাস্তায়। ট্যাক্সিক্যাবের সাগরে হারিয়ে যাওয়ার অনুভূতি হয় তাদের।

শেষপর্যন্ত গ্রে কিছুটা শান্ত হলো। শেইচানের দিকে ঘুরে তাকাল সে, "পাঁচ ঘণ্টা। হরমুজে যাওয়া দরকার আমাদের।"

"হরমুজ আইল্যান্ড," ভিগর ব্যাখ্যা করলেন। "পার্সিয়ান উপসাগরের মুখে অবস্থিত।"

এক হাতে ভর দিয়ে বসে ছিল শেইচান, সারাদিনের ধকলে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। মুখটা একদম ফ্যাকাসে হয়ে আছে। মাথা নাড়ল ও, "আমি এলাকাটা চিনি। স্মাগলার আর অস্ত্রব্যবসায়ীরা ওমান থেকে ইরানে যাওয়ার জন্য এই দ্বীপটা ব্যবহার করে। কোনও সমস্যা হওয়ার কথা না।"

"কতক্ষণ লাগবে?"

"ঘণ্টা তিনেক। প্রাইভেট আর সীপ্লেনে করে যেতে হবে, আমার একজন পরিচিত লোক আছে ওখানে।"

গ্রে ঘড়ি দেখল। তাহলে শেষ চাবিটা খুঁজে বের করার জন্য হাতে মাত্র দুই ঘণ্টা সময় থাকবে। তারপর আবার সবগুলো চাবি ব্যবহার করে সমাধান করতে হবে স্মারকস্তম্ভের ধাঁধার। চিন্তা করতেই ওর হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। সাময়িক উত্তেজনার বশে বাবা-মার কথা ভুলে ছিল এতক্ষণ। কিন্তু এখন...

শেইচানের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় ও। "তোমার মোবাইলটা দাও।"

"সিগমার কাউকে ফোন করার জন্য?"

"এদিককার খবর তাদেরকে জানাতে হবে।"

গ্রে শেইচানের মুখের ভাষা পড়তে পারল। সে জানে, গ্রে আসল কারণটা এড়িয়ে যাচ্ছিল। তবুও ফোনটা এগিয়ে দেয় ওর দিকে।

গ্রে চুপচাপ বসে থাকে। কিছুক্ষণ পর, ওপাশ থেকে পেইন্টারের গলা শোনা যায় দ্বিতীয় চাবি খুঁজে পাওয়া থেকে শুরু করে গির্জা থেকে পালানো-পেইন্টারকে যাবতীয় ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয় সে

"তার মানে ভ্যাটিক্যানেই গিল্ডের গিরগিটির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল," বললেন পেইন্টার। কথা কিছুটা কেটে কেটে আসছিল। "কিন্তু গ্রে। এত অল্প সময়ের মধ্যে হরমুজ আইল্যান্ডে আমি তোমার জন্য খুব বেশি কিছু করতে পারব না। এলাকাটা ইরানের নিয়ন্ত্রণাধীন। মধ্যপ্রাচ্যের যাবতীয় গোয়েন্দা সংস্থার নজর এড়িয়ে এত তাড়াতাড়ি কোনও সাহায্য পাঠানো সম্ভব না।"

"এদিকের ব্যাপারে আপনাকে হস্তক্ষেপ করতে বলছি না," গ্রে বলল। "কিন্তু.. আমার বাবা- মাকে... দয়া করে..."

"আমি বুঝতে পেরেছি গ্রে। আমরা তাদেরকে খুঁজে বের করব।"

আশ্বাস পেয়েও শান্ত হতে পারল না কমান্ডার ডিরেক্টরের কণ্ঠের অস্বস্তি তার কান এড়ালো না কিছু কথা সব সময় উচ্চারণ করতে নেই।

যদি তোমার বাবা- মা এখনও বেঁচে থাকে

সকাল ৮:০২
আরলিংটন, ভার্জিনিয়া

আবারও তাদেরকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে।

হ্যারিয়েট তার স্বামীকে পানি খাওয়ানোর চেষ্টা করছিলেন। তাকে একটা চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। "জ্যাক। পানিটা খেতেই হবে এখন। একটু চেষ্টা করো।"

তিনি বাধা দিচ্ছিলেন।

"ওষুধটা গেলাও ওকে!" মেয়েটা চিৎকার করে ওঠে। "নাহলে আমি জোর করে ঢুকিয়ে দেব, অন্য রাস্তায়।"

হ্যারিয়েটের হাত কাঁপতে থাকে। "প্লিজ জ্যাক। খাওয়ার চেষ্টা কর।"

অ্যানিশেন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। কিছুক্ষণ আগে ফোনে কথা বলার পর অন্য প্রহরীদেরকে ভেতরে ডেকে এনেছে ও। এমনকি রাস্তায় দাঁড়ানো গার্ডদেরও বাদ রাখেনি। হ্যারিয়েটকে একটা ওয়াক-ইন-ফ্রিজারের ভেতরে করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। সারারাত ওটার ভেতর আটকে ছিলেন তিনি। মাথার ওপর একটা মিটমিটে বাল্ব, দুই সারি মাংস ঝোলানোর হুক। পুরো মেঝে জুড়ে রক্তের দাগ। সব মিলিয়ে জায়গাটা খুবই ভয়ঙ্কর।

হঠাৎ একটা ফোন এলো।

স্বামীর কাছে টেনে হিচড়ে আনা হলো হ্যারিয়েটকে জ্যাককে অন্য কোথাও সরিয়ে রাখা হয়েছিল গতরাতে। স্বামীর জীবন বিপন্ন হবার আশঙ্কায় তিনি একফোঁটাও ঘুমাতে পারেননি। হোটেলঘরে টেজারের আঘাতে বিদ্যুতপৃষ্ট হবার পর, জ্যাকের জ্ঞান ফিরতে দেখা যায়নি আর। ফিরে এসে, তাকে চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় দেখে ভয়ে আঁতকে উঠেছিলেন হ্যারিয়েট। মুখের ভেতর কাপড়ের টুকরা ঢুকিয়ে রাখা। অবশ্য তা বাদে আর কোনও ক্ষতি করা হয়নি।

স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে বাঁধন ছিড়ে মুক্ত হবার চেষ্টা করেছিলেন জ্যাক। অবশ্য তাকে পুরোপুরি চিনতে পারেননি তখন। খানিকটা ঘোরের ভেতর ছিলেন তিনি। দুশ্চিন্তা, ক্লান্তি, তড়িতাহত হওয়া–সব মিলিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ছিলেন।

"বাদ দাও," শেষ পর্যন্ত অ্যানিশেন ধৈর্য রাখতে পারল না। হ্যারিয়েটের কাঁধ চেপে ধরল সে। "আগের বার যে ওষুধ খাইয়েছিলে, তা কোনও কাজে আসেনি।"

"ও তখন উত্তেজিত অবস্থাতেই ছিল," তিনি মিনতি করলেন। "এই পিলটা খাওয়া জরুরি। কাজ করতে একটু সময় নেয়, নির্দিষ্ট সময় পর পর খেতে হয়।"

অ্যানিশেন অস্থির হয়ে পড়ল। "আর একবার চেষ্টা কর।"

এক হাত মাথার পেছনে রেখে স্বামীকে পানি খাওয়ানোর চেষ্টা করলেন থাকেন। অনেক চেষ্টার পর সামান্য ঠোঁট ফাঁক হতে দেখা গেল। অনেক পিপাসা লেগেছিল বোধহয়। এক নিঃশ্বাসে পুরোটা পান করে নিলেন। তাকে কিছুটা শান্ত হতে দেখে, হ্যারিয়েট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

"খেতে পেরেছে?" অ্যানিশেন জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। ঘণ্টাখানেকের মাঝে শান্ত হয়ে যাবার কথা।"

"আমাদের হাতে এত সময় নেই।"

"আমি বুঝতে পারছি...কিন্তু..."

হ্যারিয়েট জানতেন, তাদেরকে খোঁজা হচ্ছে। যত বেশি সময় এক জায়গায় থাকবেন, তত তাদেরকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। একইভাবে যত বেশি স্থান পরিবর্তন করা হবে, ততোই কঠিন হবে তাদেরকে খুঁজে বের করা।

"উঠাও ওকে।" আনিশেন হুকুম দিল।

হ্যারিয়েটের কলার টেনে ধরে তাকে নিচে ফেলে দেয় মেয়েটা। গায়ে প্রচণ্ডশক্তি। টেনেহিচড়ে তাকে পেছনের দরজা দিয়ে বের করে আনে। ওদিকে ওর চামচারা জ্যাকের বাঁধন খুলে ফেলে। স্বামীকে দুইজন গরিলা আকৃতির লোকের মাঝখানে ঝুলতে দেখেন হ্যারিয়েট। দুজনই ঘন কালো ভ্রূ বিশিষ্ট আরমেনিয়ান অধিবাসী। ওদের একজন জ্যাকের পিঠে বন্দুক ঠেকিয়ে রেখেছে।

অ্যানিশেন হ্যারিয়েটের কনুই চেপে ধরল।

জ্যাককে সরানোর চেষ্টা করা হলে তিনি চিৎকার শুরু করলেন। বাধা দিতে থাকেন। "নাআআআ...."

"আরেকবার শক দিতে হবে মনে হয়।" একজন ভারী গলায় বলে ওঠে।

"প্লিজ না," হ্যারিয়েট মিনতি করেন। "আমি ওকে শান্ত রাখতে পারব।"

গার্ড তার কথায় কোনও পাত্তা দিল না।.

অ্যানিশেন কী করবে তা নিয়ে দ্বিধায় ভুগতে থাকে।

"দিনের বেলা বাইরে অনেক লোকজন..." হ্যারিয়েট শেষ চেষ্টা করে। "ওকে অচেতন অবস্থায় বাইরে নিয়ে গেলে..."

"এখানে অনেক সরাইখানা আছে," একজন বলে ওঠে। "রাস্তায় ওর গায়ে খানিকটা ভদকা ঢেলে দিলেই হবে। কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।"

প্রস্তাবটা পছন্দ হলো না অ্যানিশেনের। নিজের বুদ্ধি নয় বলেই হয়তো। এক ধাক্কায় হ্যারিয়েটকে জ্যাকের দিকে ঠেলে দেয় সে।

"চুপ করাও, নাহলে আবার শক দিয়ে ওকে অবোধ শিশু বানিয়ে ফেলব।"

হ্যারিয়েট তাড়াহুড়া করতে লাগলেন। এক হাত দিয়ে জ্যাকের কোমর জড়িয়ে ধরলেন। স্বামীর বুকে হাত বুলাতে লাগলেন তিনি।

"সব ঠিক আছে জ্যাক। সব ঠিক আছে। আমাদের যেতে হবে।"

তিনি সন্দিহান চোখে হ্যারিয়েটের দিকে তাকালেন। তবে মুখ থেকে রাগের ছায়া মুছে যেতে শুরু করল। "আমি... বাড়ি ফিরতে চাই।"

"আমরা সেখানেই যাচ্ছি.. এখন শান্ত হও। বাধা দিও না।"

তিনি আর বাধা দিলেন না। পেছনের দরজা দিয়ে তাকে সরু একটা গলিতে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো। ময়লা আবর্জনায় ভর্তি গলিটা। তীব্র সূর্যালোকে হ্যারিয়েটের চোখ জ্বলতে শুরু করল।

অবশেষে তারা রাস্তায় নেমে এলেন।

এতক্ষণ একটা পরিত্যাক্ত কসাইখানায় ছিলেন। জায়গাটার অবস্থান বোঝার জন্য আশেপাশে তাকালেন হ্যারিয়েট। আরলিংটনের কোনও একটা জায়গাতে আছেন তারা। তিনি জানতেন যে, অপহৃত হবার পর পটোম্যাক নদী পার হয়েছেন।

কিন্তু কোথায়?

সামনেই একটা কালো ভ্যান পার্ক করে রাখা ছিল।

সকাল সকাল রাস্তায় লোকজনের চলাচল শুরু হয়ে গেছে। ভিড় বাড়ছিল। রাস্তার ধারে কিছু বাস্তুহারা ভবঘুরে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে।

অ্যানিশেন ওদের পাত্তা দিল ... ন্দর দলবল নিয়ে ভ্যানের দিকে এগিয়ে গেল সে। রিমোটে চাপ দিতেই ভ্যা ... খুলে যায়।

জ্যাক কিছুটা অসাড়ভাবে হেঁটে চলেছেন। আশেপাশের কোনও কিছুর দিকে তার নজর নেই। রাস্তার লোকগুলোর কাছাকাছি এসে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন হ্যারিয়েট। তার ডান হাতটা এখনও জ্যাকের পেটের ওপর ধরে রাখা।

জ্যাকের শার্টের ওপর দিয়ে জোরেসোরে চিমটি কাটলেন তিনি।

জ্যাক সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

"নাআআআআ!"

গার্ডের সাথে হাতাহাতি শুরু করে দিলেন তিনি।

"আমি তোমাদের কাউকে চিনি না!" ধমকে উঠলেন। "আমার কাছ থেকে সরে যাও।"

হ্যারিয়েট তার দিকে তাকিয়ে কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন, "জ্যাক..জ্যাক..শান্ত হও।"

এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিলেন জ্যাক, সজোরে কাঁধে আঘাত করলেন।

"এই!" ভবঘুরেদের একজন চেঁচিয়ে উঠল। লোকটা একদম হাড় জিরজিরে, মুখভর্তি প্যাঁচানো দাঁড়ি। কাগজের প্যাকেটের ভেতর একটা বোতল ধরে রেখেছে সে। "এই লোকটাকে কী করেছেন আপনারা?"

আশপাশ থেকে সবাই ওদের দিকে তাকাল।

অ্যানিশেন গাড়ি থেকে নেমে হ্যারিয়েটের দিকে এগোলেন। ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ধরে রেখে তাকালেন ওর দিকে। সোয়েটারের পকেটের ভেতর এক হাত ঢুকিয়ে রাখা, স্পষ্ট হুমকির স্বরূপ।

জ্যাকের পেটে হাত বুলাতে বুলাতে দাঁড়িওয়ালা আগন্তুকের দিকে তাকালেন হ্যারিয়েট। "ইনি আমার স্বামী, অ্যালঝেইমার্স-এ ভুগছেন। আমরা..আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।"

এ কথা শুনে লোকটার মুখ থেকে উদ্বেগের ছাপ মুছে গেল। মাথা নাড়ল সে, "শুনে কষ্ট পেলাম, ম্যাম।"

"ধন্যবাদ।"

জ্যাককে ভ্যানের দিকে নিয়ে গেলেন হ্যারিয়েট। দ্রুত উঠে পড়তেই সবগুলো দরজা লাগিয়ে দেয়া হলো। আনিশেন সামনের সিটে উঠে বসেছিল। ভ্যান চালু করতেই, ঘুরে হ্যারিয়েটের দিকে তাকাল সে।

"ওষুধগুলো তাড়াতাড়ি কাজ করছে না কেন?" সে বলল। "পরের বার ওকে কসাইখানায় লটকে রাখব।"

হ্যারিয়েট মাথা নাড়ল।

অ্যানিশেন সামনে ঘুরে গেল আবার। পেছনের সিটে বসা একজন হ্যারিয়েটের মাথায় কালো হুড টেনে দিল। জ্যাক প্রতিবাদের সুরে গুঙিয়ে উঠলেন, যেন কাজটা তার সাথে করা হয়েছে। একহাতে স্বামীর হাত জড়িয়ে ধরলেন হ্যারিয়েট।

আমি দুঃখিত, জ্যাক...

হ্যারিয়েটের আরেকটা হাত সোয়েটারের পকেটে ঢুকানো। তার আঙুলগুলো ওষুধের কৌটার ওপর রাখা, এই ওষুধগুলোই স্বামীকে খাওয়ানোর অভিনয় করেছেন তিনি। আগেও, আবার এখনও। জ্যাককে উত্তেজিত অবস্থায় রাখা দরকার ছিল, বিভ্রান্ত আচরণের প্রয়োজন ছিল খুব।

যাতে করে সবার নজর পড়ে... সবাই মনে রাখে।

হতাশার ভঙ্গিতে চোখ বন্ধ করলেন তিনি।

ক্ষমা করুন, ঈশ্বর।

১২

অফ এ ম্যাপ ফরবিডেন

৬ জুলাই, বিকাল ৪: ৪৪

স্ট্রেইট অফ হরমুজ

বেরিয়েভ ১০৩ মডেলের রাশিয়ান সীপ্লেনটা কেশম আইল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে এসে স্ট্রেইট অফ হরমুজের পানিতে গা ভাসিয়েছে।

এত তাড়াতাড়ি এদিকে চলে আসতে পারায় গ্রে মুগ্ধ হলো। ইস্তাম্বুল থেকে মাত্র দশ মিনিট আগে তাদের জেট এয়ারপোর্টে এসে নেমেছে। সীপ্লেনটা আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। জ্বালানী ভরে, ইঞ্জিনটাকে গরম করে রাখা হয়েছিল। আস্তে আস্তে ঘুরছিল ওর দু'টো প্রপেলার। পাইলটসহ ছয়জন মানুষ আঁটে। একজোড়া সিটের পেছনে আরেকজোড়া সিট সাজানো। তারপরেও সীপ্লেনটার গতি কম না। বেশ দ্রুতগামীই বলা যায়।

আইল্যান্ড অব হরমুজ পার হয়ে আসতে বিশ মিনিটও লাগেনি তাদের। খুব অল্প সময়েই চলে এসেছে। শেষ চাবিটা খুঁজে বের করার জন্য আর মাত্র দুই ঘণ্টা সময় আছে। তারপর আবার সবগুলো একসাথে ব্যবহার করে স্মারকস্তম্ভের অ্যানজেলিক স্ক্রিপ্টের পাঠোদ্ধার করতে হবে।

চুপচাপ বসে না থেকে সময়টুকু গুপ্তসংকেতের অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনার কাজে লাগাচ্ছিল গ্রে। যাত্রাটা ছোট হলেও, নষ্ট করার মতো একটা মুহূর্ত হাতে নেই আর। সীপ্লেনের পেছনের সারিতে বসে নোটবুকটা বের করল ও। টুকটাক লেখা আর সম্ভাব্য সমাধানের সূত্রে হিজিবিজি হয়ে আছে ওটা। স্মারকস্তম্ভের স্ক্রিপ্টটাকে অক্ষরে পরিণত করার চেষ্টা চালিয়েছে সে। ঠিক যেভাবে ভিগর ভ্যাটিকানের অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্ট থেকে রূপান্তর করে *হায়া* শব্দটা বের করেছিলেন। কিন্তু ও ভিগারের সাহায্য নিয়েও আগা মাথা কিছুই খুঁজে বের করতে পারেনি।

জেটে থাকাকালীন, ক্রিস্টো গ্রাম নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল তারা দু'জন। ভিগর প্রাচীন ভাষায় বেশ পারদর্শী। তাতে অবশ্য কোনও লাভ হয়নি। অবিলিস্কের চারটা পৃষ্ঠের কোনটা থেকে শুরু করবে, বুঝে উঠতে পারেনি তারা। বাম না ডান, কোনদিক থেকে পড়তে শুরু করতে হবে, তাও বোঝার উপায় নেই তাই, অর্থোদ্ধার আরও কঠিন হয়ে উঠেছে তাদের জন্য।

মোটামুটি আট ধরনের সম্ভাবনা দাঁড় করিয়েছে তারা।

ভিগর শেষে চোখ ঘষতে ঘষতে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিলেন, "তৃতীয় চাবিটা ছাড়া, এটার পাঠোদ্ধার সম্ভব না।"

গ্রে কথাটা বিশ্বাস করতে চায়নি। কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়েছিল তাদের মধ্যে। পরে দু'জন মিলে সিদ্ধান্তে এসেছে, কিছুটা সময় বিশ্রাম নেওয়া উচিত। এই ধাঁধার ভেতর ঘুরপাক খাওয়া থেকে কিছুক্ষণের জন্য বিরতি দরকার। কিন্তু চোখ বন্ধ

করলেই কেমন যেন গা গুলিয়ে উঠছে ওর, মায়ের চেহারা ভেসে উঠছে মাথার ভেতর, আর বাবার অগ্নিদৃষ্টি। তাই কাজ শুরু করতে হয় আবার।

আর কোনও উপায়ও নেই।

অক্ষরভর্তি একটা পৃষ্ঠার দিকে আবারও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গ্রে।

পরের পৃষ্ঠাগুলোতে আরও সাত রকমের সম্ভাব্য সমাধান। কোনটা সঠিক? কোত্থেকে শুরু করতে হবে? নাক ডাকার জোরালো শব্দে ওর মনোযোগে বিঘ্ন ঘটল। কোয়ালস্কি এরই মাঝে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভিগর পাশের সিটে গা এলিয়ে আবার তার ডায়েরি বের করে ঘাটাঘাটি শুরু করেছেন। উঠে এসে গ্রে'র পাশের সিটে বসলেন মনসিনর। কাগজের রোলগুলো তার হাতে ধরা।

এক মুহূর্তের জন্য নীরবতা বিরাজ করল। গ্রে ওর নোটবুক বন্ধ করে আমতা আমতা করে বলল, "একটু আগে.....ওখানে....."

"আমি জানি," ভিগর ওর হাতে আলতো করে চাপড় দিয়ে বললেন। "আমরা সবাই চিন্তিত। যাক, তোমার পরামর্শ দরকার ছিল।"

গ্রে সোজা হয়ে বসল, "আচ্ছা।"

"আমি জানি, তুমি স্মারকস্তম্ভের ধাঁধার উত্তর মিলাতে চাইছ। এদিকে আমরা কিন্তু কিছুক্ষণের ভেতরেই নামতে যাচ্ছি। তৃতীয় চাবিটা হরমুজ আইল্যান্ডের কোথায় পাওয়া যেতে পারে, তা ভেবে বের করার উপযুক্ত সময় এখন। অন্তত আমার তাই মনে হয়।"

"আমি তো ভেবেছি, কোথায় খুঁজতে হবে তা আমাদের জানাই আছে।" গ্রে বলল। নোটবুকটা তৃতীয় সোনালি পাইতজুর ওপর টোকা দিয়ে দেখাল।

তারা এটাকে দ্বীপটার মানচিত্রের সাথে তুলনা করেছে। কালো বৃত্তটা একটা পর্তুগীজ দুর্গের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে মিলে যায় চাবি লুকানোর প্রায় একশ বছর আগেই

বানানো দুর্গটা শুরুর দিকে বেশ শক্তিশালী ছিল । দ্বীপের পাশের একটা সংকীর্ণ এলাকায় বানিয়ে, গভীর খাঁজ কেঁটে আলাদা করা হয়েছিল। আইল্যান্ড অব হরমুজ আর নৌবন্দরগুলো থেকে প্রায় অদৃশ্য। কোনও কিছু লুকানোর জন্য খুব ভালো একটা জায়গা। তবে, এখন আর ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই।

ভিগর মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ, পর্তুগীজ দুর্গেই যাচ্ছি আমরা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন যাচ্ছি ওখানে? এই প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার, তাহলে খুঁজতে সুবিধা হবে।"

"ঠিক আছে, তাহলে কোথেকে শুরু করা যায়?"

গ্রে'র পাশের জানালার দিকে আঙুল তাক করলেন মনসিনর। সামনেই দেখা যাচ্ছে দ্বীপটা। "হরমুজ একসময় অন্যতম প্রসিদ্ধ এক বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। হরেক রকমের দামি পাথর, মসলা আর ক্রীতদাসের ব্যবসা চলতো এখানে। মনে রাখা জরুরি যে, পর্তুগীজরা ষোড়শ শতাব্দীতে এখানে আক্রমণ চালিয়েছিল। দুর্গ বানিয়েছিল নিজেদের। আবার, মার্কোর আমলে কুবলাই খান তার পরিবারের এক মেয়েকে এখানে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন।"

"কোকেজিন–নীল রাজকুমারী।"

"বিয়ের পুরো ব্যাপারটাই বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য আয়োজিত হয়েছিল। অবশ্য যে রাজাকে রাজকন্যার বিয়ে করার কথা ছিল, তিনি মার্কো আর কোকেজিন আসার আগেই মারা গিয়েছিলেন। বাধ্য হয়ে, রাজার ছেলেকে বিয়ে করতে হয় তার। বিয়ের তিন বছর পরে মারা যায় রাজকুমারী। কথিত আছে, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। আবার অনেকে বলে, সত্যিকারের ভালবাসার জন্য ছটফট করতেন।"

ভিগরের দিকে তাকাল গ্রে, "আপনি নিশ্চয়ই..."

"কোকেজিন মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত কিন্তু মার্কো বিয়ে করেননি। মৃত্যুর পর মার্কোর ঘরে দুটো মূল্যবান জিনিস পাওয়া যায়–কুবলাই খানের দেওয়া সোনার পাইতজু, আর একটা সোনার মুকুট, মণিমুক্তোখচিত," গ্রে'র দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ওর মুখের ভাব বোঝার চেষ্টা করলেন ভিগর, "রাজকন্যার মুকুট।"

গ্রে সোজা হয়ে বসলো। মার্কোর দুই বছরের ভ্রমণকাহিনী কল্পনা করতে লাগল একমনে। কুবলাই খানের রাজ্য থেকে বিদায় নেয়ার সময়ে কিন্তু মার্কো খুব একটা বুড়িয়ে যাননি, তিরিশের মাঝামাঝি বয়স হয়েছিল হয়তো। আর ওদিকে, কোকেজিন যখন চীনদেশ ছেড়ে চলে আসেন, তখন তার বয়স সতেরো। পারস্যে পৌছাতে পৌছাতে উনিশের কোঠায় পা দিয়েছিলেন। একজন আরেকজনের প্রেমে পড়াটা মোটেও অবাস্তব ছিল না। দুর্ভাগ্য যে, সে ভালোবাসা হরমুজ পেরোতে পারেনি।

খুব মাথা ব্যথা করছিল। কপালে হাত ঘষতে ঘষতে হায়া সোফিয়ার পাথরের দেয়ালের কথা মনে পড়ল গ্রে'র। চোখ ধাঁধাঁনো রাজকীয় নীল চমক পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক গোপন রহস্য। তাহলে পাথরগুলো কি রাজকন্যার প্রতি মার্কোর গোপন ভালবাসার নির্দেশক?

"আরেকটা সূত্রের কথা ভুলে গেছি আমরা," হাতের কাগজগুলো তুলে ধরলেন ভিগর। "গল্পটা কিন্তু সিল্কের ওপর সেলাই করা। এত কিছু থাকতে সিল্ক-ই কেন?"

গ্রে শ্রাগ করল, "এটা সুদূর প্রাচ্যের জিনিস, মার্কো গিয়েছিলেন সেখানে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু এটুকুই? আর কিছু থাকতে পারে না?"

মনসিনর কাগজের গোছাটা ওপরে তুলে ধরলেন। "লেখার সময় এই সিল্ক নতুন ছিল বলে মনে হয় না। অনেকটা পাতলা আর এবড়োথেবড়ো হয়ে গিয়েছিল। তেল আর পুরোনো দাগ খুঁজে পেয়েছি ওখান থেকে।"

"সিল্কটা তাহলে ব্যবহার করা!"

"কিন্তু কী কাজে ব্যবহৃত?" ভিগর জিজ্ঞেস করলেন। "সিল্ক বেশ দুষ্প্রাপ্য, আর দামও অনেক বেশি। রাজকীয় পরিবারের লোকজনদের মৃতদেহ ঢাকার কাজে লাগতো এ ধরনের কাপড়।"

ভিগর গ্রে'র দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বুঝতে কিছুটা সময় লাগালো সে। ফাঁপা নীল পাথরের কথা মনে পড়তেই বিস্ময় খেলে গেল ওর কণ্ঠে, "আপনি কি বলতে চাইছেন, এটা কোকেজিনের কাফনের কাপড়?!"

"সম্ভবত। আমার মনে হয়, ভাঙ্গা দুর্গে কী খুঁজতে হবে তা আমি জানি।"

এবার আর বুঝতে দেরি হলো না গ্রে-র। "কোকেজিনের সমাধি।"

দুপুর ৪:৫৬

কো-পাইলটের সিটে বসে দ্বীপের অনেকখানি অংশ দেখতে পাচ্ছিল শেইচান। দ্বীপটা খুব বেশি বড় নয়, দৈর্ঘ্যে বড়জোর চারমাইল হবে। মাঝখানটা পাথুরে পাহাড়ে ছাওয়া, সবুজের ছোঁয়া লেগেছে ওখানে। বেশিরভাগ সীমান্তে খাড়া পাহাড়ি ঢাল, স্মাগলারদের আশ্রয়স্থল সেগুলো। উত্তরদিকটায় উঁচু ঢাল ক্রমশ সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। পাম আর সবু ঘাসে ছাওয়া মাঠে ভর্তি এদিকটা। ছোট ছোট কুঁড়েঘরে ভরা শহরতলী।

আকাশ থেকে আরেকটা শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। বিশালাকৃতির শহর, পুরনো পাথরের থাম আর ভাঙ্গা দেয়ালগুলো দেখলে মনে হয় পাহাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। অদূরেই একটা পর্তুগীজ টাওয়ার দেখা যায়। এককালে বাতিঘর হিসেবে ব্যবহার করা হতো ওটাকে।

তবে ওগুলো মেয়েটার গন্তব্য নয়।

সীপ্লেনটা ঘুরে পুরোনো শহরের পাশে থাকা দ্বীপের ছোট বাড়তি অংশটার ছুটে গেল। প্রাচীন দুর্গটা থাবা গেড়ে বসে আছে সেদিকে। একসময়, দ্বীপে থেকে গভীর পরিখার মধ্যমে আলাদা করা ছিল। কিন্তু কালের আবর্তনে এখন তার কোনও চিহ্ন নেই। এখন শুধু একটা ডুবন্ত সীমানা পূর্ব থেকে পশ্চিমকে আলাদা করে রেখেছে।

সাগরে অবতরণ করার জন্য কোণাকুণি নামতে লাগল সীপ্লেনটা। জল স্পর্শ করে কেঁটে বেরিয়ে যেতে লাগল সাগরের দিকে। দুর্গের ছাদে মরিচা পড়া একটা কামানের

দিকে চোখ পড়ল শেইচানের। সৈকতে আরও ছয়টা কামান রাখা, নৌকা বেঁধে রাখা ছাড়া এখন আর কোনও কাজ নেই ওগুলোর। এককালে ভীষণ দাপট ছিল। এখনও একটা ছোট্ট টিনের নৌকা বেঁধে রাখা হয়েছে একটার সাথে। শেইচান দেখতে পেল একটা ছোটখাটো বাদামি চামড়ার ছেলে ওদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছে। পরনে শুধু একটা হাফপ্যান্ট।

গ্রাম থেকে আসা গাইড ছেলেটা হবে সম্ভবত। ওদের হাতে মাত্র দুইঘণ্টা সময় আছে। তাই এমন একজনকে দরকার, যে দুর্গটা ভালোভাবে চেনে। সীপ্লেনটাকে সৈকতে নামানো হলো। সিটবেল্ট খুলতে গিয়ে আহত জায়গাটা ব্যথায় টনটনিয়ে উঠল শেইচানের। কিছুক্ষণ আগেই এয়ারপোর্টের বাথরুমে জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখেছে। ব্যান্ডেজ কয়েক জায়গায় ফুটো হয়ে গিয়েছে। তবে রক্ত পড়ছে না।

এ যাত্রায় বেঁচে যাবে মনে হয়।

পাইলট সীপ্লেনের ইঞ্জিন বন্ধ করতেই নৌকাটা ঢেউয়ের উপর লাফাতে লাফাতে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। নৌকার পেছনের দিকে রাডার হাতে নিয়ে বসে আছে গাইড ছেলেটা।

কিছুক্ষণ পর, সবাই প্লেন থেকে নেমে পড়ল। এবার গাইডকে ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে, বারো-তেরো বছর হবে বড়জোর। হাড় জিরজিরে ছেলেটা মুখে একগাল হাসি ধরে রেখেছে। যতটুকু পারে, তা দিয়েই ভাঙ্গা ভাঙ্গা উচ্চারণে ইংরেজিতে বলে উঠল সে, "হরমুজে আপনাদের স্বাগতম। আমার নাম ফাইজ।"

নৌকায় ওঠার সময় শেইচানের দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল গ্রে, "এই তোমার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গাইড?"

"পাইতজুগুলো গলাতে না চাইলে, এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।"

এখানে তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে এমনিতেই অনেক খরচ করে ফেলেছে।

গ্রে-কে একটা সিটে আরাম করে বসতে দেখা গেল। চোখগুলো দুর্গটাকে নিরীক্ষণ করতে শুরু করে দিয়েছে। সবদিক থেকে শক্তপোক্ত একজন মানুষ গ্রে। অথচ কি ভাঙ্গাচোরাই না দেখাচ্ছে এখন ওকে! মা-বাবার চিন্তায় নিশ্চয়।

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল শেইচান। নিজের বাবা মা'র চেহারাটা পর্যন্ত মনে করতে পারে না সে। মাথায় শুধু একটাই স্মৃতি ভাসে, একজন মহিলাটাকে টেনে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ওর কাছ থেকে। কয়েকবার শেইচানকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। তারপর মহিলাকে আর কখনো দেখেনি ও। এমনকি এ-ও জানে না, তিনিই ওর মা কিনা।

পামের সারি-ঘেরা সৈকতের দিকে মুখ করে নৌকা এগিয়ে নিচ্ছে ফাইজ। সামনে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। কোয়ালস্কি একটা হাত পানিতে নামিয়ে রেখে গুনগুন করছে। গ্রামের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ভিগর। কোনও উৎসব চলছে ওদিকটায়, ভাঙ্গা ভাঙ্গা গানের সুর ভেসে আসছে বাতাসে। গ্রে শেইচানের দিকে তাকাল। কপালে ভ্রু উঁচিয়ে ইশারায় জিজ্ঞেস করল, তুমি প্রস্তুত?

শেইচান মাথা নাড়ল।

ঘুরে বসার পর গ্রে'র হালকা জ্যাকেটটায় সূর্যের আলো ঝকমক করতে লাগল। খাকি টিশার্ট পরে আছে সে। কলারের নিচে সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে ঝকমকিয়ে উঠছে কিছু একটা। অন্যমনস্কভাবে সেটা হাতে নিয়ে খেলছে ।

ড্রাগন চার্ম।

আগের বার সহযোগিতা করার পর মজা করার জন্য গ্রে-কে ওটা দিয়েছিল শেইচান। গ্রে ওটা রেখে দিয়েছে এখনও! আবার পরেও আছে! কেন? বিষয়টা হঠাৎ ওর অনুভূতিকে উষ্ণ করে তুললো–ভালবাসার আর্দ্রতায় নয়, অস্বস্তি আর লজ্জার একটা সংমিশ্রণ খেলে যেতে লাগল ওর ভেতরে। গ্রে কি ভেবেছিল, ওটাকে স্মৃতিফলক হিসেবে দেয়া হয়েছে? নাকি আকর্ষণের চিহ্ন? ওর আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে উল্টো আরও বিরক্ত হলো শেইচান। নৌকার সামনের দিক সৈকতের বালুতে লেগে ধাক্কা খেলে ঝাঁকিতে পিছিয়ে এলো ।

সৈকতে নেমে পড়ে, নৌকা থেকে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করল সবাই। কোয়ালস্কির দিকে একটা ঝোলা ছুড়ে দিল শেইচান। বাড়তি যন্ত্রপাতি হিসেবে একটা ল্যাপটপ আর কয়েকটা ফ্ল্যাশ-ব্যাঙ-গ্রেনেড আছে ওতে। সাথে চারটা পিস্তলের জন্য প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ।

মরিচা-পড়া একটা কামানের সঙ্গে নৌকাটা বাঁধলো ফাইজ। হাত নেড়ে দুর্গের দেয়ালের চারকোনা একটা ফাঁকা জায়গার দিকে দেখিয়ে ডাকল সবাইকে। ওপরের দিকে ছোটো ছোটো আরও কয়েকটা জানালা। এককালে ওখানে বসেই পর্তুগীজ গানম্যানরা দুর্গের সুরক্ষায় নিয়োজিত থাকত।

দেয়াল পেরিয়ে একটা পরিত্যক্ত পাথুরে উঠানে এসে পড়ল দলটা। দেয়ালের ফাঁটলে আর আশপাশ দিয়ে কাঁটাযুক্ত ঝোঁপের এলোপাথাড়ি বিন্যাস। কাছেই মুখিয়ে আছে একটা বড়সড় খাল। ওখানটায় পড়লে কপালে দুঃখ আছে। পাশাপাশি দু'টো পামগাছ পুরোনো বাগানের চিহ্ন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে এখনও। বাতাসে বালুর হিসহিস শব্দ। কেমন যেন ভৌতিক আবহ সৃষ্টি হয়ে আছে চারপাশে।

দুর্গের মূল অংশের দিকে দেখাল ফাইজ। ছয়তলা উঁচু ওটা, ওপরের দিকে ধারকাটা জানালা। মরচে-পড়া কামানগুলো এখনও সগৌরবে মাথা উঁচিয়ে রেখেছে সেখানে।

"আমি আপনাদের সবকিছু দেখাবো," ঘোষণার ভঙ্গিতে বলল ফাইজ, "দেখার মতো জায়গা একটা!"

হাঁটা শুরু করলে ভিগর ওর কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "দুর্গে কোনও গির্জা আছে?"

ভ্রূ কোচকালো ছেলেটা, কিন্তু মুখ থেকে হাসি মুছলো না, "আপনি খ্রিস্টান? সমস্যা নেই। মুসলমানরা বাইবেল পছন্দ করে। এটাও একটা পবিত্র বই। আমাদের ধর্মে অনেক নবী আছেন, কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ।" কাঁধ ঝাঁকাল সে।

ভিগর ওর কাঁধে আস্তে করে চাপ দিল। একই সাথে ভালো গাইড আর ধর্মপ্রাণ মুসলমান হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ছেলেটা।

"গির্জা?" তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা নাড়ল ফাইজ, "ক্রুশের ঘর।" অন্ধকার একটা করিডোর ধরে সবাইকে এগিয়ে নিয়ে চলল সে। ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠে কী যেন বিড়বিড় করছে।

'চলো, যাই," শেইচানের কাছাকাছি এসে বলল গ্রে, হাত বাড়িয়ে দিল।

কিছু না ভেবে প্রায় হাতটা ধরেই ফেলেছিল শেইচান। নিজের ওপর ক্ষেপে গিয়ে মুঠো পাকিয়ে ফেলল। এই প্রতিক্রিয়া অবশ্য হতাশার বহিঃপ্রকাশ নয়।

মনের ভেতর অপরাধবোধ কাজ করছে।

এই মানুষটাকে মিথ্যা বলতে ইচ্ছা করে না ওর।

বিকাল ৫:১৮

"ঝামেলা।" কোয়ালস্কি বলল।

গ্রে'র মতামতও তাই।

দুর্গের নিচতলায়, একদম পেছন দিকে চ্যাপেলের অবস্থান। এনট্রেন্স হল পার হয়ে, নিচু অন্ধকার প্যাসেজগুলোতে হাঁটার জন্য ফ্ল্যাশলাইট ব্যবহার করতে হচ্ছে। যতদূর এগিয়েছে, ততোই ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা নিচু দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে হলটা। ঢুকতে হলে শুধু মাথা ঝোকালেই চলবে না, কোমর অব্দি ঝুঁকতে হবে। ভিগর প্রথমে গাইডকে নিয়ে ঘরটায় ঢুকলেন। গ্রে ঢুকল তার পরে।

আলো ফেলে চ্যাপেলের ভেতরটা পরখ করে দেখতে লাগল সে।

একটা ক্রস আকৃতির জানালা দিয়ে সামান্য আলো ঢুকছে। ভালো করে দেখা যায় না কিছুই। জানালা দিয়ে বের হবার কোনও উপায় নেই, শরীর গলাবে না। সম্ভবত ওখান থেকেও দুর্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধায়ন করা হতো।

কোমর সমান উঁচু একটা পাথরের ফলকে আড়াআড়িভাবে আলো এসে পড়ছে। চ্যাপেলের প্রার্থনার বেদী ওটা। তাছাড়া, ঘরটায় আর কিছুই নেই বলতে গেলে। তবে ঘরের দেয়াল, মেঝে, ছাদ এমনকি বেদী পর্যন্ত সব জায়গায় সূক্ষ্ম কারুকার্য করা। সব মিলিয়ে হাজারখানেক খোদাই করা ক্রুশ হবে। বুড়োআঙুলের সামন থেকে শুরু করে দানবাকৃতি–সব আকারের ক্রশ আছে চারদিকে।

"ক্রুশের ঘর নামকরণের স্বার্থকতা বোঝা গেল।" ভিগর বললেন।

গ্রে মনোযোগ দিয়ে ক্রুশগুলোর ব্যাপ্তি দেখতে লাগল। হায়া সোফিয়ার মার্বেল পাথরে খোদাই করা ক্রশের সঙ্গে মিল আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে। ফ্রায়ার অ্যাগ্রিয়ারের রূপার ক্রুশটা বের করে সামনে ধরল, "এখন আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, এখানকার কোন ক্রশটা এর সাথে মেলে।"

ভিগর এগিয়ে এসে ফাইজকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন।

ছেলেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কী চলছে এখানে। গ্রে'র হাতের রূপালি ক্রুসিফিক্সটা অবশ্য চোখ এড়ায়নি ওর। "আমাদের এখন প্রার্থনা করতে হবে," ভিগর বুঝিয়ে বললেন। "কাজ শেষ হলেই বেরিয়ে আসবো আমরা।"

ফাইজ মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল। খ্রিস্টান প্রার্থনারীতি চলাকালীন সময়ে উপস্থিত থেকে ধরা পড়ার ভয় কাজ করছে ওর মনে। ওর বেরিয়ে যাওয়ার গতি দেখে মনে হলো, তারা এখানে শিশুবলি দিতে এসেছে!

পরপরই গ্রে মাথা চুলকালো। সময় দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে। "এগুলোর কোনটা একটা ফ্রায়ার এগ্রিয়ারের ক্রুসিফিক্সের সাথে হুবহু মিলে যায়, সেটা খুঁজতে হবে।"

দলটাকে ভাগ করে নেয়া হলো। চারজন এগিয়ে গেল চারটা দেয়ালের দিকে ছাদ আর মেঝে পর্যবেক্ষণের জন্য কেউ থাকল না অবশ্য।

রূপার ক্রুশটাকে বেদীতে বসালো গ্রে। এখান থেকে প্রত্যেকেই দেয়ালের ক্রুশগুলোর সাথে নকশা মিলিয়ে দেখতে পারবে। নোটবুক থেকে চারটা পাতা ছিঁড়ে প্রত্যেকের হাতে একটা করে ধরিয়ে দিল ও। ক্রুসিফিক্সটার আকৃতি এঁকে নিয়ে খুঁজতে শুরু করলে আরও সহজ হয়ে যাবে কাজটা।

সবাই অনুসন্ধান শুরু করার পরে গ্রে বেদীর দিকে তাকাল। সূর্যাস্তের সাথে সাথে বেদী থেকে আলো সরে যাচ্ছে। সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। নিজের ভাগের দেয়ালটা আগাগোড়া দেখে নিয়ে কিছুই খুঁজে পেল না সে। পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠেছে, ভ্যাপসা গরমে ঘাম ছুটছে গা থেকে। কিন্তু একটুও না থেমে মেঝেতে খুঁজতে শুরু করল আবার। অন্যরা একটু পরেই ওর সাথে যোগ দিল । শেইচান বেদী পরীক্ষা করতে শুরু করেছে।

"মেঝেতেও নেই।" ভিগর বললেন। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। একহাতে কোমরের নিচের অংশ ধরে আছেন। বেদীর পেছন থেকে শেইচানও মাথা ঝাঁকাল, ওখানেও কিছু পাওয়া যায় নি।

গ্রে ওপরের দিকে তাকাল। ছাদটা নিচু, তবে স্পর্শ করার মতো নয়। ছাদের প্রত্যেকটা ক্রুশ খুঁটিয়ে দেখতে গেলে, কোনও কিছুর ওপরে উঠে দাঁড়াতে হবে।

"আমরা সম্ভবত ভুল জায়গায় খুঁজছি," ভিগর বললেন। "কোকেজিনের সমাধি দুর্গের অন্য কোথাও হবে। এই ক্রুশগুলো হয়তো ভুল পথে পরিচালনা করছে।"

গ্রে মাথা ঝাঁকাল। এমনিতেই ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট হয়েছে। দুর্গের প্রত্যেকটা চৌকাঠ ধরে ধরে খোঁজার মতো সময় হাতে নেই আর। সমাধিটা চ্যাপেলের ভেতরেই খুঁজে পেতে হবে। অন্য কোনও উপায় নেই।

"কোকেজিনের সমাধি এখানেই কোথাও আছে।" গ্রে জোর কণ্ঠে বলল।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভিগর, "ছাদটাই বাকি আছে শুধু।"

ভিগরকে ওপরের দিকে তুলে ধরতে বলা হলো কোয়ালস্কিকে। শেইচানের পাশে এসে দাঁড়াল গ্রে।

"আমার কপালটাই খারাপ।" কোয়ালস্কি ফোঁড়ন কাটলো।

ওকে উপেক্ষা করে ভিগর দেয়ালের দিকে নির্দেশ করলেন। "আমরা ছাদের ধারগুলো দেখছি। তোমরা দু'জন মাঝখানের অংশটুকু দেখো।"

শেইচান বেদীর ওপর উঠে দাঁড়াল, "কারো সাহায্য ছাড়াই দরকার নেই।" দাঁড়ানোর সাথে সাথে সূর্যের আলো ওর পিঠে এসে পড়ল। ভেস্ট খুলে রেখে একটা

কালো টিশার্ট পরেছে সে। বুকের কাছে সুতী টিশার্টটা আঁটসাঁট হয়ে লেগে আছে উদ্বেগের অংশটুকুকু সরিয়ে রেখে গ্রের ভেতরের পুরুষসত্ত্বা এ দৃশ্যকে অগ্রাহ্য করতে পারল না। ভেতরে অপরাধবোধ জেগে উঠল।

এখন এসবের সময় নয়।

"এখানে একটা কিছু দেখতে পাচ্ছি বোধহয়।" শেইচান বিড়বিড় করল। পায়ের গোঁড়ালি উঁচিয়ে ছাদের আরেকটু কাছে পৌছানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু ব্যথায় কঁকিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। ক্ষতস্থানে টান লেগেছে।

গ্রে ওর পাশে উঠে দাঁড়াল, "দাঁড়াও, আমি সাহায্য করছি।" দু'হাত জড়ো করে শেইচানকে তার ওপর উঠে দাঁড়াতে বলল। এবার আর মানা করল না মেয়েটা।

ছাদের ক্রুশের দিকে হাত বাড়াতেই সাথে নড়েচড়ে উঠল শেইচান, "মনে হয়.. মিলে গেছে! ক্রুশের চিহ্নটা একটু গভীর। ক্রুসিফিক্সটা নিখুঁতভাবে ভেতরে বসেছে।"

গ্রে ওপরের দিকে তাকাল।

"যিশু কোনদিকে তাকিয়ে আছেন, বোঝা যায়?" হায়া সোফিয়ার কথা মনে পড়ে গেল ওর।

"বেদীর দিকে," উত্তর দিল শেইচান, কিন্তু মনোযোগ সরে গেছে মনে হচ্ছে। "ক্রুসিফিক্সটা একটা বৃত্তাকার পাথরের ঠিক মাঝখানে বসেছে। ওখানে লাগিয়ে চাপ দেবার সময় "ক্লিক" করে একটা শব্দ হতে শুনেছিলাম। পাথরটাকেও আলগা বলে মনে হচ্ছিল। ক্রুসিফিক্স ওখানে রেখে চাপ দিলে হয়তো পাথরটা সরবে। এমনকি খুলেও আসতে পারে।"

"আমার মনে হয় না কাজটা উচিত..."

পাথরে ঘষা খাওয়ার একটা শব্দ শোনা গেল। শব্দটা ওপর থেকে আসেনি। নিজের পায়ের তাকাল গ্রে। বেদীটা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। মেঝের ভেতর ঢুকে যেতে শুরু করেছে গ্রে-কে সাথে নিয়ে। শেইচান তাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ল, গ্রে'র গলা জড়িয়ে ধরল শক্ত করে।

অবশেষে পাথরটা একটা বড় ঝাঁকি খেয়ে থামল। গ্রে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। ধুলো উড়ছে চারদিকে। মেঝের একটা ইট ভেঙ্গে বেদীতে আছড়ে পড়ল।

গ্রে ওপরে তাকাল মাত্র চার ফুট নিচে ডেবে গিয়েছে জায়গাটা। ওপর থেকে ভিগর আর কোয়ালস্কি ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

"কিছু একটা খুঁজে পেয়েছ মনে হয়, ইন্ডিয়ানা জোনস।" কোয়ালস্কি টিপ্পনি কাটলো। একটা ফ্ল্যাশলাইট ছুড়ে দিল ওদের দিকে।

ফ্ল্যাশলাইটটা ধরে ফেলল গ্রে। ঝুঁকে পড়ে সদ্য আবিষ্কৃত চ্যাপেলের নিচের অংশটা আলো ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। একটা আর্চওয়ে দেখা যাচ্ছে সেখানে। ধাক্কা দিয়ে বেদীকে একপাশে সরালো গ্রে। শেইচান ওর কাঁধে ভর করে দাঁড়িয়েছে।

ভিগর আর কোয়ালস্কি-ও নিচে নামলেন।

দুইটা আড়াআড়ি পথ মিলিয়ে নিচের ছোট চেম্বারটার ছাদ তৈরি হয়েছে। ওপরের চ্যাপেলের অর্ধেক হবে জায়গাটা। আলো ফেলল গ্রে, পেছনের দেয়ালে একটা নিচু খোপ কেটে রাখা, আরেকটা আর্চওয়ের সাথে মিশে গেছে।"

"একটা সমাধি।" ভিগর ফিসফিসিয়ে বললেন।

খোপের ভেতর, শক্ত পাথরের ওপর শুইয়ে রাখা আছে একটা মৃতদেহ। আগাগোড়া সাদা কাপড়ে মোড়ানো।

"কোকেজিনের সমাধি!" ভিগর বলল, "খুঁজে পেলাম শেষ পর্যন্ত।"

উত্তেজনা দমিয়ে রেখে, সবার ভেতর একটা শান্তসৌম্য মনোভাব জেগে উঠল। নিশ্চিত হতে সামনে এগোলেন ভিগর আর গ্রে।

মৃতদেহ মোড়ানো কাপড়ের ওপর একটা হাত রাখল মনসিনর।

"যদি কিছু নড়ে ওঠে," কোয়ালস্কি ফিসফিসিয়ে বলল, কণ্ঠ গম্ভীর। "আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকবো না। আগে থেকেই বলে রাখলাম।"

ভিগর ওকে উপেক্ষা করে একপাশে থেকে কাপড়ের ভাঁজ খুললেন। "সিল্ক," ফিসফিসিয়ে বললেন তিনি। কাপড় ধরে টান দিতেই একরাশ ধুলো উড়ে গেল। একটা মাথার খুলি বেরিয়ে এলো।। মাথার ওপর একটা সোনার মুকুট- রুবি, নীল কান্তমণি আর হীরা ঝকমক করছে।

"রাজকন্যার মুকুট," ভিগর বললেন। মনসিনরের গল্পটা মনে পড়ল গ্রে-র। মৃত্যুশয্যায় এই মুকুটটা-ই ছিল মার্কোর সাথে।

ভিগরের হাত কেঁপে ওঠে, "মার্কো নিশ্চয়ই এটা ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এমনও হতে পারে যে, রাজকন্যার মৃতদেহটা আসল সমাধি থেকে এখানে এনে লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল," এগিয়ে এসে গ্রে'র হাত ধরলেন তিনি। "তৃতীয় পাইতজু.. আমাদের তৃতীয় চাবি এটা।"

সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। কঙ্কালটার গা থেকে সিল্কের কাপড়টা সরিয়ে নিল গ্রে। আঁতকে উঠে এক পা পিছিয়ে গেলেন ভিগর। এমনকি গ্রেও জমে গেছে জায়গায়। সিল্ক কাপড়ে একটা না, দু দুটো মৃতদেহ মোড়ানো।

একে অপরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে তারা।

ভিগরের কাছে শোনা স্যান লরেঞ্জোর গির্জার কাহিনীটা মনে পড়ল গ্রে'র। ১৩২৪ সালে মার্কো পোলোকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সেই সমাধি খুঁড়তে গিয়ে তার কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া যায়নি আর

"আমরা শুধু কোকেজিনের সমাধি-ই খুঁজে পাইনি..." ভিগর বললেন।

গ্রে মাথা নাড়ল, "মার্কো পোলোরটাও পেয়েছি।"

আলিঙ্গনরত জোড়াকঙ্কালের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে সে। জীবদ্দশার অধরা প্রেমকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আদায় করে নিয়েছে তারা। একসাথে থাকার অভিলাষ। চিরকাল জুড়ে। মা-বাবার কথা মনে পড়ল ওর। হাজারো দুঃখ, হাজারো বাঁধার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাদেরকে। তবু একে অপরকে ছেড়ে যাননি।

যে করেই হোক, রক্ষা করতে হবে তাদের।

রাত ১১:০১
ওয়াশিংটন ডিসি

মাঠপর্যায়ে কাজে নেমে পড়ার ইচ্ছাটাকে অনেক কষ্টে চাপা দিয়ে রেখেছেন পেইন্টার। ওই কাজ করলে সংগঠন পিছিয়ে পড়বে। সিগমার কম-সেন্টার থেকে সরাসরি ঘটনাস্থলের ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন তিনি। স্ট্রাইক টিমের একজনের হেলমেটে লাগানো ক্যামেরা থেকে সম্প্রচার করা হয় এটা।

দশ মিনিট আগে প্রথমবারের মতো বিরতি নিয়েছেন তারা।

সারাটা সকাল মনসিনর ভেরোনার একের পর আন্তর্জাতিক ফোনকল ট্রেস করার চেষ্টায় কাটিয়েছেন পেইন্টার। আমেন নাসের ভিগরকে ফোন করেছিলেন, এ কথাটা গ্রে আগেই জানিয়েছিল। সেই ফোনকলের হদিশ পাওয়ার জন্য ভ্যাটিকান থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্র প্রতিরক্ষাবাহিনীর পরিচালক পর্যন্ত ক্ষমতা খাটাতে হয়েছে। শেইচানের গায়ে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীর তকমা থাকায়, বাড়তি সুবিধা পাওয়া গেছে।

অনেক দেরি হয়ে গেলেও, পেইন্টার শেষ পর্যন্ত জানতে পেরেছেন ফোনটা কোথা থেকে করা হয়েছিল। একটা স্ট্রাইক টিমও প্রস্তুত হয়ে আছে সেখানে আক্রমণের জন্য। শুধু, তার অনুমতির অপেক্ষা।

মুখের কাছে মাইক্রোফোন টেনে নির্দেশ দিলেন তিনি, "যাও।"

ভ্যানের দরজা খুলে গেল। ক্যামেরায় ঝাঁকি লাগার কারণে ভিডিও কিছুটা কেঁপে কেঁপে আসছে। নামার সাথে সাথে দলটা ছড়িয়ে গেলচারপাশে সবার হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল।

বাড়ির ভেতর ঝড়ের মতো আঘাত হানল স্ট্রাইক টিম। দরজা ভাঙ্গার যন্ত্র দিয়ে সামনের দরজাটা এক ঘায়ে গুড়িয়ে ফেলা হলো। ক্যামেরাম্যান অন্যদের সাথে নিয়ে ভেতরে ঢুকতেই ভিডিওটা অন্ধকার হয়ে গেল। দলের কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

পেইন্টার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন অবশেষে যোগাযোগের যন্ত্রটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। ওপাশে টেকনিশিয়ানরা মনিটরের সামনে ভিড় জমিয়েছে, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে জানা খবরের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে তারা। ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে একটা বড়সড় ঝড় হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ছিনতাই হওয়া মিস্ট্রেস অফ দ্য সীজ-কে উদ্ধার করাটা আরও মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঝড়ের জন্য

উদ্ধারকাজে এই নতুন বাধা পেইন্টারের হতাশাকে আরও বাড়িয়ে তুললো লিসা আর মঙ্কের জন্য ভয় হচ্ছে খুব।

জিততে হবেই...অন্তত এই অভিযানে।

ইয়ারপিসে স্ট্রাইক টিমের সদস্যদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। একের পর এক রিপোর্ট আর নির্দেশ ভেসে আসছে বারবার। এলোমেলো শব্দ, ভালো করে বোঝা

যাচ্ছে না। হঠাৎ একটা পরিষ্কার কণ্ঠ শোনা গেল। ক্যামেরাম্যানের কণ্ঠ। বাড়ির ছাদে আটকানো একটা হুকের সাহায্যে ঝুলে আছে সে। দেখে মনে হয়, মাংস ঝোলানোর হুক, "ডিরেক্টর ক্রো, পুরো কসাইখানা তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে। টার্গেটকে ধরা যায়নি। জায়গাটা পরিত্যাক্ত।"

ক্যামেরাম্যান একটু ঝুঁকে যাওয়ায় ভিডিওটা ঝাপসা হয়ে গেল। হাত কাঁপছে ওর, "স্যার, রক্ত দেখা যাচ্ছে। গুলি লেগেছে কারো শরীরে।"

একজন টেকনিশিয়ান কাঁচের ভেতর দিয়ে পেইন্টারের দিকে তাকাল। ডিরেক্টরের মুখভঙ্গি খুব একটা সুবিধাজনক মনে হলো না। সাথে সাথে ঘুরে গিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিল সে।

দরজার কাছ থেকে ভেসে আসা একটা কণ্ঠ পেইন্টারের মনোযোগ আকর্ষণ করল।

"ডিরেক্টর ক্রো..."

একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। গায়ে নীল পোশাক। চুলগুলো পরিপাটি করে বেঁধে রাখা। মেয়েটার চোখের ভয়ার্ত চাহনি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

"ক্যাট.." বলল পেইন্টার। মঙ্কের স্ত্রী চলে এসেছে।

"আমার চাচি পেনেলোপেকে দেখে রাখছে। বাসায় আর থাকতে পারছিলাম না।"

পরিস্থিতি বুঝে হাত তুললেন পেইন্টার, "তোমার সাহায্য দরকার হতে পারে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল ও।

এর বেশি কিছু করার মতো ক্ষমতা নেই তাদের।

লড়ে যেতে হবে, বিপদের মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে হবে সামনে।

বিকাল ৬:০৪

আলিঙ্গনরত কঙ্কাল জোড়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ভিগর।

মার্কো আর কোকেজিনের কঙ্কাল।

নিজের এই অভূতপূর্ব আবিষ্কারের ধাক্কায় এখনও জমে আছেন তিনি। কেউই নড়েনি এখন পর্যন্ত। শেইচান সামনে এগিয়ে এলো।

একটা হাতের দিকে দেখিয়ে বলল, "সোনার তৈরি তৃতীয় পাসপোর্ট।"

গ্রে মৃতদেহের কাপড়টা টেনে একপাশে সরিয়ে রাখল। কঙ্কাল দু'টোর ঠিক মাঝখানে,সোনার তৈরি কিছু একটা ঝকমক করছে ফ্ল্যাশলাইটের আলোতে।

তৃতীয় পাইতজু।

তার ঠিক পাশেই একটা পরিচিত দৈর্ঘ্যের তামার চোঙা পড়ে আছে। তৃতীয় আর শেষ রোল। খুব সন্তর্পণে হাত ঢুকিয়ে জিনিসগুলো বের করল গ্রে। মুকুটটাও সাথে নিল। "এটাতে কোনও না কোনও সূত্র থাকতে পারে," বলল সে।

ভিগর তর্ক করলেন না। চেম্বার খোলা পড়ে থাকলে, এমনিতেই চুরি হয়ে যাবে জিনিসটা।

আবার চ্যাপেলে উঠে এলো সবাই। ওপরে উঠে ঘরের এক কোণায় জড়ো হলো। সোনালি পাসপোর্টটা উল্টিয়ে ধরতেই চোখে পড়ল তৃতীয় চিহ্নটা।

"আমাদের কাছে এখন সবগুলোই আছে।" শেইচান বলল।

"কিন্তু পুরো গল্পটা নেই," নোটবুকটা টেনে বের করে ভিগরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল গ্রে, "চলুন শুনি।"

তামার চোঙা খুলে পাকানো স্ক্রোল বের করে আনলেন ভিগর। সামনে মেলে ধরে বললেন, "আবারও সিল্ক।"

গল্পের শেষ অংশটুকু বেশ লম্বা। চ্যাপেলের মেঝের এক চতুর্থাংশ জায়গা দখল করে নিল সিল্কের কাপড়। মার্কোর ইতালিয়ান ভাষা থেকে অনুবাদ করে পড়ে শোনাতে লাগলেন তিনি। টানটান উত্তেজনায় ভরপুর গল্পটা অসংখ্য অ্যাঞ্জেলিক চিহ্নে জীবন্ত হয়ে উঠল।

মার্কোর দলের টাওয়ারে আটকা পড়ার পর থেকে শুরু হয়েছে গল্পটা।

ভিগর জোরে জোরে পড়তে লাগলেন-

অদ্ভুত দর্শন মানুষগুলো তাদের হাতে উৎসবের পেয়ালা ধরে রেখেছে। সেখান থেকে পান করার জন্য আমাদেরকে জোর করা হচ্ছে। মহামারী থেকে বাঁচার এই একটিমাত্র উপায়। শহরের প্রায় সবাই এখন মৃত। নরকে পরিণত হয়েছে এই শহর, ভাইয়ের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে ভাই।

শপথবাক্য পড়ে নিয়ে পানীয়টা শেষ পর্যন্ত পান করলাম আমরা, রক্তের মতো স্বাদ। পামের পাতায় করে দেয়া একটুকরো কাঁচা মাংসও খেলাম, স্বাদটা মিষ্টি পাউরুটির মতো। কারণ জানতে ইচ্ছে হলো। খানের লোকটা উত্তর দিল সাথে সাথে-মাংসটা এক লোকের শরীর থেকে কেটে নেয়া। আর পানীয়টা আসলে রক্ত। আমাদেরকে স্বজাতিভুক্ত করার জন্য এসবের আয়োজন।

এরকম জঘন্যভাবেই গ্রহণ করে নেয়া হলো আমাদের। পরে অবশ্য জেনেছি, মহামারী থেকে রক্ষা পেতে এই আয়োজনের দরকার ছিল। তবে পরিত্রাণের জন্য মূল্যও দিতে হয়েছে। ফ্রায়ার এগ্রিয়ারকে মাংসের টুকরো আর রক্ত খেতে দেওয়া হয়নি। তার ক্রুশ বহনকারী লোকটা কী যেন বিড়বিড় করে যাচ্ছে। শেষপর্যন্ত শর্ত মেনে নিতে হলো-ফ্রায়ার অ্যাগ্রিয়ারকে আমাদের সাথে ফিরিয়ে নেয়া যাবে না।

বিপদে পড়েও মহানুভবতার পরিচয় দিলেন অ্যাগ্রিয়ার। নির্দ্বিধায় পালিয়ে যেতে বললেন আমাদের। ভীষণ কেঁদেছি তখন। কিন্তু তার কথা অমান্য করিনি। ক্রুসিফিক্সটা আমার হাতে দিয়ে চিরবিদায় জানালেন তিনি। হলি সী'র কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। উল্টোপথে ফিরে যাবার সময় মানুষটার দিকে শেষবারের মতো তাকালাম, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে দেরি হয়নি। পরিপূর্ণভাবে বিকশিত চাঁদের

নিচে দূরের ওই বিশাল পর্বতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে, যার সারা গায়ে অসংখ্য অসুরের মুখ খোদাই করা।

"ঈশ্বর করুণাময়!" ভিগর অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন।

ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন আবার সেই অভিশপ্ত শহর থেকে পালানোর পর, মার্কো পোলো বর্ণনা দিয়েছেন কীভাবে তার জাহাজের বহরে প্লেগ আক্রমণ করেছিল। শুধু ওই রক্তমাংসের ভক্ষকরাই বেঁচে গিয়েছিল, বাদবাকি কেউ প্লেগের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। বাবা, চাচা, কোকেজিন আর তার দুই দাসীকে সুস্থ করার মতো ঔষধ রেখে দিয়েছিলেন মার্কো পোলো। আক্রান্ত রোগী আর মৃতদেহ ভরা জাহাজগুলো একে একে আগুনে পুড়িয়েছিলেন তারা।

ভিগর শেষের অংশে পৌঁছে গেলেন।

মৃত বাবার কাছে করা শপথটা ভাঙার জন্য ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন। আরেকটা অপরাধ স্বীকার করতে চাই। এই নরকের ভেতর আমি শহরের একটা মানচিত্র খুঁজে পেয়েছি। একটা তালিকা পেয়েছি, যেগুলো আমার বাবার ইচ্ছায় ধ্বংস করে ফেলতে হয়েছে। কিন্তু মনের ভেতর এমনভাবে গেঁথে নিয়েছি যে কখনোই ভুলবো না। তথ্যগুলো এখানে লিখে রাখলাম, কোনওদিন যাতে হারিয়ে না যায়। যদি কেউ এটা কখনও পড়তে পারে, তার কাছে আমার সতর্কবার্তা রইলো: নরকের দরজাটা খুলে গেছে ওই শহরে। তবে, আমি জানি না সেটা আদৌও বন্ধ ছিল কিনা।"

সন্ধ্যা ৬:০২

গল্পটা শুনতে শুনতেই নোটবুক খুলে রেখেছিল গ্রে। ধাঁধার সমাধান মেলানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিল নিয়ে। নিজেকে ব্যস্ত রেখে ভয়ের হাত থেকে পরিত্রান খুঁজে ফিরছিল।

গল্প শেষ হওয়ার পর বিষয়টা পরিষ্কার হলো।

এতক্ষণ বোকার মতো বসে ছিল সে। নোটবুক ঘাটাঘাটি করে শুধু শুধু মাথা খারাপ করেছে। উত্তরটা লুকানো আছে কোডের ভেতরেই। আর চাবি তিনটার সাহায্যে, সেটা পড়ার কোনও একটা উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে হয়তো।

কাগজ উল্টেপাল্টে একটা কোড বের করল ও. এটাকে কাজের বলে মনে হচ্ছে। ঝুঁকে পড়ল ওটার উপর। আঙুল ধরে চোখ বুলাতে শুরু করল। এটা কি সঠিক কোড? আরও ভালো করে দেখতে হবে। ঘড়ি দেখল গ্রে।

আধাঘণ্টারও কম সময় আছে হাতে, এটুকু সময়ে কি উত্তর পাওয়া সম্ভব?

উত্তর খুঁজে বের করার আগেই একটা অটোমেটিক রাইফেল থেকে ছুটে আসা গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো ওদের কানে। পপ, পপ, পপ.....

লাফিয়ে উঠল গ্রে। হে ঈশ্বর! নাসের কি ওদের খুঁজে পেয়েছে?

চ্যাপেলের দরজার কাছে নিচু হয়ে বসে অন্ধকার করিডোরের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। "সবকিছু একসাথে রাখো,"একটু চাপাস্বরে বলল। "এখনই!"

সূর্যের অস্পষ্ট আলোয় গ্রে দেখতে পেল, একটা পাতলা অবয়ব দৌড়ে আসছে ওদের দিকে। খালি পায়ের শব্দ পাথরে বাড়ি খাচ্ছে। তাড়াহুড়োর কারণে কেমন যেন চোরের মতো ঠেকছে।

"তাড়াতাড়ি!"

ফাইজ।

একটুও না থেমে ওদের দিকে দৌড়ে আসছে ছেলেটা। দূর থেকে কাদের যেন ফার্সিতে উত্তেজিত আলাপ করতে শোনা যাচ্ছে।

ছেলেটার কাঁধ ধরে থামিয়ে দিল গ্রে। দম না ছেড়েই বলল ফাইজ, "তাড়াতাড়ি! স্মাগলার!"

একটুও অপেক্ষা না করে যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই ছুটে গেল ছেলেটা। দুর্গের পেছন দিকে দৌড়াচ্ছে সে। গ্রে অন্যদের দিকে ঘুরে তাকাল, "যা যা পারো নিয়ে নাও এক্ষুণি। বাকিগুলো রেখে দাও।"

ফাইজের পেছন পেছন দৌড়াতে শুরু করল সবাই।

হলের মাঝখানে গিয়ে ছেলেটা একটু থামল। তারপর আবার সামনের দিকে দৌড়াতে লাগল। দৌড়াতে দৌড়াতেই কথা বলতে লাগল ও। স্মাগলারদের হঠাৎ আবির্ভাব ওর জিভ আটকে রাখতে পারেনি। "আপনারা প্রার্থনা করতে অনেক বেশি সময় নিয়েছেন। ওই সময়টায় আমি একটা পামগাছের নিচে ঘুমিয়ে ছিলাম," হাত নেড়ে কোর্টইয়ার্ডের দিকে দেখাল সে, "ওরা আমাকে দেখেনি। গায়ের ওপর পা উঠিয়ে দিয়েছিল প্রায়। জেগে উঠেই এদিকে দৌড় লাগিয়েছিল আমি। ওরা গুলি করতে শুরু করেছিল। ব্যাং! ব্যাং! কিন্তু আমার পায়ের জোর অনেক বেশি।"

কথাটার স্বার্থকতা প্রমাণ করতেই যেন পেছনের ঘর আর হলগুলোর মধ্যে দিয়ে প্রায় উড়ে যেতে লাগল ফাইজ।

পেছনে থেকে আরও জোরে চিৎকার ভেসে আসল। আক্রমণকারীরা দুর্গের ভেতর ঢুকে পড়েছে।

ফাইজ নিচে নামার সিঁড়ির দিকে নিয়ে চলল ওদের, "এই দিকে।"

একটা সংকীর্ণ সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল সবাই। হামাগুড়ি দিয়ে এগোনো যায় বড় জোর। সুড়ঙ্গটা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। ফাইজ সবাইকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল।

পঞ্চাশ পা পেরিয়ে মরিচা পড়া লোহার একটা ফায়ারপ্লেসে শেষ হয়েছে সুড়ঙ্গটা। লোহার শিকগুলো অনেক আগেই খুলে ফেলা হয়েছে, অবশিষ্ট বলতে কিছুই নেই। ঠেলে সরিয়ে দুর্গের পাশে কেটে রাখা খালে এসে পড়ল তারা। খোঁচা খোঁচা পাথর দিয়ে সীমানা চিহ্নিত করে রাখা।

সবাইকে মাথা নিচু করে রাখতে বলে খাল ধরে এগোতে লাগল ফাইজ। পূর্বের সাগরটার দিকে এগোচ্ছে সে। দুর্গের ভেতর থেকে এখনও চিৎকার শোনা যাচ্ছে। স্মাগলাররা এখনও বুঝতে পারেনি যে ওরা এতক্ষণে পালিয়ে এসেছে।

পানির কাছে পৌঁছে গ্রে প্লেনটার দিকে তাকাল, এখনও অক্ষত আছে।

ফাইজ বুঝিয়ে বলল, "এরা ছোটখাট স্মাগলার। প্লেন চুরি করার মতো সাহস নেই। মাঝেমধ্যে মানুষ খুন করে সমুদ্রে ফেলে দেয়, লাশগুলো হাঙর খেয়ে ফেলে। কিন্তু বড় কিছু হাতিয়ে নেয়ার শক্তি নেই ওদের। যদি প্লেন চুরি করেও ফেলে, সরকার ওদের আটকাতে আরও বড় প্লেন পাঠিয়ে দেবে। সেই ভয়েই কিছু করার সাহস পায় না।"

সাবধানের মার নেই। বিপদ এড়াতে নিঃশব্দে বৈঠা ফেলে নৌকায় করে সীপ্লেনটার দিকে যেতে লাগল ওরা।

সবাইকে প্লেনে তুলে দিয়ে হাত নাড়ল ফাইজ। "আবার আসবেন।"

এতগুলো প্রাণ রক্ষা করেছে ছেলেটা। কিছু একটা উপহার দেয়া উচিত। ব্যাগ হাতড়ে রাজকন্যার সোনালি মুকুটটা বের করল গ্রে। ছেলেটার চোখজোড়া আনন্দে বিস্ফোরিত হলো। দুহাত দিয়ে সযত্নে আঁকড়ে ধরল জিনিসটা। তারপর আবার গ্রে'র দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এটা নেয়া উচিত হবে না আমার।"

মুকুটের গায়ে ফাইজের আঙুল ঠেকিয়ে ধরে বলল গ্রে, "শুধু একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তাহলেই এটা তোমার।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকাল ফাইজ।

"দুর্গে দু'টো মৃতদেহ আছে। অনেক পুরনো কঙ্কাল," দুর্গের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল কমান্ডার। তারপর পাহাড়ের দিকে নির্দেশ করে আবার বলল, "ওদেরকে পাহাড়ে নিয়ে যাবে। গভীর গর্ত খুঁড়ে একসাথে কবর দেবে দু'জনকে।"

ছেলেটা হাসল। বুঝতে পারছে না, গ্রে ওর সাথে মজা করছে কি না।

"তুমি কি প্রতিজ্ঞা করছ?"

মাথা ঝাকালো ফাইজ, "ভাই আর চাচাদের নিয়ে কাজটা ফেলবো কাজটা।"

সোনালি মুকুটটা ওর দিকে ঠেলে দিয়ে বলল গ্রে, "তাহলে এটা তোমার।"

"ধন্যবাদ, স্যার," গ্রে'র হাত ধরে শান্তস্বরে বলল ও, "আবার আসবেন।"

গ্রে প্লেনে উঠে পড়ল। কয়েক মিনিট পর, আবারও আকাশে উড়ল প্লেনটা। আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টের দিকে এগোচ্ছে তারা। পেছনের সিটে গিয়ে ভিগরের পাশে বসল গ্রে।

"ফাইজকে সোনার মুকুটটা দিয়ে দিলে?" মনসিনর জিজ্ঞেস করলেন। জানালা দিয়ে ছেলেটার ফিরে যাওয়া দেখছেন তিনি।

"মার্কো আর কোকেজিনকে কবর দেয়ার অগ্রীম উপহার।"

ভিগর ওর মুখের দিকে তাকালেন, 'কিন্তু এমন একটা আবিষ্কার। ইতিহাস জড়ানো একটা জিনিস...'

"ইতিহাসের জন্য যথেষ্ট করেছেন মার্কো। এটা তার শেষ ইচ্ছা। একজনকে ভালবেসে তার সাথে শান্তিতে ঘুমাতে যেতে চেয়েছিলেন। তার জন্য এটুকু অন্তত করা উচিত। তাছাড়া, মুকুটটা আমাদের কোনও কাজেও আসত না।"

এক চোখ সরু করে গ্রে'র দিকে তাকালেন ভিগর, "কিন্তু তুমি তো বলেছিলে, মুকুট থেকে একটা সূত্র পেলেও পেতে পারি আমরা। সেইজন্যই তো নিয়ে এসেছিলে

ওটা," উত্তর পাওয়ার আগেই বিস্ময়ে তার দু'চোখ প্রসারিত হলো। "হায়, ঈশ্বর। গ্রে, তুমি অ্যানজেলিক স্ক্রিপ্টের উত্তর বের করে ফেলেছো!"

গ্রে ওর নোটবুক বের করে বলল, "এখনও পারিনি। তবে কাছাকাছি পৌছে গেছি বলা যায়।"

"কীভাবে?"

শেইচান এতক্ষণ চুপচাপ ওদের কথা শুনছিল। এবার ওদের পেছনে এসে দুই সিটে ভর দিয়ে দাঁড়াল। সিটটা ঘুরিয়ে নিয়ে ওদের দিকে তাকাল কোয়ালস্কি।

ভিগরের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল গ্রে, "পুরনো সব সম্ভাবনাগুলোকে বাদ দিয়েছি। এতক্ষণ আমরা অক্ষরভিত্তিক কোনও সংকেতের কথা ভাবছিলাম।"

"সেভাবেই তো আমরা হায়া শব্দটা পেয়েছিলাম, ভ্যাটিকান উচ্চারণে।"

"আমার ধারণা, ভুলপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওটা বানানো হয়েছে। স্মারকস্তম্ভের ধাঁধাটা মোটেও কোনও অক্ষরভিত্তিক সংকেত নয়।"

"দেখাও আমাদের।" শেইচান বলল।

"একটু দাঁড়াও," ঘড়ি দেখল গ্রে। আর মাত্র আট মিনিট আছে। "ধাঁধার উত্তর আংশিকভাবে পেয়েছি আমি। তিনটা চাবি, নির্দিষ্টভাবে সাজানো ওগুলো।" নোটবুক খুলে তিনটা অ্যানজেলিক চিহ্ন দেখাল সে।

গ্রে বলতে লাগল, "চাবিগুলো থেকে আমরা শুধু একটা জিনিসই বুঝতে পেরেছি—কোডটা কীভাবে পড়তে হবে। তবে স্মারকস্তম্ভের দিক কিন্তু চারটা। কোনদিক থেকে পড়বে?' গ্রে নোটবুক খুলে কোডের আসল পাতাটা বের করল। "সোনালি চিহ্নগুলো সবচেয়ে জরুরি হওয়ার কথা। তাহলে স্মারকস্তম্ভের কোথাও না কোথাও নিশ্চয় থাকার কথা ওগুলো। তাই আছে।"

বৃত্ত এঁকে চিহ্নগুলোকে আলাদা করল ও।

"নির্দিষ্ট এই ক্রমটা একবারমাত্র এসেছে। দেখো কীভাবে স্মারকস্তম্ভের এক পিঠ থেকে অন্য পিঠ পর্যন্ত বিস্তৃতি পেয়েছে। নির্দেশ করছে, কোত্থেকে পড়া শুরু করতে হবে আর কোনদিক ধরে পড়তে হবে।" একটা তীরচিহ্ন আঁকলো ও।

"সুতরাং, চাবির সাথে মেলানোর জন্য এই ক্রমটাকে নতুন করে সাজাতে হবে," গ্রে নোটবুকের পাতা ওল্টালো। আট ধরনের সম্ভাবনাগুলো তৈরি করে রাখা হয়েছিল আগেই। সেগুলোর ভেতর থেকে একটা বেছে নিয়ে, প্রধান চিহ্নগুলোর চারপাশে বৃত্ত এঁকে দিল। "এভাবে পড়তে হবে ম্যাপটা।"

শেইচান ঝুঁকে এলো, "কোন ম্যাপের কথা বলছ তুমি?"

"চ্যাপেলে থাকার সময় খেয়াল করেছি এটা," গ্রে বলল। "ভালো করে দেখ।" একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে পৃষ্ঠাটা ফুটো করতে শুরু করল সে। পরের খালি পৃষ্ঠায় পেন্সিলের দাগ বসে যাচ্ছে।

"কউ করছ?" ভিগর জিজ্ঞেস করলেন।

গ্রে বুঝিয়ে বলল, "খেয়াল করে দেখুন, অ্যানজেলিক স্ক্রিপ্টের কিছু বৃত্ত কালো হয়ে যাচ্ছে আর অন্যগুলো হচ্ছে না। দ্বিতীয় চাবি থেকে জেনেছি, চিহ্নের এই বৈশিষ্ট্যসূচক দাগগুলো পর্তুগীজ দুর্গকে নির্দেশ করে। তাহলে, স্মারকস্তম্ভের কালো দাগগুলোও নিশ্চয় কোনও একটা জায়গা নির্দেশ করবে। কিন্তু কোন জায়গাটা? আপনি যদি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রত্যেকটা কালো বৃত্তকে একটা সাদা কাগজে ফুটিয়ে তোলেন, তাহলে জায়গাটা পেয়ে যাবেন।"
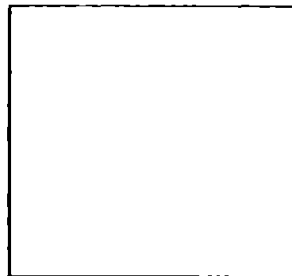
"দারুণ বলেছ।" মজা করে বলল কোয়ালস্কি।

গ্রে চিবুকে হাত ঘষতে ঘষতে বলল, "এখানে অবশ্যই কিছু একটা আছে।"

"বিন্দুগুলোকে মনে হয় একসাথে যোগ করতে হবে," আবার বলল কোয়ালস্কি। "ওটা একটা বড় তীরচিহ্ন হয়ে ফুটে উঠতে পারে। এই বালের জায়গা থেকে বেরিয়ে যেতে বলবে মনে হয়।"

শেইচান ভ্রূ কোঁচকালো, "তোমার নোংরা মুখটা এখন বন্ধ রাখা উচিত।"

ওদের ঝগড়ার দিকে কান দিতে ইচ্ছা করছে না গ্রে'র। অন্তত এখন তো কোনও ভাবেই না। পালানোর সময় হয়তো কোয়ালস্কি বেশ ভালোভাবে গাড়ি চালাতে পারে, গোলাগুলিতেও হাত বেশ পাকা। কিন্তু এখন প্রয়োজন ভালো পরামর্শের। বাচ্চাদের মতো আবোলতাবোল কথা শোনার সময় নেই আর।

তখনই একটা জিনিস চোখে পড়ল। "ঈশ্বর!" গ্রে আস্তে করে পেন্সিল চালাতে লাগল বিন্দুগুলোর উপর। "কোয়ালস্কি ঠিকই বলেছে।"

"তাই?!" কোয়ালস্কি অবাক হয়ে গেল।

"আসলেই?" শেইচানও অবাক হলো।

গ্রে ভিগরের দিকে ঘুরলো। কপালে আঙুল ঘষতে ঘষতে বলল, "প্রথম সূত্রটা মনে নেই? টাওয়ার অফ উইন্ডস!"

ভিগর ভ্রূকুটি করলেন। পরক্ষণেই তার চোখজোড়া প্রসারিত হলো। "যেখানে ভ্যাটিকানের অ্যাস্ট্রোনমিকাল অবজারভেটরি আছে...যেখানে গ্যালিলিও প্রমাণ করেছিলেন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে," কাগজের ওপর টোকা দিলেন তিনি, "এগুলো সবই নক্ষত্র!"

গ্রে পেন্সিল হাতে নিয়ে পরিচিত কোনও প্যাটার্ন খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগল। "এটা ঋক্ষ।" এঁকে দেখাল সে।

ভিগরও চিনতে পারলেন। "ড্র্যাকো নামের ড্রাগনের নক্ষত্রমণ্ডল এটা।"

শেইচান এতক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা বলতে চাইছেন, এটা নক্ষত্রের ভিত্তিক কোনও ম্যাপ?"

"সেরকমই মনে হচ্ছে," মাথায় পেন্সিলের ডগা ঘষতে ঘষতে বলল গ্রে। "কিন্তু একটা ঋক্ষ কী ভাবে বলতে পারে, কোথায় যেতে হবে আমাদের?"

কেউ কোনও কথা বলল না।

"এভাবে হবে না।" শেষপর্যন্ত হার মানলো গ্রে। ওর হৃৎপিণ্ড এতটা লাফাচ্ছে, যেন গলা দিয়ে বেরিয়ে আসবে। সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। ভুল পথে এগোচ্ছে নাকি ওরা?

ভিগর পিছিয়ে বসলেন। "দাঁড়াও," বিড়বিড় করে বললেন তিনি। "মার্কোর গল্পটা মনে আছে না? মার্কো একটা শহরের ম্যাপ আঁকার কথা বলেছিলেন। কোন পথে যেতে হবে সেটা কিন্তু বলেননি।

"তো?" গ্রে উৎসুক হয়ে উঠল।

ভিগর কাগজটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ধরলেন, "এগুলো নক্ষত্র হওয়ার কথা না। মৃতের শহরের বর্ণনা থাকার কথা এখানে। মার্কোর লেখা থেকে অন্তত তাই মনে হয়। আমরা যে ভুলটা করেছি, ভ্যাটিকানও সম্ভবত সেই একই ভুল করেছিল সম্ভবত। মার্কোর ম্যাপের অর্থোদ্ধার করতে পারেনি। তারাও নিশ্চয়ই ভেবেছে, নক্ষত্র দিয়ে পথ বোঝাতে চেয়েছেন মার্কো।"

গ্রে মাথা নাড়ল, "ড্র্যাকোর ঋক্ষের ধাঁচের একটা শহর আছে...একটু বেশিই কাকতালীয় হয়ে যায় না ব্যাপারটা? আর আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, ড্রাগন লাইনের বাইরের বিন্দুগুলোও অন্য নক্ষত্রের সাথে মিলে যায়।"

ভিগর মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি প্রকাশ করল, "কিন্তু পুরাতন সভ্যতা সম্পর্কে আমার গবেষণার থেকে জানি, মিশর থেকে মেসোয়ামার্শিয়া পর্যন্ত অনেক জাতিই তারাদের অনুকরণে তাদের প্রধান স্থাপনাগুলো সাজিয়েছে।"

গ্রে'র মনে পড়ল তথ্যটা, "যেমন, মিশরের তিনটা পিরামিড কালপুরুষের আদলে বানানো!"

"ঠিক তাই! দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কোনও একটা শহর সাজানো হয়েছে ড্র্যাকোর ঋক্ষের অনুকরণে!"

শেইচান হঠাৎ ফিরে তাকাল তার দিকে। "চই মাই!" নিঃশ্বাসের সাথে বলে উঠল শব্দটা। "কী যেন একটা মনে পড়ছে.. কোথায় যেন শুনেছিলাম.. কম্বোডিয়ার কোনও ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে। আমার পরিবার ওদিক থেকেই এসেছে। ভিয়েতনাম আর কম্বোডিয়া থেকে।"

ব্যাগের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল শেইচান। টেনে ল্যাপটপ বের করল ভেতর থেকে। ব্রাউজারে ঢুকে দ্রুত কিছু একটা টাইপ করল। একটা ডিজিটাল ম্যাপ ফুটে উঠল স্ক্রিনে।

"অ্যাংকরের মন্দিরগুলোর ম্যাপ এটা। নবম শতাব্দীতে কম্বোডিয়ার খোমের জাতি তৈরি করেছে এই মন্দিরগুলো।"
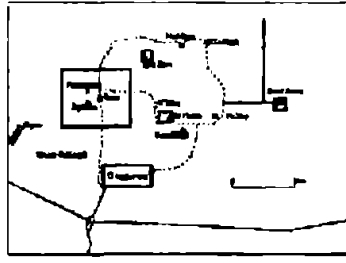
“মন্দিরগুলোর বিন্যাসের ধরণটা দেখো,” শেইচান বলল। “অবস্থান খেয়াল কর। আমি শুনেছিলাম, ধ্বংসাবশেষটার সাথে একটা নক্ষত্রের মিল আছে।”

আঙুল টেনে মন্দিরগুলোর একটার সাথে আরেকটা যোগ করল গ্রে। বাকি মন্দিরগুলো টোকা দিয়ে চিহ্নিত করে রাখল। নক্ষত্রের ম্যাপটাকে ল্যাপটপের পাশাপাশি নিয়ে তুলনা করে দেখল সে।

“হুবহু মিলে যায়!” ভিগর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। “এটাই তাহলে মার্কো পোলোর মৃতের শহর। প্রাচীন অ্যাংকর ওয়াট!”

আনন্দে শেইচানকে জড়িয়ে ধরল গ্রে। কিছুটা বিব্রত হলেও ওকে সরিয়ে দিল না মেয়েটা। সবার কাছে নিজেকে ঋণী মনে হচ্ছে। এমনকি কোয়ালস্কির কাছেও কৃতজ্ঞ সে, যার সহজসরল কৌতুকটা শেষ পর্যন্ত সঠিক পথে পরিচালনা করেছে।

গ্রের ঘড়ি দেখল। অপচয় করার মতো আর এক মিনিটও হাতে নেই। ভিগরের দিকে হাত বাড়াল সে, “আপনার ফোনটা দিন। চুক্তি করার সময় হয়েছে।”

ভিগর সেলফোন আর ব্যাটারি বাড়িয়ে দিলেন ওর দিকে।

ব্যাটারি জায়গামতো বসিয়ে নাসেরের নাম্বারে ডায়াল করল। শেইচান দিয়েছে নাম্বারটা। ভিগর এগিয়ে এসে সাহস দেবার ভঙ্গিতে ওর হাত ধরলেন।

একবার রিং বাজতেই ওপাশ থেকে ফোন ধরল কেউ।

“কমান্ডার পিয়ার্স,” একটা শীতল কণ্ঠ শোনা গেল।

লম্বা একটা শ্বাস নিল গ্রে। ভেতরের অস্থিরতাকে বুঝতে দেয়া যাবে না। ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলতে হবে এখন।

“আমার প্লেন এখনই এয়ারপোর্টে নামবে,” নাসের বলতে লাগল। কোনও কিছু জানতেও চাইল না। “উল্টোপাল্টা কিছু করার চেষ্টা করলে, আমি তোমার কাছ

থেকেই জেনে নেব, কে আগে মরবে—তোমার বাবা নাকি মা। তাদের মরণ-চিৎকার শোনানোর ব্যবস্থাও করা হবে। যে আগে মরবে, তার কপাল ভালো। মনে রেখো।"

হুমকির ভেতরেও একটু শান্তি খুঁজে পেল গ্রে। নাসের মিথ্যা না বলে থাকলে, বাবা-মা এখনও বেঁচে আছে। একটু শান্ত হয়ে কণ্ঠ স্থির রাখল। চোয়ালের পেশি উত্তেজনায় শক্ত হয়ে আছে, "বিনিময় করতে চাই।"

"আমাকে দেয়ার মতো কিছুই নেই তোমার কাছে।" নাসের ওপাশ থেকে গম্ভীর গলায় বলল।

"যদি বলি, স্মারকস্তম্ভের অ্যাঞ্জেলিক কোডের উত্তর বের করে ফেলেছি?"

ওপাশ থেকে কোনও উত্তর এলো না।

গ্রে বলতে লাগল, "নাসের, আমি এখন জানি মার্কোর মৃত্তের শহরটা কোথায়," ভয় হলো, শয়তানটা হয়তো এই কথায় ভুলবে না। পরের শব্দগুলো ধীরে ধীরে বলল ও, যাতে ভুল বোঝার কোনও অবকাশ না থাকে। "আর আমি জানি, কীভাবে জুডাস স্টেইনের হাত থেকে বাঁচা যায়।" ভিগর অবাক হয়ে তাকালেন ওর দিকে। ওপাশ থেকে এখনও কোনও শব্দ আসছে না। গ্রে অপেক্ষা করতে লাগল। ল্যাপটপে অ্যাংকর ওয়াটের ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে আছে। সিগ্মার দু'টো অপারেশন—একটা বিজ্ঞানভিত্তিক আর একটা ইতিহাসভিত্তিক, পরস্পরের মুখোমুখি সংঘর্ষ লাগবে—বুঝতে পারছে সে। কিন্তু এই সংঘর্ষে বলির পাঠা কে হবে? এটাই চিন্তার বিষয়।

নাসের শেষমেশ উত্তর দিল, কণ্ঠে রাগ ঝরে পড়ছে, "কী চাও তুমি?"
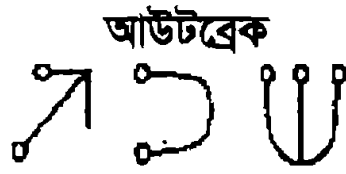
১৩
উইচ কুইন
জুলাই ৭, মাঝরাত
পুসাট দ্বীপ

মাথার উপর থেকে বজ্রের আওয়াজ ভেসে আসছে। তবে সেই আওয়াজকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে ড্রামের বাজনা। থেকে থেকে কালো জঙ্গলকে সবুজ আর রুপালি আলোতে উদ্ভাসিত করে তুলছে বজ্রের আলো।

মঙ্কের দেহের উপরিভাগ উন্মুক্ত, একহাতে সুজানকে পথের একটা খাঁড়া জায়গা টেনে পার করিয়ে দিল সে। গত দু'ঘণ্টা যাবৎ এই পথ অনুসরণ করে চলছে ওরা, মাঝে মাঝে বজ্রের আলোতে দেখার জন্য অপেক্ষাও করতে হয়েছে। গাছের পাতার ফাঁক গলে পড়ছে বৃষ্টির ফোটা। পথটা যেন কর্দমাক্ত নালার রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু জঙ্গলের বাকি অংশটুকু এখনও আগের মতোই ঘন আর কালো।

সেই পথ ধরে পুতুলের মতো উঠে যাচ্ছে ওরা।

রাইডার একদম পেছনে পড়ে গিয়েছে, দলটার একমাত্র পিস্তল ওর হাতে। অস্ত্রটা একটা ৯মিমি সিগ সাওয়ার পি২২৮, টেফলনের ফিনিশিং দেয়া। তবে কোনও স্পেয়ার ম্যাগাজিন নেই। বন্দুকের ভেতরে যে তেরোটা গুলি আছে, সেগুলোই সম্বল।

খুব খারাপ কথা।

মঙ্ক জানে, বৃষ্টি থামামাত্র রাকাও দলে দলে জলদস্যুদের পাঠাবে। এই দ্বীপটা ওদের প্রধান ঘাঁটি, হাতের তালুর মতোই চেনার কথা। মঙ্ক এত বোকা নয় যে ভাববে, রাকাও-এর লোকদের ফাঁকি দিয়ে এখান থেকে পালানো সম্ভব!

ঘন জঙ্গলের মাঝে একটু ফাঁকা জায়গা দেখে আশেপাশে তাকাল সে। প্রায় তিনশ ফুট উপরে উঠে এসেছে। লেকের মাঝখানে ভাসছে বিশালাকার ক্রুজ শিপটা, এখান থেকে প্রায় পোয়া মাইল দূরে। ওর পার্টনার আছে ওই জাহাজে, কালো পানিতে বাসরত ভয়ঙ্কর এক প্রানীর কাছ থেকে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে জলদস্যুরা।

কিন্তু লিসা বেঁচে আছে কি?

নিশ্চিত না হবার আগ পর্যন্ত আশা ছাড়তে রাজি নয় মঙ্ক। লিসার আশা ছাড়তে পারবে না, নিজের বাঁচার আশাও নয়। তবে এজন্য ওর দরকার মিত্র।

এখনও অবিরত বেজে যাচ্ছে ড্রাম, বরঞ্চ আগের চাইতে যেন আওয়াজ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। মঙ্কের মনে হলো, দ্বীপের অধিবাসীরা চাইছে ড্রামের আওয়াজের

সাহায্যে টাইফুনটাকে তাড়িয়ে দিতে। ড্রামের প্রতিটা শব্দ যেন ওর বুকে এসে ধাক্কা দিচ্ছে, হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে ছাড়ছে।

আচমকা সামনে একটা উজ্জ্বল আলো দেখতে পেল। অগ্নিকুণ্ডের আলো!

আরও দুই পা এগিয়ে থমকে গেল, টের পেল ওরা একা নেই। দু'পাশের ঘন গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে অগণিত মানুষ, যেন ওদের সামনে দেখা দিতে চাইছে। ওর মতোই উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত লোকগুলোর, মাথায় প্রশস্ত, ঘাসের তৈরি হ্যাট পড়ে আছে। তেল আর ছাই মেখেছে মুখে, কালো বানিয়ে ফেলেছে একেবারে। পালিশ করা, সাদা শুয়োরের দাঁত আর পাঁজরের হলদে হয়ে যাওয়া হাড় ব্যবহার করে নাক ফুড়িয়েছে। দু'হাতের উপরের দিকে বেঁধে রেখেছে অনিন্দ্যসুন্দর পালক আর শামুকের খোলস।

কোনও কথা না বলে পিস্তল তুলে ধরল রাইডার। কিন্তু জংলীদেরকে প্রভাবিত করতে পেরেছে বলে মনে হলো না।

রাইডারের হাতটা নামিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল মঙ্ক, হাত দুটো তুলে ধরেছে, তালু বাইরের দিকে। "জংলীদের ভয় দেখিও না।" ফিসফিস করে রাইডারকে সাবধান করে দিল।

রাস্তায় উঠে এলো অনুসরণকারীদের একজন। এই লোকটার বুকের সাথে চামড়া দিয়ে বাঁধানো হাড় শোভা পাচ্ছে। কোমরে লম্বা লম্বা পালক, পা একদম খালি, তবে তেল আর ছাই মেখে রেখেছে। হাতে কোনও প্রানীর তীক্ষ্ণ হাড় অস্ত্র হিসেবে ধরে রেখেছে। ওটা যেন আসলেই কোনও *প্রাণীর* হাড় হয়, মঙ্ক প্রার্থনা করল।

পেছন থেকে হালকা আওয়াজ ভেসে এলো, ওদের ফিরে যাবার রাস্তা বন্ধ করা হচ্ছে। সামনে থেকে ভেসে আসছে ড্রামের আওয়াজ। এক মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল অগ্নিকুণ্ডের আলো।

রাস্তায় দাঁড়ানো লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

"আমাদেরকে উৎসবে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে!" সুজানকে একহাতে জড়িয়ে ধরে বলল মঙ্ক। রাইডারও এলো পিছু পিছু, হাতে সিগ সওয়ার।

কোনও ঝামেলা হলে বিলিওনিয়ারের তেরোটা গুলি কাজে লাগিয়েই পালাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে মঙ্ক জানে, এই মুহূর্তে সহযোগিতা করাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

রাস্তাটা আগ্নেয়গিরির এক পাথুরে শৈলশিরার কাছে এসে শেষ হলো। প্রাকৃতিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে এখানে একটা অ্যাম্পিথিয়েটার বানানো হয়েছে। উপরে ছাউনি দেয়া হয়েছে পুরু তালগাছের পাতা ব্যবহার করে। বৃষ্টির পানি ছাদের সামনের দিক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

একটা বিশাল অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয়েছে ভেতরে, দুই দেয়াল ঘেঁষে বেশ কজন ড্রামবাদক দাঁড়িয়ে আছে। প্রতি মুহূর্তে ড্রামে আঘাত হেনে যাচ্ছে ওরা। পাথুরে দেয়াল থেকে দুটো বিশাল ড্রাম ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, এতটাই বড় যে হাত দিয়ে

আলিঙ্গন করা সম্ভব না। হাড় দিয়ে বানানো হাতুড়ি ব্যবহার করে বাজানো হচ্ছে ওগুলো।

মঙ্কদেরকে সামনে ঠেলে দেয়া হলো। ওদের আসার আওয়াজে ডেকে উঠল একটা শুয়োর। আরও অনেকগুলোকে খোঁয়াড়ের মতো একটা জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে। সুজানকে সাথে নিয়ে অ্যাম্ফিথিয়েটারে প্রবেশ করল মঙ্ক, নগ্ন বুকে বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়ায় কেঁপে উঠল। ভেতরের উষ্ণতা ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, কিন্তু ধোঁয়া নাকে-মুখে লাগায় ইচ্ছেও করছে না।

আগুনকে ঘিরে ধরে আছে একদল মানুষ, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে আছে, আবার কেউ কেউ বসে আছে। কম করে হলেও একশ' জন হবে, ভাবল ও। নারী, পুরুষ-উভয় লিঙ্গই আছে। তবে দেয়ালের মাঝে মাঝে গুহামুখ দেখা যাচ্ছে, অনেকেই সেখান থেকে উঁকি দিচ্ছে।

অদৃশ্য কোনও ইঙ্গিতে যেন আচমকা শেষ বারের মতো হাড় কাঁপানো আওয়াজ করে বন্ধ হয়ে গেল ড্রামের আওয়াজ। প্রভাবিত না হয়ে উপায় নেই!

হঠাৎ নেমে আসা নিরবতা চিড়ে কেউ একজন ডেকে উঠল, "মঙ্ক!"

চমকে উঠে ফিরে তাকাল সে। শুকনো একটা দেহ পেছনে বানানো বাঁশের খাঁচার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে। পরনে একটা ছেঁড়াফাটা জামা আর কাদামাখা সাদা ছোট প্যান্ট।

"জেসি?"

ছেলেটা এখনও বেঁচে আছে তাহলে!

কিন্তু ওদের এই সুখী পুনর্মিলন সমাপ্ত হবার আগেই এক জংলী ঘাড় সোজা করে এগিয়ে এলো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েও, টেনে টুনে পাঁচ ফুটের একটু বেশি লম্বা হবে না দেহটা। লোকটার দাঁড়ি সাদা হয়ে এসেছে, দেখে মনে হচ্ছে নিজের দেহের চাইতে দুই সাইজ বড় স্যুট পরে আছে। এর গায়েও তেল আর ছাই মাখানো।

মঙ্ক বুঝতে পারল, গোত্র প্রধানের দেখা পেয়েছে। সময় হয়েছে কাজে নেমে পড়ার। গোত্র প্রধানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। "কুলা-কুলা রাহ!" যথাযথ গাম্ভীর্য বজায় রেখে উচ্চারণ করল। এরপর হাত শক্ত করে অন্য হাতের কব্জি ধরে দিল টান। ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল ওর কৃত্রিম হাত। আঁতকে উঠল সব দর্শক। এক পা পিছিয়ে গেল নেতা, আরেকটু হলে আগুনের মাঝেই পড়ে যেত।

হাত নামাল মঙ্ক, নজর খুলে আসা কৃত্রিম হাতের দিকে। ওটার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, দেখতে অবিকল আসল হাতের মতো। সেই সাথে ডারপা'র যোগ করা নানা ধরনের জিনিস তো আছেই। সেগুলোর সহায়তায় হাতটাকে নড়াচড়া করানো থেকে শুরু করে সব কিছু করাতে পারে ও।

তবে 'বিস্ময়কর' হাতের খেলা এখানেই শেষ নয়।

মঙ্কের নিজের হাতের যে জায়গার সাথে কৃত্রিম হাতটা জোড়া লাগানো হয়, সে জায়গাটা পলি সিনথেটিক কাফ দিয়ে ঢাকা। সার্জারি করে স্নায়ু বান্ডিল আর মাংসের রগের সাথে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। কৃত্রিম হাতের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে এই কাফ।

বাসায় কোনও পার্টি থাকলে কৃত্রিম হাতের খেল দেখায় মঙ্ক, তাহলে আজ জীবন বাঁচাবার জন্য দেখাতে ক্ষতি কী? কাফ আর হাতের মাঝে রেডিও সংযোগ আছে। পলি সিনথেটিক কাফে বহুবার অনুশীলন করে রাখা ক্রমানুসারে নেচে বেড়াল ওর আঙুল। কৃত্রিম হাতটা সাথে সাথে আঙুলের উপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াল, পাঁচ-পা বিশিষ্ট মাকড়সার মতো নাচতে শুরু করল।

এবার নরখেকোদের নেতা লাফিয়ে ঠিক আগুনের ভেতরে গিয়ে পড়ল, নিতম্বে ছ্যাঁকা খেয়ে লাফিয়ে উঠল বৃদ্ধ। মঙ্ক নৃত্যরত হাতটাকে পাঠিয়ে দিল তার পিছু পিছু। ওকে খেল দেখাবার সুযোগ করে দেবার জন্য ততক্ষণে রাইডার সুজানকে নিয়ে ছায়ার ভেতর চলে গিয়েছে।

"আশা করি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছি।" আগুনের দিকে এগিয়ে এসে ঘোষণা দেবার ভঙ্গিতে বলল মঙ্ক। উপস্থিত কেউ ইংরেজি জানে বলে মনে হচ্ছে না, তাই গলাবাজি আর বুকে চাপড়াচাপড়ি করেই কাজ চালাতে হবে হয়তো–ভাবল সে। তবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকগুলোকে ভয় দেখানোটাই যথেষ্ট না, দরকার ওদেরকে প্রভাবিত করা। গোড়ালির উপর ভর দিয়ে ঘুরে সুজানের দিকে ইঙ্গিত করল ও।

সঙ্কেত পাওয়া মাত্র মাথায় বেঁধে রাখা মঙ্কের শার্টটা খুলে ফেলল মেয়েটা। রাইডার খুলে ফেলল সুজানের পরনের হাসপাতাল গাউন। নগ্ন দেহে দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে দিল সুজান। ছায়ার মাঝে জ্বলজ্বল করছে মেয়েটার দেহ।

উপস্থিত সবার মুখ থেকে উত্তেজিত ফিসফিসানি বেরিয়ে এলো।

মঙ্ক নিজেও হাঁ করে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে, প্রথমবার যেমন দেখেছিল, তার চাইতেও বেশি উজ্জ্বল মেয়েটা। যেন ভেতর থেকে চাঁদের আলো বেরিয়ে আসছে। রাইডার ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস পেল, নাটক যে এখনও শেষ হয়নি তা বলার চেষ্টা।

নিজেকে গুছিয়ে নিল মঙ্ক, সুজানের দিকে এগিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসল। এখানকার স্থানীয় ভাষায় একটা মাত্র শব্দ জানে সে, তবে কপাল ভালো সেই একটা শব্দই জীবন আর মৃত্যুর মাঝে ব্যবধান গড়ে দিতে সক্ষম।

শব্দ না বলে, নাম বলাই ভালো।

"রাংডা!" চিৎকার করে উঠল মঙ্ক, নামটা এই দ্বীপের রানির জন্য নির্ধারিত। মেয়েটার সামনে মাথা নত করল, "ডাইনি রানির জয় হোক!"

১:০৪ এ.এম.

ছড়িতে ভর দিয়ে লিসার ঘরে প্রবেশ করল দেবেশ।

বিছানায় শুয়ে আছে মেয়েটা, হাতে স্যালাইন। বুঝতে পারছে, আর কালক্ষেপণ করা সম্ভব নয়। ডক থেকে জাহাজে নিয়ে আসার সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলার ভান করেছিল সে। মেঝেতে আছড়ে পড়ে ঠোঁট কেটে ফেলেছে। তবে এর দরকার ছিল। নয়তো দেবেশকে বোকা বানানো যেত না। অবশ্য ভান না করলেও, ডক থেকে জাহাজে আসা পর্যন্ত টিকতে পারত বলে মনে হয় না। পায়ের মাংসপেশি চিরে গিয়েছে, শরীরের প্রায় পুরোটা জুড়ে স্কুইডের উপহার দেয়া ক্ষত, এখনও কিছুটা নোনা পানি ফুসফুসে রয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

ফল হয়েছে দেখার মতো, সাথে সাথে লিসাকে নিয়ে আসা হয়েছে সায়েন্টিফিক স্যুইটে। জাহাজের ডাক্তার আর ডব্লিউএইচও-এর এক মেডিকেল স্টাফ ওকে দেখেছে। পায়ের ক্ষতের সাথে সাথে শরীরের কাঁটা-ছেঁড়ার শুশ্রূষাও করা হয়েছে, শিরা পথে স্যালাইন, অ্যান্টিবায়োটিক আর ব্যথানাশক প্রদান করা হয়েছে। এই মুহূর্তে অবশ্য ওর পুরাতন ঘরটায় আছে সে, নেই কোনও জানালা বা ব্যালকনি। প্রহরী মোতায়েন যে করা হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। পাতলা চাদরের নিচে ওর দেহটাকে দেখাচ্ছে ব্যান্ডেজ আর গজ দিয়ে বানানো কাঁথার মতো।

এত খেয়াল রাখার পেছনের কারণ দয়া বা সহানুভূতি নয়। কারণ একটাই, যত দ্রুত সম্ভব দেবেশকে যেন তথ্য জানাতে পারে সে।

জুডাস স্ট্রেইন...আমি জানি ভাইরাসটা কী খেল খেলছে!

দেবেশ এই তথ্য হারাবার ঝুঁকি নেবে না, বিশেষ করে যেহেতু সুজান টিউনিস ঝড়ের আড়াল কাজে লাগিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করেছে। লিসাকে লোকটার দরকার। তাই এই কালক্ষেপণ! দেবেশকে দিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়ে নিচ্ছে সে। যুক্তিও দাঁড় করিয়েছেঃ ওর তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণের জন্য পরীক্ষাগুলো করা দরকার।

তবে এই কালক্ষেপণেরও একটা সীমা আছে।

"ব্রেজান্ট," বলল দেবেশ। "কিছুক্ষণের মাঝে হাতে চলে আসবে। শুধু আমাদের জরুরি আলোচনাটুকু পেছাবার আর কোনও কারণ নেই। সাবধানে, শব্দ বেছে বেছে কথা বলবে। যদি আমার পছন্দ না হয়, তাহলে তোমাকে উল্টো চিকিৎসা দেয়া হবে। জানি, ক্ষতের মুখগুলো প্লায়ার্স দিয়ে টেনে আবার খুলে দিলেই, পাখির মতো গান গাইতে শুরু করবে।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে এক নার্সকে ইঙ্গিত করল সে। মুহূর্তের মাঝে লিসার হাত থেকে স্যালাইন খুলে নেয়া হলো, উঠে বসল মেয়েটা। এতটুকু পরিশ্রমেই যেন পাক খেয়ে উঠল মাথা।

দেবেশ এই পরিস্থিতিতেও ভদ্রতা ভোলেনি। জাহাজের লোগো সম্বলিত একটা পুরু সুতি রোব ওর দিকে এগিয়ে দিল। রোবটা নিজের গায়ে গলিয়ে নিল লিসা, শক্ত করে বেল্টটা বাঁধল।

"এদিক দিয়ে এসো, ডঃ কামিংস।" দেবেশ দরজার দিকে এগোল।

খালি পায়েই কেবিন থেকে বের হলো লিসা, দেবেশ পথ দেখিয়ে সংক্রামক রোগের স্যুইটের দিকে নিয়ে গেল ওকে। দরজা খোলাই আছে, ভেতর থেকে আওয়াজ ভেসে আসছে। ভেতরে ঢোকা মাত্র দু'টো পরিচিত মুখ দেখতে পেল লিসাঃ ব্যাক্টেরিওলজিস্ট বেঞ্জামিন মিলার এবং ডাচ টক্সিকোলজিস্ট হেনরি বার্নহার্ট। একটা সরু টেবিলের একপাশে বসে আছে দু'জন ।

লিসা চারপাশে তাকাল। স্যুইটের পেছন দিকটা থেকে আসবাব সরিয়ে ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি রাখা হয়েছে। অধিকাংশই মক্কের কাছ থেকে চুরি করে আনা: ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপ, স্পেক্ট্রোমিটার, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইনকিউবেটর, সেন্ট্রিফিউজ, মাইক্রোটাইটার আর এলিসা রিডার এবং এক কোণে রাখা একটা ছোট ফ্রাকশন কালেক্টর।

সব ইউনিভার্সিটিও এত যন্ত্র কিনতে পারে না।

গিল্ডের ভাইরাস বিশেষজ্ঞ এবং সংক্রামক-ল্যাবের প্রধান ডা. এলোইস চেনিয়ের দাঁড়িয়ে আছেন টেবিলের অন্যপাশে। পরনে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা একটা ল্যাব কোট। বয়স পঞ্চাশের শেষের দিকে। চোখের চশমা দেখে স্কুলের শিক্ষিকা বলে ভ্রম হয়।

ভাইরাস বিশেষজ্ঞ এই মুহূর্তে হাত উঠিয়ে একজোড়া কম্পিউটার স্টেশন দেখাচ্ছেন। একটা মনিটরে তথ্য ভেসে উঠছে, অন্যটায় একগাদা ফাইল দেখাচ্ছে। ফ্রেঞ্চটানে হেনরি এবং মিলারকে কিছু একটা বুঝাচ্ছিলেন তিনি।

"সিএসএফ-এর স্যাম্পল থেকে অসাধারণ ভাইরাল লোড পেয়েছি আমরা। স্যাম্পলের সাথে ফসফেট বাফার মিশিয়ে দারুণ ফল পাওয়া গিয়েছে। এরপর সেটাকে গ্লুটেরাল্ডিহাইড দিয়ে ফিক্স করে সেন্ট্রিফিউজ করা হয়েছে।"

চেনিয়ের কথা বলতে বলতে লিসাদেরকে আসতে দেখেছেন, হাত দিয়ে ইশারা করে টেবিলের কাছে আসতে বললেন।

দেবেশ লিসাকে সাথে নিয়ে সহকর্মীর সাথে যোগ দিল, লিসা হেনরির পাশের একটা টুলে গিয়ে বসল। মেয়েটার হাঁটু সান্ত্বনা দেবার জন্য একটা হাত রাখল হেনরি। ওর দিকে তাকালেন, চোখে প্রশ্ন–তুমি ঠিক আছ তো?

মাথা নাড়ল মেয়েটা, বসতে পেরে ভালো লাগছে।

দেবেশ লিসার দিকে ফিরল, "তুমি যে যে টেস্ট করাতে বলেছিলে, করিয়েছি ডঃ কামিংস। এখন ওগুলো কেন করালে, তা বলো।"

বড় করে একটা শ্বাস নিল লিসা। যত সম্ভব কাল ক্ষেপণ করেছে সে। বেঁচে থাকতে হলে সত্য কথা বলা ছাড়া উপায় নেই।

দেবেশের প্রথম শিক্ষাটা মনে পড়ে গেল তার: সাবধান।

ধীরে ধীরে কথা বলা শুরু করল লিসা, প্রথমে বলল সুজানের রেটিনায় অদ্ভুত উজ্জ্বলতার কথা। দেবেশের চোখের অবিশ্বাস ওর নজর এড়াল না। সমর্থনের আশায় হেনরির দিকে তাকাল ও, "আপনি কি সিএসএফ স্যাম্পলের ফ্লুরোসেন্ট অ্যাসে করতে পেরেছিলেন?"

"হ্যাঁ, হালকা ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেয়েছি।"

একমত হলেন চেনিয়ের, "আমি স্যাম্পলটা সেন্ট্রিফিউজে দিয়েছিলাম। আলাদা করা ব্যাকটেরিয়ার মাঝেও ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেয়েছি, সায়ানোব্যাকটেরিয়া ওগুলো।'

ব্যাকটেরিওলজিস্ট মিলারও সায় দিল। দেবেশের চোখের সন্দেহ পরিণত হলো আগ্রহে। লিসার দিকে আবারও মনোযোগের সাথে তাকাল, "তুমি সন্দেহ করেছিলে যে ব্যাকটেরিয়া মস্তিষ্ক থেকে অপটিক স্নায়ুতে এসে আস্তানা গেড়েছে। সেজন্য আরেকবার পরীক্ষা করাতে চেয়েছিলে?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা, "ডঃ পোলামকে এখানে দেখছি না। ভাইরাল শেলের প্রোটিন পরীক্ষা করে দেখা শেষ হয়েছে?" অপ্রয়োজনীয় হলেও, টেস্টটা করাতে বলেছিল লিসা। অন্তত কয়েকঘণ্টা বাড়তি সময় লাগবে এই পরীক্ষা করাতে।

"এক মিনিট," বললেন চেনিয়ের। "রেজাল্ট সম্ভবত এখানে আছে," কথা বলতে বলতে একটা কম্পিউটার স্টেশনে কাজ করতে শুরু করলেন তিনি। "হয়তো জেনে আগ্রহী হবে, আমরা বের করতে পেরেছি যে ভাইরাসটা বুনিয়াভাইরাস ফ্যামিলির।"

লিসার চোখে প্রশ্ন দেখতে পেলেন হেনরি। বললেন, "তোমার আসার আগে সেটা নিয়েই কথা বলছিলাম। বুনিয়াভাইরাস সাধারণত পাখি আর স্তন্যপায়ী প্রজাতিকে আক্রমণ করে। রক্তক্ষয়ী জ্বর এর প্রধান উপসর্গ। তবে ভাইরাসটাকে ছড়ায় সাধারণত আর্থ্রোপড। মশা, মাছি, টিকটিকি ইত্যাদি।" একটা নোট প্যাড হাতে তুলে নিল। পাতায় আঁকিবুঁকি কাটল। লিসা তাকাল খোলা পাতার দিকে, কীভাবে ভাইরাসটা ছড়ায় হেনরি তা এঁকে দেখিয়েছেন।

Human ⟶ Insect (arthropod) ⟶ Human
(infected) (carrier, not sick) (infected)

একদম মাঝখানে স্পর্শ করলেন হেনরি, "ভাইরাসটা ছড়াতে হলে অবশ্যই পোকামাকড়ের সাহায্য লাগবে। বুনিয়াভাইরাস মানুষ থেকে মানুষের মাঝে ছড়ায় না।"

লিসা কপাল চেপে ধরল, "জুডাস স্ট্রেইন কিন্তু অন্যরকম," একটা পেন্সিল হাতে নিয়ে নতুন ছক আঁকল, "এক্ষেত্রে পোকামাকড়ের প্রয়োজন হয় না, ব্যাকটেরিয়ার কোষ ব্যবহার করে একজন মানুষ থেকে আরেকজনে ছড়ায় এই প্রজাতি।"

ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন হেনরি, "বুঝলাম, কিন্তু কেন-?"

বন্দুকের আওয়াজ ওর কথাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল। চমকে উঠেছে সবাই, এমনকি দেবেশ পর্যন্ত ওর ছড়ি হাত থেকে ফেলে দিয়েছে। বিড়বিড় করে একটা গাল দিয়ে উঠল সে, এরপর ছড়িটাকে তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল, "তোমরা এখানেই থাকো।"

আরও গুলির আওয়াজ ভেসে এলো, সেই সাথে চাপা কণ্ঠের আর্তচিৎকার।

দাঁড়িয়ে পড়ল লিসা, হচ্ছেটা কী এখানে?

১:২৪ এ.এম.

সায়েন্স উইং-এর জন্য মোতায়েন করা দুই গার্ডকে নিয়ে এলিভেটরের দিকে এগোল দেবেশ, উদ্দেশ্য মিড ডেকের সিকিউরিটি পোস্ট। থেকে থেকে অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ ভেসে আসছে, বদ্ধ জায়গায় আওয়াজটা বোমা বিস্ফোরণ বলে মনে হচ্ছে।

গুলির আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছে চিৎকার। গার্ডদের সামনে রেখে সন্তর্পণে এগোল দেবেশ। সিকিউরিটি পোস্টটা দেখতে পাচ্ছে। ছয় জন অস্ত্রধারী সবসময় ওখানে অবস্থান করে। ওদের নেতা সোমালিয়ার এক লম্বা আফ্রিকান যোদ্ধা, দেবেশকে দেখে সতর্কতায় একটু ঢিল দিল সে। মালে ভাষায় দেবেশকে জানাল, "স্যার, আলাদা করে রাখা এক ডজন বন্দী আচমকা আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে।" গার্ডদের একজনকে ইঙ্গিত দিল সে। নেতার আদেশ মেনে হাতা গুটিয়ে দেখাল গার্ড। হাতে গভীর কামড়ের দাগ।

এক পা এগিয়ে অন্যমনস্কভাবে ইঙ্গিত করল দেবেশ, "একেও আলাদা রাখ।"

সিকিউরিটি পোস্ট থেকে একটা হলওয়ে স্টার্নের দিকে চলে গিয়েছে। হলওয়ের শেষ মাথায় কয়েকটা দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, রক্ত বের হয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে কার্পেট। একদম কাছে পড়ে থাকা দেহ দু'টোর উপর নজর পড়ল দেবেশের–এক নগ্ন মোটা মহিলা আর এক উদোম কিশোর। ওদের দেহে ফুলে ওঠা ফুসকুড়ি আর কালো হয়ে আসা ফোঁড়াও চোখ এড়ালো না।

রাগ সামাল দিতে কষ্ট হলো ওর, নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে। এই লেভেলের স্টার্নে রাখা অধিকাংশ রোগী নড়তে অক্ষম প্রায়। তাই রিসার্চ টিমের জন্য এদেরকে ব্যবহার করা খুব সহজ। দেবেশ এসব রোগীকে কিভাবে হ্যাণ্ডেল করতে হবে, তার বিস্তারিত নির্দেশ অনেক আগে থেকে দিয়ে রেখেছে। সেই নিয়মকে

অমান্য করাটা...অন্তত এই মুহূর্তে, সাফল্যের এত কাছাকাছি এসে ক্ষমা করতে পারবে না সে।

"সাহায্য ডেকে পাঠিয়েছি," প্রহরীদের নেতা বলল। "আমাদের গুলির মুখে টিকতে না পেরে, কয়েকজন রোগী আশেপাশের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। ওদেরকে বের করে আনতে হবে।"

হলের শেষ মাথা থেকে কেউ একজন গুঙিয়ে উঠল। কনুই-এর উপর ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল এক লোক, কাঁধ রক্তাক্ত। পরনে ডাক্তারি পোশাক। দেবেশ টের পেল লোকটা ডাক্তারদের একজন হবে। দুইপক্ষের মাঝে আটকা পড়েছে।

"সাহায্য..." কোনওক্রমে বলল লোকটা।

আচমকা ওর কাঁধের কাছের একটা দরজা খুলে গেল, একটা হাত বেরিয়ে এসে লোকটার জ্যাকেট আঁকড়ে ধরল। আরেকটা হাত ধরতে চাইল তার চুল। টেনে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো হতভাগ্য লোকটার দেহ, তবে পুরোপুরি নয়। পা আর গোড়ালি এখনও দেখা যাচ্ছে, নড়ছে থেকে থেকে। গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে চিৎকার। দেবেশের দিকে তাকাল সোমালিয়ান যোদ্ধা। অনুমতি চাইছে। মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল ডঃ পতঞ্জলি। ডাক্তার লোকটার চিৎকার হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে গেল, তবে গোড়ালি এখনও নড়ছে।

দেবেশের মনে করুণার বিন্দুমাত্র উদ্রেক হলো না। কেউ একজন দরজা বন্ধ করতে বা রোগীকে বেঁধে রাখতে ভুল করেছে। সিঁড়ি দিয়ে যোদ্ধাদের দৌড়ে আসার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

দেবেশ ঘুরে দাঁড়াল, ঘাড়ের উপর দিয়ে আঙুল দেখিয়ে হলওয়ের দিকে নির্দেশ করল, "সবাইকে শেষ করে দাও।"

"স্যার?"

"পুরো ডেকটা খুঁজে দেখ। প্রতিটা কেবিনে যাও, কেউ যেন বাঁচতে না পারে।"

১:৫৪ এ.এম.

ভাইরোলজি ল্যাবে বসে বসে গুলির আওয়াজ শুনতে পেল লিসা, সেই সাথে চিৎকারও। কথা বলছে না কেউ, একদম চুপ হয়ে আছে।

অবশেষে ফিরে এলো দেবেশ। দেখে মনে হচ্ছে একদম স্বাভাবিক, শুধু চেহারাটা একটু লাল হয়ে আছে। ছড়ি দিয়ে লিসাকে দেখাল সে, "আমার সাথে এসো, একটা জিনিস দেখাতে চাই।" উত্তরের অপেক্ষা না করে ঘুরে দাঁড়াল সে।

লিসা দাঁড়িয়ে অনুসরণ করল, তাল মেলাতে দ্রুত পায়ে চলতে হচ্ছে ওকে। সিকিউরিটি স্টেশন পার হয়ে হলওয়েতে প্রবেশ করল ওরা।

হলওয়ে না বলে কসাইখানা বললেই সম্ভবত বেশি মানাতো। দেয়ালে রক্তের ছোপ লেগে আছে, সেই সাথে স্তূপ করে রাখা হয়েছে মরদেহ, গুলি দেহগুলোকে এবড়ো খেবড়ো করে ফেলেছে। ঢোক গিলল লিসা, দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে।

হলওয়ের দুপাশে অবস্থিত কেবিনগুলোর দরজা হাঁ করে খুলে রাখা। ভেতরে তাকিয়ে আরও কিছু রক্তাক্ত, ক্ষত বিক্ষত, মরদেহ দেখতে পেল। কয়েকজনকে তো বিছানার সাথে হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় গুলি করে মারা হয়েছে!

আবারও গোলা বর্ষণের আওয়াজ শুনতে পেল। তবে এবার ছাড়াছাড়া নয়, মনে হলো উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ গুলি ছুঁড়ছে। হলের আরও সামনে একজোড়া গার্ডকে কেবিন থেকে বেরোতে দেখা গেল, হাতে ধরা রাইফেল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পরবর্তী কেবিনে প্রবেশ করল ওরা।

"তুমি...তুমি রোগীদেরকে পাখির মতো গুলি করে মারছ!" বলল লিসা।

"রোগীর চাপ কমাচ্ছি শুধু," দেবেশ হাত তুলে সামনে এগোবার নির্দেশ দিল। "এই নিয়ে দ্বিতীয়বার রোগীরা পালাবার চেষ্টা করল। নিজেদেরকে ছাড়াবার জন্য নিজের আঙুল কামড়ে খেতেও দ্বিধা করেনি এরা। ডাক্তারদের আক্রমণ করে মেরে ফেলেছে! এই আচ্ছন্ন অবস্থায় রোগীদের দেহে পশুর সমান শক্তি ভর করে। ব্যথার বোধ হারিয়ে ফেলে।"

সুজান টিউনিসের স্বামীর ভিডিও ফুটেজটার কথা মনে পড়ে গেল লিসার, লোকটা যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল। এখানেও সেই একই ঘটনা ঘটেছে।

দেবেশ ওর দিকে ফিরে তাকাল, "ইইজি দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ঠিক বলেছ।"

গুলির শব্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল লিসা। মেয়েটার অবস্থা দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল দেবেশ, "কাজটা সবার ভালোর জন্য করতে হচ্ছে। জাহাজ জুড়ে রোগীদের অবস্থা খুব দ্রুত খারাপ হতে শুরু করেছে। মেডিকেল সাপ্লাই কমে এসেছে। এখন আমাদের কর্মদক্ষতা বাড়াতে হবে। এই পাগলামির উপসর্গ দেখা দিলে, জাহাজের সবার জীবনের জন্য এরা হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। সবাইকে বাঁচিয়ে রাখার দরকারটাই বা কী? '

লিসা লোকটার কথার অন্তর্নিহিত অর্থটা বুঝতে পারল। দ্য গিল্ড আর দেবেশ, জাহাজের রোগীদেরকে ব্যবহার করছে। রোগীরা দেবেশের কাছে জুডাস স্ট্রেইনের জন্মাবার মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্ভাব্য বায়ো-উইপন হিসেবে জমা করছে ভাইরাসটাকে। যেসব 'মাধ্যম'-এর দেবার মতো আর কিছু নেই, সেগুলোকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে দেবেশ।

"আমাকে কেন এনেছ?" ঘৃণাভরে জানতে চাইল লিসা।

"এই জিনিসটা দেখাতে..." বলতে বলতে একমাত্র দরজা বন্ধ করে রাখা কেবিনের দিকে এগোল সে। দরজা খুলে লিসার জন্য দাঁড়িয়ে রইল। তীব্র একটা গন্ধ লিসার নাকে আঘাত করল। অন্ধকার দরজা গলে ভেতরে প্রবেশ করল সে, ভয় পাচ্ছে কি নাকি দেখতে হয়! হল থেকে আসা আলোতে কেবিনের ভেতরটা দেখতে পেল, ওর নিজেরটার মতোই। একটা ছোট গোসলখানা, একটা কাউচ, টিভি আর ছোট বিছানা। ওর পিছু পিছু প্রবেশ করল দেবেশ, জ্বেলে দিল কেবিনের লাইট।

সামনের দৃশ্য দেখে আতকে উঠে পিছিয়ে এলো লিসা।

বিছানায় একটা দেহ শুয়ে আছে, বিছানা আর কুশন রক্তে ভেজা। খালি পা দুটো বিছানার সাথে বাঁধা, হাত দুটোও। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, পেটের ভেতর বোমা

নিয়ে ঘুরছিল লোকটা। এখান ফেটে গিয়েছে। সিলিং আর দেয়ালজুড়ে শুধু রক্ত আর রক্ত।

গলা থেকে মুখে হাতটা নিয়ে গেল লিসা, চিৎকার করা থামাতে চাইছে।

লোকটার অভ্যন্তরীন অঙ্গগুলো কোথায়?

"রক্ষীরা এভাবেই লোকটাকে পেয়েছে," দেবেশ ব্যাখ্যা করল। "পাগল হয়ে যাওয়া রোগীগুলো লোকটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছিল।"

তীব্রভাবে কেঁপে উঠল লিসা। নিজদেহ সম্পর্কে আচমকা সচেতন হয়ে পড়েছে।

"এমনটা আগেও দেখেছি আমরা," বলে চলেছে দেবেশ। "রোগের এই অবস্থায়, ভাইরাসটা সম্ভবত প্রচণ্ড খিদে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু সেই খিদে কখনও মেটে না। আমরা দেখেছি, এরকম এক রোগী খেতে খেতে পেট ফাটিয়ে ফেলার উপক্রম করেছিল। কিন্তু তারপরও থামেনি।"

হে ঈশ্বর...

প্রচণ্ড নাড়া খেলেও দেবেশের কথাটা ধরতে পারল লিসা, "তোমরা দেখেছ... কোথায়...?"

"ডঃ কামিংস, তোমার কি ধারণা আমরা শুধু সুজান টিউনিসকেই স্টাডি করেছি? ভাইরাসটাকে ভালোভাবে বুঝতে হলে আমাদের রোগটাকেও ভালোভাবে বুঝতে হবে। এমনকি এই মানুষের মাংস খাওয়াটাকেও। আমার কাছে অবশ্য উপসর্গটার সাথে প্রাডার-উইলি সিন্ড্রোমের প্রচণ্ড মিল আছে বলে মনে হয়েছে। তুমি কি সিন্ড্রোমটার ব্যাপারে জানো?"

অবশ হয়ে এসেছে লিসা, মাথা নাড়তে পারল শুধু।

"হাইপোথ্যালামাসে সমস্যা হয়, এর ফলে এমন এক ক্ষুধার উদ্রেক হয় যা কোনওভাবেই মেটানো যায় না। একদম বিরল বংশগতিজনিত সমস্যা। আক্রান্তদের অনেকে অল্প বয়সে পেট ফেটে মারা যায়।"

দেবেশের ঠাণ্ডা ডাক্তারি কথাবার্তা লিসাকে সামলে উঠতে সহায়তা করল, কিন্তু এখনও ঘন ঘন ভারী নিঃশ্বাস ফেলছে সে।

"আক্রান্তদের একজনের ময়না তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, হাইপোথ্যালামাসের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল। যেমনটা প্রাডার-উইলি রোগীদের হয়ে থাকে। সেই সাথে অ্যাড্রেনালিন আর উত্তেজনা যোগ করলে..." ফল কী হবে তা দেখাবার জন্য বিছানার দিকে ইঙ্গিত করল সে।

পাক খেয়ে উঠল লিসার পাকস্থলি। অবশেষে হতভাগ্য লোকটার চেহারার দিকে নজর পড়ল ওর: চিৎকার করার জন্য ফাঁকা হয়ে থাকা ঠোঁট, অনুভূতিশূন্য চোখ, ধূসর চুল।

চিনতে পারল লোকটাকে, ওদের "জন ডো"। সুজানের মেডিকেল হিস্টরি জানা থাকায় লোকটার নামও মনে পড়ে গেল ওর।

অ্যাপেলগেট।

আর সহ্য করতে পারল না ও, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কৌতুক খেলা করে গেল দেবেশের চোখে। লিসা বুঝতে পারল কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়েই ওকে এখানে আনা হয়েছে। জানত লোকটাকে সে চিনতে পারবে। হারামজাদা দেবেশ এসব করে মজা পাচ্ছে!

"বুঝতেই পারছ বিপদের মাত্রা," বলল সে। "যদি এই ঘটনা দুনিয়া জুড়ে ঘটে, তাহলে কী হবে ভেবে দেখ। আমি এই হুমকিটাই থামাতে চাইছি।"

বিদ্রুপ করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল লিসা। হুমকি থামাতে চাইছে না ছাই!

"আমরা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে এমন এক প্যানডেমিক নিয়ে কথা বলছি," সায়েন্টিফিক উইং-এর দিকে ফিরে যেতে যেতে বলল দেবেশ। "প্রথমে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের পক্ষে থেকে ক্রিসমাস আইল্যান্ডে সাহায্য পাঠানো হয়েছিল। আক্রান্ত রোগীদের অস্ট্রেলিয়ার পার্থে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু তার আগেই টুরিস্টরা দুনিয়ার চার কোনায় এই রোগের জীবাণু ছড়িয়ে দিয়েছেঃ লন্ডন, স্যান ফ্রান্সিসকো, বার্লিন আর কোয়ালালামপুরে। আমরা জানি না এদের মাঝে ক'জন আক্রান্ত হয়েছিল, সবাই হতে পারে আবার একজনও নাও হতে পারে। তবে নিশ্চিত থাকতে পার, অল্প কজন আক্রান্ত হলেও পরিস্থিতি হবে ভয়াবহ। এখানে যে জীবাণুনাশক পদ্ধতি ব্যবহার করছি, তা অনুসরণ করা না হলে হয়তো এরইমাঝে ভাইরাস ছড়াতে শুরু করেছে।"

ভাইরোলজি ল্যাবে ওকে ফিরিয়ে আনল দেবেশ, "আশা করি, অন্তত এখন আমাদের সাহায্য করতে চাইবে তুমি।"

ল্যাবে ওরা ঢুকতে না ঢুকতেই সবাই চোখে প্রশ্ন নিয়ে ওদের দিকে তাকাল। লিসা শুধু মাথা নেড়ে নিজের টুলে গিয়ে বসল।

কম্পিউটারে সামনের আসনে বসে থাকা ডা. চেনিয়ের উঠে দাঁড়ালেন। "তোমরা ছিলে না," বললেন তিনি। "আমি ডা. গোলামের ফাইল খুলে ফেলেছি। ডঃ কামিংস যে পরীক্ষাগুলো করতে বলেছিল, সেগুলোর রিপোর্ট এসে গিয়েছে।" স্ক্রিনের সামনে থেকে সরে দাঁড়ালেন তিনি, যেন অন্য সবাই দেখতে পায়। মনিটরে একটা নকশা ঠিক লাটিমের মতো পাক খাচ্ছে।

ভাইরাসের ইকোসাহেড্রোন শেল দেখা যাচ্ছে বিশটা ত্রিভুজাকৃতি সেকশন এক হয়ে গোলকের আকৃতি নিয়েছে, যেন কোনও ফুটবল। পার্থক্য হলো, ত্রিভুজাকৃতি সেকশনগুলোর দুএকটা থেকে আলফা প্রোটিন বের হয়ে আছে। অন্যগুলোকে বেটা প্রোটিন বের হতে দেয়নি। নিজের তত্ত্বের সাপেক্ষে প্রমাণ হিসেবে এই পরীক্ষাটা করতে চেয়েছিল লিসা।

"ঘূর্ণন বন্ধ করা সম্ভব?" জানতে চাইল লিসা।

চেনিয়ার বন্ধ করে দিলেন ঘূর্ণন, নকশাটা স্থির হলো। আবার উঠে দাঁড়াল লিসা, "এবার অন্য মনিটরে সুজান টিউনিসের সিএসএফ-এ পাওয়া ভাইরাসের প্রোটিন ম্যাপটা দেখান।"

এক মুহূর্ত পর আরেকটা ফুটবল এসে উপস্থিত হলো, ঘুরছে ওটা। লিসা কাছে গিয়ে ভালোভাবে দেখল। যেটা খুঁজছিল, সেটা পেয়ে যেতেই বন্ধ করে দিল ওটার ঘূর্ণন।

অন্যদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল ও।

শ্রাগ করল দেবেশ, "দেখে তো অবিকল এক বলে মনে হচ্ছে।"

পিছিয়ে এলো লিসা, "দু'টোকে পাশাপাশি কল্পনা করে দেখ।"
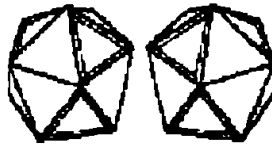
উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন হেনরি। চোখ বড় বড় করে বললেন, "দুটো এক নয়!

নড করল লিসা, "একে অন্যের প্রতিবিম্ব। অবিকল মনে হতে পারে, কিন্তু আদপে ঠিক বিপরিত।"

"সিস আর ট্রানস।" পেশাগত ভাষা ব্যবহার করে বললেন চেনিয়ের।

লিসা প্রথম স্ক্রিনে টোকা দিল, "এই যে ট্রান্স ফর্ম, অন্যভাবে বলতে গেলে ক্ষতিকর ভাইরাস। এটা ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করে দানবে পরিণত করে ফেলে," এবার অন্য স্ক্রিনের দিকে ইঙ্গিত করল সে। সুজানের ভেতরে পাওয়া ভাইরাস এটা, "এই হলো সিস ফর্ম বা ভালো ভাইরাস। এটা রোগীকে সুস্থ করে তোলে।"

"সিস আর ট্রান্স," বিড়বিড় করে বলল মিলার। "ভালো আর মন্দ।"

এবার লিসা ওর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে শোনাল, "আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি, ট্রান্স ভাইরাসটা মস্তিষ্কে প্রবেশ করার জন্য ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ক্ষতিকারক জীবাণুতে পরিণত করে, আস্তানা বাঁধে মস্তিষ্কে। সেই সাথে আরও জীবাণু নিয়ে আসে।"

"সায়ানোব্যাকটেরিয়া।" বলল মিলার।

"সাধারণত ব্যাকটেরিয়ার টক্সিন মস্তিষ্কে বাজে প্রভাব ফেলে, রোগীকে পাগল করে তোলে। কিন্তু সুজানের ক্ষেত্রে অন্য একটা ব্যাপার ঘটেছে। মস্তিষ্কের তরলের সংস্পর্শে এসে কোনওভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে ভাইরাসটা। ক্ষতিকর ট্রান্স ফর্ম

থেকে উপকারী সিস ফর্মে পরিণত হয়েছে। এই সিসি ফর্মটা শুরু করে দিয়েছে এর ট্রান্স ফর্মের করা সবধরনের ক্ষতি। রোগীকে সুস্থ করে তুলেছে।"

"তোমার কথা যদি ঠিক বলে ধরে নেই," বলল হেনরি। "তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, সুজানের দেহের এমন কী বৈশিষ্ট্য যে সেটা এই পরিবর্তন ঘটাতে পারল।"

শ্রাগ করল লিসা, "আমার ধারণা পরবর্তী কয়েকদিন বা হপ্তার মাঝে আমরা সুজানের মতো আরও কয়েকজন রোগী দেখতে পাব। সুজান পাঁচ দিন আগে আক্রান্ত হয়েছে। তাই হয়তো এত তাড়াতাড়ি মন্তব্য করাটা ঠিক হচ্ছে না। তবে আমার ধারণা, সুজানের ব্যাপারটা বিরল এক ঘটনা। হয়ত ওর বংশগতির কোনও সমস্যা...দ্য ব্ল্যাক প্লেগের সময় ঘটা ইয়াম ফেনোমেনন মনে আছে?"

চেনিয়ার হাত তুলে বললেন, "আমার মনে আছে।"

স্বাভাবিক। সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ এই ঘটনা মনে রাখবে না তো কে রাখবে?

চেনিয়ার ব্যাখ্যা করলেন, "ইয়াম ইংল্যান্ডের একটা ছোট গ্রাম। ষোলোশ' শতাব্দীর দিকে গ্রামটায় ব্ল্যাক প্লেগ আঘাত হানে। কিন্তু এক বছর দেখা গেল, গ্রামের অধিকাংশ মানুষ বেঁচে আছে! ওদের মাঝে এক ধরনের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়, যা আধুনিক বংশগতি বিদ্যা কাজে লাগিয়ে বের করা গিয়েছে। ডেলটা ৩২ নামক এক জিনের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে ওদের দেহে। ছোট গ্রাম, গ্রামবাসীরা নিজেদের মাঝে বিয়ে করেছিল। তাই এই প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলতে গেলে সবার মাঝে দেখা গিয়েছিল, এ অসঙ্গতিটাই প্লেগ থেকে ওদেরকে বাঁচিয়েছিল।"

দেবেশ কথা বলে উঠল, "তুমি কি বলতে চাইছ, আমাদের রোগী এই ডেলটা ৩২ এর মতো কোনও জিন বহন করে চলছে? এলোমেলো কোন একটা প্রোটিন জুডাস স্ট্রেইনের ট্রান্স ফর্মটাকে সিস-এ পরিণত করে ফেলেছে?"

"এলোমেলো না-ও হতে পারে," ফিসফিস করে বলল লিসা। ভাইরাসের দুটো ফর্ম আবিষ্কার করার পর থেকে নিজেকে এই প্রশ্নটা করছে সে। "আমাদের ডিএনএ-এর খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ কাজে লাগে, মাত্র তিন শতাংশ হবে। বাকি সাতানব্বই শতাংশকে জঞ্জাল বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে এই জঞ্জালের মাঝে কিছু কিছু ডিএনএ-এর সাথে ভাইরাল কোডের অনেক মিল। বর্তমান ধারণা হলো, এই কোডিং হয়ত রোগ থেকে প্রতিরক্ষা মূলক কোনও কাজে আসে। ভবিষ্যতে আমাদের রোগ থেকে বাঁচাতে ওটা আছে," বলতে বলতে সুজানের বন্ধুর দেহটা যেন ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। "এই যেমন নরখাদক হয়ে যাওয়া।"

মেয়েটার অদ্ভুত কথা শুনে সবাই মনিটর থেকে নজর হটিয়ে ওর দিকে তাকাল।

ব্যাখ্যা করল লিসা, "বিশ্বজোড়া মানুষের জেনেটিক মার্কার পর্যালোচনা করে অদ্ভুত এক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। দেখা গিয়েছে অধিকাংশ মানুষের দেহে রোগ থেকে রক্ষা পাবার এক বিশেষ জিন আছে। কিন্তু সেই জিনটা একমাত্র মানুষের মাংস খাবার ফলেই পাওয়া সম্ভব। এ থেকে ধারণা করা যায়, আমাদের পূর্বপুরুষ সবাই সম্ভবত নরমাংসভোজী ছিল। হয়ত সুজানের জেনেটিক মার্কার ওকে জুডাস স্ট্রেইন থেকে রক্ষা করেছে।"

"চমকপ্রদ গল্প, ডঃ কামিংস," দেবেশ পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে আগু-পিছু করতে করতে বলল। "তবে ব্যাপারটা কাকতালীয় নাকি আমাদের দেহে আগে থেকেই ছিল, তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা এই সদ্য অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রতিষেধক আবিষ্কারে মন দিতে পারি!"

চেনিয়েরকে দেখে সন্দিহান মনে হলো। "সম্ভবত," বললেন তিনি। "তবে আরও স্টাডি দরকার। কপাল ভালো যে জাহাজ ভর্তি রোগী পেয়েছি আমরা। চাইলেই নানা ধরনের ওষুধ পরীক্ষা করে দেখতে পারি। তবে প্রথমে আমাদের কিছু সিস ভাইরাসের স্যাম্পল দরকার।" দেবেশের দিকে উদ্দেশ্য নিয়ে তাকাল সে।

"তা নিয়ে ভাবতে হবে না," বলল দেবেশ। "রাকাও ওর দল নিয়ে দ্বীপে খুঁজতে শুরু করেছে। সুজান টিউনিসসহ অন্যদেরকে ফিরিয়ে আনা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। যাই হোক, এবার-" লিসার দিকে ফিরল সে। "তোমাকে শাস্তি দেবার পালা।"

যেন এই কথার অপেক্ষায় ছিল, এবার এক পা এগিয়ে এলো মেয়েটা। লম্বা লম্বা চুল পেছনে টেনে বেঁধে রেখেছে।

সুরিনা।

৩:১৪ এ.এম.

আরও তিন পা উপরে উঠল মঙ্ক, মুখের কাছে এক নরখাদকের নগ্ন নিতম্ব ঝুলছে। ওদের সামনে কম করে হলেও বারোজন জংলী, পেছনেও জনা চল্লিশেক আছে।

ওর নরখাদক সৈন্যদল!

কালো আকাশ থেকে পানি ঝরছে শুধু। তবে অন্তত বাতাস তো কমে এসেছে, অনেকক্ষণ পর পর একদুইবার দমকা হাওয়া বইছে।

ইচ্ছা করেই পর্বতারোহনের জন্য এই সময়টা বেছে নিয়েছে মঙ্ক, যেন টাইফুনের কেন্দ্রবিন্দু দ্বীপের উপর দিয়ে যাবার সময়কার শান্ত পরিবেশটাকে কাজে লাগানো যায়। অপেক্ষার প্রহর বড় দীর্ঘ হলেও, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে সে।

এগিয়ে চলছে সে, যে পথে আছে সেটা পাথর কেটে বানানো। বৃষ্টি পানিতে পিচ্ছিল হয়ে আছে, মাঝে মাঝে হাতে আর হাঁটুতে ভর করে এগোতে হচ্ছে। একবার পিছু ফিরে তাকাল ও।

রাইডার আর জেসি পেছনেই আছে, ওদের পেছনে আসছে গোত্রবাসীরা। পরনে পালক, খোলস, পাখির থাবা, গাছের ছাল আর হাড়।

হাড়...হাড় যেন প্রত্যেকের পোশাকের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এই সেনাবাহিনীর হাতে অস্ত্র হিসেবে আছে ছোট ছোট বল্লম, তীর আর তীক্ষ্ণ গদা। তবে সেই সাথে রাইফেল আর পুরানো অ্যাসল্টের জন্য ব্যবহার্য অস্ত্র যেমন রাশিয়ান একে-৪৭, ইউ.এস. এম-১৬, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত গোলা বারুদসহ ব্যান্ডলিয়ারও আছে। বোঝা গেল, নরখাদকেরা জলদস্যুদের সাথে দুপেয়ে মাংসের আধার ছাড়াও, অন্যান্য জিনিসপত্র আদান প্রদান করেছে।

এত উপর থেকে অন্ধকার লেকের পুরোটা দেখতে পাচ্ছে মঙ্ক। ক্রুজ শিপটা ঝলমল করছে। এও সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যও ওটা।

বোঝা গেল, রাংডা, দ্বীপের রানি যা-ই করতে বলুক না কেন, নরখাদকেরা তা করতে একপায়ে খাঁড়া।

আর রাংডার চাই ওই ক্রুজ শিপ!

রাংডা'র আদেশ অনুবাদ করে নরখাদকদের জানিয়েছে জেসি। মালয় ভাষা ওর ভালোই জানা আছে, এদিককার জলদস্যুদের ব্যবহার্য ভাষা এটা। তাই নরখাদকরাও বুঝতে পারে। ওরা তো জেসির মহান রানির কথা বুঝতে পারা দেখেই অবাক! তার উপর রানি কিন্তু ওর গালে চুম্বন পর্যন্ত করেছে!

নরখাদকের কারও মাঝে জেসিকে অমান্য করার সাহস আর নেই।

আক্রমণের পরিকল্পনা সাজিয়েছে মঙ্ক। এই মুহূর্তে জাহাজের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। দেবেশ নিশ্চয় পানির উপর চোখ রাখার ব্যবস্থা করেছে। নৌকা নিয়ে আক্রমণ করে তাই কোনও লাভ হবে না। সাঁতার কাটার উপায় নেই।

তাই একটা মাত্র পথ অবশিষ্ট আছে।

আরও উপরে উঠে গেল মঙ্ক, বলতে গেলে দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু জায়গাটায়। বিশাল বিশাল ইস্পাতের পোস্ট আর তার দিয়ে জালের মতো করে বানানো হয়েছে দ্বীপের রি অংশটা।

জালের ফাঁক দিয়ে তাকাল সে।

জালের উপরে বিছানো গাছ গাছড়া ভেদ করে, বৃষ্টির ফোঁটা ফাঁক গলে পড়ছে। জালটাকে সবার নজরের আড়ালে রাখার জন্য দরকার ছিল এই গাছ গাছা। কাউকে না কাউকে তো এর উপর নজর রাখতে হয়েছে। মঙ্কের মনে হয়েছিল এই কেউ একজনটা শুধু জলদস্যুদের একজন হতে পারে না।

ওর ধারণার সত্যতা প্রমাণের জন্য একজন নরখাদক একদম কাছের তার ধরে উপরে উঠে গেল। এক মুহূর্ত পর একটা দড়ি দিয়ে বানানো মই নিচে নেমে এলো।

অন্যরা সেই মই বেয়ে উপরে ওঠা শুরু করল।

জেসির দিকে ফিরল মঙ্ক, "চাইলে এখনও সুজানের কাছে ফিরে যেতে পার। আমরা সৈকত থেকে তোমাদের উঠিয়ে নেব।"

জেসি চোখের সামনে থেকে বৃষ্টিভেজা চুল সরাল, "আমি যাচ্ছি। জংলীদের বোঝাবার জন্য তো কাউকে না কাউকে চাই।" মঙ্ককে আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মই বেয়ে উঠে পড়ল সে।

এরপর উঠল রাইডার, উঠতে উঠতে মঙ্কের কাঁধে আলতো করে চাপড় বসাল। বিলিওনিয়ারের ওঠা শেষ হলে নিচের ধাপে পা রাখল মঙ্ক। পেছনে একবার তাকিয়ে ওর কালো সেনাদলকে দেখে নিল—রানির জন্য জান দিতে প্রস্তুত একদল মানুষ।

এক মুহূর্তের জন্য ওর মনে হলো, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। এদের অনেকেই বেঁচে ফিরতে পারবে না। কিন্তু লিসা ঠিক বলেছে, ঝুঁকির মাঝে রয়েছে পুরো বিশ্ব। হাতের কাছে যা পাওয়া যাবে, তা-ই কাজে লাগাতে হবে।

ওদের রাইডারের বোট পর্যন্ত পৌঁছাতে হবেই হবে, সুজানকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে হবে—পারলে লিসাকেও উদ্ধার করতে হবে। পার্টনার বেঁচে নেই, একথা মঙ্ক মেনে নিতে রাজি নয়। মই ধরে নিজেকে টেনে তুলল ও।

উপরে উঠে দেখতে পেল, ওর সেনাদলের প্রথম অংশ ইতিমধ্যে অনেক দুর এগিয়ে গিয়েছে। মঙ্ক ওদের পিছু নিল। ঘাড় বাঁকিয়ে চারপাশে তাকাল, মেঘ কমে এসেছে কিছুটা। আকাশে একটা দুটো তারা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কালো মেঘ এখনও ঘূর্ণায়মান। টাইফুনের কেন্দ্রটা ওর আশার তুলনায় একটু বেশিই ছোট বলে মনে হচ্ছে এখন।

তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে গেল মঙ্ক। টাইফুন ফিরে আসার আগেই পুরো সেনাদলকে এই জাল পার করিয়ে নিতে হবে। নইলে ঝড়ো হাওয়া না মারলেও, বজ্রপাত মেরে ফেলবে ওদেরকে।

এগোতে এগোতে নিচের দিকে তাকাল মঙ্ক, অন্তত সুজান তো নিরাপদে আছে!

৪:০২ এ.এম.

চেহারার ঔজ্জ্বল্য কমাতে ছাই মেখে পাথরে উপর বসে আছে সুজান। জঙ্গলের মাঝেই, তবে লেগুন থেকে খুব একটা দূরে নয়। গত এক ঘণ্টায় সৈকতের দিকে হেঁটে এসেছে সে, মঙ্কের জন্য অপেক্ষা করছে।

কিন্তু একা আসেনি।

এক ডজন জংলী ওর সঙ্গী হয়েছে। ঘন গাছপালার আড়ালে অবস্থান নিয়েছে। সুজানের সাথে আছে টিকাল নামের এক মহিলা। সুজান হাঁটা থামাবার পর থেকে মাটিতে মাথা ঠুকে আছে মেয়েটা। দুএকবার কথা বলা চেষ্টা করেছে ও, কিন্তু মহিলা ভয়ে কেঁপে ওঠা ছাড়া আর কিছুই করেনি।

তাই অপেক্ষা করছে সুজান টিউনিস। এখন ওর পরনে শুয়োরের শুকনো চামড়া দিয়ে বানানো পোশাক। পালক, খোলস আর ছোট ছোট নুড়ি দিয়ে সাজানো। পাজরের হাড় দিয়ে বানানো মুকুট শোভা পাচ্ছে মাথায়, হাতে একটা পালিশ করা ছড়ি। ছড়ি মাথায় মানুষের কাঁটা মস্তক বসানো।

পুসাটের ডাইনি রানির জন্য এরচেয়ে কম কিছু হলে চলে?

পোশাক অন্যরকম হলেও, আলখাল্লাটা অনেক আরামদায়ক। আর হাতের ছড়িটা হাঁটার সময় অনেক সাহায্য করেছে। ওর সঙ্গীরা তালের পাতা দিয়ে অস্থায়ী ছাউনি বানিয়ে দিয়েছে, রানিকে ভিজতে দিতে চায় না।

সুজান উপরের দিকে চাইল, ওখানেই কোথাও জালটা আছে। অন্যদের সাথে পার হয়ে ওপর পাড়ে যেতে পারলে ভালোই হতো। তাই মঙ্ক যখন ওকে সৈকতে অপেক্ষা করার আদেশ দিল, তখন মানা করেনি। কথা ছিল, নরখাদকদের জাহাজ আক্রমণের ফলের অপেক্ষা করবে ওখানে বসে।

সুজান তখনই বুঝতে পেরেছিল, দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে ওকে।

একটু বেশিই দীর্ঘ সময়।

একাকী বসে বসে জ্ঞান ফেরার পর থেকে যা যা হয়েছে, তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে শুরু করল মেয়েটা। ও বেঁচে আছে, কিন্তু ওর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটা আর বেঁচে নেই।

গ্রেগ...

স্বামীর নানা স্মৃতি ফিরে আসতে শুরু করল: ওর দুষ্টুমি করে ঠোঁট বাঁকানো, হাসতে হাসতে কেঁপে ওঠা, কালো চোখ, দেহের গন্ধ, ঠোঁটের স্বাদ...আরও অনেক কিছু।

এতসব ছেড়ে কীভাবে বাঁচবে ও?

সুজান জানে, এখনও পরিস্থিতির ভয়াবহতা পুরোপুরি বুঝতে পারছে না সে। তবে যতটুকু পারছে, তাই বা কম কী? ব্যথায় সারা শরীর নীল হয়ে আসছে, গলা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। থেকে থেকে কেঁপে উঠছে সে। উজ্জ্বল অশ্রু ওর চোখে বেয়ে ছাই মাখানো গালে নেমে আসতে শুরু করল।

গ্রেগ...

এক জায়গায় বসে বসে আগুপিছু করছে সে, দুঃখ ঢেউ-এর মতো আসছে ওর দিকে। থামাবার কোনও উপায় নেই। কিন্তু সময়ে জোয়ার ও ভাটায় পরিণত হয়। দুঃখের ভেতরে নিজের মাঝে এক আরেক প্রাগৈতিহাসিক অনুভূতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। এখন পর্যন্ত সেটাকে প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ দেয়নি সে, কিন্তু আছে তা জানে।

আলখাল্লার ভেতর থেকে হাত বাড়াল সুজান, তাকিয়ে রইল নিজের জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকা চামড়ার দিকে। ঘামের সাথে সায়ানোব্যাকটেরিয়া নিঃসৃত হচ্ছে বলে এই ঔজ্জ্বল্যের সৃষ্টি। হাত উল্টে তালুটাকে আকাশে দিকে করল সে। বাড়তি তাপ অনুভূত হচ্ছে না, কিন্তু অদ্ভুত একধরনের উষ্ণতা কাজ করছে।

কী চলছে ওর ভেতরে?

নিজে মেরিন বায়োলজিস্ট বলে, সুসান সায়ানোব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে অন্যদের চাইতে অনেক বেশি জানে। সায়ানোব্যাকটেরিয়া ডাকা হয় নীলচে-সবুজ শৈবাল বলে, ঠিক যেমন সাগরের রঙ।

একসাথে হয়ে অগণিত রূপ ধারণ করতে পারে ওরা: চিকন সুতোর ন্যায়, চ্যাপ্টা শিট, ফাঁকা বল ইত্যাদি। বিবর্তনের অন্যতম প্রধান চাবি এই ব্যাকটেরিয়া। ধারণা করা হয়, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম অক্সিজেন উৎপন্ন করেছিল এরা। অন্য কথায় পৃথিবীকে জীবনধারণের উপযোগী করেছিল। তারপর নিজেদেরকে আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে টিকে রয়েছে এতদিন।

তাহলে ওর দেহে আস্তানা গাড়ছে কেন এরা? এর সাথে ওর জুডাস স্ট্রেইন ভাইরাসে আক্রান্ত হবার সম্পর্ক কোথায়? কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

তবে একটা সত্য জানে...

কিছু একটা আসছে।

অনুভব করতে পারছে সে।

ছুটে আসা ঢেউ-এর মতো অপ্রতিরোধ্য।

জঙ্গলের দিকে তাকাল সে, এরপর লেগুন ছাড়িয়ে, দ্বীপ ছাড়িয়ে। সূর্য উঠছে এটা যেমন জানে, তেমনি জানে ওর পরিবর্তন এখনও শেষ হয়নি।

৪:১৮ এ.এম.

একশ গজ দূর থেকে শিকারের উপর নজর রাখছে রাকাও। একটা পঞ্চো পরে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে, চোখে ইনফ্রারেড গগলস। লাল অগ্নিকুণ্ড বা বডি হিট সিগনেচারগুলো গুনছে সে। সৈকত জুড়ে ছড়িয়ে আছে ওগুলো। জলদস্যুদের সংখ্যা জংলীদের দ্বিগুণ।

হাত তুলে রাকাও ওর দলের লোকদের দুদিকে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিল, একই সাথে ইঙ্গিত দিল দূরত্ব বজায় রাখার। বজ্রের আওয়াজের সাথে তাল মিলিয়ে কীভাবে এগোতে হয়, তা ওর দলের লোকেরা জানে। জংলী হলেও, এদের অন্তরাত্মা খুব তীক্ষ্ণ। শিকারকে ভয় পাইয়ে দিতে চায় না।

সুজান টিউনিসকে একটা পাথরের উপর বসে থাকতে দেখল রাকাও। মেয়েটাকে পাহাড় থেকে লেগুন নেমে আসতে দেখেছে সে। কিন্তু অন্যরা কোথায়? খুব একটা দূরে থাকার কথা না।

চাইলেই শিকারকে লুফে নিতে পারে, কিন্তু রাকাও ধৈর্য ধরতে জানে। ওর দলের লোকেরা যখন ফাঁদ পাতছে, তখন মেয়েটাকে কীভাবে ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে ভেবে দেখেছে সে।

টোপ...মেয়েটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করবে সে।

১৪
রুইনস অব অ্যাংকর
৭ জুলাই, ভোর ৫:০২
সিয়েম রীপ, ক্যাম্বোডিয়া

মাত্র ছয় ঘণ্টার যাত্রার পর গ্রে নিজেকে আরেক শতাব্দীর মিশ্র ঐতিহ্যঘেরা পরিবেশে আবিষ্কার করল। পুরনো ফ্রান্সের প্রাণকেন্দ্র সিয়েম রীপে পৌঁছে ট্যাক্সি থেকে নামলো ও। ক্যাম্বোডিয়ার মাঝামাঝি বিস্তৃত ধানের মাঠ আর হ্রদঘেরা জায়গায় গড়ে উঠেছে শহরটা। সকাল হতে আরও একঘণ্টা বাকি। বাতাস কেমন যেন গুমোট হয়ে আছে। মশার গুঞ্জন আর গ্যাস ল্যাম্পের হিসহিস শব্দ শোনা যাচ্ছে চারপাশে। নদী থেকে আসা ভেসে আসা ব্যাঙের ডাক শহরবাসীদের ঘুমকে আরও গাঢ় করে তুলছে।

নদীর তীরে ছোটো ছোটো দু'টো নৌকা বেঁধে রাখা। খুঁটির আগায় তেলের বাতি ঝুলছে। সেই মিটমিটে আলোতে জালে আটকানো কাঁকড়া খোঁজার চেষ্টা করছে এক জেলে। মাথায় বাঁশের তৈরি হ্যাট। অসতর্ক ব্যাঙ দেখলেই গেঁথে ফেলছে বর্শিতে। শহরের বিভিন্ন রেস্তোরা আর ক্যাফেতে বিক্রি করা হবে ওগুলো।

গ্রে'র দলের অন্যান্য সদস্যরাও ট্যাক্সি থেকে নামলো। সবাই খুব ক্লান্ত। ভিগর কুঁজো হয়ে হাঁটছেন। চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে তার। নেমে এসে ঢেকে দিচ্ছে চোখজোড়া। দেখে মনে হচ্ছে, কেউ তাকে স্নান করিয়ে, গা শুকানোর আগেই ছেড়ে দিয়েছে এই আর্দ্র আবহাওয়ায়। শেইচানকে দেখাচ্ছে সদ্য ঘুমভাঙা টানটান হয়ে থাকা বিড়ালের মতো। ক্ষতস্থানের ওপর হাত রেখে একটা হোটেলের দিকে তাকিয়ে আছে ও। কোয়ালস্কি সেদিকে তাকিয়ে শিস বাজালো। কাছেই কোথাও একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল শব্দ শুনে। ওদের এখানে থাকার জায়গাটা নাসের ঠিক করে দিয়েছে। এখানেই লোকটার জন্য আরও দুই ঘণ্টা কাটাতে হবে।

বাঁকানো প্রবেশপথের আরেক মাথায় অবস্থিত এই তিনতলা হোটেল। হলুদ রঙের প্লাস্টার আর কাঠ দিয়ে বানানো কাঠামো। ছাদটা লাল পাথরের তৈরি। সামনে একটা সুন্দর করে ছেঁটে রাখা ফরাসি ধাঁচের বাগান চোখে পড়ছে।

পুরো অঞ্চল জুড়ে কমবেশি সবাই জানে এই জায়গার ইতিহাস। পঁচাত্তর বছরের পুরনো এই হোটেলটার একসময় নাম ছিল গ্র্যান্ড হোটেল দে রুইনস। ফরাসি আর ব্রিটিশ পর্যটকেরা অ্যাংকরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে এসে এখানেই উঠত। হোটেল থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে জায়গাটা। খেমের রুজের শাসনামলে এই হোটেল আর গ্রামটাও মুখ থুবড়ে পড়েছিল প্রায়। লাখো নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল তখন। ক্যাম্বোডিয়ার চারভাগের একভাগ মানুষ খুন হয়েছিল সেই নির্মম হত্যাকান্ডে। এ অঞ্চলের পর্যটনশিল্পও তোপের মুখে পড়ে গিয়েছিল। খেমের শাসনের অবসান ঘটার পর পর্যটকেরা আবার আসতে শুরু করে। ভগ্নপ্রায় হোটেলটা

দেখতে দেখতে আবার ঘুরে দাঁড়ায়, ভরপুর হয়ে উঠল মানুষের কোলাহলে। নতুন নামকরণও হয়–গ্র্যান্ড হোটেল ডি'অ্যাংকর।

সিয়েম রীপ শহরটাও একইভাবে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা হয়েছিল। আস্তে আস্তে নদীর পূর্ব পাড় পশ্চিম পাড় জুড়ে একের পর এক হোটেল আর হোস্টেল গড়ে উঠতে লাগল। ওয়েস্ট ব্যাংক, রেঁস্তোরা, মদের দোকান, ইন্টারনেট ক্যাফে, ট্রাভেল এজেন্সি, ফল আর মসলার দোকানে ভরে উঠল শহরটা। সূর্য ওঠেনি এখনও, পর্যটকও নেই। শান্তসৌম্য ভোরের আলোতে খুবই রহস্যময় লাগছে জায়গাটা।

হোটেলের বারান্দায় একটা চাকর শুয়ে ছিল। গায়ে আঁটোসাঁটো সাদা জ্যাকেট। গ্রে দলবল নিয়ে হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় লজ্জিত ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো সেখানকার সুইপার। দরজা খুলে দিল ওদের জন্য।

মার্বেল পাথর আর কাঠের কাজ করা লবিতে আলো জ্বলছে। গোলাপ, অর্কিড, জেসমিন আর পদ্মফুলের মিশ্র সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। সিঁড়ির ঠিক পাশেই একটা পুরনো ধাঁচের এলিভেটর দেখা যাচ্ছে।

"এলিফ্যান্ট বারটা কোনার দিকে," শেইচান হাত তুলে দেখাল। ওখানেই নাসেরের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ঘড়ির দিকে তাকাল গ্রে। এই নিয়ে প্রায় একশবারের মত ঘড়ি দেখেছে বোধহয়।

"আমি ব্যাগ রেখে আসছি," ভিগর বললেন। রিসেপশন ডেস্কের দিকে পা বাড়ালেন তিনি। গ্রে লবিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল। গিল্ডের এজেন্টরা এখানেও আছে নাকি? শেইচানের ভাষ্যমতে, এই অঞ্চলের পুরোটা জুড়েই ছড়িয়ে আছে ওরা। একেবারে চীন আর উত্তর কোরিয়া পর্যন্ত। সোজা কথায়, গিল্ডের আস্তানা মূলত এই অঞ্চলটাতে।

গ্রে জানত, হরমুজ আইল্যান্ড থেকে ক্যাম্বোডিয়া পর্যন্ত পুরো রাস্তা ওদের ওপর নজরদারি করেছে নাসেরের গুপ্তচর। বাবা-মার জীবন বাঁচাবার জন্য মার্কোর গল্পের শেষটা বলতে বাধ্য হয়েছে ও। অ্যাংকরের ধ্বংসাবশেষের কথাটা জানানোর পর নাসের আপাতত বাবা মাকে খুন করার পরিকল্পনা মুলতবি রেখেছে। কিন্তু গ্রে'র যা ভয় ছিল তাই হয়েছে। এতসব তথ্য দিয়েও বাবা মাকে ছাড়ানো যায়নি এখনও।

জুডাস স্ট্রেইনের হাত থেকে কীভাবে বাঁচা যাবে, সেটা অবশ্য এখনও জানায়নি ও। বাবা মা'র মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলিয়ে রেখে একেবারে সবকিছু বলে দেওয়াটা বোকামী হতো। আগে নিশ্চিত হতে হবে, তারা এখনও বেঁচে আছে কিনা। তাই এখানে এসে মুখোমুখি কথা বলতে রাজি হয়েছে ওরা। জ্ঞানের বিনিময়ে তথ্য।

কিন্তু গ্রে অতোটা বোকা নয়। ও জানে, এত সহজে ওদেরকে ছাড়া হবে না। এখানে আগেই একটা ফাঁদ তৈরি করে রেখেছে লোকটা। এদিকে সে নিজে চেষ্টা করবে নাসেরকে লেজে খেলানোর, নাকের সামনে মুলো ঝুলিয়ে রেখে দেরি করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। আর সেই ফাঁকে ডিরেক্টর ক্রো ওর বাবা মাকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করবেন।

নাসেরের সাথে কথা বলার পরপরই গ্রে একটা ছোট্ট ফোন কল করেছিল। শেইচানের ফোন থেকে পেইন্টারকে অল্প সময়ে যতটুকু পারা যায় তথ্য দিয়েছে। কিন্তু পেইন্টার শুধু দুঃসংবাদ দিলেন। ওর বাবা মার উদ্ধারকাজে নতুন কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি। এমনকি লিসা আর মংকের ব্যাপারেও কিছু জানা যায়নি এখনও। ডিরক্টরের কণ্ঠে হতাশা শুনতে পাচ্ছিল গ্রে। ঠিক ওর মতোই।

পেইন্টার ওকে সাহায্য করার জন্য এজেন্ট পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাবা মার নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত নতুন করে বিপদ ডেকে আনতে চায়নি গ্রে। তাছাড়া, শেইচানও আগে থেকে সতর্ক করে দিয়েছে, এই অঞ্চল পুরোটাই গিল্ডের ঘাঁটি। বাড়তি এজেন্টদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলেই ওরা জেনে যাবে যে, ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ আছে গ্রে'র। নাসের যদি আঁচ করতে পারে যে সিগমা কমান্ডের সাথে ওর যোগাযোগ আছে, সাথে সাথে মারা পড়বে বাবা মা। ওকে বোঝানো দরকার, বাইরের কারও সাথে কোনওরকম যোগাযোগ নেই ওদের।

ঝুঁকি নিয়ে হলেও পেইন্টারের কাছে একটা দাবি রেখেছে গ্রে। উদ্ধার করতে হবে ওর বাবা মাকে। আর সেজন্য নাসেরকে ব্যস্ত রেখে সময় পার করতে হবে।

আশার কথা একটাই–এখনও দুই ঘণ্টা সময় আছে হাতে।

এলিভেটরের লোহার দরজাটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল। "তোমরা সবাই নিরাপদেই পৌছেছ তাহলে।" একটা শান্ত কণ্ঠ শোনা গেল পেছন থেকে।

গ্রে ঘুরে তাকাল। দরজা পেরিয়ে লবিতে এসে দাঁড়িয়েছে নাসের। গাঢ় রঙের একটা স্যুট পরে আছে। গলায় টাই নেই, "আমরা মিটিংটা একটু তাড়াতাড়িই শুরু করতে পারি, কী বলো?"

হলের দুই পাশ থেকে খাকি ইউনিফর্ম পরা কিছু লোক এসে হাজির হয়েছে। মাথায় কালো হ্যাট। বারান্দার মেঝেতে বুটের জোরালো শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওপরের সিঁড়িতে আরও কিছু লোক জড়ো হয় আছে। কারো কাছে কোনও অস্ত্র দেখা যাচ্ছে না। তবে গ্রে জানে, খালি হাতে আসেনি ওরা। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আগে থেকেই দুই হাত মাথার উপরে তুলে রেখেছে কোয়ালস্কি।

শেইচান আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল। "আমার আর গোসল করা হলো না!"

ভিগর একটু পিছিয়ে গ্রে'র পাশে এসে দাঁড়ালেন।

নাসের চলে এলো, "প্রতিষেধক নিয়ে কথা বলার সময় এসেছে।"

সন্ধ্যা ৬:১৮
ওয়াশিংটন ডিসি

"আপনার কথা অনুযায়ী," ড. ম্যালকম জেনিংস বললেন। "গিল্ডকে দেওয়ার মতো কিছুই নেই এখন গ্রে'র কাছে।"

পেইন্টার চুপচাপ শুনে গেলেন। একটু আগে জেনিংসকে ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি। শুনতে চাইছিলেন, এই পরিস্থিতিতে তার কী বলার আছে। জেনিংস এমনিতেই এদিকে আসছিলেন অবশ্য।

"মার্কোর গল্প শুনে যা বুঝলাম," জেনিংস বলে গেলেন। "পোলো আর তার সঙ্গীরা রক্ত আর মাংসের টুকরো খেয়ে জুডাস স্ট্রেইনের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। মাংসটা থাইমাস গ্রন্থির একটা অংশ। আর গল্প অনুসারে, একজন মানুষের শরীর থেকে নেওয়া হয়েছিল সেগুলো।"

"ক্যানিবালিজম!"

"গ্রে তো তাই পড়েছে। আমার ধারণা, ও ভুল বলেনি। প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করার কথা ওই জিনিসগুলোর। থাইমাস গ্রন্থি শ্বেতরক্তকণিকার মূল উৎস। অসুখ বিসুখের বিরুদ্ধে লড়াই করার একটা মূল হাতিয়ার এই কণিকা। আবার রক্তের সাহায্যে অ্যান্টিবডি আমাদেরকে যেকোনও সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। ঘা প্রতিরোধ করে। তাত্ত্বিকভাবে চিন্তা করলে, এভাবে রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।"

পেইন্টার সম্মত হলেন, "গ্রে'র ধারণা এসব খেয়েই বেঁচে গিয়েছে পোলো আর তার দল।"

"কিন্তু এটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়," জেনিংস বাঁধা দিলেন। "এভাবে প্রতিষেধক তৈরি করা যায় না। রক্ত আর গ্রন্থি কোত্থেকে পেয়েছিল ওরা? অসুস্থ কারো কাছ থেকে পায়নি। কেননা তাহলে ব্যবহারকারীও অসুস্থ হয়ে পড়বে। এই ধাঁধায় এমনকিছু একটা আছে, যেটা আমাদের চোখে পড়ছে না। প্রতিষেধক হতে হলে, রক্ত আর গ্রন্থি এমন কারো কাছ থেকে আসতে হবে যে কিনা আক্রান্ত হওয়ার পরও সেরে উঠতে পেরেছে!"

পেইন্টার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "গল্পটা থেকে কি আর কোনও কিছুর ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছেন?"

আস্তে করে মাথা ঝাঁকালেন জেনিংস।

পেইন্টারের ভয়টা শেষ পর্যন্ত সত্যি বলে প্রমাণিত হচ্ছে। গ্রে যেভাবে জুয়া খেলে যাচ্ছে, তার পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে। আমিন নাসের বোকা নয়। পরিপূর্ণ উত্তরের সাথে আংশিক উত্তরের পার্থক্য করতে জানে সে। ধোঁকা দিয়ে বড়জোর একটু সময় পার করা যাবে হয়তো। পেইন্টার কিছুটা নিরস্ত হলেন, "তাহলে দেখা যাচ্ছে, মার্কোর গল্পটা কানাগলিতে গিয়ে থেমেছে?"

"ঠিক তা নয়," জেনিংস বড় করে শ্বাস নিলেন। "ডিরেক্টর, অন্য একটা বিষয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে চাই আমি। সেটা বলতেই এখানে আসছিলাম।

গল্পটার সাথে এই বিষয়ের সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। আপনার হাতে সময় থাকলে নিজেই দেখে নিন।"

পেইন্টারের হাতে আসলে বাড়তি সময় নেই। চোখের সামনে রাখা কাগজের স্তূপের দিকে তাকালেন তিনি। হলের আরেকপাশে, মংকের স্ত্রী ক্যাট বসে আছে। ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ বিষয়ক স্যাটেলাইটভিত্তিক খবরগুলো খুঁটিয়ে দেখছে। একসময় ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে কাজ করার দরুন, এ বিষয়ে ওর বেশ ভালো অভিজ্ঞতা আছে। বিদেশি সাহায্য তালিকাকরণ থেকে শুরু করে ক্রস স্যাটেলাইট প্ল্যাটফর্ম সার্ভে, সবকিছু একহাতে করে যাচ্ছে সে। ঝড়ের কারণে অবশ্য জাহাজের অবস্থান সংক্রান্ত কোনও তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি এখনও।

দুশ্চিন্তার চাপে আবারও স্যাটেলাইট রুমে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে পেইন্টারের। তবে, জেনিংসের পেশাদারিত্বের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে তার। "কী দেখাতে চান?"

জেনিংস দেয়ালে ঝুলানো একটা প্লাজমা মনিটরের দিকে দেখালেন, "অস্ট্রেলিয়াতে ডঃ রিচার্ড গ্রাফের সাথে একটা কনফারেন্স করতে চাই। আমার ফোনের অপেক্ষায় আছেন তিনি। আপনি অনুমতি দিলে ফোন করতে পারি।"

"গ্রাফ?" পেইন্টার জিজ্ঞেস করলেন। "ক্রিসমাস আইল্যান্ডে মঙ্কের সাথে কাজ করছিলেন যেই বিজ্ঞানী?"

"হ্যাঁ।"

ক্রিসমাস আইল্যান্ডে একটা তেলবাহী জাহাজের সাথে রেডিওযোগে যোগাযোগ করেছিলেন গ্রাফ। ছিনতাই হওয়া ক্রুজশিপ সম্পর্কে তিনিই সর্বপ্রথম খবর দেন। তাকে এখন পার্থ শহরে সবার কাছ থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে।

"অস্ট্রেলীয় কর্তৃপক্ষের সাথে তার আলোচনা শুনেছেন নাকি আপনি?" জেনিংস জিজ্ঞেস করলেন।

পেইন্টার মাথা নাড়লেন।

"অদ্ভুত এক আবিষ্কার করেছেন তিনি।"

পেইন্টার মনিটরের দিকে ইঙ্গিত করলেন, "আচ্ছা, দেখান তাহলে।"

জেনিংস তার ডেস্কের কাছে গিয়ে সরাসরি সম্প্রচারক্ষম একটা কনফারেন্স ভিডিও চালু করে দিলেন।

মনিটর অন্ধকার হয়ে গেল। পরের মুহূর্তেই ডঃ গ্রাফের অসুস্থ চেহারাটা ভেসে উঠল সেখানে। গায়ে হাসপাতালে নীল পোশাক, একহাত স্লিঙে ঝোলানো। জেনিংস আর পেইন্টারকে দেখে চশমার আড়াল থেকে চোখ পিটপিট করলেন।

"আপনি আবিষ্কারের সম্পর্কে বলতে পারবেন এখন?" জেনিংস জিজ্ঞেস করলেন। "আমাকে যেটা দেখিয়েছিলেন, আমার সহকর্মীরও দেখা উচিত সেটা।"

"এখানেই আছে জিনিসটা।" স্ক্রিনের বাইরে সরে গেলেন গ্রাফ। আবার হাজির হলেন তখনই। হাতের ওপর বড়সড় আকারের লাল কিছু একটা ধরে রাখা।

"কি ওটা? কাঁকড়া?" পেইন্টার সোজা হয়ে বসলেন।

"*জিওসারকয়ডা নাটালিস*," জেনিংস বললেন। "ক্রিসমাস আইল্যান্ডের লাল কাঁকড়া।"

স্ক্রিনের ভেতর থেকে মাথা নাড়লেন গ্রাফ। কাঁকড়াটাকে টেবিলে রেখে দিলেন। বড় বড় দাঁড়াগুলো রাবার দিয়ে আটকানো। "এই কাঁকড়ার দলটাই ক্রিসমাস আইল্যান্ডে আমার জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছে।"

কৌতূহলী হয়ে উঠে দাঁড়ালেন পেইন্টার। আগ্রহ সহকারে স্ক্রিনের দিকে তাকালেন। টেবিলের ওপর ছেড়ে দিতেই চারপাশে আঁচড়াতে শুরু করল কাঁকড়াটা। সোজা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। গ্রাফ ওটাকে ধরার জন্য দ্রুত টেবিলের আরেকপাশে ছুটে গেলেন।

পেইন্টার মাথা ঝাঁকালেন, "বুঝলাম না। কী দেখাতে চাচ্ছেন আমাকে?"

গ্রাফ বুঝিয়ে বলতে শুরু করলেন, "ডঃ কক্কালিস আর আমি ব্যাপারটা লক্ষ্য করে খুব অবাক হয়েছিলাম। কাঁকড়াগুলো দ্বীপে ছড়িয়ে পড়া বিষক্রিয়ায় মারা যাচ্ছে না। কিন্তু ওদের আচরণ হুট করে বদলে যাচ্ছে। একে অপরকে আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে। তখনই ভেবেছিলাম এদের নিয়ে একটা পরীক্ষা চালাব।"

কথা বলতে বলতে গ্রাফ আরও দুইবার কাঁকড়াটাকে টেবিলে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু যেদিকেই মুখ করিয়ে রাখা হোক না কেন, ঘুরে আবার একই জায়গায় আঘাত হানছে ওটা। একই জিনিস আরও কয়েকবার দেখালেন তিনি।

অদ্ভুত ব্যাপার তো!

গ্রাফ আবারও বলতে শুরু করলেন, "ক্রিসমাস আইল্যান্ডের এই কাঁকড়াগুলোর স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষ গঠন ওদেরকে বছরের শেষে স্থানান্তর ঘটাতে বাধ্য করে। কিন্তু দ্বীপের বিষাক্ত পরিবেশ ওদের স্নায়ুতন্ত্রকে বদলে দিয়েছে। কম্পাসের মত আচরণ দেখাচ্ছে ওরা। যেদিকেই রাখা হোক না কেন, ঘুরে গিয়ে একই নির্দিষ্ট দিকে এগোতে থাকে।" কাঁকড়াটাকে তুলে নিয়ে একটা বাক্সে ভরে রাখলেন তিনি। "দ্বীপের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসলে.." কথা শেষ করলেন। "আমি দেখতে চাই, কাঁকড়াগুলো তখনও একই আচরণ করে কি না। দারুণ একটা গবেষণা হবে সেটা।"

"খুবই অদ্ভুত ধরনের অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ, ডঃ গ্রাফ," জেনিংস বললেন। "আমরা এখন একটু আলাচনা করব। পরে আবার যোগাযোগ করব আপনার সাথে। সময় দেয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।"

ফোন কেটে গেল। কালো হয়ে গেল মনিটরটা। পেইন্টারের কম্পিউটারে এখনও টাইপ করে যাচ্ছেন জেনিংস। স্ক্রিনে একটা নতুন ছবি ভেসে উঠল। পৃথিবীর ত্রিমাত্রিক ছবি। "এই বিষয়টা জানার পর," জেনিংস বলতে লাগলেন। "ডঃ গ্রাফের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে কাঁকড়াদের গতিপথ বের করেছি আমি," গ্লোবটাকে ঘিরে একটা রেখাটানা দাগ ফুটে উঠল। "কমান্ডার পিয়ার্সের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যগুলো জানার আগে আমি ভাবতেও পারিনি যে গতিপথ এভাবে মিলে যাবে।"

গ্লোবটা ঘুরে গেল। স্ক্রিনের ভেতর আরও বড় আকারে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল ছবিটা। পেইন্টার ভালো করে দেখার জন্য সামনে ঝুঁকলেন। দক্ষিণ এশিয়ার ওপর

দিয়ে চলে গিয়েছে রেখাটা। ইন্দোনেশীয়া থেকে থাইল্যান্ড উপসাগর পার হয়ে একদম ক্যাম্বোডিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

জেনিংস স্ক্রিনের ওপর টোকা দিলেন। কাঁকড়াদের গতিপথ নির্দেশক রেখার ওপর একটা নির্দিষ্টবিন্দুকে ভালো করে দেখানোর জন্য, "অ্যাংকর ওয়াট।"

পেইন্টার সোজা হয়ে বসলেন। "কী বলতে চাচ্ছেন আপনি?"

"ব্যাপারটা কাকতালীয় হবার কথা না। কাঁকড়াদের গতিবিধি দেখে মনে হচ্ছে, সোজা অ্যাংকর ওয়াটে পৌঁছাতে চায় ওরা।"

পেইন্টার স্ক্রিনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। মনে মনে গ্রে পিয়ার্সের চেহারা কল্পনা করছেন। "আপনার কথাটা ঠিক হলে হয়তো মার্কোর গল্পটার কোনও পরিসমাপ্তি খুঁজে পাওয়া যাবে।"

জেনিংস মাথা নাড়লেন। "কিন্তু এরপর কী হবে?"

ভোর ৫:৩২
সিয়েম রীপ

ভিগর নিজেকে মনে করিয়ে দিলেন। আর কখনো গ্রে'র কথায় ধাপ্পাবাজি করতে যাবেন না তিনি।

হোটেলের বারে বসে আছে কমান্ডার পিয়ার্স। এই অংশটা এখন বন্ধ থাকার কথা। তবে গোপনীয়তা বজায় রাখতে আগেভাগেই জায়গাটা ভাড়া করে রেখেছিল নাসের। হোটেলে ঢোকার দরজার দুপাশে বড় বড় দু'টো হাতির দাঁত লাগানো থাকায় এখানকার নাম হয়েছে এলিফ্যান্ট বার। একটা কাঁচের টেবিলের দুপাশে মুখোমুখি বসেছে গ্রে আর নাসের। সতর্কদৃষ্টিতে দেখছে একে অপরকে।

কাছেই একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছে শেইচান। কোয়ালিকার বারের টেবিলের সামনে বসে লোভাতুর দৃষ্টিতে বোতলগুলো দেখছে। একই সাথে আয়নায় তাকিয়ে নাসের আর গ্রে'র দিকেও লক্ষ্য রাখছে সে। যদিও এই মুহূর্তে কারো পক্ষে কিছু করা সম্ভব না। নাসেরের লোক চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে ওদের।

গ্লাসে টোকা দিয়ে সোনার একটা পাইতজু টেবিলের উপরে রাখল নাসের। প্রতিষেধক সম্পর্কে এখনও তেমন কোনও প্রশ্ন করেনি। মার্কো পোলোর গল্পের শেষ অংশটুকু যে অ্যাংকর ওয়াটে এসে থেমেছে, সেটাই ভালো করে জানতে চায়। গ্রে ইতিমধ্যে প্রায় সবটুকুই বলে ফেলেছে।

টেবিলের এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অ্যানজেলিক স্ক্রিপ্টটা খুটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন ভিগর। তারার গতিপথ আর অ্যাংকরের ধ্বংসাবশেষের মানচিত্র দেখতে দেখতে গ্রে'র মুখ থেকে আবারও পুরো গল্পটা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন এতক্ষণ। শেষ অব্দি গ্রে'র কথাগুলো সত্য বলে মেনে নিল নাসের। টেবিলের দিকে ঝুঁকে এসে জিজ্ঞেস করল, "আর প্রতিষেধক?"

এখানে আসার পথে গ্রে মনসিনরকে বুঝিয়ে বলেছে, কীভাবে মার্কো পোলোর গল্পটা বলে সময় আদায় করবে সে। প্রতিষেধকের কথা বলে আরও কিছু সময় বাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। ক্যানিবালিজম ছাড়া আর কোনও প্রতিষেধক নেই, এটাই বলবে নাসেরকে। গল্পটা হয়তো কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এভাবে কোনও প্রতিষেধক পাওয়া যাবে না। এধরনের ধাপ্পাবাজি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। ব্যাংককে যাত্রাবিরতির সময় তাই ভিগরকে আরেকটা বিমানে করে ফেরত পাঠাতে চেয়েছিল গ্রে। "খুবই বিপদজনক হবে কাজটা," গ্রে তাকে সতর্ক করেছিল। "ইতালিতে ফিরে যান।"

কিন্তু ভিগর শোনেননি। ওদিকে, তাদের পুরো দলকেই ক্যাম্বোডিয়া আসতে বলেছিল নাসের। এখানে আসার পেছনে ভিগরের ব্যক্তিগত কিছু উদ্দেশ্যও ছিল। ফ্রায়ার অ্যাগ্রিয়ার এই ধ্বংসাবশেষের কোথাও হারিয়ে গিয়েছিলেন। মার্কো আর তার দলকে বাঁচানোর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন নিজেকে। এমন মাহাত্ম্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে কি আর ফিরে যাওয়া যায়? তাছাড়াও গ্রে'র সাথে একটা জরুরি বিষয়ে কথা বলতে হতো তাকে।

"ফ্রায়ার অ্যাগ্রিয়ারের ভেতর নিশ্চয়ই কিছু একটা পেয়েছিল ওই নিরাময় প্রদানকারী লোকেরা," ভিগর বলেছিলেন। "নাহলে তাকে খুঁজে বের করবে কেন? আর তাছাড়া মার্কোর গল্প এখানেই শেষ হলে, অনেক প্রশ্ন থেকে যায়।"

তার কথা মেনে নিয়েছিল গ্রে। এছাড়াও এখানে থেকে যাওয়ার আরেকটা কারণ আছে। সেটা কাউকে বলেননি ভিগর। গ্রে'র চোখে কিছু একটা দেখেছিলেন তিনি। মরিয়াভাব। শেষ তাস খেলে ফেলছে গ্রে। কাজটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। অন্য কোনওরকম পরিকল্পনা হাতে না রেখেই এই ফাঁদ সাজিয়েছে ও। একটাই বিশ্বাস, ডিরেক্টর ক্রো ওর বাবা মা-কে খুঁজে বের করে ফেলবেন। এর সেজন্যই সময় বাড়ানো দরকার।

কিন্তু গ্রে কি ঠিকমতো খেলতে পারছে?

অ্যানজেলিক স্ক্রিপ্ট আর মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে সেটাই ভাবছিলেন ভিগর।

গ্রে এটা আগে দেখেনি কেন?

"প্রতিষেধক," নাসের অধৈর্য হয়ে ভিগরের দিকে তাকাল। "আপনি যা জানেন বলে ফেলুন।"

গ্রে-কে ভীষণ শান্ত দেখাচ্ছে। উত্তেজনা বা ভয়ের একটু ছাপও নেই মুখে। "ব্যাংকক এয়ারপোর্টের একটা লকার নাম্বার দেবো আমি। তোমাকে আমাদের কথার সত্যতা যাচাইয়ের সুযোগ দেব। ওই লকারের ভেতর তৃতীয় চাবি আর শেষ স্ক্রলটা রাখা আছে। প্রতিষেধক তৈরির উপায়টা সেখানেই খুঁজে পাবে। গল্পের আসলে দু'টো ভাগ আছে। প্রথমটুকু তোমাকে এমনিতেই বলে দিচ্ছি।"

নাসের এক চোখ সরু করে তাকাল।

"আমার বলা শেষ হওয়ার পর, বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে আমার বাবা বা মা'র যেকোনও একজনকে ছেড়ে দেবে তুমি। নিশ্চিত হওয়ার পর আমি তোমাকে লকারের নাম্বার আর চাবি কোথায় আছে বলব। এই আমার প্রস্তাব। চলবে?"

"শোনার পর বুঝতে পারব, চলবে কিনা।"

গ্রে ওর দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ভিগর জানেন, সবই বোকা বানানোর কৌশল। যতক্ষণ সম্ভব, প্রতিষেধকের পুরো ব্যাপারটা ধামাচামা দিয়ে রাখার চেষ্টা করবে গ্রে। স্ক্রলটা ব্যাংকক এয়ারপোর্টের একটা লকারে রাখা। কিন্তু সেখানে গল্পের দ্বিতীয়ভাগ বলতে কিছু নেই।

নাসেরের কথা মেনে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল গ্রে। "স্ক্রলে কী পাওয়া গিয়েছে সেটা বলছি। মার্কোর গল্প অনুসারে....."

গ্রে গল্পটা বলার সময়, ভিগর মন দিয়ে কাগজপত্রগুলো দেখছিলেন। মাঝে মাঝে গল্পের একটু আধটু কানে আসছিল। কমান্ডার সত্যি কথাই বলেছে। অবশ্য মিথ্যা বললে নাসের ধরে ফেলত। তার চেয়ে সত্য কথা বলে সময় পার করাটাই ভালো। গল্প শেষ হবার পর নাসের লকার থেকে স্ক্রলটা পাওয়ার চেষ্টা করবে। তারপর অনুবাদ করাবে। অনেক সময় পার হয়ে যাবে তাতে। স্ক্রলটার সাথে গ্রে'র কথাগুলো মিলে যেতে দেখলে, ওর যেকোনও যুক্তি মেনে নেবে সে। আর তাছাড়া মিথ্যেটা ধরা পড়তে পড়তে ওর বাবা মায়ের মধ্যে কেউ একজন ছাড়া পেয়ে যাবে।

এটাই ছিল পরিকল্পনা।

গ্রে গল্পটা শেষ করল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখা করে বলল, "পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে অসুখটার প্রতিষেধকের সাথে ক্যানিবালিজমের কোনও না কোনও সম্পর্ক আছে। কিন্তু আমার বাবা মায়ের একজনকে না ছাড়া পর্যন্ত সে কথাটা তোমার না জানলেও চলবে।"

একমুহূর্তের জন্য চুপ করে বসে রইল নাসের। তারপর আস্তে করে বলল, "তাহলে, জুডাস স্ট্রেইনের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছে, এমন কাউকে লাগবে আমাদের। তারপর তার শ্বেতরক্তকণিকা আর অ্যান্টিবডি থেকে প্রতিষেধক তৈরি করে ফেলা যাবে।"

গ্রে কিছু বলল না। শুধু কাঁধ ঝাঁকাল একবার। বোঝাতে চাইছে, বাবা অথবা মায়ের কোনও একজনকে না ছাড়া পর্যন্ত আর কিছুই বলবে না।

নাসের দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেটে হাত ঢোকাল। ফোনটা বের করে একটা নম্বরে ডায়াল করল, "অ্যানিশেন, একজনকে বেছে নাও। তোমার যাকে ইচ্ছা।"

ওপাশ থেকে উত্তর এলো। মনোযোগ দিয়ে শুনলো ও, "হ্যাঁ, ঠিক আছে.. মেরে ফেলো ওদের।"

বিকাল ৫:৪৫

সহজাত প্রবৃত্তির বসে নাসেরের উদ্দেশ্যে লাফ দিল গ্রে, কোনও পরিকল্পনা নেই। নাসের নিশ্চয়ই ওর কোনও লোককে বিশেষ ইঙ্গিত দিয়ে ফেলেছিল। হঠাৎ করে তীব্র যন্ত্রণায় গ্রে'র মাথা ফেটে যাবার উপক্রম হলো। চোখের সামনে দপ করে আলো জ্বলে

উঠল। তারপরেই সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল। ওর শরীরটা ককটেল টেবিলের সাথে বাড়ি খেয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়েছে।

পাঁচটা পিস্তল তাক করা ওর দিকে। শেইচান আর কোওয়ালস্কির দিকে আরও বেশি। ভিগারের হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

একচুলও নড়েনি নাসের। কানে এখনও ফোনটা ধরা, "এক মিনিট, অ্যানিশেন," ফোনটা একটু নামিয়ে রাখল ও। হাত দিয়ে মাইক্রফোন ঢেকে রেখে বলতে লাগল, "আমার মনে হয়, গল্পটা এখানেই শেষ, কমান্ডার পিয়ার্স। ইন্দোনেশীয়ার গিল্ড এজেন্টদের কাছ থেকে যা জেনেছি, পোলোর শেষ স্ক্রল শুধু সেটাই প্রমাণ করে। বিজ্ঞানীরাও একই সিদ্ধান্তে এসেছে। বেঁচে যাওয়া একজনের রক্তমাংস দিয়ে প্রতিষেধক তৈরি করা সম্ভব। ঠিক পোলোর গল্পটার মতো।"

গ্রে মাথা নাড়ল। তর্ক করার চেষ্টা করল না। নাসেরের কথা ঠিকমতো বুঝতে পারছে না। কান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

পরিকল্পনাটা ভেস্তে গেল তাহলে!

ফোনটা আবারও কানে লাগালো নাসের। "তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইতিহাসের আলাপ শেষ। গল্পের শেষটা বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে মোড় নিয়েছে। তোমার আর তোমার বাবা মা'র ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য।"

গ্রে'র মনে হলো, পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে আসছে। দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এলো ওর। কথাগুলো ভীষণ ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে। ভিগার সামনে এগিয়ে এলেন।

"যথেষ্ট হয়েছে," অডিটরিয়ামে একজন অধ্যাপক যেভাবে নির্দেশ দেন, সেভাবেই বলে উঠলেন তিনি। সবকটা চোখ ঘুরে গেল তার দিকে। নাসেরও থেমে গিয়েছে।

ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ভিগর, "তুমি অনেক তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো, নাসের। এই সিদ্ধান্তে তোমার বা তোমার সাথে যারা কাজ করছে, তাদের কোনও লাভ হবে না।"

"কীভাবে, মনসিনর?" গলা যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করছে নাসের।

"প্রতিষেধকটা কি তোমাদের বিজ্ঞানীরা এখনও পরীক্ষা করে দেখেছে?" নাসেরের চোখ থেকে চোখ সরালেন না তিনি। "আমি বাজি ধরে বলতে পারি, করেনি। তোমরা শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান নিয়েই পড়ে আছ। মার্কোর গল্প নিয়েই মেতে আছ। তোমার মতামতকে খাটো করে দেখার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, ইতিহাসের পথটা এখনও বন্ধ হয়ে যায়নি। বৈজ্ঞানিক দিকে মোড় নিয়েছে হয়তো। কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে না বলে, বলবো যে দু'টো রাস্তা এসে একসাথে মিশেছে এখানে। ইতিহাসকে এতো সহজে উপেক্ষা করা উচিত নয়।"

ভিগরের কথাগুলো বোঝার আপ্রাণ চেষ্টা করছে গ্রে। কী বলতে চাইছেন তিনি? মিথ্যা? ধাপ্পাবাজি? নাকি সত্য কথাই বলছেন?

নাসের দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওর কাছে পুরো ব্যাপারটা একই মনে হচ্ছে, "আপনার চেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই, মনসিনর। কিন্তু বাড়তি তদন্ত করার মত কিছুই দেখছি না এখানে। এ পর্যায়ে এসে বিজ্ঞানীরা বাকি কাজটুকু করে নিতে পারবে।

শেইচান ফোঁড়ন কাটলো, "এজন্যেই তুমি কোনওদিন স্বর্গে যেতে পারবে না, আমিন। নিজ দায়িত্বকে সবসময় অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা! তোমার জায়গায় থাকলে কিন্তু আমি মনসিনরের কথাই শুনতাম।"

নাসের চুপচাপ শুনে গেল। এরপর ভিগরের দিকে চোখ ফেরাল, "মার্কোর মানচিত্র অ্যাংকরের এই ধ্বংসাবশেষকে নির্দেশ করেছে। এই জায়গায় পরিসমাপ্তি।"

সামনে ঝুঁকে মানচিত্রটা হাতে তুলে নিলেন ভিগর। অ্যাংকরের ধ্বংসাবশেষের মানচিত্র, "জায়গাটার আয়তন প্রায় একশ বর্গমাইলেরও বেশি। অনেক বড় এলাকা। এরপরেও মনে করছ, সবকিছু শেষ?"

নাসেরের চোখ সরু হয়ে এলো, "আপনি কি এই পুরো জায়গাটা খুঁজে দেখতে বলছেন? কী দরকার? আমরা প্রতিষেধক পেয়ে গিয়েছি।"

ভিগর মাথা ঝাঁকালেন, "পুরো জায়গা খোঁজার কোনও দরকার নেই। মার্কো নির্দিষ্ট করে বলে গিয়েছেন, কোথায় খুঁজতে হবে।"

নাসের গ্রে'র দিকে ঘুরলো, রাগে চোখ জ্বলছে।

ভিগর দু'জনের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। "কমান্ডার পিয়ার্স কিছুই গোপন করেনি। এই উত্তরটা জানে না সে। আমার আত্মার নামে শপথ করে বলছি।"

নাসেরের কপাল কুঁচকে গেল। "তো? আপনি জানেন?"

"হ্যাঁ, জানি। তোমাকেও জানাব। কিন্তু একটা শর্ত আছে। কথা দিতে হবে যে, গ্রে'র বাবা-মাকে ছেড়ে দেবে তুমি।"

নাসেরের চোখমুখ শক্ত হয়ে উঠল। মনসিনরকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে ও।

ভিগর হাত উঁচু করলেন। "তাদেরকে এখনই ছেড়ে দিতে বলছি না। আগে আমার কথাগুলো শোন। তাহলেই বুঝবে, ইতিহাস ধরে এগোনোটা কতটা জরুরি।"

গ্রে খেয়াল করল, সিদ্ধান্তের দোলাচলে ভুগছে নাসের। ভিগর যেন ওকে বোঝাতে পারেন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল সে।

ভিগর বলে গেলেন, "শেষপর্যন্ত অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নাও। পথের শেষে কী আছে তা না জেনে, বন্দীদের মেরে ফেলা আর রসদ ফুরিয়ে ফেলা বোকামি হবে।"

নাসের চেয়ারে বসলো, "তাহলে, দেখান দেখি পথটা কোথায় শেষ হয়েছে। আমাকে বোঝান, মনসিনর।"

"তাহলে মানুষ হিসেবে কথা দাও, বিনিময়ে গ্রে'র বাবা মাকে ছেড়ে দেবে তুমি।"

"ঠিক আছে। কিন্তু আপনি যদি মিথ্যা বলেন..."

"আমি মিথ্যা বলছি না।" ওর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিলেন ভিগর। টেবিলের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। গ্রে তার পাশে এসে বসলো।

ভিগরওদের সামনে কিছু কাগজ মেলে ধরলেন। অ্যাংকরের মানচিত্র, স্মারকস্তম্ভের অ্যাঞ্জেলিক কোড আর চাবির ওপর অঙ্কিত চিহ্নের ছবিওয়ালা তিনটা আলাদা কাগজ। অ্যাঞ্জেজলিক স্ক্রিপ্টের কাগজটা আলাদা করে রাখলেন।

"কালো রঙের সব বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্নগুলো–স্ক্রিপ্টের প্রকৃত ভাষা হিসেবে কাজ করছে। অ্যাংকরে অবস্থিত পাথরের মন্দিরের দিকে নির্দেশ করছে ওগুলো," নাসেরকে মাথা নাড়তে দেখে যোগ করলেন, "আর এই যে তিনটা চাবির চিহ্ন–

এখন এই চিহ্নগুলোকে স্মারকস্তম্ভের গায়ে গোল দাগ দেয়া চিহ্ন তিনটার সাথে মিলিয়ে দেখ। কোনও পার্থক্য দেখা যায়?"

নাসের ঝুঁকে দেখল। গ্রে-ও এগিয়ে এলো।

"স্মারকস্তম্ভের গায়ে তিনটা ভরাট করা বৃত্তচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি," নাসের বলল।

"তিনটা মন্দিরকে নির্দেশ করছে," ভিগর জানালেন। "আবার তিনটা চাবির ওপরই ওরকম ভরাট করা বৃত্ত কয়টা আছে?"

"একটাই তো," গ্রে বলল। ব্যাপারটা এখন বোধগম্য হচ্ছে। নিজের বের করা সমাধান নিয়ে ও এতটাই নিশ্চিত ছিল যে, নতুন করে ভাবার প্রয়োজনও বোধ করেনি। "একটা মন্দির। ওই ভরাট করা বৃত্তগুলো শুধু পর্তুগীজ দুর্গটাকে নির্দেশ করছে না। একটা মন্দিরকেও নির্দেশ করছে!"

গ্রে তাড়াতাড়ি মানচিত্রটা তুলে ধরল। নির্দিষ্ট মন্দিরগুলোর পাশে গোল্লা একে সবগুলোকে একটা রেখার মাধ্যমে যোগ করে দিল।

নাসের একটু ঝুঁকে মন্দিরটার নাম পড়ে নিল, "বেয়ন।" এরপর সোজা হয়ে জিজ্ঞেস করল "কিন্তু কীভাবে নিশ্চিত হব যে, এই মন্দিরটা গুরুত্বপূর্ণ?"

"অ্যাংকরে সবার শেষে তৈরি করা হয়েছিল এই মন্দির," ভিগর বললেন। "ঠিক যখন মার্কো এই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, মন্দিরটা বানানোর পর আর কোনও ভবনই গড়ে ওঠেনি।"

"কিন্তু কী এমন আছে সেখানে?" নাসের জিজ্ঞেস করল।

ভিগর কাঁধ ঝাঁকাল, "কোনও ধারণা নেই আমার। হয়ত জুডাস স্ট্রেইনের উৎস হয়তো অন্য কিছু। তবে এতটুকু জানি, মার্কো সেটা সংরক্ষণ করে রাখার গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন। আমি হয়তো ভুল করতে পারি। তবুও যেটা খুঁজতে অর্ধেকটা পৃথিবী ঘুরে এলে, তার জন্য আর কয়েক ধাপ এগোলে ক্ষতি কি?"

নাসের মেঝের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

"ওখানে পৌঁছাতে আধাঘন্টার বেশি লাগবে না, আমেন। একবার অন্তত গিয়ে দেখা উচিত।" শেইচান বলল।

গ্রে মুখ খোলার সাহস পাচ্ছে না, নাসের যদি আবার মত পাল্টায়?"

ভিগর স্থিরভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। "এই মন্দিরের অবস্থানকে সংরক্ষণ করতে গিয়ে মার্কোর অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। ভ্যাটিকানের গুপ্তসংঘের সদস্যদেরও অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে এই তথ্যগুলো সংকেতের মাধ্যমে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে। স্থানীয়দের মতে, মন্দিরের ভেতর প্রচুর গুপ্তধন লুকানো আছে। তার জন্য হলেও, তদন্ত করে দেখা উচিত।"

কোয়ালস্কি হাত তুললো, "আমার একটু প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়া দরকার।"

নাসের ভ্রূ কোঁচকালো। কিন্তু নিজের জায়গা থেকে একচুল নড়ল না, "আমরা যাব বেয়ন মন্দিরে। তবে দুপুরের আগে যদি ওখানে কিছু খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে আমার সিদ্ধান্ত বদলাবে না," ফোনটা কানের কাছে ধরল আবার। "অ্যানিশেন, আপাতত কিছু করার দরকার নেই।"

গ্রে টেবিলের নিচে হাতড়ে হাতড়ে ভিগরের হাঁটুতে হাত রাখল। ধন্যবাদ জানাল।

ভিগর ওর দিকে তাকিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি।

নাসের এখনও কথা থামায়নি, "অ্যানিশেন, যেকোনও একজনকে বেছে রাখো। আমি বললে ছেড়ে দেবে। তবে তাড়াহুড়ার কিছু নেই। কমান্ডার সাহায্য করে কি না সেটা আগে বুঝে নিই।"

গ্রে'র চোখে চোখ রাখল নাসের, "আমি যদি কোনও মনমতো উত্তর না পাই, প্রতি একঘণ্টা পরপর একটা করে আঙুল কেটে নেবে। আর হ্যাঁ, কমান্ডার পিয়ার্সে আমাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে ইতিমধ্যে একঘণ্টার বেশি সময় নষ্ট করেছে। প্রথম আঙুলটা এখনই কেটে ফেল।" নাসের ফোন বন্ধ করে দিল।

গ্রে জানতো, চুপচাপ থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে এখন। কিন্তু নাসেরের কথা শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। "বেজন্মা কোথাকার। আমি তোকে খুন করে ফেলব!"

কিছুই হয়নি, এমন ভাব করে পিছনে ঘুরলো নাসের। "ভালো কথা, কমান্ডার পিয়ার্স। অ্যানিশেন তোমার মা-কে বেছে নিয়েছে।"

হ্যারিয়েট মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে নেয়ার পর তিনি বুঝতে পারলেন, এখানে কোনও একটা গোলমাল আছে।

একটা ছোট্ট ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছিল তাকে। স্টিলের চেয়ারে জোর করে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখান থেকে তাকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। মুখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে নেয়ার পর নিজেদেরকে একটা পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউজে আবিষ্কার করলেন তিনি। জায়গাটা দেখতে একটা গুহার মতো। দেয়াল আর মেঝে কংক্রিটের। ছাদ থেকে বেরিয়ে আছে স্টিলের রড। মরিচা পড়া লোহার স্তম্ভ থেকে শিকল ঝুলিয়ে রাখা। মোটরের তেল আর পোড়া রাবারের গন্ধ চারদিকে।

হ্যারিয়েট চারপাশে তাকালেন। কোনও জানালা নেই। পুরনো কয়েকটা বাল্ব থেকে মিটমিট করে আলো জ্বলছে। ঠিকমতো কিছুই দেখা যায় না। একটা স্টিলের সিঁড়ি ওপরে উঠতে উঠতে অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে। তার পাশে একটা পুরনো এলিভেটর হাট করে খোলা। পুরো জায়গাটাই পরিত্যক্ত বলে মনে হচ্ছে তার কাছে।

একটু দূরে, অ্যানিশেন একটা টেবিলের উপর ঝুঁকে বসে আছে। কানের কাছে মোবাইল ফোন ধরে রাখা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ওপাশের কথা শুনে যাচ্ছে। টেবিলে একটা পিস্তল শুইয়ে রাখা। তার পাশে একজোড়া বোল্ট কাটার আর একটা ব্লোটর্চ। অন্ধকার বেসমেন্টে আরও তিনজন লোক একমনে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

ঠিক তার সামনের একটা চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে জ্যাকসন পিয়ার্সকে। স্ত্রীর মতো তার হাতেও হাতকড়া লাগানো। তিন প্রহরীর একজন পিস্তল হাতে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে তাকে। অবশ্য জ্যাকের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয় এখন। মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে আছে। প্যান্টের ভেতর প্রস্রাব করে দিয়েছেন কখন যেন। বাম হাঁটুর নিচ থেকে কৃত্রিম পা লাগানো। কারখানার সেই পুরনো দুর্ঘটনাটা জ্যাকের সব গৌরবকে এক নিমিষে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। বাকিটুকু কেড়ে নিয়েছে প্রকৃতি।

সোয়েটারের পকেটে ঢুকিয়ে রাখা অব্যবহৃত ওষুধগুলোর অস্তিত্ব অনুভব করলেন হ্যারিয়েট। চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না আর। অ্যানিশেন ফোন রেখে দিল। তারপর একজন প্রহরীর দিকে ঘুরে তাকাল। "ওর হ্যান্ডকাফ খুলে দাও।"

হ্যারিয়েট স্থির হয়ে বসে রইলেন। হাতকড়া খুলে দেয়ার পর তার কাছে মনে হতে লাগল, হঠাৎ করেই যেন হাতের ওজন অনেক কমে গিয়েছে। কব্জিতে হাত বুলিয়ে নিলেন।

কী হচ্ছে এখানে?

অ্যানিশেনের ইশারা পেয়ে একজন তাকে টেবিলের পাশের চেয়ারটায় বসিয়ে দিল। সিমেন্টের ওপর স্টিলের চেয়ার ঘষটানোর শব্দে নড়ে উঠলেন তার স্বামী।

"হ্যারিয়েট.....", বিড়বিড় করে বললেন। "কয়টা বাজে?"

"সব ঠিক আছে, জ্যাক," নরম কণ্ঠে বললেন তিনি। "ঘুমিয়ে যাও।"

অ্যানিশেন জ্যাকের দিকে এগিয়ে গেল, "আমার মনে হয় না আর ঘুমানোর দরকার আছে। অনেক হয়েছে। তোমার দেয়া ওষুধটা কাজ করেছে মনে হয়। কিন্তু এখন ওকে জেগে উঠতে হবে," জ্যাকের চিবুক ধরে মুখটাকে টেনে উঠালো ও। প্রহরীকে নির্দেশনা দিয়ে বলল, "অনুষ্ঠানটা দেখুক।"

জ্যাকের মাথা জোর করে উঁচিয়ে ধরা হলো। তিনি বাঁধা দিলেন না।

অ্যানিশেন টেবিলের কাছে ফিরে গেল। আরেকজন প্রহরীর দিকে তাকাতেই এগিয়ে এসে হ্যারিয়েটের বাম হাত টেবিলের ওপর চেপে ধরল লোকটা। হ্যারিয়েট ছাড়ানোর চেষ্টা করলেন। কোনও লাভ হলো না তাতে। চিবুকের পেছনে পিস্তলের নলের শীতল স্পর্শ টের পেলেন তিনি। আরেকজন এসে পিস্তলটা ধরে রেখেছে।

অ্যানিশেন আস্তে আস্তে বলল, "তোমার ছেলেকে একটা শিক্ষা দেয়ার সময় হয়েছে, মিসেস পিয়ার্স।"

ব্লোটর্চ হাতে নিয়ে ট্রিগার টেনে দিল অ্যানিশেন। নলের মুখ থেকে একটা নীলচে শিখা বেরিয়ে এলো হিসহিস শব্দে। হ্যারিয়েটের হাতের কাছে নামিয়ে রাখা হলো জিনিসটা।

"কী......কী করছ?", ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন হ্যারিয়েট।

কথাটা যেন কানেই গেল না। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বোল্ট কাটার হাতে তুলে নিল অ্যানিশেন। "কোন আঙুলটা কাটবো প্রথমে?"

সকাল ৬:০১

একটা সাদা ভ্যানের পেছনের সিটে উঠেছে গ্রে। শেইচান পাশেই বসে আছে। ওদের দুইপাশে দু'জন অস্ত্রধারী গার্ড। নাসের ঠিক মুখোমুখি বসেছে।

কোয়ালস্কি আর ভিগার উঠেছে পেছনের গাড়িতে। সামনে পেছনে আরও দু'টো ভ্যান। আরোহীদের পরনে খাকি পোশাক। নাসের কোনও ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না।

জানালা দিয়ে ক্লান্ত দৃষ্টিতে অ্যাংকর ওয়াটের ধ্বংসস্তূপ দেখছে গ্রে। কুয়াশায় ঢেকে আছে অনেকটুকু। ভুট্টার শিষের মতো দেখতে পাঁচ পাঁচটা বিশাল ভবনের ওপর সূর্যের আলো পড়তে শুরু করেছে। ধ্বংসস্তূপের প্রায় শখানেক মাইল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মন্দিরগুলোর মধ্যে একদম প্রথমদিকে গড়া এই অ্যাংকর ওয়াট। সংরক্ষিত মন্দিরগুলোর ভেতর আকারে সবচেয়ে বড়। ক্যাম্বোডিয়ার প্রতীক হিসেবে ধরা হয় একে। অসংখ্য কুঠুরি, দেয়াল, ভবন আর ভাস্কর্যের বিশাল ভান্ডার এই ধ্বংসাবশেষ। সামনের মন্দিরটাই প্রায় পাঁচশ একর জুড়ে তৈরি করা। চারপাশে গভীর খাল কেটে সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে জায়গাটাকে।

তবে সেদিকে যাচ্ছে না ওরা। অ্যাংকর থমের দিকে এগোচ্ছে গাড়িবহর। জায়গাটা আর এক মাইল উত্তরে। অ্যাংকর ওয়াটের মতো বড়সড় নয়। বেয়ন মন্দিরটা সেখানেই অবস্থিত। অ্যাংকরের কেন্দ্র হিসেবে ধরা হয় এই মন্দিরকে।

ভ্যানটা ঝাঁকি খেয়ে উঠল হঠাৎ।

রেয়ারভিউ মিররে নিজেকে দেখল গ্রে। চিবুক ভেতরে ঢুকে গিয়েছে, ঠোঁট ফেটে চৌচির। চোয়ালের কাটাদাগটা কালচে বর্ণ ধারণ করেছে। তবে চোখ দু'টো এখনও নিষ্প্রভ হয়নি। ক্রোধ আর প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে ওগুলো। বুকের গভীরে অনুশোচনা আর অপরাধবোধ পুড়িয়ে মারছে ওকে।

শেইচান বুঝতে পারল, গ্রে হতাশায় ডুবে যাচ্ছে। ওর হাতটাকে নিজের মুঠোর ভেতর শক্ত করে চেপে ধরল। এভাবে ওকে হেরে যেতে দিতে রাজি নয় শেইচান। প্রয়োজনে কুয়োর তলা থেকে হলেও টেনে তুলবে ওকে।

শেইচানের এমন আচরণ নাসেরের নজর এড়ালো না। বিশ্রীভাবে বলে উঠল, "তোমাকে চালাক ভেবেছিলাম, কমান্ডার পিয়ার্স। ওর সাথে বিছানায় যাওয়া শুরু করলে কবে থেকে?"

গ্রে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, "তোমার নোংরা মুখটা বন্ধ রাখো!"

নাসের হাসল, খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে ওকে, "এখনও না? খুব খারাপ কথা। ঝামেলায় আছ বলে কি আর শখ আহ্লাদ নেই?"

গালি দিয়ে হাত সরিয়ে নিল শেইচান।

"আমরা একসময় একে অপরকে ভালোবাসতাম। তুমি জানতে এটা?" নাসেরের চোখগুলো গ্রে'র দিকে ঘুরে গেল।

শেইচানের মুখের দিকে তাকাল গ্রে। নাসের নিশ্চয়ই মিথ্যা বলছে। যে শয়তান ওর মাকে এভাবে অত্যাচার করছে, তার সাথে শেইচান.... কীভাবে সম্ভব! মায়ের চিন্তায় আবার পেটের মধ্যে পাক খেয়ে উঠল। তবে শেইচান গ্রে'র দিকে তাকাল না। নাসেরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

"ওর উচ্চাকাঙ্খার জন্য সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছে," নাসের বলল। "গিল্ডের পরবর্তী স্তরে পৌঁছানোর জন্য লড়তে শুরু করেছি আমরা দু'জন। আবার দেখো, আমাদের চিন্তাধারাও কিন্তু পাল্টে গিয়েছে। তোমাকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, সেই সম্পর্কে আমাদের মতামত একদম আলাদা।"

গ্রে ঢোক গিলল, "কি সব যা তা বলছ তুমি?!"

"শেইচান চেয়েছিল তোমাকে ফুঁসলে ফাঁসলে উদ্দেশ্য হাসিল করে নেবে। তোমার সাহায্য নিয়ে মার্কোর গল্পটা খুঁজে বের করবে। আমি কিন্তু এত জটিল পরিকল্পনায় বিশ্বাসী না। রক্ত ঝরালেই সবকিছু পাওয়া সম্ভব। পুরুষ মানুষের মতো আর কি। গিল্ড ওর পরিকল্পনার বিপক্ষে কথা বলার শেইচান পুরো বিষয়টাকে নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে। ভেনেশিয়ান কিউরেটরকে খুন করে স্মারকগুচ্ছটা হাতিয়ে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়েছিল ও।"

"আর তোমাকে ঘোল খাইয়েছিলাম। সেটা ভুলতে পারোনি বোধহয়।"

পৃথিবীকে বাঁচানোর পুরোটাই কি মিথ্যে ছিল তাহলে?

"তারপর ওকে অনুসরণ করে যুক্তরাষ্ট্রে যাই আমি," নাসের বলে চলল। "জানতাম, ও কোথায় যাবে। একটা ফাঁদ পেতে রাখা এমন কঠিন কিছু ছিল না।"

"তারপরেও আমাকে খুন করতে পারোনি," ঝাঁঝের সাথে বলে উঠল শেইচান। "তোমার অযোগ্যতা আরও একবার প্রমাণ করে দিয়েছ।"

"অল্পের জন্য পারিনি। তুমি তোমার পরিকল্পনা মতোই কাজ করছ এখনও। তাই না, শেইচান? কমান্ডার পিয়ার্সকে এখনও ব্যবহার করে চলেছ তুমি। পার্থক্য একটাই। সম্ভবত বন্ধুর মত আচরণ করছ ওর সাথে। তুমি জানতে, তোমাকে বাঁচাতে ও ছুটে আসবেই। তুমি আর গ্রে পুরো পৃথিবীর বিরুদ্ধে!" খনখনিয়ে হেসে উঠল নাসের। "না কি এখনও খেলছ ওকে নিয়ে?"

শেইচান কোনও কথা বলল না।

নাসের গ্রে'র দিকে ঘুরলো, "উচ্চাকাঙ্খাটুকু বাদ দিলে ওর ভিতরে আর কিছুই নেই। ওপরে ওঠার জন্য নিজের মা-কে মেরে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করবে না ও।"

শেইচান একটু সামনে ঝুঁকে সরাসরি তাকাল ওর দিকে, "আমার মা-কে আমার চোখের সামনে মেরে ফেলার সময় তো আর চুপ করে বসে থাকিনি।"

নাসেরের মুখ শক্ত হয়ে উঠল।

"কাপুরুষ," বিড়বিড় করে বলল শেইচান। পিছিয়ে এসে নাক সিঁটকালো। "নিজের বাবার পিঠে ছুরি বসিয়েছ। মুখোমুখি হওয়ার সাহসটুকু পর্যন্ত হয়নি।"

রাগে নাসেরের দম আটকে এলো। হাতদু"টো এগিয়ে গেল শেইচানকে গলা টিপে মারার জন্য। গ্রে ধাক্কা দিয়ে ওর হাত দু'টো সরিয়ে দিল।

উচিত হলো না হয়তো।

নাসের কিছু করল না। ঘৃণার ছাপ ফুটে উঠল ওর চোখে, "কার সাথে বিছানায় যাচ্ছ, সেটা মাথায় রেখো," গ্রে'র দিকে তাকিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায় বলল। "ওকে কিছু জানানোর আগে সতর্ক থাকা উচিত তোমার।"

গ্রে শেইচানের চোখে চোখ রাখল। নাসেরের কোনও কথার প্রতিবাদ করেনি সে। ওর সাথে ঘটে যাওয়া শেষ কয়েকদিনের ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা করল গ্রে। কিন্তু ভয় আর আতঙ্কে মাথা কাজ করছে না।

তবে কিছু সত্যকে কখনোই অস্বীকার করতে পারবে না শেইচান। স্মারকস্তম্ভটা হাতে পাওয়ার জন্য ভেনেশিয়ান কিউরেটরকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে ও। আর প্রথম দেখায়, আরেকটু হলে গ্রে-কেও খুন করে ফেলত।

নাসেরের কথাগুলো বারবার মাথার ভেতর প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

কার সাথে বিছানায় যাচ্ছ, সেটা মাথায় রেখো...

গ্রে সত্যিই আর বুঝতে পারছে না, কাকে ফেলে কাকে বিশ্বাস করবে।

তবে একটা জিনিস খুব ভালো করে জানে গ্রে। এখন আর কোনও ভুল করা যাবে না। আবার ব্যর্থ হলে, নিজের জীবনের চেয়ে দামি কিছু হারাতে হবে। চিরতরে।

সন্ধ্যা ৭:০৫

হ্যারিয়েট ছটফট করে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছেন। ভয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, "দয়া করে এমন করো না......"

গার্ডের মুঠোয় শক্ত করে আটকানো তার হাতটা। টেবিলের ওপর গেঁথে রেখেছে মনে হচ্ছে। গার্ডের আরেকটা হাত তার আঙুলগুলোকে মেলিয়ে রেখেছে জোর করে। কয়েক ইঞ্চি দূরে হিসহিস করছে ব্লোটর্চটা।

বোল্ট কাটারের খোলা মুখ হ্যারিয়েটের আঙুলের কাছে নিয়ে এলো অ্যানিশেন। "ইনি, মিনি, মাইনি, মো....." একটা গানের সুর ভাঁজছে খুশিমনে।

শেষপর্যন্ত কি মনে করে যেন অনামিকাকে বেছে নিল। বাল্বের আলোতে বিয়ের আঙটির হীরেটা ঝকমক করছে।

"না......"

জোরে একটা শব্দ হলো তখনই। স্থানুর মতো স্থির হয়ে গেল সবাই।

হ্যারিয়েট মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন। দুই মিটার দূরে যে প্রহরী তার স্বামীকে জোর করে এই দৃশ্য দেখানোর চেষ্টা করছিল, সে চিৎকার করে উল্টে পড়ে গেল সে। নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে।

জ্যাক তার চেয়ারের বাঁধন খুলে ফেলেছেন। গার্ডের হাতের পিস্তলটা তুলে নিয়ে গুলি ছুঁড়লেন কয়েকবার। "মাথা নিচু করো, হ্যারিয়েট!"

যে গার্ড এতক্ষণ জ্যাকের চিবুকের নিচে পিস্তল ধরে ছিল, জ্যাককে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো সে। কোনও লাভ হলো না। নিজেই গুলি খেয়ে পেছনে ছিটকে পড়ল।

এতক্ষণ হ্যারিয়েটের হাত ধরে রেখেছিল আরেক গার্ড। তাড়াতাড়ি পিস্তল বের করার একটা চেষ্টা চালাল সে। তার আগেই, ওর চিবুক আর কান বেয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে এলো।

অ্যানিশেনের দিকে তাকালেন হ্যারিয়েট। ইতিমধ্যে হাতের বোল্ট কাটারটা ফেলে দিয়ে টেবিলে রাখা পিস্তলটা টেনে নিয়েছে সে। সাপের মতো দ্রুত জ্যাকের দিকে ঘুরলো।

হ্যারিয়েটের হাত তখনো টেবিলের ওপরেই রাখা ছিল। ব্লোটর্চ তুলে নিয়ে অ্যানিশেনের হাতের দিকে তাক করে ধরলেন তিনি। অ্যানিশেন চিৎকার করে উঠল, গর্জে উঠল ওর পিস্তল। সামনে থেকে একটা গুলি ছুটে এসে সিমেন্টের মেঝেতে আঘাত করে ওর দিকে ছিটকে গেল। মাটিতে পড়ে আগুন ধরে গেল ওর জামার হাতায়। পিস্তলটা হাত থেকে পড়ে গেল। জ্যাক আবার গুলি করলেন। কিন্তু ব্যথা যেন অ্যানিশেনকে আরও বেগবান করে দেয়। ক্ষিপ্রগতিতে একপাশে সরে গেল সে। লাথি মেরে টেবিল সরিয়ে পেছনের দরজার দিকে ছুটল।

জ্যাক আরও দু'টো গুলি করলেন ওকে লক্ষ্য করে। কিন্তু লাগাতে পারলেন না। হ্যারিয়েটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তারপর। শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। তারপর হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন সিঁড়ির দিকে। "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বের হতে হবে এখান থেকে।"

ওপর থেকে চিৎকার শোনা যাচ্ছে। লোকজনের কানে গিয়েছে বিস্ফোরণের শব্দ।

"এলিভেটরের দিকে যাও," জ্যাক বললেন।

একসাথে দৌড়ে এলিভেটরে ঢুকে পড়লেন দু'জন। কৃত্রিম পায়ের কারণে কিছুটা লাফিয়ে হাটছিলেন জ্যাক। ভেতরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে ফেললেন। ছয়তলার

বোতামটা চেপে দিলেন জোরেসোরে, "নিচের তলায় ভালো করে গার্ড দেবে ওরা। আমরা ওপরে উঠব। এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার একটা উপায় বের করার চেষ্টা করব। অথবা একটা টেলিফোন আর লুকিয়ে থাকার মতো কোনও জায়গা খুঁজে বের করতে হবে।"

নিচতলা পার হওয়ার পর হ্যারিয়েটকে ঠেলে এলিভেটরের পেছনের দিকে পাঠালেন জ্যাক। চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল তাদের। বাইরে কমপক্ষে বিশজন মানুষ। জ্যাক ঠিকই বলেছেন। এখান থেকে বের হওয়ার জন্য অন্য কোনও উপায় খুঁজে বের করতে হবে তাদের। না পারলে, লুকিয়ে যেতে হবে কোথাও।

এলিভেটরটা ওপরে উঠছে। হ্যারিয়েটকে ধরে আছেন জ্যাক।

"জ্যাক....কীভাবে করলে এসব.......অসুস্থ ছিলে তুমি.........."

"অসুস্থ!" জ্যাক মাথা নাড়ল। "হায়, ঈশ্বর! হ্যারিয়েট! তুমি কীভাবে ভাবলে আমার অবস্থা এতটা খারাপ? জানি হোটেলে একটু ঝামেলা হয়েছিল। তোমার গায়ে হাত তোলার জন্য দুঃখিত আমি।" বলতে বলতে তার গলা ভেঙে এলো।

জ্যাককে আরও শক্ত করে চেপে ধরলেন হ্যারিয়েট। মন থেকে ক্ষমা করে দিয়েছেন তাকে। "তোমাকে টেজার দিয়ে শক দেবার পর, আমি ভেবেছি, স্নায়ুতে গিয়ে আঘাত হেনেছে সেটা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তেমন কিছু হয়নি।"

"পুরো শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারলাম যে তুমি আমাকে ওষুধ খাওয়ানোর ভান করছ, তখনই আমার মাথায় এলো ব্যাপারটা। আমাকে দিয়ে অভিনয় করাতে চাচ্ছিলে তুমি। তাই নিজেকে আরও বেশি অসুস্থ দেখানোর চেষ্টা করছিলাম। যাতে ওরা পাহারা শিথিল করে ফেলে।"

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন হ্যারিয়েট। "তাহলে এতক্ষণ ধরে নাটক করছিলে তুমি?"

"প্যান্টটা অবশ্য ইচ্ছা করে নষ্ট করিনি," রাগের সুরে বললেন।

এলিভেটর থেমে গেল।

দরজা খুলে হ্যারিয়েটকে বাইরে বেরোতে ইশারা করলেন জ্যাক। দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার পর পাশের বোতাম চেপে আবার নিচের বেসমেন্টে পাঠিয়ে দিলেন এলিভেটরটাকে।

"ওদের জানাতে চাচ্ছি না, আমরা এখন কয়তলায় আছি।"

সামনের দিকে এগিয়ে চললেন তারা। ঘরটা পুরোনো যন্ত্রপাতিতে ভর্তি। "ক্যান বানানোর কারখানা ছিল বোধহয় জায়গাটা," জ্যাক বললেন। "এখন পরিত্যক্ত। লুকানোর জায়গার অভাব হবে না এখানে।"

হঠাৎ একটা নতুন আওয়াজ কানে এলো।

উত্তেজিত স্বরে ঘেউ ঘেউ করার আওয়াজ।

"কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে ওরা," হ্যারিয়েট ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন।

১৫
ডেমন'স ইন দ্য ডীপ
জুলাই ৭, ৪:৪৫ এ.এম.
পুসাট দ্বীপ

জালটা পার হতে একটু বেশিই সময় লেগে গেল।

মঙ্ক যখন ওর দল নিয়ে পার হচ্ছে, ততক্ষণে টাইফুনের কেন্দ্র দ্বীপের ওপর দিয়ে পার হয়ে গিয়ে সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছে। পূর্ব দিকে ঝড়টা বিশাল এক ঢেউ-এ রূপ নিয়েছে, যেকোনও মুহূর্তে দ্বীপের উপর আছড়ে পড়বে।

বাতাসের গতিও বাড়তে শুরু করেছে। জাল ধরে থাকা মঙ্কের দেহটা কেঁপে উঠল, বজ্রের আওয়াজ কামানের মতো শোনাচ্ছে। নিচে তাকিয়ে দেখতে পেল দ্য মিস্ট্রেস অফ দ্য সীজ, উজ্জ্বল জাহাজটা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। জালের নিচ থেকে বের হয়ে সান ডেকের হেলপ্যাড পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে রশি। কপ্টারগুলো থাকলে ভালো হতো, কিন্তু জাহাজ লেগুন প্রবেশ করার আগেই ওগুলো উড়াল দিয়েছে।

অবশিষ্ট আছে শুধু রাইডারের বোট। সব মিলিয়ে মোট বারোটা দড়ি ঝোলানো হয়েছে, বাতাসে দুলছে ওগুলো। সামনে থেকে জেসি মালে ভাষায় চেচিয়ে নির্দেশ দিল। মাত্র ত্রিশ গজ দূরে থাকলেও, ওর গলার আওয়াজ বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জালটাকে পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে বসে আছে জেসি। নড়ে উঠে নিজের দিকে ইশারা করল। ইঙ্গিত পেয়ে একদম কাছে তিন জংলী জালের ফাঁক দিয়ে লাফ দিল, মাথা নিচের দিকে। মঙ্ক দেখতে পেল, আশ্চর্য দক্ষতায় নিজেদেরকে সামলে দড়ি আঁকড়ে ধরেছে ওরা, নিচে নামছে।

জেসির কাছে এগিয়ে গেল মঙ্ক, এদিকে রাইডার একটা দড়ি ধরে লাফ দিয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যও ইতস্তত করেনি। কারণটা পরিষ্কার বুঝতে পারল ও।

জালের অন্যদিকে আছড়ে পড়ল বজ্র, নীল স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল সাথে সাথে। তবে কপাল ভালো ওদের কাছে পর্যন্ত আসতে পারল না। বাতাস ভারী হয়ে এলো ওজনের গন্ধে।

"ধাতব কিছু যেন শরীরের সাথে না থাকে!" চিৎকার করে সাবধান করল মঙ্ক। মাথা নাড়ল জেসি, একই কথাগুলো আবার মালে ভাষায় জংলীদের জানাল।

এক মিনিটের মাঝে ছেলেটার পাশে চলে এলো মঙ্ক, "নিচে যাও!" আদেশ দিল সে। আবারও নড করল জেসি, জাল থেকে নামতে যাবে এমন সময় ধমকা হাওয়া বইল। তাল সামলাতে না পেরে জাল থেকে পড়ে গেল ছেলেটা। ওর গোড়ালি ধরবার জন্য লাফ দিয়ে মঙ্ক, সফলও হলো। কৃত্রিম হাত ছেলেটাকে আঁকড়ে ধরেছে। এক

মুহূর্ত পর দেখা গেল উল্টো হয়ে ঝুলছে জেসি, মুখ দিয়ে গলগল করে হিন্দু অভিশাপ বেরোচ্ছে...অবশ্য অভিশাপ না হয়ে প্রার্থনা হওয়াও বিচিত্র নয়।

"দড়ি!" ওর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করল মঙ্ক। একটা দড়ি মাত্র দশ ফুট দূরে ঝুলছে। ছেলেটাকে দোল খাওয়াতে শুরু করল মঙ্ক, জেসিও ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। হাত বাড়িয়ে দড়িটা ধরতে চাইল। কিন্তু পারল না, এক ফুট দূরত্বে এসে থেমে গেল।

"আমি তোমাকে ছুঁড়ে দিচ্ছি!"

"কী? না!"

কিন্তু এছাড়া আর কোনও উপায় যে নেই।

জেসিকে শেষ বার দোল খাওয়াতে গিয়ে মঙ্ক টের পেল, কাঁধটা ছুটে আসতে চাইছে, "রেডি!" বলেই নার্সকে ছুঁড়ে দিল ও।

জেসি কোনওক্রমে আঁকড়ে ধরল দড়িটাকে, প্রথম দুই এক মুহূর্ত পিছলে পড়ে যেতে লাগল। কিন্তু পা ব্যবহার করে নিজেকে সামলালো সে, গালের কাছে ওটাকে আঁকড়ে ধরে রইল কিছুক্ষণ। বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। হয়ত স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে, অথবা হয়ত মঙ্কের উদ্দেশ্য অভিশাপ দিচ্ছে।

ছেলেটাকে নিরাপদ দেখে, মঙ্ক সাবধানতার সাথে এগোন শুরু করল। একদম কাছের দড়িটা ধরে জালের ফাঁক গলে ছেড়ে দিল নিজেকে। হেলিপ্যাডের উপরে সাবধানেই অবতরণ করল সে, ওর পিছু পিছু সেনাদলের অন্যরাও।

মাথা নিচু করে দলের অন্য সদস্যদের দিকে এগোল মঙ্ক। হেলিপ্যাড থেকে অদূরে একটা সিঁড়ির দোরগোড়ায় সবাই দাঁড়িয়ে আছে। জেসি এরইমাঝে জংলীদের নির্দেশনা দেয়া শুরু করে দিয়েছে, এক দলকে ওর দিকে পাঠাচ্ছে। আর একদলকে রাইডারের দিকে। এখান থেকে আলাদা হয়ে যাবে ওরা। মঙ্ক যাবে লিসাকে উদ্ধার করতে। জেসি আর রাইডারের কাজ হলো বোট পর্যন্ত যাবার রাস্তা পরিষ্কার করা।

"তৈরি সবাই?" জানতে চাইল।

"যতটুকু হওয়া সম্ভব।" জবাব দিল রাইডার।

রেইডিং পার্টির উপর নজর বোলাল মঙ্ক, অস্ত্র বলতে হাড়ের কুঠার আর কয়েকটা একে-৪৭। এক মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ, ছাই-মিশ্রিত চেহারাগুলো যেন জ্বলে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই কেন জানি অস্বস্তিবোধ হলো মঙ্কের, মনে হচ্ছে কিছু একটা ঠিক নেই। কিন্তু অনুভূতিটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল সে। ঝড়ের কারণে এমন হচ্ছে, নিজেকে বোঝাতে চাইল। বলল, "পার্টনারকে উদ্ধার করে পালাবার সময় হয়েছে।"

লিসাকে একটা স্টিলের সার্জিক্যাল টেবিলের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে, টেবিলটা মেঝের সাথে ঠিক ৪৫ ডিগ্রি কোণে রাখা। হাত বেঁধে রাখা, পা মুক্ত হলেও মেঝে স্পর্শ করতে পারছে না। পরনে শুধু হাসপাতালের গাউন।

এক ঘণ্টা ধরে এভাবে আছে মেয়েটা।

একা...প্রার্থনা করছে, যেন একাই থাকতে হয়!

ময়নাতদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি একপাশে একটা ইস্পাতের ট্রেতে রাখা: কার্টিলেজ স, ডিসেকটিং হুক, কাঁচি, বিভিন্ন ধরণের নিডল ইত্যাদি।

ডা. দেবেশ নিজ হাতে একটা কালো ব্যাগ থেকে যন্ত্রগুলো বের করে সাজিয়েছে, সুরিনার সাহায্য নিয়ে। প্রতিটা যন্ত্রকে সবুজ সার্জিক্যাল কাপড়ের উপর সুন্দর করে সাজিয়েছে সে। লিসাকে বেঁধে রাখা টেবিলের পায়ের কাছে রাখা আছে একটা ইস্পাতের বাকেট, উদ্দেশ্য রক্ত ধরে রাখা।

দেবেশকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছে মেয়েটা, লোকটার বিবেকের কাছে আকুতি জানিয়েছি। বোঝাতে চেয়েছে, ও এখনও কাজে আসতে পারে। সুজানকে পাওয়া মাত্র, মেয়েটার দেহ থেকে প্রতিষেধক বের করার কাজে লিসা অনেক সহায়তা করতে পারবে। এরইমাঝে কি সে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রমাণ দেয়নি?

পাত্তা দেয়নি দেবেশ, একের পর এক সাজিয়ে গিয়েছে শুধু। শেষ পর্যন্ত লিসার তর্ক পরিণত হয়েছে চোখের পানিতে। "প্লিজ..." কাকুতিমিনতি পর্যন্ত করেছে।

দেবেশ ওর দিকে পিঠ ফিরে ছিল বলে লিসার মনোযোগ গিয়ে পড়ে সুরিনার উপর। কিন্তু ওখান থেকে সাহায্য পাবার সম্ভাবনা তো একেবারে শূণ্য।

আচমকা দেবেশের কাছে একটা ফোন এলো, উত্তর দিতে দিতে যে লোকটা উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল, তা পরিষ্কার বুঝতে পারল লিসা। আরবিতে কথার ফুলঝুরি ছুটিয়েছিল, লিসা শুধু একটা শব্দ বুঝতে পেরেছে–অ্যাংকর। সুরিনাকে সাথে নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে গেল দেবেশ। ওদের কেউ ফিরে তাকায়নি পর্যন্ত।

তাই লিসা এখনও ঝুলছে, জানে না কী হচ্ছে।

তবে জানে, ওর সাথে কী হতে যাচ্ছে!

পালিশ করা সার্জিক্যাল যন্ত্রাদি ঝিকমিক করছে। ভয় আর ক্লান্তির মাঝখানে রয়েছে ও। এই পরিস্থিতি দেবেশ ফিরে এলেও খুশি হত। এই অপেক্ষা, কী হবে সেই কল্পনা–ওকে পাগল করে তুলছে।

তারপরও যখন দরজা খুলে গেল, কুঁকড়ে উঠল সে। কে প্রবেশ করেছে, তা দেখতে পাচ্ছে না। তবে চাকার ক্লিক-ক্ল্যাক কানে আসছে।

পেছন থেকে কেউ একটা স্ট্রেচার ঠেলে আনছে। উপরে ছোট একটা দেহ, বেঁধে রাখা, চার হাত-পা চার দিকে ছড়ানো।

স্ট্রেচারটাকে লিসার ঠিক সামনে এসে থামল। দেবেশের গলা শুনতে পেল সে, "দেরির জন্য দুঃখিত, ডা. কামিংস। একটু বেশি সময় লেগে গেল। এই যে একে..." স্ট্রেচারের দিকে ইঙ্গিত করল দেবেশ, "খুঁজে পেতেও সময় লেগেছে।"

"ডা. পতঞ্জলি," স্ট্রেচারের দিকে তাকিয়ে মিনতি জানাল লিসা। "দয়া করো। এমন করো না..."

দেবেশ ওর যন্ত্রাদির দিকে এগিয়ে গেল, পরণের পোষাকের উপর সাদা অ্যাপ্রোণ পড়ে আছে। "কী যেন বলছিলাম?"

পাশ থেকে সুরিনা এগিয়ে এলো, হাতে হাত রেখেছে। তবে চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে, রাগান্বিত মেয়েটা।

দেবেশ বলে চলল, "ডা. কামিংস, একটু আগে ঠিক বলছিলে। আমাদের স্টাডির পরবর্তী ধাপগুলোতে তোমার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন পড়তে পারে। কিন্তু শাস্তি না দিলে যে চলছে না। কাউকে না কাউকে তো ভুগতেই হবে।"

স্ট্রেচারে বেঁধে রাখা বাচ্চা মেয়েটার দিকে তাকাল লিসা, এর আগে যে বাচ্চাটার ক্ষতি করার হুমকি দিয়েছিল সেই বাচ্চাটাকেই নিয়ে এসেছে। আগের বার ডা. লিগুহোমকে মেরেছিল, কিন্তু এবার অন্য কোনও বলির পাঁঠা নেই। লিসার চোখের সামনে মেয়েটাকে খুন করতে চায় দেবেশ।

একজোড়া লেটেক্স গ্লাভস পড়ে নিয়ে তরুণাস্থি কাটার ছুরিটা হাতে তুলে নিল দেবেশ, "প্রথম কাটাটাই সবচেয়ে কঠিন।"

লোকটা ঘুরে দাঁড়াতেই, দূর থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এলো।

থমকে দাঁড়াল সে।

নিচতলা থেকে আরেকবার গুলির আওয়াজ শোনা গেল, "আরেকবার!" বিরক্তির সাথে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। "রোগীদেরকে আটকা রাখা কী এমন কঠিন কাজ!"

আবারও গুলির শব্দ। টেবিলের উপর ছুরিটাকে আছড়ে ফেলল দেবেশ, কেঁপে উঠল অন্যান্য যন্ত্র। অসাবধানতার কারণে কেটে গেল হাত। দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, "সুরিনা, আমাদের অতিথিদের দেখে রাখো। আমি এখনি ফিরছি।"

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। প্রায় সাথে সাথে টেবিল থেকে ছুড়িটা তুলে নিয়ে বাচ্চাটার দিকে এগিয়ে গেল সুরিনা।

"ওর কোনও ক্ষতি করো না।" সাবধান করে দিল লিসা, গলার স্বরে হুমকি।

ভাবলেশহীন চোখে লিসার দিকে তাকাল সুরিনা। এরপর বাচ্চাটার দিকে ফিরে উঁচু করল চাকু। ঝলসে উঠে মেয়েটাকে বেঁধে রাখা বাঁধনগুলো কেটে ফেলল তীক্ষ্ণধার ছুরি। অদ্ভুত মহিলাটা বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল, সান্ত্বনা দিতে দিতে দরজার দিকে এগোল।

দরজা খোলা আর বন্ধ হবার আওয়াজ শুনতে পেল লিসা, আবারও একা হয়ে গেল সে। চিন্তায় পড়ে গেল ও। এর আগেও এই বাচ্চাকে চকোলেট সেধেছে সুরিনা। প্রথমবার যখন সুরিনাকে দেখেছিল, তখনকার কথা মনে পড়ে গেল লিসার।

মেয়েটার চোখে ছিল তখন খুনে আর বুনো এক দৃষ্টি। মনে হচ্ছে এই রাগী সিংহীর মনেও দয়া মায়া আছে!

যাই হোক, এখন একেবারে একা লিসা।

ফিরে এলে দেবেশের কী অবস্থা হবে তা কল্পনা করতে পারছে ও। ভয়ে পাচ্ছে, কেননা এই রাগের ঝাল ঝাড়ার মতো দেবেশ একজনকেই পাবে। বাঁধন খোলার জন্য মোচড়ামুচড়ি করতে শুরু করল লিসা।

গুলির শব্দ এখনও বন্ধ হয়নি, নানা দিক থেকে আসছে। খন্ড যুদ্ধ হচ্ছে, বুঝতে পারল ও। হচ্ছেটা কী?

গুলির সাথে সাথে ভেসে আসছে কাঁচ ভাঙ্গার আওয়াজ, মাত্র কয়েকগজ দুরত্বে আছে এখন । সেই সঙ্গে কানে আসছে যুদ্ধ উন্মত্ত মানুষের চিৎকার। একটা দীর্ঘ মিনিট ধরে যুদ্ধ চলল।

ওর পেছনের দরজাটা আচমকা খুলে উঠল। জায়গায় যেন জমে গেল লিসা।

অর্ধ-নগ্ন একটা দেহ লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকল। কালো আস্তরণ দেহে, নাক ফুটো করা হয়েছে ধারালো দাঁত দিয়ে, মাথায় সবুজাভ পালক নির্মিত মুকুট। হাতে ধারালো একটা ব্লেড, কনুই পর্যন্ত রক্ত।

ভয়ে নিজেকে টেবিলের ভেতরে সেঁধিয়ে দিতে চাইল লিসা।

"এখানে!" পরিচিত একটা গলা শুনতে পেল, হেনরির গলা।

বুটের আওয়াজ কানে এলো মেয়েটার, ঠাণ্ডা একটা ছুরি ওর হাতের বাঁধন কেটে ফেলল। নিচে যেন পড়ে না যায়, আপ্রাণভাবে সেই চেষ্টা করল লিসা। কেউ একজন এগিয়ে এসে ধরে ফেলল।

কানে কানে বলল, "মজা করা শেষ হলে, এই ক্রুজ শীপকে বিদায় জানানো যাক, কী বলো?"

লোকটার শক্ত হাতে নিজেকে সঁপে দিল মেয়েটা, স্বস্তিতে কেঁপে উঠছে। "মঙ্ক..."

৫:১৯ এ.এম.

মাথার দুই ডেক উপর থেকে ভেসে আসা রাইফেলের আওয়াজ শুনেই দেবেশ বুঝতে পারল, কোথাও কোনও ভজঘট হয়েছে। সায়েন্স উইং থেকে আসছে আওয়াজ।

দেবেশ লোয়ার ডেকের প্যাসেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। সাথে আছে সাতজন গার্ড এবং তাদের সোমালিয়ান লিডার। এখানকার কার্পেট রক্তে ভিজে আছে-কিন্তু কোনও মরদেহ নেই।

তার সাথে যোগ হয়েছে উপর থেকে ভেসে আসা গুলির আওয়াজ...

ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল দেবেশ। একদম হঠাৎ করে জাহাজ জুড়ে অ্যালার্ম বাজতে শুরু করল সাথে।

কী হচ্ছে?

আরও কিছু গুলির আওয়াজ ভেসে এলো, এবারও সেই সায়েন্স উইং থেকে।

'পিছিয়ে যাও!' চিৎকার করল দেবেশ।

একসাথে ঘুরে দাঁড়াল গার্ডরা। দেবেশের দেখানো পথে এগোল, কিন্তু হলের শেষ মাথায় একটা ছোট আকৃতি চলে যেতে দেখল: পা খালি, পরনে পালক আর হাড়, দেহ মিশমিশে কালো।

দ্বীপবাসী নরখেকোদের একজন। গাল দিয়ে উঠল গার্ডদের নেতা।

পেছন থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এলো, গুলি ক্ষত বিক্ষত করে তুলল কার্পেট আর দেয়াল। গার্ডদের একজন এমনভাবে পিছিয়ে পড়ল যেন কেউ ওকে ঘুঁষি মেরেছে! অন্য গার্ডরা অবস্থান নিয়ে গুলির উত্তর দেয়া শুরু করল। সোমালিয়ান জলদস্যু দেবেশকে টেনে নিজের পেছনে নিয়ে এলো।

কিন্তু লক্ষ্য কোথায় গেল?

একপাশের দরজা হাট করে খুলে গেল। হাড়ের তৈরি একটা কুঠার এসে আঘাত করল আরেকজন গার্ডের খুলিতে। আঘাত করেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা। মারা গেল গার্ড। সাথে সাথে আরেকজন গার্ড দরজাটাকে উদ্দেশ্য করে গুলি ছুঁড়ল।

দেবেশ জানে, লাভ নেই কোনও। দরজায় লেখা 'কর্মচারীদের জন্য' ওর নজরে পড়েছে। ওটা দিয়ে ঢুকলে ক্রুজ শিপের অভ্যন্তরীণ প্যাসেজওয়েতে প্রবেশ করা যায়। খুনি নিশ্চয় পালিয়ে গিয়েছে।

আরেক নরখাদক।

আক্রমণ করা হয়েছে জাহাজটাকে, প্রতিরক্ষা ভেদ করে ফেলা হয়েছে। থেকে থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে দেবেশ, বুঝতে পারছে জাহাজটার নিয়ন্ত্রণ হারাতে বসেছে ওরা। সোমালিয়ান নেতা ওর পাশে এসে দাঁড়াল। অন্য গার্ডরা প্রস্তুত, সবগুলো দরজার উপর নজর রাখছে।

"স্যার, আপনাকে নিরাপদ কোথাও নিয়ে যাওয়া দরকার।" সোমালিয়ান বলল।

"সে জায়গাটা কোথায়?" বিরক্ত কণ্ঠে বলল সে।

"জাহাজের বাইরে। আমরা আপনাকে দ্বীপে নিয়ে যেতে পারি। পরে শখানেক লোক নিয়ে এসে জাহাজটাকে পুনরুদ্ধার করব।"

নড করল দেবেশ, ঝামেলা চলাকালীন সময়ে জাহাজে থাকতে চায় না।

সোমালিয়ানের নেতৃত্বে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল ওরা। এখনও অ্যালার্ম বেজে চলছে। তাড়াতাড়ি করে এগোল ওরা, পথে পড়ল চার জলদস্যুর লাশ।

ডকের লেভেলে পৌঁছাতে দেবেশ থমকে দাঁড়াল।

"স্যার?"

"এখনও যাওয়ার সময় হয়নি।" প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে বেড়ে গিয়েছে ওর রাগ। জাহাজ ছাড়বে, তবে একেবারে নীরবে নয়। কী করবে ঠিক করে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে আবারও নিচে নামা শুরু করল সে। জাহাজের পেটের দিকে, যেখানে বিশেষ কিছু রোগীকে তালা বন্দী করে রেখেছে ও।

দ্বীপে যাবার আগে, আক্রমণকারীদের কাজ যতটা সম্ভব কঠিন করে দিয়ে যেতে চাই সে।

আগুনের সাথে লড়তে আগুনের প্রয়োজন।

নরখাদকদের সাথে লড়তে নরখাদকের...আর ওই দ্বীপ ছাড়াও নরখাদক আছে!

৫:২২ এ.এম.

সুজান জঙ্গলের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, নিষ্পলক দৃষ্টি দ্য মিস্ট্রেস অফ দ্য সী'জের উপর নিবদ্ধ। এতদূর থেকেও অ্যালার্ম আর গুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে।

আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে।

পেটের উপর হাত রাখল সে, ভীত, প্রার্থনা করছে কায়মনোবাক্যে।

চারপাশের জঙ্গলে নড়াচড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, ওর প্রহরীরা আশেপাশেই আছে। এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল, কিন্তু গোলাগুলির আওয়াজ ওদেরকে কৌতূহলী করে তুলেছে বলে এগিয়ে এসেছে।

সামনে, সৈকতের বালিতে একটা ক্যানো অপেক্ষা করছে ওকে রাইডারের বোটে নিয়ে যাবার জন্য।

যদি সুযোগ মেলে তবেই। নিজের অজান্তে মুষ্টিবদ্ধ করে ফেলেছে হাত।

হে ঈশ্বর! সুযোগটা যেন মেলে...

৫:২৩ এ.এম.

পঞ্চাশ গজ দূরে সুযোগের অপেক্ষা করছে রাকাও। ইনফ্রারেড গগলস চোখে, দলের সদস্যদের শিকারের কাছে চলে আসা দেখছে।

পলাতক অন্যান্য বন্দীদের অবস্থান নিয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। কয়েক মিনিট আগে ওর এক গার্ডের নজরে জাহাজে অদ্ভুত নড়াচড়া ধরা পড়েছে। রাকাও শিকারের থেকে নজর হটিয়ে জাহাজের দিকে মনোযোগ দিয়েছিল। নড়াচড়া দেখতে না পারলেও, ঝুলন্ত দড়িগুলো ঠিক দেখতে পেয়েছে।

কী হয়েছে, তা সাথে সাথে বুঝে ফেলেছে...আক্রমণ চালানো হয়েছে জাহাজে।

এক দশক ধরে দ্বীপে বসবাস করছে রাকাও, অনেক রক্তপাত ঘটিয়ে দখল করেছে একশ বছর বয়সী এই জলদস্যু দলের নেতৃত্ব। তবে ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এখানেই শেষ নয়। জানে সামনে এক বিশ্ব পড়ে আছে, ডা. দেবেশ সেই বিশ্বকে ওর সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সেই সাথে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এমন এক সংঘটনের সহায়তার, যার বয়স ওদের এই জলদস্যু দলের চাইতেও বেশি। যে সংঘটনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর হিংস্রতাকে দেখা হয় গুণ হিসেবে।

তাই যখন টের পেল যে ওকে বোকা বানানো হয়েছে, ক্ষেপে উঠল সে। কিন্তু রাগের মাথায় যে কোনও পদক্ষেপ নেয়া অনুচিত তা বিলক্ষণ জানে। তাই নিজ দলের রেডিওম্যানকে ত্রিশ গজ পিছিয়ে এসে জাহাজের সাথে যোগাযোগ করার

নির্দেশ দিল, সাবধান করে দিতে চায়। তবে সে সুযোগ মিলল না, তার আগেই কানে এলো গুলির আওয়াজ। সেই সাথে অ্যালার্ম।

কী আর করা...

রাকাও ওর জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

যদি জাহাজের করা আক্রমণ বিফল হয়, তাহলে রেডিওম্যান ওকে জানাবে। আর সফল হলে, ও তো জানেই বিজয়ীরা কোথায় আসবে।

আসল পুরস্কার যে তার চোখের সামনে।

৫:৩৩ এ.এম.

মঙ্ক দৌড়ে নামছে, পিছু পিছু লিসা। সাথে একজোড়া ডব্লিউএইচও-এর বিজ্ঞানিও আছেঃ এক ডাচ টক্সিকোলজিস্ট আর আমেরিকান ব্যাকটেরিওলজিস্ট।

সিঁড়ির গোড়ায় রক্তের পুকুরের মাঝে শুয়ে আছে একজোড়া জলদস্যু। পাশে দাঁড়ানো নরখাদক ওদেরকে দেখে তাড়াতাড়ি এগোবার ইঙ্গিত দিল। রাইডার এরকম উল্লেখযোগ্য জায়গায় নরখাদকদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে, যেন কোন পথে এগোতে হবে তা মঙ্করা বুঝতে পারে। গেরিলা যুদ্ধের আদলে এখনও থেকে থেকে গুলি ছুঁড়ছে দুই পক্ষ।

অন্তত অ্যালার্ম বাজা তো বন্ধ হয়েছে।

কিন্তু সেটা কি ভালো? নাকি মন্দ?

রাইডারের বোট যে লেভেলে আছে, সেখানে বিনা বাধায় চলে এলো ওরা। একটু থেমে নিজেকে সামলে নিল মঙ্ক। বোটটা জাহাজের বো-এর কাছে আছে।

"এদিক দিয়ে!' ডান দিকে এগোল। এরপর থেমে ঘুরে দাঁড়াল, "নাহ! এদিকে।"

আবারও শুরু হলো ওদের যাত্রা।

সামনে নড়াচড়া দেখতে পেল মঙ্ক, মিড ডেকের একটা সিঁড়ি কাছ থেকে এসেছে। ইউনিফর্ম দেখে লোকগুলোকে চিনতে পারল—জলদস্যু। উভয় পক্ষ প্রায় একই সময়ে একে অন্যকে দেখতে পেল। লিসাকে নিরাপদ স্থানে ঠেলে দিল মঙ্ক, "নিচু হও!"

ওর দলের সদস্যরা বিভিন্ন দরজা আর থামের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু তবুও এক নরখাদক রক্ষা পেল না, মাথায় গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল। অবশ্য মঙ্কের দল ভারী। গুলি করে তিন জলদস্যুকে ফেলে দিল ওরা। এদের মাঝে একজন লম্বা, কালো চামড়ার।

কয়েকজন জংলীকে সাথে নিয়ে এগিয়ে গেল মঙ্ক।

"দেবেশ পালাতে চাইছিল বলে মনে হচ্ছে," বলল লিসা। "লোকটা এখানকার গিল্ড প্রধান।"

দেবেশ চেয়েছিল অতর্কিত আক্রমণটা বুনো উন্মাদনা দিয়ে সামলাবে। ভেবেছিল, এতে করে সাহায্য নিয়ে ফেরা পর্যন্ত ব্যস্ত রাখা যাবে আক্রমণকারীদের। জাহাজ পুনরুদ্ধার করা যাবে খুব সহজে।

কিন্তু এখন নিজের পাতা ফাঁদে নিজেই ধরা পড়ে গিয়েছে সে।

সোমালিয়ান লোকটা পালাবার এই পথের কথা বলেছিল। সরাসরি প্রধান সিঁড়ি ধরে না নেমে, ঘুরপথে দেবেশকে নিয়ে এসেছিল সে। থিয়েটারের নিচের দরজাটা ডকে যাবার হলওয়ের ঠিক বিপরীতে অবস্থিত। এই ছোট দূরত্বটুকু পার হতে পারলেই মুক্তি।

সোমালিয়ান গার্ড হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল, "অপেক্ষা করুন, স্যার। আমি গিয়ে দেখে আসি।" অন্য হাতে বিশাল পিস্তলটা আঁকড়ে ধরেছে।

দরজা খুলে হলে নজর বুলাল লোকটা। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে পুরোপুরি খুলে ফেলল দরজা, ঘুরে দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হল পরিষ্কার।"

সোমালিয়ানের দিকে এক পা এগিয়ে গেল দেবেশ-কিন্তু লোকটার কাঁধের উপর দিয়ে নড়াচড়া আভাস টের পেয়ে থমকে দাঁড়াল। পালক পরা এক জংলী লুকাবার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছে। হাতে তীর ধনুক।

দেবেশের চেহারা দেখে নিশ্চয় টের পেয়ে গিয়েছিল সোমালিয়ান, কেননা পুরোপুরি ঘুরবার আগেই গুলি ছোড়া শুরু করল সে।

তিন তিনটা গুলি গিয়ে আঘাত হানল জংলীর বুকে, চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল সে। কিন্তু তার আগেই তীর ছুঁড়ে দিয়েছে। গার্ডের ঠিক গলায় গিয়ে আঘাত হানল সেটা, ঘাড় দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ফলা। টলে উঠে পড়ে গেল বিশালদেহী গার্ড।

পড়ে গিয়েছে নরখাদকও।

দেবেশ বুঝতে পারল এটাই ওর সুযোগ, গার্ডের দিকে দৌড়ে গেল সে।

"সাহায্য..." কোনক্রমে বলতে সক্ষম হলো গার্ড। চোখ ব্যথায় কুঁচকে আছে, এক হাতে নিজের ভর দিয়ে আছে। অন্য হাতে ধরা পিস্তল, কাঁপছে।

লাথি দিয়ে ভর রাখা হাতটাকে সরিয়ে দিল দেবেশ। গার্ডের উপর ঝুঁকে বসল। হাতের ছড়িটা ছুঁড়ে ফেলল একপাশে। বাঁচতে হলে আরও ভালো অস্ত্র চাই ওর। লোকটার হাত থেকে পিস্তলটা ছাড়িয়ে নেবার প্রয়াস পেল।

কিন্তু সোমালিয়ান এত সহজে হার মানতে রাজী নয়। "ছাড়ো!" গলায় লেগে থাকা তীরটা আরও ভেতরে ঢুকিয়ে দেবার জন্য হাঁটু দিয়ে চাপ দিল দেবেশ। এই টানাহেঁচড়া কতক্ষণ চলত বলা মুশকিল...কেননা আচমকা কান ফাটানো এক আওয়াজ ওদেরকে থামিয়ে দিল।

থিয়েটার দরজাটাকে কেউ প্রচণ্ড শক্তিতে ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলেছে। হ্যাঁচকা টানে সচকিত গার্ডের হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে ওদিক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল দেবেশ। একজনকে দেখা গেল, ছোট ছোট পায়ে প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে নড়ছে, পরনে রক্তমাখা সিল্ক।

"সুরিনা!"

কিন্তু মেয়েটা একা আসেনি।

ওকে তাড়া করে আসছে ক্ষুধার্থ একদল মানুষ।

দেবেশ কোনক্রমে উঠে দাঁড়াল, মেয়েটার আগমনে একই সাথে স্বস্তি আর আতঙ্কবোধ করছে। একা থাকতে চায় না সে।

সুরিনা যেন উড়ে এসে ওর পাশে দাঁড়াল। এরই মাঝে মেঝে থেকে ছড়িটা তুলে নিয়েছে, খুলে ফেলেছে খাপ।

দেবেশ ওপাশের খোলা দরজার দিকে এগোল। বলল, "এদিকে!"

দু'হাতে পিস্তলটা ধরে রেখেছে সে, ছোট্ট লাফে সোমালিয়ান লোকটাকে পার হয়ে আসার সময় গোঙানোর আওয়াজ শুনতে পেল। নরখাদকদের কিছুক্ষণের জন্য হলেও হয়ত ভুলিয়ে রাখতে পারবে বিশাল দেহটা।

মাটিতে ওর পা দুটো স্পর্শ করতে না করতেই টের পেল, হাঁটুর পেছনটা কেউ কামড়ে ধরেছে যেন!

এক পা এগোতে পারল সে, কিন্তু তারপর যেন সব শক্তি হারিয়ে ফেলল। দরজার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল, পিস্তলটা আগেই হাত থেকে খসে পড়েছে। চোখের এক কোনা দিয়ে সুরিনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে, মেয়েটার হাতে তলোয়ার। ফলা বেয়ে রক্ত ঝরছে।

উঠে দাঁড়াল দেবেশ, তবে পায়ের উপর বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নেই ওর। হাঁটু থেকে রক্ত বেরিয়ে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলেছে, আচমকা বুঝতে পারল কী ঘটেছে। হারামজাদী কুত্তিটা ওর হাঁটুর উপরের রগ কেটে দিয়েছে!

চোখের সামনে সুরিনাকে ডকের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দেখল সে, "সুরিনা!"

পিস্তলের দিকে নিজেকে টেনে নিয়ে যাবার কাজে মন দিল দেবেশ, বাঁচতে হবে।

কিন্তু পেছন থেকে কয়েকটা হাত এসে ওকে আঁকড়ে ধরল। সোমালিয়ান গার্ডের গা শিহরানো চিৎকার ভেসে এলো এক মুহূর্ত পরেই। দেবেশকেও টেনে নিয়ে যাওয়া হলো।

দয়ার কোনও স্থান নেই এখানে।

৫:৪৫ এ.এম.

চিৎকার আর গোলাগুলির আওয়াজের মাঝে মঙ্কের সাথে বোটে ওঠার সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়াল লিসা। বোটটা ছোট, ইস্পাতে মোড়ানো, গ্যাসোলিন আর তেলের গন্ধ আসছে ওটা থেকে। মাঝখানে রোলার কোস্টারের মতো দেখতে অ্যালুমিনিয়ামের ট্রাক, তাকিয়া দিয়ে মোড়া, এমনভাবে বাঁকানো যে জাহাজের পাশের একটা খোলা হ্যাচের দিকে যেন মুখ করে আছে।

তবে মঙ্কের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ট্রাকের উপরে রাখা জিনিস। "এটা কোনও বোট নয়।" অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল সে।

রাইডার ওদের এগোবার তাড়া দিল, "ইহা একটি উড়ন্ত নৌকা, বন্ধু। আধা সী-প্লেন আর আধা জেট বোট।"

হাঁ করে তাকিয়ে রইল মঙ্ক, লিসাও।

ট্রাকের উপর বসে থাকা জিনিসটাকে দেখে মনে হয়, কোনও বাজপাখি পাখা গুটিয়ে নিচের দিকে ডাইভ দিচ্ছে। "নিউজিল্যাণ্ডের হ্যামিলটন জেট বানিয়েছে," এগোতে এগোতে বলল রাইডার। "আমি ডাকি দ্য সী ডার্ট বলে। পানিতে নামলে, ওর টুইন ভি-১২ পেট্রোল ইঞ্জিন পানিকে সামনে থেকে পাম্প করে স্টার্নের দ্বৈত নজল দিয়ে বের করে দেয়। একবার প্রয়োজনীয় গতি অর্জন করার পর, হাইড্রোলিকস কাজে লাগিয়ে পাখা দুটো খুলে ফেলতে পারলে হয়...আসমানে উড়াল দিবে। আকাশে এর গতি ঘণ্টায় তিনশ' মাইল।"

লিসার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রাইডার, উপরে উঠে আসতে সাহায্য করল। কেবিনে ঢুকে পড়ল মেয়েটা, পিছু পিছু রাইডার। সবার শেষে মঙ্ক ঢুকল, ততক্ষণে রাইডার পাইলটের সিটে গিয়ে বসেছে।

"স্ট্র্যাপ বেঁধে নাও!" নির্দেশ দিল রাইডার।

মঙ্ক সাইড হ্যাচের সবচাইতে কাছের আসনে বসে পড়ল, সুজানকে মুহূর্তের মাঝে তুলে নিতে প্রস্তুত। লিসা বসল রাইডারে পাশের আসনে।

রাইডার একটা বাটন টিপতেই, দ্য সী ডার্ট অ্যালুমিনিয়ামের ট্রাক বেয়ে লেগুনের পানিতে আছড়ে পড়ল। লিসা ঠিক সাথে সাথে ইঞ্জিনের মৃদ্যু গর্জন শুনতে পেল, কম্পনও অনুভব করতে পারল। সামনের দিকে এগোতে শুরু করল বোটটা।

"যাত্রা শুরু হোক।" বিড়বিড় করে বলে পূর্ণগতিতে চালিয়ে দিল রাইডার। নামের প্রতি সুবিচার করার জন্যই যেন ছুঁড়ে দেয়া তীরের গতিতে ছুটতে শুরু করল বোট।

অপরাধবোধ মাথা চারা দিয়ে উঠল লিসার মাঝে। জেসি, হেনরি আর ডা. মিলারের কথা ভুলতে পারছে না কিছুতেই। অন্য সব রোগীর কথাও মনে পরছে। ওর মনে হচ্ছে, কাপুরুষের মতো পালিয়ে এসেছে সে, নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য অন্যদেরকে উৎসর্গ করেছে।

কিন্তু আর কোনও উপায়ও যে ছিল না।

রাইডার বোটটার নাক ঘুরিয়ে দ্বীপের দিকে রওনা হলো, সুজানের সাথে সৈকতে মিলিত হতে হবে। হেনরির শেষ কথাটা খেলে গেল লিসার মনে।

গিল্ডের হাতে প্রতিষেধকটাকে কিছুতেই পড়তে দেয়া যাবে না।

চোখের সামনে জঙ্গলটাকে দেখতে পেল ও, সেই সাথে সমুদ্র সৈকতটাকেও।

ব্যর্থ হবার বিলাসিতা করার সুযোগ নেই।

৫:৫০ পি.এম.

অদ্ভুত দর্শন বাহনটাকে জাহাজ থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে আসতে দেখছে রাকাও। দলের সবাইকে তৈরি হবার নির্দেশ দিল সে। ওর প্রথম গুলির আওয়াজ পেলে সবাই একযোগে আক্রমণ চালাবে।

চোখ থেকে বাইইনোকুলার নামিয়ে, রাইফেলের টেলিস্কোপিক সাইটে রাখল রাকাও। নজর পলাতক মহিলা, ওর শিকারের দিকে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে মেয়েটা, সৈকতে অপেক্ষা করছে।

আগুয়ান বোটের ইঞ্জিনের গুঞ্জন শুনতে পেল রাকাও।

এক হাত উঁচু করল মেয়েটা, মনে হচ্ছে যেন পূর্ণিমার আলো শুষে নিয়ে আবার বিকিরণ করছে হাতটা। কিন্তু আকাশে চাঁদ নেই।

দৃশ্যটা দেখে একটু কেঁপে উঠল রাকাও, তবে মনোযোগ হারায়নি। মিশনে এসেছে, মিশন সমাধা করবে। উত্তর পরেও পাওয়া যাবে।

সৈকতে উঠিয়ে রাখা ক্যানোটাকে পানিতে নামিয়েছে এক জংলী। মেয়েটার দিকে হাত নাড়ল সে, এগিয়ে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাই করল সুজান, এগিয়ে গিয়ে উঠে বসল ক্যানোতে।

এদিকে অদ্ভুত দর্শন বোটটা মাত্র সাত মিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছে, পার্শ্ব দরজা খোলা।

রাকাও খোলা দরজা দিয়ে এক মানুষকে দেখতে পেল।

পারফেক্ট।

রাইফেলের তাক ঠিক করে নিয়ে গুলি ছুঁড়ল রাকাও।

৫:৫১ এ.এম.

রাইফেলের আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠল মঙ্ক।

খোলা সাইড হ্যাচ দিয়ে দেখতে পেল, সুজানের পেছনে বসা এক জংলী উল্টে পানিতে পড়েছে।

একের পর এক গুলির আওয়াজ শোনা গেল, জঙ্গলের অন্ধকার ভেদ করে থেকে থেকে ঝলসে উঠছে নল।

আরেক নরখাদক টলে উঠল, বুক আর কাঁধের ক্ষত থেকে গলগল করে রক্ত ঝরছে। সুজানের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে, হয়ত আশা করছে ডাইনি রানি কোনও জাদুর সাহায্যে ওকে বাচাবে। কিন্তু আরেকটা গুলি এসে গুঁড়িয়ে দিল বেচারার মাথা।

ফাঁদে পা দিয়েছে ওরা...যে ফাঁদের টোপ ছিল সুজান।

সী ডার্টের দেয়ালে এসে একগাদা বুলেট আঘাত হানলে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো মঙ্ক। রাইডারের মুখা ছাপার অযোগ্য কিছু শব্দ শোনা গেল। পেছনের সিটে রাখা অ্যাসল্ট রাইফেলটা তুলে নিতে চাইল মঙ্ক।

আচমকা একটা চিৎকার ভেসে এলো জঙ্গল থেকে, সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল গোলাগুলি। বাইরে উঁকি দিয়ে দেখতে পেল, ট্যাটুওয়ালা পরিচিত এক চেহারার লোক হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে আছে। এক হাতে বর্শা আর অন্য হাতে সিগ সওয়ার। সিগটা ক্যানোতে ভাসমান সুজানের মাথার দিকে তাক করা।

অন্ধকারে জ্বলজ্বল করতে থাকা সুজানের চোখ আতঙ্ক নিয়ে মঙ্কের দিকে তাকিয়ে আছে। ইংরেজিতে কথা বলে উঠল রাকাও, "ইঞ্জিন বন্ধ করে দাও! অস্ত্র সব বাইরে ছুঁড়ে ফেল! এরপর একজন একজন করে সাঁতরে আমার কাছে এসো।"

ঘুরে দাঁড়াল মঙ্ক, "লিসা, তুমি এখানে এসো। রাইডার, যাই করো না কেন, ইঞ্জিন বন্ধ করো না। বলার সাথে সাথে এখান থেকে পালাবার জন্য তৈরি থেক।"

মঙ্ক রাইফেলটার বাট ধরে খোলা হ্যাচ দিয়ে একটু বের করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সী ডার্টের দেহে একটা বুলেট এসে আঘাত হানল। রাকাও ক্ষেপে গিয়ে স্নাইপারের উদ্দেশ্যে গাল বকল। বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীর ক্ষতি কোন জলদস্যুই বা চায়!

হ্যাচের সামনে এসে দাঁড়াল মঙ্ক, এখন ওর পুরো দেহটা দেখা যাচ্ছে। একহাতে রাইফেলটাকে পাশে ধরে আছে, অন্য হাত আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে তুলে রাখা।

লিসার ফিসফিস করে বলল, "কী করছ?"

"তৈরি থেকো।" ফিসফিস করেই জবাব দিল মঙ্ক।

"কেন?"

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেক সময় লেগে যাবে।

রাকাও ওর দেহটাকে দেখতে পেয়ে, পানি ভেঙে আরেকটু এগিয়ে এসেছে। এখন ওর বন্দুকের নল সুজানের মাথা থেকে মাত্র এক ফুট দূরে।

"আমরা বেরোচ্ছি!" চিৎকার করে জানাল মঙ্ক।

কথার সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে রাইফেলটা সামনে ছুঁড়ে দিল, বাতাসে পাক খেল ওটা। যেমন ভেবেছিল, রাকাও-এর চোখ রাইফেলটার উপর নিবদ্ধ। এক সেকেন্ডের মাত্র ভগ্নাংশ সময় অপেক্ষা করে নড়ে উঠল মঙ্ক। শূন্যে লাফ দিল, এসে নামল ক্যানোর বো-তে। ওর ওজন আর জড়তার কারণে ক্যানোর স্টার্ন লাফিয়ে উঠল।

মঙ্কের মাথার উপর দিয়ে সী ডার্টের দিকে উড়ে গেল সুজান।

রাকাও-এর পিস্তলটা গর্জে উঠল একবার, কিন্তু ক্যানোর স্টার্নটা মাওরি নেতার হাতে লাগায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। এদিকে সুজান সী ডার্টের একদম কাছে পানিতে গিয়ে পড়েছে।

ক্যানোর উপরের অংশ তো আর চিরকাল উপরে থাকতে পারে না, তাই নিচে নেমে এলো। তাল সামলাতে না পেরে ওটার মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মঙ্ক।

একটা কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে উঁচু হলো সে। দেখতে পেল, লিসা মেয়েটাকে টেনে সাইড হ্যাচ দিয়ে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে।

ভালো মেয়ে।

ফুসফুসের শক্তির সবটা ব্যবহার করে চিৎকার করল মঙ্ক, "রাইডার! যাও!"

কিন্তু একচুল নড়ল না বোট।

আরেকবার চিৎকার করার জন্য মুখ খুলল সে, কিন্তু ক্যানোটা নড়ে ওকে সেটা করতে দিল না।

রাকাও লাফিয়ে ক্যানোর উপর উঠে এসেছে, আচমকা আরোহী বৃদ্ধি পাওয়া ক্যানোটা ঘুরতে শুরু করেছে। কিন্তু মাওরি নেতা দক্ষতার সাথে ভারসাম্য সামলে হাতের বর্শাটা মঙ্কের দিকে চালিয়ে দিল।

অবচেতনভাবে নড়ে উঠল মঙ্ক। কৃত্রিম হাতটা দিয়ে বর্শাটাকে ধরে ফেলল, আর ভুলটাও করল সেখানেই।

মঙ্কের সারাদেহ জুড়ে বয়ে গেল বিদ্যুৎ। এই বর্শাটা ব্যবহার করেই স্কুইডের হাত থেকে লিসাকে বাঁচিয়েছিল রাকাও। ব্যথায় কুঁকড়ে উঠল মঙ্কের দেহ। কিন্তু তাও সী ডার্টকে উদ্দেশ্য করে ছোঁড়া গুলির আওয়াজ ঠিকই শুনতে পেল।

রাইডার এখনও যায়নি কেন?

নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল মঙ্ক, ওর দেহের ভেতর দিয়ে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ চলে গিয়েছে তাতে মারা যাবার কথা ছিল। বেঁচে আছে শুধু কৃত্রিম হাতের ইনস্যুলেটরের কারণে। কিন্তু তারও তো একটা সহ্য সীমা আছে, মঙ্কের নাকে ভেসে আসছে পোড়া প্লাস্টিকের গন্ধ।

রাইডার...সময় থাকতে ভাগো...

৫:৫৪ এ.এম.

"দাঁড়াও!" চিৎকার করে উঠল লিসা, সুজানের পাশে শুয়ে আছে। রাকাওকে দেখতে পাচ্ছে সে। মাওরি নেতা চাইছে হাতের বর্শাটা মঙ্কের বুকে ঢুকিয়ে দিতে।

পাক গেল ক্যানো, কাছে চলে এসেছে...অন্তত যতটা হলে পরিকল্পনাটা কাজে লাগবে।

"এখন!" চিৎকার করল সে।

মাথার উপর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এলো, হাইড্রোলিকস চালু করা হয়েছে। দ্য সী ডার্ট পাখা মেলল। একটা পাখা আঘাত হানল রাকাও-এর কাঁধে। আঘাত পেয়ে উড়ে গেল লোকটা, লেকের পানিতে আছড়ে পড়ল। আচমকা এই দৃশ্য দেখে গুলি ছুঁড়তে ভুলে গেল জলদস্যুরা।

নীরবতা ভেদ করে বলে উঠল লিসা, "মঙ্ক! তোমার মাথার উপর!"

আচ্ছন্ন মঙ্ক লিসার আদেশ ঠিক শুনতে পেয়েছে। কিন্তু আদেশের অর্থ বুঝতে এক মুহূর্ত সময় লেগে গেল।

বুঝতে পারল, ওর মাথার উপর কিছু একটা আছে। তাকিয়ে দেখল, দ্য সী ডার্টের একটা পাখা। পাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে শক্তি সঞ্চয় করে লাফ দিল সে। আসল হাত দিয়ে ধরতে পারবে, সে আশা নেই। তাই ধোঁয়া উঠতে থাকা কৃত্রিম হাত দিয়েই পাখাটাকে আঁকড়ে ধরল সে।

যাও...

"যাও!" চিৎকার করল লিসাও, এখনও শুয়ে আছে। হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে আসন।

টুইন ইঞ্জিন কেশে উঠল, স্টার্নটা ঘুরে গেল সৈকতের দিকে। এদিকে স্নাইপাররা গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে। একটা বুলেট ঝুলতে থাকা মঙ্কের পায়ে এসে আঘাত হানল।

বাঁ পাটা অদ্ভুতভাবে বেঁকে যেতে দেখল লিসা, রক্ত ঝরছে। বুলেটটা নিশ্চয় বেচারার টিবিয়া ভেঙ্গে দিয়েছে।

তবে কপাল ভালো, এখনও ধরে আছে মঙ্ক...

রাইডার সৈকতকে পেছনে রেখে চালাল বোটটাকে, মিনিটখানেকের মাঝে গুলির রেঞ্জের বাইরে চলে এলো ওরা।

ডাক ছেড়ে কাঁদতে মন চাইছে লিসার।

এ যাত্রা মনে হয় বেঁচে গেল ওরা।

৫:৫৫ এ.এম.

রাকাও-এর দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে, অনেক চেষ্টায় নাকটাকে পানির উপরে তুলল সে। এরপর টেনে তুলল নিজেকেও, এখন লেগুনের বুক পানি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে। মোটরের আওয়াজে ঘুরে দাঁড়াল।

শত্রুপক্ষের বাহন বলতে গেলে উড়ে পালাচ্ছে, পাখার সাথে ঝুলছে একজন। রাগান্বিতভাবে সৈকতের দিকে এগোল সে। বাঁ হাতে যেন আগুন জ্বলছে, ক্ষতে সমুদ্রের পানি লাগায় আরও বেড়ে গিয়েছে জ্বলুনি। ভেঙ্গে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

অন্য হাতে আঁকড়ে ধরল বর্শা।

অন্তত অস্ত্রটা তো হারায়নি, কাজে লাগতে পারে।

একপা একপা করে সৈকতের দিকে পিঠ দিয়ে পেছালো রাকাও, রক্তের গন্ধে ছুটে এসেছে মাংসাশী স্কুইড। নিরাপদ দূরত্বে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রাকাও।

ওই মেয়েটা দুনিয়ার যেখানেই পালাক না কেন, সে খুঁজে বের করবেই।

নিজের কাছে এই ওর প্রতিজ্ঞা।

মাথার উপরে বজ্র ঝলসে উঠল, এক মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে উঠল কালো পানি। পানি ভেদ করে দেখতে পেল সে, অনেকগুলো শুঁড় ওর পা পেঁচিয়ে ধরার উপক্রম করেছে। এদের মাঝে সবচেয়ে বড়টার শীর্ষে হলুদ একটা আলো। দানবগুলো একটু দূরে শান্তভাবে অপেক্ষা করছে। বজ্রের আলোয় মাওরি নেতার চেহারায় আতঙ্ক পরিষ্কার দেখা গেল।

রাকাও ওর বর্শার শক্তি পুরোটা বাড়িয়ে পানিতে আঘাত করল। পানির তলে জ্বলে উঠল নীলচে আগুন। ব্যথায় কুঁচকে উঠল ওর মুখ, কিন্তু মাত্র এক মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য।

আমেরিকানের সাথে ধস্তাধস্তি করার সময় ক্ষতিগ্রস্ত বর্শা এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। ধোঁয়া বেরোচ্ছে ওটা দিকে।

টলে উঠে পানিতে পরে গেল সে, ভাঙ্গা হাতটা যেন ব্যথায় আর্তনাদ করতে চাচ্ছে।

কাজ হয়েছে কী?

উত্তর এলো । উরুর উপর একটা শুঁড়ের আঘাতে। পায়ের মাংসে কামড় বসালো হুক, টেনে ওকে পানির ভেতরে নিয়ে যেতে চাইল দানবটা, ভেসেও উঠল ওটা।

দানবটাকে লক্ষ্য করে বর্শা চালাল রাকাও, চার্জ নেই তো কী হয়েছে? ফলাটা তো এখনও তীক্ষ্ণ। বর্শাটাকে ভেতরে ঢুকে যেতে অনুভব করল সে, ওর পা আঁকড়ে ধরে থাকা শুড়টা কেঁপে উঠে নিথর হয়ে গেল।

সন্তুষ্টির সাথে সৈকতের দিকে ফিরল রাকাও।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ওর আশেপাশের পানি যেন প্রবল আক্রোশে ফেটে পড়ল। নানা রঙের আলো দেখা গেল, নীল আর সবুজাভ, তবে বেশিরভাগই লালচে। দানবটা একা আসেনি, দল নিয়ে এসেছে!

কিছু একটা ওর পায়ের সাথে ধাক্কা খেল। তীক্ষ্ণ দাঁত কামড় বসাল গোড়ালিতে।

পথের শেষে এসে দাঁড়িয়েছে, বুঝতে পারল রাকাও।

বিপক্ষে অনেক বেশি। ওর দলের লোকেরা সময়মতো পৌঁছাতে পারবে না।

পানির উপর দিয়ে প্রায় ভেসে চলা বোটের দিকে তাকাল রাকাও। বর্শা ফেলে দিয়ে কাঁধের হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল সে। সবসময় সাথে রাখে এটা, তবে কোনও বন্দুক থাকে না। ইন্স্যুরেন্স বলা যায়। চামড়ার হোলস্টার থেকে বেরিয়ে থাকা টি-হ্যান্ডেলটা ঘোরাল সে, টান দিল প্লান্জারটা ধরে।

যদি মারা যেতেই হয়, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মারা যাবে মাওরি নেতা।

চারিদিক থেকে স্কুইডগুলো আছড়ে পড়ল ওর উপর, কাপড় আর মাংস কামড়ে ছিঁড়ে ফেলছে। টের পেল, কামড়ে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে ওর কান।

তবুও বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেল ও।

বুম, বুম, বুম...

৫:৫৭ এ.এম.

লিসার চোখের সামনে অগ্নিময় বিস্ফোরণ দ্বীপটাকে ঘিরে ধরল। প্রথমে ভেবেছিল বজ্রপাত হচ্ছে—কিন্তু বজ্রপতন এমন নিয়মিত বিরতিতে হয় না।

"এ কী?" পাইলটের আসন থেকে বলল রাইডার।

চিৎকার করে জবাব দিল লিসা, "কেউ দ্বীপের জালটাকে ধ্বসিয়ে দিচ্ছে!"

অভিশম্পাত করল রাইডার।

থেকে থেকে এখনও বিস্ফোরণ হচ্ছে, আকাশের প্রেক্ষাপটে জ্বলে উঠছে অগ্নিকুণ্ড। তাড়াতাড়ি পালাতে হবে ওদের, নাহলে...

"বাতাসে ভাসতে হবে!" বলল রাইডার।

সমস্যা...

নিয়মিত বিরতিতে দ্বীপ থেকে বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে আসছে।

কী হচ্ছে তা বুঝতে পারল মঙ্ক...জালটা ধ্বংস করা হচ্ছে।

আচমকা গতি বেড়ে গেল সী ডার্টের, বিস্ফোরণটাকে এড়াতে চাইছে। টেকঅফ-এর গতি অর্জন করতেই ইঞ্চিখানেক বাতাসে ভাসল বোট। কিন্তু মঙ্কের দেহের ওজন ভারসাম্য নষ্ট করে দিল। গতি কমাতে বাধ্য হলো রাইডার।

এদিকে পায়ের ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে মঙ্ক, দাঁতে দাঁত চেপে কোনওক্রমে পাখা ধরা আছে। এখন চাইলেও ছেঁড়ে দিতে পারবে না। কৃত্রিম হাত দিয়ে পাখা আঁকড়ে ধরার পরপর কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে ওটা। হাজার চেষ্টা করেও এখন ছাড়াতে পারবে না।

ঘুরে গেল ওর দেহ, দ্বীপ থেকে ভেসে আসা বিস্ফোরণ দেখল একবার। এরপর আবার তাকাল লেগুনের মুখের দিকে। লেগুনকে বৃত্তাকারে ঘিরে রাখা ভলকানিক রিমের পুরোটা বিস্ফোরিত হচ্ছে। একসময় লেগুনের মুখের দুপাশেও বিস্ফোরণ হবে। তার আগেই বের হয়ে যেতে হবে ওদেরকে। সফল হবার সম্ভাবনা খুবই কম, বিশেষ করে ও যতক্ষণ পাখার উপর বসে আছে ততক্ষণ...

"পাখা ভাঁজ করতে পারেন?" রাইডারের কাছে জানতে চাইল লিসা। হয়ত পাখা ভাঁজ করে, গতি না কমিয়েই মঙ্ককে হ্যাচের কাছে নিয়ে আসতে পারবে। এরপর ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে আবার পাখা ছড়িয়ে দিলেই হলো।

রাইডার এই ক্ষীণ আশাটার আলোও নিভিয়ে দিল, "একবার পুরোপুরি ছড়িয়ে দিলে, পাখাগুলো লক হয়ে যায়! নিরাপত্তামূলক বৈশিষ্ট্য!"

বুঝতে পারল লিসা, বাতাসে ভাসমান অবস্থায় পাখা ভাঁজ হয়ে গেলে আর দেখতে হবে না...

মঙ্ককে ঝুঁকতে দেখল লিসা, ভালো হাতটা দিয়ে কৃত্রিম হাতে কী যেন করছে!

হঠাৎ করে টের পেল মঙ্কের উদ্দেশ্য।

"না!" চিৎকার করে উঠল মেয়েটা। "মঙ্ক! না!"

বিস্ফোরণের আওয়াজ ছাপিয়ে ওর কণ্ঠ এতদূর ভেসে গিয়েছে কিনা, তা জানে না লিসা। তবে মঙ্ক ওর দিকে ফিরে তাকাল। লেগুনের দূরবর্তী সৈকতের দিয়ে ইঙ্গিত করল, সেই সাথে চিৎকার করে বললও কিছু একটা।

আবার মন দিলে কাজে।

মঙ্ক...প্লিজ, এমন করো না...-আকুতি জানাল লিসা।

ধুর ছাই...ছাড়াতে পারছি না কেন...?

অনেক কষ্টে হাত থেকে কব্জিকে আলাদা করার মেকানিজমের স্পর্শ পেল মঙ্ক।

"মঙ্ক!" লিসার কণ্ঠ শুনতে পেল।

আবারও সৈকতের দিকে ইঙ্গিত করল সে, বোঝাতে চাইল যে সাঁতরে নিরাপদ স্থানে চলে যাবে। লিসারা যেন ওকে ছাড়াই এগিয়ে যায়।

কিন্তু মেয়েটাকে খোলা হ্যাচে হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে দেখে এক মুহূর্তের থমকে গেল সে। বাতাসে চুল উড়ছে। লিসার চেহারাতেও পরাজয় ফুটে আছে। আর কোনও উপায় নেই।

কব্জিটাকে হাত থেকে আলাদা করার বাটন টিপে দিল সে।

পানিতে আছড়ে পড়ল মঙ্কের দেহ, ছুঁড়ে দেয়া পাথরের মতো লাফ দিল কয়েকবার। এরপর ডুবে গেল পানিতে। ভালো পা ব্যবহার করে লাথি দিল সে, অন্য পাটা পাথর হয়ে গিয়েছে বললেই চলে।

সী ডার্টকে তীব্র গতিতে লেগুনের মুখের দিকে ছুটতে দেখল মঙ্ক, রাইডার ইতস্তত করেনি। ওর আত্মত্যাগটা কাজে লাগিয়েছে।

শেষ বিস্ফোরণটার সাথে সাথে জালটাকে নিজের দিকে ধেয়ে আসতে দেখল। দ্য মিস্ট্রেস অফ দ্য সী'জের অবস্থাও শোচনীয়। দেখে মনে হচ্ছে, জালে আটকা পড়া কোনও ডলফিন। মঙ্ক বুঝতে পারছে সহি সালামতে সৈকতে পৌঁছাবার আশা শূন্য প্রায়, এখনও প্রায় পাঁচশ গজ দূরে ও। তবে সী ডার্টের দিকে তাকিয়ে স্বস্তি পেল সে, ওটা সময়মতো বেরোতে পারবে।

জালটা আছড়ে পড়ল ওর ওপরে, ভারী বস্তুটার সঙ্গে পানিতে তলিয়ে যেতে শুরু করল সে। কোনওক্রমে ভেসে ওঠার একটা পথ বের খুঁজে বের করতে চাইল, কিন্তু পেল না। ক্রুজ শিপের জ্বলন্ত আলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

একটা মাত্র আফসোস...একটা প্রতিজ্ঞা রাখতে না পারার কষ্ট।

ক্যাটকে কথা দিয়েছিল, এই মিশন থেকে ফিরে আসবে সে।

মাফ করে দিও, প্রিয়...

অলৌকিকের আকাঙ্ক্ষায় একটা হাত উপরে উঠিয়ে দিল ও।

জট পাকিয়ে থাকা জালের মাঝে একটা ফাঁক খুঁজে পেল হাতটা। অন্য হাতটা ব্যবহার করে ফাঁক বড় করার প্রয়াস পেল। পায়ের ব্যথাটাকে অগ্রাহ্য করে দু'পা ছুঁড়ল সে। আচমকা ভাঙ্গা পাটাকে আঁকড়ে ধরল কিছু একটা, পা থেকে মেরুদণ্ড পর্যন্ত বয়ে গেল ব্যথার স্রোত। আঁতকে উঠে নিচের দিকে তাকাল সে।

প্রজ্জ্বলিত আলো দেখা গেল।

শুঁড় আঁকড়ে ধরল ওর দেহ, পেঁচিয়ে ধরল ওর কোমর আর বুক। রবারের মতো শুঁড় স্পর্শ করে গেল ওর ঠোঁট। যে ঠোঁট একবার একটা প্রতিজ্ঞা করেছিল, চুমো খেয়েছিল বাচ্চাকে।

মঙ্ককে পানির অতলে টেনে নিয়ে গেল শুঁড়গুলো।

আশা নেই জেনেও, উপরের দিকে শেষ একবার হাত বাড়াল মঙ্ক।

ক্রুজ শিপের আলো অন্ধকার দিয়ে প্রতিস্থাপিত হতে হতে অন্তরের অন্তঃস্থল দিয়ে ওর জীবনে যে দুজন অর্থবহ করে তুলেছিল, তাদের কথা ভাবল সে।

ক্যাট...

পেনেলোপ...

আমি ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি...

দ্য সী ডার্টের পেছনের আসনে বসে আছে লিসা, কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

সুজান ওর পাশে বসে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে পিঠে হাত রেখেছে, কোলের ওপরে একটা ম্যাপ ফেলে রাখা। নিরব দু'জনেই।

রাইডার বাতাসের সাথে যুদ্ধ করে উন্মুক্ত পানিতে নিয়ে আসতে চাইছে সী ডার্টকে, পুসাট দ্বীপকে পেছনে ফেলতে চাইছে।

ঝড় ওদেরকে পাতার মতো উড়িয়ে নিতে চাইছে, এর সাথে যুদ্ধ করে লাভ নেই। মানিয়ে চলতে হবে। রেডিও নেই ওদের, গুলি লেগে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

"সূর্য উঠছে।" ফিসফিস করে বলল সুজান।

ওর শব্দগুলো যেন প্রাণ ফিরিয়ে দিল সবার মাঝে। পাইলটের আসন থেকে রাইডার বলল, "হয়তো লোকটা সৈকতে পৌঁছাতে পেরেছে।"

সোজা হয়ে বসল লিসা, জানে মঙ্ক পৌঁছাতে পারেনি। কিন্তু তাও চোখ মুছে ফেলল। মঙ্ক ওদেরকে পালিয়ে দেবার সুযোগ করে দিতে আত্মোৎসর্গ করেছে। একে বৃথা হতে দেবে না।

"সূর্য..." বলল সুজান।

পূব দিকে নাক ঘোরাল রাইডার, আরেকটা দ্বীপের চূড়ার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। দিগন্তের কাছে এখনও গত রাতের ঝড়ের কিছু প্রমাণ দেখা যাচ্ছে। কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সূর্য।

উইন্ডশিল্ড দিয়ে প্রবেশ করছে দিনের প্রথম আলো।

লিসা ওদিকে তাকিয়ে রয়েছে, চাইছে সূর্যের আলো ওর ভেতরে ঢুকে পড়ুক। মন থেকে তাড়িয়ে দিক সব কালিমা।

কাজ হচ্ছে বলেও মনে হলো–কিন্তু আচমকা সুজান চিৎকার করে ওঠায় ভঙ্গে গেল শান্ত সমাহিত পরিবেশ।

লাফ দিয়ে ঘুরে তাকাল লিসা। সুজান নিজের আসনে পিঠ খাড়া করে বসে আছে। সূর্যকে চোখ বড় বড় করে দেখছে। কিন্তু ওর চোখে যেন কিছুটা সূর্যের চাইতেও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে।

নিখাদ আতঙ্ক।

"সুজান?"

মেয়েটা এখনও তাকিয়ে রয়েছে। মুখ নড়ছে, কিন্তু কথা বেরোচ্ছে না। লিসা ওর ঠোঁট দেখে বুঝতে পারল মেয়েটা বলতে চাইছে, "ওরা যেন ওখানে না যায়।"

"কারা? কোথায়?"

সুজান উত্তর দিল না। না তাকিয়েই কোলে রাখা ম্যাপের উপর আঙুল রাখল।

নামটা পড়ল লিসা।

"অ্যাংকর।"

১৬

বেয়ন

৭ জুলাই, সকাল ৬:৩৫
অ্যাংকর থোম, ক্যাম্বোডিয়া

অ্যাংকর থোমের বিশালাকৃতির তোরণদ্বারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে গ্রে আর ওর দলবল। সূর্যের আলোতে দীর্ঘ ছায়া পড়েছে দক্ষিণের পাথর বাঁধানো রাস্তা জুড়ে। পাখির কলতানের সাথে ব্যাঙের একঘেয়ে ডাক মিশে গিয়ে মুখরিত করেছে চারপাশ। অল্প ক'জন পর্যটক আর গেরুয়া পোশাকে মোড়ানো সন্ন্যাসী ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বাঁধানো রাস্তাটা দৈর্ঘ্যে প্রায় একটা ফুটবল মাঠের সমান। দু'পাশ ঘিরে ভাস্কর্যের সারি-একপাশে চুয়ান্নটা দেবমূর্তি, আরেকপাশে সমান সংখ্যক অসুর। পুরো শহর আর ভেতরের রাজপ্রাসাদের নিরাপত্তার জন্য একটা পরিখা খনন করা হয়েছিল। এককালে সেখানে সাঁতরে বেড়াত হিংস্র কুমিরের দল। এখন অবশ্য বেশির ভাগ অংশই শুকিয়ে গিয়েছে।

এগিয়ে যাবার সময় ভিগর একটা অসুরের মূর্তির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন মাথায় হাত রেখে বললেন, "কংক্রিট। আসল মাথাগুলোর বেশিরভাগই চুরি হয়ে গিয়েছে। ক্যাম্বোডিয়ার জাদুঘরে কয়েকটা রাখা আছে অবশ্য।"

"আমরা যেটা খুঁজছি, সেটা চুরি না হলেই হলো।" শেইচানের গলায় কিছুটা জেদী ভাব ফুটে উঠল। গাড়ির ভেতর নাসেরের সাথে কথপোকথন ওকে বিমর্ষ করে দিয়েছে। এমনকি গ্রে-ও একটু সরে সরে থাকছে। গিল্ড এর দুই এজেন্টের মধ্যে কে বেশি ভয়ঙ্কর, সেটা ওর জানা নেই।

নাসেরের দলের চল্লিশ জন লোক ওদের আগেপিছে ছড়িয়ে আছে। সবার পরনে খাকি পোশাক। এই বড়সড় দলটা মাঝেমধ্যে কিছু পর্যটকের নজর কাড়ছে। তবে খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে না কেউ। সবার মনোযোগ সামনের ধ্বংসাবশেষের দিকে।

বাঁধানো রাস্তার শেষ মাথায়, প্রাচীন শহরের প্রায় চার বর্গমাইল জায়গা ঘিরে ত্রিশ ফুট উঁচু পাথরের দেয়াল তোলা। ওদের লক্ষ্য, বেয়ন মন্দির এর ভেতরেই আছে। চারপাশে ঘন জঙ্গল। দেয়ালগুলো পাম গাছের ছায়ায় ঢাকা পড়েছে। পাথরের ভবনে চারটা মানুষের মুখের অবয়ব খোদাই করা।

গ্রে সেদিকে ভালো করে দেখল। এত শত বছর পরেও, তাদের মুখে কেমন যেন এক শান্ত, সৌম্য ভঙ্গিমা। চওড়া কপাল আর অবনমিত দৃষ্টি। পুরু ঠোঁটে এক চিলতে হেয়ালিপূর্ণ হাসি ধরে রাখা, মোনালিসার চেয়ে কোন অংশে কম না।

"দ্য স্মাইল অফ অ্যাংকর," ভিগর পাশ থেকে বললেন। "এগুলো লোকেশ্বরের মুখ, কৃপাময় বোধিসত্ত্বা।"

এই সহানুভূতিশীল সত্ত্বা যাতে নাসেরের ওপর কিছুটা প্রভাব ফেলে, গ্রে মনে মনে সেই কামনা করল। আর মাত্র পঁচিশ মিনিট, তারপরেই ওর মায়ের আরেকটা আঙুল কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়ে বসবে লোকটা। ওকে থামাতে হলে, এই সময়ের ভেতর কিছুটা অগ্রগতি প্রয়োজন। কিন্তু কীভাবে?

এই চিন্তা করে গ্রে আরও মুষড়ে পড়ল। ওর চিন্তাভাবনা এখন দুইদিকে ভাগ হয়ে গিয়েছে এক, তাড়াহুড়া করে সামনে এগিয়ে নাসেরের হাতে সূত্র তুলে দেয়া। দুই, সাধ্যমত দেরি করানোর চেষ্টা। যাতে পেইন্টার ওর বাবা মাকে খুঁজে বের করার পর্যাপ্ত সময় পান।

"হাতি!" কোয়লাস্কি উত্তেজিত হয়ে প্রবেশপথের দিকে দেখাল হঠাৎ।

ধূসর বর্ণের হাতির পাল দেখতে পেল গ্রে। পাশেই একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল, কয়েক ভাষায় লেখা–হাতির পিঠে চড়ে বেয়ন মন্দির ঘুরে আসুন।

"মাত্র দশ ডলার।" কোয়ালস্কি বিড়বিড় করে পড়ল।

"আমরা হেঁটেই যাব।" ওকে হতাশ করল গ্রে।

"হ্যাঁ। হাতির বিষ্ঠা মাড়ানোর সময় মনে মনে ঠিকই বলবে, কেন যে দশ ডলার খরচ করলাম না!" ও গজগজ করে উঠল।

গ্রে কথা না বলে ওকে নাসেরের লোকজনের পেছন পেছন অ্যাংকর থোমে ঢুকে পড়তে ইশারা করল। দেয়ালের ওপারে একটা পায়ে চলা পথ দেখা যাচ্ছে।

সামনে বেশ ঘন জঙ্গল।

"আর কত দূর?" নাসের কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

ভিগর হাত তুলে দেখলেন। "জঙ্গলের এক মাইল ভেতরে বেয়ন মন্দির।"

নাসের ঘড়ি দেখল। তারপর গ্রে'র দিকে তাকিয়ে মুখে একটা ক্রুর হাসি ফুটিয়ে তুলল। ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল একটা টুকটুক। এখানকার প্রধান বাহন এই টুকটুক। মূলত রিকশার সাথে জুড়ে দেয়া দুই স্ট্রোক বিশিষ্ট মোটরবাইক।

সামনে এগোতে এগোতে বললেন ভিগর, "এই অ্যাংকর থোমে এককালে লক্ষাধিক মানুষের বসবাস ছিল।"

"কোথায় থাকত তারা?" কোয়ালস্কি জিজ্ঞেস করল। "গাছে?"

"বেশিরভাগ বাড়িঘর, এমনকি রাজপ্রাসাদগুলোও কাঠ আর বাঁশে দিয়ে তৈরি করা হতো। সময়ের সাথে সাথে সেগুলোতে পচন ধরে যায়। মন্দিরগুলোই শুধু পাথরের তৈরি। তবে এই জায়গাটা একটা ব্যস্ত নগরী ছিল সেসময়। মাছের বাজার, ফলমূল শাকসজির দোকান–কোনও কিছুর কমতি ছিল না। উন্নত সেচব্যবস্থার জন্য খালবিল খনন করা হয়েছিল অনেক। এমনকি একটা রাজকীয় চিড়িয়াখানাও ছিল, সার্কাসের খেলা দেখানো হতো সেখানে। অ্যাংকর থোম একসময় বেশ বর্ণিল উৎসবমুখর শহর ছিল। রাতের আকাশ রঙিন হয়ে থাকত আতশবাজির আলোতে। বাতাসে ভেসে বেড়াতো হার্প আর বাঁশির মিষ্টি সুর। সিম্বল, হ্যান্ডবেল, ব্যারেল ড্রামের শব্দে মুখরিত হয়ে থাকত চারপাশ। বাদকদের সংখ্যা সৈনিকদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল।"

"অর্কেস্ট্রার মতো।" কোয়ালস্কি গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

ঘন জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে এমন একটা শহর কল্পনা করার চেষ্টা করল গ্রে।

"তাহলে, এত লোকজন গেল কোথায়?" কোয়ালস্কি আবার জিজ্ঞেস করল।

ভিগার থুতনি চুলকে নিলেন। "অ্যাংকরের প্রাত্যহিক জীবনের যতটুকু আমাদের জানা, তার চেয়ে রহস্যের পরিমাণই বেশি। আন্দাজ করতে হয়েছে অনেক কিছু। পামগাছের পাতায় তারা কিছু বিবরণ লিখে রেখেছিল। এই পবিত্র বইগুলোকে শাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। এখানকার বাড়িঘরগুলোর মতো, সেগুলোও টিকে থাকেনি। অ্যাংকরের ইতিহাস জানা গিয়েছে এখানকার মন্দিরের গায়ে খোঁদাই করা ব্যাস রিলিফ থেকে। আর সেকারণেই বেশির ভাগ তথ্য অজানা। এখানকার জনবসতির কথাই ধরো, তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল, কেউ জানে না।

"আমি জানতাম তারা থাইদের আক্রমণের শিকার হয়েছিল। এই সম্প্রদায়ই কিন্তু প্রাচীন খোমের সভ্যতাকে গুড়িয়ে দিয়েছিল।" গ্রে বলল।

"হ্যাঁ। তবে অনেক ইতিহাসবিদ আর প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, থাই আক্রমণের ঘটনাটা এখানে মুখ্য নয়। কোনও একটা কারণে খোমের'রা আগে থেকেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, বৌদ্ধধর্মমত গ্রহণ করার পর শান্তিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল এই সম্প্রদায়। যুদ্ধবিগ্রহ থেকে তাদের মন উঠে গিয়েছিল। তবে, ইতিহাসের পাতায় মহামারী আকারে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ারও উল্লেখ আছে।"

মার্কোর 'মৃতের শহরের' কথা মনে পড়ে গেল গ্রে-র। সেই বধ্যভূমি এখন বনভূমিতে পরিণত হয়েছে। মানুষের চিহ্ন মুছে ফেলে সব কিছু দখল করে নিয়েছে প্রকৃতি।

"আমরা জানি যে, মার্কোর পরেও অ্যাংকরের অস্তিত্ব ছিল," ভিগার আবার বলতে শুরু করলেন। "মার্কোর ভ্রমণের একশ বছর পরেও, এ জায়গার খুব সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন চীনদেশীয় পরিব্রাজক ঝাও ডাগুয়ান। তার মানে, মার্কোর প্রতিষেধক এই সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে, ভাইরাসের অস্তিত্ব মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। বারবার করে প্লেগের আক্রমণ ঘটেছে এই অঞ্চলে। থাই-রা কিন্তু শেষ পর্যন্ত অ্যাংকরের দখল নিতে পারেনি। প্রাচীন সব স্থাপনাকে ফেলে রেখে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। ভাবতে অবাক লাগে না? এই অলৌকিক ঘটনা কি জানতে পেরেছিল ওরা? অভিশাপের ভয়েই কি তারা স্বেচ্ছায় পালিয়েছিল?"

পেছনে এসে দাঁড়াল শেইচান, "আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে, সেই ভাইরাসের উৎস এখানেই লুকিয়ে আছে এখনও?"

ভিগার শ্রাগ করলেন, "বেয়নে খুঁজে পাওয়া যাবে সে উত্তর।"

জঙ্গলের আড়ালে ঢেকে থাকা একটা বেলেপাথরের পর্বত দেখা গেল সামনে। অনেকগুলো পাথরের স্তূপের চূড়া একসাথে মিলেমিশে আছে সেই পর্বতকে ঘিরে। সূর্যের ঝাঁঝালো আলোতে ঠিকমতো তাকানো যাচ্ছে না।

হঠাৎ এক টুকরো মেঘ এসে সূর্যকে আড়াল করে দিল। স্তূপ হয়ে থাকা চূড়ার জায়গায় দেখা দিল অগণিত খোঁদাই করা মুখাবয়ব। স্ফিংসের মতো হাসিমুখে পাথর ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, সবদিক থেকেই। হঠাৎ করে ওরা বুঝতে পারল, ওগুলো

আসলে বিভিন্ন উচ্চতার আলাদা আলাদা ভবন। সারা গায়ে লোকেশ্বরের চেহারার আদলে পাথর খোদাই করে হয়েছে।

ভিগার বিড়বিড় করলেন, "'পরিপূর্ণভাবে বিকশিত চাঁদের আলোতে জঙ্গলের ভেতর একটা পর্বত দেখা যাচ্ছে, যার দেহে অসংখ্য অসুরের মুখ খোঁদাই করা।'"

গ্রে'র গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মার্কোর অনুচ্ছেদের এই কথাগুলো চিনতে ভুল হবার কথা না। এই জায়গাটাতেই পোলোদের চিরবিদায় জানান ফ্রায়ার অ্যাগ্রিয়ার।

মার্কোর বাণী অনুসরণ করতে করতে ওরা এখানে এসে পৌঁছেছে... এখন তার কনফেসরকে অনুসরণ করার পালা। কিন্তু কোথায় গিয়েছিলেন ফ্রায়ার অ্যাগ্রিয়ার?

সকাল ৬:৫৩

মন্দিরটা চোখে পড়তেই, কেমন যেন একটা ভারী নিস্তব্ধতা এসে ভর করল সবার ওপর। সবগুলো চোখ ঘুরে গেল সামনের ধ্বংসাবশেষের দিকে ভিগার এক মুহূর্তের জন্য তার সঙ্গীদের দিকে তাকালেন। অ্যাংকরে আসার পর থেকে গ্রে আর শেইচানের মাঝে কেমন যেন একটা দমবন্ধ ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ওদের ভেতর খুব দহরম মহরম হয়তো কখনই ছিল না, তবে আন্তরিকতা ছিল শুরু থেকেই।

কিন্তু ভ্যান থেকে নামার পর, যেন এক অদৃশ্য শক্তি ওদেরকে টেনে আলাদা করে রেখেছে। ব্যাপারটা শুধু দূরত্ব বজায় রাখার ভেতরেই সীমাবদ্ধ নয়। ভিগার লক্ষ্য করেছেন, শেইচানের দিকে আড়াল থেকে তাকানোর সময় গ্রে'র দৃষ্টি কেমন যেন কাঠিন্য ধারণ করছে। আর শেইচানের সেই চিরাচরিত রূপ ফিরে এসেছে আবার–নিষ্ঠুর চাহনি, সরু করে রাখা ঠোঁট।

ভিগারের কাছে সরে এলো শেইচান। যেন কিছু একটা সম্পর্কে নিশ্চয়তা চাইছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারছে না। ওরা এত কাছাকাছি চলে এসেছে যে, চোখের আন্দাজে বেয়নের আয়তন আন্দাজ করে ফেলা সম্ভব।

চুয়ান্নটা ভবন একসাথে জোট বেঁধে আছে, তিনটা ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায়।

তবে খোঁদাই করা মুখাবয়বের সংখ্যাটা একদম অবাক করে দেয়ার মতো।

তা প্রায়, দুইশ'র ওপর তো হবেই। আলো ছায়ার খেলায় মুখগুলোকে জীবন্ত বলে ভ্রম হয়। মাঝে মাঝে নড়েচড়ে উঠে যেন অনুপ্রবেশকারীদের ওপর নজর রাখছে।

"এত কেন?" শেইচান অবশেষে মুখ খুললো।

ভিগার বুঝতে পারলেন, খোদাই করা মুখাবয়বের কথা বলছে মেয়েটা। "কেউ জানে না," তিনি উত্তর দিলেন। "অনেকে বলে এই মূর্তিগুলো জায়গাটাকে তদারকি করছে। কোনও এক গোপন রহস্যকে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে যুগ যুগ ধরে। এমনও বলা হয় যে, বেয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল আরও প্রাচীন কোনও কাঠামোর ওপর। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা উঁচু দেয়ালে ঘেরা অনেকগুলো ঘর আবিষ্কার করেছেন। সেখানে এরকম আরও অনেক খোদাই করা মুখাবয়ব লুকিয়ে ছিল। অন্ধকারের আড়ালে তালাবদ্ধ অবস্থায়," আঙুল তুলে সামনে দেখালেন ভিগার। "অ্যাংকরে গড়ে ওঠা শেষ

মন্দির এই বেয়ন। শত শত বছর ধরে চলমান নির্মাণ শিল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে এর মাধ্যমেই।"

"থামল কেন তারা?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

ভিগর ওর দিকে তাকালেন, "হয়তো তারা এমন কোনও এক রহস্য উন্মোচন করে ফেলেছিল, যা তাদেরকে নিরুৎসাহী করে তোলে। বেয়ন মন্দির গড়ার সময়, স্থপতিরা মাটির অনেক গভীর পর্যন্ত খোঁড়াখুঁড়ি করেছিল। এই মন্দিরের এক তৃতীয়াংশ কিন্তু মাটির গভীরে প্রোথিত।"

"প্রোথিত?"

তিনি মাথা নাড়লেন, "অ্যাংকরের মন্দিরগুলোর বেশিরভাগই মণ্ডলের নকশার ওপর ভিত্তি করে স্থাপিত। বৃত্তাকার ভবনকেকে ঘিরে ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত আয়তক্ষেত্রগুলো মহাবিশ্বকে প্রতিনিধিত্ব করে। আর মাঝখানের ভবনটা নির্দেশ করে হিন্দু পুরাণের ঐন্দ্রজালিক পর্বত। মেরু পর্বত, যেখানে দেবদেবীদের বসবাস। মন্দিরকে আংশিকভাবে মাটির ভেতর নিমজ্জিত রাখার মাধ্যমে, কেন্দ্রীয় ভবনটাকে মেরু পর্বতের আদলে কল্পনা করা হয়। ধারণা দেয়া হয় যে, এই পর্বতটা স্বর্গ থেকে মর্ত্য পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন করে রেখেছে। কথিত আছে মাটির নিচের অংশে গুপ্তধনের পাশাপাশি লুকায়িত রয়েছে অজানা আতঙ্ক।

কথা বলতে বলতে পথের শেষ প্রান্তে চলে আসেন তারা। সরু রাস্তাটা একটা উন্মুক্ত চত্বরে এসে থেমেছে। চোখের সামনে বিশাল বিশাল সব মন্দির। অসংখ্য পাথুরে মুখ একসাথে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা পর্যটকদের মন্দিরের বিভিন্ন অংশ ঘুরতে দেখা যাচ্ছে।

পার্ক করে রাখা টুকটুকের সারিকে পাশ কাটিয়ে তারা সামনে এগোতে লাগল। রাস্তার ধারে ছোট ছোট ফলের দোকান বসেছে। ওতে ভিড় জমিয়েছে একগাদা লিকলিকে বাচ্চাকাচ্চার দল। ওদের খিলখিল হাসির শব্দে এই প্রাচীন নগরী যেন কিছুটা রঙ ফিরে পেতে শুরু করেছে। আরেক পাশে সৌম্য চেহারার ছয়জন গেরুয়া পোশাকধারী সন্ন্যাসী হাতে বোনা মাদুরের ওপর বসে আছেন। তাদের মাথা নোয়ানো, প্রার্থনায় ব্যস্ত একযোগে। তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভিগর নীরবে প্রার্থনা করে গেলেন। ঈশ্বরের কাছে চাইলেন শক্তি, জ্ঞান আর নিরাপত্তা।

এদিকে কোয়ালস্কি একটা দোকানের সামনে থেমেছে। সেখানে সকালের নাস্তা সাজিয়ে বসেছে এক লোলচর্ম বুড়ি। কাঠির আগায় গাঁথা মুরগী আর গরুর রোস্টের পাশাপাশি কচ্ছপ আর টিকটিকিও দেখা যাচ্ছে। গরম গরম খাবার দেখে ওর ক্ষুধা জাঁকিয়ে উঠেছে।

"ওটা কি কাঁকড়া নাকি?" সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল। কালো রঙের বহুপদী কিছু একটা দেখে খুব উপাদেয় বলে মনে হচ্ছে। আগুনে পুড়ে মুচমুচে হয়ে আছে জিনিসটা। বুড়ি হাসিমুখে মাথা নাড়ল। খেমের ভাষায় কী যেন একটা বলল।

শেইচান কোয়ালস্কির পাশে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখল, "এগুলো ভাজা টারান্টুলা। ক্যাম্বোডিয়াতে সকালের নাস্তা হিসেবে বেশ প্রসিদ্ধ।"

কোয়ালস্কি চমকে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল, "ওহ...ধন্যবাদ। আমি ডিম দিয়েই কাজ চালিয়ে নেব।"

ভিগর ওদেরকে বেয়নের পূর্বদিকের প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। কজওয়ের দু'পাশ ঘিরে খেজুর আর শিমুল গাছের সারি। আরও অনেক বোধিসত্ত্বার নজরবন্দী হয়ে ভেতরে প্রবেশ করল সবাই।

একটা উঠানে এসে পৌঁছাল তারা। চারপাশের দেয়ালে অসংখ্য হিজিবিজি ছবি খোঁদাই করা। ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত বিভিন্ন ছবি আর চিহ্নের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে টুকরা টুকরা গল্প। কাছের একটা দেয়ালে তাকালেন ভিগর। হরেক রকম দৃশ্য ফুটে উঠেছে সেখানে। অতীতের সাথে বর্তমানের মেলবন্ধন যেন।

"আমরা কোত্থেকে শুরু করব?" গ্রে জিজ্ঞেস করল। দশ একর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মন্দিরের কোথায় খোঁজা শুরু করবে বুঝতে পারছে না। ভিগর ওর বিহ্বলতা উপলব্ধি করলেন। এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে এই মন্দিরের ভেতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য উদ্যান, অন্ধকার গ্যালারি, খাড়া সিঁড়ি, চাল, গুহার মতো ঘর আর কানাগলি। সহজেই এর ভেতর হারিয়ে যাওয়া সম্ভব।

নাসেরও ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিল বোধহয়। ওর দলের কিছু লোককে গ্রেদের সাথে শক্তভাবে ঘিরে থাকতে ইঙ্গিতে করল সে। আর কয়েকজনকে আদেশ করল বাইরে বেরোনোর পথগুলোর সামনে পাহারা দিতে। কেউ যাতে চোখ ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে। ভিগরের কাছে মনে হলো, তার গলায় ফাঁস পরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

তিনি সামনের দিকে দেখালেন, "এ জায়গার একটা মানচিত্র দেখে যতটুকু বুঝেছি, এখান থেকে দ্বিতীয় তলায় গেলে আরেকটা চতুষ্কোণ উদ্যান পড়ে। তবে আমাদের মনে হয়, সরাসরি তৃতীয় তলার দিকে এগোনো উচিত। সেখানে কেন্দ্রীয় প্রার্থনাকক্ষটা অবস্থিত। এই রাস্তা ধরে এগোলেই পাওয়া যাবে।"

প্রথম পর্যায় থেকে বেরিয়ে যাবার সময়, উত্তরদিকের দেয়ালের একটা ব্যাস রিলিফের দিকে তার চোখ আটকে গেল। অন্যগুলোর চেয়ে আকারে অনেক বড়, পুরো একটা আলাদা জায়গা দখল করে আছে।

বাইরের রাস্তার দু'ধার জুড়ে থাকা ভাস্কর্যগুলোর মতোই এখানে দু'ধরনের শক্তিকে দেখানো হয়েছে-দেবতা আর অসুর। একটা বড়সড় সাপকে টেনে ধরে তারা দড়ি টানাটানি খেলছে। সাপের শরীরটা একটা পর্বতের গায়ে পেঁচানো, যেটা আবার এক কচ্ছপ কাঁধে করে বয়ে বেড়াচ্ছে।

"কী এটা?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

"হিন্দু পুরাণের একটা কাহিনী," ভিগর ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। "একদিকে দেবতার দল...আর অন্যদিকে অসুর। জাদুর পর্বতকে নাড়াতে তারা সর্পদেব বাসুকিকে দড়ি হিসেবে ব্যবহার করছে। পর্বতকে আগপিছ করার মাধ্যমে মহা জাগতিক সমুদ্রের পানিতে ফেনার সৃষ্টি হবে। আর এই ফেনা থেকেই তৈরি হবে অমরত্বের স্পর্শমণি অমৃত। নিচে যে কচ্ছপটাকে দেখতে পাচ্ছ, সেটা হচ্ছে

বিষ্ণুদেবের অবতার। যে এই পর্বতকে পিঠে করে ধরে রাখার মাধ্যমে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁধা দিচ্ছে," বেয়নের কেন্দ্রীয় ভবনের দিকে দেখালেন তিনি। "আর ধরে নেয়া এই, এটাই সেই পর্বত। অথবা পৃথিবীর বুকে এই ঘটনা উপস্থাপনের স্থল।"

পনেরো তলা ভবনটার দিকে ভালো করে তাকাল গ্রে। তারপর আবার খোঁদাই করা ছবিটার দিকে মনোযোগ দিল। ছবির পর্বতের জায়গাটায় আঙুল বুলিয়ে ওর কপাল কুঁচকে গেল। "তারপর কী হলো? ওই অমৃত বানানো গিয়েছিল নাকি?"

ভিগর মাথা ঝাঁকালেন। "একাজে কিছু জটিলতা হয়। টানা হেঁচড়ার ফলে সর্পদেব বাসুকি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার বমির সাথে বেরিয়ে আসে এক মারাত্মক বিষ। যার প্রকোপে দেবতা আর অসুর, দুই দলই ব্যধিগ্রস্থ হয়। নিজে বিষপান করার মাধ্যমে তাদেরকে রক্ষা করে বিষ্ণুদেব। কিন্তু এই বিষের প্রভাবে তার শরীর নীল বর্ণ ধারণ করে। এজন্যেই বিষ্ণুকে সবসময় নীলকণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। তবে তার সাহায্যের কারণে এই প্রক্রিয়া অব্যহত থাকে। তৈরি হয় অমরত্বের মহৌষধ।"

গ্রে'র দিকে এগিয়ে গেল নাসের। "সময় শেষ," মোবাইল ফোন দিয়ে হাতঘড়ির ওপর টোকা দিতে দিতে বলল। "কোনও তাৎক্ষনিক চিন্তা আসছে নাকি মাথায়?"

ভিগর অনুভব করলেন, গ্রেকে অত্যাচার করে পৈশাচিক আনন্দ পাচ্ছে লোকটা। তিনি ওদের মাঝে গিয়ে দাঁড়াতে চাইলেন। কে জানে, গ্রে যদি ক্ষেপে গিয়ে আবার ওকে আক্রমণ করে বসে!

গ্রে অবশ্য এমন কিছু করল না। শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল নাসেরের।

ব্যাস রিলিফের ওপর হাত রাখল গ্রে। "এখানকার গল্পটা আসলে হিন্দু পুরাণের কোনও ঘটনা নয়। এটা জুডাস স্ট্রেইনের কাহিনী।"

"কী বলতে চাও তুমি?" নাসের অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

ভিগরের মাথায়ও একই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

গ্রে ব্যাখ্যা করতে শুরু করল। "ইন্দোনেশীয়াতে মড়ক লাগার ঘটনা থেকে যতটুকু বুঝতে পেরেছি, অসুখটা শুরু হয়েছিল সমুদ্রের পানিতে জ্বলজ্বল করতে থাকা ব্যাকটেরিয়া ছড়ানোর মাধ্যমে। ফেনাযুক্ত শুভ্র বর্ণ ধারণ করেছিল সাগরের পানি। ঠিক ঝাঁকানো দুধের মতো।"

নতুন এই ব্যাখ্যা শুনে সবাই গ্রে'র দিকে এগিয়ে এলো। শুধু কোয়ালস্কি নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না। একপাশের ব্যাস রিলিফে খোদাই করা নগ্নবক্ষা নারীমূর্তির ছবি হাঁ করে গিলছে ও। গ্রে বলতে থাকল, "তারপর মারাত্মক এক বিষ নিঃসৃত হয়ে সমস্ত জীবের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াল। ভাল, খারাপ সব।

শেইচান মাথা নাড়ল, "বিষাক্ত ব্যাকটেরিয়ার মতো।"

নাসের এসব কোথায় কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না।

"পুরাণের ঘটনা অনুযায়ী, বিষ্ণুদেব এই বিষে দ্বারা আক্রান্ত হননি। শুধু তাই না। তিনি সেই বিষ পান করে রক্ষা করেন পৃথিবীকে। তারপর নীল বর্ণ ধারণ করেন.."

"তার শরীর জ্বলজ্বল করত," ভিগর বিড়বিড় করলেন।

"মার্কোর বইয়ের সেই অদ্ভুত মানুষগুলোর মতোই," গ্রে যোগ করল। "আর তুমি যেই রোগীর কথা আমাদের বলেছ, নাসের।"

ভিগর মাথা নাড়লেন। "কাকতালীয় ঘটনা কখনো এতো নিখুঁতভাবে মিলে যেতে পারে না। আর তাছাড়া, পুরাণের অনেক কাহিনীই ইতিহাসের পাতা থেকে নেয়া।"

গ্রে নাসেরের দিকে ঘুরলো, "আমার ভুল না হলে, ধরে নিতে পার যে আমরা সঠিক পথেই এগোচ্ছি। তবে জানার অনেক কিছু বাকি আছে এখনও।"

রাগে নাসেরের চোখ সরু হয়ে গেল। তবে আস্তে করে মাথা নাড়ল সে, "আমার বিশ্বাস, তুমি ঠিকই বলছ, কমান্ডার পিয়ার্স। দারুণ। তোমার জন্য নতুন করে এক ঘণ্টা শুরু হলো।"

স্বস্তির নিঃশ্বাসকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করল গ্রে। আস্তে করে দম ফেলল।

"তাহলে, সামনে এগোনো যাক," নাসের তাড়া দিল।

ভিগর সবাইকে নিয়ে একটা খাড়া উঠে যাওয়া সিঁড়ির দিকে রওয়ানা হন। গ্রে অবশ্য আরও কিছুক্ষণ সেই ব্যাস রিলিফের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। ওখান থেকে সরে আসার পর, গ্রে'র চোখে চোখ পড়ে যায় ভিগরের। মাথা ঘুরিয়ে নেয়ার সময় ওর মাথার মৃদু ঝাঁকুনি তার চোখ এড়ায় না। গ্রে কি আরও কিছু জানতে পেরেছে নাকি?

সরু সিঁড়িপথ ধরে এগোনোর সময় মাথা নিচু করলেন মনসিনর। গ্রে'র দিক থেকে চোখ সরানোর আগে আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। কমান্ডার পিয়ার্সের মুখে ফুটে ওঠা বিশেষ এক অভিব্যক্তি।

আতঙ্ক!

সকাল ৭:৩২
নাতুনা বেসার দ্বীপ, ইন্দোনেশীয়া

"ওখানে যাওয়াটা একদম উচিত হবে না ওদের..." সুজান আগেরও কাতর কণ্ঠে বলল। সী ডার্টের পেছনের সিটে শুয়ে আছে মেয়েটা। চেতনা আসা যাওয়া করছে একটু পরপর। গা থেকে জোর করে কম্বল সরিয়ে দিতে চাইছে এখন।

"চুপ করে শুয়ে থাকো," লিসা বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করল। "বিশ্রাম নাও। রাইডার খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।"

ফুয়েল ডকের এক প্রান্তে এসে ঝাঁকি খেয়ে থামল সী ডার্ট। ছোট্ট একটা দ্বীপে এসে থেমেছে ওরা। বোর্নিও উপকূলের কাছাকাছি কোথাও হবে জায়গাটা। হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছে এখনও, তবে টাইফুনের তাণ্ডব থেমেছে। দূরে কোথাও কড়কড় করে বাজ পড়ার শব্দ হলো।

মঙ্ককে হারানোর দুঃখ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয় লিসার পক্ষে। উইন্ডশিল্ডের দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। কিছু একটা করা যেত হয়তো। শেষমূহুর্তে কোনও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারলে... মঙ্কের কৃত্রিম হাতটা এখনও উইঙের সাথে ঝুলে আছে। রাইডার ওটা সরাতে পারেনি।

একটা স্যাট-ফোন খুঁজতে বেরিয়েছে রাইডার। লিসা অপেক্ষা করছে। উপকূলবর্তী গ্রামটা ঝড়ের প্রকোপে একদম বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। ডকের ফুয়েল পাম্পের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন। নিজের হাতে তেল ভরতে হয়েছে রাইডারকে। সেখানকার এক বুড়ো লোকের হাতে একগাদা টাকা ধরিয়ে দেয়ার পর, মোটরসাইকেলে করে স্যাট-ফোন খোঁজার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে তারা।

পর্যটকদের খুব পছন্দের জায়গা এই নাতুনা বাসের দ্বীপ। কিন্তু টাইফুনের ভয়ে এখান থেকে সবাইকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে আজ। জায়গাটা একদম নির্জন, কোথাও কেউ নেই। সাগরের ওপর দিয়ে ওড়ার সময়, বেশিরভাগ দ্বীপেরই বিপর্যস্ত অবস্থা দেখতে পেয়েছে তারা। হঠাৎ করে নাতুনা বাসেরের বিমানবন্দরের দিকে রাইডারের চোখ আটকে যায়। "এই জায়গায় একটা স্যাট-ফোন অবশ্যই থাকবে। অন্তত আমাদের রেডিও সারানোর মতো কিছু একটা পাওয়া যাবে আশা করি।"

এমনিতেই তেল ভরতে হতো। দ্রুত সেখানে নেমে পড়েছিল ওরা।

কেবিনের মিটমিটে আলোতে সুজানের মুখ আরও বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ওর কপালে হাত রেখে হাত পুড়ে যাওয়ার অনুভূতি হলো লিসার।

কিন্তু সুজানের গায়ে জ্বর নেই। হাত সরিয়ে নেয়ার পরও জ্বালাপোড়ার অনুভূতি থেকে গেল। পানিতে হাত ধুয়ে নেয়ার পর কিছুটা আরাম পেল লিসা। এই ব্যাপারটা একদম নতুন। সায়ানো ব্যাকটেরিয়া সম্ভবত এক ধরনের ক্ষয়কারক রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করতে শুরু করেছে। লিসার চামড়া পুড়িয়ে ফেললেও, সুজান পুরোপুরি অক্ষত।

কী হচ্ছে এসব?

ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন সুজান কম্বলের নিচ থেকে হাত বের করে আনল। জানালার দিকে হাত বাড়াতেই ওর চামড়ার ঔজ্জ্বল্য গায়েব হয়ে গেল হঠাৎ। সূর্যের আলোতে কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে নাকি?

কৌতূহল নিয়ে ওর কাছে এগিয়ে গেল লিসা। সূর্যের আলো পড়তে থাকা অংশের ওপর হাত রাখতেই চিৎকার করে পেছনে সরে গেল সে। ঠিক যেন গরম ইস্ত্রিতে হাত দেয়ার অনুভূতি। ফোসকা পড়ে গিয়েছে।

আগেরবার সূর্যের আলো চোখে পড়ামাত্র ছটফট করে উঠেছিল সুজান। কথাটা লিসার মাথায় এলো। সায়ানোব্যাকটেরিয়ার একটা বিশেষ প্রবণতার কথা মনে পড়ে গেল ওর। আধুনিক উদ্ভিদের অগ্রজ হিসেবে, এই ব্যাকটেরিয়ার দেহে এক ধরনের অপূর্ণাঙ্গ ক্লোরোপ্লাস্ট আছে। সূর্যের আলোকে শক্তিতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এই ক্লোরোপ্লাস্ট। তাই, আলোর দেখা পাওয়া মাত্র সায়ানোব্যাকটেরিয়া শক্তি সঞ্চয় করে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল হয়তো।

কিন্তু কেন?

মেঝের নেভিগেশন চার্টের দিকে তাকাল লিসা। আগেরবার সুজান অস্থির হয়ে ওঠার সময়, এই মানচিত্রের একটা বিন্দুর ওপর হাত রেখেছিল-*অ্যাংকর*।

ব্যাপারটাকে নিছক কাকতালীয় ভেবে উড়িয়ে দেয়ার অনেক চেষ্টা করেছে ও। কিন্তু এখন কিছুটা সন্দেহ হয়ে শুরু করেছে। সার্জিক্যাল টেবিলে আটকে থাকার সময় আড়ি

পেতে দেবেশের কিছু কথা শুনতে পেরেছিল। আরবিতে কার সঙ্গে যেন ফোনে কথা বলছিল দেবেশ। শুধু একটা শব্দই বোধগম্য হয়েছিল ওর কাছে।

একটা নাম... অ্যাংকর।

ঘটনাটা আসলে কোন দিকে এগোচ্ছে? কী জানে সুজান?

এসব উত্তর খুঁজে পাওয়ার একটাই রাস্তা আছে এখন। কম্বলের ওপর থেকে সুজানের কাঁধে হাত রেখে উইন্ডশিল্ডের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে শুরু করল লিসা। সরাসরি সূর্যের আলো পড়ছে ওখানটায়।

মুখে সূর্যের আলো পড়তেই কেঁপে উঠল ডঃ টিউনিস। চোখ খুলে সরাসরি আলোর দিকে তাকাল। এত বেশি আলোতে সাধারণত মানুষের পিউপিল্ কুঁচকে যায়। কিন্তু সুজানের ক্ষেত্রে উল্টো হলো, আরও বেশি আলো ঢুকতে শুরু করেছে চোখে! ওর চোখের রেটিনায় লুকিয়ে থাকা ব্যাকটেরিয়ার কথা মনে পড়ল লিসার।

"লিসা.." দুর্বল কণ্ঠে ডাকল সুজান।

"এখানেই আছি।"

"আমাকে... ওখানে নিয়ে যেতে হবে...দেরি হয়ে যাবার আগেই।"

"কোথায়?" উত্তরটা জানা ছিল লিসার।

"অ্যাংকর।"

"আর সময় নেই," সুজান অস্ফুট স্বরে বলল। ওর চোখে আতঙ্কের ছাপ দেখা দিয়েছে। লিসা জানে, নিজের শরীরের এই আকস্মিক পরিবর্তনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে মেয়েটা। সত্যটা জানা থাকলেও, এখন আর কিছু করার নেই।

ওকে সূর্যের আলো থেকে সরিয়ে নিল ডঃ কামিংস।

"আমি নিরাময়ের উপায় নই। জানি, তোমরা সবাই কী ভাবছ। কিন্তু আমি তা নই.. অন্তত এখন পর্যন্ত নই।"

লিসা ভ্রূকুটি করল। "কী বোঝাতে চাচ্ছ?"

"আমার ওখানে যেতে হবেই...এক অজানা আকর্ষণ অনুভব করছি। মাটির গভীরে প্রোথিত কিছু একটার স্মৃতি আমাকে তাড়া করে ফিরছে। কিন্তু কী জিনিস সেটা মনে পড়ছে না। আমার ধারণা সঠিক, তাও জানি। তবে কোনও কিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারছি না," একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে আবার বলতে শুরু করল সুজান। "আমাকে তাড়াতাড়ি ওখানে নিয়ে চলো। আর তা না হলে বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যাবে পৃথিবী।"

দরজায় নকের শব্দ শুনে লিসার মনোযোগ ঘুরে গেল। রাইডার ফিরে এসেছে। মুখে এক চিলতে হাসি।

"একটা স্যাট ফোন খুঁজে পেয়েছি। এক দাগ মাত্র চার্জ আছে। কিন্তু বালের জিনিসটার পেছনে যে পরিমাণ খরচ করতে হয়েছে, তা দিয়ে সিডনি হারবারে ছোটখাটো একটা বীচ হাউজ কেনা যায়।"

চাউস আকারের যন্ত্রটা হাতে নিল লিসা। রাইডার পাইলটের সাইট ফিরে যাবার, সামনের দিকে পা বাড়াল ও।

"পর্বত থেকে দূরে এগোতে শুরু করলে, স্যাটেলাইট সিগন্যাল জোরদার হতে শুরু করবে," রাইডার বলল। ইঞ্জিন চালু করে দিয়ে রকি হাইটসের ওপর থেকে সবাইকে নিয়ে উড়তে শুরু করল সে।

তখনই, সুজানের কথার সঙ্গে একটা সম্পর্ক খুঁজে পেল লিসা।

আমি কিন্তু নিরাময়ের উপায় নই...অন্তত এখন পর্যন্ত নই।

দু'টো বিষয় যেন একই সূত্রে গাঁথা।

নেভিগেশনাল চার্টটাকে সামনে মেলে ধরল রাইডার। "এখান থেকে চারশো পঞ্চাশ মাইল উত্তরে অ্যাংকর। দেড় ঘণ্টার ভেতর পৌঁছানো যাবে আশা করছি।"

স্যাট- ফোনটা তুলে নিল লিসা...একজনকে কথাগুলো বুঝিয়ে বলতে হবে।

রাত ৮:৪৪
ওয়াশিংটন ডিসি

"লিসা?" ফোনের রিসিভার ধরে চিৎকার করে উঠলেন পেইন্টার। "তুমি ঠিক আছ?"

"হ্যাঁ...আপাতত তাই ধরে নাও। আমার হাতে বেশি সময় নেই, পেইন্টার। ফোনে বেশি চার্জ নেই।"

মেয়েটার কণ্ঠে আতঙ্কের ছাপ খুঁজে পেলেন ডিরেক্টর। নিজেকে যথাসম্ভব সামলে নিয়ে বললেন, "বলে যাও।"

এখন পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সব ঘটনা খুব দ্রুত বর্ণনা করে যায় লিসা। রোগের বিবরণ, নরভক্ষণ প্রথা, উন্মত্ততা–সবকিছু। পেইন্টার কিছু প্রশ্ন করলেন। খসখস করে কাগজে লিখে যেতে লাগলেন। শন ম্যাকনাইটকে ফ্যাক্স করে পাঠাতে হবে তথ্যগুলো। অস্ট্রেলীয় কমান্ডোবাহিনীর একটা দল ইতিমধ্যে ডারউইনে অবস্থান নিয়েছে, একদম প্রস্তুত। পেইন্টার ফোন রাখার আগেই তারা আকাশপথে রওয়ানা হয়ে যাবে। তবে বিপদ শুধু ছিনতাইকৃত ক্রুজশিপের মাঝে সীমাবদ্ধ নেই আর।

"জুডাস স্ট্রেইন?" লিসা জিজ্ঞেস করল। "রোগ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে নাকি চারদিকে?"

পেইন্টারের কাছে কোনও ভালো খবর ছিল না। কিছুক্ষণ আগে তিনি খবর পেয়েছেন, সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করছে এই মহামারী। পার্থ, লন্ডন, বোম্বেসহ আরও কিছু জায়গা থেকে রিপোর্ট এসেছে। আরও আসবে।

"ওই মহিলাকে আমাদের দরকার," পেইন্টার বললেন। "জেনিংসের ধারণা, রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া এমন একজনের মাঝেই নিরাময়ের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে।"

লিসা সায় দিল, "সে চাবিকাঠি হতে পারে, তবে নিরাময়ের উপায় নয়...অন্তত এখন পর্যন্ত নয়।"

"কী বলছ এসব?" লিসাকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুনলেন তিনি।

"কিছু একটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। এমন কিছু একটা, যার মূল ক্যাম্বোডিয়ার এক অঞ্চলে প্রোথিত।"

"অ্যাংকরের কথা বলছ নাকি?" সোজা হয়ে বসলেন ডিরেক্টর।
কিছুক্ষণের জন্য কথা বলা থেকে বিরতি নিল লিসা। "হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কিভাবে....?"
পেইন্টার ওকে সবকিছু খুলে বললেন। কীভাবে গিল্ড ইতিহাসের পথ অনুসরণ করে এগোতে শুরু করেছিল, আর কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে সেই অনুসন্ধান।
"গ্রে কি সেখানে পৌঁছে গিয়েছে?" লিসা জিজ্ঞেস করল।
পেইন্টার শুনতে পেলেন অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে কী যেন বলে চলেছে লিসা। "ওখানে যাওয়াটা একদম উচিত হবে না ওদের।"–যেন কাউকে উদ্ধৃত করছে। "পেইন্টার, গ্রে-কে থামানোর কোনও উপায় নেই?"
"কেন?"
"আমি জানি না," লিসার গলা ভেঙে ভেঙে আসতে লাগল। ফোনের চার্জ একদম ফুরিয়ে এসেছে। "ব্যাকটেরিয়াগুলো সুজানের মস্তিষ্কে কিছু একটা করছে। শক্তিশালী হয়ে উঠছে সূর্যরশ্মিকে ব্যবহার করে। অ্যাংকরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে মেয়েটা।"
পেইন্টার ব্যাপারটাকে মিলাতে পারলেন। "কাঁকড়াদের মতো।"
"কী?"
ক্রিসমাস আইল্যান্ডের কাঁকড়াদের কাহিনী খুলে বললেন পেইন্টার।
লিসা বুঝতে পারল। "সুজানের সাথে একই ঘটনা ঘটেছে বোধহয়। রাসায়নিকভাবে সৃষ্ট কোনও উদ্দীপনা!"
"যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে ও সম্ভবত এমনিতেই ওখানে যেতে চাইছে। এর পেছনে অন্য কোনও কারণ নেই। তোমাদের ওখানে যাওয়ার দরকার নেই। পরিস্থিতি শান্ত হোক আগে, গ্রে একাই সামলে নিতে পারবে।"
লিসা কথাটা মানতে পারল না, "কাঁকড়াদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা জৈবিক তাড়না বলে উড়িয়ে দেয়া যায়। এসব তুচ্ছ প্রাণীদের শুধু অপূর্ণাঙ্গ..."
কথা থেমে গেল। পেইন্টার ভয় পেলেন, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বোধহয়, "লিসা?"
তখনই ওপাশ থেকে আবার কথা শোনা যেতে লাগল।
"সুজানের কথা ঠিক হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে," বিড়বিড় করল ডঃ কামিংস। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, "ওকে অ্যাংকরে নিয়ে যেতে হবে।"
পেইন্টার দ্রুত কথা বলতে লাগলেন। যেকোনও মুহূর্তে লাইন কেটে যাবে এখন। তিনি চাচ্ছেন, লিসা নিরাপদে থাকুক, "তাহলে ধ্বংসাবশেষের কাছে লেকের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গিয়ে নামছ তোমরা, টোনলে স্যাপ লেক। ওদিকে একটা গ্রাম আছে। একটা ফোন খুঁজে নিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করবে। আর সাবধানে থাকবে। আমি ওখানে একটা কমান্ডো টিম পাঠিয়ে দিয়েছি," একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলেন। "লিসা, শেষপর্যন্ত কী বুঝতে পারলে?"
কথা কেটে কেটে আসছে, "ঠিক জানি না.. যকৃতের কৃমি... ভাইরাসটা নিশ্চয়..."
তারপর আর কোনও সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে গেল। পেইন্টার আরও কয়েকবার ওকে খোঁজার চেষ্টা করলেন। কেউ সাড়া দিল না আর।

দরজায় টোকা দিচ্ছে কে যেন। সেদিকে ঘুরে গেলেন তিনি।

ক্যাট ভেতরে এসে ঢুকল। ওর মুখ লাল হয়ে আছে। "আমি শুনেছি! ডঃ কামিংস এর সাথে আপনার কথা হয়েছে? আসলেই?"

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল পেইন্টারের। শুরুতেই লিসা তাকে মঙ্কের দুঃসংবাদটা দিয়েছে।

পেইন্টার নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে মঙ্কের স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে, এই নির্মম বাস্তবকে কিছুতেই ধারণ করতে পারছেন না তিনি।

নিঃশব্দে টেবিলের দিকে পা বাড়ালেন।

তার মুখ দেখেই যা বোঝার তা বুঝে নিল ক্যাট, এক পা পিছিয়ে গেল।

"না..." একটা চেয়ারের হাতল ধরে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সেটা ওকে ধরে রাখতে পারল না। হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসে পড়ল মঙ্কের স্ত্রী। দুই হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে উঠল। "নাআআআ...."

পেইন্টার ওর কাছে গিয়ে বসলেন। ওকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা জানা নেই তার।

ক্যাটকে কাছে টেনে নিলেন তিনি। এই পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে আরও কত জনকে প্রাণ হারাতে হবে কে জানে!

সকাল ৮:৫৫

নিরাপদ কোনও অবস্থান খুঁজে পাচ্ছেন না তারা।

ওপরের তলায় ওঠার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন হ্যারিয়েট। শিকারী কুকুরকে ধোঁকা দেয়ার ব্যবস্থা করতে গিয়েছেন জ্যাক। হ্যারিয়েট তার শার্ট ছিঁড়ে ছোট ছোট টুকরা বানিয়ে দিয়েছিলেন, যেগুলো নিচের দুই তলার কয়েকটা জায়গায় ফেলে আসা হয়েছে। কুকুরগুলো এসব খুঁজে পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। জ্যাক সারাজীবনই শিকার করে এসেছেন, হাঁস, কোয়েল, হরিণ—অনেক কিছু শিকারের অভিজ্ঞতা আছে। কুকুরের মতিগতি ভালোই বোঝেন।

আর তাছাড়া, গার্ডের থেকে কেড়ে নেয়া পিস্তলটায় এখনও তিন রাউন্ড গুলি ভরা আছে। নিচ থেকে কুকুরের গর্জন শোনা যাচ্ছে। অ্যানিশেন ক্রমান্বয়ে সব তলায় খুঁজে খুঁজে দেখতে শুরু করেছে। সে জানে, ওরা ওপরে উঠে এসেছেন।

বাইরে বেরোনোর সব রাস্তায় পাহারা বসানো হয়েছে। হুট করে দৌড়ে পালানোর মত কোনও বিল্ডিংও নেই আশেপাশে। পুরো জায়গাটাকে পরিত্যক্ত বলে মনে হয়েছে। তাদের ডাক শুনে এগিয়ে আসার মতো কেউ নেই। দেয়ালে ঝুলানো ধুলা জমা কয়েকটা টেলিফোন থেকে ফোন করার চেষ্টা করে কোনও লাভ হয়নি, সবগুলো ফোন নষ্ট। যাওয়ার কোনও জায়গা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত এখানে উঠে আসতে হয়েছে। এর ওপরে মাত্র আর এক তলা রয়েছে। আর ছাদ।

হ্যারিয়েটের কানে ধস্তাধস্তির আওয়াজ এলো। জ্যাক চলে এসেছেন। হাতে পিস্তল ধরে রাখা। "তুমি এখনও কী করছ এখানে?" তিনি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন। ঘেমে ভিজে গিয়েছে পুরো শরীর। "আমি তোমাকে ওপরে উঠে যেতে বলেছিলাম, হ্যারিয়েট।"

"তোমাকে ছাড়া যাব না।"

স্ত্রীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন জ্যাক। "তাহলে, চলো যাই।"

পেছনদিকের সরু সিঁড়িপথ ধরে ওপর তলার দিকে পা বাড়াল তারা। সিঁড়ির গোঁড়ায় একটা বড়সড় ডাস্টবিন রাখা। এর ফলে আরও নিচের তলা কেউ ওপরে উঠতে পারবে না।

একটা কর্কশ চিৎকার তাদের সেই ধারণায় আঘাত হানলো। নিচ থেকে কিছু একটায় ধাক্কা দেয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। দু'জনই ভয়ে জমে গেলেন।

"কী শুঁকছ ওখানে?" আদুরে গলায় কুকুরকে বলল একজন। পায়ের শব্দ শোনা গেল নিচের সিঁড়িতে। টর্চলাইটের আলো ঝলসে উঠল হঠাৎ।

দেয়াল ঘেষে দাঁড়ালেন স্বামী-স্ত্রী।

"তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে যাও। ওদিক দিয়ে " বলল সেই একই গলা

নিচ থেকে আর খেঁকখেঁকানির আওয়াজ আসছে না। তবে এখন টালির মেঝেতে ধারালো নখ আঁচড়ানোর ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কুকুরগুলোকে ওপরের তলায় পাঠাচ্ছে ওরা।

জ্যাক আর হ্যারিয়েট ওপরে উঠে আসতেই পেছন থেকে ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনতে পেলেন। "দৌড়াও হ্যারিয়েট," জ্যাক চিৎকার করে উঠলেন।

তিনি দৌড়িয়ে সামনের দিকে যেতে লাগলেন। একদম ওপরের তলার দরজা আর মাত্র কয়েক ধাপ দূরে। এমন সময়, অন্ধকারে ঠিকমতো পা ফেলতে না পেরে হঠাৎ করে পিছলে পড়লেন জ্যাক। পিস্তলটা তার হাত থেকে ছিটকে গিয়ে হ্যারিয়েটের পায়ের কাছে এসে থামল। তুলে নিলেন সেটা। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই, সিঁড়িঘরের দরজার ছোট্ট জানালার দিকে চোখ আটকে গেল তার।

দরজার ওপাশে সবচেয়ে ওপরের তলায় ফ্ল্যাশ লাইটের আলোর নাচন দেখা যাচ্ছে। অ্যানিশেনের গলা শোনা গেল, "আমরা এখান থেকে খোঁজা শুরু করব। তারপর এক তলা এক তলা করে নিচে নামতে থাকব। যাবে কোথায় ওরা?"

হ্যারিয়েট উল্টো ঘুরলেন। জ্যাক সিঁড়ির ধাপ হাতড়ানোর চেষ্টা করছেন। তার পেছনে, আরও নিচের ধাপে একটা কালো ছায়া পড়ল। সাথে কেমন যেন একটা হিংস্র ঘড়ঘড় শব্দ।

হ্যারিয়েট পিস্তল উঁচিয়ে ধরলেন। গুলি করলে আওয়াজটা অ্যানিশেনের কানে যাবে। তাদের অবস্থান বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি হবে না।

ভাবতে ভাবতে অনেক দেরি করে ফেললেন তিনি। হিংস্রভাবে খেঁকিয়ে উঠে বিশালদেহী এক কুকুর তার স্বামীর দিকে লাফিয়ে পড়ল।

সকাল ৭:৫৮
অ্যাংকর খোম

কেন্দ্রীয় বেদীর চারপাশে ঘুরছে গ্রে। শেইচান এক পা সামনে এগোলো।

বেয়ন মন্দিরের তৃতীয় তলায় অবস্থির কেন্দ্রীয় প্রার্থনাস্থল খুঁজে বের করতে প্রায় বিশ মিনিটের বেশি সময় লেগেছে। দশ একরের এই জায়গা জুড়ে গোলকধাঁধার মতো ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গ্যালারি, উঠান আর অন্ধগলি।

জায়গামতো পৌঁছানোর পর, নিজেদের ধুলামাখা ঘর্মাক্ত অবস্থায় আবিষ্কার করল সবাই। আবহাওয়া উষ্ণ হতে শুরু করেছে।

"এখানে কিছুই নেই," নাসের তিক্তকণ্ঠে বলল।

শেইচান এধরনের ভাবভঙ্গির সাথে পরিচিত। খুব তাড়াতাড়িই ধৈর্য হারিয়ে ফেলবে লোকটা। কাজ না এগোলে হয়তো ঘণ্টাখানেকের মাথায় আবারও গ্রে'র বাবা মাকে মেরে ফেলার আদেশ দিয়ে বসবে। তারপর ওদেরকে শেষ করে দিয়ে বেরিয়ে যাবে এখান থেকে।

এদিকে বেদীটাকে তৃতীয়বারের মতো প্রদক্ষিণ করতে শুরু করেছে গ্রে। সারা শরীরে ধুলো ময়লা। কালো চুলগুলো কপালের সাথে লেপটে আছে। শার্টের কলারে জমাটবাঁধা রক্ত, কিছুক্ষণ আগে নাসেরের লোকদের একজন পিস্তল দিয়ে ওর কানের পেছনে আঘাত করেছিল। শেইচানের দিকে এখনও তাকাচ্ছে না।

খুব রাগ হলো ওর। রাগের চেয়ে যেন দুঃখ পেয়েছে বেশি। আর এই অনুভূতিটাকেই সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে শেইচান। আবারও নিজের শীতল বৈরাগ্যের রূপ ফিরে পেতে চায় ও। যে বৈরাগ্য ওকে কার্যসিদ্ধির জন্য নাসেরের সাথে শুতেও বাধা দেয়নি।

গার্ডদের দিকে মনোযোগ দিল শেইচান। বেশিরভাগই এখানকার স্থানীয়, প্রাক্তন খোমের রুজের সৈন্য। একনায়ক পল পটের পতনের পর তারা গিল্ডে যোগদান করে। বের হবার সব পথে পাহারা বসিয়েছে এই গার্ডের দল। সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আরও অনেকে, যাতে করে পর্যটকের দল গ্রেদের ঘাঁটানোর সাহস না পায়।

"আমি এই জায়গা সম্পর্কে কিছুটা পড়াশুনা করেছিলাম। এককালে এখানে একটা বিশাল আকৃতির বুদ্ধমূর্তি ছিল," মনসিনর ঘোষণা করলেন। বেদীর দু'টো আয়তাকার পাথরের স্ল্যাবের দিকে হাত তুলে দেখালেন। "মন্দিরটা হিন্দুদের দখলে যাওয়ার পর, বুদ্ধমূর্তিকে এখান থেকে উঠিয়ে কুয়ার ভেতর নিক্ষেপ করা হয়। এখানে আসার পথে কুয়োটা আমার চোখে পড়েছে।"

পাথরের এই ঘরের সাজসজ্জার একটা বড় অংশ দখল করে আছে চারটা বোধিস্বত্ত্বা লোকেশ্বরের মুখ। চারদিক থেকে তারা তাকিয়ে আছে এই বেদীর দিকে। একসময় যেখানে বুদ্ধমূর্তিটা ছিল। বেদী থেকে চল্লিশ মিটার উঁচুতে উঠে গিয়েছে বেয়নের কেন্দ্রীয় ভবন।

"এটাই সেই জায়গা," গ্রে বলল। "নিচ দিয়ে একটা রাস্তা নেমে যাওয়ার কথা।"

"কোথায় নেমে যাওয়ার কথা?" নাসের জিজ্ঞেস করল।

মনসিনরের দিকে তাকাল গ্রে। "ভিগর বলেছিলেন, এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর মাটির অনেক গভীরে প্রোথিত। সেই ঘরগুলোতে যাবার রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। আমার ধারণা, বেদীর নিচে খোঁজাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।"

ভিগর পাশে এসে দাঁড়ালেন। "তোমার কাছে কেন এটাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলো?"

"একঘণ্টা ফুরোতে কিন্তু বেশি দেরি নেই," ঘড়িতে টোকা দিল নাসের। "টিক টক, কমান্ডার।"

গ্রে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "একটু আগে আমরা যে ব্যাস রিলিফটা দেখেছি, তার খুঁটিনাটি প্রত্যেকটা অংশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থ রয়েছে। সাপ, ফেনিল সাগর, বিষ, পৃথিবীর জন্য হুমকির স্বরূপ, জ্বলজ্বল করা রক্ষাকর্তা। তবে একটা জিনিস একদমই বেখাপ্পা, অন্য কিছুর সাথে মেলানো যায় না।"

"কী সেটা?" নাসের জিজ্ঞেস করল।

একটু থামল গ্রে। বেদীর দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলল, "কচ্ছপ।"

ভিগর থুতনি চুলকালেন, "কচ্ছপ এখানে মুক্তিদাতা বিষ্ণুদেবের অবতার হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। কচ্ছপের রূপ ধারণ করে তিনি মেরু পর্বতকে নিজের পিঠে তুলে নিয়েছেন। যাতে করে সেটা ডুবে না যায়।

গ্রে মাথা নাড়ল, "ব্যাস রিলিফে কচ্ছপের ছবিটা পর্বতের নিচে খোদাই করা। কিন্তু এত কিছু থাকতে কচ্ছপ কেন?" ঝুঁকে গিয়ে বেদীর ধুলার ওপর আঁকতে শুরু করল ও।

নিচের অংশে টোকা দিয়ে বলল। "কিসের মতো লাগছে জিনিসটাকে?"

ভিগর সামনে ঝুঁকলেন। "একটা গুহা। পর্বতের নিচে লুকানো।"

ওপরের দিকে তাকাল গ্রে। "আর পর্বতের মাধ্যমে এই ভবনকে উপস্থাপন করা হয়েছে।"

"তুমি ভাবছ এই ভবনের নিচে একটা গুহা আছে? ভিত্তিপ্রস্তরের প্রোথিত অংশেরও গভীরে?" শেইচান এগিয়ে এলো।

গ্রে সায় দিল। "সেটা খুঁজে পেতে হলে আমাদের নিচে নামার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর খুঁজে বের করতে হবে গুহার দিকে যাওয়ার রাস্তা।"

নাসের চোখ রাঙাল। "কিন্তু কী এমন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে সেই গুহায়?"

"জুডাস স্ট্রেইনের উৎস থাকতে পারে," ভিগার উত্তর দিলেন। "সম্ভবত মন্দির খোঁড়ার সময়, তারা এই গুহাটা খুঁজে পায়। আবার মুক্ত করে দেয় সেখানে লুকিয়ে রাখা জিনিসটাকে।"

গ্রে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। "জনবসতিহীন কোনও এলাকায় মানুষ পা রাখার পর, সেখান থেকে অসুখ ছড়িয়ে পড়ার অনেক নজির আছে পৃথিবীতে। ইয়েলো ফিভার, ম্যালেরিয়া, স্লিপিং সিকনেস ইত্যাদি ইত্যাদি। এইডস ছড়িয়ে পড়ার ইতিহাসটাও কিন্তু এমনই। আফ্রিকার এক দুর্গম অঞ্চলে রাস্তা বানানোর কাজ চলছিল। সেখান থেকেই ছড়ায় বানরের শরীরে লুকিয়ে থাকা এই এইচআইভি ভাইরাস ছড়ায়।"

শেইচান আঁচ করতে পারে, গ্রে কিছু একটা লুকাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে আঁকা ছবিটার দিকে ভালো করে তাকাল সে। পর্বতটা হচ্ছে ভবন, আর নিচের খোলকটা গুহা। আর কী আছে এখানে?

হঠাৎ জিনিসটা ধরতে পারল।

কচ্ছপটা নিজে... অবশ্যই...

গ্রে'র চোখে চোখ রাখল শেইচান।

কমান্ডার পিয়ার্স আঁচ করতে পারল, না বলা কথাটা বুঝে গিয়েছে ও। মুখ ফসকে কিছু বলে না ফেললেই হয় এখন।

"নিচে যাওয়ার একটা রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে।" নাসের নাকি সুরে বলল পেছন থেকে।

গ্রে ভ্রূ কোঁচকালো, "আশা করি, কোনও গোপন রাস্তার হদিশ মিলবে।"

"ব্যাপার না। লাগলে প্রবেশদ্বার উড়িয়ে দেয়া হবে।"

"আমার মনে হয় না, সেটা বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে," ভিগার বিরক্ত হলেন। "আসলেই যদি সেখানে জুডাস স্ট্রেইনের উৎস থেকে থাকে, তাহলে জায়গাটা মারাত্মক বিষাক্ত হবার কথা।"

নাসের কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না, "তাহলে, আপনারা আগে নামছেন।"

শেইচান আবারও গ্রে'র দিকে তাকাল। ও কোনও আপত্তি করছে না। ওরা দু'জনই বুঝতে পেরেছে, গুহার ভেতর জুডাস স্ট্রেইনের উৎসের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা আছে।

কচ্ছপের খোলকটা হয়তো গুহাকে নির্দেশ করে, কিন্তু কচ্ছপটা নিজে উপস্থাপন করছে বিষ্ণুদেবকে। নিচে সম্ভবত আরও কিছু একটা অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।

গ্রে নাসেরের দিকে এগোলো। "আমার মায়ের জন্য আরেক ঘণ্টা পাওয়া যাচ্ছে তো, নাকি?"

নাসের সায় দেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। ফোন হাতে নিয়ে পা ফেলল সামনের দিকে।

"তাড়াতাড়ি ফোন করা উচিত," ফোন খুলতে খুলতে বলল ও। "এই মাত্র আগের এক ঘণ্টা শেষ হয়েছে। অ্যানিশেনের আবার ধৈর্য কম। কখন কী করে বসে, কে জানে!"

রাত ৯:২০
ওয়াশিংটন. ডিসি

হ্যারিয়েট যেন নড়তে ভুলে গেছেন।

কুকুরটা জ্যাকের দিকে লাফ দিয়ে পড়েছে। অন্ধকার সিঁড়িতে ওটার জাত চেনা অসম্ভব। তবে বিশাল আকৃতির পেশিবহুল গঠনটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। জ্যাক পিঠের ওপর ভর দিয়ে দ্রুত গড়িয়ে সরে গেলেন। কিন্তু এই হিংস্র প্রাণীকে হার মানাতে পারলেন না। রক্ত হিম করা গর্জন করে, তার গোড়ালি কামড়ে ধরল কুকুরটা। আরেক পা দিয়ে সজোরে লাথি মেরে কুকুরটাকে কাবু করার চেষ্টা করলেন তিনি। একদম বুক বরাবর গিয়ে লাগল।

সিঁড়ি থেকে ছিটকে পড়ে গেল ভয়ঙ্করদর্শন প্রাণীটা। মুখে এখনও জ্যাকের কৃত্রিম পা আটকে আছে। সময়মতো বাঁধন খুলে ফেলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন তিনি। হ্যারিয়েট জ্যাককে উঠতে সাহায্য করলেন।

নিচে, কুকুরটা জ্যাকের কৃত্রিম পা নিয়ে কামড়াতে শুরু করেছে। তার স্বামীর শরীরের গন্ধ মিছে আছে সেটায়। হ্যারিয়েট জ্যাককে টেনে নিয়ে সিঁড়ির পরবর্তী ধাপের দিকে এগোতে শুরু করলেন। ওপরে উঠে যাওয়ার সময় বন্ধ দরজাটার দিকে আবার চোখ পড়ল। ভেতরে এখনও আলোর অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে যাওয়ার জায়গা আর মাত্র একটাই জায়গা আছে।

ছাদ।

হ্যারিয়েটের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন জ্যাক। ছাদের দরজার দিকে এগোতে শুরু করলেন দু'জন। শেকল আটকানো দরজা। অবশ্য তাতে খুব বেশি ঝামেলা হয়নি। কেউ একজন শাবল দিয়ে ইস্পাতের দরজার নিচের অংশটা বাকিয়ে রেখেছিল। বাঁকানো অংশটার নিচ দিয়ে যে কেউ অনায়াসে পিছলে বেরিয়ে যেতে পারবে।

ছাদে চলে আসার পর জ্যাক পরিত্যক্ত একগুচ্ছ পাইপ এনে দরজার সামনে জড়ো করে রাখল। এই জিনিস হয়তো বেশিক্ষণ কাজে দেবে না। তবে সেটা নিয়ে ভাবার কোনও প্রয়োজন নেই। ছাদে ওঠার জন্য আরও আধ ডজন রাস্তা আছে। সবগুলো আটকে রাখা তো আর সম্ভব নয়!

"এই দিকে," জ্যাক দেখালেন। পুরো ছাদে চক্কর মেরে তিনি একটা পুরনো হিটিং অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিট খুঁজে পেয়েছেন। অর্ধেকটার ভেতর কোনও যন্ত্রপাতি নেই। দু'জন মানুষ লুকানোর জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে ভেতরে।

তবে খুব বেশি আশা করা উচিত হবে না হয়তো। কুকুরগুলো গন্ধ শুঁকে শুঁকে খুব সহজেই বের করে ফেলবে তাদের।

যন্ত্রটার টারপেপার রুফের নিচে গুটিসুঁটি মেরে বসে পড়লেন দু'জন। মাথার ওপর নাম না জানা অসংখ্য তারা মিটমিট করে জ্বলছে। চাঁদের অসহ্য সুন্দর রূপালি আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে চারপাশ। মাথার ওপর দিয়ে একটা প্লেন উড়ে গেল।

হ্যারিয়েটকে কাছে টেনে নিলেন তার স্বামী। এক হাতে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

"আমি তোমাকে ভালবাসি।"

জ্যাক সচরাচর এমন কথা বলেন না। হ্যারিয়েটের অবশ্য এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। তার মুখে কথাটা ধ্রুব সত্যের মতো শোনাল। যেমন করে বলা হয়, পৃথিবী গোল। নতুন করে কিছু প্রমাণ করার নেই, সবাই এমনিতেই জানে।

হ্যারিয়েট স্বামীর বুকে মাথা রাখলেন। "আমিও তোমাকে ভালবাসি, জ্যাক।"

তিনি জানেন না, তাদের হাতে আর কতটুকু সময় আছে। একসময় নিচে খুঁজে দেখা বন্ধ হয়ে আসবে। অ্যানিশেনের মনোযোগ ছাদের দিকে ঘুরে যাবে।

নিঃশব্দে অপেক্ষা করে যাচ্ছেন দু'জন। পুরো জীবনটা একসাথে কাটিয়ে দিয়েছেন। সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় সবকিছু একসাথে ভাগ করে নিয়েছেন। কোনও কথা না বলেও তারা জানতেন, কি হতে যাচ্ছে। আঙুলের সাথে আঙুল ছুঁইয়ে বসে আসেন এখন। একে ওপরকে বিদায় জানাচ্ছেন তারা।

১৭

হোয়্যার অ্যাঞ্জেলস ফিয়ার টু ট্রেড

৭ জুলাই, সকাল ৯:৫৫

অ্যাংকর থোম, ক্যাম্বোডিয়া

গুহাসদৃশ প্রকোষ্ঠের ইটের দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসলো গ্রে।

সরু প্রবেশপথের বাইরে, ছয়জন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। সামনের কয়েকজন অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রস্তুত। নাসের ওদেরকে পাহারায় নিযুক্ত করে রেখে বিস্ফোরক এর তত্ত্বাবধানে গিয়েছে, পাথুরে বেদিটা বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে উড়িয়ে দিতে চায়। গ্রে ওর হাতঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালে সময় দেখল।

এখানে আসার পর প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেছে।

যন্ত্রপাতি নিয়ে আসতে দেরি হওয়া ছাড়াও অন্য কিছু একটা নিয়ে নাসের বিচলিত হয়ে পড়েছিল। কানে ফোন লাগিয়ে কী যেন বকবক করেছে অনেকক্ষণ ধরে। একটা ক্রুজ শিপের কথা কানে এসেছিল গ্রে'র। গিল্ডের বিজ্ঞানীদের কাজ সংশ্লিষ্ট কোনওকিছুতে একটা ঝামেলা হয়েছে সম্ভবত। পেইন্টার অনুমান করেছিলেন ছিনতাই হওয়া জাহাজ আর লিসা এবং মঙ্কের নিখোঁজ হওয়ার মধ্যে যোগসূত্র আছে।

একটা না একটা ঝামেলা তো হয়েছেই!

কিন্তু গ্রে'র বন্ধুদের ভাগ্যে কি ঘটেছে কে জানে? এই ঘটনা কি ওদের জন্য শাপে বর হবে নাকি দুর্ভাগ্য বয়ে আনবে?

সোজা হয়ে দাঁড়াল ও। তারপর সামনের দিকে পা বাড়াল। শেইচান ভিগরের পাশে একটা পাথরের বেঞ্চে বসে আছে। কোয়ালস্কি বাইরে উঁকি দেয়ার চেষ্টা করতেই এক প্রহরী ওর পেটের দিকে রাইফেল তাক করল। দেখেও না দেখার ভান করল সে। গ্রে কাছাকাছি আসার পর বলল, "আমি এই মাত্র একটা লোককে জ্যাকহ্যামার হাতে নিয়ে উঠে আসতে দেখেছি।"

"ওদের প্রস্তুতি প্রায় শেষের পথে," ভিগর বললেন। উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

"এত দেরি হচ্ছে কেন?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

শেইচান উত্তর দিল। এখনও বসে আছে সে। "ঘুষ দিতে গেলে একটু সময় তো লাগেই।"

গ্রে ওর দিকে চোখ ফেরাল।

"আমি একটু আগে চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ শুনেছিলাম," শেইচান ব্যাখ্যা করতে শুরু করে। "নাসেরের লোকজন ধ্বংসাবশেষ থেকে পর্যটকদের তাড়িয়ে দিচ্ছিল। গিল্ড মনে হয় নির্বিঘ্নে কাজ করার জন্য গোটা বেয়ন মন্দির ভাড়া নেয়ার বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। এমনিতেই দরিদ্র এলাকা। স্থানীয় পুলিশের নজর অন্যদিকে ফেরাতে খুব বেশি খরচ করতে হবে না।"

এই বিষয়টা অবশ্য আগেভাগেই অনুমান করে ফেলেছিল গ্রে। প্রহরীরা অনেকক্ষণ যাবৎ ওদের অস্ত্র লুকানোর কোনও চেষ্টা করছে না। দরজার কাছাকাছি একটা স্তম্ভের গায়ে হেলান দিলেন ভিগার, "ঐতিহাসিক সূত্রগুলো খোঁজার জন্য আরও সময় নিচ্ছে ওরা। নাসের হয়তো গিল্ডকে রাজি করিয়ে ফেলেছে।"

গ্রে'র সন্দেহ হলো, এর চেয়েও বড় কোনও ব্যাপার আছে। ক্রুজ শিপ নিয়ে নাসেরের উৎকণ্ঠার কথা মনে পড়ল ওর। যদি কোনও কারণে বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলোকাজে না আসে, তাহলে ঐতিহাসিক সূত্রগুলোর মূল্য বেড়ে যাবে।

একটু পরেই নিশ্চয়তা পাওয়া গেল কথাটার। প্রহরীদের সারিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে এলো নাসের। আগের উত্তেজিত ভঙ্গি আর নেই। স্বভাবসুলভ ধূর্ততার পাশাপাশি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে এসেছে। "আমরা কাজ শুরু করে দিতে পারি। কিন্তু তার আগে...এক ঘণ্টার সীমা পার হয়ে গিয়েছে মনে হয়।"

গ্রের পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল।

ভিগার ওর হয়ে কথা বললেন, "আমাদেরকে এতক্ষণ বন্দী করে রেখেছ। তোমার আশাও করা উচিত না যে আমাদের আরও কিছু জানানোর থাকতে পারে।"

নাসের ভ্রূ নাচায়, "সেটা আমার চিন্তার বিষয় না। তাছাড়া অ্যানিশেনের ধৈর্য খুব কম। ওর বিনোদনের জন্য কিছু না কিছু তো প্রয়োজন।"

"প্লিজ।" নিজের অজান্তেই বলে ফেলে গ্রে।

পরিতৃপ্তির আমেজে নাসেরের চোখ চকচক করে ওঠে। গ্রে'র অসহায়ত্বকে বেশ উপভোগ করছে ও । "মুখ সামলাও, আমিন!" শেইচান পিছন থেকে চেঁচিয়ে ওঠে। "কিছু করতে চাইলে করে ফেলো!"

গ্রে'র মুঠি শক্ত হয়ে গেল। শেইচানক ঘুষি মারার প্রচন্ড ইচ্ছাটা জোর করে দমিয়ে রাখে। নাসেরের সামনে নিজেদের ভেতর মারপিট করা যাবে না।

"নাসের!" ও পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল। ওর গলা ভেঙে আসছে।

"গত এক ঘণ্টার হিসাব না হয় বাদ দিলাম," নাসের ঘুরে গিয়ে প্রহরীদের দিকে পা বাড়িয়েছে। "বেদিটা উড়িয়ে দেয়ার পর, তোমাদের কাছ থেকে আরও ভালো কোনও জবাব আশা করব। পছন্দ না হলে, তোমার মায়ের আঙুল দিয়ে আর মন ভরবে না আমার। কমান্ডার পিয়ার্স।"

নাসের এক হাত উঁচু করল। নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে প্রহরীরা ওদেরকে বন্ধপ্রকোষ্ঠ থেকে বের হওয়ার সুযোগ দিল। গ্রেকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার সময় ওর কাঁধের সাথে ধাক্কা খেল শেইচান। গলা খাদে নামিয়ে বলল, "ওকে বাজিয়ে দেখছিলাম।" কথাটা বলেই সামনে চলে গেল।

গ্রে হাঁটার গতি বাড়াল। শেইচানের পাশাপাশি চলে এলো এক মুহূর্তেই।

ওর দিকে না তাকিয়েই নিঃশ্বাস চেপে রেখে কথা বলতে শুরু করল শেইচান। "মিথ্যা হুমকি দিচ্ছে.. আমি হলফ করে বলতে পারি।"

রাগে ফেটে পড়ার দশা হলো কমান্ডার পিয়ার্সের। ওর বাবা-মার জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে মেয়েটা। শেইচান সম্ভবত ওর রাগান্বিত মনোভাব আন্দাজ

করতে পেরেছিল। নিজে থেকেই আবার নরম সুরে বলে উঠল সে, "এখন তোমার, নিজেকে একটা প্রশ্নটা করা উচিত, গ্রে। কেন? নাসের কেনো মিথ্যা হুমকি দিচ্ছে?"

এটা অবশ্য একটা ভালো প্রশ্ন।

নাসের তাদেরকে মূল প্রার্থনাকক্ষে নিয়ে গেল। ডেমোলিশন টিম জোরেসোরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বেলেপাথরের স্ল্যাবের ওপর গর্ত খোঁড়া হচ্ছে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার আর নানারকম যন্ত্রপাতি। চারদিকের বের হবার রাস্তায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর দল।

নাসের এক বামনসদৃশ লোকের সাথে কথা বলছে। বিভিন্ন সরঞ্জামে সজ্জিত একটা ভেস্ট পরিহিত, কুণ্ডলী পাকানো তার কাঁধ থেকে নেমে এসেছে। ডেমোলিশন টিমের দক্ষ কোনও কর্মী হবে হয়তো। লোকটা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

"আমরা প্রস্তুত," ঘোষণা করল নাসের।

পশ্চিম দিকের দরজা দিয়ে সবাইকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

ভিগর আবারও বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেন, "বিস্ফোরণের ফলে সবকিছু আমাদের মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়তে পারে।"

"সেটা আমাদের জানা আছে, মনসিনর," মুখের কাছে একটা রেডিও ধরে বলল নাসের। তারপরেই আদেশ দিয়ে দিল, "গো!"

এক মুহূর্ত পরের ঘটনা। বিস্ফোরণের শব্দে কানা তালা লেগে যাওয়ার দশা হলো সবার। আলোর প্রচণ্ড ঝলকানি দেখা গেল। একটা ঝাঁঝালো গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। ভিগর কাশতে লাগলেন। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল গ্রে।

"এসব কী?" কোয়ালস্কি অবজ্ঞার সুরে জিজ্ঞেস করল। মুখ কুঁচকিয়ে থুতু ফেলল এক কোণায়।

নাসের ওকে পাত্তা না দিয়ে সবাইকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলল। অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ঘন কুয়াশায় সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না। মূল প্রার্থনাকক্ষে ফিরে এলো সবাই। আরও প্রায় আধ মিনিট পর স্প্রে করা শেষ হলো। ঘরটা এখনও খানিকটা কুয়াশাবৃত হলেও সবকিছু চোখে পড়ছে ভালোভাবেই। চিমনি দিয়ে আসা সূর্যালোক পুরো ঘরকে আলোকিত করে তুলেছে।

নাসের তাদেরকে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। "নিউট্রালাইজিং বেস," মুখের ওপর থেকে ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল সে।

"কাকে নিউট্রালাইজ করা হচ্ছে?" গ্রে জানতে চাইল।

"এসিড। এরকম বিস্ফোরণের প্রক্রিয়ায় দাহ্য এসিডের সাথে আগ্নেয় আধানের সংযোগ ঘটানো হয়। আলোড়নের মাত্রা কম, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি।"

নাসেরের পিছু পিছু ভেতরের চেম্বারে প্রবেশ করল গ্রে। আশেপাশের দৃশ্য দেখে ওর মুখ হাঁ হয়ে গেল। সাদা রঙের পাউডারে সব দেয়াল ঢেকে গিয়েছে। পরিবর্তনটা বেশ নাটকীয়। চারটা বোধিসত্ত্বার মুখাবয়ব দেখে মনে হচ্ছে, জোর করে গলিয়ে ফেলা হয়েছে। যা একসময়ের প্রশান্তির মূর্তপ্রকাশ যেন হঠাৎ করে ধাতব জঞ্জালে পরিণত হয়েছে।

মাঝখানের পাথরের বেদীতে ফাটল ধরেছে। কোণার একটা অংশ উড়ে গিয়ে পড়েছে নিচের আরেকটা চেম্বারে। নিচে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা আছে তার মানে।

স্ল্যাবগুলোর বেশির ভাগই এখনও কিছুটা অক্ষত। ডেমোলিশন টিমের আরেক সদস্য স্লেজহ্যামার হাতে চেম্বারের ভেতর ঢুকল। তাকে সামনে এগিয়ে যেতে ইশারা করল নাসের। লোকটার পেছন পেছন আরেকজনকে দেখা গেল। একটা বড়সড় জ্যাকহামার টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যদি দরকার পড়ে আর কি!

স্লেজহ্যামার দিয়ে সজোরে মাঝখানের পাথরের ওপর আঘাত করল প্রথম লোকটা। পাথরে ঘষা খেয়ে হাতুড়ির মাথা থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে এলো। বেলে পাথরের প্রকাণ্ড অংশটা চোখের পলকে চৌচির হয়ে গেল।

মাটির গভীরে গর্তের ভেতর ছিটকে পড়ল পাথরের বেদীটা।

সকাল ১০:২০

সুজান চিৎকার করে উঠল। পিছনের সিটে বসে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে উঠল ওর শরীর।

কো-পাইলটের সিটে অস্বস্তি বোধ করছে লিসা। সি ডার্ট আকাশে বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে ল্যান্ডিং এর জন্য নিচে নামতে শুরু করেছে। নিচে উপকূলের পাশে একটা গ্রামের অবয়ব স্পষ্ট হতে থাকে।

এ জায়গাতেই আত্মগোপন করতে বলেছিলেন পেইন্টার। জেলেদের এই গ্রামটা অ্যাংকর থেকে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। বিপদের কোনও সম্ভাবনা নেই।

সুজানের ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ শুনে তড়িঘড়ি করে সিট বেল্ট হাতড়াতে শুরু করল লিসা। নিজেকে মুক্ত করে প্লেনের পেছনের অংশ ছুটে গেল ও।

সুজান কম্বল ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে, "দেরি হয়ে গিয়েছে! আমাদের অনেক বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে!"

কম্বলটা তুলে নিল লিসা। তারপর আবারও ওকে শুয়ে পড়তে তাগাদা দিল। এখানে আসার পথে পুরোটা সময় ঘুমিয়ে কাটিয়েছে ডঃ টিউনিস। এখন আবার কী হলো ওর? ক্ষিপ্র হস্তে লিসার হাত আঁকড়ে ধরল সুজান। হাতের লোম পুড়িয়ে চামড়ার ওপর চেপে বসলো জোরেসোরে।

লিসা ঝাঁকি মেরে ওর হাত সরিয়ে নিল, "সুজান! কী হয়েছে?"

সুজান সিটে উঠে বসলো। ওর চোখের বন্যভাব অনেকটাই শান্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু শরীরটা এখনও কাঁপছে থেকে থেকে। জোরে জোরে ঢোক গিলছে ও

"আমাদের অবশ্যই ওখানে যেতে হবে।" বরাবরের মতোই বিড়বিড় করল।

"আমরা এখন ল্যান্ড করছি," লিসা ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল। সি ডার্টকে নিচে নামতে অনুভব করতে পারছে।

"না!" চিৎকার করে উঠল সুজান। আবার ক্ষিপ্রহস্তে হাত বাড়িয়ে দিল লিসাকে আকঁড়ে ধরতে। লিসা চমকে উঠল। কম্বলের নিচে নিজের হাত ফিরিয়ে নিল ডঃ

টিউনিস। ফোঁপাতে ফোঁপাতে শ্বাস নিচ্ছিল ও। লিসার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল। "আমরা অনেক দূরে আছি লিসা। আমি জানি কথাটা কেমন শোনায়। কিন্তু আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। বড়জোর দশ থেকে পনেরো মিনিট।"

"কিসের সময় বাকি নেই? কী হবে?"

পেইন্টারের সাথে শেষবারের কথোপকথনটা মনে পড়ল লিসার। ক্রিসমাস আইল্যান্ডের কাঁকড়াগুলোর স্নায়ুতন্ত্রে এক ধরণের রাসায়নিক পরিবর্তন এসেছে। যার ফলে স্থান পরিবর্তন করে বিশেষ কোনও একটা জায়গায় যেতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে ওরা। কিন্তু মানুষের জটিল মনস্তত্ত্বে কি আর সেই রাসায়নিক পদার্থ কি পরিবর্তন আনবে? সুজানের কথাগুলো কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য?

"আমি যদি ওখানে যেতে না পারি..." সুজান বলল। কিছু একটা মনে করার ভঙ্গিতে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাচ্ছে সে। "ওরা কিছু একটা খুলে ফেলেছে। আমি সূর্যের আলো অনুভব করতে পারছি। যেন কেউ আগুন ঢেলে দিচ্ছে আমার ভেতর...আমি যা জানি... আর আমি নিশ্চিত...সময় মতো ওখানে পৌঁছাতে না পারলে, প্রতিষেধক পাওয়ার কোন আশা নেই।"

লিসা দ্বিধায় পড়ে গেল। রাইডারেএ দিকে তাকাল একবার। সি ডার্ট নিচের দিকে ঘুরতেই লেকটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। সুজান বিলাপ করতে শুরু করল। "আমি এসবের কিছুই চাইনি।"

লিসা ওর কণ্ঠের বেদনাকে অনুভব করতে পারে। বুঝতে পারে যে শারীরিক কষ্টের চেয়েও বেশি কিছু পীড়িত করছে ওকে। স্বামী, সংসার, পরিচিত পরিবেশ সবকিছুই হারিয়েছে মেয়েটা।

সুজান হাত জোড় করে এবার। "আমি কাঁকড়া নই। তুমি দেখতে পাচ্ছ না?"

বুঝতে পারল লিসা। সে ঘুরে তাকাল। রাইডারকে বলল, "ওপরে উঠুন।"

"কী?" রাইডার পিছনে তাকাল। লিসা বৃদ্ধাঙুলি নাড়িয়ে ওপরের দিকে নির্দেশ করল। "এখানে ল্যান্ডিং করলে চলবে না। আমাদেরকে অ্যাংকরের ধ্বংসাবশেষের কাছাকাছি যেতে হবে," কোপাইলটের সিটে ফিরে গেল ও। "সিয়েম রীপ শহরের ভেতর দিয়ে একটা নদী বয়ে চলেছে।"

নেভিগেশন ম্যাপ থেকে এই এলাকার খুঁটিনাটি আগেই ভালো করে দেখে নিয়েছিল ও। শহরটায় পৌঁছাতে এখনও ছয় মাইলের বেশি পথ বাকি। সুজানের সতর্কবাণী মনে পড়ে গেল আবার। বড়জোর দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় আছে। এইটুকু সময়ে কি ওখানে পৌঁছানো যাবে?

লিসা অনুভব করল, ওর রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে। কারণটা বুঝে ফেলল পরক্ষণেই। সুজানের শেষ কথাগুলো... *আমি কাঁকড়া নই।*

ডঃ টিউনিস ক্রিসমাস আইল্যান্ডের কাঁকড়াগুলোর ব্যাপারে কিছুই জানে না। পেইন্টারের সাথে লিসার কথার ব্যাপারে ও কাউকে কিছু বলেনি। এমনকি রাইডারকেও না। সুজান হুট করে কিছু শুনে ফেলেছিল নাকি? কিন্তু লিসার যতদূর মনে পড়ে, কাকঁড়া শব্দটা ও একবারও উচ্চারণ করেনি।

যাই হোক, নেভিগেশন চার্টের ওপর আবার চোখ বোলাতে শুরু করল ও।

কাছাকাছি কোথাও ল্যান্ড করতে হবে।

আরেকটা লেক অথবা নদী...

"অথবা এখানে," নিজের মনে বলতে বলতে চার্টটা কাছে টেনে নিল।

"কী দেখছ?" রাইডার জিজ্ঞেস করল। সি ডার্টকে ঘুরিয়ে নিয়ে লেকের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ওরা।

চার্টটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় টোকা দিল লিসা। "এখানে নামতে পারবেন?"

রাইডারের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। "পাগল হয়েছ?"

লিসা উত্তর দিল না। উত্তরটা আসলে জানা নেই ওর।

"যাই হোক! চেষ্টা করে দেখি," রাইডার উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে উঠল। লিসার উরুতে চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করল। "তোমার কথাবার্তা বেশ ভালো লাগে আমার। আচ্ছা...যার সাথে প্রেম করছ...তার সাথে সম্পর্কটা কতটুকু সিরিয়াস?"

সিটে হেলান দিয়ে বসলো লিসা। পেইন্টারের কানে এই কথাটা গেলে...

সকাল ১১:২২
ওয়াশিংটন ডিসি

"স্যার, আপনি আমাকে যে জিপিএস ট্র্যাক করতে বলেছিলেন, সেটা নড়াচড়া করছে।"

পেইন্টার ঘুরে তাকালেন। অস্ট্রেলিয়ান কাউন্টারটেররিজম অ্যান্ড স্পেশাল রিকভারি টিমের সাথে কথা বলে যাচ্ছেন তিনি। দলটা পনেরো মিনিট আগে পুসাট দ্বীপে পৌঁছেছে। লিসা ওখানে থামেনি। নানারকম বিভ্রান্তিকর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে দ্বীপ থেকে। মিসট্রেস অব দ্য সীজ-কে জাল আর ইস্পাতের তারে প্যাঁচানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। আগুন জ্বলছে জাহাজটার গায়ে।

পাশেই বসে আছে ক্যাট। বাসায় ফিরতে চাইছিল না সে। অন্তত নিশ্চিতভাবে কিছু না জানা পর্যন্ত তো নয়। চোখ ফুলে লাল হয়ে আছে, কিন্তু নিজেকে ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সে। মনে এখনও একটা ক্ষীণ আশা।

হয়তো...কোনওভাবে...মঙ্ক বেঁচে আছে।

"স্যার," টেকনিশিয়ান আরেকটা স্ক্রিনের দিকে নির্দেশ করে বলল। ক্যাম্বোডিয়ার কেন্দ্রীয় মালভূমির একটা মানচিত্র দেখা যাচ্ছে সেখানে, যার মধ্যভাগ ছেদ করে গিয়েছে একটা বিরাট হ্রদ। স্ক্রিনে একটা লাল বিন্দু বিপ বিপ করে জ্বলছে। ছোট ছোট লাফে বিন্দুটা জায়গা পরিবর্তন করে নির্দেশ করছে সি ডার্টের গতিপথ।

একটু আগেও সি প্লেনটা উপকূলকে কেন্দ্র করে পাক খাচ্ছিলো। এখন সেটা লেক থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছে।

"ওরা যাচ্ছে কোথায়?" পেইন্টার বিড়বিড় করলেন। আরও কয়েক সেকেন্ড স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। আঙুল দিয়ে পথসীমা অনুসরণ করে গেলেন।

অ্যাংকরের দিকে এগোচ্ছে।

দরজায় কাউকে আসতে দেখে নজর ফেরালেন পেইন্টার। তার সাহায্যকারী, ব্র্যান্ট, হুইলচেয়ার ঠেলে দ্রুতবেগে ভেতরে প্রবেশ করল।

"ডিরেক্টর ক্রো, আমি আপনার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারিনি," হাপাতে হাপাতে বলল সে। "আপনি অস্ট্রেলিয়ায় কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন।"

পেইন্টার মাথা নাড়লেন। ব্র্যান্ট কোলের ওপর ফেলে রাখা একগাদা ফ্যাক্সের কাগফ সামনে বাড়িয়ে দিল। পেইন্টার হাতে নিয়ে দ্রুত একবার চোখ বুলালেন। তারপর সতর্কতার সাথে দেখলেন, আবারও। হায় ঈশ্বর...

দরজার দিকে এগোতে গিয়ে ব্র্যান্ট-এর সাথে ধাক্কা খেলেন। আবার কি মনে করে যেনো থেমে গিয়ে ঘুরে তাকালেন। "ক্যাট?"

"তুমি যেতে পার। আমি সামলে নিচ্ছি।"

স্ক্রিনে ক্যাম্বোডিয়ার মানচিত্রের দিকে আরেকবার তাকালেন তিনি। একটা লাল বিন্দু বিপ বিপ করতে করতে অ্যাংকরের ধ্বংসাবশেষের দিকে এগিয়ে চলেছে।

লিসা, আশা করি তুমি ভেবে চিন্তে কাজ করছ।

ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন অফিসের দিকে দৌড়াতে শুরু করলেন ডিরেক্টর ক্রো। আপাতত, যা করার একাই করতে হবে।

সকাল ১০:২৫
অ্যাংকর

"শক্ত হয়ে বসে থাকো!" রাইডার সাবধান করে দিল।

লিসা নিজের সিটে আঁটসাঁট হয়ে বসল। সামনে অ্যাংকর ওয়াটের দানবাকৃতির কালো স্তম্ভগুলো দেখা যাচ্ছে। প্রায় আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে ওগুলো। কিন্তু এই দর্শনীয় মন্দির তাদের লক্ষ্য নয়।

অ্যাংকর ওয়াটকে ঘিরে থাকা পরিখাকে উদ্দেশ্য করে সী ডার্ট ঘুরিয়ে নিলেন রাইডার। এখনও পানি আছে এই পরিখায়, অ্যাংকর থোমের মতো শুকিয়ে যায়নি। মন্দিরের চারপাশে চার মাইল জুড়ে এর বিস্তৃতি, প্রত্যেকদিকে এক মাইল করে পানির প্রবাহ। তবে সমস্যা একটাই–

"ব্রিজ!" লিসা চেঁচিয়ে উঠল।

"ওটাকে ব্রিজ বলে নাকি?" রাইডার টিপ্পনি কাটলো। মুখের ফাঁকে একটা চুরুট গুঁজে রেখেছে। পরিখার ওপরে এসে একটু উঁচুতে উঠে গেল ওরা। উড়নসীমা থেকে কিছুটা ওপর-নিচ হয়ে গেল। তবে ব্রিজ পার হয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট।

অবশেষে প্লেনটাকে পরিখার পানিতে নামাতে সক্ষম হলো রাইডার। সবুজ পানির স্রোত কেটে তারা সামনে এগিয়ে চলেছে। বিমান থেকে নৌকায় পরিণত হয়ে যাবার পরও গতি কমেনি। বামে ডানে মোড় নিতে গিয়ে একপাশে কাঁত হয়ে যাচ্ছে সবাই।

পরিখার শেষ মাথায় অবস্থিত মাটির জাঙ্গালটা সামনে চলে এলো।

একটা বাঁকানো হাতল টেনে ধরল রাইডার। "শক্ত হয়ে বসে থাকো।"

শেষপর্যন্ত প্লেনটাকে নামিয়ে ইঞ্জিন থামাতে সক্ষম হলো রাইডার। মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া বের করে বলল, "দারুণ ছিল কিন্তু!"

সিটবেল্ট খুলে নিয়ে সুজানের দিকে দৌড়াল লিসা।

"তাড়াতাড়ি," সুজান কাতর কণ্ঠে মনে করিয়ে দিল আবার।

রাইডার এগিয়ে এসে প্লেনের হ্যাচ খুলে দিল।

"এখন কী করতে হবে, জানেন তো?" লিসা নামতে নামতে জিজ্ঞেস করল।

"এই নিয়ে কথাটা ষোলোবার বলেছ বোধহয়। একটা ফোন খুঁজে বের করে তোমাদের ডিরেক্টরকে ফোন করব, জানাব তুমি কী করছ, কোথায় যাচ্ছ।"

জাঙ্গালের ঢালু পথটুকু বেয়ে উঠে তারা পরিখার পাশের রাস্তায় চলে এলো। সুজানের গায়ে কম্বল প্যাঁচানো, চোখে সানগ্লাস, সূর্যের আলো থেকে যতটুকু সরিয়ে রাখা সম্ভব আর কি। ওদেরকে এভাবে নেমে আসতে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে চারপাশের লোকজন। কেউ কেউ চিৎকার করতে শুরু করেছে।

পাশ দিয়ে একটা অদ্ভুতদর্শন বাহন যেতে দেখে হাত তুলল রাইডার। মোটরসাইকেলের সাথে লাগানো ছাওনি ঘেরা রিকশার মতো বসার জায়গা, টুকটুক নামে পরিচিত এখানে। একতাড়া ডলার বাড়িয়ে ধরতেই ড্রাইভার তাদের সামনে এসে থেমে গেল। লিসা আর সুজানকে ভেতরে উঠতে সাহায্য করল রাইডার। তারপর দরজা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে, "এই টুকটুক তোমাদেরকে সরাসরি মন্দিরে নিয়ে যাবে। সাবধানে থেকো।"

"আপনি পেইন্টারের সাথে যোগাযোগ করুন।" লিসা বলল।

রাইডার হাত নেড়ে বিদায় জানাল। টুকটুক চলতে শুরু করে দিল।

পেছনে তাকিয়ে দেখল লিসা। একদল পুলিশ এসে রাইডারকে ঘিরে ধরেছে। দাঁতের ফাঁকে চুরুট গুঁজে কী যেন বলে যাচ্ছে লোকটা। ওদের টুকটুকের দিকে অবশ্য কারও নজর নেই। লিসা আরাম করে বসলো। ওর পাশে, সুজান কম্বল মুড়িয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। মুখ থেকে একটা শব্দ করল শুধু, "জলদি।"

সকাল ১০:৩৫

প্রায় চল্লিশ ফুট গভীর একটা খাদ দেখা যাচ্ছে। কিনারায় হাঁটু গেড়ে বসে উঁকি দিল গ্রে। মেঝেতে নির্মিত আরেকটা বোধিস্বত্ত্বা মুখাবয়বের মূর্তি দেখতে পেল সে, বড়সড় একটা বেলেপাথরের ব্লকে খোদাই করা। টাওয়ারের চিমনি দিয়ে সূর্যের আলো এসে

পড়েছে গর্তের ভিতর। পাথরের মুখাবয়বটা উজ্জ্বল হয়ে আছে সে আলোতে। মুখে হেঁয়ালিপূর্ণ হাসি ধরে রেখে স্বাগতম জানাচ্ছে ওদের।

গর্তের ভেতর একটা ইস্পাত নির্মিত মই নামিয়ে দেয়া হলো। সশব্দে খাদের মেঝেতে গিয়ে আঘাত করল সেটা। নাসের গ্রে'র দিকে হেঁটে এলো। "তুমি আগে নামবে, সাথে আমার একজন। বন্ধুদেরকে আপাতত এখানেই রেখে যাও।"

গ্রে হাত ঝাড়া দিয়ে ধুলাবালি পরিষ্কার করে উঠে দাঁড়াল। ভিগর দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তার মুখ অন্ধকার, একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে এহেন অনুভূতি স্বাভাবিক। পুরাতত্ত্বের এমন এক নিদর্শনকে এভাবে ধ্বংস করে ফেলার মতো জঘন্য কাজের কথা তার পক্ষে চিন্তা করাও কঠিন। কোয়ালস্কি আর শেইচানকেও চিন্তিত দেখাচ্ছে।

গ্রে তাদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল একবার। তারপর মই বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল। স্যাঁতস্যাঁতে একটা গন্ধ এসে লাগল ওর নাকে।

প্রথম ত্রিশ ফুট পর্যন্ত জায়গাটা আসলে সাত ফুট প্রস্থবিশিষ্ট একটা বৃত্তাকার পাথুরে খাদ। বড়সড় কুয়ার মতোই বলা যায়। কিন্তু পরের দশফুটে দেয়াল প্রসারিত হয়ে একটা পিপাকৃতি প্রকোষ্ঠ সৃষ্টি করেছে। বৃত্তাকার আকৃতি নিয়েছে মাঝ বরাবর, যার ব্যাস প্রায় চল্লিশ ফুট।

গ্রে তাকিয়ে দেখল ওর দিকে অনেকগুলো রাইফেল তাক করে রাখা। একজন আবার মই বেয়ে নেমেও আসছে। গ্রে লাফ দিয়ে মেঝেতে নেমে গেল, বোধিসত্ত্বার মুখের কাছাকাছি। চারদিকে চারটা বড় বড় স্তম্ভ চোখে পড়ল। সমান দূরত্বে অবস্থিত। পায়ের নিচের নিরেট লাইমস্টোনের মেঝে বেয়ন মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ করছে নিশ্চয়।

মই থেকে লাফিয়ে নামল প্রহরী। ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রাইফেল ছিনিয়ে নেয়ার কথা ভাবলো গ্রে। কিন্তু তারপর? বন্ধুরা ওপরে বন্দী। বাবা মার জীবন এখনও নাসেরের হাতের মুঠোয়। নিজেকে নিবৃত করতে হলো।

মূর্তির দিকে ফিরে তাকাল ও। অন্যগুলোর মতোই বেলেপাথরে খোদাই করা আরেকটা বোধিসত্ত্বা। সেই একই হাসিমাখা ঠোঁট, চ্যাপ্টা নাক, বড় বড় চোখ।

কিন্তু এই মূর্তিটার গভীর ধ্যানমগ্ন চোখে অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে বলে মনে হচ্ছে। চোখের কেন্দ্রবিন্দুতে ঠিক মানুষের চোখের তারার আদলে গোল করে ফুটো করে রাখা। সূর্যালোক হারিয়ে যাচ্ছে সেই গর্তের ভেতর দিয়ে।

ভালো করে দেখার জন্য গ্রে বোধিসত্ত্বার গালের কাছে ঝুঁকে বসলো। তারপর আঙুল ঢুকিয়ে দিল চোখের ফুটোর ভেতর।

"তুমি কি করছ?" নাসের ওপর থেকে চিৎকার করে উঠল।

"মূর্তির চোখের ভেতরে ছিদ্র করা আছে। যেখানে চোখের মনি থাকার কথা। আমার মনে হয় ছিদ্রটা আরও নিচ পর্যন্ত নেমে গিয়েছে।"

গ্রে ওপরে তাকাল। টাওয়ারের চিমনি থেকে সূর্যরশ্মি এসে পড়ছে বোধিসত্ত্বার মুখে। আলো কি আরও গভীরে কোথাও যাচ্ছে?

আরও ঝুঁকে বসলো গ্রে। পাথুরে দেবতার চোখে চোখ রাখল। অন্ধকারে চোখ সয়ে নিতে সময় লাগল কিছুক্ষণ।

বোধিসত্ত্বার চোখের ফুটো দিয়ে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করছে। সেই আলোতে, আরও অনেক নিচে, ঝিলমিল করে পানির স্রোতধারা বয়ে যেতে দেখল গ্রে।

"কী দেখতে পাচ্ছে?" নাসের বলল।

গ্রে ঘুরে তাকায়।

"একটা গুহা আছে এখানে। পাথরের মুখের নিচে।"

বেদীর পাথরের মতোই, বোধিসত্ত্বার মুখাবয়ব আরেকটা গোপন দরজা পাহারা দিয়ে যাচ্ছিল। পাথরের মুখাবয়বগুলোর ব্যাপারে ভিগরের ব্যাখ্যা মনে পড়ল গ্রে'র। "কেউ বলে তারা শাশ্বত সতর্কতার প্রতীক, নির্লিপ্ত মুখে তাকিয়ে আছে অন্তর্লীন হৃদয়ের গোপনীয়তা নিয়ে, হাজার বছরের রহস্যের বিশ্বস্ত প্রহরী।" আরেকজনের কথাও মনে পড়ল ওর, সুপ্রাচীন মার্কোর অনুচ্ছেদের শেষ লাইন।

নরকের দুয়ার এই শহরেই খুলে গিয়েছিল। আদৌ কখনো বন্ধ হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই।

গ্রে চূর্ণ বিচূর্ণ বেদীর দিকে তাকাল। সত্য উপলব্ধি করতে দেরি হলো না এবার।

নরকের দুয়ার বন্ধ হয়েছিল, মার্কো।

কিন্তু আবারও সেটা খুলে দিতে যাচ্ছে ওরা।

সকাল ১০:৩৬

বাঁধানো রাস্তার সামনে গিয়ে থেমে গেল টুকটুক।

লিসা নেমে পড়ল।

সামনের পাথুরে নগর চত্বর পার হলেই জঙ্গলাচ্ছন্ন বেয়নমন্দির। বেলে পাথরের ফাটল ধরা স্তম্ভ, ক্ষয়িষ্ণু মর্মর মুখাবয়ব, সুপ্রাচীন শেওলার বিস্তার নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটি।

মন্দিরের ভিতরে খাকি পোশাক পরা কিছু লোককে পাহারা দিতে দেখা যাচ্ছে।

এরা কি ক্যাম্বোডিয়ান আর্মির সদস্য?

সুজান লিসাকে সামনে টানলো। দুইজন প্রহরী রাইফেল কাঁধে পূর্বদিকের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পোশাকে কোনও পরিচয় চিহ্ন নেই।

ক্যাম্বোডিয়ান আর্মির সদস্য নয় এরা...মার্সেনারী।

"দ্য গিল্ড।" গ্রে'র ধরা পড়ার বিষয়ে পেইন্টারের পাঠানো তথ্যের কথা মনে পড়ে লিসার। ওরা তাহলে চলে এসেছে!

সুজানকে থামানোর চেষ্টা করল ও। কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার জন্য জোরজবরদস্তি করছে মেয়েটা।

"সুজান, আমরা তোমাকে গিল্ডের হাতে তুলে দিতে পারি না।" লিসা বলল।

কম্বলের ভেতর থেকে সুজানের চাপা অথচ দৃঢ় কণ্ঠ শোনা গেল। "কোনও উপায় নেই... আমাকে যেতেই হবে...প্রতিষেধক না পেলে, সব কিছুই হাতছাড়া হয়ে যাবে.." সুজান মাথা ঝাঁকাল। "...একটাই সুযোগ। প্রতিষেধক তৈরি করতেই হবে।"

লিসা বুঝতে পারল। অনেক কিছু মনে পড়ে গেল ওর–দেবেশের আশঙ্কার কথা, পেইন্টারের নিশ্চয়তার কথা। মহামারী ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই প্রতিষেধক খুঁজে পাওয়া দরকার। গিল্ডের হাতে হলেও, প্রতিষেধক তৈরি হওয়া জরুরি। পরে সামলে নেয়া যাবে। কিন্তু তারপরও...

"তুমি কি নিশ্চিত আর কোনও উপায় নেই?" লিসা জিজ্ঞেস করল।

সুজানের গলা কেঁপে উঠল, "আমি প্রার্থনা করি যেন থাকে। কিন্তু আমরা হয়তো অনেক দেরি করে ফেলেছি।" সুজান সযত্নে নিজের আস্তিন থেকে লিসার হাত সরিয়ে দিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সামনে এগোতে শুরু করল সে। যেতে হলে একাই যাবে সে।

লিসা ওকে অনুসরণ করল। আর কোনও উপায় নেই। দরজার সামনে এসে পড়ল ওরা। লিসা বুঝতে পারছে না, কী বলে এই প্রহরীদের বেষ্টনী পার হতে পারবে। কিন্তু দেখা গেল সুজান একটা উপায় ভেবে ফেলেছে।

কম্বলটা ছুঁড়ে ফেলল সে। সূর্যের উজ্জ্বল আভায়, ওকে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই দেখাচ্ছে। শুধু চামড়াটা একটু বেশি ফ্যাকাশে। সানগ্লাস খুলে ফেলে সরাসরি সূর্যের দিকে তাকাল মেয়েটা।

লিসা দেখল, সুজানের শরীর কাঁপতে শুরু করেছে। অপটিক স্নায়ু থেকে সরাসরি প্রবেশ করছে সূর্যরশ্মি। তাতেও যেন সাধ মিটলো না ওর।

গায়ের ব্লাউজ, প্যান্ট সবকিছু খুলে ফেলল। গেটের দিকে এগোতে শুরু করল শুধু অন্তর্বাস পরা অবস্থায়।

প্রায় নগ্ন একজন মহিলার সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে, গার্ডরা সেটা বুঝে উঠতে পারল না। তবুও, সামনে দাঁড়িয়ে বাধা সৃষ্টি করল ওরা। ক্যাম্বোডিয়ান ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল একজন। "ডি'টে! বিপেল ক'রাউয়ি!"

সুজান তাকে উপেক্ষা করে সামনে পা বাড়াল।

আরেক গার্ড এসে ওর কাঁধে হাত রাখল। আঁতকে উঠে পেছনে সরে গেল লোকটা। হাতের তালু পুড়ে লাল হয়ে গিয়েছে। দেয়ালের ওপর আছড়ে পড়তেই আঙুলের ডগা থেকে রক্ত বেরোতে শুরু করল।

মুহূর্তেই সুজানের মাথার দিকে রাইফেল তাক করে ধরল ক্যাম্বোডিয়ান লোকটা।

"না!" লিসা চিৎকার করে উঠল। ঘুরে তাকাল রাইফেলধারী।

"আমাদেরকে ভেতরে নিয়ে যাও!" বলল সে। গ্রে'র ঘটনা বলতে গিয়ে পেইন্টার যে নামটা উল্লেখ করেছিল, সেটা মনে করার চেষ্টা করছে।

"আমিন নাসেরের কাছে নিয়ে যাও আমাদের।"

"এদিকে তাকাও!" ভিগর ডাকলেন। উত্তেজনা দমিয়ে রাখতে পারছেন না তিনি। ঘুরে পেছন দিকে তাকালেন অন্যদের খোঁজে।

কাছেই দাঁড়িয়ে আছে গ্রে। ভিত্তিপ্রস্তরের একটা স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে আছে মনোযোগ দিয়ে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অসংখ্য ফাটল দেখা দিয়েছে সেখানে। ঘরের মাঝখানে শেইচান আর কোয়ালস্কি দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মুখের কাছে। নাসেরের ডেমোলিশন টিম সেখানে কাজ করে যাচ্ছে। আবারও ড্রিল মেশিনের শব্দে চারদিকে কেঁপে উঠল। বোধিসত্ত্বার মুখে এক ফুট গভীর একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলা হলো। যন্ত্রপাতি এনে জড়ো করা হয়েছে, বিস্ফোরণের মাধ্যমে নিচে নামার রাস্তা বের করার জন্য।

ভিগর অবশ্য অন্য একটা কাজে ব্যস্ত। একটা দেয়াল ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখছিলেন তিনি। কেন্দ্রে অবস্থিত পাথরের খাদ থেকে দূরে, ভল্টের এই জায়গাটা একদম গাঢ় ছায়ায় ঢাকা। নিচের গুহায় ঢোকার জন্য আরেকটা প্রবেশ মুখ খুঁজতে একটা টর্চলাইট নিয়ে নেমেছেন তিনি। নাসেরকে সাহায্য করাটা এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আরেকটা রাস্তা বের করতে পারলে, হাজার বছর পুরনো এই প্রাচীন নিদর্শন গুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

কিন্তু খুব বেশি সময় দেয়া হয়নি তাকে...মাত্র দশ মিনিট।

যখন চারদিকে কাজের প্রস্তুতি চলছে, এমন সময় নাসেরকে মোবাইল হাতে দূরে সরে যেতে দেখলেন ভিগর। নিচে সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে ভল্ট থেকে ওপরে উঠল সে, "আমি ফিরে আসার আগেই যাতে সবকিছু গোছানো হয়ে যায়।"

গ্রে ভিগরের পাশে এসে দাঁড়াল, "কী এটা? আরেকটা দরজা?"

"না," ভিগর স্বীকার করলেন। পুরো ভল্টের ভেতর তিনি চক্কর লাগিয়েছেন। অন্য কোনও দরজা নেই। নিচে নামার একমাত্র রাস্তা বোধহয় ওই বোধিসত্ত্বার পাথরের মুখ হয়েই। "তবে এটা খুঁজে পেয়েছি।"

পাশ দিয়ে হেটে যাওয়া প্রহরীকে দেখে একটু থামলেন ভিগর। লোকটা সরে যেতেই দেয়ালের দিকে টর্চলাইট ধরলেন। আলো ছায়ার কারসাজিতে দেয়ালের গায়ে একটা নকশা ফুটে উঠল।

"কী এটা?" গ্রে জানতে চাইল। হাত দিয়ে ছুঁয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করল দেয়ালে ফুটে ওঠা নকশাটাকে। কোয়ালস্কি আর শেইচানও চলে এসেছে।

ভিগার আলোটা আরেকটু পেছনে সরিয়ে নিলেন, যাতে করে আলোটা আরেকটু বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। "প্রথমে ভেবেছিলাম, সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্যে কোনও নকশা করা হয়েছে," হাত দিয়ে তিনি চেম্বারের প্রস্থ বুঝানোর চেষ্টা করলেন। "সবগুলো পৃষ্ঠতলে।"

"কী এমন নরকের বার্তা এটা?" কোয়ালস্কি বিরক্ত হলো।

"নরক না, কোয়ালস্কি," ভিগার উত্তর দিলেন। "অ্যাঞ্জেলিক।"

লাইটটাকে কাছে নিয়ে হিজিবিজি নকশাটার এক কোণার ওপর উপুড় করে ধরলেন তিনি। "কাছে এসে দেখো।"
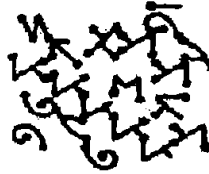
গ্রে হাত বুলিয়ে দেখল। "অ্যাঞ্জেলিক সিম্বল। একসাথে অনেকগুলো।"

শেইচান গ্রের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। "অসম্ভব। আপনি না বলেছিলেন, অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্ট ষোড়শ শতাব্দীতে আবিষ্কার করেছিলেন একজন?"

ভিগার মাথা নাড়লেন, "জোহানেস ট্রিথেমিয়াস।"

"এখানে এলো কীভাবে?" গ্রে জানতে চাইল।

"আমি জানি না," ভিগার বলতে শুরু করলেন। "সম্ভবত কোনও একটা সময়ে মার্কোর কাহিনী অনুসরণ করতে ভ্যাটিকান থেকে এখানে লোক পাঠানো হয়েছিল। ঠিক যেমনটা আমরা করেছি। হয়তো তারা এখান থেকে এই চিহ্নগুলোর অনুলিপি অঙ্কন করে নিয়ে গিয়েছিল, যা কোনওভাবে ট্রিথেমিয়াসের হাতে পড়ে যায়। আর সেখান থেকেই তিনি অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের ধারণা দেন। আর তিনি বোধহয়, মার্কোর গল্পের সেই প্রজ্জ্বলিত ফেরেশতাদের কথা শুনেছিলেন। সেকারণেই পরবর্তীতে তিনি একে অ্যাঞ্জেলিক হিসেবে আখ্যায়িত করেন।"

গ্রে ভিগরের দিকে তাকায়। "আপনি তো সেটা বিশ্বাস করেন না, করেন?"

ভিগার লম্বা একটা শ্বাস নিলেন। "ট্রিথেমিয়াস দাবী করেছিলেন, কয়েক সপ্তাহ উপোস থেকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি এই অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের জ্ঞান লাভ করেন।"

শেইচান ফোঁড়ন কাটল। "তিনি স্বপ্ন দেখে এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেললেন, যেটা এখানকার দেয়ালে আগে থেকেই আঁকা।"

ভিগার মাথা নাড়লেন। "আমি সেটাই বলছি। আগে কী বলেছিলাম, মনে করে দেখো। অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের সাথে হিব্রুর প্রচুর মিল আছে। ট্রিথেমিয়াস নিজেও দাবী করেছিলেন যে, তার এই অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্ট আসলে হিব্রু অক্ষরের শোধনকৃত রূপ।"

শেইচান কাঁধ ঝাঁকাল।

"ইহুদীদের কাব্বালাহ সম্পর্কে কী জানো" ভিগার জিজ্ঞেস করলেন।

"শুধু জানি, ইহুদীদের একরকম রহস্যময় অনুশীলন।"

"সেটাই। কাব্বালাহ'র চর্চাকারীরা হিব্রু বাইবেল অনুশীলনের মাধ্যমে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা ঐশ্বরিক ক্ষমতার স্বরূপ খুঁজে বেড়ায়। তাদের বিশ্বাস, হিব্রু অক্ষরের গঠনের ভেতর লুকায়িত আছে স্বর্গীয় জ্ঞান। এই অক্ষরের সাধনার মাধ্যমে মহাবিশ্ব সম্পর্কে দিব্যদৃষ্টি লাভ করা সম্ভব।"

শেইচান কথাটা মানতে নারাজ, "আপনি বলতে চাইছেন, ট্রিথেমিয়াস শুধু সাধনা আর ধ্যানের মাধ্যমেই হিব্রুর এই বিশুদ্ধ রূপ পেয়ে গিয়েছিলেন? এমন এক ভাষা, যেটা এই দেয়ালেই আছে?" দেয়ালে টোকা দিল সে। "এমন এক ভাষা যার সাথে অন্তর্নিহিত কোনও জ্ঞানের গভীর সম্পর্ক?"

গ্রে গলা খাঁকারি দিল। "আমার মনে হয়, অন্তর্নিহিত শব্দটাই এখানকার মূল কথা," শেইচানের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল সে। "কী দেখতে পাচ্ছ? পুরো নকশাটার দিকে ভালোভাবে তাকাও। পরিচিত মনে হয়?"

শেইচান কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। "জানি না। কী পাবার কথা আমার?"

গ্রে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নকশাটার একটা অংশের ওপর আঙুল ঘুরিয়ে বলতে শুরু করল। "দেখো, কীভাবে এটা প্যাঁচ খেয়ে খেয়ে নেমে গিয়েছে!"

"অনেকটা জৈবিক গঠন বলে মনে হয়," শেইচান দ্বিধাগ্রস্থ কণ্ঠে বলল।

"দুই ধারের সুতার মতো অংশগুলো খেয়াল কর। ডিএনএ'র জোড় কুণ্ডলী বা ডাবল হেলিক্সের মতো দেখাচ্ছে না? জেনেটিক ম্যাপের মতো?"

শেইচানের দ্বিধা কাটল না, "অ্যাঞ্জেলিক ভাষায় লেখা?"

গ্রে ব্যাখ্যা করতে শুরু করল, "সম্ভবত। একবার একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছিল। যেখানে ডিএনএ কোডের গঠন শৈলীর সাথে মানুষের বিভিন্ন ভাষার গঠন মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছিল। পরিসংখ্যানের হিসাবের জন্য সৃষ্ট জিপফ'স ল অনুযায়ী-মানুষের ব্যবহৃত প্রত্যেকটা ভাষাতেই নির্দিষ্ট ধরনের একার্থবোধক শব্দের বহুল অন্তর্ভুক্তি রয়েছে। ইংরেজিতে 'এ' আর 'দি' এর কথাই ধরুন। আবার খুব কম ব্যবহৃত হয় এমন কিছু শব্দ চিন্তা করে দেখুন-যেমন, আর্ডভার্ক অথবা ইলিপ্টিক্যাল। কোনও শব্দের সুখ্যাতির বিপরীতে তার ব্যবহারের মাত্রাকে তুলনা করে যদি গ্রাফ টানা হয়, তাহলে একটা সরলরেখা পাওয়া যায়। ইংরেজি, রাশিয়ান, চাইনিজ যেকোনো ভাষার ক্ষেত্রেই এমনটা পাওয়া যাবে। সব ভাষারই এমন এক রৈখিক গঠন শৈলী রয়েছে?"

"আর ডিএনএ কোড?" ভিগার জানতে চাইলেন।

"একই রকম গঠন। কয়েকবার করে এই গবেষণা চালিয়ে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। আমাদের জেনেটিক কোডে কোনও একটা ভাষা লুকানো আছে। আমরা সেটা পড়তে জানি না, তবে..." গ্রে দেয়ালের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। "সে ভাষার লিখিত রুপ সম্ভবত এটাই।"

"তাহলে এমন কোনও সম্ভাবনা কি থাকতে পারে যে, আদি ভাষাগুলো আসলে মানুষের অন্তর্নিহিত জেনেটিক মেমোরি থেকে পাওয়া? ঈশ্বর নিজেই তা আমাদের মাঝে গোপন করে রেখেছেন।" ভিগর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "তবে যাই হোক না কেন। এর অর্থ কী?"

"আমার ধারণা এটা একটা জেনেটিক ব্লু প্রিন্ট," গ্রে বলল।

শেইচান জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু কিসের ব্লু প্রিন্ট?"

"কচ্ছপের হতে পারে," কোয়ালস্কি বিড়বিড় করল।

সস্তা রসিকতা মনে করে নাক সিটকালেন ভিগর। কিন্তু গ্রে আর শেইচান দু'জনই এ কথায় চমকে উঠল।

"আমার ধারণা, কোয়ালস্কি ঠিকই বলেছে।" গ্রে নিচু গলায় বলল।

"ঠিক বলেছি?" কোয়ালস্কি হাঁ হয়ে গেল।

গ্রে পুরনো কথার জের টেনে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল, "আগে যেমন বলেছিলাম। কচ্ছপের খোলসটা গুহাকে উপস্থাপন করে। কিন্তু কচ্ছপটা নিজে কিসের প্রতীক? পুরাণের গল্প অনুযায়ী, এই কচ্ছপ হচ্ছে বিষ্ণুদেবের অবতার," গ্রে দেয়ালের দিকে দেখাল। "আবার এখানকার দেয়ালে অদ্ভুত সব নকশা দেখতে পাচ্ছি, যার সাথে জৈবিক গঠনের সম্পর্ক রয়েছে। লুকায়িত রয়েছে গুপ্ত জ্ঞান। আমার ধারণা, বিভিন্ন দেয়ালে দেখা এই নকশা আর ছবিগুলো আসলে ডায়েরির পাতার মত কাজ করছে। সম্ভবত এখনও অসম্পূর্ণ।"

এমনসময় ওপর থেকে একটা হুটোপুটির আওয়াজ শোনা গেল। ডেমোলিশন টিমের লোকদের কাজ প্রায় শেষের দিকে বোধহয়। বিস্ফোরণ ঘটাতে প্রস্তুত। ভিগর দেখলেন মই বেয়ে একটা মেয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে। সূর্যের আলোর ঝলকানিতে ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না।

গ্রে অবশ্য চিনতে ভুল করল না। "লিসা...?"

ওপরে নাসের কেও দেখা গেল। অর্ধনগ্ন একটা মেয়েকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গর্তে লাফিয়ে পড়ার জন্য ছটফট করছে মেয়েটা। তবে চারটা রাইফেল তাক করে ওকে কোনওমতে ওকে থামিয়ে রাখা হয়েছে।

ভিগর মেয়েটার দিকে তাকালেন।

হায় ঈশ্বর...মেয়েটা গা থেকে অদ্ভুত উজ্জ্বল এক দীপ্তি বের হচ্ছে।

"চোখ ঢেকে ফেলো!" ওপর থেকে চিৎকার করে উঠল সুজান। নিচের গর্তের দিকে হাত তুলে রেখেছে। "চোখ ঢাকো।"

ভিগর বুঝতে পারলেন না, সে কী বলতে চাইছে।

তবে গ্রে কিছুটা আঁচ করতে পারল। ডেমোলিশন টিমের ব্যবহৃত একটা তেরপল নিয়ে দৌড়ে গিয়ে বোধিসত্ত্বার চোখ ঢেকে দিল ও। যাতে সূর্যের আলো আর নিচের গুহায় না পৌঁছাতে পারে। সাথে সাথে সুজান ভাঙ্গা বেদীর একপাশে লুটিয়ে পড়ল। নাসের ভ্রূ কুঁচকে তাকাল ওর দিকে।

লিসা মই থেকে নেমে ওদের পাশে এসে দাঁড়াল। "আমি দুঃখিত।"

সকাল ১১:০৫

দশ মিনিট পর। নাসেরের লোকেরা ওপরে উঠে মই সরিয়ে নিল। ওপর থেকে একগাদা লোক গ্রে-দের দিকে রাইফেল তাক করে রেখেছে।

"আমাদেরকে এখানে একা ফেলে রেখে যেতে চাইছে কেন?" লিসা জিজ্ঞেস করল।

গ্রে ওর দিকে তাকাল। "আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে বোধহয়।"

এক মুহূর্ত চুপ থেকে বিড়বিড় করে উঠল লিসা। "আমার আর কোনও উপায় ছিল না।"

শুরু থেকে সব কাহিনী সংক্ষেপে বলে গেল ও। কীভাবে কীভাবে এখানে এসে পৌঁছালো। "আর মঙ্ক..." কিছুক্ষণের জন্য যেন কথা ভুলে গেল। "জীবন দিয়েছে মঙ্ক..."

নাসের আবার ফিরে এলো, "মনসিনর, আপনি বলেছিলেন এই অ্যাংকরে এসে ইতিহাস আর বিজ্ঞানের পথ একসাথে মিশে গিয়েছে। আপনার জ্ঞান গরিমার প্রশংসা না করে পারছি না। সিগমার দুই দলই চলে এসেছে এখানে," সুজানের দিকে ঘুরে তাকাল ও। "আবার দেখুন, গিল্ডের সবরকম প্রচেষ্টাও এখানে একসাথে এসে জড়ো হয়েছে। ওপরে বৈজ্ঞানিক ঘটনার সাক্ষী, মহামারী থেকে বেঁচে যাওয়া ডঃ সুজান...আর নিচে জুডাস স্ট্রেইন।"

"আমাদের সাহায্য আরও অনেক কাজে লাগবে তোমার।" গ্রে নিচ থেকে চিৎকার করে বলল।

"আমরা চালিয়ে নেব। ধাঁধার এই অংশগুলোকে একসাথে মিলিয়ে নেয়ার জন্য যা যা দরকার, গিল্ড তার সবকিছুই সরবরাহ করবে। প্রাচীন এক অনুচ্ছেদের শুধুমাত্র অল্প কিছু শব্দ দিয়ে শুরু করে আমরা এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি, কমান্ডার। যদিও তোমাদের কারণেই জিনিসটা আমাদের হাতে এসেছে, কমান্ডার।"

গ্রে'র মুঠি শক্ত হয়ে উঠল। ড্রাগন কোর্টের লাইব্রেরিটা কেন যে পুড়িয়ে ফেলেনি তখন!

"তবে হ্যাঁ, ওটুকু বাদ দিলে পুরোটাই কিন্তু গিল্ডের সাফল্য। গিল্ডের মেরিন আর্কিওলজিস্ট আর স্যাটেলাইট ইমেজের বদৌলতে-সুমাত্রার উপকূলে মার্কোর ডুবে যাওয়া একটা জাহাজ খুঁজে পেয়েছিলাম আমরা।"

নাসের কি বলছে সেটা বুঝতে একটু সময় লাগল গ্রে'র, "পোলোদের একটা জাহাজ খুঁজে পেয়েছ?"

"আমাদের সৌভাগ্য বলতে পার। জাহাজের তলার কড়িকাঠে কাঁদা লেগে ছিল। সেই কাঁদাকে অন্তরক হিসেবে ব্যবহার তখনও টিকে ছিল এক ধরণের জীবাণু। কিন্তু প্রাণীদেহে তার প্রয়োগ না ঘটানো পর্যন্ত আমরা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।"

গ্রে জমে গেল। নাসের যদি সত্য বলে থাকে, তাহলে ক্রিসমাস আইল্যান্ডের ঘটনার উৎস আসলে প্রাকৃতিক নয়। "তোমরা...তোমরা ইচ্ছা করে ক্রিসমাস আইল্যান্ডে জীবাণু ছড়িয়ে দিয়েছিলে?"

সমর্থনের আশায় শেইচানের দিকে তাকাল নাসের। মাথা নিচু করে রেখেছে মেয়েটা। নাসের আবার বলতে শুরু করল, "আমরা সেই কাঠের টুকরাটা উপকূলে পুঁতে রেখেছিলাম। পর্যবেক্ষণ করতে চাইছিলাম কী ঘটে। আর এমন সময়ে এই মেয়েকে ওর দলবলসহ পাওয়া যায় সেখানে। আমাদের প্রথম হিউম্যান সাবজেক্ট। অবশেষে স্রোতের টানে জীবাণুটা দ্বীপ পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। একদম নিখুঁতভাবে সাজানো পরিকল্পনা।"

লিসা বিড়বিড় করল, "গিল্ড যে বীজ বুনেছিল, আমাদের ক্রুজ শিপে করে তার ফসল ঘরে তোলা হয়!"

শেইচান পেছন থেকে বলল, "এখন আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছে, কেন ওদেরকে আটকানোর চেষ্টা করেছিলাম।"

গ্রে ওর দিকে তাকায়।

ব্যর্থ হয়েছে শেইচান.. ব্যর্থ হয়েছে ওরা সবাই।

সকাল ১১:১১

সুজান নড়েচড়ে উঠল, এতক্ষণ একটা স্বপ্ন দেখছিল যেন।

ওর মাথার ভেতর আগুন ধরে গিয়েছিল।

সূর্যের নিচে নিজেকে মেলে ধরে, কিছু একটা পরিবর্তন ঘটেছে ওর ভেতর। পুরোপুরি নিজের মতো নেই আর। অথবা, আগের চেয়ে অনেক বেশি নিজের মতো হয়েছে। হঠাৎ করে মাথার ভেতর পুরো জীবনের স্মৃতি খোলা বইয়ের পাতার মতো করে ভেসে উঠতে শুরু করেছিল। মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে আসা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত—সবকিছু।

আমরা সেই কাঠের টুকরাটা উপকূলে পুঁতে রেখেছিলাম। পর্যবেক্ষণ করতে চাইছিলাম কী ঘটে। আর এমন সময়ে এই মেয়েকে ওর দলবলসহ পাওয়া যায় সেখানে। আমাদের প্রথম হিউম্যান সাবজেক্ট...

চোখের সামনে ভেসে উঠল সবকিছু। নিজেকে আবারও পানিতে আবিষ্কার করল সে। বালিতে পোঁতা ছিল বহুকালের পুরনো কালচে হয়ে যাওয়া একটা কাঠের

টুকরো। তখন মনে করেছিল, হয়তো সুনামির কারণে ওপর থেকে বালি সরে গিয়ে পুরনো এই তক্তা বেরিয়ে এসেছে।

সত্যটা এখন আর অজানা নেই।

কাঠের তক্তাটা ওখানে পুঁতে রাখা হয়েছিল...ইচ্ছা করেই...খুন করার উদ্দেশ্যে।

স্বামীকে কথাটা বলার জন্য কতই না উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।

গ্রেগ...

সত্যটা জেনে গিয়েছে সুজান...ওর স্বামীর প্রাণ...

আর সত্যটা যেন আগুনের মতোই জ্বলে উঠল।

সকাল ১১:১২

গ্রেগের গায়ের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লিসা। ওদেরকে ঘিরে ধরে রাখা রাইফেলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। নাসের কী যেন বলে যাচ্ছে তখন থেকে। কথাগুলো কানে আসছে না ওর, মনের ভেতর যেন দলা পাকিয়ে আছে অপরাধবোধ।

সুজান আস্তে করে মাথা উঠালো। সোনালি চুলগুলো কপালের ওপর ছড়িয়ে আছে। প্রহরীদের সবার চোখ নাসেরের দিকে। ওর কাঁধের পেছন দিয়ে লিসা দেখতে পেল, সুজানের চামড়া আরও উজ্জ্বল আভা ছড়াতে শুরু করেছে।

মেয়েটার চোখ থেকে যেন আগুন বেরিয়ে আসছে। কিছু একটা বুঝতে পেরেই যেন নাসের পিছে ঘুরে গেল হঠাৎ। ওর কাঁধের আড়ালে ঢেকে যাওয়ায় সুজানকে আর দেখা যাচ্ছে না এখন।

এক মুহূর্ত আগেও মেয়েটা পাথরের বেদীর একটা ভাঙা খণ্ডের ওপর বসে ছিল। তারপরেই দেখা গেল, নাসেরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে। অন্তরঙ্গ আলিঙ্গনে আবদ্ধ দু'জন।

সমস্ত শক্তি দিয়ে আর্তনাদ করে উঠল নাসের।

এক প্রহরী এগিয়ে এসে রাইফেলের গোড়া দিয়ে আঘাত করল সুজানের মাথায়। বাঁধন আলগা হয়ে গেল দু'জনের। লুটিয়ে পড়ল মেয়েটা। নাসের ধাক্কা দিয়ে ওকে ছুড়ে ফেলল গর্তের এক ধারে।

"সুজান!!!" চিৎকার করে উঠল লিসা।

ডেমোলিশন টিমের কাজে ব্যবহৃত একটা দড়ি ঝুলে ছিল ওপর থেকে। কোনওমতে সেই দড়ি ধরে ফেলে পিছলে নেমে আসতে লাগল সুজান। সূর্যের আলোতে ওর চামড়া জ্বলজ্বল করতে শুরু করেছে। ওর শরীর থেকে নিঃসৃত কোনও এক রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে দড়ি গলে যেতে শুরু করতে শুরু করেছে। বাতাসে ভাসতে ভাসতেই যেন নিচে পড়ে যাচ্ছে মেয়েটা। ওকে ধরার মতো সাহস কারও নেই।

গ্রে দৌড় দিয়ে বোধিস্বত্ত্বার মুখের ওপর থেকে তেরপল সরিয়ে নিল। এক ধার ধরে কোয়ালস্কির দিকে ছুড়ে দিল তারপর। লোকটা বুঝে ফেলল, কী করতে হবে।

নিস্তেজ অবস্থায় নেমে আসছে মেয়েটা। অজ্ঞান।

গ্রে আর কোয়ালস্কি মিলে তেরপল বিছিয়ে ওকে ধরে ফেলল। কিন্তু এত ওপর থেকে পড়ায় গতিবেগ বেড়ে যাবার কারণে, বেশ জোরেসোরে মাটিতে ধাক্কা খেল সুজানের পিঠ। চোখের পলকে ওকে দূরে সরিয়ে নিল গ্রে। ওপর থেকে শুধু পা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাওয়ার কথা না।

নাসের চিৎকার করে উঠল। হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে সে। গালের মাংস চামড়া পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। হাত পা একদম ঝলসানো কাবাবের মতো দেখাচ্ছে। রক্ত ঝরছে সেখান থেকে, "কুত্তিটাকে চাই আমার!"

গ্রে ওপরে তাকাল। "ঘাড় ভেঙেছে ওর! বেঁচে নেই!"

"তোদের সবাইকে পুড়িয়ে মারব এখন!" নাসের ঘুরে তাকাল ওর লোক দের দিকে। "সবকিছু জ্বালিয়ে দাও!"

গ্রে ওর সাথীদের দিকে হাত নাড়িয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি...দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাও সবাই।"

আলো থেকে ছায়ার ভেতর লুকিয়ে গেল লিসা। ওপর থেকে এক ঝাঁক বুলেট ছুটে এলো, ওদের লক্ষ্য করে। লিসা বিস্ফোরক দ্রব্যগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল। ইলেক্ট্রনিক ডিটোনেটরটা ওদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। উন্মুক্ত জায়গায় পড়ে আছে। কিন্তু সামনে এগোতে গেলেই গুলি খেয়ে মরতে হবে।

তেরপলের কোণা ধরে সুজানের অজ্ঞান শরীরটাকে সামনে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল গ্রে, "ফাউন্ডেশন পিলারের পেছনে! তাড়াতাড়ি! মাথা নিচু করে বসে থাকবে সবাই। মুখ আর মাথা ঢেকে রাখার জন্য কিছু একটা খুঁজে বের করে নিও।"

সবাই তাড়াহুড়া করতে শুরু করল। স্তম্ভের সংখ্যা চার, মানুষের সংখ্যা ছয়।

গ্রে সুজানকে সাথে নিল।

কিছুক্ষণ পর, লিসা নিজেকে মনসিনরের সাথে একটা বেলেপাথরের স্তম্ভের পেছনে গুটিসুটি মেরে বসে থাকতে আবিষ্কার করল। নিজের শরীর দিয়ে ওকে আড়াল করে রেখেছেন তিনি।

লিসা স্তম্ভের ওপর হাত রাখল। তিন একরের এই পাথরের নিরাপত্তাবেষ্টনী ওদেরকে কতটুকু রক্ষা করতে পারবে কে জানে? ভিগারের দিকে তাকাল ও।

"ফাদার, এটা কি আমাদের রক্ষা করতে পারবে?"

ভিগার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কোনও উত্তর দিতে পারলেন না।

প্রথমবারের মতো লিসা কামনা করল, একজন যাজক ওকে মিথ্যা বাণী শোনাক!

১৮
দ্য গেটওয়ে টু হেল
৭ জুলাই, সকাল ১১:১৭,
অ্যাংকর থোম, ক্যাম্বোডিয়া

গ্রে সুজানকে দুহাতে আগলে ধরল। তেরপলে সযত্নে জড়িয়ে রাখল ওকে।

মেয়েটা ব্যথায় গোঙাচ্ছে। মাটিতে পড়ার সময় মাথায় বেশ জোরে আঘাত পেয়েছে। গ্রে নাসেরকে মিথ্যা বলেছিল, ওকে জানিয়েছিল সুজানের ঘাড় ভেঙে গিয়েছে। বেজন্মাটা নিজেই তখন ব্যথায় ছটফট করছিল, পাল্টা প্রশ্ন করেনি আর। মনে মনে হয়তো সুজানের মৃত্যুই কামনা করেছিল।

গ্রে অবশ্য ভেবেছিল, দর কষাকষির জন্য মেয়েটার শরীরকে ব্যবহার করা যাবে। তবে এখন আর তা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না।

ওপরে, নাসের গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। ব্যথায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছে সে। শরীরের একটা বড় অংশ পুড়ে কালো হয়ে যাওয়ায় বোধ বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। অন্যদেরকেও আঘাত করার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছে যেন। চোখের বদলে চোখ... কিন্তু ডেমোলিশন টিম এই আচমকা নির্দেশের জন্য প্রস্তুত ছিল না। চারপাশে ছোটাছুটি করছে তারা। আর তাই এক মিনিটের মতো সময় পেয়েছে গ্রে'র দলবল।

সুযোগের সদ্ব্যবহার করল গ্রে। সুজানকে একটা পিলারের আড়ালে নিয়ে গেল। ওর শরীরে প্রতিষেধক খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, যে কোনও মূল্যে রক্ষা করতে হবে। সুজানের মাথায় তেরপলটা আরও ভালোভাবে জড়িয়ে দিল ও। সূর্যালোক থেকে দূরে সরানোর পর, মেয়েটার ত্বকের উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে আসতে শুরু করেছে। অস্বাভাবিক দৃশ্যটা চোখে পড়ায় কিছুটা অবাক হলো কমান্ডার পিয়ার্স, থেমে গেল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর তেরপলটা আবার মুড়ে রাখতে রাখতে সামনের দেয়ালে তাকাল।

অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্ট এর লিপিটা এক অসাধারণ উজ্জ্বলতায় দীপ্যমান হয়ে আছে। সুজানের ত্বকের সায়ানোব্যাকটেরিয়া থেকে অতিবেগুনি রশ্মির সমান তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে বোধহয়। কারণ সে আলোতেই খোদাই করা লিপিগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে।

মিশরীয় স্মারকস্তম্ভটার কথা মনে পড়ে গেল গ্রে'র। সেখানেও এরকম উদ্দীপ্ত অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্ট দেখা গিয়েছিল। অবশ্য এখানকার তুলনায় সেগুলো অনেক ক্ষুদ্র অনুপাতের আর অপরিণত। জোহানেস ট্রিথেমিয়াস কি আসলেই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দৈববানী পেয়েছিলেন? তার দিব্যদৃষ্টিতে কি এই সমস্ত কিছুই ধরা পড়েছিল?

গ্রে তেরপলটা অনেকখানি সরিয়ে ফেলল। সুজানের শরীর থেকে বিকীর্ণ আলোয় অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের আরও খানিকটা অংশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অন্ধকার সরে গিয়ে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল দেয়ালটা, যেন আগুন ধরে গিয়েছে।

গ্রে উচুঁ হয়ে বসলো। বাম দিকে একটা অন্ধকার জায়গা চোখে পড়ল ওর। এক কোণায় লিপির জ্বলজ্বলে আভার ভেতর, একটা কৃষ্ণকায় পাথর ভেসে আছে। পাথরটার স্বতন্ত্র আকৃতি ওর মনোযোগ কেড়ে নিল।

এটা কী তবে...

সুজানকে হাতের ওপর তুলে ধরে করে সরিয়ে আনে ও। তেরপলটাকে আরেকটু খসে যেতে দেয়। শরীরের বিকীর্ণ আভাটা অতটা দূরত্বে পৌছাচ্ছে না, আরও কাছে সরিয়ে নিতে হবে। তেরপলে প্যাঁচানো দেহটা নিয়ে এগোতে কষ্ট হচ্ছে খুব। এদিকে হাতে খুব বেশি সময় নেই। সাহায্যের প্রয়োজন।

"কোয়ালস্কি! কোথায় তুমি?"

ডান দিকের একটা স্তম্ভের আড়াল থেকে উত্তর ভেসে আসে, "লুকিয়ে আছি! যা বলেছিলে তাই!"

গ্রে চেঁচিয়ে ওঠে, "এখানে দরকার তোমাকে।"

"বোমা ফাটতে বেশি সময় বাকি নেই তো!"

"বোমার কথা ভুলে যাও। তাড়াতাড়ি চলে এসো!"

কোয়ালস্কি মনে মনে অভিশাপ দিল, দৌড়ে সামনে চলে এলো তারপর। বিরক্তিতে গজগজ করে উঠল, "বালের বোমার সামনেই পড়তে হয় বারবার... "

বাম দিকে থুতনি ঘুরিয়ে ইশারা করল গ্রে, "সুজানকে ওদিকে নিয়ে যেতে হবে।" কোয়ালস্কি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তেরপলটাকে স্ট্রেচারের মত ব্যবহার করল ওরা। সুজানকে মাঝখানে শুইয়ে তেরপল ধরে দেয়াল বরাবর দৌড়াতে শুরু করল দু'জন। দেয়ালে খোদিত লিপি দীপ্যমান হয়ে উঠল ওদের গতিপথ ধরে। ওরা কাছে এগোলে জ্বলজ্বল করছে, দূরে সরে গেলে ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

শেইচান পাশের স্তম্ভের আড়ালে লুকিয়ে ছিল, দৌড়ে আসলো ওদের দিকে। দেয়ালের অসাধারন প্রদর্শনী দেখে স্থির থাকতে পারেনি, "তোমরা কি... হায় ঈশ্বর!" গ্রে সুজানকে মাটিতে শুইয়ে তেরপল সরিয়ে দিল। দেয়ালে যেন আগুন ধরে গেল হঠাৎ। জ্বলে উঠল অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্ট। শুধু নির্দিষ্ট কিছু জায়গা অন্ধকার থেকে গেল।

"ভিগর!" গ্রে চিৎকার করে ডাক দিল।

"আমি আসছি!" ভিগর উত্তর দিলেন। চেম্বারের অন্য পাশ থেকে মনসিনর পুরো দৃশ্যটাই দেখতে পাচ্ছিলেন। লিসাও ভিগরকে অনুসরণ করল।

দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল সবাই। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

উজ্জ্বল অংশটা দেখে নয়, বরং দীপ্তিহীন কিছু একটা দেখে।

"ফ্রায়ার অ্যাগ্রিয়ার," ভিগর বললেন। "এই ক্রুশ চিহ্নটা তিনিই রেখে গিয়েছেন। দেয়াল পরিষ্কার করে দাগ কেটে এই সঙ্কেত তৈরি করেছেন।"

"কিসের সঙ্কেত এটা?" শেইচান জিজ্ঞেস করল।

"গোপন দরজার সূত্র," গ্রে উত্তর দিল। "গুহাতে নামার আরও পথ আছে।"

"কিন্তু সঙ্কেতটার অর্থ কি?" ভিগর জিজ্ঞেস করে।

গ্রে মাথা নাড়ালো। একদম সময় নেই। দরজাটা খুঁজে না পেলে এখানেই মরতে হবে সবাইকে। সুজানকে নিরাপদ কোথাও নিয়ে যেতে হবে। নইলে লিসার কথা অনুযায়ী, মহামারী থেকে বাঁচবে না কেউ।

নাসের তাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল। "অন্তিম প্রার্থনা করে নাও।"

"জেসাস ক্রাইস্ট।" নিজের অজান্তেই বলে ওঠে কোয়ালস্কি। গ্রে আর ভিগরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। এরপর ক্রুশ চিহ্নটার মাঝ বরাবর হাত রেখে সজোরে ঠেলা দেয়। হঠাৎ একটা গোপন দরজা খুলে গেল ওদের সামনে।

কোয়ালস্কি ঘুরে দাঁড়ায়, "সব সময় এতো আকাশ পাতাল চিন্তার দরকার কি? সামনে দরজা পেলে ঢুকে গেলেই হলো!"

দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ওরা। গ্রে আর কোয়ালস্কি আবার সুজানকে তেরপলে বয়ে নিয়ে এগোতে লাগল। সবাই ঢুকে যাবার পর লিসা আর শেইচান মিলে দরজাটা বন্ধ করে দিল। সামনে, একটা পথ নেমে গিয়েছে। পাথর কেটে বানানো হয়েছে রাস্তাটা। পথের শেষ কোথায় কেউ জানতে চাইল না।

নিচে নামতে শুরু করার পর একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেল সবাই। মনে মনে ফ্রায়ার অ্যাগ্রিয়ারকে ধন্যবাদ জানাল গ্রে।

অতীতে তিনি মার্কো পোলোকে রক্ষা করেছিলেন, আর আজ জীবন বাঁচালেন এতগুলো মানুষের।

এবারের মতো বেঁচে গিয়েছে ওরা। কিন্তু একটা দুঃসহ চিন্তা গ্রে'র মাথার ভেতর ঘুরপাক খেয়েই যাচ্ছি। ওর বাবা মা এখনও বন্দী। যখন নাসের জানবে ওরা পালিয়ে গিয়েছে, শাস্তি পেতে হবে ওর বাবা মাকেই।

রাত ১২:১৮

গুদামঘরের ছাদে বসে আছেন হ্যারিয়েট। স্বামীর বাহুতে মাথা রাখলেন তিনি। উষ্ণ সন্ধ্যা। মেঘের আড়ালে আড়ালে পুরো আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে চাঁদ। আতঙ্কের কারণের অভাব নেই। কিন্তু ক্লান্তিতে সব অনুভূতি ম্লান হয়ে গেছে। সময় পেরিয়ে

যাচ্ছে খুব দ্রুত। কিছুটা ঘুম ঘুম লাগছে। হঠাৎ ছাদের আরেক পাশ থেকে চেঁচামেচি শুনতে পেয়ে সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি।

"ওরা এসে পড়েছে," জ্যাক বললেন।

সরে গেলেন তার স্বামী। এইচভিএসি'র ভেতরে জায়গা করে দিলেন হ্যারিয়েটের জন্য। দু'জনের জায়গা হবে না এখানে। হ্যারিয়েট জায়গা করে নেয়ার পর, ভেতর থেকে স্বামীর উদ্দেশ্য হাত বাড়ালেন। কিন্তু নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দরজার টেনে নিলেন জ্যাক। "জ্যাক?" ভাঙ্গা গলায় ডেকে উঠলেন হ্যারিয়েট।

বাইরে থেকে দরজা টেনে দিলেন তিনি।

"না..." বিলাপ করে উঠলেন হ্যারিয়েট।

দরজার ফাঁকে ঠোঁট চেপে ধরে ফিসফিস করলেন জ্যাক। "প্লিজ হ্যারিয়েট। অন্তত এটুকু করতে দাও আমাকে। আমি ওদেরকে সরিয়ে নিতে পারব। আমাকে এই সুযোগটা দাও!"

দরজার সরু ফাঁক দিয়ে দু'জন দু'জনের চোখের ভাষা পড়তে পারছিলেন। হ্যারিয়েট বুঝতে পারলেন। বহুদিন নিজেকে দায়িত্বশীল মানুষের ভাবতে পারেননি জ্যাক। কিন্তু তাই বলে, এভাবে মৃত্যুকে বরণ করার কোনও মানে হয় না। স্বামীকে কখনোই খাটো করে দেখেননি তিনি, কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না।

দরজার কোণা দিয়ে আঙুল বের করে দিলেন তিনি। নীরবে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল গাল বেয়ে। জ্যাক আঙুল ছোঁয়ালেন। ধন্যবাদ জানালেন, ভালোবাসা জানালেন।

এগিয়ে আসছে শত্রুরা...আর সময় নেই।

জ্যাক ঘুরে তাকালেন। হামাগুড়ি দিয়ে ছাদের অন্য পাশে এগোতে শুরু করলেন তিনি। শক্ত হাতে পিস্তল ধরে আছেন। দেয়ালের কাছে পৌঁছে হাতে ভর দিয়ে এগোতে লাগলেন। টেনেহিঁচড়ে চেষ্টা করলেন নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে। জ্যাককে দেখার চেষ্টা করে কোনও লাভ হলো না।

হঠাৎ করেই হৈ চৈ শোনা গেল বাম দিক থেকে। তারপর গুলি চালানোর শব্দ আছড়ে পড়ল কানে।

জ্যাক....

হ্যারিয়েট গুলির শব্দের সংখ্যা হিসাব করতে লাগলেন। জ্যাকের কাছে মাত্র তিন রাউন্ড গুলি আছে।

আরেকটা গুলির শব্দ শোনা গেল। তার স্বামীর অবস্থান বরাবর। ধাতব কিছুতে আঘাত করল গুলিটা। জ্যাক হয়তো সরে যেতে পেরেছে। পাল্টা গুলি চালানোর শব্দ পাওয়া গেল। আর একটা মাত্র গুলি হাতে আছে জ্যাকের পিস্তলে।

গোলাগুলির ভয়াবহ শব্দের ভেতর জ্যাকের কণ্ঠ শোনা গেল। "আমার স্ত্রীকে কখনোই খুঁজে পাবে না তোমরা। নাগালের বাইরে লুকিয়ে রেখেছি তাকে।"

কর্কষ একটা কণ্ঠে উত্তর ভেসে এলো। হ্যারিয়েট চমকে উঠলেন। খুব কাছেই আছে সে।

অ্যানিশেন।

"কুকুরগুলোই খুঁজে বের করবে ওকে," মেয়েটা চিৎকার উঠল। "নইলে তোর চিৎকার শুনিয়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করব বুড়িটাকে।"

ঝাঁঝরির ফাঁক দিয়ে অ্যানিশেনের পা দেখা গেল। রেডিও হাতে নিয়ে ওর লোকদেরকে হুকুম দিচ্ছে। জ্যাককে ধরে ফেলতে হবে। কিন্তু হঠাৎ করে নিজেজ এক পাশে কাঁত হয়ে গেল সে। নতুন আরেকটা শব্দ শোনা গেল। ঝড়ো বাতাসের ধেয়ে আসার মতো শোনাল শব্দটা।

ছাদের ওপরে একটা কালো হেলিকপ্টার উড়তে দেখা যাচ্ছে। সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার, কোনও সন্দেহ নেই। অটোমেটিক রাইফেলের গর্জন শুরু হলো ছাদের ওপর। মানুষের আর্তনাদ, হুটোপুটির শব্দ–একটানা কিছুক্ষণ এসব হতে থাকল। একটা লোক পালাচ্ছিল, গুলি লেগে তার পা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল। হঠাৎ করেই জায়গাটা যেন নরকে পরিণত হয়েছে।

রাস্তায় সাইরেনের শব্দ এগিয়ে আসতে শোনা যাচ্ছে। হেলিকপ্টার থেকে মেগাফোনে আদেশ ভেসে এলো–বাঁচতে চাইলে অস্ত্র ফেলে দাও।

অ্যানিশেন হাঁটু ভেঙ্গে বসলো। সামনের দরজার দিকে দৌড়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হ্যারিয়েট নিজের অজান্তেই সরে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কনুইয়ের আঘাতে তার লুকিয়ে থাকা জায়গাটার ভেতরে ভোতা একটা শব্দ হলো।

চমকে উঠল অ্যানিশেন। মাথা ঘুরিয়ে ভিতরে তাকাল। "আহহ, মিসেস পিয়ার্স," সাথে সাথে পিস্তল তুলে নিয়ে ঝাঁঝরির ভেতর তাক করল ঝাঝরির ভিতরে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ। "বিদায় নেবার সময়-"

গুলির প্রতিক্রিয়ায় থর থর করে কেঁপে উঠল হ্যারিয়েটের শরীর।

অ্যানিশেন ঢলে পড়েছে। ওর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া খুলিটা চোখে পড়ল হ্যারিয়েটের। সাথে সাথেই দেখা গেল জ্যাককে। হাত থেকে পিস্তলটা ছুড়ে ফেলে দিলেন তিনি। আর গুলি নেই।

হ্যারিয়েট দরজা খুলে বেরোতে গিয়ে অ্যানিশেনের পায়ের ওপর হোঁচট খেলেন একবার। জড়িয়ে ধরলেন জ্যাককে। চোখের অশ্রু বাঁধ মানছে না আর, "আর কখনো এভাবে বিদায় জানিয়ো না, জ্যাক।"

জ্যাক শক্ত করে চেপে ধরলেন তাকে। প্রতিজ্ঞা করলেন। "না। এমনটা আর কখনো হবে না।"

মিলিটারী পোশাক পড়া একদল লোক লাফিয়ে ছাদে নেমে এলো। হ্যারিয়েট আর জ্যাককে নিরাপত্তা দিতে এসেছে তারা। নিচ থেকে সাইরেনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। গুদামঘর থেকে আরও গোলাগুলি আর চিৎকারের শব্দ পাওয়া গেল।

অন্ধকার থেকে একজনকে তাদের দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। র‍্যাপেলিং গিয়ার পরিহিত। হাঁটুতে ভর দিয়ে ছাদে নেমেছে।

পরিচিত মুখ দেখতে পেয়ে হ্যারিয়েট স্বস্তি খুঁজে পেলেন। "ডিরেক্টর ক্রো?"

"আমাকে পেইন্টার বলে ডাকলেই খুশি হব, মিসেস পিয়ার্স।" উত্তর দিলেন তিনি।

"আমাদের কীভাবে খুঁজে-"

"কসাইখানার পাশে বেশ হৈচৈ বাঁধিয়েছিলেন, নজর এড়িয়ে যাবার মতো নয়," মুখে ক্লান্ত হাসি নিয়ে জবাব দিলেন পেইন্টার। "সকাল থেকেই আমরা রাস্তায় নজর রাখছিলাম। প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট আগে, একজন পেট্রোলিং অফিসারের সাথে এক ভবঘুরে শপিং কার্টের মালিকের কথা হয়। আপনাদের ছবি দেখে চিনতে পারে লোকটা। সন্দেহ হওয়ায়, অথবা বলা যায় ভীত হয়েই সে ভ্যানের লাইসেন্স নাম্বার আর মডেল লিখে রেখেছিল। ভ্যানের জিপিএস ট্র্যাক করতে বেশি সময় লাগেনি। দুঃখিত যে আমরা আরও আগে আসতে পারিনি।"

জ্যাক চোখ মুছলেন। মুখ ঘুরিয়ে রেখেছেন যেন কেউ তার চোখের পানি দেখতে না পারে। "এরচেয়ে ভালো সময় আর হতে পারত না। সিঙ্গেল মল্ট হুইস্কির বড় একটা বোতল... যেটা আপনার পছন্দ... আমার কাছে পাওনা রইল আপনার।"

হ্যারিয়েট স্বামীকে জড়িয়ে ধরলেন। জ্যাক হয়তো মানুষের নাম ভুলে যান। কিন্তু কার কোন পানীয়টা পছন্দ তা তিনি কখনোই ভোলেন না।

পেইন্টার উঠে দাঁড়ালেন। "কোনো একদিন একসাথে পান করব আমরা। এখন একটা জরুরি কল করতে হবে আমাকে।" তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। নিজের মনে বিড়বিড় করলেন কিছু একটা। কিন্তু হ্যারিয়েট ঠিকই শুনতে পেলেন।

খুব বেশি দেরি হয়নি বোধহয়

সকাল ১১:২২

অন্ধকারে হোঁচট খেল লিসা। মনসিনরকে অনুসরণ করছে। দেয়াল হাতড়ে এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে সুড়ঙ্গের শেষ মাথায়–তাদের গন্তব্য।

অবশেষে শেষ ধাপে পা রাখল ওরা। প্রশস্ত একটা গুহায় এসে পৌঁছালো। গুহার উচ্চতা প্রায় পাঁচ তলার সমান হবে। ডিম্বাকার প্রাঙ্গন। প্রশস্ততম অংশের দৈর্ঘ্য প্রায় সত্তর গজ।

"আসলেই গুহাটা দেখতে কচ্ছপের খোলের মতো," ভিগর বিড়বিড় করলেন। প্রতিধ্বনি হচ্ছিলো তার কথার। "দুই দিকে আলোর নিশানাও পাওয়া যাচ্ছে। কচ্ছপের খোলের দুইপ্রান্তের মতো..."

গ্রে'র সাথে সুজানকে বয়ে নিয়ে আসছে কোয়ালস্কি। গজগজ করে উঠল, "তো কোথায় আছি আমরা? কচ্ছপের গলা দিয়ে নেমে আসলাম? নাকি পায়ুপথে নেমে যাচ্ছি?" ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শিস বাজালো ও।

একটা বৃত্তাকার লেক দেখা যাচ্ছে ওদের সামনে। আয়নার মতো স্থির, স্রোতহীন। কালো ময়লা পানি। দুই প্রান্তে দু'টো পাথরের মূর্তির চোখ ফুড়ে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করছে। মিলিত হয়েছে লেকের কেন্দ্রে এসে।

সূর্যরশ্মির মিলনস্থলে এসে কালো পানির ধারা বর্ণ পরিবর্তন করে একটা দুধশুভ্র জলধারা সৃষ্টি করেছে। দীপ্যমান, যেন তরল রোদ চুইয়ে পড়ছে পানির ওপর।

ঢেউ খেলে যাচ্ছে সেই দীপ্যমান অংশে, একটা জীবন্ত প্রাণীর মতো।

আসলেই জীবিত ছিল সেটা।

"সূর্যালোকের কারণে সায়ানোব্যাকটেরিয়াগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছে।" লিসা ব্যাখ্যা করল।

মূর্তির চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা তরল গড়িয়ে সেই পানির ওপর পড়ল। হিসহিস শব্দ হচ্ছে সেখানে। সেই তরলের সংস্পর্শে এসে পানিতে আলোর দ্যুতি উবে যাচ্ছে।

"এসিড," গ্রে বলল। সবাইকে বিপদের কথা জানিয়ে দিল ও। "বিস্ফোরণের কারণে তৈরি হয়েছে। মূর্তির চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে এখন। চেম্বারটা কতক্ষণ টিকে থাকবে বলা যায় না। পাথরের দেয়ালগুলো আশা করি বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাখতে পারবে। কিন্তু সময় নেই বেশি। ওরা হাতুড়ি বাটাল হাতে নেমে আসবে।"

"আমরা এখন কী করব?" শেইচান জিজ্ঞেস করল।

কোয়ালস্কি মুখ ভেংচাল, "এখান থেকে বের হয়ে যাব।"

গ্রে লিসার দিকে তাকাল, "তুমি কি সামনে দৌড়ে যেতে পারবে? দেখো তো, গুহাটার শেষ কোথায়। কচ্ছপের খোলের দুই প্রান্তে দু'টো ছিদ্র থাকার কথা। ভিগর যেমনটা বলেছেন। এটাই আমাদের একমাত্র আশা।"

লিসা বাধা দিল। "গ্রে। আমার মনে হয় সুজানের সাথে থাকা উচিত। চিকিৎসক হিসেবে..."

তেরপলের আড়াল থেকে কাঁতরানোর শব্দ শোনা গেল। সুজান একটা হাত উঁচিয়ে ধরেছে।

লিসা সুজানের পাশে চলে গেল। সতর্ক,স্পর্শ করতে ভয় পাচ্ছে ওকে। "সুজান-ই প্রতিষেধক পাওয়ার একমাত্র উপায়।"

"আমি যেতে পারি," শেইচান সাহায্যে এগিয়ে এলো।

গ্রে'র মুখে সংশয়ের ছায়া খেলে যায়। এই মেয়েটাকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না ও। তবে এখন আর তাছাড়া কোনও উপায় নেই। "যাও, একটা পথ খুঁজে বের করো।" শেইচান কোনও কথা না বলে ঘুরে হাঁটা দিল।

জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করল গ্রে। "এটাকে একটা প্রাচীন সিঙ্কহোল মনে হচ্ছে। ফ্লোরিডা বা মেক্সিকোতে আছে যেমনটা।"

লিসা দেয়ালের দিকে ঝুঁকে গেল। শুকনো একটা পদার্থ হাতে তুলে নিল। "প্রস্তরীভূত হয়ে যাওয়া বাদুড়ের মল," গ্রে'র ধারণাকে স্বীকৃতি দিল ও। "কোন একসময় আলো বাতাসের মুখ দেখেছিল এই গুহা।"

হাত মুছে ফেলে সুজানের দিকে তাকাল লিসা। দু'য়ে দু'য়ে চার মিলাতে শুরু করল। ভিগর লেকের চারপাশে হাত তুলে দেখালেন, "প্রাচীন খোমেরীয়রা এখানে আসত নিশ্চয়ই। লেকের পানিতে আলোর খেলা দেখে এই জায়গাকে কোনও

দেবতার বাসস্থান ভেবেছিল হয়তো। তারপর এই স্থানকে ওরা মন্দিরের সাথে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।"

"কিন্তু সেই কাজের পরিণাম জানতো না ওরা," লিসা যোগ করে। "এখানে অনধিকার প্রবেশ করে একটা জৈবিকচক্রে হস্তক্ষেপ করে বসে ওরা। সে কারণেই ভাইরাস প্রতিশোধ নিতে উন্মত্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ সীমা লঙ্ঘন করলে, প্রকৃতিও মাঝে মাঝে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠে।"

লেকের পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করে সবাই।

"এগুলো কি মানুষের হাড্ডি?" কোয়ালস্কি জিজ্ঞেস করল। পানিতে কিছু একটা দেখতে পেয়েছে ও।

সবাই থেমে গেল। লেকের কিনারে গিয়ে দাঁড়ালো লিসা। পানির নিচে মৃদু আলোতে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

লেকের অগভীর তলদেশে স্তূপাকারে হাড় জমা হয়ে আছে। ভঙ্গুর পাখির খুলি, বানরের পাঁজর, এক জোড়া শিঙ। কিনারের কাছেই একটা হাতির বৃহদাকৃতির খুলি দেখা যাচ্ছে। এখানেই শেষ না। ভাঙ্গা ফিমার, টিবিয়া, বক্ষপিঞ্জরসহ বিভিন্ন রকম হাড় পড়ে আছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য মাথার খুলি।

মানুষের শরীরের হাড়। সুবিশাল এক গোরস্তানে পরিণত হয়েছে লেকটা।

চুপচাপ সামনে এগোতে থাকল ওরা।

পাথুরে কিনারা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় লেকের পানির দীপ্তি বাড়তে লাগল। নাক জ্বালাপড়া করতে লাগল লিসার। ক্রিসমাস আইল্যান্ডের জোয়ারের পানিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য মৃতদেহের কথা মনে পড়ে গেল ওর।

বায়োটক্সিন।

কোয়ালস্কি মুখ কুঁচকিয়ে ফেলল।

স্মেলিং সল্টের মতো ঝাঁঝালো গন্ধটা সুজানকেও সচেতন করে তুলল। চোখ খুলে গেল ওর। লেকের পানির মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল। ঢুলুঢুলু দৃষ্টিতেও লিসাকে চিনতে পারল ও।

উঠে বসার চেষ্টা করল মেয়েটা।

গ্রে আর কোয়ালস্কি ওকে মাটিতে শুইয়ে দিল। ওদেরও বিশ্রামের দরকার।

লিসা সুজানের পাশে বসলো। সযত্নে তেরপলটা কাঁধে জড়িয়ে দিয়ে উঠতে সাহায্য করল ওকে।

কোয়ালস্কি এগিয়ে আসতেই সুজান চমকে সরে গেল।

"ভয়ের কিছু নেই," লিসা আশ্বস্ত করল। "এখানে সবাই বন্ধু।"

অন্যদের সাথেও পরিচয় করিয়ে দিল। ধীরে ধীরে চোখে স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে আসছে মেয়েটার। মনে হচ্ছে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছে। কিন্তু লিসার কাঁধের ওপর দিয়ে, জ্বলজ্বল করতে থাকা লেকের দিকে চোখ পড়তেই ছিটকে সরে গেল সুজান। পিছনের দেয়ালে ধাক্কা খেল একটা। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল তারপর।

লেকের দিকে তাকাল সে। "ক্রিসমাস আইল্যান্ডের মতো অবস্থা হবে এখানে...অন্তত হাজারগুণ ভয়াবহ...গুহার ভেতরে। আর তোমরা সবাই আক্রান্ত হয়ে পড়বে।"

লিসা দ্বিমত করল না। ওর চামড়া চুলকাতে শুরু করে দিয়েছে।

"তোমাদের পালানো উচিত," দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল সুজান। "শুধু আমিই থাকতে পারব। আমাকে এখানে থাকতেই হবে।"

আতঙ্কের ছাপ ওর চোখে।

"প্রতিষেধকের জন্য?" লিসা জিজ্ঞেস করে।

সুজান মাথা নাড়িয়ে সায় দেয়। "এই উৎস দিয়ে আমাকে আরেকবার আক্রান্ত হতে হবে। আমি জানি না কীভাবে, আবার আমি জানিও," হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরল ও। "মনে হচ্ছে...অতীত আর বর্তমান একই সাথে আমার চোখে খেলে যাচ্ছে। এখানে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। চারপাশের সবকিছুই আমাকে কিছু না কিছু বলতে চাইছে। মাথার ভেতরের কণ্ঠগুলোকে থামাতে পারছি না। ওরা আমাকে গ্রাস করে নিচ্ছে।"

আতঙ্কে ওর চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল।

অটিজমের কথা মনে পড়ে গেল লিসার। স্নায়বিক কারণে সংবেদী ক্রিয়ার মাত্রা বেড়ে যায়। সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি তথ্য গ্রহণ করতে থাকে মস্তিষ্ক। এর পরিণাম ভালো হয় না। কিন্তু তাদের ভেতরে মাঝে মাঝে জন্ম নেয় কিছু অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান মানুষ।

সুজানের মাথার ভেতর কি চলছে বোঝার চেষ্টা করল লিসা। বিরল ব্যাকটেরিয়ার বিচিত্র বায়োটক্সিন ওর মস্তিষ্ককে প্রবলভাবে সক্রিয় করে তুলেছে।

সুজান পানির কিনারায় হেঁটে গেল, "আমাদের হাতে একটা মাত্র সুযোগ আছে।"

"কেন?" গ্রে জিজ্ঞেস করল, সুজানের পাশে চলে এসেছে।

"লেকের পানিতে ব্যাকটেরিয়ার বিষক্রিয়ার মাত্রা একটা নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর পর, আবার নিজে থেকেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আবার এই সুযোগ আসতে তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে।"

"তুমি সেটা কীভাবে জানলে?" গ্রে প্রশ্ন করল।

সুজান লিসার দিকে তাকাল।

"ও কোনও না কোনও ভাবে জানে," লিসা উত্তর দিল। "এই জায়গার সাথে ওর একটা রহস্যময় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সুজান, এই কারণেই কি তুমি এখানে আসতে চাচ্ছিলে?"

সুজান মাথা নাড়ায়, "সূর্যের আলো পড়ার পর লেকের পানি জ্বলজ্বল করতে শুরু করবে। আমি না আসতে পারলে..."

"তাহলে তিন বছর ধরে মড়ক চলবে পৃথিবীতে। কোনও নিরাময়ের আশা থাকবে না।" ক্রুজ শিপের কথা কল্পনা করল লিসা।

আলাপ থেমে গেল। শেইচান ফিরে এসেছে। পরিশ্রমে লাল হয়ে গেছে মুখ। "দরজা খুঁজে পেয়েছি।"

"তোমরা পালাও।" সুজান বলল। "এখনই।"

শেইচান মাথা নাড়ালো, "কিন্তু সেটা খোলা যাচ্ছে না।"

কোয়ালস্কি হাত ঝাঁকিয়ে ইশারা করল, "জোরে ধাক্কা দিয়ে দেখেছ?"

শেইচান চোখ বড় বড় করল। মাথা নাড়িয়ে জানাল, "হ্যাঁ। ধাক্কা দিয়ে দেখেছিলাম।"

"ওহ! তাহলে আর কী করার আছে!"

"কিন্তু পাথরের আর্চওয়ের ওপর একটা ক্রুশ খোদাই করা আছে," শেইচান বলল। "একটা লিপিও আছে, কিন্তু অন্ধকারে পড়া যায় না। ওগুলো হয়তো কোনও সূত্র দিতে পারবে।"

গ্রে মনসিনরের দিকে তাকাল। "ফ্ল্যাশলাইটটা এখনও আমার কাছে আছে," ভিগর বললেন। "আমি যাচ্ছি ওর সাথে।"

"জলদি করুন," গ্রে তাড়া দিল।

বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। লেকের আভা আরও দূরে ছড়াতে শুরু করেছে। সুজান আঙুল তুলে ইশারা করল, "আমাকে লেকে নামতে হবে।"

পাথরের ঘাঁট ধরে হাঁটতে শুরু করল ওরা। গ্রে লিসার পাশে চলে এলো, "তুমি বলেছিলে জৈবিক চক্রে মানুষের হস্তক্ষেপই বিপদ ডেকে এনেছে। এখানকার ঘটনাটা ব্যাখ্যা করতে পারবে?" হাত নাড়িয়ে লেকের দিকে দেখাল ও। সুজানের দিকে ইশারা করল।

"আমি সব কিছু জানি না। কিন্তু রহস্যের চাবি কাঠি কোথায়, সেটা বুঝতে পেরেছি বোধহয়।"

গ্রে আগ্রহী হয়ে উঠল।

লিসা লেকের উজ্জ্বল আভার দিকে ইশারা করল, "কাহিনীর সূত্রপাত এখানেই। সায়ানোব্যাকটেরিয়া, বর্তমান উদ্ভিদের পূর্বপুরুষ। পরিবেশের প্রায় সব উপাদানে এদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে-পাথর, বালি, পানি এমনকি অন্যান্য জীবসত্তাতেও।" সুজানের দিকে ইঙ্গিত করল লিসা। "কিন্তু সেসব কথা এখন আর বলার সময় নেই। বরং এখান থেকে শুরু করা যাক।"

"এই গুহা?"

লিসা সায় দেয়, "সায়ানোব্যাকটেরিয়া এই লেকে আবাস গড়ে তোলে একসময়। সূর্যালোক দরকার হয় ওদের। কিন্তু গুহায় আলো বাতাসের প্রবেশ ছিল না বললেই চলে। ওপরের ছিদ্রটা সম্ভবত আরও ছোট ছিল। টিকে থাকার জন্য ওদের প্রয়োজন পড়ল শক্তির ভিন্ন একটা উৎস, খাদ্য। সায়ানোব্যাকটেরিয়া নিত্য নতুন উপায়ে অভিযোজনে পারদর্শী। তাছাড়া ওদের খাদ্য ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওপরের জঙ্গলেই...শুধু এই গুহাতে নিয়ে আসাটাই বাকি ছিল। প্রকৃতির খেলা খুবই বিচিত্র, গ্রে। অভাবনীয় সব উপায়ে ভারসাম্য তৈরি করে ফেলে।"

ডক্টর দেবেশ পতঞ্জলিকে বলা গল্পটা মনে মনে মিলিয়ে নিল লিসা। যেভাবে যকৃতের কৃমিরা টিকে থাকার জন্য ব্যবহার করে তিনটা পোষক: গবাদিপশু, শামুক আর পিঁপড়া।

"এক পর্যায়ে এই কৃমি তার পোষক পিঁপড়াকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। ঘাসের ডগায় চড়ে বসতে বাধ্য করে, চোয়াল পুরোপুরি আটকিয়ে যায় ঘাসের সাথে। গরুরখাবারে পরিণত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে পোষক পিঁপড়া। প্রকৃতি এমনই বিচিত্র। আর এখানে যা ঘটছে তা আরও বিচিত্রতর।"

নিজের ধারণাগুলো বিস্তারিত বলতে চাইল লিসা। এক মুহূর্ত সময় নিয়ে সে জুডাস স্ট্রেইনের ব্যাপারে হেনরি বার্নহার্ট এর মতবাদ ব্যাখ্যা করল। যেভাবে তিনি এই ভাইরাসকে বুনিয়া ভাইরাসগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। হেনরির ডায়াগ্রামের কথা মনে পড়ল ওর। মানুষ থেকে আরথ্রোপোড হয়ে আবার মানুষে ফিরে একটা একরৈখিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তিনি।

Human → Insect (arthropod) → Human

"কিন্তু আমাদের হিসাবে ভুল হয়েছিল," লিসা আক্ষেপ করে। "ভাইরাসটা যকৃতের কৃমির কাছ থেকে ভালোই শিক্ষা নিয়েছে। সে নিজেও তিনটা পোষক ব্যবহার করতে শুরু করে।"

"যদি সায়ানোব্যাকটেরিয়া প্রথম পোষক হয়," গ্রে জিজ্ঞেস করে। "তাহলে জীবনচক্রের দ্বিতীয় পোষক কে?"

লিসা সামনে এগিয়ে গেল। পড়ে থাকা কিছু শুকনো বাদুড়ের একটা লাথি দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল ও, "খাঁচা ভেঙ্গে উড়ে যাওয়া দরকার ছিল সায়ানো ব্যাকটেরিয়ার। এ গুহায় বাদুড়ের বসবাস ছিল একসময়। ওদের ডানাই ব্যবহার করেছে ব্যাকটেরিয়াগুলো।"

"দাঁড়াও। কিভাবে নিশ্চিত হলে যে ওরা বাদুড়কেই ব্যবহার করেছে?"

"বুনিয়াভাইরাস। আরথ্রোপোডের প্রতি আসক্তি আছে ওগুলোর। এই প্রজাতির ভেতর আছে পোকামাকড় আর ক্রাসটাশিয়ান প্রজাতির জীব। কিন্তু বুনিয়াভাইরাসের অনেক প্রজাতি ইঁদুর আর বাদুড়েও খুঁজে পাওয়া যায়।"

"তার মানে, বাদুড়ের শরীরের ভাইরাসের মিউটেশন হয়ে সৃষ্টি হয়েছে জুডাস স্ট্রেইন?"

"হুম। মিউটেশন হয়েছে সায়ানোব্যাকটেরিয়ার নিউরোটক্সিনের প্রভাবে।"

"কিন্তু কেন?"

"বাদুড়গুলোকে উন্মত্ত করে তোলার জন্য, যেন তারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ভাইরাসকে নতুন পোষকের কাছে নিয়ে যায়। আসলে প্রত্যেকটা বাদুড় পরিণত

হয়েছিল একেকটা জৈবিক বোমায়। সুজানের কথা ঠিক হলে, তিন বছর অন্তর অন্তর লেক থেকে এধরণের বোমা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।"

"কিন্তু গুহার বাইরে পশুপাখি মারা গেলে সায়ানোব্যাকটেরিয়ার কী সুবিধা হবে?"

"আহ...এভাবেই তো ভাইরাস নিজের তৃতীয় এবং শেষ পোষককে খুঁজে পায়, আরথ্রোপোড। আরথ্রোপোডের প্রতি আসক্তি আছে বুনিয়াভাইরাসের। পোকামাকড় আর ক্রাসটাশিয়ান। মৃত জীবদেহ ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে ওরা। অস্বাভাবিক রকমের ক্ষুধা সৃষ্টি করে ভাইরাস। ওরা বাধ্য হয় এই আচরন করতে...।"

লিসার কণ্ঠ কেঁপে উঠল। জাহাজে ক্যানিবালিজমের ভয়ঙ্কর প্রদর্শনীর কথা মনে পড়ে গেল ওর। "এই ক্ষুধা মৃত জীবদেহের গাঁজন নিশ্চিত করে। ভাইরাস খুঁজে নেয় নতুন আশ্রয়। এই নতুন পোষক এরপর বাধ্য হয় গুহায় ফেরত আসতে। তারপর ব্যাকটেরিয়ার খাদ্যে পরিণত হয়। যকৃতের কৃমি আর পিঁপড়ার মতোই। স্নায়বিক কারণে স্থান পরিবর্তনে বাধ্য হয় তারা।"

"যেমনটা ঘটেছে সুজানের ক্ষেত্রে," গ্রে বলল।

লিসা চুপ হয়ে গেল। জীবনচক্রটা মনে মনে কল্পনা করল ও। একরৈখিক নয়, বরং ত্রিভুজাকারঃ সায়ানোব্যাকটেরিয়া, বাদুড় এবং আরথ্রোপোড।

সবাইকেই এক সূতায় বেঁধে ফেলেছে জুডাস স্ট্রেইন।
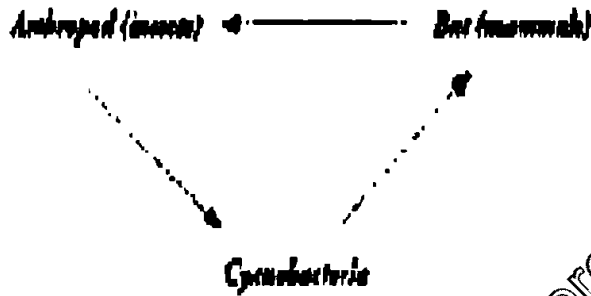
"সুজান ব্যতিক্রম," লিসা বলল। "মানুষের কিন্তু এই জীবনচক্রের অংশ হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু স্তন্যপায়ী হওয়ার কারণে আমাদেরও এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ছিল। যখন খোমেরীয়রা এই গুহাটা আবিষ্কার করে, তখন নিজেদের অজান্তেই মানুষ এই জীবনচক্রের অংশ হয়ে পড়ে। বাদুড়ের স্থান গ্রহণ করি আমরা। তিন বছর অন্তর অন্তর মহামারীতে আক্রান্ত হতে থাকে জনপদ।"

গ্রে সুজানের দিকে তাকায়, "কিন্তু ওর ব্যাপারটা? সে কীভাবে বেঁচে গেল?"

"যা বললাম। সব উত্তর নেই আমার কাছে," ব্ল্যাক প্লেগে বেঁচে যাওয়া মানুষদের কথা মনে পড়ে যায় লিসার। "আমাদের স্নায়ুতন্ত্র বাদুড় কিংবা কাঁকড়ার চেয়ে হাজারগুণ জটিল। আর সায়ানোব্যাকটেরিয়ার মতো মানুষেরও অভিযোজনের ক্ষমতাও অসীম। এসব টক্সিন আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে অনুপ্রবেশ করার পর অলৌকিক কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে।" লিসা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল হঠাৎ। মূর্তির চোখের ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করেছে। "নিউট্রালাইজিং পাউডার," গ্রে জানাল। দৃশ্যটা ওর চোখেও পড়েছে। "নাসের হয়তো ওপরের ভল্টটাকে জীবাণুমুক্ত করার কাজ গুছিয়ে ফেলেছে প্রায়। আমাদের হাতে আর সময় নেই।"

সকাল ১১:৩৯

সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপ। পাথরের দরজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন ভিগর। শেইচানের হাতে ফ্ল্যাশলাইট।

দরজার চুনাপাথরের ওপর একটা ব্রোঞ্জের মেডেলের মতো অংশ দেখা যাচ্ছে। তার ওপর নিখুঁতভাবে ফুটে আছে একটা ক্রুশচিহ্ন। ভিগর সেখানে হাত রাখলেন। এই স্থানে ফ্রায়ার এগ্রিয়ারের হাতের স্পর্শ অনুভব করতে পারলেন তিনি।

নিশ্চয়তা পাওয়া গেল পরক্ষণেই।

পাথরের দরজায় হাত বুলালেন তিনি। খোদাই করা একটা লেখা দেখা যাচ্ছিল। অ্যাঞ্জেলিক নয়, ইতালিয়ান। ফ্রায়ার অ্যাগ্রিয়ারের শেষ টেস্টামেন্ট-

যীশু খৃষ্টের অবতরণের বছর, ১২৯৬। এই পাথর আমার শেষ প্রার্থনার সাক্ষী রইল। এই স্থানে এসেই আমি অভিশপ্ত হই এবং নরক যন্ত্রণা লাভ করি। কিন্তু ল্যাজার‍্যাসের ন্যায় জেগে উঠি মৃত্যুকল্প তন্দ্রা থেকে। জানি না ভাগ্যের কোন কূটচক্রে আবদ্ধ আমি। জ্বরতপ্ত উজ্জ্বল ত্বকে, বিচিত্রভাবে আমাকে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। এহেন ত্রাণ লাভের পর নিজেকে তাদের সেবায় নিয়োজিত করি, যারা মড়ক থেকে মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু এক গভীর অনুশোচনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি আমি। নরকের শিখার প্রতিবিম্ব নিয়ে এই স্থানের পানি টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে। জানি আমি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি । পৃথিবীকে রক্ষার তাগিদে এই দরজা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে আমার তত্ত্বাবধানে। বিদায় নিচ্ছি হৃদয়ে শুধু একটিমাত্র প্রার্থনা নিয়ে। আমার আত্মার পরিত্রাণের চেয়ে মূল্যবান প্রভুর ক্রুশ, যা এই দরজার সিলমোহর হিসেবে রেখে গেলাম। চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাক এই দরজা। শুধুমাত্র প্রভুর প্রার্থনায় বলীয়ান অন্য কোনও মহাত্মাই যেন এই শৃঙ্খল ভাঙ্গার মনোবল পায়।

ভিগর লিপির নিচে লেখকের স্বাক্ষরের ওপর আঙুল বুলালেন।

ফ্রায়ার অ্যান্টোনিও অ্যাগ্রিয়ার।

শেইচান পিছন থেকে বলে উঠল। "তার মানে, ফ্রায়ারকেও ওই রোগের জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত করা হয়। কিন্তু সুজান মেয়েটার মতোই বেঁচে যান তিনি।"

"মার্কো আর তার দলবলকে প্রতিষেধক দিয়েছিল দীপ্যমান দেহের কিছু পৌত্তলিক। ওরা হয়তো কোনও ভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, ফ্রায়ার অ্যাগ্রিয়ার বেঁচে

যাবেন। সেজন্যেই তাকে রেখে দেয়া হয়েছিল। লিপির সাল, ১২৯৬। তিনি এখানে তিন বছর বাস করেছিলেন। সুজান ঠিক এই সময়কালের কথাই বলেছিল," ভিগর পেছন দিকে ফিরে তাকালেন। "ও তাহলে ঠিক বলেছে।"

শেইচান দরজার দিকে দেখাল, "স্বাক্ষরের নিচে আরও লেখা আছে।"

ভিগর মাথা নাড়লেন "বাইবেলের উদ্ধৃতি, বুক অফ ম্যাথিউ, ২৮ নং অনুচ্ছেদ, যীশুখৃষ্টের কবর থেকে উঠে আসার সাথে সম্পর্কিত," জোরে জোরে পড়তে শুরু করলেন তিনি। *"হঠাৎ ভীষণ ভূমিকম্প হলো, কারণ প্রভুর একজন দূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেই পাথরখানা সমাধিগুহার মুখ থেকে সরিয়ে দিলেন ও তার ওপরে বসলেন।"*

ভিগর ক্রুশচিহ্নের দিকে তাকালেন। নীরবে প্রার্থনা করে বুকে এঁকে নিলেন চিহ্নটা। প্রায় সাথেই সাথেই তার হাঁটুর নিচে মাটি কাঁপতে লাগল। পেছন থেকে পাথর ভেঙ্গে পড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। গুহাটা যেন ধ্বসে পড়ছে।

শেইচান লাইটটা হাতে নিয়ে দৌড়ে গেল। "এখানেই থাকুন।"

আঁধার নেমে এলো চারপাশে। শিহরিত হলেন তিনি। আর পড়তে না পারলেও, তার মনের ভেতর শব্দগুলো জ্বলজ্বল করতে লাগল।

হঠাৎ ভীষণ ভূমিকম্প হলো...

সকাল ১১:৫২

প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল গুহা। গ্রে লিসাকে আড়াল করার চেষ্টা করল।

গুহার ছাদ থেকে একটা বিরাট পাথরখণ্ড ভেঙ্গে পড়েছে। লেকের গভীরে গিয়ে পড়ল সেটা। সশব্দে ফাটল সৃষ্টি হলো চুনাপাথরের ছাদে। ভেঙ্গে পড়বে যেন।

লেকের পানি কাঁপতে শুরু করেছে। উপচে পড়ছে চারপাশে। পানিতে দ্রবীভূত হয়ে আছে জুডাস স্ট্রেইন। গুহার ছাদ আলোড়িত হতে লাগল। যেন কামান দাগা হচ্ছে জায়গাটাকে লক্ষ্য করে।

"কী শুরু হলো?" লিসা চিৎকার করে উঠল।

"নাসেরের বোমা," গ্রে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। বেয়নের ভিত্তিপ্রস্তরে অসংখ্য ফাটল দেখতে পেয়েছিল গ্রে। বিস্ফোরণের পরিণাম মোটেও ভালো হবে না।

"সম্ভবত একটা ভিত্তি স্তম্ভ গুড়িয়ে গেছে," গ্রে বলল। "মন্দিরের একটা অংশও ধ্বসে গিয়েছে হয়তো।"

গ্রে ওপরে তাকাল। দেয়ালের কাঁপন থেমে গিয়েছে। কিন্তু কতক্ষণ টিকে থাকবে? সুজানের দিকে ফিরল ও। ধীর ক্লান্ত পায়ে উঠে দাড়িয়েছে মেয়েটা। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে সূর্যরশ্মি মধ্যাহ্নের সর্বোচ্চ তেজ নিয়ে জ্বলজ্বল করছে।

"গুহাটা টিকে থাকবে তো?" লিসা জিজ্ঞেস করল, দৃষ্টি এখন সুজানের দিকে।

"টিকে থাকতেই হবে।"

গ্রে নিশ্চিত, আরেকটা ভিত্তিস্তম্ভ ভেঙ্গে পড়লে পুরো মন্দিরটাই ভেঙ্গে পড়বে গুহার ওপর। একসাথে সবার কবর হয়ে যাবে এখানে। লিসাকে টেনে দাঁড় করাল ও। গুহা হয়তো কোনওভাবে টিকলেও টিকতে পারে। কিন্তু লেকটার বিস্ফোরিত হতে বেশি দেরি নেই।

পুরো লেকটা এখন জ্বলজ্বল করছে। সূর্যরশ্মির মিলনস্থলে পানি টগবগ করতে শুরু করেছে। বাতাসে আরও টক্সিন ছড়িয়ে দিচ্ছে। মুক্ত করে দিচ্ছে জুডাস স্ট্রেইনকে। ওদের এখন সরে যাওয়া উচিত।

পাথুরে পাড়ের কিনারে পৌঁছে গেছে সুজান। নিজের এক হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসে পড়ল ও। বন্ধুদের দিকে আর তাকাচ্ছে না। ওদের দেখতে পেলে হয়ত স্থির থাকতে পারবে না। দৌড়ে পালিয়ে যাবে ওদের সাথে। ভয় পাচ্ছে। কখনো নিজেকে এত নিঃসঙ্গ মনে হয়নি!

বুক ভেঙ্গে কাশি বেরিয়ে আসছে গ্রে-র। মনে হচ্ছে ফুসফুস জ্বলে গিয়েছে। আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয় এখানে। লিসাও ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ওর চোখ রক্তের মতো লাল হয়ে উঠেছে। বাতাস যেন চোখে হুল ফুটাচ্ছে। তাছাড়া সুজানের জন্য কান্না আটকে রাখতে পারছেনা ও।

কিন্তু সুজানের আর কোনও উপায় নেই।

উপায় নেই ওদেরও।

বেরিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে রওনা দিল ওরা। দেখল ফ্ল্যাশলাইট হাতে দৌড়ে আসছে কেউ–শেইচান!

একাই আসছে মেয়েটা। কিন্তু ভিগর কোথায়?

মাথার ওপর আবার বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। ভয়ে কুঁকড়ে গেল গ্রে। আরেকটা ধ্বস নামার আশঙ্কা করছে ও। কিন্তু এর চেয়েও ভয়াল বাস্তবতা অপেক্ষা করছে ওদের সামনে।

ছাদের একটা অংশ ভেঙ্গে পড়ল। বড় বড় পাথরের চাই খসে পড়তে লাগল মাটিতে। উজ্জ্বল সূর্যকিরণে ভেসে গেল পুরা গুহাটা। পাথরের একটা বড় টুকরা লেকের পানিতে আঘাত করল। ঢেউয়ের আড়ালে হারিয়ে গেল সুজান।

ওপর থেকে মানুষের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

গ্রে নাসেরের ক্রোধান্ধ কণ্ঠ শুনতে পেল, "ওরা নিচেই আছে!"

কিন্তু নাসেরকে নিয়ে ভাবার মতো সময় নেই এখন। মধ্যাহ্নের সূর্যালোক আছড়ে পড়ছে লেকের পানিতে। টগবগ করে ফুটছে পুরো লেক।

সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছানোর সময় কি ওরা পাবে?

গ্রে কয়েক পা পিছালো। কোয়ালস্কি আর লিসাকে নিজের দিকে টেনে আনতে আনতেই শেইচানের উদ্দেশ্যে চিৎকার করল, "শুয়ে পড়ো! এখনই!"

নিজের ভাবনামতো কাজ করল ও। লিসা আর কোয়ালস্কিকেও মাটিতে শুয়ে পড়তে ইশারা করল। তেরপলটা টেনে নিয়ে ওদের তিনজনকে ঢেকে ফেলল।

"প্রান্তগুলো মাটিতে ভালো করে চেপে ধরো," আদেশ করল বাকি দুইজনকে।

তেরপলের ভেতর থেকেই পানির ফুটতে থাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। হিসহিস করছে ক্রোধে। ফেটে পড়তে চাইছে চারপাশে।

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে চারদিকে ছিটকে পড়ল সেই বিষাক্ত। প্রায় এক ফুট পর্যন্ত বিস্ফোরিত হয়েছে। গোড়ালি ভিজে গেল গ্রের। তেরপলের ভেতর নিঃশ্বাস নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

দম বন্ধ হয়ে আসছে সবার। মনে হচ্ছে নিঃশ্বাসের সাথে ফুসফুস বেরিয়ে আসবে যেন... "সুজান," লিসা বিলাপ করে ওঠে।

দুপুর ১২:০০

সুজান আর্তনাদ করে উঠল।

কেবল মুখেই চিৎকার করছে না, ওর পুরো অস্তিত্ব নিংড়ে বের হয়ে আসছে সাহায্যের আবেদন।

যন্ত্রণা এড়ানোর ক্ষমতা নেই ওর। বরং কষ্টের তীব্রতাকে অনুভব করছে হাজার গুণ বেশি। সংবেদনশীলতা বেড়ে গিয়েছে ওর, প্রতিটা মুহূর্তের যাবতীয় অনুভূতি যেন আলাদা আলাদা করে অনুভব করতে পারছে। অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল স্নায়ু কোনও অভিজ্ঞতাকেই বিস্মৃত হতে দিচ্ছে না। কেউ যেন ওর চামড়া ছিলে নিচ্ছে...আগুন লাল লোহার পাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে ফুসফুসে...চাকু দিয়ে ছিদ্র করে দিচ্ছে চোখ। শরীরের ভেতরে আর বাইরে একইসাথে দগ্ধ হয়ে যাওয়ার অনুভূতি হলো ওর।

কিন্তু ওর কান্না দেখার মতো কেউ নেই সেখানে।

একবার শূন্যে ভেসে উঠল ওর শরীরটা। তারপর পড়ে গেল পাথরের ওপর।

একবারের মতো হৃদয় কেঁপে উঠল

তারপর...আর কিছুই বাকি রইল না।

দুপুর ১২:০১

"সুজানের কী হলো?" লিসা হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল।

গ্রে তেরপলের আড়াল থেকে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করল। লেকের পানি এখনও ফুটছে। বিষাক্ত বাতাসের বেশিরভাগই ছাদের ভেঙে পড়া অংশ দিয়ে বের হয়ে গেছে। ও বুঝতে পারল, কেবলমাত্র এই কারণেই এখনো বেঁচে আছে।

যদি গুহাটা এখনও টিকে থাকত...

পাড়ের কাছাকাছি সুজানের শরীর দেখতে পেল গ্রে। নিঃশ্বাস নিচ্ছে নাকি মেয়েটা? সূর্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। ওর অবয়ব স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না। ভালো করে তাকাতেই জিনিসটা চোখে পড়ল ওর।

পাড়ের সব স্থানে সূর্যালোক পৌঁছায়নি।

সুজান ছায়াচ্ছন্ন একটা জায়গায় পড়ে আছে। কিন্তু ওর শরীরে আর সেই আভা দেখা যাচ্ছে না।

তার মানে কি...

ওপরে মন্দির থেকে আর্তনাদের শব্দ ভেসে আসল। বিষাক্ত বাতাস গিয়ে পৌঁছেছে সেখানেও। "আমাদের গুহা থেকে বের হওয়া উচিত," গ্রে বলল।

"কিন্তু সুজানের কি হবে?" জিজ্ঞেস করল লিসা।

"ধরে নিতে হবে সুজানের যা দরকার ছিল, তা সে পেয়েছে। আশা করা ছাড়া আর উপায় নেই," হাঁটুতে ভর দিল ও। প্রতিষেধক ছাড়া এখন আর কেউ বাঁচতে পারবে না। গ্রে কোয়ালস্কির দিকে তাকাল, "লিসাকে সিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাও।"

কোয়ালস্কি উঠে পড়ল, "আমাকে এক কথা দুইবার বলতে হয় না।"

লিসা গ্রে'র হাত চেপে ধরল, "তুমি কি করতে যাচ্ছো?"

"সুজানকে নিয়ে আসতে হবে।"

লিসা চারদিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল। লেক এখনও শান্ত হয়নি। বাতাসও বিষাক্ত। "গ্রে ওখান থেকে ফিরে আসা অসম্ভব।"

"ওকে নিয়ে আসতেই হবে।"

"কিন্তু ও তো নড়াচড়া করছে না। আকস্মিক বিস্ফোরণে কী যে হলো..."

মার্কোর কাহিনী মনে পড়ে গেল গ্রে'র। বেঁচে থাকার জন্য নরমাংস ভক্ষণ করতে হয়েছিল তার, মানুষের রক্ত পান করতে হয়েছিল। "জীবিত অথবা মৃত, যেভাবেই হোক। ওর শরীরটা দরকার আমাদের।"

গ্রে'র নির্লিপ্ততায় চমকে উঠল লিসা। তবে কোনও প্রতিবাদ করল না।

"তেরপলটা দরকার হবে।" গ্রে বলল।

কোয়ালস্কি মাথা নেড়ে সায় দিল। লিসার বাহু চেপে ধরল ও, "আমার আপত্তি নেই।" গ্রে ওদের কাছ থেকে সরে গেল। তেরপলটা শরীরে পেঁচিয়ে নিল ভালো করে। গুহার ওপর থেকে আবার পাথর ভেঙ্গে পড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

মাথা নিচু রেখে, গ্রে সুজানের দিকে দৌড়ে গেল। ত্রিশ গজ...দূরত্ব সামান্যই।

যাওয়া আর আসা।

পাড় থেকে একটু দূরে, বিষাক্ত বাষ্পের মেঘের ভেতর দৌড়ে ঢুকে গেল গ্রে। নিঃশ্বাস চেপে রেখেছে। তবুও, অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেছে মনে হলো ওর। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে চোখ জ্বলতে শুরু করেছে, পানি পড়ছে সমানে। সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। নিরুপায় হয়ে চোখ বন্ধ করেই এগিয়ে যেতে শুরু করল। গুনে গুনে পা ফেলতে লাগল ও। ত্রিশ পা এসে এক নজর তাকানোর চেষ্টা করল। নরকযন্ত্রনা ভোগ করল সাথে সাথেই।

এক মুহূর্তের জন্য একটা হাত দেখতে পেল ও, এক ধাপ দূরে। এগিয়ে গিয়ে হাতটা চেপে ধরল। ভাগ্যক্রমে সুজানের শরীরে সেই আভা আর নেই। ওর স্পর্শ পুড়িয়ে দিচ্ছে না কাউকে। কিন্তু তারপরও ওকে তুলতে পারল না গ্রে। কী করবে বুঝতে না পেরে মেয়েটাকে টেনে আনতে শুরু করল। তেরপলটা পায়ে পেঁচিয়ে যাচ্ছে। ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল অবশেষে। একটা নিঃশ্বাস না নিয়ে আর কোনওভাবেই থাকা সম্ভব না। আর পারছে না...

পরক্ষণেই মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে হলো ওকে।

দম বন্ধ হয়ে গেছে। নাক দিয়ে আগুন টেনে নিয়েছে বলে মনে হলো ওর। বুকের ভেতর মুঁচড়ে উঠল।

উঠে দাঁড়াল ও। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো করে এগিয়ে যেতে শুরু করল চোখ বন্ধ করে। টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসতে লাগল সুজানকে।

চামড়ায় অসহ্য যন্ত্রণা। কেউ যেন চাবুক মারছে অনবরত।

ফিরে যাওয়া সম্ভব না...

আগুন।

লেলিহান শিখা।

দহন।

হোঁচট খেল গ্রে। মাটিতে পড়ে গেল।

কিন্তু না...

আবার উঠে পড়ল ও–এবার আর নিজের শক্তিতে নয়।

"আমি আছি তোমার সাথে," একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পেল কানের কাছে।

শেইচান!

গ্রে-কে আগলে ধরেছে ও। ওর হাতের নিচে এক হাত ঢুকিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নিজের ভারসাম্য রক্ষা করতে চেষ্টা করল গ্রে। পাথরের সাথে ঘষা খেয়ে পা পিছলে যাচ্ছে। কাশতে কাশতে কিছু একটা বলার চেষ্টা করল।

শেইচান বুঝতে পারল।

"কোয়ালস্কি নিয়ে আসছে মেয়েটাকে।"

"এখানেই আছি, বস!" লোকটা পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল।

লেক থেকে দূরে সরে আসতেই গ্রে'র দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে আসে। অবশেষে পায়ে ভর দিতে পারল ও।

শেইচান তখনো বয়ে নিয়ে চলেছে ওকে।

মেয়েটার চিবুকে ফোসকা পড়ে গিয়েছে। এক চোখ বন্ধ হয়ে ফুলে আছে।

"চলো। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।"

"আমেন, সিস্টার।" কোয়ালস্কি বলল।

গ্রে লেকের দিকে ফিরে তাকাল। ছাদের ভেঙে পড়া অংশ দিয়ে কিছু একটা পানিতে পড়তে দেখল ও। মাছের টোপের মতো করে একটা আংটায় বাঁধা। সামনে পিছনে দুলছে। বেশ পুরু, ভারী একটা ঝুলি।

"বোমা..." গ্রে ফিসফিস করল।

"কি????" কোয়ালস্কি চেঁচিয়ে উঠল। বিশ্বাস করতে পারছে না।

"বোমা।" আরও জোরে চিৎকার করল গ্রে।

নাসের এখনও ওদের রেহাই দেয়নি।

"ধুর বাল..." কোয়ালস্কি সুজানকে শক্ত করে কাঁধে টেনে নিল। আগে আগে দৌড়ে পালাতে চাইছে। "সবাই আমাকে উড়িয়ে দিতে চায় কেন?"

দুপুর ১২:১০

গুহার সিঁড়ি থেকে চিৎকারের শব্দ ভেসে আসছে।

লিসা নিচে যেতে চাইল। সবাইকে ছেড়ে আসায় অপরাধবোধে ভুগছে ও। কিন্তু এখানে ভিগরকে সাহায্য করাটাও জরুরি।

"ঘুরাতে থাকো!" ভিগর বললেন। গাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছিল তার। সিঁড়ির দিকে তাকালেন। "ওরা এসে পড়েছে প্রায়। আমাদের হাত চালানো দরকার।"

হাতের তালু দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দরজায় লাগানো ব্রোঞ্জের বোল্ট খোলার চেষ্টা করছে ওরা। জিনিসটার থালার মতো মাথায় একটা ক্রুশ আছে। স্ক্রু ঘুরানোর সাথে সাথে সেটাও ঘুরতে শুরু করেছে। গ্রিজ মাখানো সকেট থেকে প্রায় দুই ফুট এর মতো বের হয়ে এসেছে ব্রোঞ্জের স্ক্রু।

আর কতক্ষণ লাগবে?

ওরা গতি বাড়াল।

ভিগর দরজার লিপি থেকে উদ্ধৃতি দিলেন আবার। "'*হঠাৎ ভীষণ ভূমিকম্প হলো, কারণ প্রভুর একজন দূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেই পাথরখানা সমাধিগুহার মুখ থেকে সরিয়ে দিলেন ও তার ওপরে বসলেন।*' প্রথমে আমি দরজাটাকেই ঘুরানোর চেষ্টা করছিলাম। সেই চেষ্টাটা বাদ দিতে হয়েছিল অল্পক্ষণেই। তারপর আমার শেষ লাইনটা মনে পড়ল। '*শুধুমাত্র প্রভুর প্রার্থনায় বলীয়ান অন্য কোনও মহাত্মাই যেন ভাঙ্গার মনোবল পায়।*' নিশ্চিতভাবেই ক্রুশের দিকে একটা ইঙ্গিত। শুরুতেই বোঝা উচিত ছিল আমার।"

সিঁড়ির নিচের ধাপে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

কোয়ালস্কি চিৎকার করতে করতে দৌড়াচ্ছে। "বোমাআআ... দরজাআআ... খোলোওওও..."

"খুবই অল্প কথার মানুষ। আমাদের মিস্টার কোয়ালস্কি।"

অবশেষে ব্রোঞ্জের স্ক্রু সকেট থেকে বেরিয়ে এলো।

ঝড়ের বেগে সুজানকে নিয়ে উঠে আসলো কোয়ালস্কি। এখনও দরজা বন্ধ দেখে ওর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। "আপনারা এতক্ষণ কী করলেন?"

"অপেক্ষা করছিলাম তোমার জন্য," বলে দরজায় ধাক্কা দিলেন ভিগর।

দরজা খুলে গেল। সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গুহামুখ। ভিগরের সাথে বেরিয়ে গেল লিসা। কোয়ালস্কি আর সুজানের জন্য জায়গা করে দিল।

"শেইচান তো বলেছিল, ও নিজেও ধাক্কাধাক্কি করেছে দরজায়। এই লিকলিকে হাত দিয়ে কি আর এত ভারী কাজ হয়?" কোয়ালস্কি গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

তীব্র আলোয় লিসার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছে। একটু সয়ে আসতেই, নিজেদের একটা পাথুরে কূপের তলায় আবিষ্কার করল ও। দশ ফুট চওড়া হবে প্রায়। কুয়ার দেয়ালগুলো দোতলা ভবনের সমান উঁচু। ওপরে কোনও রাস্তা নেই আর।

কোয়ালস্কি সুজানকে নামিয়ে রাখল, "ডক্টর, আমার মনে হয় না ও শ্বাস নিচ্ছে।"

লিসা দৌড়ে গেল সুজানের কাছে। একদিনে যথেষ্ট মৃত্যু দেখা হয়েছে, আর না। মেয়েটার নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা করল ও, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও, ও আর হাল ছাড়তে রাজি নয়।

"কেউ আমাকে সাহায্য করো," আর্তনাদ করে ওঠে লিসা।

তখনই প্রবেশ করল গ্রে আর শেইচান।

"লিসা... ও মারা গেছে।"

"নাআআ... একটা শেষ চেষ্টা করতে চাই আমি।"

"আমি সাহায্য করব," শেইচান বিড়বিড় করল।

এগিয়ে এলো ও। ওর পোশাকে রক্তের রেখা দেখতে পেল লিসা। তাজা, এখনও শুকায়নি।

লিসার দৃষ্টি লক্ষ্য করল মেয়েটা। "আমি ঠিক আছি।"

নাসেরের লোকেরা আশেপাশেই থাকতে পারে। ওদেরকে সতর্ক থাকতে বলল গ্রে। ওর হাত মুখে ফোস্কা পড়ে গেছে। চোখ টকটকে লাল।

এদিকে সুজানের বুকের ওপর হাত রেখে চাপ দিতে শুরু করেছে লিসা। শেইচান মুখে মুখ লাগিয়ে ফু দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস চালু করার চেষ্টা করছে।

আচমকাই বোমা বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ।

লিসা সুজানকে আড়াল করার চেষ্টায় করল।

গ্রে ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে। "সবাই সতর্ক থাকো।"

প্রত্যেকেই তাকাল। বামদিকে, বেয়নের কেন্দ্রীয় ভবনের চূড়া দেখা যাচ্ছে। পাথরের মুখাবয়বগুলো নিচের দিকে মুখ করা। ভয়ঙ্করভাবে কাঁপছে সবকিছু।

"ভেঙ্গে পড়ছে!" গ্রে চিৎকার করে উঠল।

দুপুর ১২:১৬

নাসের ওর দলের ছয়জন লোককে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রতি পদে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছে ও। ওই মেয়েটা যেন এখনও ওকে জড়িয়ে ধরে আছে, চামড়া পুড়ে যাচ্ছে স্পর্শে।

কিন্তু ওর উদ্বেগের ক্ষেত্রটা আসলে ভিন্ন।

পেছনে তাকাল একবার। বেয়ন মন্দিরের টাওয়ার ভেঙ্গে পড়ছে।

ডেমোলিশন টিম সতর্ক করেছিল ওকে। এমনটা ঘটতে পারে। কিন্তু কমাণ্ডার পিয়ার্স এখান থেকে দাও মেরে পালিয়ে যাবে, সেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না ও। নিচে তাকাতেই আরেক পাশ থেকে ধুলা উড়তে দেখল ও।

নাসেরের চোখ সরু হয়ে গেল।

গুহা থেকে বেরোনোর অন্য কোনও রাস্তা আছে নাকি?

ধুলায় দম আটকানোর দশা হলো গ্রে-র। কূপের ভেতর সঙ্গীদের দেখতে পাচ্ছে না ভালো করে। টাওয়ারটা ভেঙ্গে পড়েছে। গুড়িয়ে দিয়েছে নিচের গুহাটা।

গ্রে হাত দিয়ে চোখ মুছলো। ওপরের দিকে তাকাল দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে। কূপের উত্তর দিকের দেয়াল ভেঙ্গে পড়েছে। ভাগ্য ভালো বলতে হবে। টাওয়ারটা ওদের মাথায় ভেঙ্গে পড়েনি। লিসা সুজানকে উঠে বসতে সাহায্য করল।

নতুন জীবনে স্বাগতম! ওদের ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে হয়তো!

কিন্তু ওপর থেকে ভেসে আসা একটা কণ্ঠস্বর সেই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিল।

"টিকটিকিগুলো এখনও বেঁচে আছে তাহলে?" নাসেরের চিৎকার শোনা গেল।

ওরা ঘিরে ফেলেছে কূপের চারপাশ। সবার দিকে রাইফেল তাক করা। দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে পিছলে গেল গ্রে। কোয়ালস্কির সাথে ধাক্কা খেল।

"এখন কী হবে, বস?" কোয়ালস্কি ফিসফিস করল।

হঠাৎ একটা মোবাইল ফোন বেঁজে ওঠার শব্দ শোনা গেল। ওপর থেকে আসছে শব্দটা, রিং টোনটা পরিচিত। নাসেরের হাতে ভিগারের ফোনটা দেখা গেল। হোটেলে ধরা পড়ার পর তার ফোনটা কেড়ে নেয়া হয়েছিল। এলিফ্যান্ট বারে বসানোর আগে তাদের সবারই শরীর তল্লাশি করা হয়েছিল।

ফোন নম্বরটা লক্ষ্য করল নাসের, "র‍্যাচেল ভেরোনা," হাত বাড়িয়ে ফোনটা দেখাল ও। "আপনার ভাতিজি, মনসিনর। শেষ বিদায়টা কি নিতে চান?"

ফোনটা তৃতীয়বারের মতো বাজলো। তারপর থেমে গেল।

"আহা রে," নাসের উপহাস করে। "মনে হয় না তা আর করা হবে।"

চোখ বুজে ফেলল গ্রে। দম আটকে যাচ্ছে।

নাসের বলতে থাকে। "আচ্ছা, কমান্ডার পিয়ার্স হয়তো আমার পার্টনার অ্যানিশেনের সাথে কথা বলতে চায়? আমি অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম মরার আগে তোমার বাপ-মায়ের চিৎকার শোনাব।"

গ্রে ওর কথায় কান দিল না। ওর হাত কোয়ালস্কির লম্বা জ্যাকেটের পেছনে হারিয়ে গেল। ভিগারের কাছে আসা ফোনটা ছিল পেইন্টারের পাঠানো সংকেত। আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছিল দু'জন।

ওর বাবা মা নিরাপদে আছে...অথবা বেঁচে নেই।

যাই ঘটুক... নাসেরের বজার বাইরে। একটা পিস্তল বের করে আনলো গ্রে। কোয়ালস্কির পেছনের পকেটে লুকানো ছিল ওটা।

নাসের বলতে থাকে, "অবশ্য তোমার বাবা মায়ের কী হয়েছিল, সেটা আর তুমি কোনওদিন নাও জানতে পারো...এই প্রশ্ন বুকে নিয়েই তোমাকে কবরে যেতে হবে।"

"এক কাজ করলে কেমন হয়! তুই আগে গিয়ে দেখ.." গ্রে এক পা এগিয়ে এসে আচমকা পিস্তল তুলে ধরল। গুলি করল পরপর দুইবার।

বুকে আর কাঁধে গুলি লাগল নাসেরের। ছিটকে উঠল ওর শরীরটা। কিছু বোঝার আগেই কূপের ভেতর পড়ে গেল। পাথরের দেয়ালে ফুটে উঠল লাল রক্তের ছাপ।

গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল গ্রে। আক্রমণ চালাল কূয়ার মুখ বরাবর। আরও তিনজনকে ঘায়েল করল। বাকিরা চিৎকার করে পালিয়ে গেল। পেছনের পাথুরে মেঝেতে পড়ে আছে নাসেরের নিষ্প্রাণ দেহ।

এখনও সতর্ক গ্রে। কূপের ওপরে লক্ষ্য করল, আর কেউ আছে কিনা, "লিসা, নাসেরের কাছে ভিকারের ফোনটা আছে। পেইন্টারের সাথে যোগাযোগ করো।"

চোখের কোনা দিয়ে নাসেরকে দেখতে পেল গ্রে। মাটিতে পড়ে আছে। একটা হাত ভেঙ্গে কাঁধ থেকে ছুটে গিয়েছে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে ঠোঁট দিয়ে। গুড়োগুড়ো হয়ে গেছে পাঁজর। মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে খুব অবাক হয়েছিল লোকটা।

নাসেরের মতোই অবাক হয়েছিল শেইচান, "বন্দুকটা কোথায় পেলে?"

"পেইন্টারকে বলে আগেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হরমুজে থাকার সময় তাকে বলেছিলাম, এখানে কোনও রক্ষী বাহিনী পাঠালে উল্টো আরও বিপদ হবে। তা না করে ছোট্ট একটা সাহায্য চেয়েছিলাম। এলিফ্যান্ট বারের টয়লেটে একটা বন্দুক রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। আমরা সেখানে যাওয়ার অনেক আগেই। আমি জানতাম নাসের বেশ কয়বার আমার শরীর তল্লাশি করবে। কিন্তু কোয়ালস্কি..."

গ্রে কাঁধ ঝাঁকালো।

"এলিফ্যান্ট বার... মনে পড়েছে," শেইচান বলল। "ওখান থেকে আসার আগে কোয়ালস্কি বলেছিল যে ওর একটু প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হবে।"

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল কোয়ালস্কি। "বেকুবটার আরও কয়েকবার গডফাদার দেখা উচিত ছিল।"

লিসা পেছন থেকে বলল, "পেইন্টার ফোন ধরেছে।"

পিস্তলটা শক্ত করে চেপে ধরল গ্রে, "আমার বাবা মা? ওরা কি বেঁচে-?

"আমি জিজ্ঞেস করেছি। তারা নিরাপদে আছেন। ভালো আছেন।"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল গ্রে। গলা পরিষ্কার করে বলল, "এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে একটা কোয়ারেন্টাইন পেরিমিটার ঘোষণা করা উচিত....আশেপাশের দশ মাইল পরিধি পর্যন্ত কোনও কাকপক্ষীও যাতে ঢুকতে না পারে!"

গুহার ভেতরের বিষাক্ত বাষ্পের কথা কল্পনা করল গ্রে। জুডাস স্ট্রেইনে পরিপূর্ণ। ফ্রায়ার অ্যাট্রিয়ার এর দরজাটা খোলা ছিল প্রায় বারো মিনিট। তারপরেই নাসেরের বোমায় ধ্বসে পড়ে গুহাটা। এই সুযোগেই বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে জুডাস স্ট্রেইন। কী পরিমাণে কেউ জানে না।

গ্রে সুজানের দিকে তাকাল। কোয়ালস্কি পাহারা দিচ্ছে ওকে। ভয়ঙ্কর এই যাত্রায় সবাই সঙ্গ দিয়েছে ওকে। সবাই অবদান রেখেছে এত দূর আসতে। কিন্তু শেষ রক্ষা হবে তো?

লিসা বলে উঠল, "মেডিকেল হেল্প আসছে..."

গ্রে কূপের মুখের দিকে তাকাল। এখনও গিল্ড আর্মিকে মোকাবেলা করা বাকি। "তাহলে পেইন্টারকে বলো আমাদের কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।"

লিসা অনুরোধের কথা জানিয়ে দিল। তারপর বলল, "সাহায্য চলে এসেছে। তিনি বলেছেন ওপরে তাকাতে।"

গ্রে আকাশের দিকে তাকাল। সুনীল আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে বাজপাখির মতো একদল সৈন্য। সবার হাতেই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র।

হাত বাড়িয়ে দিল ও। ফোনটা চাইল লিসার কাছ থেকে। লিসা এগিয়ে দিল। ফোনটা কানে ঠেকাল। "আমরা কোনও স্থানীয় কমান্ডো বাহিনী ব্যবহার না করার ব্যাপারে একমত হয়েছিলাম।"

"কমান্ডার। চল্লিশ হাজার ফুট উচ্চতায় কোনও জায়গাকে স্থানীয় বিবেচনা করি না আমি। আর তাছাড়া, আমি তোমার বস। সিদ্ধান্ত নেয়াটা কিন্তু আমারই কাজ।"

গ্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল।

ধ্বংসস্তূপের দিকে এগিয়ে আসছে ওরা। আক্রমণ করার অনুমতি পেয়ে গেছে। ফিক্সড উইং গ্লাইডার ছিল প্রতিটা সৈন্যের পিঠেই, যেন তারা উঁচু স্থান থেকেই মাটিতে নেমে আসতে পারে। আকাশে বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে নিচে নেমে আসতে লাগল ওরা। নাচের মুদ্রার মতো। চারপাশ থেকে মাটিতে নেমে আসছে।

মাটিতে বুটের সম্মিলিত আঘাতের আওয়াজ পেল গ্রে। দূরে সরে যাচ্ছে কূপ থেকে। ভাবল, এবার গিল্ডের মার্সেনারীরা এখন লেজ গুটিয়ে পালাতে শুরু করবে। কিন্তু দেখা গেল, ওরা সবাই এতটা কাপুরুষ নয়। গোলাগুলি শুরু হলো। এক নাগাড়ে বন্দুকযুদ্ধ চলল প্রায় মিনিটখানেক সময়।

একটা গ্লাইডশ্যুট মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। উড়তে উড়তেই গুলি চালাচ্ছিল। কূপ আক্রমণ করতে আসা বেশ কজন গিল্ড সৈন্য মারা গেল এই অতর্কিত আক্রমনে। গ্রে'র হাতের ফোনটা ট্র্যাক করা হয়েছে সম্ভবত। ওদের অবস্থান নির্দিষ্ট করা হয়ে গেছে। একটা লোক কূপের মুখে উঁকি দিল।

গ্রে অস্ত্র তুললো। গুলি চালাতে প্রস্তুত হলো। কিন্তু পরক্ষণেই জাম্পস্যুট চিনতে পারল। ইউ.এস এয়ার ফোর্স।

"তোমরা সবাই ঠিক আছ?" কথায় অস্ট্রেলিয়ান টান।

লিসা ভিারকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। অবাক হয়েছে, "রাইডার?"

দাঁত বের করে হাসল লোকটা। "সবই তোমাদের ডিরেক্টর সাহেবের খেলা...মহাপুরুষ উনি! এখন আমাকে সাথে নাও! নরখাদকদের সাথে ইলেক্ট্রিফাইড নেটে উঠছি না আর..."

পেছনে তাকাল লোকটা। "তৈরি হও। মই নামানো হচ্ছে।"

গ্রে তার বন্ধুদের থেকে নজর সরালো না। অস্ত্র ধরে রেখেছে হাতে। তাদের রক্ষা করতে প্রস্তুত থাকবে সারা জীবন।

আবার ফোন হাতে নিল ও। "ডিরেক্টর?"

"হুমম?"

"আমার কথা না শোনার জন্য ধন্যবাদ, স্যার।"

"সেজন্যেই তো আছি আমি, কমান্ডার।"

১৯.
ট্রেইটর
১৪ জুলাই, সকাল ১০:৩৪
ব্যাংকক, থাইল্যান্ড

এক সপ্তাহ পরের কথা।

লিসাকে ব্যাংককের বাইরে একটা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। নিজের ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ও। দোতলা এই ছোট হাসপাতালের দেয়ালগুলো বেশ উঁচু। বাগানে পেঁপে গাছ, পদ্ম ফুল, ছোট ছোট ঝর্তার পাশাপাশি কয়েকটা গেরুয়া পোশাকে মোড়ানো বুদ্ধমূর্তিও রয়েছে। সকাল সকাল প্রার্থনার জন্য ধুপকাঠি জ্বালানো হয়েছিল, বাতাসে তার মনোরম গন্ধ ছড়িয়ে আছে এখনও।

আজ সকালে লিসা প্রার্থনা করেছে...মঙ্কের জন্য।

জানালাগুলো খোলা। এক সপ্তাহ পর আজ প্রথমবারের মত শাটার তুলে দেয়া হয়েছে। বুক ভরে জেসমিন ফুলের গন্ধ শুঁকে নিল ও। দেয়ালের ওপার থেকে গ্রামের দৈনন্দিন জীবনের কোলাহল কানে আসছে: একজোড়া বৃদ্ধা মহিলা গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছে, ভারী পায়ের আওয়াজ তুলে গাছের গুঁড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে হাতি। আর সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর, চোখে না দেখেও সূর্যের আলোর মতো উজ্জ্বল, বাচ্চাদের খিলখিল হাসির আওয়াজ তো আছেই।

জীবন কত সুন্দর!

আর সেই জীবনকে আরেকটু হলেই হারাতে বসেছিল ওরা।

"তুমি কি জানো?" পেছন থেকে একটা গলা শোনা গেল, "জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে, সূর্যের আলো পড়ে হাসপাতালের এই গাউন প্রায় স্বচ্ছ হয়ে যায়? অবশ্য আমার কোনও অভিযোগ নেই।

লিসা ঘুরে গেল, আনন্দে ভরে উঠেছে ওর।

পেইন্টার দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে একতোড়া হলুদ গোলাপ, লিসার খুব পছন্দের ফুল। স্যুট পরে একদম পরিপাটি হয়ে এসেছেন তিনি। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে এক সপ্তাহ কাটিয়ে আসার পর তার চামড়া রোদে পুড়ে কিছুটা বাদামী বর্ণ ধারণ করেছে। কালো চুল আর নীল চোখের সাথে অবশ্য ভালোই মানিয়ে গেছে সেটা।

"আমি ভেবেছিলাম, আজ রাতের আগে তুমি এখানে আসতে পারবে না।"

পেইন্টার ভেতরে ঢুকলেন। ব্যক্তিগত হাসপাতাল হওয়ার কারণে খুব সুন্দর করে সাজানো গোছানো এই জায়গাটা-কাঠের নকশা করা দেয়াল, ফুলদানি ভর্তি ফুল।

"ক্যাম্বোডিয়ান প্রধান মন্ত্রীর সাথে মিটিংটা এক সপ্তাহ পিছিয়ে গিয়েছে...দরকারও নেই অবশ্য। রোগীকে আলাদা করে চিকিৎসা দেবার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে।"

লিসা মাথা নাড়াল। আশেপাশের এলাকায় জীবাণুনাশক ছড়ানোর মাধ্যমে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে। অ্যাংকর থোমের ধ্বংসাবশেষে দায়িত্বটা পালন করা হয়েছে বেশ গুরুত্ব সহকারে। কয়েকজন আক্রান্ত হলেও, প্রতিষেধক ভালোভাবে কাজ করেছে।

সুজান হাসপাতালের আরেক অংশে ভর্তি, কড়া পাহারা মোতায়েন করা হয়েছে ওকে ঘিরে। কোনও প্রয়োজন ছিল না অবশ্য। আগুনের ভেতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে নিরাময়কে আগেই নিশ্চিত করে ফেলেছিল মেয়েটা। ওর ভেতর আরও কোনও রকম ভাইরাস নেই। সব শেষ।

শুধুমাত্র "দ্য কিউর" ছাড়া।

কোনও অ্যান্টিবডি নয়, এনজাইম নয়, এমনকি শ্বেত রক্তকণিকাও নয়। প্রতিষেধকটা আসলে একটা ব্যাকটেরিয়া। সেই একই সায়ানোব্যাকটেরিয়া যা ওকে দীপ্যমান করে রেখেছিল। আবারও ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে এই ব্যাকটেরিয়ার গঠনে চমৎকার এক পরিবর্তন ঘটেছে। দইয়ের ল্যাকটোব্যাসিলাসের মতোই উপকারী ভূমিকা পালন করতে শুরু করে সেটা। যেকোনও ভাবে শরীরে ঢুকে যাওয়ার পর, ধ্বংস করে দেয় জুডাস স্ট্রেইন দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত বিষাক্ত ব্যাকটেরিয়াকে। তারপর ভাইরাসটাকে গিলে ফেলে, শরীর থেকে সব চিহ্ন মুছে দেয়।

এই প্রতিষেধক ব্যাকটেরিয়া মানুষের শরীরে ফ্লু এর মতো মৃদু উপশম সৃষ্টি করে। তারপর তাকে পুনরায় সংক্রমিত হবার হাত থেকে রক্ষা করে আজীবন। সুস্থ্য স্বাভাবিক দেহে, এই ব্যাকটেরিয়া টিকার মতো কাজ করে, রোগ সৃষ্টি করতে বাধা দেয়। ঠিক পোলিও রোগের টিকার মতো করে। তবে সবচেয়ে ভালো কথা হচ্ছে, খুব সহজেই একে কালচার করা যায়। ইতিমধ্যে সারা বিশ্বে নমুনা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা হয়েছে সেখান থেকে। ভবিষ্যতে আর কোনওদিন যাতে আর মহামারী সৃষ্টি না করতে পারে।

"ক্রিসমাস আইল্যান্ডের কী খবর, যেখান থেকে সবকিছুর সূত্রপাত ঘটলো শুরু?" লিসা জিজ্ঞেস করল। বিছানার এক ধারে ঘেঁষে বসে আছে সে।

ফুলদানি থেকে বাসি ফুল সরিয়ে গোলাপ রেখে দিচ্ছিলেন পেইন্টার। লিসার কথায় ঘুরে ওর দিকে তাকালেন, "ভালোই। আর হ্যাঁ, ক্রুজ শিপ ডুবে যাওয়ার আগে তোমার বন্ধু জেসি ওখান থেকে কিছু কাগজপত্র চুরি করেছিল। আমি সেগুলো পড়ে দেখেছি। গিল্ড ক্রিসমাস আইল্যান্ড থেকে চলে আসার সময়, উইন্ডওয়ার্ড উপকূল জুড়ে ট্যাঙ্কার ভর্তি ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিয়েছিল। পরোপকারের জন্য নয় কিন্তু। অন্য প্রতিযোগীদের ধাপ্পা দেয়ার জন্য। যাতে এই ঘটনা থেকে কেউ কিছু আবিষ্কার না করতে পারে।"

"তোমার কি মনে হয়? এতে কোনও কাজ হবে?"

পেইন্টার কাঁধ ঝাঁকালেন। লিসার বিছানায় গিয়ে বসলেন। ওর হাত ধরে নিজের কোলের ওপর রাখলেন। এই আচরণটা একদমই তার সহজাত প্রবৃত্তি। আর সেজন্যেই লিসা এত বেশি ভালোবাসে তাকে।

"তা বলা কঠিন," তিনি উত্তর দিলেন। "টাইফুন পুরো দ্বীপটাকে ধুয়ে মুছে দিয়ে গেছে। মেরিন সায়েন্টিস্টরা এখনও ডঃ রিচার্ড গ্রাফের নেতৃত্বে সমুদ্রের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। কাঁকড়াদের ওই ঘটনায় ভদ্রলোক আমাদের এত সাহায্য করেছেন....ভাবলাম এই সুযোগটা তাকে দেয়া উচিত।"

লিসা পেইন্টারের হাতে চাপ দিল। ডঃ গ্রাফের কথা ওঠায় মঙ্কের কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। পেইন্টার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে লিসাকে কাছে টেনে নিলেন, "তুমি কি শুনেছ? মিস্ট্রেস অফ দ্য সী'জ থেকে বেঁচে ফিরে আসা সবার ইন্টারভিউ নিচ্ছি আমরা।"

ও কোনও উত্তর দিল না। আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল পেইন্টারকে। জানে, খবরটা খারাপই হবে। "অস্ট্রেলিয়া আর আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে দ্বীপটায় এখনও বিশোধনের কাজ চলছে। অস্ট্রেলিয়ান কমান্ডোর তত্ত্বাবধানে উদ্বাসন কাজ বেশ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হয়েছে। গিল্ডের কাজের বেশিরভাগই এখন হাজার ফুট পানির নিচে স্কুইডের সাথে ভেসে বেড়াচ্ছে। ট্যানিজিয়ার এক নতুন প্রজাতি হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে এই স্কুইডের দলকে। সুজানের স্বামীর স্মরণে এদের নাম রাখা হয়েছে *ট্যানিজিয়া টিউনিস*।" বললেন পেইন্টার।

গতকাল হেনরি আর জেসির সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে লিসার। দু'জন এখন পুসাটের একটা শরণার্থী শিবিরে অবস্থান করছে। বেশিরভাগ রোগী আর ডব্লিউএইচও কর্মীদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে তারা। প্রত্যেকের চিকিৎসা চলছে, আর এখন পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী বেশিরভাগই সেরে উঠছে। তবে পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে যাওয়া রোগীদের ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা। চিরতরে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের মস্তিষ্ক। জাহাজ ডোবার সাথে সাথে আক্রান্তদের অনেকে মারা গিয়েছে। আর গিল্ডের সদস্যদের একজনও বেঁচে ফিরতে পারেনি... কেবল একজন ছাড়া।

জেসির কাছে উদ্বাসন কর্মকান্ডের একটা ঘটনা শুনেছে লিসা। ছেলেটা একটা তালাবদ্ধ ঘর থেকে শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে ওদেরকে উদ্ধার করতে সক্ষমও হয়েছিল। বাচ্চাগুলোর কাছ থেকে এক অদ্ভুত স্বর্গদূতের কথা জানা যায়, যে ওদেরকে একসাথে জড়ো করে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে একটা ঘরে আটকে রেখেছিল। এই স্বর্গদূতই আবার নিজেকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল উন্মাদ রোগীদের।

বাচ্চারা তাদের এই স্বর্গদূতের চেহারার বিবরণ দিতে পেরেছে–মিশমিশে কালো দীর্ঘকেশ, সিল্কের পোশাক, সমাধিস্থলের ন্যায় নীরব।

সুরিনা!

হাওয়ায় মিশে গিয়েছে মেয়েটা।

পেইন্টার আবার বললেন। "ক্যাম্পের সবার ইন্টারভিউ নিয়েছি আমরা।"

"মঙ্কের ব্যাপারে জানার জন্য.." লিসা ফিসফিস করল।

"ডব্লিউএইচও'র এক চিকিৎসক পুরোটা সময় জাহাজের ডেকে লুকিয়ে ছিলেন। তার কাছে দূরবীন ছিল। তোমাকে সী ডার্টে করে পালাতেও দেখেছেন। মঙ্ককে পানিতে পড়ে যেতে দেখেছেন তিনি," পেইন্টার শ্বাস নিতে থামলেন। "ও আর কখনোই ভেসে ওঠেনি।"

লিসা চোখ বন্ধ করে ফেলল। ওর বুকের ভেতরটা যেন ভেঙেচুরে যাচ্ছে। শিরায় উপশিরায় জ্বলন্ত এসিড ছড়িয়ে পড়ার অনুভূতি হচ্ছে। মনের গভীরে এখনও একটা আশা...এমন কোনও সুযোগ...এই প্রার্থনাতেই বাগানের বুদ্ধমূর্তির সামনে নতজানু হয়ে বসেছিল সে। প্রার্থনা করেছে, মঙ্ক যেন বেঁচে থাকে, ফিরে আসে।

"ও আর নেই," নিজের কাছে স্বীকারোক্তি করে নিল লিসা।

মঙ্ক....

পেইন্টারকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ও। চোখের পানিতে ভিজে গেল তার শার্ট, "ক্যাটকে বলেছ এখনও?"

পেইন্টার যেন কথা বলতে ভুলে গেছেন লিসা বুঝতে পারল, ডিরেক্টরের শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে...তিনি বলেছেন।

নিজের কাঁধ থেকে তার হাতটা সরিয়ে নিয়ে চুমু খেল লিসা।

পেইন্টার গম্ভীর সুরে ফিসফিস করে বললেন "কোনওদিন আমাকে ছেড়ে যেও না।" মিশনে যাওয়ার কারণটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। পেইন্টারের ছায়া থেকে বেরিয়ে নিজের জীবনকে মুল্যায়ন করতে চেয়েছিল লিসা। ব্যক্তিগত আর পেশাগত–দুই ক্ষেত্রেই ওদের জীবন একসাথে মিশে গিয়েছে। নিজের ব্যাপারে কিছু চিন্তাভাবনা করা দরকার ছিল

সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গিয়েছে নরখাদকের আক্রমণ থেকে শুরু করে উন্মাদের অত্যাচার...একাই সবকিছু সামাল দেয়ার মতো শক্তি আছে ওর।

কিন্তু...

সামনে ঝুঁকে পেইন্টারের ঠোঁটে চুমু খেল ও, ফিসফিস করে কথা বলল।

"নিজের জায়গা ছেড়ে কোথায় যাব আমি?"

দুপুর ১২:০২

বাগানের সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে গ্রে। হাসপাতালের গাউন পাল্টে জিন্সের প্যান্ট, প্রিন্টের শার্ট আর বুটজুতো পরে নিয়েছে স্বাভাবিক কাপড়চোপড় পরতে কতই না ভালো লাগে। ভালো লাগে বাইরে বেরিয়ে সূর্যের

আলোর নিচে ঘোরাফেরা করতে। যদিও এখনও ফুসফুস ভারী হয়ে আছে, উজ্জ্বল আলোতে চোখ জ্বালাপোড়া করতে শুরু করেছে। এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেনি ও। তবে পুরো এক সপ্তাহ ঘরের ভেতর থাকার পর নিজেকে আর সামলে রাখতে পারেনি আজ। বড় বড় পা ফেলতে শুরু করল ও। পুরো বাগানে একবার চক্কর মারা শেষ। কোনও সারপ্রাইজ চায় না আর।

গত তিন দিন ধরে এই পরিকল্পনাটা করে যাচ্ছে। আজকে সময় হয়েছে অবশেষে। হাসপাতালের গেটটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। একটা বড়সড় ঝোপের পাশ দিয়ে যাবার সময়, গ্রে দেখতে পেল, সামনে একটা বেদী। সেখানে লাল সিল্কে মোড়ানো বুদ্ধমূর্তি। মাটিতে ধূপকাঠি পড়ে আছে। তবে ধোঁয়াটা আসছে অন্য কোনও উৎস থেকে।

কোয়ালস্কি বুদ্ধমূর্তির গায়ের সাথে হেলান দিয়ে আছে। একটা হাত পাথরের মূর্তির মাথায় রাখা। চুরুটটা দাঁতের ফাঁক ঠেক বের করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল ও। "আহ..." তৃপ্তির আমেজ ঝরে পড়ছে ওর কণ্ঠে।

"কোথায় পেলে এই আচ্ছা, বাদ দাও," হাত বাড়াল গ্রে। "আমি যেটা চেয়েছিলাম, সেটা খুঁজে পেয়েছ?" উত্তরে বুদ্ধমূর্তির কাঁধে ঘষে চুরুটটা নিভিয়ে ফেলল কোয়ালস্কি। এমন আচরণ দেখে কিছুটা বিরক্ত হলো কমান্ডার পিয়ার্স।

"হ্যাঁ। কিন্তু কী করবে এসব দিয়ে, গ্রে?" জিজ্ঞেস করতে করতে পিঠের পেছন থেকে কাগজে মোড়ানো একটা বান্ডিল বের করে আনলো। "স্পঞ্জ বাথ নেয়ার সময় আমি আমার নার্সকে ঘুষ দিয়েছিলাম। আমার কপালেই যত্তসব পুরুষ নার্স জোটে! তবে হ্যাঁ, তোমার চাহিদামাফিক জিনিসটা কিনে দিতে পেরেছে লোকটা।

বান্ডিলটা হাতে নিয়ে নিল গ্রে। কোয়ালস্কি হাত ভাঁজ করে ফেলল। হতাশায় ভ্রুজোড়া ঝুলে পড়েছে। এমনকি একটা দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়ে এলো ওর বুক থেকে।

গ্রে এক পা পিছাল, "কী হয়েছে?"

কোয়ালস্কি মুখ খুলতে গিয়ে আবার বন্ধ করে ফেলল।

"কী?" গ্রে জোর করল।

"প্রথমে.. ইয়ে মানে...পুরোটা সময়েই আমি একবারও গুলি চালানোর সুযোগ পেলাম না। রাইফেল না, পিস্তল না, ছোটখাটো কোনও পপগান পর্যন্ত না! এর চেয়ে তো আমার সেই গার্ডের ডিউটিই ভালো ছিল। এত ঝামেলা করে কী পেলাম?"

গ্রে থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্তের জন্য। কোয়ালস্কিকে কখনো এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলতে শোনেনি ও। লোকটা আসলেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছে।

"মানে...আমি শুধু বলতে চাচ্ছি.." কিছুটা বিরক্ত শোনাল ওকে।

গ্রে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "আমার সাথে এসো।" গেটের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল ও।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

কোয়ালস্কিকে নিয়ে গেট পেরিয়ে যাওয়ার সময় কর্মরত দুই প্রহরী ওদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। হাতের নিচে কাগজে মোড়ানো বান্ডিলটা চেপে রেখে আরেক হাতে ওয়ালেট বের করল গ্রে। একটা নোট বের করে বাড়িয়ে দিল কোয়ালস্কির দিকে।

"দশ ডলার দিয়ে কী হবে?" কোয়ালস্কি অবাক হয়ে জানতে চাইল।

গ্রে রাস্তার ওপারে হাত তুলে দেখাল। চারজন লোক দু'টো হাতি নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। "দেখো...হাতি।" গ্রে বলল।

কোয়ালস্কি কাদাভরা রাস্তার দিকে তাকাল। তারপর হাতে ধরা দশ ডলারের দিকে চোখ বুলিয়ে আবার তাকাল হাতিদের দিকে, মুখে হাসি ফুটে উঠল। গ্রে-কে কীভাবে ধন্যবাদ দিবে বুঝতে পারছে না। রাস্তার ওপাশে দৌড় দিল কিছু না ভেবেই।

"ইয়েয়েয়ে... হাতির পিঠে চড়ব," ওপরে হাত তুলে রেখেছে বিশালদেহী লোকটা। "ওই! গুঙ্গা ডিন!"

ঘুরে গিয়ে আবার ভেতরের দিকে পা বাড়াল গ্রে।

বেচারা হাতি!

দুপুর ১২:১৫

ভিগর বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন, তার নাকের ওপর রিডিং গ্লাস। পাশেই নাইটস্ট্যান্ডে একগাদা বই জড়ো করে রাখা। বিছানার আরেক পাশে অনেকগুলো প্রিন্ট করা আর্টিকেল–অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্ট, মার্কো পোলো, খোমেরের ইতিহাস, অ্যাংকরের ধ্বংসস্তূপ–সবই আছে সেখানে।

গ্রে'র পাঠানো বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট এই নিয়ে চতুর্থবারের মতো পড়ছেন তিনি। ১৯৯৪ সালের সায়েন্স ম্যাগাজিনের একটা আর্টিকেল, বিষয়বস্তু মানুষের ভাষার সঙ্গে ডিএনএ কোডিং এর সম্পর্ক।

চমৎকার...

দরজার কপাট নড়তে দেখে কাগজ থেকে চোখ সরালেন। গ্রে-কে দেখা যাচ্ছে। "কমাণ্ডার পিয়ার্স!" তিনি ডাকলেন।

থেমে গিয়ে ঘড়ি দেখল গ্রে, "জ্বি, মনসিনর।"

ভিগর এমন ভদ্রোচিত আচরণ দেখে বিস্মিত হলেন। ওর আবার কী হলো! ভেতরে ঢুকতে ইশারা করলেন তিনি, "ভেতরে এসো তো একটু।"

"এখন কেমন লাগছে আপনার?" গ্রে জিজ্ঞেস করল। হাতে বেশি সময় নেই।

"ভালোই। আর্টিকেলটা পড়লাম। আমি জানতাম না যে আমাদের জিনোমের শতকরা মাত্র তিন শতাংশ ক্রিয়াশীল। আর বাকি সাতানব্বই শতাংশ'ই কোনও কাজে আসে না, অর্থহীন কোডিং করে। অথচ এই অর্থহীন হিজিবিজিকে ভাষা পরীক্ষার ক্রিপ্টোগ্রাফির মাধ্যমে পরিচালনা করা হলে, সেখান থেকে আলাদা ভাষা বের হয়ে আসে। অসাধারণ!" ভিগর চশমা খুলে ফেললেন। "গ্রে, কেমন হতো যদি আমরা সেই ভাষাটা বুঝতে পারতাম?"

গ্রে মাথা নাড়ল, "কিছু জিনিস হয়তো সবসময়ই আমাদের আয়ত্তের বাইরে থাকবে।"

"আমি আর সেটা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর আমাদের এতবড় একটা মস্তিষ্ক খামোখা দেননি। আমরা জন্মেছি প্রশ্ন করতে, অজানাকে খুঁজতে, যাতে মহাবিশ্বকে পুরোপুরি জানতে পারি।"

গ্রে আবার ঘড়ি দেখল। চোখে ফুটে ওঠা বিরক্তির ছাপ লুকাতে নিজের কব্জির দিকে তাকিয়ে আছে এখন।

ভিগর বুঝতে পারলেন, সে কিছুটা ব্যস্ত। কথা সংক্ষেপ করে নিলেন। "কাজের কথায় আসি। ভল্টের দেয়ালের নকশাটার কথা মনে করে দেখ। আমি বলেছিলাম, অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্ট-আমাদের অজানা জেনেটিক ভাষার সম্ভাব্য লিখিত রূপ-হয়তো বা ঈশ্বরের নিজের ভাষা, যা তিনি আমাদের কল্যাণের জন্য দিয়েছেন। হয়তো সেই সাতানব্বই ভাগ অর্থহীন জেনেটিক কোডের ভেতর গুরুত্বপূর্ণ কিছু লুকিয়ে আছে। যদি সেটা অর্থহীন না হয়? আমরা নিজেদের আরেকটা দিক জানতে পারব তাহলে!"

"কিভাবে বুঝলেন?"

"সুজানের কথা চিন্তা করো। ওর পরিবর্তনের মাধ্যমে হয়তো অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের ভাষা নিজেকে মেলে ধরতে চেয়েছিল।"

কমান্ডার পিয়ার্সের মুখে অবিশ্বাসের ছাপ দেখতে পেলেন ভিগর। "ভোর বেলা লিসার সাথে কথা হয়েছে আমার। ওর বিশ্বাস, সুজানের শরীরের ব্যাকটেরিয়াগুলো সূর্যরশ্মির সংস্পর্শে এলেই মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে তুলত। মস্তিষ্কের এমন সব অংশকে জাগিয়ে তুলত, যা স্বাভাবিক অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে। আমার কাছে ব্যাপারটা খুব কৌতূহলোদ্দীপক বলে মনে হচ্ছে। আমাদের জেনেটিক কোডিংয়ের খুব সামান্য অংশই ক্রিয়াশীল। আবার একইভাবে, মস্তিষ্কেরও খুব অল্প অংশ কাজে লাগাতে পারি আমরা। তোমার কাছে কি ব্যাপারটাকে একটু অদ্ভুত মনে হয় না?"

গ্রে কাঁধ ঝাঁকাল, "হুম।"

ভিগর আবার বললেন, "আমাদের ভেতরের লুকায়িত ক্ষমতাকে যদি অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্ট পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে, তবে কেমন হবে? বাইবেলে বলা আছে, স্রষ্টা আমাদেরকে নিজের আদলে সৃষ্টি করেছেন। সেই প্রতিচ্ছবির স্বরূপটাই এখনও বুঝে উঠতে পারিনি আমরা। হয়তো সেটাই লুকিয়ে আছে

আমাদের মস্তিষ্কের অব্যবহৃত অংশে, আমাদের ডিএনএ'র জেনেটিক কোডিং এর ভেতর। বেয়নের দেয়ালে আমরা যে লেখাগুলো দেখেছিলাম, হয়তো তার প্রাচীন লেখকও আমাদের এই লুকিয়ে থাকা স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তুমি বলেছিলে, লেখাটা এখনও অসম্পূর্ণ।"

"সত্য কথা," গ্রে সায় দিল। "আপনার কথায় আসলেই যুক্তি আছে। কিন্তু সেই বাস্তব আমরা কোনওদিন জানতে পারব কিনা, কে জানে! সুজান প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে। আর পেইন্টারের কাছে শুনেছি, বেয়নের ভল্টের ভেতর সংস্কারকার্য শুরু হয়েছে। কয়েকটা দেয়াল এখনও অক্ষত আছে, তবে নাসেরের এসিড বোমের কারণে সেগুলোর সব চিহ্ন আর ছবি মুছে গিয়েছে। ক্রিস্টের কিছুই নেই।"

ভিগর দুঃখ পেলেন, "খুবই লজ্জার বিষয়। তবে, আমরা কিন্তু গুহার ভেতর একটা জিনিস কখনোই খুঁজে পাইনি।"

"কী সেটা?"

"তোমার কচ্ছপ। তুমি বলেছিলে না? ভল্টে কোনও একটা গভীর রহস্য লুকানো আছে। এমন কিছু একটা যা, বিষ্ণুর অবতারকে নির্দেশ করে।"

"হয়তো শুধু জুডাস স্ট্রেইন-ই ছিল। গুহার ভেতরের সেই দীপ্যমান লেকটার কথা মনে আছে তো? আপনি বলেছিলেন, প্রাচীন খোমেরীয়রা সম্ভবত সেই লেকটাকে দেবতাদের বাসস্থান বলে ভাবতে শুরু করেছিল। সম্ভবত বিষ্ণুদেবের বাসস্থান।"

ভিগর কমান্ডারের দিকে তাকালেন, "অথবা হয়তো, সুজানই ছিল সেই গভীর রহস্য। সেই ঐশ্বরিক অথবা স্বর্গীয় ক্ষমতার স্বরূপের এক ঝলক, যা আমাদের মাঝে লুকিয়ে আছে।"

অবশেষে কাঁধ ঝাঁকাল গ্রে। আলোচনাটা এখানেই থামাতে চায়। ভিগর ওর ভ্রূয়ের এক কোণা কুঁচকে যেতে দেখলেন। কৌতূহল? অবশ্য তার চেয়েও জরুরি কিছু একটা ওর মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে, সেটা বুঝতে দেরি হলো না মনসিনরের। কমান্ডারের দিকে হাত নাড়লেন তিনি। দরজার বাইরে পা রাখতেই আরেকবার কথা বললেন তিনি, "শেইচানকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।"

গ্রে হোঁচট খেল। মাথা চুলকাল একবার, তারপর পা বাড়াল সামনের দিকে।

ভিগর আবার তার রিডিং গ্লাস টা পরে নিলেন।

আহা...সাধের যৌবন!

১২:২০

শেইচানের দরজার বাইরে দাঁড়ানো গার্ডের হাতে কফির কাপ তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল গ্রে, "ওর ঘুম ভেঙ্গেছে?"

লোকটা কাঁধ ঝাঁকাল, "বলতে পারছি না।"

গ্রে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। দ্বিতীয়বারের মতো অস্ত্রোপচার করার পর থেকে শেইচানকে ক্রমাগত ঘুম পাড়িয়ে রাখা হচ্ছে। গুলি লাগা পুরনো ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত হতে শুরু করেছিল আবার।

শুধু গ্রে'র জীবন বাঁচাতে গিয়ে।

মনে পড়ে গেল, কাঁধে করে ওকে নিয়ে দৌড়াচ্ছিল মেয়েটা। মনে পড়ল শেইচানের ফোস্কা পড়া মুখ, ফুলে যাওয়া চোখ। গ্রে'র জন্য ফিরে আসতে গিয়ে নিজের জীবন খোয়াতে বসেছিল মেয়েটা।

ভেতরে ঢুকল কমান্ডার পিয়ার্স।

হাতকড়া বেঁধে শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। দুই দিকে দু'বাহু ছড়ানো। পরনে হাসপাতালের পোশাক। মানসিক রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত এই ঘরটা তুলনামূলকভাবে বেশি ঠাণ্ডা। একমাত্র আসবাব বলতে শুধু একটা খাট আর দেয়ালের সাথে লাগানো একটা স্ট্যান্ড। উঁচু জানালাতে স্টিলের শাটার লাগানো।

গ্রে'কে ঘরে ঢুকতে দেখে ওর দিকে তাকাল শেইচান। নড়াচড়া করতে না পারায় একই সাথে ওর মুখে এক ধরনের লজ্জার ভঙ্গি ফুটে উঠল। পরক্ষণেই সবকিছু ঝেড়ে ফেলে রেগে আগুন হয়ে গেল সে। কব্জিতে বাঁধা হাতকড়া ধরে ঝাঁকি দিল।

খাটে এসে বসলো গ্রে।

"বাবা মা বেঁচে গিয়েছেন," ও বলতে শুরু করল। "তার মানে এই না যে, আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি। কোনওদিন করবও না। তবে, আমি তোমার কাছে ঋণী। এভাবে মরতে দিতে পারি না তোমাকে।"

পকেট থেকে হাতকড়ার চাবি বের করল গ্রে। কাছে গিয়ে শেইচানের কব্জি উঁচিয়ে ধরল। নাড়ি দেখে নিল একফাঁকে।

"তোমাকে গুয়ানতানামো বে কারাগারে পাঠানো হচ্ছে।"

"জানি আমি।"

ওরা দু'জনই জানে, এটা আসলে মৃত্যুদণ্ড। এখনই ওকে মারা না হলে, শীঘ্রই ঘাতক পাঠিয়ে ওর মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেবে গিল্ড। আরও অনেক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আছে, যারা ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চায়। ইসরায়েলী মোসাদ তো খোলাখুলি ঘোষণাই দিয়ে রেখেছে, দেখামাত্র গুলি করবে!

গ্রে লকের ভেতর চাবি ঘুরালো। খুলে গেল হাতকড়ার বাঁধন।

শেইচান উঠে বসল, চোখেমুখে সন্দেহের ছাপ। চাবি নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। বাজিয়ে দেখতে চাইছে কমান্ডারকে। চুপচাপ চাবিটা ওর হাতে তুলে দিল গ্রে। তারপর কোয়ালস্কির দেয়া কাগজে মোড়ানো বান্ডিলটা রেখে দিল বিছানায়।

"তিন রকম কাপড় আছে এখানে—নার্সের ইউনিফর্ম, স্থানীয় পোশাক, আর ছদ্মবেশ নেয়ার মতো আরেক ধরনের বেশভূষা। এখানে চালানোর মতো স্থানীয় মুদ্রাও দিয়ে দিয়েছি। আর আইডি'র ব্যাপারে কিছু করতে পারিনি। সময় কম পেয়েছি।"

দরজার ওপাশে কেউ একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। দড়াম করে শব্দ হলো একটা।

"ও হ্যাঁ, গার্ডের কফিতে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলাম।"

শেইচান দরজার দিকে চোখ ঘুরিয়ে আবার গ্রে'র দিকে তাকাল। ওর চোখ জ্বলজ্বল করছে। গ্রে নড়ার আগেই, ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে নিজের কাছে টেনে নিল মেয়েটা, চুমু খেল। মুখ থেকে ওষুধের মিষ্টি গন্ধ আসছে।

গ্রে কাছে সরে এলো। যদিও এখানে ওসব করতে আসেনি--

ধুর...চুলোয় যাক...

মেয়েটাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল গ্রে। শেইচান ওর শরীরে চড়ে বসলো। পাগুলো মাটিতে নামিয়ে দিয়েছে। মোচড় খেয়ে বিছানায় পড়ে গেল।

হঠাৎ ঝনঝন করে একটা শব্দ শোনা গেল।

ওর ওপর থেকে সরে গিয়েছে শেইচান। গ্রে'র ডান হাতের কব্জি হাতকড়া দিয়ে খাটের সাথে বেঁধে ফেলা হয়েছে। মুখের সামনে শেইচানের কনুই নড়তে চড়তে দেখল কমান্ডার পিয়ার্স। পর মুহূর্তে বাড়ি খেল মাথায়, ঠোঁটে পেল রক্তের স্বাদ।

ওর বুকের ওপর লাফ দিয়ে বসলো শেইচান। ঘুঁষি পাকালো মুখের দিকে। বাঁধা দিতে গিয়ে হাত তোলার চেষ্টা করেও লাভ হলো না। উল্টো আরেকটা বাড়ি খেল মাথায়।

"ওদেরকে বোঝাতে হবে তো, গ্রে! নাহলে আমার জায়গায় তুমি পচে মরবে গুয়ানতানামোতে, বিশ্বাসঘাতকতার জন্য।"

কথাটা ঠিক।

গ্রে হাত নামিয়ে নিল।

আরও জোরে আঘাত করতে শুরু করল শেইচান। ঠোঁট ফেটে গেল ঘুষির আঘাতে। মাথাটা যেন বনবন করছে। একটু থামল মেয়েটা। তারপর আবার...

"এবারেরটা আমাকে অবিশ্বাস করার জন্য," বলল সে। গ্রে'র মুখে আরেকটা ঘুষি এসে আঘাত হানলো। নাক থেকে রক্ত গড়াতে শুরু করেছে।

শেইচান ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে আনলো, "শুরুতেই তোমাকে একটা কথা দিয়েছিলাম, মনে আছে?"

"কী কথা?" গ্রে পাশ ফিরে থুথু ফেলল।

"এই যে.. সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর তোমাকে জানিয়ে দেব। গুপ্তচর হিসেবে কে কাজ করেছে।"

"কিন্তু সেরকম কেউ তো ছিল না।"

"তুমি নিশ্চিত?"

ওর চোখের দিকে তাকাতেই গ্রে'র ধারণা পাল্টে গেল। এক মুহূর্তে সব নিশ্চয়তা পাল্টে গেল অনিশ্চয়তায়।

চোখের ওপর কনুই দিয়ে আঘাত করল শেইচান।

"চমৎকার। খারাপভাবে ফুলে উঠবে জায়গাটা," গ্রে'র দিকে ভালো করে তাকাল ও। ঠিক যেমন কোনও চিত্রশিল্পী তার অয়েল পেইন্টিং এর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলল, "আমিই সেই গুপ্তচর, কমান্ডার।"

"কী!?"

"গিল্ডের ভেতরে লুকিয়ে থাকা গুপ্তচর।"

গ্রে'র আরেক চোখে আঘাত করল শেইচান। কিচুক্ষনের জন্য সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল।

"আমি মানুষ হিসেবে ভালো, গ্রে। তুমি এখনও সেটা বুঝতে পারনি?"

গ্রে হতভম্ব হয়ে পড়েছে-ঘুঁষির আঘাতে, কথার আঘাতে।

"ডাবল এজেন্ট?" অবশেষে কথা ফুটলো ওর মুখে, "কিন্তু..বছর দু'য়েক আগে, আমার বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করেছিলে তুমি!"

"আমি জানতাম, তুমি একটা লিকুইড বডি আর্মার পরে ছিলে। তোমার কেন মনে হয়নি, সেই একই জিনিস আমিও পরে থাকি? সূত্র তো চোখের সামনেই ছিল, গ্রে।"

"আর ফোর্ট ডেট্রিকের সেই অ্যানথ্রাক্স বোম?"

"অনেক আগেই নির্বীজিত, মেকি।"

"কিন্তু...ভেনিসের সেই কিউরেটর?" গ্রে থুতু ফেলল। "তুমি ওকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছ।"

গ্রে'র গালে তীক্ষ্ণ নখ বসিয়ে আঁচড় কাটতে লাগল শেইচান। "সেই কাজটা না করলে এতদিনে ওর পুরো পরিবারকে জবাই করে ফেলা হতো। স্ত্রী, মেয়ে-সবাইকে।"

আর কোনও কিছু বলার নেই। মেয়েটার কাছে সব প্রশ্নেরই উত্তর আছে।

"এখন থামার প্রশ্নই ওঠে না...বিশেষ করে পাঁচ বছর পর। যখন আমি সেই আরাধ্য প্রশ্নোত্তরের এত কাছাকাছি চলে এসেছি, কার নেতৃত্বে চলেছে গিল্ড!"

আরেকটা ঘুঁষি মারতে উদ্যত হলো শেইচান। এবার ওর হাত ধরে ফেলল গ্রে। "শেইচান..."

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শেইচান। মাংসপেশী টানটান হয়ে আছে। চোখ থেকে আগুন ঝরছে যেন। আরেক হাতের কনুই দিয়ে জোরে ওর কানে মেরে বসলো। গ্রে চোখের সামনে তারা দেখতে পেল।

"এতেই চলবে.." বিড়বিড় করে বলল শেইচান। তারপর কাপড়ের গাদার দিকে এগোল। হাসপাতালের পোশাক ছেড়ে নার্সের ইউনিফর্ম পরে নিল খুব

দ্রুত। মুখ লুকানোর জন্য জড়িয়ে নিল একটা সিল্কের স্কার্ফ। গ্রে'র উল্টদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

"শেইচান?"

পোশাক পাল্টানোর পর থেকে আর কোনও কথা বলেনি মেয়েটা। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি ফিরেও তাকায়নি একবারও। শুধু শান্ত কণ্ঠে একটা কথাই বলেছে, "বিশ্বাস কর, গ্রে। কিছুটা হলেও...আমি অর্জন করে নিয়েছি।"

গ্রে কোনও উত্তর দেয়ার আগেই, সে বেরিয়ে গেল। পেছন থেকে দরজা আটকে দিয়ে।

বিশ্বাস কর...

গ্রে'র চোখ ফুলে উঠেছে। মুখের দিকে তাকানোর মতো অবস্থা নেই।

পনের মিনিট কেটে গেল। মেয়েটা পালিয়েছে, বোঝার জন্য যথেষ্ট। অবশেষে পেইন্টার এসে দাঁড়ালেন দরজায়, ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

"আপনি কি সবকিছু শুনেছেন?" গ্রে জিজ্ঞেস করল।

"তারের ভেতর দিয়ে সবই শোনা যায়, গ্রে।"

"ও কি সত্য বলেছে?"

পেইন্টার ভ্রূকুটি করলেন। দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "নিখুঁতভাবে মিথ্যা বলতে পারে মেয়েটা।"

"গিল্ডের ভেতর টিকে থাকতে গিয়েই বোধহয় ওকে এরকম হতে হয়েছে।"

পেইন্টার গ্রে'র হাতকড়া খুলে দিলেন, "যাই হোক। অপারেশনের সময় ওর পেটের ভেতর আমরা যে প্যাসিভ ট্রেসার ঢুকিয়ে দিয়েছি, ও কখন কোথায় যাচ্ছে সব জানা যাবে।"

"আর গিল্ড যদি সেটা খুঁজে পায়?"

"জিনিসটা প্লাস্টিক পলিমারের বানানো। এক্স-রে তে ধরা পড়ে না, কোনওদিন খুঁজে পাবে না ওরা।"

গ্রে উঠে দাঁড়াল, "আপনি ভালো করেই জানেন, কাজটা ঠিক হয়নি।"

"ওকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য সরকার এই একটা মাত্রই শর্ত দিয়েছিল। আর কোনও উপায় ছিল না, গ্রে।"

শেইচানের দৃষ্টির কথা মনে পড়ে গেল। গ্রে'র দু'টো সত্যই জানা আছে - মেয়েটা মিথ্যা বলেনি। আর স্বাধীনতা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে।

শেষ কথা
১১ আগস্ট, সকাল ৮:৩২
টাকোমা পার্ক, মেরিল্যান্ড

"দারুণ! একদম নতুনের মতো দেখাচ্ছে।" গ্রে বলল।

সকাল সকাল থান্ডারবার্ডের ধোঁয়ামোছার কাজ শুরু করেছেন ওর বাবা। গাড়িটাকে শেষপর্যন্ত উদ্ধার করা গিয়েছে। ওয়াশিংটন ডিসির সবচেয়ে নামকরা রিস্টোরেশন শপে মেরামতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন পেইন্টার। বাবা এক সপ্তাহ আগেই পেয়েছেন সেটা। আর গ্রে দেখছে আজকে, প্রথমবারের মতো।

এক পা পেছালেন জ্যাক পিয়ার্স। তেলকালি মাখা একটা শার্ট আর লম্বা হাফপ্যান্ট পরে আছেন তিনি। নতুন বসানো কৃত্রিম পা'টা বেরিয়ে আছে, সিগমার আরেকটা অবদান। ডারপা'র পরিকল্পনা অনুযায়ী বানানো এই পা'টা একদম আসলের মতো দেখায়। তবে এই মুহূর্তে সেটা নিয়ে চিন্তিত নন তিনি।

"গ্রে, চাকাগুলোর নতুন রিমের ব্যাপারে কী মতামত তোমার? আগেরবারের কেলসি ওয়্যার হুইলস এর মতো সুন্দর নয় অবশ্য।"

বাবার পাশে এসে দাঁড়াল ও। আগেগুলোর সঙ্গে কোনও পার্থক্য দেখতে পাচ্ছে না। "ঠিকই বলেছ," মন রক্ষার্থে বলল। "একদমই বাজে এগুলো।"

"হুমম," বাবা বললেন। "তবে এগুলো আবার বিনামূল্যে পাওয়া কিনা! পেইন্টার লোকটা খুব উদার মনের মানুষ, স্বীকার করতেই হবে।"

গ্রে বুঝতে পারল, আলাপের বিষয়বস্তু কোনদিকে এগোচ্ছে। "বাবা..."

"তোমার মা'র সাথে কথা হয়েছে আমার," এখনও চাকার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। "আমাদের ধারণা, সিগমার সাথে থাকা উচিত তোমার।"

গ্রে মাথা চুলকাল। পকেটে ইস্তফানামা রাখা। ক্যাম্বোডিয়া থেকে ফিরে আসার পর বাবাকে হাসপাতালে দেখতে পেয়েছিল ও, বুকে টেজারের আঘাতের পোড়া দাগ। মা'র ভাঙ্গা হাত ব্যান্ডেজে মোড়ানো, চোখের চারপাশে কালশিটে পড়া দাগ।

ওর জন্যেই হয়েছে এসব...হাসপাতালে নিজেকে আর সামলাতে পারেনি।

সিগমার হয়ে কাজ করতে গেলে, কীভাবে নিরাপত্তা দেবে নিজের বাবা মা'কে? ও কোথায় থাকে, বাবা-মা কোথায় থাকে, গিল্ড সবকিছু জানে। একমাত্র ইস্তফা দেয়ার মাধ্যমেই তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সম্ভব। পেইন্টার ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন যে, গিল্ড পিছু হটবে। শাস্তি আর প্রতিশোধ নেয়াতে বিশ্বাসী নয় ওরা। পরের যেকোনও অভিযানে যাওয়ার সময়, আগেই ওর বাবা মায়ের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে। পেইন্টার কথা দিয়েছেন।

কিন্তু এমনও অভিযান আছে, যার সূত্রপাত ঘটে ঘরের দুয়ারে মোটরসাইকেল আছড়ে পড়ার মাধ্যমে। সেগুলো তো আর পরিকল্পনা মাফিক সামাল দেয়া যায় না!

"গ্রে," বাবা জোর করলেন। "তোমার কাজটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করে নিজেকে থামিয়ে রাখলে চলবে?"

"বাবা..."

জ্যাক হাত উঁচু করলেন। "আমার যা বলার বলেছি, তোমার সিদ্ধান্ত এখন তুমি নিজেই নাও। আমি চিন্তা করি, এই রিমগুলো পছন্দ হচ্ছে কি না।"

গ্রে ঘুরে যেতে লাগল। বাবা পেছন থেকে এসে ওর কাঁধে হাত রাখলেন। আরেক হাতে কাছে টেনে নিলেন–তারপর হালকা করে চাপ দিলেন সেখানে। "ভেতরে গিয়ে দেখে এসো, নাস্তায় কী বানাচ্ছে তোমার মা।"

দরজা দিয়ে ঢুকতে যেতেই, মা'কে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল গ্রে।

"আহ...গ্রে। এইমাত্র ক্যাটের সাথে ফোনে কথা হলো আমার। ও বলল, তুমি নাকি সকাল সকাল ওদিকে যাবে আজ।"

"অফিসে যাবার আগে.. মঙ্কের কিছু জিনিসপত্র রাখা আছে পোর্চে, সেগুলো বের করে নিয়ে যেতে হবে। আর বাবা আজ বিকালে তার গাড়িটা ধার দিচ্ছেন। ক্যাটের সাথে কিছু কাজও আছে।"

"আমি জানি, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আরও দুইদিন বাকি। তবে, আমার কাছে কিছু পাই আছে? ওগুলো নিয়ে যেতে পারবে সাথে?"

"পাই?" গ্রে সন্দেহজনক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল।

"ভয়ের কিছু নেই। রাস্তার ওপারের বেকারি থেকে কিনেছি। ও হ্যাঁ, পেনেলোপের জন্য কিছু খেলনা কিনে রেখেছিলাম। এই হাতির ছবি দেওয়া জাম্পারটা চোখে পড়েছে আর...."

গ্রে শুধু মাথা নেড়ে যেতে লাগল। ও জানে, একসময় না একসময় মা থামবেন।

"ক্যাট কেমন আছে এখন?" অবশেষে থামলেন তিনি।

"ভালো খারাপ মিলেই আছে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হ্যারিয়েট, "নিয়ে যাও পাইগুলো। মেয়েটা একদম শুকিয়ে কাঠি হয়ে গিয়েছে। আহারে, বেচারি।"

কিছুক্ষণ পর গ্রে'র হাতে পাইয়ের কৌটায় ঠাসা একটা ব্যাগ ধরিয়ে দেয়া হলো। বাড়ির সামনের পোর্চের দিকে এগোল ও। ওর অ্যাপার্টমেন্ট রাখা মঙ্কের জিনিসপত্রগুলো বাক্সবন্দী অবস্থায় জড়ো করা আছে সেখানে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরেকটা বাক্স আছে ওর কাছে। রাইডার ব্লান্ট তার সী প্লেনের পাখা কেটে মঙ্কের কৃত্রিম হাতটা বের করে দিয়েছিল। ক্যাট সেটার দিকে ফিরেও তাকায়নি। তাতে অবশ্য ওকে দোষ দেয়া যায় না। তবে মঙ্কের খালি কফিনে সেই কৃত্রিম হাতটা ঢুকিয়ে দিতে বলেছিল ও। আর্লিংটন ন্যাশনাল সেমেটারিতে সমাধিস্থ করা হবে। মঙ্কের পরিচিত সবাইকে বলা হয়েছে, কোনও একটা স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে যেতে, সেগুলোও ভরে দেয়া হবে কফিনের ভেতর।

মঙ্কের প্রিয় সিনেমার একটা কপি খুঁজে পেয়েছে গ্রে। ওর অ্যাপার্টমেন্টেই ছিল জিনিসটা। এক রাতে আড্ডা দেয়ার পর মঙ্ক সেটা রেখে গিয়েছিল। সাউন্ড অফ

মিউজিক। প্রত্যেকটা সংলাপই যেন মুখস্থ ছিল ওর। পেনেলোপকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়ানোর সময় সেখান থেকে গান গেয়ে শোনাত ওকে। গ্রে'র দেখা সবচেয়ে মহৎ হৃদয়ের মানুষ মঙ্ক।

বাবা হিসেবেও ওর কোনও তুলনা হয় না।

গ্রে পোর্চ পেরিয়ে গেল। ইস্তফানামাটা পকেট থেকে বের করে ভাঁজ ছাড়াতে লাগল। মঙ্ক বেঁচে থাকলে এই বিষয়ে আলোচনা করা যেত এখন। চেয়ারে বসলো ও। হঠাৎ খেয়াল করল বাক্সের ভেতর থেকে কেমন যেন শব্দ হচ্ছে।

এলাকার কাঠবিড়ালীগুলোর এত দুঃসাহস!

হায় হায়! পাই খাচ্ছে নাকি ওরা??...

দৌড় দিয়ে বাক্সের কাছে চলে ফেল ও। না, শব্দটা পাইয়ের ব্যাগ থেকে আসছে না। ওর কপাল কুঁচকে গেল। সঠিক বাক্সটা খোঁজার জন্য উল্টেপাল্টে দেখতে শুরু করল ও। পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। বাক্সের মুখ খুলে ফেলল গ্রে।

পেইন্টার শুধু ওর বাবার পা আর থান্ডারবার্ডের পিছেই টাকা খরচ করেননি। মঙ্কের পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া হাতটা পাঠাতে বাঁধছিল তার। কৃত্রিম হাতটাকে যত্ন সহকারে নিখুঁতভাবে মেরামত করিয়েছেন। ফোমে মোড়ানো একটা বাক্সে করে পাঠিয়েছেন সেটা। সে হাতেরই একটা আঙুল ফোমের ভেতর নেচে বেড়াচ্ছে।

হাতটা তুলে নিল গ্রে। তর্জনীটা বাতাস কেটে নড়াচড়া করছে। গ্রে'র গা কেঁপে উঠল। ভালো হয়েছে, জিনিসটা ক্যাটের চোখে পড়েনি।

যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছে বোধহয়।

হাতটাকে পোর্চের চেয়ারের ওপর শুইয়ে দিল ও। আঙুল নড়েই যাচ্ছে, টোকা দিতে শুরু করেছে কাঠের চেয়ারে। বিরক্ত হয়ে আবার ঘুরে তাকাল গ্রে। পকেট থেকে ফোন বের করে, পেইন্টারের সাথে কথা বলতে চাইল। সিগমার কে এইকুকর্ম করেছে, জানা দরকার।

ফোনে ডায়াল করার সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করল ও। নির্দিষ্ট ছন্দে টোকা দিয়ে যাচ্ছে আঙুলটা।

টেলিগ্রাফের মোর্স কোড।

শব্দটা খুব পরিচিত।

S.O.S.

গ্রে হাতটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

কীভাবে সম্ভব?

"মঙ্ক....?"

দুপুর ২:৪৫
কার্ডামম মাউন্টেনস, ক্যাম্বোডিয়া

সুজান টিউনিস ঝোপঝাড় আচ্ছাদিত পর্বতের গিরিখাতে আরোহণে ব্যস্ত। বাতাসে কুয়াশার সূক্ষ্ম আস্তরণ, ভরদুপুরের সূর্যের আলোতে ঝিলমিল করে উঠছে। একটা উল্লুক হঠাৎ কিচমিচ করে উঠল ওকে দেখে। এক হাতে আঙুরের লতা ধরে ঝুলে আছে ওটা, কালো মুখের চারপাশে ধূসর পশমের আচ্ছাদন।

সামনে এগিয়ে যাচ্ছে সুজান। বনের ভেতর হাঁটতে ভালোই লাগছে। কার্ডামম পর্বতমালা ক্যাম্বোডিয়া আর থাইল্যান্ডের মধ্যবর্তী সীমানা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে বহুযুগ ধরে। এই অঞ্চলে আজ ওর চতুর্থ দিন। মশারি খাটানো হ্যামকে শুয়ে একটা বিপন্ন প্রজাতির ইন্দো-চাইনিজ বাঘ দেখতে পেয়েছিল ও। মৃদু গর্জন করতে করতে জঙ্গলের ভেতর হারিয়ে গিয়েছিল সেই বাঘটা। অন্যথায়, এই ক'দিনে আজকের উল্লুকের চেয়ে বড় আকারের কোনও প্রাণী চোখে পড়েনি।

মানুষের নাম গন্ধও নেই এখানে।

সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন এই বিস্তৃত ভূখণ্ড, খেমের রুজ গেরিলা বাহিনীর শেষ আশ্রয়স্থল ছিল।

তবে সুজান নিশ্চিত, এখন আর গেরিলাদেরও এখানে পা দেয়ার মতো সাহস নেই। সামনের মালভূমির ভেতর দিয়ে বয়ে চলা ছোট্ট নদীর দিকে তাকাল ও। গাছের গুড়ি থেকে ছোট ছোট কয়েকটা প্রাণীকে পানিতে নেমে যেতে দেখা গেল।

বাতাগুর বাসকা-এশিয়ান নদীচর কচ্ছপ, পৃথিবীর সবচেয়ে বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীগুলোর একটা। রাজকীয় কচ্ছপও ডাকা হয়ে এদের। স্থানীয়দের অনেকে, এই প্রজাতিকে দেবতাদের তত্ত্বাবধায়ক মেনে সম্মান করে থাকে।

নদী পেরিয়ে ফাটল ধরা একটা পর্বতের দিকে এগিয়ে গেল সুজান। ও জানে, কোথায় যেতে হবে এখন। ডঃ কামিংস এর হাতে ওর পুনর্জাগরণ হবার পর থেকেই জানে। নিরাময়ের উপায়ের চেয়েও বেশি কিছু অর্জন করেছে ও-তবে কাউকে বলেনি। এখনও সময় আসেনি সবকিছু বলার।

পর্বতের কাছে পৌঁছে, একটা ফাটলের দিকে এগিয়ে গেল। প্রায় দুই ফুট চওড়া হবে। কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকে পড়ল একপাশে কাঁত হয়ে। ছোট ছোট পা ফেলে আস্তে আস্তে এগোতে শুরু করল ও। পেছনে সূর্যের আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছে।

খুব শীঘ্রই পুরোপুরি আঁধার ঘনিয়ে এলো চারদিকে।

সুজান সামনের দিকে একটা হাত মেলে ধরল। হঠাৎ আঙুলের ডগায় আগুন জ্বলে উঠে কাঁধ পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল এটা। নিজের হাতটাকে একটা ল্যাম্পের মতো করে ব্যবহার করতে শুরু করল।

আরেকটা গোপন রহস্য।

নিজের চলার পথে আলোর উৎস হয়ে, আরও গভীরে ঢুকে যেতে লাগল সে। জানে না, কতদূর চলে এসেছে এতক্ষণে। সময়জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে বহু আগেই।

অবশেষে আরও একটা দ্যুতি দেখা দিল, ওর দিকেই ভেসে আসছে। স্বাগতম জানাচ্ছে। অবিকল ওর মতো।

একই গতিতে এগিয়ে চলল সুজান। তাড়াহুড়ার কিছু নেই।

শেষপর্যন্ত একটা গুহার মতো আবদ্ধ জায়গায় এসে থেমে গেল। আলোর উৎসটা পরিষ্কার হয়েছে এখন। দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে ছোট ছোট আগুনের শিখা। অন্ধকার মাটির ওপর ছড়িয়ে আছে, রাতের আকাশের তারার মতো। শত শত অগ্নিশিখাকে পাশ কাটিয়ে গুহার ভেতর হেঁটে চলেছে ও।

প্রত্যেকটাই একেকটা নির্দিষ্ট অবয়ব। ঈগলের পাখার মতো করে ছড়িয়ে আছে মাটির ওপর, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ রূপে জ্বলছে। সেরকম একটা অবয়বের দিকে তাকাতেই স্নায়ুতন্ত্রের গঠনের কথা মনে পড়ে গেল-মস্তিষ্ক, সুষুম্না কান্ড, জট পাকানো পেরিফেরাল স্নায়ুর সমষ্টি। মেলে রাখা দীপ্যমান দুই বাহু দেখে ছড়িয়ে দেয়া ডানার কথা মনে হচ্ছে।

অন্ধকারে মিশে থাকা স্বর্গদূত...নিদ্রাকাতর...অপেক্ষমান...

সুজান সামনে এগিয়ে গেল। এমন একটা অবয়বের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, এটা এখনও অতটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আর রক্তের প্রবাহ দেখা যাচ্ছে এখনও। হাড়ের কাঠামোও অনেকটা সুসজ্জিত আছে।

একটা ফাঁকা জায়গা খুঁজে নিয়ে পাশে বসে পড়ল ও। হাত বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে। ওর আঙুলের ডগা ছুঁয়ে গেল মাটিতে জ্বলতে থাকা সেই অবয়বকে। ইতালির পুরনো এক ভাষায় বার্তাগুলো আসতে শুরু করল। তবে বুঝতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না এখন।

-কাজ হয়েছে?

-হ্যাঁ, আমিই শেষজন। উৎসকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।

-তাহলে বিশ্রাম নাও, বাছা।

-কত দিন? পৃথিবী কখন প্রস্তুত হবে?

উত্তর ভেসে এলো, দীর্ঘদিন বিশ্রামের পর...

-আমার কী করা উচিত?

-বাড়ি ফিরে যাও, বাছা। এখনকার মতো, বাড়ি ফিরে যাও।

চোখ বন্ধ করল সুজান। ওর চেতনার যে অংশটুকু নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তে চায়, তাকে বাঁধা দিল না। এমন এক বুদবুদের ভেতর হারিয়ে গেল, যা ওর জীবনের পূর্ণতাকে রচনা করেছে। যার ওপর ভর করে ও পৌঁছে গেল নতুন এক মাত্রায়।

ওর দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হয়ে গেল, সূর্যের দিকে সরাসরি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে যেমনটা হয়। দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে, কয়েকবার চোখ পিটপিট করল ও। পৃথিবীটা আবার পরিষ্কার হয়ে উঠল চোখের সামনে। পায়ের নিচে নৌকার দুলুনি অনুভব করতে

পারছে। একটা শঙ্খচিল উড়ে গেল চিৎকার করতে করতে। বাতাস বইতে শুরু করেছে, ঢেউ খেলা করছে পানিতে।

স্বপ্ন.. সুখের স্মৃতি... নাকি তার চেয়েও বেশি কিছু?

বুক ভরে শ্বাস নিল ও। কি চমৎকার একটা দিন।

জাহাজের রেলের কাছে দাঁড়িয়ে নীল সমুদ্রের দিকে তাকাল ও। দূরের সবুজ দ্বীপগুলো কিছুটা ঝাঁপসা দেখাচ্ছে। মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ধূসর মেঘ। নিচের কেবিন থেকে কে যেন উঠে আসছে, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

ঘুরে তাকাতেই মানুষটাকে চোখে পড়ল। টি শার্ট আর হাফপ্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে। সুজানকে দেখে, থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্তের জন্য।

তারপরেই হাসি ফুটে উঠল লোকটার মুখে, "আচ্ছা। তুমি তাহলে এখানে।"

গ্রেগের কাছে ছুটে গেল সুজান। জড়িয়ে ধরল সমস্ত শক্তি দিয়ে।

নিচ থেকে অস্কারের ঘেউ ঘেউ শোনা যাচ্ছে। একটা বুড়ো লোক ধমকে উঠল কুকুরটাকে। স্বামীর বুকে মাথা রাখল সুজান, হৃৎপিন্ডের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছে, "কী হয়েছে, সুজান?"

গ্রেগের মুখের দিকে তাকাল ও, তিনদিনের পুরনো চোয়ালের ক্ষতস্থানটার ওপর আলতো করে আঙুল ছোঁয়াল। তারপর পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে উঁচু হয়ে দাঁড়াল ঠোটের স্পর্শ পেতে। গ্রেগও ঝুঁকে এলো।

সুজান জানে, বাড়ি ফিরে এসেছে সে।

লেখকের কথা
বাস্তব নাকি কল্পকথা?

আরও একবার, এই যাত্রায় আমার পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি! বরাবরের মতোই ভেবেছিলাম, শেষ পাতাগুলোতে এসে উপন্যাসটার ব্যবচ্ছেদ করব। বাস্তব থেকে কথাসাহিত্যকে আলাদা করে তুলে ধরব। সাধারণ কিছু বিষয়ের মাধ্যমে এই ব্যবচ্ছেদকে ভাগ করে নিচ্ছি।

মার্কো পোলো: এই বইয়ের শুরুর অধ্যায়ে পোলোদের ভেনিসে ফেরার যাত্রাকে কেন্দ্র করে এক রহস্যের অবতারণা করা হয়েছে। জাহাজ আর মানুষগুলোর ভাগ্যে কী ঘটেছিল, তা কিন্তু আজও অজানা। রাজকুমারী কোকেজিনের সাথে মার্কোর সম্ভাব্য প্রণয় নিয়ে অনেক গুজব প্রচলিত। বিশেষ করে, যেহেতু তিনি রাজকুমারীর মুকুট নিজের কাছে রেখেই মারা যান। আর মারা যাবার পর, তার দেহটা সত্যিই সান লরেন্জো চার্চ থেকে গায়েব হয়ে যায়। তার হদিস এখন পর্যন্ত অজানা।

অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্ট আর অন্যান্য ভাষা বিষয়ক আলাপ: অ্যাঞ্জেলিক স্ক্রিপ্টের বিকাশ ঘটে জোহানেস ট্রিথেমিয়াস আর হেনরিখ অ্যাগ্রিপ্পা'র মাধ্যমে। তারা দাবী করেছিলেন, এসব প্রতীকের চর্চার মাধ্যমে ফেরেশতাদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব। প্রাচীন হিব্রু ভাষার লিপি থেকে উদ্ভূত এই স্ক্রিপ্ট। একইভাবে ইহুদি কাব্বালাহ সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিশ্বাস, এই অক্ষরের আকৃতি এবং গঠন চর্চা করার মাধ্যমে অন্তর্নিহিত জ্ঞানের দরজা খুলে যাওয়া সম্ভব। আধুনিক যুগের কথা বলতে গেলে, আমাদের একটা প্রশ্ন থেকে যায়: আমাদের জেনেটিক কোডিংয়ে কি কোনও গোপন ভাষা লুকায়িত আছে? সায়েন্স ম্যাগাজিন (১৯৯৪)-এর এক আর্টিকেল অনুযায়ী, উত্তরটা হলো, হ্যাঁ। যদিও, সেই ভাষাটার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

প্লেগ: প্লেগের মড়ক চলাকালীন সময়ে, ইংল্যান্ডের ইয়াম নামক এক গ্রামে বেঁচে থাকার হার সত্যিই অস্বাভাবিক ছিল। এখানকার জনসাধারণের অর্ধেকের শরীরে দেখা গিয়েছিল জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি। অদ্ভুত অথচ বাস্তব। অ্যানথ্রাক্সের কথায় আসা যাক। ব্যাসিলাস প্রজাতির খুনে সদস্য আর শান্তিপূর্ণ বাগানচারীদের ভেতর পার্থক্য, শুধুমাত্র প্লাজমিড নামক দু'টো জেনেটিক কোডিংয়ের রিং। এখানেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, কোত্থেকে আসে এই প্লাজমিড?

প্রানীকুল: ক্রিসমাস আইল্যান্ডের লাল কাঁকড়া প্রজাতির বার্ষিক স্থানান্তর প্রতিবছরই ঘটে থাকে। লক্ষ লক্ষ কাঁকড়া সমুদ্রের দিকে যাত্রা করে এসময়। তাদের ধারালো থাবায় গাড়ির টায়ার ফুটো হয়ে যাওয়ারও নজির আছে। যকৃত কৃমির কথা বলি এবার, তাদের অদ্ভুত এই জীবনচক্রের বিবরণ একদম সঠিক। শিকারি স্কুইড প্রজাতির ধারণাটা আমি *ট্যানিজিয়া ড্যানা*'র ওপর ভিত্তি করে দিয়েছি। এরা দৈর্ঘ্যে

ছয় ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়, দল বেঁধে শিকার করে, শরীর থেকে চমৎকার আলো ছড়ায়, আর দেহের চোষকে ধারালো থাবা বহন করে।

নরখাদক আর জলদস্যুঃ ইন্দোনেশিয়ার জলদস্যুর প্রকোপ দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর নরখাদকের দল, ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে খুঁজে পাওয়া যায় এখনও। প্র্যাডার-উইলি সিন্ড্রোম নামের ভয়ঙ্কর অসুখটার বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু এর সাথে ক্যানিবালিজমের কোনও সম্পর্ক নেই। সাধারণ মানুষের ভেতর কি নরমাংস খাওয়ার প্রবণতা আছে? বংশগতিবিদ্যার সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে অদ্ভুত কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে। মানুষের শরীরে অসুখের বিরুদ্ধে এমন কিছু নির্দিষ্ট জিন আছে, যা শুধুমাত্র নরমাংস ভক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

অ্যাংকরঃ ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কিত যা যা বিবরণ দেয়া হয়েছে—দুধের ঘূর্ননগতি বিষয়ক পুরাণ থেকে শুরু করে দুইশ' বোধিসত্ত্বার মুখাবয়ব-এর পুরোটাই সঠিক। এখানকার মন্দিরের অবস্থানগুলো আসলেই নির্ধারণ করা হয়েছিল তারার গতিপথকে অনুকরণ করে, বিশেষ করে ড্রাকোর ক্ষক্ষ। এ বিষয়ে আরও জানতে চাইলে, এই বইটা পড়তে পারেন—হ্যাভেন'স মিরর (গ্রাহাম হ্যানকক অ্যান্ড সান্থা ফেইয়া)।

ব্যাকটেরিয়াঃ উজ্জ্বল শৈবালে ভরা দুধশুভ্র সাগরের অস্তিত্ব বাস্তবেই আছে। নির্দিষ্ট সময় পর পর জ্বলে ওঠে এগুলো। লস এঞ্জেলস টাইমস এর কিছু ধারাবাহিক আর্টিকেল অনুযায়ী, আমাদের সমুদ্রগুলোতে আবারও প্রাচীন স্লাইমের দেখা মিলছে, যা সামুদ্রিক প্রাণীকুলের জন্য হুমকিস্বরূপ। এর ফলে জেলিফিশের শরীরে বিষক্রিয়া ঘটছে পুড়ে যাচ্ছে সামুদ্রিক শৈবাল। এই উপন্যাসে অদ্ভুত এক দাবী করা হয়েছে : মানুষের শরীরের মাত্র দশ শতাংশ কোষ আমাদের নিজেদের (বাকি অংশটুকু ব্যাকটেরিয়া আর পরজীবী)। কথাটা সত্য! অসাধারণ একটা বই রয়েছে এই বিষয়ের ওপর, যেমন আতঙ্কজনক, তেমনই রসাত্মক-হিউম্যান ওয়াইল্ডলাইফ (ডঃ রবার্ট বাকম্যান)। শুধু খাওয়ার আগে না পড়লেই হলো।

নির্ঘণ্টঃ

১. রত্নগুণ সম্পন্ন এক ধরনের পাথর।
২. বিশ্বের বিবরণ।
৩. কুবলাই খানের ভাইয়ের দৌহিত্র।
৪. ইতালিয়ান: মৃতদের শহর।
৫. খ্রিস্টান ভিক্ষু।
৬. সাঁতারের উপযোগী হাফপ্যান্ট।
৭. ক্রিসমাস আইল্যান্ড নামে পরিচিত।
৮. তিমিজাতীয় জলজ প্রাণীদের ডাঙায় উঠে আসার প্রবণতা।
৯. সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী বিশেষ প্রজাতি।
১০. প্রতিফলিতশব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে পানিতে নিমজ্জিত বস্তুর সনাক্তকরণ এবং দূরত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি।
১১. জলজ পরিবেশে শৈবালের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটার প্রবণতা।
১২. ভ্যাটিকান শহরে অবস্থিত যাদুঘর।
১৩. ভবনের বাইরে অবস্থিত ঝুলন্ত করিডোর।
১৪. মধ্যযুগীয় ইউরোপের সময়কালের মাদার মেরীর চিত্রকর্ম অথবা মূর্তি।
১৫. ধর্মতত্ত্বের ছাত্র, যাকে পরবর্তীতে পাদ্রী বা মন্ত্রণালয়ের কর্মী পদে নিযুক্ত করা হয়।
১৬. যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস।
১৭. জ্ঞান, চেতনা, বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা।
১৮. বিশেষ ধরনের এককোষী প্রাণী, যারা একসাথে যুক্ত হয়ে বহুকোষী রূপ ধারণে সক্ষম।
১৯. স্মৃতিভ্রংশ।
২০. বায়ুবাহী জীবাণু সংরক্ষণের জন্য সুরক্ষিত ঘর।
২১. ব্যাকটেরিয়ার গঠন সনাক্তকরণের পরীক্ষা।
২২. স্বাভাবিক অবস্থায় চামড়ার উপরিভাগে অবস্থানকারী।
২৩. স্বাভাবিক অবস্থায় মানবদেহে অবস্থানকারী অক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া।
২৪. এক ধরনের নৌকা।
২৫. পেট কেটে অ্যাপেন্ডিক্স বের করে ফেলার বিশেষ অপারেশন।
২৬. মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুরজ্জু দিয়ে প্রবাহিত তরলবিশেষ।
২৭. দাহ্য তরলের সাহায্যে বানানো বিস্ফোরক।
২৮. নরমাংস ভক্ষণের প্রবণতা।
২৯. লোহা গলানোর যন্ত্র।
৩০. খোদিত পৃষ্ঠতল থেকে সামান্য উঁচু হয়ে থাকা অংশ।
৩১. বিষাক্ত প্রজাতির মাকড়সা।
৩২. পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তা।
৩৩. স্যাটেলাইট ফোন, এমন এক ধরনের মোবাইল ফোন যা সরাসরি প্রদক্ষিণরত স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে।
৩৪. চোখের মণির কেন্দ্রে অবস্থিত কালো অংশ/চোখের তারা।
৩৫. কৃত্রিম উপায়ে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া।
৩৬. ঝুলন্ত দড়ির বিছানা।